উৎসর্গ

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক
অচিন্ত্য বিশ্বাসকে তাঁর অনুগত ছাত্রের
শ্রদ্ধা বিনম্র অঞ্জলী।

○ আমাদের প্রকাশিত ডেল কার্ণেগীর বই ○

১। সুখী জীবন ও কর্মের সন্ধানে -
(In Search of Happy Life and Work)
২। সাফল্য ও ব্যক্তিত্বের সহজ পাঠ -
(An Esday Way of Success and Personality)
৩। স্ত্রী যখন বান্ধবী
(When Wife is the Friend)
৪। জনসংযোগের সহজ কথা-
(The Mystery of Mass Communication)
৫। উন্নতি ও সখ্যতার রহস্য -
(How to win friends and influence the people)
৬। নতুন জীবনের ঠিকানা-
(How to become Super Salesman)
৭। প্রশাসনিক মনস্তত্ত্বের রূপরেখা -
(Out line of Administrative Psychology)
৮। মনের রহস্য সন্ধানে-
(Mind Control methods of Mental Dynamics)
৯। মানসিক শান্তির চাবিকাঠি-
(Grow Rich with Peace of Mind)
১০। নিশ্চিন্ত জীবনের অন্বেষণ-
(How to Stop Worrying and Start Living)
১১। ভাষণের মন্ত্রমালা-
(Public Speaking
১২। সাফল্যের স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে-
(How to make an Habit of Succeeding)
১৩। বিশ্বায়নের পটভূমি-
(One world)
১৪। স্মৃতির রহস্য উন্মোচনে-
(Unveiling the Mystery of Memory)
১৫। বাচনের সম্মোহন রহস্য-
(Sixty days of Vocabulary)

সূচীপত্র

তৃতীয় খন্ড

চতুর্থ খণ্ড

ভূমিকা

যে-কোন শিক্ষিত বাঙালীর মনন ও মননশীলতায়, ঋদ্ধিক চেতনায়, অনুবর্তিত অভিজ্ঞানে, বৌদ্ধিক তন্ময়তায় মহাকবি শেক্সপীয়র চিরভাস্বর জ্যোতিষ্কের মত সমুজ্জ্বল।

এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, অধিকাংশ বাঙালী রোমান্টিকতার প্রথম পাঠ আহরণ করে শেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' থেকে জীবনের প্রতিটি পল-অনুপলকে দার্শনিকতার আলোয় উদ্ভাসিত করে হ্যামলেট, জীবনকে করুণাঘন বিষণ্ণতার রহস্যময় মোড়কে আবৃত করে জুলিয়াস সীজার, মানুষ তার সমস্ত শঠতা আর হীনতা নিয়ে উদ্ভাসিত কিং লীয়ারে—এ সবই মহাকবি সেক্সপীয়রের অনবদ্য লেখনীপ্রসূত সোনালী উপহার।

জীবন ও জীবিকা যখন দুরন্ত অভিসারে যান্ত্রিকতার হাতছানিতে একবিংশ শতাব্দীর কুহকিনী বিলাসকে হাতের মুঠোয় বন্দী করতে চাইছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শতসহস্র উপকরণ ব্যবহারিক জীবনকে ভরিয়ে তুলতে চাইছে সাবলীলতার মসৃণতায়, তখন শেক্সপীয়রের সাহিত্য কি তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে? এই প্রশ্ন আজ জেগেছে সারাবিশ্বের সাহিত্য পিপাসু, পাঠক-পাঠিকাব মনে।

বর্তমান মুহূর্তে আমার ইন্‌সস্টান্ট লিটারেচার বা তাৎক্ষণিক সাহিত্যের মাদকতায় মেতে উঠেছি, কাইনেটিক ভার্স বা গতিময় কবিতা এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সামনে তখন কি আর ক্লাসিক লিটারেচার বা ধ্রুপদী সাহিত্য ও রোমান্টিক সনেট এসে আমাদের আবেগকে আগের মত মথিত করতে পারে?

শেক্সপীয়র কি জন্ম দিতে পারেন জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিয়ালের। যার প্রতিটি পর্ব দর্শক চিত্তকে বিদ্ধ করবে আবেগ আর উৎকণ্ঠার যুগল আক্রমণে?

শেক্সপীয়র কি আজ বন্দী শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের অন্ধকারায়?

এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা শেক্সপীয়র— প্রেমিকদের কাছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শেক্সপীয়র সাহিত্যের বিপণন ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগামী। এতে প্রমাণিত হয় প্রতিটি মানুষের আপাত উজ্জ্বল বর্হিরঙ্গের অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক নিরস্ব তৃষিত আত্মা, যে সৎ সাহিত্যে অন্বেষণ করে চিরশান্তিকে।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে পনেরোশো চৌষট্টি খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল মহাকবি শেক্সপীয়রের জন্ম হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের স্টাটফোর্ড এভন গ্রামে।

তাঁর পিতা ছিলেন জন শেক্সপীয়র এবং মাতার নাম ছিল মেরী। বংশ পরম্পরায় তাঁরা ছিলেন কৃষক পরিবার। শেক্সপীয়রের পিতা পারিবারিক পেশা ত্যাগ করে মাংসের দোকান খোলেন। কিন্তু এই ব্যবসাতে তিনি বিশেষ আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে পারেন নি। বাবা-মায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়াতে শেক্সপীয়র কৈশোরের প্রথম প্রহর থেকে সাংসারিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েন। তাই প্রথাগত শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়নি তার। এ ব্যাপারে

আমাদের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়।

তেরো বছর বয়সে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে শেক্সপীয়র জীবিকা নির্বাহের কঠিনতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। শুরু হল জীবনের বন্ধুর চলার পথে তাঁর পথচলা। এই সময়ে তিনি যে সব বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা সযত্নে ধরে রাখলেন মনের অ্যালবামে। পরবর্তীকালে এই সব চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর কালজয়ী লেখনীতে।

আঠারো বছর বয়সে ১৫৮২ সালের ২৮শে নভেম্বর সেক্সপীয়র গার্হস্থ্ জীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে রিচার্ড হ্যালওয়ের কন্যা অ্যান-এর বিয়ে হল।

যে মানুষ পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীর সাহিত্য রসিকদের হৃদয় জয় করবেন, মানুষের দুঃখ-বেদনার অদৃশ্য অনুভূতিকে কুশলী যাদুকরের মত শুষে নেবেন রক্তাক্ত রুমালে তিনি কি আবদ্ধ থাকতে পারেন সাংসারিক জীবনের তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার মধ্যে।

তাই বিয়ের দু'বছরের মধ্যে তিনি গ্রামীণ পরিবেশ পরিত্যাগ করে পাড়ি জমালেন অচেনা শহর, লণ্ডনের দিকে। এই ঘটনা তাঁর ভবিষৎ জীবনকে তুমুলভাবে আলোড়িত করেছিল।

লণ্ডন—টেমস নদীর দুপারে লন আর ৬৯ শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্যাক্সন সভ্যতার আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে বিরাজিত। দীর্ঘদিন ধরে বৃটিশরা পরম মমতায় সজ্জিত করেছে এই মহানগরীকে। এর বাতাসে বুঝি সাহিত্য আর সংস্কৃতির স্পন্দন শোনা যায়।

শেক্সপীয়র যোগ দিলেন দি থিয়েটার নামক সংস্থায়। এখানে তিনি মাঝে মধ্যেই মঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ পেতেন আর এভাবেই শেক্সপীয়রের মনের মধ্যে নাট্য বোধের জন্ম হয় যা পরবর্তীকালে তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারে পরিণত করেছিল।

দি থিয়েটার থেকে তিনি এলেন লর্ড প্রেমব্রোকের নাট্যদলে। এখান থেকে লর্ড স্ট্রেক-এর নাটকের দলে। এভাবেই শেক্সপীয়রের প্রতিভা ক্রমশঃ বিকাশলাভ করতে থাকে।

সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রাজদরবারে নাটকের যথেষ্ট সমাদর ছিল। তখন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন লর্ড জেমস। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত নাট্য রসিক। তাঁর ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় সেক্সপীয়রের নাট্য চিন্তার জগতে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে যায়।

লর্ড জেমসের আন্তরিক প্রয়াসে ১৬০৮ সালে ইংল্যাণ্ডের স্ট্রাটফোর্ড অঞ্চলে অভিজাত রঙ্গমঞ্চ ব্যাকফায়ার্স গড়ে ওঠে। এখনও এই রঙ্গমঞ্চটি নতুন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখে ইংল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক জীবনে তার নিরবচ্ছিন্ন কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে যাচ্ছে।

এই সময় শেক্সপীয়রের মনে নাটক রচনার অদৃশ্য ইচ্ছা জেগে ওঠে। ১৫৮৯ সালে শেক্সপীয়র তাঁর প্রথম নাটক দি কমেডি অফ এররস রচনা করেন। এর অন্তরালে ছিল

ল্যাটিন ক্লাসিক নাটকের প্রভাব। বলা যেতে পারে যে, এই নাটক রচনার মাধ্যমে শেক্সপীয়র সাহিত্যের সোনালী জগতে প্রবেশ করলেন। দু' বছর বাদে ১৫৯১ সালে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা আরমাডা জয়ের গল্প নিয়ে শেক্সপীয়র লিখলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাটক হেনরি দ্য সিক্সথ। এই নাটক তাঁকে এনে দিল প্রশংসা আর অভিনন্দন। নাটক রচনার পাশাপাশি তিনি কাব্য রচনাতেও মনোনিবেশ করেন। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত ভেনাস ও অ্যাডোনিসের অমর প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করে শেক্সপীয়র রচনা করলেন তাঁর প্রথম কাব্যটি। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইটি পাঠক-পাঠিকা জগতে সাড়া ফেলে দেয়। ১৫৯৪ সালে রিচার্ড ফিল্ড ভেনাস এণ্ড অ্যাডনিস কাব্যটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। এটিই শেক্সপীয়রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এর পরই তিনি রচনা করেন রেপ অফ লুক্রেশিয়া নামে আর একটি কাব্য। এই সময় শেক্সপীয়র সনেট রচনাতেও মনোনিবেশ করেন। তার ফলশ্রুতিতে জন্ম হয় ১৫৪টি অবিস্মরণীয় সনেটের।

১৫৯৮ সালে রাজকীয় অনুষ্ঠানে অভিনয়ের জন্যে শেক্সপীয়র রচনা করলেন লাভস 'লেবার লস্ট' এবং' মিডস সামার নাইটস ড্রিম' নামে দুটি নাটক। এবছরই তাঁর যুগান্তকারী রোম্যান্টিক নাটক 'রোমিও জুলিয়েট' প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত জীবনে এক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তার পুত্র হ্যামলেটের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি রচনা করেন 'কিং জর্জ' নামে অনবদ্য নাটকটি।

ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে করতে শেক্সপীয়র তিনটি অনবদ্য নাটকের জন্ম হয় 'মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' এবং 'টুয়েলফথ নাইট।'

এরপর একে একে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি প্রকাশিত হতে থাকে—হেনরি দি ফিফথ, জুলিয়াস সীজার, কিং রিচার্ড দি থার্ড, মেজার ফর মেজার, হ্যামলেট, ট্রয়লার্স অ্যাণ্ড ক্রেসিডা ইত্যাদি।

একদিন যে শেক্সপীয়র গ্রামের বাড়ী ত্যাগ করে লণ্ডন শহরে এসেছিলেন তিনি আবার ফিরে গেলেন তাঁর আদি বাসস্থানে। এখানে রচিত হয় ওথোলো নাটকটি। রাজা জেমসের আন্তরিক আগ্রহে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় লণ্ডনের হোয়াইট হলের রাজকীয় রঙ্গমঞ্চে।

কয়েক মাস বাদে মার্চেন্ট অফ ভেনিস প্রকাশিত হল। এরপর তিনি লিখলেন টাইমন অফ এথেন্স নাটকটি। জীবনের শেষপর্বে শেক্সপীয়র একে একে ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার, কোরিওলেনারস, অ্যান্টনি এণ্ড ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি বিখ্যাত ট্রাজেডি নাটকগুলি রচনা করেন। সিম্বেলিন, পেরিক্লিস, উইনটারস টেল, দি টেমপেস্ট প্রভৃতি নাটক এই পর্বেই রচিত হয়।

১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল,

বাহান্ন বছর বয়সে নির্বাপিত হল অমর নাট্যকার শেক্সপীয়রের জীবনদীপ।

৪৪টি নাটক ও ১৫৪টি সনেট এবং ৩টি কাব্যের মাধ্যমে শেক্সপীয়র যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেলেন তা ক্রমশই জনপ্রিয়তার শিখরচূড়ায় আরোহণ করল। জীবিত অবস্থায়

যিনি ছিলেন একজন সফল নাট্যকার মাত্র মৃত্যুর পর তিনিই পরিণত হলেন কালজয়ী সাহিত্যিকে। বিভিন্ন ভাষায় শেক্সপীয়র রচনাবলী অনুবাদ হতে থাকে। এমন ভাবেই ইংল্যাণ্ডের সীমানা ছাড়িয়ে তিনি বিশ্বজনীন হয়ে ওঠেন। আর এভাবেই শুরু হয় তাঁর জনপ্রিয়তার অবিশ্বাস্য জয়যাত্রা।

এখানে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন এসে ভীড় করে তা হল শেক্সপীয়রের সমগ্র সাহিত্য মূলতঃ ফেলে আসা দিনের ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে উদ্ভাসিত অথবা হাস্যরসের কৌতুক ধারায় সিঞ্চিত। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যোগসূত্র কোথায়? শেক্সপীয়র কি শুধু সুখী মানুষের অবসর 'বিনোদনের'আনন্দ-সঙ্গীত? যন্ত্রণা-দীর্ণ প্রাত্যহিক জীবনমরুর মাঝে জেগে থাকে এতটুকু কৌতুকের মরুদ্যান মাত্র?

তা নয়, শেক্সপীয়রের অমর লেখনী স্পর্শে তাঁর প্রতিটি রচনাই চিরন্তনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছ। তাই মুগ্ধ পাঠক যখন নিজের অজ্ঞাতে ডেনমার্কের সেই যুবরাজ হ্যামলেটের মত জানতে চান টু বী অর নট টু বী দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। এর মাধ্যমে বিবৃত হয় জীবন সম্পর্কে এক অনাদি অনন্ত জিজ্ঞাসা। অথবা মৃতুপথযাত্রী জুলিয়াস সীজারের বেদনাহত হৃদয়ের আর্তি প্রকাশিত হয়। সেই আশ্চর্য শব্দাবলীর মাধ্যমে—ব্রুটাস! তুমিও?

এ কি আমাদের প্রতিটি মানুষের আশাভঙ্গের প্রতিধ্বনি নয়? কিম্বা অল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আ স্টেজের অবিস্মরণীয় শব্দাবলী? যেখানে জীবনকে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করে মানুষের বিভিন্ন সত্তাকে উদ্ভাসিত করা হয়েছে কারুণিক মমতায়? কখনও সে টালমাটাল পায়ে হেঁটে যাওয়া অবোধ শিশু, কখনও উৎসাহী ছাত্র দু' চোখের নীল অঞ্জনে উৎসুক্যের নেশা, কখনও বা দুরন্ত প্রেমিক, কখনও কর্মপ্রবাহে নিমজ্জিত দীপ্ত পুরুষ, আবার জীবনের উপান্তে দ্বিতীয় শৈশবের হাতছানিতে অসহায় আত্মার প্রতীক মাত্র।

এই হলে শেক্সপীয়র। চিরন্তনতার মধ্যে যিনি প্রাত্যহিকতার ছবি আঁকেন আর তাই ফেলে আসা মধ্যযুগের রাজকীয় অনুভতিমালা কি এক আশ্চর্য যাদুতে সাধারণ মানুষের চেতনার রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। মনে মনে আমরা একাত্ম হয়ে যাই হ্যামলেট, জুলিয়াস সীজার, ক্লিওপেট্রা, ওথেলো, ডেজ্‌ডিমোনার সঙ্গে। তাই যতদিন সভ্যতা বেঁচে থাকবে ততদিন সাহিত্যের আকাশে সূর্যের দীপ্তিতে বিরাজ করবেন অমর কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়র।

বাংলা ভাষার শেক্সপীয়র চর্চার এক ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে মূলতঃ ইংরেজ শক্তির আর্বিভাবের পর শিক্ষিত বাঙালী মননে শেক্সপীয়রের অনুপ্রবেশ ঘটে। সৃষ্টিশীলতার উন্মাদনায় তিনি মাতিয়ে দেন বুদ্ধিজীবী বাঙালীকে। আর একে একে শেক্সপীয়র সাহিত্যের বঙ্গীয়করণ শুরু হয়—মঞ্চস্থ নাটকে এবং প্রকাশিত গ্রন্থে। আজ পর্যন্ত এই ধারাটি প্রবহমান। যদিও কালে-কালান্তরে শেক্সপীয়র চর্চার ক্ষেত্রে ঘটে গেছে অনেক নীরব বিপ্লব, অনেকে শেক্সপীয়রকে চিহ্নিত করেছেন বুর্জোয়া সমাজের প্রতিভূ হিসাবে, কেউবা শেক্সপীয়রের অন্তরালে চিরন্তন শোষণের ঝঙ্কার শুনেছেন, কোন প্রগতিশীল সমালোচক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সুতীক্ষ্ণ তরবারিতে ছিন্ন

বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডী আর কমেডীকে। কিন্তু সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনাকে উপেক্ষা করে শেক্সপীয়র আজও আকাশভেদী পাহাড়ের মত অটল।

· কৈশোরের প্রথম প্রহর থেকে আমার মনন ও মানসিকতায় শেক্সপীয়রের নীরব উপস্থিতি ঘটেছিল। এর অন্তরালে আছেন আমার পূজনীয় পিতৃদেব। আশৈশব যিনি শেক্সপীয়র নিঃসৃত অমর শব্দাবলীকে মন্দ্রিত উচ্চারণে প্রবেশ করিয়ে ছিলেন, আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে।

তারপর প্রথম কৈশোরে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আমি আবিষ্কার করি শেক্সপীয়র সাহিত্যকে, ক্রমশই তার দুনির্বার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই। আজও মনে পড়ে ফেলে আসা সেই প্রেসীডেন্সী কলেজের দিনগুলোর কথা কত না মৌন-মুহূর্ত স্পন্দিত হয়েছিল শেক্সপীয়র-পঠনে। এমনভাবেই এই মহান নাট্যকার তাঁর লেখনীর মায়াজালে আবিষ্ট করেছেন আমায়।

পরবর্তকালে সাহিত্য জীবনে প্রবেশের প্রথম থেকে মনের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত ছিল এতদিন, শেক্সপীয়রের রচনাবলিকে একটি খণ্ডে গ্রন্থিত করে সাহিত্যপিপাসু পাঠক-পাঠিকার সামনে উপস্থাপিত করা আজ পাত্র'জ পাবলিকেশনের কর্ণধার শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাত্রের ঐকান্তিক আগ্রহে তা ফলপ্রসূ হয়েছে। এজন্য তাঁকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ। এর আগে নানাভাবে শেক্সপীয়র সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেই সাহিত্যে সমুদ্রে আমার এই প্রয়াস কতখানি সফল হয়েছে সে বিচার আপনাদের আমি শুধু ভগীরথের মত শেক্সপীয়র সাহিত্য—জাহ্নবীকে উপস্থাপিত করলাম আপনাদের সামনে। এর অনাবিল তরঙ্গে তরঙ্গে সিঞ্চিত করুন সাহিত্য-পিপাসা।

ধন্যবাদন্তে --

পৃথ্বীরাজ সেন

প্রথম খণ্ড

রোমিয়ো জুলিয়েট

প্রথম অঙ্ক

।। এক ।।

ভোরোনা শহর দেখা গেল। এক পুরোনো দিনের শহর। বড়বড় প্রাসাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সংকীর্ণ বঙ্কিম পথরেখা চলে গেছে তারই মধ্য দিয়ে। উপরে সূর্যকরোজ্জ্বল নীলাকাশ। এখানে আকাশের যে রং মেলে ধরেছে, সে রং ইউরোপের আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। এর রং ফ্যাকাশে নয়, এতে আছে অরুণ রাগের মিশ্রণ যা ট্রপিকের উষ্ণতার কথাই বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

পথের পর পথ চলেছি আমরা। এবার যেখানে এসে আমরা হাজির হলাম তা এক চত্বরে। এ চত্বর বণিকদের হতে পারে আবার নাও পারে। মানুষের সমাগমও রয়েছে এখানে। এখানে এসে মানুষ গল্পে মসগুল হয়ে যায়। কেউবা সংসারের সুখ-দুঃখের কথা, কেউবা আবার বিষয় আশায়ের কথা বলে! আবার এখানে ভেরোনার দুই ধনী পরিবারের অনুচরদের কাজিয়াও চলে। সে-কাজিয়া শুধু মুখের কথায় থেমে থাকে না, লাঠালাঠি হয়, তলোয়ারে ঝনঝনানি ওঠে আবার রক্তও ঝরে পড়ে। এতো সেই নিত্য-তিরিশ দিনের ঘটনা।

আজও আমরা এখানে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, ক্যাপিউলেৎ বাড়ির দু'জন অনুচর এসে ঢোকে। তাদের হাতে খোলা তলোয়ার। অনুচর দুটির নাম গ্রিগরী ও স্যাম্পসন। দুজনেই মুখিয়ে আছে, যেন একটা ঝগড়া বাঁধার অপেক্ষা। মন্তাগো বাড়ির যাকে দেখবে, তাকেই সাবাড় করবে।

স্যাম্পসন বলে ওঠে, আমি একটুতেই চটে গিয়ে ঘা মেরে বসি।

গ্রিগরী ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্য ফোড়ণ কাটে কিন্তু তুমি চট্ করে তো চট না সাঙাৎ!

চটি বই কি! ঐ মন্তাগোছের একটা কুকুর দেখলেই চটে যাই। নড়ে-চড়ে উঠি।

কিন্তু নড়ে-চড়ে ওঠার অর্থেইতো ছুটে যাওয়া, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই তো মরদের কাজ। তাই যখন নড়ন-চড়ন তোমার ধাত, তোমার চলে যাওয়াই তখন উচিত।

স্যাম্পসন ঠাট্টাটা না বুঝেই বলে, ও বাড়ীর একটা কুকুর আসতে দেখলেই আমি দাঁড়িয়ে পড়ব।

বোঝাই যাচ্ছে তুই একটা হাঁদা ছাড়া কিছুই নোস! ঝগড়া আমাদের মনিবে-মনিবে আমরা তো তার নকর। গোলামদের—

একই কথা। আমি ওদের সঙ্গে লড়ব—ওদের বাঁদীগুলোর সঙ্গে ভদ্র আচরণও করব—ওদের মাথা এক কোপে উড়িয়েও দেব!

কি—বাঁদীদের মাথা?

হ্যাঁ তাই—আমাকে তো সবাই জানে, গায়ে আমার তাগদ আছে—আমি একটা মাংসের ঢিবি।

গ্রিগরী ঠাট্টা করে বলে, তা তুমি যে মাছ নয় বরং মাংসের ঢিবি তাও ভালো। এবার হাতিয়ার খোল তো ভাই। ঐ মন্তাগো বাড়ির দু'জন এদিকেই আসছে।

মন্তাগো বাড়ির আব্রাহাম ও বালথামারকে দেখা গেল। স্যাম্পসন বলে, আমার হাতিয়ার খোলা, তুমি ঝগড়া বাঁধিয়ে দাও দেখি, আমি তোমার পেছনেই আছি।

কি করবি বলতো? তুই পেছন ফিরে ছুটবি নাকি?

না, না, সে ভয় নেই!

ভরসাও নেই!

স্যাম্পসন বলে, তাহলে আয় আমরা আইন বাঁচিয়ে চলি। ওরাই আগে ঝগড়া শুরু করুক।

যেতে যেতে মুখ ভাঙচাব, গ্রিগরী বলে ওঠে, দেখি ওরা আবার কি করে!

এদিকে মন্তাগো বাড়ির লোক দুটি কাছে এসে দেখছে।

আব্রাহাম বলে, মশাই আমাদের কি বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন? না! স্যাম্পসন গ্রিগরীকে চুপি চুপি শুধায়, যদি বলি হ্যাঁ, আইন বাঁচবেতো সাঙাৎ?

গ্রিগরী স্যাম্পসনকে চুপি-চুপি উত্তর দেয়, না।

স্যাম্পসন অমনি জ্বলে ওঠে না মশাই। বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছিনে আপনাকে, দেখাচ্ছি নিজেকে।

গ্রিগরী বলে, মশাইরা কী ঝগড়া বাধাতে চান?

না, না, মশাই—না—আব্রাহাম সবেগে মাথা নাড়ে?

এদের বাদানুবাদ চলতে থাকে। ঝগড়া করার জন্যই সবাই উসখুস করছে, কিন্তু

কেউ তা চাইছে না। সেখানেও আছে আইনের ভয়। সে চুপি-চুপি স্যাম্পসনকে বলে, এবার বাঁধা না ঝগড়া—ঐ তো আমাদের মনিবের ভাতিজা আসছেন।

স্যাম্পসন অমনি বলে ওঠে, তোমাদের মুরোদটাই বাকি? বটে! গর্জন করে ওঠে আব্রাহাম।

স্যাম্পসন অমনি তালোয়ার উছিয়ে বলে ওঠে, মানুষ হলে হাতিয়ার খোল! গ্রিগরী তোমার মক্ষম কোপখানা ঝাড়তো সাঙাৎ!

দু'দল এতক্ষণ পাঁয়তাড়া কষতে ব্যস্ত ছিল, এবার লড়াই শুরু হল। বেনভলিয়ো ছুটে এসে নিজের তলোয়ারের আঘাতে ওদের তলোয়ারগুলো সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিয়ে বলে-ওঠে। ওরে নির্বোধ, তলোয়ার খাপে পুরে রাখ। তোরা জানিস না যে তোরা কি করতে চলেছিস!

এমন সময় ক্যাপিউলেৎ বাড়ির একজনকে নজরে এল। ইনি তাইবল্ট। ক্যাপিউলেৎ গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র। একটু বা বেশী উগ্র মেজাজের লোক! এক কথায় জঙ্গী তাঁর মেজাজ। তিনি এসেই বেনভলিয়োকে উদ্দেশ্য করে বলে, একি—তুমিও এই ইতরগুলোর ভেতরে তলোয়ার খুলেছ! বেনভলিয়ো, তাকাও এদিকে—তোমার মৃত্যুকে দেখ তোমারই চোখের সামনে।

বেন্‌ভলিয়ো উত্তর দেন, আমি শান্তি রক্ষা করছি, তোমার অস্ত্র কোষবদ্ধ কর তাইবল্ট! নয়তো, লড়াই থামাতে সাহায্য কর।

বাঃ বাঃ! তাইবল্ট বিদ্রুপ করে ওঠে, হাতে নাঙা তলোয়ার আবার শান্তির কথা বলছ! আমি ঘৃণা করি ও কথা। যেমন ঘৃণা করি সমস্ত মন্তাগো গোষ্ঠীকে আর তোমাকে। ওরে ভীরু, সামলাও এবার!

দুজনের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

এমন সময় একজন রাজকর্মচারী আর তিন-চারজন নাগরিক লাঠিসোটা নিয়ে হাজির হয়।

রাজকর্মচারী বলেন, ওদের লাঠির ঘায়ে মেরে ফেল।

নাগরিকরাও সেই সঙ্গে চিৎকার করে বলতে থাকে, ক্যাপিউলেৎরা নিপাত যাক্। মন্তাগোরা যাক জাহান্নামে!

বৃদ্ধ ক্যাপিউলেৎ এমন সময় তাঁর পত্নীর সঙ্গে এসে উপস্থিত হন। তিনি এসেই বলেন, এ গোলমাল কিসের? কে আছিস, আমার তলোয়ার—আমার তলোয়ার!

ক্যাপিউলেৎ-এর পত্নী রসিকতা করে বলেন, তলোয়ার কেন গা, বুড়োর ছড়ি নাও! ওটাই তো তোমার পক্ষে উপযুক্ত!

বৃদ্ধ ক্যাপিউলেৎ এই রসিকতায় তেমন কর্ণপাত করেন না বরং চিৎকার করে ওঠেন, তলোয়ার—আমার তলোয়ার! ঐ যে আসছে বুড়ো মন্তাগো। আমার দিকে ওর তলোয়ার উচিঁয়ে ছুটে আসছে।

মন্তাগো ও তাঁর পত্নী এসে প্রবেশ করেন।

তিনি এসেই বলে ওঠেন, ওরে ক্যাপিউলেৎ— ।

মনে হল, তিনি এখনি বোধহয় ঝাঁপিয়ে পড়বেন ক্যাপউলেতের ওপর। তাঁর স্ত্রী জোববার প্রান্ত ধরে টেনে রেখেছেন। ছাড়—ছাড়। আমি—

মন্তাগো পত্নী বলেন, না তুমি একপাও এগোবে না। এদিকে লড়াই হয়েই চলেছে, চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি। নাগরিকরা থামার চেষ্টায় আছেন। এমন সময় রাজা এস্‌কালাম এসে ঢোকেন অনুচরদের নিয়ে।

তিনি আসতেই হঠাৎ যুদ্ধ থেমে যায়। তলোয়ার নত হল। উদ্যত আঘাত স্তব্ধ হয়ে যায়।

তিনি একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে ওঠেন, বিদ্রোহী প্রজার দল, শান্তির শত্রু তোমরা। প্রতিবেশীর রক্তে তোমরা তোমাদের অসি রঞ্জিত করছ। তোমরা কি মানুষ না পশু! আমার আদেশ তোমরা তোমাদের তলোয়ার ছুঁড়ে ফেল।

ক্যাপিউলেৎ, মন্তাগো—তিন তিনটি লড়াইয়ের তোমরাই সৃষ্টিকর্তা—তিন তিনবার রাজপথে তোমরা শান্তি ভঙ্গ করেছ!

আবার যদি তোমরা নগরের শান্তি ভঙ্গ করার চেষ্টা কর তাহলে জীবন দিয়ে তার যথাযথ মূল্য দিতে হবে। তোমরা যেতে পার। ক্যাপিউলৎ—তুমি আমার সঙ্গে এসো। আর মন্তাগো—আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করবে—তখন আমি জানাব আমার আদেশ। যাও—সবাই যাও!

মন্তাগো, তার পত্নী ও বেনভলিয়ো ছাড়া সকলেই চলে যায়।

মন্তাগো বেনভলিয়োকে শুধান, পুরোন বিবাদ কে আবার তুললে বেনভলিয়ো? যখন শুরু হয়—তুমি তখন এখানেই ছিলে?

বেনভলিয়ো উত্তর দেয়; আপনার আবার আপনার শত্রুর ভৃত্যের দল শুরু করেছিল লড়াই—আমি থামাতে ছুটে যাই। এমন সময় তাইবল্ট তলোয়ার খুলে ছুটে এল। আমরা যখন লড়াই করছি, আরো একজন এসে জুটলো, তারপরে তো রাজা এলেন।

মন্তাগো পত্নী শুধালেন, রোমিয়ো কোথায়? তাকে দেখেছ? সে যে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েনি এতেই আমি খুশি।

বেনভলিয়ো উত্তর দেয়, সূর্য তখনো পূবের সোনার জানলা খুলে উঁকি দেয়নি, তার ঘণ্টা খানেক আগেও মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। শহরে পশ্চিমের কুঞ্জবনে দেখতে পেলাম আপনার ছেলেকে। তার কাছে এগিয়ে যেতেই, টের পেয়ে সে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আর তার পিছু পিছু ছুটলাম না।

মন্তাগো বলেন, ওকে বহুদিন সকালেই ওখানে চোখে পড়ে। চোখের জল ভোরের শিশিরে বিন্দু বিন্দু মিশিয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাসের মেঘের পর মেঘ জমে। তারপরেই যখন সূর্য ওঠে, ও চলে যায় ওর নিজ কক্ষে, জানলা বন্ধ করে দেয়, দিনের আলোর পথ রুদ্ধ করে নিজের চারিদিক গড়ে তোলে এক কৃত্রিম রাত্রি। সৎ পরামর্শ দিলে হয়ত

এ স্বভাব ওর যাবে।

বেনভলিয়ো শুধান, আপনি কী এর কারণ জানেন? জানিনা, জানতেও পারিনি আমি!

চেষ্টা কখনো করেছিলেন?

আমি আর আমার বন্ধু-বান্ধব আমাদের দিক দিয়ে যতোটা সম্ভব বহু চেষ্টাই করেছি। কিন্তু এর কোন ফল তেমন হয়নি, কারণ ও বড় গোপন স্বভাবের। হায় একবারও যদি জানতে পারতাম ওর দুঃখের কথা, তাহলে হয়তো দূর করলেও করতে পারতাম!

ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করে রোমিয়ো। সে মন্তাগোর একমাত্র পুত্র—আমাদের নায়ক!

বেনভলিয়ো তাকে দেখা মাত্রই বলে ওঠে, ঐ তো সে আসছে। আপনারা একটু নিজেদের আড়াল করুন, আমি ওর দুঃখ জানবার চেষ্টা করি!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানতে চেষ্টা কর। ওগো চল, আমরা যাই, মন্তাগো তাঁর স্ত্রীকে বলেন

দু'জনে চলে গেলেন। এবার কাছে এল রোমিয়ো।

বেনভলিয়ো তাকে দেখেই বললেন, এইযে ভাই-- ভাল যাক তোমার সকালটা--কিন্তু রোমিওর দৃষ্টি উদাস, একই স্বরও—সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এখনো কী সকাল আছে বেনভলিয়ো?

এখন তো সবে নটা!

হায়, আমার কাছে এক একটি প্রহর বড়ই দীর্ঘ? আমার বাবা কি এইমাত্র এখান থেকে চলে গেলেন?

হ্যাঁ, তিনিই গেলেন। কিন্তু জানতে পারি কী, এমন কী দুঃখ আছে যা আমাদের রোমিয়োর কাছে প্রহরগুলি এখন দীর্ঘ রূপ নিচ্ছে?

যাতে প্রহরগুলি নিমেষে মিলিয়ে যায়, তার অভাব বলে।

বেনভলিয়ো তার দিকে তাকিয়ে বলে, প্রেমে পড়েছ বুঝি?

না, না, আমি তো তার অনুরাগেরও সীমার বাইরে।

বাঃ বাঃ!—ভালবাসার সীমারও বাইরে চলে গিয়েছ?

হ্যাঁ, যাকে মনে মনে ভালোবাসি, তার অনুরাগ তো আর নেই।

বেনভলিয়ো মন্তব্য না করে পারে না, হায়রে কি বিষম এই প্রেম! এমনি তো এত কোমল, কিন্তু অত্যাচারী আর ভীষণ হয়ে উঠতেও সে জানে।

রোমিয়ো বলে, হায়রে প্রেম! তার পথের দিশা তো পেলাম না।

এখানে কি হচ্ছিল বলো তো? না, না, আমাকে বলতে হবে না। এখানে আছে ঘৃণা, কিন্তু ভালোবাসাই তো বেশী করে চাই। কিন্তু এ বিবাদ কেন—কেন এই প্রেমের কোন্দল। হায় প্রেমময়! কেন এই ঘৃণা। আমি তো প্রেমকে অনুভব করি, তাই এখানেও তাকে খুঁজে পাইনে! তুমি হাসছ বেনভলিয়ো?

না, বরং কাঁদছি

কেন?

তোমার হৃদয়ের ওপর এই অত্যাচার দেখে।

ভালোবাসার সেই তো আনন্দ! একেই নিজের দুঃখে আমার মন ভারাক্রান্ত, আর তাতে তুমি তোমার দুঃখও চাপিয়ে দিতে চাও। তাতে যে দুঃখ আরো বাড়বে! প্রেম তো ধূম্রজাল, সে তো দীর্ঘনিঃশ্বাসের ধূমেই তৈরী, ধূম্রজাল দূর করে দাও—দেখবে প্রেমিক-প্রেমিকার চোখে আগুনের ঝলকানি রূপ ফুটে উঠবে। আর তাকে যতো বিরক্ত করবে, দেখতে পাবে উত্তাল সমুদ্র ভরে উঠেছে প্রেমের অশ্রুতে! এযে খ্যাপামি হয়তো সে খ্যাপামিতেও থাকে সতর্কতা। এ যেন এক শ্বাসরোধী বিষ এবং এক সঞ্জীবনী মধু। এবার আসি ভাই।

বেনভলিয়ো বলে, ধীরে রোমিয়ো, ধীরে! আমিও যাব। আমাকে ফেলে গেলে যে বড় অবিচার করা হবে!

রোমিয়ো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, আমি তো ভাই নিজেই নিজের কাছে হেরে গেছি। আমি তো এখানে নেই। এতো সে রোমিয়ো নয়!

সে তো আর কোথায় চলে গেছে!

বেনভলিয়ো ভাবে? বন্ধু রোমিয়োর প্রেম উদাস, মনও বিক্ষিপ্ত।

তাই সে শুধায়, আমাকে বলতো বন্ধু, তোমার ভালোবাসার পাত্রীটি কে?—কি ব্যাথায় বোধহয় আমি কঁকিয়ে উঠব, তোমাকে আর্তনাদে বলে ফেলব তার নাম? না, না।!

কেন কঁকিয়ে উঠবে? বিষণ্ণতার ভারে চাপা পড়েছে তোমার মন, স্বরে সেই বিষণ্ণতাই আমদানি করেই না হয় বল!

তুমি যে একজন রোগীকে তার অন্তিম দানপত্র রচনা করতে বলছ। ভাল! শোন তবে—ভাই আমি এক নারীকে মন দিয়েছি।

বেনভলিয়ো একটু রসিকতার সঙ্গেই বলে ওঠে, তুমি এক নারীকে ভালোবাস, তাও আমি আগে থাকতেই টের পেয়েছি।

আমার তীর ঠিক তাগ করেছে বটে।

তুমি ভালো লক্ষ্যভেদকারী! যাকে ভালোবাসি তিনি সত্যিই সুন্দরী। লক্ষ্য ঠিক থাকলে, তাগ ভাল হলে, জলদি লক্ষ্যভেদও হয় তাতে কোনা সন্দেহ নেই।

কিন্তু সেখানেই তুমি কিনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে। তিনি তো লক্ষ্যবিদ্ধ হবেন না কিউপিডের তীরে। তাঁর দেবী ডায়নার বুদ্ধি আর সতীত্বের অস্ত্রে তিনি সুসজ্জিতা। প্রেমের দেবতার দুর্বল খেলনা ধনুকের অগে কোন ক্ষতি হবার নয়। ভালোবাসার আক্রমণে তিনি নিজেই আহত, আক্রমণকারীর চোখ সেখানে প্রতিহত! শুধু সুন্দরী নন, সৌন্দর্য ধনেও তিনি সমান ধনী, কিন্তু তিনি কেন মারা যাবেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাণ্ডারটিও নিঃশেষিত হয়ে পড়বে।

তাহলে তিনি কি তাই শপথে বাঁধা পড়েছেন যে তিনি চিরকুমারী থাকবেন—বেনভলিয়ো শুধায়।

রোমিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু ফল কী হল। সৌন্দর্য তো কঠোরতায় উপবাসী হয়েই রইল—উত্তরাধিকারী হিসেবে সৌন্দর্য তো কাউকে তিনি দিয়ে যেতেও অক্ষম। প্রেমকে পরিহার করেছেন তিনি, তাঁর এই শপথের ফলে আমি বেঁচে থেকেও মরে আছি।

তাঁকে ভুলে যাও! বেনভলিয়ো উপদেশ দেয়!

ভোলার উপায় তুমি শিখিয়ে দাও।

চোখকে দাও তোমার অবাধ স্বাধীনতা, চোখ দেখে বেড়াক সে সৌন্দর্য।

তাতে তো তিনি আরো অনুপমা হয়ে উঠবেন, রোমিয়ো বলে ওটে। সুন্দরীর মুখ যেন মুখোস ঢাকা রইল, আড়াল করে নিলো কৃষ্ণা বনের সৌন্দর্য। আচ্ছা আমি, তুমি তো আমায় ভুলে যাওয়ার উপায় শেখাতে পারলে না।

বেনভলিয়ো বলে ওঠে, আমি তোমার গুরু হব, নয়তো ঋণ রেখেই মারা যাব। দু'জনে দুদিকে চলে যায়।

।। দুই ।।

ভেরোনার রাজপথ। পথে দেখা গেল ক্যাপিউলেৎ তাঁর বয়স্য ও রাজার আত্মীয় তরুণ প্যারিস ও তাঁর ভৃত্যকে। ক্যাপিউলেৎ ও প্যারিস আলাপে রত।

ক্যাপিউলেৎ বলেন, মন্তাগো আর আমাকে রাজা দণ্ড দিয়েছেন। তা আমাদের মতো বৃদ্ধদের তো শান্তি রক্ষা করাই উচিত।

প্যারিস বলেন, আপনারা দু'জনেই সম্মানিত—আর এ বড়ই দুঃখের বিষয়—আপনারা এতোদিন বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। এখন আমরা কথায় আসি। আমার প্রস্তাবটির বিষয়ে আপনাদের কী মতামত?

প্যারিস ক্যাপিউলেৎ কন্যা জুলিয়েতের পানিপার্থী—তিনি সেই কথাই পেড়ে বসলেন।

ক্যাপিউলেৎ বলেন, আগে যে কথা বলেছি, এখনও তাই বলছি। আমার কন্যা এখনোও ছেলেমানুষ, চৌদ্দবৎসরও পূর্ণ হয়নি, আরো দুটো বসন্ত কাটলে বিবাহযোগ্য বলে মনে করব। কিন্তু তার থেকেও যারা বয়সে ছোট, তারা তো মাতৃত্বের স্বাদ ইতিমধ্যেই পেয়েছেন।

কাপিউলেৎ বলেন, ওই আমার একমাত্র আশা। ওর কাছে প্রেম নিবেদন করে, ওর মনের ভাষা বুঝে নাও। আমার সম্মতি তো একটা অংশ মাত্র, কন্যা নিজে যাকে পছন্দ করবে, আমার সম্মতিও সেই পাবার আশা রাখে।

আজ রাতে এক ভোজসভার আয়োজন করেছি, সেখানে বহু অতিথিকে নিমন্ত্রণও করেছি, তাদের মধ্যে তুমিও আমার স্বাগত অতিথি। আজ রাতে অবশ্য এসো, দেখতে

পাবে ধরাতলে কত চলমান তারা এসে দাঁড়াবে? তাঁদের ঔজ্জ্বল্যে অন্ধকার আকাশও আলোকিত হয়ে উঠবে। বসন্ত যখন আসে শীতের পঙ্গু পদসঞ্চাবের পরে, তখন কামনার্ত তরুণের দল যেমন অনুভব করে তেমনি তুমি অনুভব করবে এই তরুণীদের মাঝে।

চল চল! ভৃত্যদের হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বলেন—যাও সারা ভেরোনায় ঘুরে এই তালিকা অনুযায়ী নিমন্ত্রণ করে আসবে।

ক্যাপিউলেৎ প্যারিসকে নিয়ে চলে যায়।

যে ভৃত্যের হাতে তিনি তালিকাটি ধরান, সে অতবড় তালিকা দেখেই গজ গজ করতে থাকে। যাও—ঐ তালিকার নাম খুঁজে বের কর! হুকুম দিয়েই তো উনি খালাস। যার যেমন কানুন! মুচি তার গজকাটি নিয়ে, দরজী তার লাস নিয়ে, পেন্সিল নিয়ে, কাজে রত জেলে, জালহাতে পোটোর কাজ। যার যেমন দপ্তর, আর আমাকে এই লিস্টের নামগুলো খুঁজে বার করার দায়িত্ব দেওয়া হল! বেটা কলমচী কি যে লিখেছে—বুঝতে পারছিনে। এখন এক পণ্ডিতকে ধরার অপেক্ষায়। ঐ যে কারা আসছে। জিজ্ঞেস করি।

বেনভলিয়ো আর রোমিয়ো এসে প্রবেশ করেন।

বেনভলিয়ো বলে, ধীরে, ধীরে! এক আগুন আর এক আগুনকে নিবিয়ে দেয়। এক ব্যাথা আর একজনের ব্যাথা লাঘব করে। চোখে নতুন জীবাণু ঢুকলে উবে যাবে পুরানো জীবাণু।

রোমিয়ো ফোড়ন কাটে, এর পক্ষে তোমার ঐ জ্বালা উপশমের কলাপাতাখানা সত্যিই চমৎকার।

কিসের পক্ষে?

তোমার ঐ ভাঙা থুতনির পক্ষে।

তুমি কী পাগল, রোমিয়ো?

না, পাগল নই, কিন্তু পাগলের চেয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আমাকে বেঁধেছে ছাদনদড়ি—বাঁধন দড়ি।

গারদে বন্দী, উপবাসী, বেত মারছে, অত্যাচার চালাচ্ছে—

পাগলের চাইতেও বড় আমার এই খ্যাপামি!

ভৃত্যটি লিষ্টখানা কাছে এনে বলে, ও মশাই পড়তে জানেন?

রোমিয়ো বলে ওঠে, আহা যদি অক্ষর চিনতাম আর ভাষাটাও বোধগম্য হতো!

সাঁচ কথা বলুন মশাই! ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে রেগে যায়, বেশ ঠাট্টা নিয়েই থাকুন, আমি চলি! ঠাট্টা শোনার সময় নেই--

আরে দাঁড়াও! হ্যাঁ পড়তে জানি বৈকী।

রোমিয়ো তালিকাখানি ভৃত্যের হাত থেকে নিয়ে পড়তে শুরু করে দেয়—সিনর মার্তিনো ও তাঁর পত্নী এবং কন্যাগণ। মহামাননীয় জমিদার আনসেলামি এবং তাঁর

সুন্দরী লাবণ্যময়ী ভাগিনেয়ীগণ, মারকিউশিয়ো ও তাঁর ভ্রাতা ভালেন্তিনো, আমার সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় রোমালিন ও নিভিয়া, সিনর ভ্যালিশিয়া ও তাঁর ভ্রাতা তাইবল্ট, লুসিয়ো ও আনন্দ চঞ্চলা হেলেনা—এ যে দেখছি অনেক নাম! নাও কাগজ নাও। কার বাড়ী নিমন্ত্রণ?

ভৃত্য বলে, হোথায়?

কোথায়?

রাতের ভোজে। আমাদের বাড়ি।

কার বাড়ি?

আমার মনিবের বাড়ি!

রোমিয়ো বলে সেটা আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। ভৃত্য জবাবে বলে, আপনি শুধোবার আগেই বলছি—আমার মনিব মহা বড়মানুষ ক্যাপিউলেৎ। যদি আপনি মন্তগোগোষ্ঠীর কেউ না হন, তাহলে এসে এক থালী আর পাওর সেরে যেতে পারেন।

ভাল হোক আপনার! চলি! ভৃত্য চলে যায়।

বেনভলিয়ো বলে, ঐ ভোজে আসছেন সুন্দরী রোমালিন—তাঁকে তুমি ভালোবাস! আর সেখানে উপস্থিত্হবেন ভেরোনার প্রশংসা ধন্যা সুন্দরীরা।

সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁর মুখখানির সঙ্গে অন্য মুখগুলোর তুলনা করলে তোমার রাজহংসীকে দাঁড়কাক বলেই গণ্য হবে।

রোমিয়ো বলে, আমার চোখের ধর্ম যদি মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেয়, তাহলে আমার অশ্রু যেন হয় অগ্নিধারা, যেমন আমাকে দগ্ধে মারে! আমার চোখ তাঁর থেকে বেশী সুন্দরীর দর্শন পায়নি কখনো। সূর্য তো সব চেয়ে দেখে, সেও তো তাঁর তুলনায় খুঁজে পায়নি পৃথিবী থেকে।

বেনভলিয়ো বলে ওঠে, মিথ্যা বড়াই তোমার। কেউ নেই বলেই তাঁকে অতুলনীয়া সুন্দরী মনে হয়—কিন্তু সৌন্দর্যের তুলাদণ্ডে আজ রাত্রে হবে তার সৌন্দর্য তৌশিত—এখন যাকে তোমার অনুপমা মনে হচ্ছে, এখন সেই হয়ে উঠবে অতি নিকৃষ্ট।

রোমিয়ো উত্তরে বলে—বেশ, আমি যাব। কিন্তু এও জানি, দেখাতে তুমি ব্যর্থ হবে—তখন প্রিয়ার সৌন্দর্যে পূর্বের চেয়েও আমার মুগ্ধতা বরং বাড়বে।

দু'জনে চলে যায়। ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে না হেসে পারেন না।

।। তিন ।।

ক্যাপিউলেতের বাড়ীতে তার গৃহিণী আর দাইমা ঢুকলেন।

দাই, মেয়ে কোথায়? তাকে ডাক।।

কে জুলিয়েৎ? ওগো জুলি—জুলিয়েৎ গো!

জুলিয়েৎ এসে ঢোকে। কিশোরী বালা, অতুলনীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত সে। এখনো

কমলকলি, যৌবন এসে তাকে প্রস্ফুটিত করে তোলেনি দলে দলে। তবু এককথায় সে অতুলনীয়া নিরুপমা, অনুপমা।

কে ডাকে!

দাই মা বলে, তোমার মা।

এই যে মা—কি বলবে বল?

আছে, কথা আছে, মা বলেন। দাই তুমি একটু যাও তো! আমরা গোপনে কিছু কথা বলব। না, দাইমা তুমি থাকো। তোমার শোনার প্রয়োজন আছে, মেয়ের আমার বয়েস হয়েছে তাতো জানো।

দাই-মা গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা জানিনে আবার! আমি ওর বয়সের পহরটি অবধি বলতে পারি।

চৌদ্দ পেরোয়নি ওর?

ও মাগে! আমার চৌদ্দটি দাঁত যেন পড়ে যায়! না, না চৌদ্দ নয়! ঐ যে দেবতার উৎসব যে কবে হবে?

এই ষোল সতের দিন দেরী আছে।

ঐ দিন ও চৌদ্দোয় পা রাখবে। সুমান আর ওর এক বয়স ছিল গো! সুমানকে ঈশ্বর নিয়ে নিয়েছেন। ভূমিকম্প এগারো বছর আগে হ'ল—সেদিন ওকে স্তন ছড়ানো হ'ল। সেদিনকার কথা কখনো কি ভুলব মা! তোমরা তখন ছিলে গা মান্তুয়ায়! স্তনের বোঁটায় দিয়ে দিনু তেঁতো—ওতো খেয়েই থু থু করে। সেই তো এগারো বছরের কথা গো। তখন ও ছুটোছুটি করতে করতে একদিন তো পড়ে গিয়ে কপালটা থেঁতলে গেলো।

আমার সোঁয়ামী, আহা এখন তিনি স্বগ্গে—তিনি কত তামাসাই না করলো! মেয়ে অমনি কান্না ভুলে গেল?

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী বলেন, থামনা এবার দাই—ঢের হয়েছে! দাই তবু থামেনা, সে বলে, হেসে তো বাঁচিনে। ইয়া বড় ফুলে উঠল কপাল—সঙ্গে সঙ্গে নাক সিট্‌কে কী কান্না তার! তুমি নিশ্চয়ই নাক না সিট্‌কিয়ে পারোনি দাইমা? জুলিয়েৎ শুধায়।

এখন থামতো! ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী বলে বাধা দেন। থামছি বাছা! এখন ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন। তোমার মতো মেয়ে আমি আর দেখিনি। তোমার বিয়েটা এখন দেখে যেতে পারলেই আমার সব সাধ মেটে।

ঐ কথা বলতেই আমার এখানে আসা, ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী বলেন। জুলিয়েৎ বল্ তো—তোর মনের ভাবখানা কি?

আমি তো ও স্বপ্নের কথা ভাবিনে। জুলিয়েৎ বলে।

দাই মা সঙ্গে সঙ্গে বলে; স্বপ্ন! এত পাকা কথা কোথায় শিখলে মা!

ক্যাপিউলেৎ—গৃহিণী বলেন, কথাতো তোমার চেয়ে ছোটরাও ভাবে। আমারও তো এই বয়সে বিয়ে হয়েছিল। এখন আমাদের পারিস তোমায় বিয়ে করতে চায়!

দাইমা বলে ওঠে—আহা। পুরুষ বটে। যেন মোমে গড়া।

ভেরোনায় এমন সুন্দর যুবা বোধহয় আর একটাও নেই—ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী মন্তব্য করেন—এখন তোমার মতামত জানলেই হয়? এই ভদ্রলোকটিকে পারবে ভালোবাসতে? আজ রাত্রে ও আসবে ভোজ সভায়, তখন দেখতে পাবে। দেখবে সৌন্দর্যতার তুলি দিয়ে য়েন কি এঁকেছেন! তিনি যেন প্রেমের এক মূল্যবান পুঁথি—এখনো আবদ্ধ হতে পারেননি—তার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করতে হলে প্রয়োজন এক আবরণ।

রূপের সঙ্গে রূপসীর মিলন হলে চমৎকার মানবে। সোনার মলাটে সোনালী কাহিনী বাঁধানই হবে। তাঁর যথাসর্বস্ব তুমিই পাবে, তাতেও তোমার রূপ বাড়বে ছাড়া কমবে না। এখন বল—প্যারিসকে ভালোবাসতে পারবে?

ভালো যাতে লাগে সে চেষ্টাই করব, জুলিয়েৎ উত্তর দেয়। দেখে যদি ভালো লাগে তো লাগবে। কিন্তু এও বলব, তোমরা রাজী বলেই তাকাব, আমার চোখ তো' গভীর শর-সন্ধান করবেনা।

একটা ভৃত্য এসে জানায়, অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। খাবারও দেওয়া হয়েছে। আপনারা চলুন। এই বলেই ভৃত্য চলে যায়।

যাচ্ছি ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী বলে ওঠেন, আয় জুলিয়েৎ! মায়ের সঙ্গে জুলিয়েৎ ও দাইমা চলে যায়।

আমরা আমাদেব নায়িকাকে স্বচক্ষে দর্শন করলাম।

চতুর্দশ বর্ষীয়া কুমারী, এখনই প্রেম সম্বন্ধে তার ধারণা জন্মেছে। নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে। আজকের দিনে কিশোর যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে সলজ্জ ভীরুতায় প্রেম লালিত-পালিত হয় কিন্তু কিশোরীরা প্রেমকে তেমন আহ্বান দিতে চায় না। দৌড়ঝাপে প্রেমকে দূরে সরিয়ে রাখে। এটাই হল আসলে রীতি, প্রেম অনুভূতি জাগালেও পিলপেগাড়ি করতে পারে না কিন্তু অতীতে নারীর আচরণ তো এমন ছিল না! সেকালে কুমারী কুড়ি হলেই বুড়ি। চৌদ্দ তো খুবই স্বপ্নের কাল। তাই শকুন্তলারও বয়স ছিল চৌদ্দ! বোধহয় রত্নাবলীরও তাই ছিল! আর জুলিয়েৎ, দেসদিমনী ও কেলিয়ারও ঐ একই বয়সে গণ্ডি! এই বয়সেই তারা পূর্ণ বিকশিতা। এই কিশোর যৌবনের সন্দিক্ষণের চেয়ে দেখি আমাদের জুলিয়েৎকে—দেখি তার প্রেমের অভিযান।

।। চার ।।

রাজপথে এসে দাঁড়ালাম আমরা। এখন রাত, মুখোসধারী পাঁচ-ছ'জন মানুষের সঙ্গে রোমিয়ো, বেনভলিয়ো, মার্কুসিয়োকে দেখা গেল। সঙ্গে আছে মশালধারীর দল।

বেনভলিয়ো, রোমিয়ো আর মার্কুসিয়া আলাপ করছে। রোমিয়ো বলে, আমার আর ভালো লাগছে না! কি করব বল? বেনভলিয়ো উত্তর দেয়, আমরা দেখব,

জাপকে-জুপকে, তারাও তাই করবে। তারপরে আমরা চলে যাব।

রোমিয়ো একজন মশালধারীকে বলে ওঠে, একটা মশাল দাও দেখি!

আমার এসব আর পছন্দ হচ্ছে না। ভারী মন হাল্কা করতে হবে।

মার্কুসিয়ো বলে,—না, রোমিয়ো—তোমাকে আমরা নাচাব।

না, না, আমাকে কেন! তোমার পায়ে নাচের জুতো, হাল্কা মন।

আর আমার মন ভারাক্রান্ত। আমি নড়তেও পারব না।

মার্কুসিয়ো বলে, তুমি প্রেমিক, প্রেমের দেবতা কিউপিডের পাখা ধার করে, সেই পাখায় ভর করে আকাশে উড়ে যাও!

রোমিয়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে। শরে আমি বিষবদ্ধ, হাল্কা পাখায় নির্ভর করে কখনোই ওড়া সম্ভবপর নয়, দুর্বহ প্রেমের বোঝা নিয়ে ডুবতে বসেছি।

ডুবে গিয়েও প্রেমের বোঝা আরো বাড়াচ্ছো—এমন কোম জিনিসের ওপর এত বড় অত্যাচার!

ভালোবাসা কী কোমল হয়? না, না, সে বড়ই কঠোর? বড় রুক্ষ, উদ্দাম, এবং বিঁধে যায় সে কাঁটার মতো।

মার্কুসিয়ো বলে ওঠে, ভালোবাসা যদি তোমার ওপর রুক্ষ হয়ে ওঠে, তুমিও তার ওপর রুক্ষ হতে কসুর করবে না। ভালোবাসা যদি কাঁটা দিয়ে ফোঁড়ে, তুমিও ফুঁড়ে দাও! তাহলেই ভালোবাসাকে হার মানাতে সক্ষম হবে দাও তো মুখোসটা পরে নিই।

মার্কুসিয়ো একটা মুখোস পরে নেয়। সে বলে, মুখোস দিয়ে মুখোস ঢাকলাম—আর ভয় কি? আর কোন কৌতূহলী চোখ কী খুঁজে পাবে আমার খুঁত? এখন যে যত পার তাকাও—এই আঁকা গাল লজ্জায় লাফিয়ে উঠলেও টেরটি পাবেনা।

বেনভলিয়ো বলে, এস—এই দেখ ফটক। এসো না দাঁড়িয়ে কেন রোমিয়ো, ঢুকে পড়ি। ভিতরে ঢুকে পড়েই কিন্তু হুঁশিয়ার থাকবে।

রোমিয়ো বলে, আমাকে একটা মশাল দাও তো। আমি হব মশালধারী—তাকিয়ে দেখব। যদি—

জলদি চল। মার্কুসিয়ো তাড়া লাগায়।

এই মুখোস পরে যাচ্ছি খুশি মনেই, কিন্তু এতো বুদ্ধির কাজ নয় রোমিয়ো বলে।

কেন? মার্কুসিয়ো শুধায়।

আজ রাত্রে এক স্বপ্ন দেখেছি।

আমিও দেখেছি অবশ্য।

তোমার স্বপ্নটা কি জানতে পারি?

মার্কুসিয়ো বলে, স্বপ্নবিলাসীরা বেশীর ভাগই মিছে বলে।

রোমিয়ো বলে, বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লে সে স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠে।

মার্কুসিয়ো বলে, তাহলে স্বপ্ন কথা শোনা যাক্! রাণী ম্যাবের নাম শোনা আছে—তাঁকে দেখেছি মাত্র, তিনি পরীদের দাইমা। পরী প্রধানের আঙুলে আংটিটা—তারা

আকীক পাথরের মতো অমনি ছোটটি হয়ে এলেন, তাঁর গাড়ী টানছিল পরীরা, ঘুমন্ত মানুষের নাকের অপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর গাড়ীর ছাইটায় ফড়িংয়ের ডানার ছাউনি, তাঁর চুল সবচেয়ে ছোট মাকড়সার জাল দিয়ে তৈরী, জামার কলারে— এ চাঁদের আলোর আল্পনা, চাবুক তাঁর ঝিঁঝি পোকার হাতে তৈরী।

তাঁর গাড়ী টেনে নিয়ে চলে এক ধূসর রঙ ডাঁশ—আর তাঁর গাড়িখানিও একটা বাদামের খোলা, কাঠবেড়ালী তৈরী করে দিয়েছে ঐ গাড়ী। রাতের পর রাত ঐ গাড়ীতে তিনি ঘুরে বেড়ান প্রেমিকের মগজের মধ্যে দিয়ে, আর তারা প্রেমের স্বপ্ন দেখে। সভাসদদের হাঁটুর ওপর দিয়ে চলে যান—তারা মহবৎ শেখার স্বপ্ন দেখে মহিলাদের ঠোঁটের ওপর দিয়ে আর আইনজীবীর আঙুলের ওপর দিয়ে যখন চলেন, তাঁরা দক্ষিণার স্বপ্ন দেখেন। মহিলাদের ঠোঁটের ওপর দিয়ে ছুটে চলে তাঁরা দেখেন চুম্বনের স্বপ্ন। তারপর মোসাহেবের নাকের ওপর দিয়ে যখন লাফিয়ে যান, তখন সে স্বপ্ন দেখে বসে, তার তোষামোদে মনিবের মন গললো না। কখনো বা শোরের লেজ দিয়ে ঘুমন্ত পাদ্রীর নাকে সুড়সুড়ি দেন, তখন সেও স্বপ্ন দেখে। আবার জঙ্গী সেপায়ের গলার ওপর দিয়ে চলে যান আর সে স্বপ্ন দেখে ওঠে বিদেশী শত্রুর গলা কাটছে, তারপরে দামামার নির্ঘোষে হঠাৎ তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায়। এই যে থ্যাব—

রোমিয়ো বাধা দিয়ে বলে? দোহাই তোমার মার্কুসিয়ো শান্ত হও! তুমি তো অনেক যাতা বকলে!

মার্কুসিয়ো বলে, আমি স্বপ্নের কথা বললাম। অবসর মগজের সন্তান সে, উদ্ভট কল্পনায় তার জন্ম। বাতাসের চেয়েও সেই কল্পনা হাল্‌কা, চঞ্চল আবার ঝোড়ো হাওয়ার চেয়েও।

বেনভলিয়ো বলে যে হাওয়ার কথা বলে, সে আমাদেরই নিয়ে না যায়! ভোজ বোধ হয় শেষ। আমরা দেরিতে এলাম।

না, না, রোমিয়ো বলে, বোধহয় তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি। আমার মন বলছে, একটা কিছু ঘটতে চলছে আজ, গ্রহে কি আছে জানিনা, তবু যেন মনে হয় এই উচ্ছৃঙ্খল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে।

।। পাঁচ ।।

ক্যাপিউলেতের গৃহের সম্মুখে রাজপথে ছিলাম আমরা। এবার এসে পড়েছি গৃহের অভ্যন্তরে। মুখোসধারীরা এসে একে একে ঘরে ঢোকে। আবার ওপাশ দিয়ে পরিচারককে ঝালন হাতে দেখা গেল। সবার মধ্যেই এক ব্যস্ততা চোখে পড়ছে। খেটে খেটে গলদ্‌ঘর্ম।

একজন পরিচারক আর একজনকে বলে ওঠে, ওরে পটপান বেটা কোথায়? খাবারের পাতাগুলো যে ধরাধরি করে নিয়ে যাবে তাও করছে না!

তা ভাই, ভার যদি দু একজনের হাতে থাকে, তখন এমনই হয়!

রাখো তোমার ঐসব বকবকানি—থালাগুলোর দিকে তাকাও। এমন সময়ে আর একজন চাকর এসে বলে, খাস দরবারে তোমার খোঁজ পড়েছে গো!

খেঁকিয়ে ওঠে প্রথমজন,—আমরা তো আর এক সঙ্গে এখানে আর ওখানে হুকুমদার হতে পারিনে! ওহে এসো তোমরা!

ওরা চলে যায়। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করেন যে ক্যাপিউলেৎ সঙ্গে অতিথিরা এবং মহিলারাও আছেন। আর আছে মুখোসধারীর দল।

ক্যাপিউলেৎ হাতখানি বাড়িয়ে মহাশিষ্টাচার সহকারে বলে ওঠেন, আসুন, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

ভদ্রমহিলারা,—আপনারা যাঁদের পায়ে কড়া নেই, তাঁরা এক চক্কোর ভদ্রমহোদয়গণের সঙ্গে নেচে নেবেন। ওগো ভদ্রমহিলারা—

এখন কে নাচতে নারাজ বলুন একবার! যিনি নারাজ হবেন, তাঁর পায়ে তো নির্ঘাৎ কড়া পড়েছে! আসুন, আসুন ভদ্রমহোদয়গণ। আমার সেদিনের কথা মনে আঁচড় কাটছে, মুখোস পরে এক সুন্দরীর কানে কানে কি যেন বলেছিলাম!

সেদিন এখন অতিক্রান্ত। আসুন, আসুন! ওহে বাজনদারের দল, জোরে বাজাও না!

জোড়ায় জোড়ায় নেচে উঠছেন মুখোসধারী আর মুখোসধারিণীরা।

ক্যাপিউলেৎ এরই মধ্যে আদেশ দেন ভৃত্যদের। ওরে আরো আলো জ্বালিয়ে দে! আবার একজন আগন্তুক দেখে বলে ওঠেন, আরে! দাদা যে! আমাদের নাচের দিন আজ আর নেই, তাই বসে পড়! কতদিন আগে তুমি আর আমি সে মুখোস নাচ নেচেছি বল তো?

অতিথি বলে বসেন, তাঁ প্রায় তিরিশ বছর হবে।

না, না অতো নয়! লুসেনমিয়ার সেই বিয়েতে না! হ্যাঁ তা পঁচিশ বছর তো হবেই।

তার চেয়ে ঢের বেশী—তার বড় ছেলের বসই এখন তিরিশ।

ক্যাপিউলেৎ বলেন—বলো কিহে! তার ছেলে তো দু'বছর আগেও নাবালক ছিল।

শুধু এঁরা নয়, নাচিয়ের দল আলাপে ব্যস্ত। জোড়ায় জোড়ায় স্বামীর মুখোশের আড়ালে বলছেন কথা।

রোমিয়ো একপাশে মুখোস পরে দাঁড়িয়েছিল। সে একটি ভৃত্যকে শুধিয়ে ওঠে, ঐ যে যোদ্ধাটির সঙ্গে নাচছেন, মহিলাটি কে?

জানিনে হুজুর, ভৃত্য জানায়।

রোমিয়ো আপন মনে বলে, উনি মশাল স্পর্শ করে আছেন, আর মশালের আলো আরো উজ্জ্বল হয়েই বুঝি উঠছে। উনি যেন রাতের কপালে ইথিয়োপ রমণীর কানের মণি– আভরণের মতোই। সৌন্দর্য তো এজগতে দুর্লভ—তাইতো দেখি তুষারশুভ্র

ঘুঘু পাখীর জোটি মেলে এক পাল দাঁড়কাকের সঙ্গে। ঐ মহিলাকে তো তাঁর জুড়িটির সঙ্গে অমনিই দেখাচ্ছে। নাচ শেষ হলে, উনি কোথায় গিয়ে দাঁড়ান লক্ষ্য রাখবো। ওর হাতখানি স্পর্শ করে আমার এই কর্কশ হাত দু'খানিকে ধন্য করব। হৃদয়—এখনো কি তুমি রোমালিনকে ভালবাস। না, না, অর ভালোবেসো না। এই রাতের আগে তো এমন সৌন্দর্য তুমি আর দেখনি! রোমিয়ো বুঝি শেষ কথাগুলি উচ্ছ্বসিত হয়ে জোরে বলে ওঠে। বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয় শত্রুপুরী। সে চারিদিকে তাকালো।

তাইবল্ট একপাশে মুখোস পরে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ রোমিয়োর স্বর কানে যেতেই সে চমকে ওঠে। সে ভাবে, স্বর শুনে মনে হচ্ছে, মন্তাগোদেরই কেউ হবে। এ স্বর চেনা-চেনা—অতি চেনা। সে তার ভৃত্যকে আদেশ দেয়—যা, আমার তলোয়ার নিয়ে আয়! ঐ মুখোসে মুখ ঢেকে আমাদের এই পবিত্র ভোজে আসতে সাহস হল কার? আমার আত্মীয়ের পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবই আমি—ওকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

ক্যাপিউলেৎ তাইবল্টের চিৎকার শুনে তার কাছে ছুটে এসে বলে ওঠেন, কী হয়েছে? এমন তর্জন গর্জন করছ কেন?

আমাদের চিরশত্রু মন্তাগো পরিবারের একজনের উপস্থিতি ঘটেছে আমাদের এই ভোজে, সে আমাদের অনুষ্ঠানকে বিদ্রূপ করতে চায়।

ক্যাপিউলেৎ তাকিয়ে দেখে শুধান—কে, রোমিয়ো নাকি?

হ্যাঁ, এ সেই বদমাসটা!

ক্যাপিউলেৎ বলেন, না, না তাকে কিছুই বলার দরকার নেই। ভদ্রলোকের মতোই ওর ব্যবহার। আর লোকে বলে ও যেমন গুণী তেমনি শান্ত—ভেরোনার ও অলঙ্কার। না না, আমার বাড়ীতে ওকে আমি অপমান করতে দেবনা! ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তোমার ভ্রূকুটি মুছে ফেল। এই সব আনন্দ ভোজের পক্ষে অসম্মান করা কখনোই উপযুক্ত নয়।

না না, ঐ বদমায়েসটাকে আমি অন্তত অতিথিরূপে গ্রহণ করতে পারিনা।

মানতে না পারলেও কষ্ট করেও মানতে হবে। আমি যখন আদেশ দিয়েছি তখন মানতে হবে বৈকি। আমি এ বাড়ীর প্রভু—উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন ক্যাপিউলেৎ। অতিথিবৃন্দের মধ্যে রক্তারক্তি কাণ্ড আমার উপস্থিতিতে কখনোই বাধতে দেবনা এই ভোজসভা।

কিন্তু পিতৃব্য এতে তো ঘোর লজ্জা!

যাও, যাও! ওরে আলো জ্বালিয়ে দে!

তাইবল্ট গর্জে ওঠে, উপায় নেই? আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু এই বর্তমানে এখানে ওর উপস্থিত, এর ফল ভালো হতে পারে না।

কথা না বাড়িয়ে হন হন করে সে চলে যায়।

রোমিয়ো সে সুন্দরী কিশোরীটিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল, অবশেষে তার নাচ

শেষ হল। সে এসে দাঁড়াতেই রোমিয়ো মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে এগিয়ে এল। সে তখনও জানেনা এই আমাদের কুমারী জুলিয়েৎ।

সে কাছে এসে হাতে হাত রাখে। চমকে ওঠে কুমারী সেই স্পর্শে। মুখখানি তার অমনমিত। তবু একবার কয়েক মুহূর্তের জন্যেও মুখোসের আড়াল থেকে চোখের মনি দুটো জ্বলে উঠল। সে তাকিয়ে দেখে—এক কুমার।

মুখোসের আড়াল থেকে শুধু দুটি চোখের ওপর চোখ রেখে রোমিয়ো বলে ওঠে আমার এই হাতের স্পর্শ যদি তোমার ঐ পবিত্র মন্দির কুলষিত করে থাকে তাহলে সে দণ্ডও আমি মাথা পেতে নিতে দ্বিধা করব না। আমার অধর আর ওষ্ঠতো দুই তীর্থযাত্রী, ভীরু তীর্থযাত্রী—তারা মুছে দিক ঐ কর্কশ স্পর্শ স্নিগ্ধ চুম্বনে।

জুলিয়েৎ বীনা নিন্দিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, হে তীর্থযাত্রী, আপনি তো অবিচার করছেন আপনার এই হাত দুখানির ওপর। তারা তো অনুরাগই দেখিয়েছে মাত্র সন্তদের হাত তো তীর্থযাত্রীর হাতে এসেই মেলে, আর হাতে হাতে লাগে চুম্বনের স্পর্শ।

সন্তদের কী অধোর নেই? রোমিয়ো শুধায়, কিন্তু সে অধর আর ওষ্ঠতো প্রার্থনার জন্যই নিযুক্ত।

তাহলে হে আমার প্রিয় সন্ত, হাত যা করেছে, তাই করুক বরং অধর আর ওষ্ঠ। তারাও করুক ঐ সঙ্গে প্রার্থনা। আমাকে অনুমতি দাও, কি জানি যদি এরমধ্যেই হতাশার প্রবেশ ঘটে।

সন্তরা তো নড়েন না, ওরা বর দেন। হেসে ফেলে কুমারী। রোমিয়ো বলে তাহলে নড়ো না, আমার প্রার্থনার বর ঠিক নিয়ে নেব। আমার ঠোঁট দুখানি তোমার ঠোঁট দুখানিতে এক করে দিলাম,। মুক্ত হয়ে গেলাম আমি।

রোমিয়ো জুলিয়েৎকে চুম্বন করে।

জুলিয়েৎ বলে, আমার ঠোঁট দুখানি আর শুদ্ধ থাকল না, পাপময় হয়ে গেল।

আমার ঠোঁট থেকে বুঝি পাপ গেল? তাহলে আমার পাপ আমাকেই ফিরিয়ে নিতে দাও।

কিশোরী নিঃশব্দে হেসে ওঠে।

আবার চুম্বন করল রোমিয়ো।

আপনার চুম্বন যেন পাখির চুম্বনের মতো।

এমন সময় দাইমার প্রবেশ ঘটে।

দাইমা বলে ওঠে, ওগো মেয়ে তোমার মা ডাকছেন।

কে ওঁর মা? রোমিয়ো জিজ্ঞাসা করে।

ওমা—তাও জানা হয়নি গা! ওর মা এবাড়ীর কর্ত্রী, দাইমা বলে। চমৎকার মানুষ গা—যেমন গুণ, সেইসঙ্গে তেমনি ধর্মকর্মে মতিগতি। আর আমি তাঁর ঐ মেয়েকে ছোট থেকে মানুষ করে তুলেছি।

কুমারী কী ক্যাপিউলেৎ পরিবারের কেউ? রোমিয়ো শুধায়। হায়, শেষ পর্যন্ত আমার শত্রুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করলাম। বেনভলিয়ো দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখেছে, সে কাছে এসে বলে, চলে এস! ঢের মজা হল!

রোমিয়ো বলে, তোমার কাছে যা মজার, আমার কাছে তা নয় বরং এ আমার আর এক অশান্তি বাড়িয়ে তুলল।

ক্যাপিউলেৎ এবার সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, আমাদের উৎসব সাঙ্গ, এবার ভোজনের পালা।

সবাই চলে যায়। রোমিয়ো বেনভলিয়োর হাত ধরে চলে গেল। শুধু একবার ক্ষণিকের জন্য বিদায়ের দৃষ্টি এসে মিলিত হল আর এক দৃষ্টির সঙ্গে।

এর পরে ভোজ। চলুন, চলুন!

সবাই চলে গেলেন, থেকে গেল দাইমা আর জুলিয়েৎ।

জুলিয়েৎ শুধায়, দাইমা উনি কে?

দাইমা জবাব দেয়, তাইবেরিয়ার ছেলে।

না, না, ঐ যে যিনি চলে যাচ্ছেন!

তা পেত্রুচ্চিয়ো হবে হয়তো!

না না, ঐ যে যিনি নাচে অংশ নেননি!

অতসব জানি না বাছা!

যাও, ওঁর নাম জেনে এস—উনি যদি বিবাহিত হন—বাসরশয্যা হবে আমার মৃত্যুশয্যা।

দাইমা মাথা নেড়ে বলে, ও-মা ঐ সুন্দর মানুষটির কথা বলছ বাছা? ওতো তোমাদের চিরশত্রু রোমিয়ো—মন্তাগো।

জুলিয়েৎ স্তম্ভিত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, আমার ভালোবাসা তো ঘৃণা থেকেই মাথা তুলল। দেখলাম, ভালোবাসলাম, পরিচয় জানলাম অনেক পরে। হায়—একি ভালোবাসার জন্ম হল!

শেষ পর্যন্ত আমি আমার বাবার ঘৃণিত শত্রুকে জান দিয়ে বসলাম!

দাইমা অবাক হয়ে বলে কি বললে বাছা!

ও কিছু নয় দাই মা—এক পদ্য ছিল শুধু। এইমাত্র নাচের সময় নাচতে নাচতে একজন আমায় এটা শিখিয়ে দিল।

ভিতর থেকে স্বর ভেসে আসে—জুলি, জুলি—আয়, এদিকে আয়!।

দাইমা বলে, চলতো বাছা এবার! সবাই চলে গেছে।

জুলিয়েৎ বয়ে নিয়ে চলল অধরে আঁকা তার ভালবাসার স্বাক্ষর। যে স্বাক্ষর রোমিয়োর কাছেও আছে। ক্যাপিউলেৎ আর মন্তাগো পরিবারের চিরন্তন বিদ্বেষের সময়ে দুই নর-নারী গড়ে তুলল তাদের হৃদয় মিলনের বন্ধনের সেতু।

তা কি কোনদিন পূর্ণ রূপ নেবার সামর্থ্য রাখে—না, নিমেষের ঝড়ে ভূমিস্মাৎ

হবে কে জানে?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রস্তাবনা

আবার পর্দা উঠল। ঐক্যতান গায়করা তাদের গান গেয়ে চলেছে—
পুরোণ কামনা তো অন্তিম শয্যায়
এবার তরুণ কামনা চায় উত্তরাধিকার!

যে সৌন্দর্যের কামনা করে প্রেম, যার জন্য কেঁদে ওঠে, মৃত্যুবরণও করে—প্রেম—সেই প্রেম পেল কোমলা জুলিয়েৎ।

রোমিয়ো ভালোবাসল, ভালবাসাও পেল। আঁখির মিলনে প্রেমমুগ্ধ।

জুলিয়েৎ শত্রুকে মন দিল, সে শত্রু আসতে পারবে না, জানাতে পারবে না তার প্রেমের অঙ্গীকার।

আর জুলিয়েৎই বা কি করে তার সঙ্গে দেখা করবে? কিন্তু তাদের এ কামনা দেবে তাদের শক্তি, সাক্ষাতের কাল রচনা করবে। দুই বিরোধী আকর্ষণে মধু ঝরবে। প্রস্তাবনাকারীরা স্থান ত্যাগ করে। নেমে এল পর্দা।

।। এক ।।

পর্দা উঠল। ক্যাপিউলেতের বাগিচার দেয়াল ঘেঁসে সরু গলি। সেই গলিতে এসে দাঁড়াল প্রেমিক রোমিয়ো। অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে, কিন্তু সে এখনোও পারেনি বিদায় নিতে। হৃদয় এখানে রেখে সে কেমন করেই বা যাবে? তাই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ির চারপাশে। এটাই তার আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এই কেন্দ্রেই তাকে থাকতে হবে। রোমিয়ো দেয়ালের ওপর উঠে লাফ দিল বাগানে।

তার সঙ্গী বেনভলিয়ো আর মার্কুসিয়ো তাকে খুঁজছে। তারাও এসে হাজির।

বেনভলিয়ো ডেকে ওঠে, রোমিয়ো—ভাই রোমিয়ো! কোথায় তুমি?

মার্কুসিয়ো বলে, ছেলেটার বুদ্ধি আছে। আমার প্রাণের দিব্যি, সে এখন বাড়ী গিয়ে বিছানা নিয়েছে।

না, না, বাড়ী সে যায়নি, এই দিকেই ছুটে এল। মনে হল দেয়াল বেয়ে উঠে ভেতরে লাফিয়ে পড়ল। তুমি ডাক না একবার—মার্কুসিয়ো!

মার্কুসিয়ো রঙ্গ করতে ভালবাসে। সে রঙ্গের চেহারা নিয়ে বলে ওঠে—না না, শুধু ডাকলেই হবে না, সেইসঙ্গে ভোজবাজীও প্রদর্শন করতে হবে। ওগো রোমিয়ো—ওগো পাগল—ওগো কামনা—ওগো প্রেমিক! তুমি দীর্ঘশ্বাসের রূপ নিয়ে দেখা দাও। এসে কাব্যি করে কথা বল—আমি তাতেই খুশী। চেঁচিয়ে বল—এই যে আমি। তার পরে 'প্রেম' কথাটি উচ্চারণ কর। ওগো পাগল রোমিয়ো, আমি রোমালিনের উজ্জ্বল

দুটি চোখের তারার নামে তোমাকে আহ্বান করছি—

তাঁর উঁচু কপাল আর ফ্যাকাশে লাল ঠোঁট আর পা দু'খানির নাম নিয়ে বলছি—তুমি দয়া করে আবির্ভূত হও!

বেনভলিয়ো বলে, ও শুনলে খুব চটে যাবে।

না না, চটবে না! আমিতো ওর প্রিয়ার নাম নিয়েই ওকে ডাক দিচ্ছি, মার্কুসিয়ো জবাবে বলে।

বেনভলিয়ো বলে, নিশ্চয়ই এই গাছপালার মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে। ওর প্রেম তো অন্ধ, তাই অন্ধকারেই ও উপযুক্ত।

প্রেম যদি অন্ধ হয় তাহলে তো তীর কসকাবার আশা রাখে। ওহে রোমিয়ো, তাহলে আমি! এই মেঠো বিছানা বড়ই ঠাণ্ডা, তার থেকে বাড়ী গিয়েই চাঙা হওয়া যাক?

—কিহে যাবে নাকি?

বেনভলিয়ো বলে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে, চল যাই। এখানে ওকে খোঁজা বৃথা।

দুজনে চলে যায়।

।। **দুই** ।।

ক্যাপিউলেতের বাগিচা। রোমিয়ো ঘুরছে সেখানে। ঘুরতে ঘুরতে সে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায়। আপন মনেই সে বলে ওঠে, যার আঘাতে কোন চিহ্ন নেই, সে তো ক্ষত দেখে বিদ্রূপ তো করবেই!

উপরের জানলা খুলে যায়। একখানি মুখ—যা এখনো আবছা এবং অস্পষ্ট।

রোমিয়ো তাকায় উপরের দিকে। মুখখানি ছিল আঁধারে পরিবেষ্ঠিত, এবারে এক ঝলক আলো এসে সেখানে পড়ে।

রোমিয়ো মৃদুস্বরে বলতে থাকে, ধীরে ধীরে দেখে রোমিয়ো। ঐ যে জানালা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে—

কিসের আলো ও? ঐ তো পূর্বদিক—আর জুলিয়েৎ তো সূর্যেরই এক রূপ ওঠ, ওঠ সুন্দর সূর্য, হত্যা কর ঐ ঈর্ষান্ধ চন্দ্রকে! সে তো রুগ্ন, দুঃখে অম্লান ওর নির্মল শুভ্র উত্তরীয় তো এখন ঈর্ষায় কালো হয়ে যাচ্ছে।

এবার জুলিয়েৎকে স্পষ্ট দেখা গেল। রোমিয়ো বলে ওঠে, ঐ তো আমার প্রিয়া—আমার প্রেম! ঐ তো ও কথা বলছে কিন্তু নিঃশব্দ সে কথা। মুখে কিছু না বলুক, তার চোখ তো কথা বলছে। আমি তো তার উত্তর না দিয়ে পারব না। দুঃসাহসী হিসেবে আমার নাম আছে। কই—আমাকে তো সম্ভাষণ করছে না ওর দুটি চোখ। ঐ দুটি চোখ আকাশের নক্ষত্রের চেয়েও উজ্জ্বল। ওর কপালের ঔজ্জ্বল্য তো নক্ষত্রকেও লজ্জার ভাগীদার বানায়? যেমন লজ্জা দেয় দীপকে দিনের আলো। দেখ, দেখ, গালে

হাত রেখে কেমন এলিয়ে পড়েছে—আহা!

ওর হাত দুখানির যদি দস্তানা হবার যোগ্য হতাম তাহলে তো স্পর্শ করতে পারতাম ওর ঐ গলা দু'খানি।

জুলিয়েৎ প্রথম দর্শনেই প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই চোখের পাতায়ও ঘুম নেমে আসছে না। মন তারও উচাটন সেও এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়। সেও বলে ওঠে হায়ে অদৃষ্ট!

রোমিয়ো বলে, ঐ তো ওর মুখ দিয়ে কথা বেরিয়েছে। আবার কথা বল দেবদূতী! স্বর্গের দেবদূতীর মতো মহান তুমি। আমার ঊর্ধ্বে তুমি বিরাজমান।

জুলিয়েৎ অস্ফুট কণ্ঠে ডাক দেয়, রোমিয়ো—রোমিয়ো! কোথায় গেলে রোমিয়ো? তোমার পিতাকে অস্বীকার কর, অস্বীকার কর তোমার নামও। তা যদি না পার, তবে আমার প্রেমিক হবার কখনোই তুমি যোগ্য নও! আমি তো ক্যাপিউলেৎ পরিবারের কেউ হাত চাইনে!

রোমিয়ো মনে মনে বলে, এখনও কি শুনব, না কথা কয়ে উঠব?

জুলিয়েৎ বলতে থাকে, তোমার নাম তো শুধু আমার শত্রু, তুমি তো তুমিই। আমার তুমি তো মন্তাগোদের কেউ নও! মন্তাগো কে? সে তো আমার হাত নয়, পা নয়, নয় বাহু, নয় মুখ, এমনকি মানুষের দেহের কোন অংশই নয়! সে তো যে কোন এক নাম। এই নামেই বা কী আসে যায়? আমরা যাকে গোলাপ বলে জানি, সে তো অন্য নামেও তেমনি মিষ্টি গন্ধ বিতরণ করবে, আর আমার রোমিয়োও তেমনি। রোমিয়ো শুধুই তার নামমাত্র। নাম না থাকলেও সেও তো অমনি সুন্দর রোমিয়ো-ই থাকবে! তোমার নাম ত্যাগ করে, নামের পরিবর্তে আমাকে গ্রহণ কর।

রোমিয়ো বলে ওঠে, তবে তাই হোক! আমাকে ডেকো ভালোবাসা বলে, প্রেম বলে। নতুন নামকরণ হোক আমার। আমি তো আর রোমিয়ো থাকব না।

তার স্বর কানে যেতেই জুলিয়েৎ চমকে ওঠে। সে আঁধার বাগিচার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে ওঠে, কে—কে তুমি? রাতের অন্ধকারে আড়ি পেতে আড়াল থেকে আমার কথা শুনছ?

রোমিয়ো উত্তর দেয়, আমি কে? সে কথা কি করে জানাব তা আমারও বোধহয় জানা নেই। আমার নাম তো আমার কাছেই ঘৃণার পাত্র, সে যে তোমার শত্রু!

যদিও নাম কোথাও লেখা থাকত, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতাম আমি।

জুলিয়েৎ স্বর চিনতে পেরে বলে বসে, আমার কান তো তোমার একশোটি কথাও শোনেনি, তবু তার ধ্বনি আমার চেনা। তুমি কি রোমিয়ো নও—তুমি কি মন্তাগো পরিবারের কেউ নও?

না না, কুমারী—যদি তুমি বিদ্রূপ হও তো আমি তা নই!

এখানে এলে? কী করে এলে? উঁচু বাগিচার দেয়ালে, ওঠা সম্ভব নয়। উঠে-ই যদি বা এলে, তার পরেও তো আছে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি, কেউ যদি দেখে ফেলে তো কী অঘটনটাই ঘটে যাবে?

রোমিয়ো উত্তর দেয়, প্রেমের হালকা পাখার আমি দেয়াল পার হয়ে এসেছি—এই প্রান্তর প্রাচীরের সীমার কোন ক্ষমতাই নেই যে, প্রেমের গতিরোধের ক্ষমতা রাখে। প্রেম যা পারে, তাই সে করে দেখাবে—তোমার পরিবারের কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

তোমাকে দেখা মাত্রই ওরা হত্যা করবে।

হায়, তোমার চোখে যে ঢের বেশী সর্বনাশের ছাপ রয়েছে প্রিয়া। ওদের বিশখানা তলোয়ারেও কিছু হবে না! তুমি শুধু এখন মধু দৃষ্টি দিয়ে তাকাও সেই হবে আমার মুখ্যবর্ম।

ওদের চোখের তুমি ধরা পড়, তা তো আমার বাসনা নয়!

রাতের আঙ্ রাখা মুড়ি দিয়ে ওদের দৃষ্টি আমি ঠিকই এড়িয়ে যাব, কিন্তু তুমি যদি নিজেকে নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন কর তবে ওরা আমাকে দেখুক, ওদের ঘৃণাতেই আমার জীবনের পরি সমাপ্তি ঘটুক।

কে তোমাকে এ জায়গা দেখাল! জুলিয়েৎ প্রেমের আর্ত নিবেদন শুনেও অবিচল থেকে প্রেমে বিহ্বলা হয়ে উঠছে না। তার কথাতেই ভীতির স্বর স্পষ্ট। সে কাঁপছে যদি কেউ দেখে ফেলে এই ভেবে। প্রিয়ার আসন্ন বিপদের ভাবনায় তার মন আজ আচ্ছন্ন।

আমার প্রেম আমার পরামর্শদাতা। আমি তাকে ধার দিয়েছি আমার চোখ, স্ব-নাবিক আমি নই বটে। কিন্তু তুমি যদি উত্তাল সাগরের অপর প্রান্তেও থেকে থাক তাহলে ঐ দুর্লভ অভিযানেও আমি আমার নাম লেখাব।

জুলিয়েৎ বল, রাত্রের মুখোসে আমাব মুখ আবৃত ছিল, নইলে সেখানে কুমারীর লজ্জার লালিমা চোখে পড়ত। আমার যে কথা শুনছ, সে কথা তো আমি দিনের আলোয় অস্বীকার করব। বল, বল তুমি কি আমাকে ভালবাস? তুমি বলবে হ্যাঁ! আমি তোমার কথা মেনে নেব কিন্তু তুমি যদি শপথ কর—তুমি হয়তো মিথ্যেবাদী হয়ে যাবে—প্রেমিকদের এই তো ছলাকলার রীতি। রোমিয়ো যদি ভালাবেসে থাক, তাহলে তার সঙ্গে চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা! প্রেমিকার ছলনায় দেবতাও হেসে ওঠেন। যদি মনে করে থাক, আমাকে সহজে চিনে নিলে, ভ্রু ভঙ্গী করব আমি—বলব না!

আমার কথা যদি হালকা বলে মনে স্থান দিয়ে থাক, জেনো আমি একনিষ্ঠ, যে কথা তুমি আড়াল থেকে শুনতে, সে তো আমার প্রকৃত প্রেম।

রোমিয়ো বলে ওঠে সুন্দরী ঐ চন্দ্র সাক্ষী করে বলি—

না না, চন্দ্রের নামে অন্তত শপথ নিও না! নিজের বিবেকের কাছে কর। চন্দ্র তো মাসে মাসে পক্ষ বদলায়, তোমার প্রেমও কী সেই পক্ষ! অনুসরণ করবে? না না শপথ কোরো না! এতে আকস্মিক, এতো বজ্রপাতের সমান!

আজ আসি। এই যে প্রেমের কলি জাগল বসন্তে, এতো সুন্দর ফুলে বিকশিত হবে আবার তখন দেখা হবে।

শুভ রাত্রি।

এমনি করে চলে যাবে কি? অতৃপ্ত রেখে আমাকে?

আজ রাতে কোন তৃপ্তির তুমি আশা রাখ?

আমার একনিষ্ঠ ভালোবাসার অঙ্গীকার।

তা তো চাইবার আগেই আমি দিয়েছি।

আবার কি তা ফিরিয়ে নেবে?

তোমাকেই দেব আবার। আমার জল তো সাগরের মতোই অসীম। আমার প্রেমের গভীরতা আছে যথেষ্ট। যতো তোমাকে দেব—পরিবর্তে ততোই পেয়ে যাব।

দাইমার কণ্ঠস্বর নেপথ্যে শোনা যায়। ঐ ডাকছে। প্রেমময় বিদায়! দাইমার উদ্দেশ্যে—আসছি—দাইমা! ওগো মধু মন্তাগো, সত্য থেকো তুমি। একটু দাঁড়াও, আসছি আমি।

জুলিয়েৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

রোমিয়ো বলে, আমার রাতকেই ভয়, এ হয়তো স্বপ্ন। এতো মধুর, তাই এতে বাস্তব রূপ দিতে মন চায় না।

আবার গবাক্ষে দেখা যায় জুলিয়েৎকে।

জুলিয়েৎ বলে, ক'টি কথা বলতেই আমার এখানে আগমন। তারপরেই বিদায় নেব। যদি প্রেমের মন তোমার থেকে থাকে, যদি বিবাহই তার কামনা হয়, তাহলে আমাকে কিন্তু জানাবে। আমি আসব, কখন অনুষ্ঠান হবে ঠিক কোরো। আমি আমার সর্বস্ব তোমার পায়ে লুটিয়ে দেব। তোমার পেছু পেছু গিয়ে উঠব পৃথিবীর অপর প্রান্তে।

নেপথ্যে দাইমা ডাকে, ওগো বাছা! কাল আমি লোক পাঠাব। আজ আসি। জুলিয়েৎ চলে যায়।

রোমিয়ো বলে, পাঠশালার ছেলেরা যেমন পুঁথি ছেড়ে উঠতে পারলে বেঁচে যায়, তেমনি প্রেমিক প্রেমিকার কাছে আসতে চায়। আবার ছাড়াছাড়ির পর্বেও ঘোর অনিচ্ছার শিকার হতে হয়।

জুলিয়েতের আবার দেখা মেলে। শোন রোমিয়ো শোন! যদি সম্ভব হতো শিকারীর স্বরেই তোমাকে ডাক দিতাম। ভুলিয়ে আনতাম তোমাকে। বন্ধন যে আমার বড়োই কঠোর, কথা বলতে ভয় হয়, নইলে প্রতিধ্বনির যে গুহায় বাস, সে গুহা চূর্ণ করে ফেলতাম। তার বায়ুময় রসনাকে আরো তীক্ষ্ণ করে তুলতাম রোমিয়োর নামে নামে।

রোমিয়ো বলে ওঠে, আমার আত্মীয় ঈশ্বরী ডেকে চলেছেন আমার নাম ধরে! রাতে কত মোহময় হয়ে ওঠে প্রেমের এই স্বরধ্বনি। রূপালি বোল তোলে ঝরে পড়ে মৃদু সঙ্গীতের ন্যায়।

রোমিয়ো! জুলিয়েৎ ডেকে ওঠে।

প্রিয়া!

কাল কখন লোক পাঠাব?

ঠিক ন'টা।

এর অন্যথা হবে না কখনো। কেন জানি না, তোমায় ডাক দিলাম।

যতক্ষণ না মনে পড়ে, আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দাও।

তাহলে তো মনেই পড়বে না।

আমিও থাকব তোমার সঙ্গে। তুমি যত ভুলে যাবে ততোই তোমাকে পাব আমি।

জুলিয়েৎ বলে, ভোর হতে আর দেরী নেই, তুমি যাও। বলছি বটে ওকথা—কিন্তু আমি তো দুষ্টু শিশুর হাতের পাখী—একটু উড়ে যেতে দেয়, আবার ফিরিয়ে আনে রেশমী সুতো ধরে।

আমি যদি পাখী হতে পারতাম!

যে সাধের আশা আমিও রাখি। কিন্তু তাতে তোমার সর্বনাশ ঘটবে।

শুভরাত্রি! হায়, বিদায়ে কী ব্যাথা! জুলিয়েৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

রোমিয়ো সেদিকে চেয়ে বলে ওঠে, নিদ্রা নামুক তোমার চোখে, শান্তি নেমে আসুক তোমার বুকে। আমি যদি ঐ নিদ্রা আর শান্তি হতাম—তোমার মধু—

বুকে পেতাম বিশ্রাম—কি মধুর রূপ নিত সে বিশ্রামে!

এবার পাদ্রী বাবার কাছে গিয়ে তাঁর কাছে সব কথা খুলে বলব—সাহায্যের হাত পাতব তাঁর কাছে।

।। তিন ।।

পাদ্রী ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা-মঠ

ফ্রায়ার লরেন্স ফুলের সাজি হাতে প্রবেশ ক... ন।

ধূসর চোখ, ভোর রাত্রের ভ্রূকুটি দেখে হাসছে, পূর্ব আকাশ আলোয় আলোকিত, অন্ধকার এখনো মাতালের মতো টলতে টলতে দিনের আলোর পথ থেকে সরে যাচ্ছে। এখুনি অগ্নিবর্ণ সূর্যসারথীর দেখা মিলবে। তার আগে ভোরের এই প্রহরটুকু থাকতে থাকতে সাজি ভরে নেব ফুল। ফ্রায়ার তাই বেরিয়েছিলেন ফুল তুলতে। সাজি ভরে উঠেছে। এবার তিনি ফিরে যাচ্ছেন নিজ কক্ষে। এমন সময় রোমিয়োর আগমন ঘটে।

পাদ্রীবাবা প্রণাম!

স্বস্তি—স্বস্তি! এত সকালে কে প্রণাম জানায়। এ বুঝি কোন তরুণ দুশ্চিন্তায় রাত কাটিয়ে সকালেই উঠে এসেছে। তারপর ফিরে তাকাতেই চিনতে পারলেন রোমিয়োকে। বলেন, মনে হয় তোমার মনে কোন অজানা অশান্তি জন্ম নিয়েছে—আমাদের রোমিয়ো বোধহয় কাল রাতে দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি।

রোমিয়ো বলে ওঠে, আপনার কথাই সত্য, তবে রাত জেগে তো মধুর বিরাম

উপভোগ করেছি।

ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করুণ! রোমালিনের সঙ্গে কি রাত কাটালে!

না, না! সে নাম ভুলে গেছি। সে নামে আছে দুঃখের রেশ।

বেশ, বেশ! থাকা হয়েছিল কোথায়? সব বলছি, রোমিয়ো বলে ওঠে। শত্রুর বাড়ীতে ভোজ খাচ্ছিলাম। সেখানেই হঠাৎ পেলাম আঘাত, আমিও পাল্টা আঘাত করতে কসুর করলাম না। এখন দু'জনেরই আরামের দাওয়াই আপনার হাতে ন্যস্ত। আমার ঘৃণা নেই, নেই শত্রু।

ফ্রায়ার বলে ওঠেন, সাদা কথায় বলো বাপু, অমন হেঁয়ালিভরা স্বীকারোক্তির হেঁয়ালিভরা সমাধানই সম্ভব।

রোমিয়ো বলে তার কথা। ধনী ক্যাপিউলেৎ দুহিতাকে যে মন দিয়েছে, সেও তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। এখন পবিত্র বিবাহ বন্ধনে তাঁদের বেঁধে দিতে হবে।

ফ্রায়ার চমকে ওঠেন, সে কি? তাহলে রোমালিনকেও শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করলে? ফ্রায়ার এবার সরস মন্তব্য করে বলে ওঠেন—তরুণের ভাসাবাসা তাহলে দেখছি বুকে জায়গা পায়না, বরং স্থূল পায় চোখে। আহা, রোমালিনের জন্য কত নোনা জলই না তোমার শীর্ণ গাল দুখানি ভিজিয়ে দিয়েছে! কত নোনা জলই না বৃথা ব্যয় হয়! এখনো আকাশ থেকে তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাসের মেঘ, সূর্য তার কিরণ দিয়ে ঝেটিয়ে সাপ করে দিতে পারেনি, এখনো সেই কাতরানি আমি শুনতে পাচ্ছি।

রোমিয়ো বলে, কিন্তু রোমালিনকে ভালোবেসে ছিলাম বলে আপনি না আমায় গাল পেড়েছিলেন?

ভালোবাসার জন্য নয় বরং ওকে নিয়ে বাড়াবাড়ির জন্যই!

আমাকে না ভালোবাসাকে, কবর দিতে বলেছিলেন?

কবরে নয়, একটা ছেড়ে আর একটা ধরতে বলেছিলাম।

এখন তো আমি ওকে ছেড়ে এবং আর একটিকে ভালবাসলাম।

ফ্রায়ার বলেন, আমার সঙ্গে চল! তোমাকে আমি সাহায্য করব। হয়তো এই মিলন তোমাদের দুই বাড়ীর বিবাদ মেটাতে সার্থক হবে।

চলুন। রোমিয়ো তাড়া দেয়।

আজ আমি বড় ব্যস্ত।

না, না, ব্যস্ত হলে চলবে না।

ধীরে চল, বিবেচনা করে পথ চল। যারা জোরে ছোটে তাঁরাই হোঁচট খায়।

দু'জনে চলে যায়।

।। চার ।।

রাজপথ। বেনভলিয়ো আর মার্কুসিয়ো এসে ঢোকে।

তারা এখনও রোমিয়োর খোঁজে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মার্কুসিয়ো শুধায়, কোথায় গেল শয়তান রোমিয়ো? কাল বাড়ী ফেরেনি নাকি?

না, চাকরদের কাছে শুনলাম ফেরেনি—বেনভলিয়ো বলে ওঠে।

ঐ কঠোর প্রাণ রোমালিন ওকে এমন জ্বালাচ্ছে, ও ঠিক পাগল হয়ে যাবে। আজ ক্যাপিউলেৎ বুড়োর সেই আত্মীয় তাইবল্ট এক চিঠি পাঠিয়েছে।

নিশ্চয়ই দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

হ্যাঁ—রোমিয়ো ঠিক উত্তর দেবে।

চিঠি পড়তে জানলেই চিঠির উত্তর দেওয়া যায়।

না, না, চিঠির যে মালিক তাকে জবাব দেবে।

মার্কুসিয়া বলে ওঠে, হায়! হায়! বেচারী রোমিয়ো তাহলে মরেই গেছে। এক পাঁশুটে ছুঁড়ির কালো চোখের ছুরি বিঁধেছে, প্রেমের গানের তীর বিঁধছে কানে, বুকখানা দু'খানা হয়ে গেছে ঐ কানা দেবতার বাণে। তাইবল্টের সঙ্গে কী আর এঁটে উঠতে পারবে।

তাইবল্ট কে?

একজন ডুয়েলবাজ। একজন—

একজন কি?

একজন তলোয়ার খেলায় ওস্তাদ। ঢ্যাঙা মানুষ।

এমন সময় রোমিয়ো এসে প্রবেশ করল।

ঐ রোমিয়ো আসছে! বেনভলিয়ো বলে ওঠে।

ও যেন শুকিয়ে শুঁটকে মাছ হয়ে গেছে, আরে সেই দিব্যি নধরকান্তি মাংস কোথায় গেল? মার্কুসিয়া বলে। কবি পেত্রার্ক যে কাব্য লিখছিলেন প্রেমিকা লারার উদ্দেশ্যে—সেই বিরহ কাব্য আওড়াচ্ছে এখন। সিনর রোমিয়ো—স্বাগত বন্ধু। তুমি কাল আমাদের বেশ নাকাল করলে যা হোক!

ভালো যাক দিন! কি নাকাল করলাম? রোমিয়ো শুধায়।

আমাদের কাছ থেকে চম্পট দিলে আর তা মনেও নেই! মাফ কর ভাই মার্কুসিয়ো! আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছিল, সেই কাজে একটু যদি ভদ্রতার ভূল চুক হয়ে থাকে, মাফ কর!

তিনজনের রঙ্গ তামাসা শুরু হয়ে যায়, রসিকতায় ধরা দেয় বুদ্ধির ঝলক ঝিকমিকি। শেষে বেনভলিয়ো বলে ওঠে—

ঢের হয়েছে, এখন ক্ষেমা দাও ভাই!

আমাকে চুপ করতে বলছ? মার্কুসিয়ো শুধায়।

নয়তো তোমার কথা শুধু বাড়বেই!

মার্কুসিয়া বলে, না, তুমি বকলে? আমি কথা কমিয়ে দেব।

এবার দাইমা তার সঙ্গী পিটারকে নিয়ে ঢোকে। জুলিয়েৎ তার কথা'রেখেছে। চিঠি পাঠিয়েছে।

মার্কুসিয়ো দাইমার চেহারাখানা দেখেই বলে ওঠে—ওরে বাবা এ যে জাহাজ!

না, না, একখানা নয়? দু'খানা! ফোড়ণ কাটে বেনভলিয়ো।

দাইমা ডাক দেয়—এই পিটার!

পিটার থপ থপ করেই আসছিল। বললে, এই আসছি গো!

দাইমা বলে—পিটার আমার পাখাখানা?

মার্কুসিয়ো হেসে বলে, পিটার ওর খুপসুরৎ মুখখানি পাখা দিয়ে আড়ালের চেষ্টায় আছে।

দাইমা এগিয়ে এসে শুধোয়, ওগো ভদ্রলোকেরা, বলতে পার কোথায় ছোকরা রোমিয়োকে পাব?

রোমিয়ো এগিয়ে এসে বলে, আমি বলতে পারি। কিন্তু ছোকরাকে খুঁজতে খুঁজতে যে বুড়ো হয়ে যাবে। তার চেয়ে শোন, সবচেয়ে ছোকরা রোমিয়ো হচ্ছি আমি।

বাঃ! বেশ বলেছ বাছা।

মন্দটিই ভাল হল? মার্কুসিয়ো রসিকতা করে বলে ওঠে।

দাইমার ওসব ঠাট্টা রসিকতার সময় নেই, সে বলে, তুমি যদি সেই হও? তাহলে তোমার সঙ্গে গোপন কিছু কথা আছে।

বেনভলিয়ো আর মার্কুসিয়োর দিকে তাকিয়ে রোমিয়ো বলে ওঠে, তোমরা একটু এগোও, আমি আসছি।

মার্কুসিয়ো আর বেনভলিয়ো চলে যায়।

এবার দাইমা বলে তার কথা। তার মনিবের মেয়ে, রোমিয়োকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন। যে কথা বলেছেন, তা আগে সে বলবে না। আগে বলবে আসল কথা। সেই আসল কথাতেই সে এবার এল—

মনিবের মেয়েকে বোকা বানাতে চাইলে খুব খরাপ হবে। মেয়েটি বড় কচি। যদি তার সঙ্গে কোন ছল কপটের আশ্রয় নিয়েছ, তাহলে ভদ্দর লোকের মেয়েকে বড়ই হেনস্তা করা হবে এবং খুব খারাপ কাজও হবে।

রোমিয়ো বলে ওঠে, না না, তাকে জানিয়ো আমার সম্ভাষণ।

বেশ তো বলব! আহা—কত খুশী হয়ে উঠবে মেয়ের মন!

কি বলবে! আমার কথাই তো শুনছ না।

বলব—আপনি কসম খেয়ে বলছ।

ওঁকে বলুন, কোন ছুতো করে যেন তিনি চলে আসেন আজ বিকেলে ফ্রায়ার লরেন্সের গুহায়, আমাদের বিবাহ হবে। নাও, বকশিস নাও।

দাইমা ছিঃ ছিঃ করে ওঠে। না গো না, একটি পয়সাও নিতে পারব না!

নাও, নাও!

তাহলে আজ সাঁঝে? বেশ, ও যাবে।

রোমিয়ো বলে, দাঁড়াও—মঠের দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার লোক।

তার হাত দিয়ে দড়ির সিঁড়ি পাঠিয়ে দেব—সেটাই হবে গোপন রাত্রির বুকে আমার দূত। এস! আমার সম্ভাষণ জানিয়ো তোমার মনিবের মেয়েকে।

শুনুন গো মশাই? দাই ডাকে।

—কি, বল?

তোমার সেই লোকটা কথা গোপন রাখতে পারবে তো? শোননি সে কথা—দু'কানে যে কথা থাকে, তিন কানে ফুসফাস!

রোমিয়ো বলে—আমার লোকটি ইস্পাতের মতো খাঁটি।

দাইমা বলে, আর আমরা মনিবের মেয়ের মতো এমন মিষ্টি মেয়েও পাবে না বাছা! সে যখন আধো-আধো কথা বলতো তখনি কি মিষ্ঠতা ছিল সেই কথায়!

এই শহরের খান-দানি ঘরের ছেলে প্যারিস তো ওকে বিয়ে করতে পারলে ধন্য হয়ে যান, কিন্তু মেয়ে যে কী চোখেই দেখল তাঁকে! সে যেন সাপ-খোপ। আমিও কত বল্লুম, প্যারিস হচ্ছে তোর যুগ্যি বর।

কিন্তু ওর ঐ জপ-তপ ধ্যান-জ্ঞান রোমিয়ো!

আমার সম্ভাষণ তাঁকে জানিও।—রোমিয়ো বলে ওঠে। হ্যাঁগো হ্যাঁ—হাজারোবার জানাব, এই পিটার চলে আয়। এই আসছি গো! পিটার থপ থপ করে কাছে এসে দাঁড়ায়।

নে, পাখা-খানা নিয়ে হাওয়া করতে করতে চল।

দাইমা পিটারকে নিয়ে চলে যায়।

।। পাঁচ ।।

বাগানে ঘুরছে জলিয়েৎ। সে পাঠিয়েছে দাইমাকে। এখন চলেছে তারই পথ চেয়ে শুধু প্রতীক্ষা। মন উচাটন, একদণ্ড যেন এক দীর্ঘকাল।

ন'টার সময় পাঠিয়েছে তাকে, আধঘণ্টার মধ্যেই তার ফিরে আসার কথা। কিন্তু তার দেখা এখনও মেলেনি। হয়তো দেখা পায়নি। নয়তো দাইমা-ই অর্থব্য! তাই তার এ কথাই মনে হতে থাকে বারংবার।

প্রেমের দূতী তো মানুষ হতে পারে না। সে হবে ভাবনা। সূর্যের রশ্মির চেয়েও দশগুণ দ্রুত ছুটবে। তাইতো প্রেমের দেবতার রথ টানে লক্ষলক্ষ কপোতের দল, আর প্রেমের দেবতার তাই থাকে পাখা। সূর্য তো উঠে এল এরই মধ্য গগনে, ন'টা থেকে তিন ঘণ্টা কেটে গেল—

বারোটা বাজল, এখনো এল না। যদি কামনা থাকত তরুণের, থাকত তার তাজা রক্ত তাহলে বোধ হয় এমন হতো না। দাইমা হোত প্রেমের মতোই ক্ষিপ্রগতি।

প্রতীক্ষমানা নায়িকা এমনি আকাশ পাতাল ভাবছে বসে, আর দোষের ভাগীদার বানাচ্ছে দাইমাকে। এমন সময় দাইমা পিটারকে নিয়ে প্রবেশ করে।

ঐ যে আসছে! জুলিয়েৎ তাদের দেখেই বলে ওঠে, তারপর ছুটে গিয়ে বলে, ও আমার মিষ্টি দাইমা, খবর কি? দেখা পেয়েছ?

ঐ লোকটাকে আগে যেতে বল!

দাইমা পিটারকে বলে ওঠে, তুই ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি।

পিটার চলে যায়।

জুলিয়েৎ আবার বলে ওঠে, মিষ্টি দাইমা—তোমার মুখ ভারাক্রান্ত কেন? খবর খারাপ হলেও মুখে হাসি নিয়ে তার ব্যাখ্যা কর। ভালো হলেও সুখবরের মধুটুকুও আগে শেষ করে দিয়ে গোমরা মুখ বানিয়ো।

বাছা, হাঁফিয়ে তো গেছি গো আমি—সারা অঙ্গে ব্যথা হাতে পায়ে সব জায়গাতেই ব্যাথা। আগে একটু জিরোতে দাও! দাইমা ক্ষীণ স্বরে বলে ওঠে।

তোমার ব্যাথার আরাম হোক? তোমার খবর কি শুনি বল?

বাপরে বাপ, কি তাড়া মেয়ের। একটু সবুর কর—দেখছো না আমি হাঁফিয়ে গেছি।

জুলিয়েৎ বলে, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ার তো ভালই বহর দেখছি, আর কী বললে হাঁপিয়ে গেছি! বল—খবর ভাল না মন্দ? বল!

দাইমা বলে, বাছা তুমি বড় বোকার মত বেচেছে! মানুষ বেছে নিতেও জান না! ঐ রোমিয়ো—ওর মুখখানা যে কোন মানুষের চাইতেও ভালো, কিন্তু ওর পা তো যে কোন মানুষের পা-কে হার মানায়? ছুটছে যেন ঘোড়া। নাগাল পায় কার সাধ্য! ও যে একেবারে ভদ্রতার শিরোমণি—তাও নয়, তবু বাপু ভেড়ার মতোই নিরীহ! তা বাছা তোমার যা মন চায় তাই কর!

কিছু খেয়েছ!

জুলিয়েৎ বলে, ও কথা শুনতে চাইনে! ও কথা আমার অজানা নয়। বিয়ের কথায় কী বললেন?

দাইমা মাথা টিপে ধরে কঁকিয়ে ওঠে, উঃ কি মাথাই ধরেছে, যেন বিশ টুকরো হয়ে গেল মাথা। আহা,

তোমার শরীর ভাল নেই দাইমা! ওগো মিষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি দাইমা, বল আমার প্রেমিক কি বললেন।

ভদ্দরলোকের মতোই বললেন যা বলার—হাঁগো, তোমার মা কোথায়?

মা আবার কোথায়? তিনি তো ভেতরেই আছেন! আবার যাবেন কোথায়? কী বাজে বকছ? এই বললেন তোমার প্রেমিক ভদ্দরলোকের মতো কথা বললেন, আর পরক্ষণেই মায়ের খোঁজ

আহা—মণিরানী গো! অমন হাঁস ফাঁস দশা করছ না কেন বাপু, এখন থেকে তাহ'লে তোমার খবর তুমিই দিয়ো।

দাইমা বল, রোমিয়ো কী বললেন?

তোমার পক্ষে আজ যাওয়া কী সম্ভব?

সম্ভব।

তাহলে ঐ পাদ্রী লরেন্সের গুহায় ছুটে যাও, সে তোমাকে বিয়ে করবে, সে ওখানেই প্রতীক্ষায় বসে আছে। ঐ তো শুনতে না শুনতেই অমনি রক্ত ছুটে এল গালে, খবর শুনেই রাঙা হয়ে উঠলে! যাও নিজেই যাও! আমি যাই মই-এর খোঁজে, তোমার নটবর পীরিতের মানুষটি তো আঁধার হলেই পাখীর বাসা পাড়তে মই বেয়ে উঠবেন। কিন্তু আর সব দিক তোমাকে সামলাতে হবে। আমি তো তোমার চাকরাণী, তোমার সুখের জন্য যতটা সম্ভব মেহনত করব।

আমি খেতে যাই—তুমি মঠে যাও।

জুলিয়েৎ বলে, এবার ছুটে চলব সে ভাগ্যের পথে।

ওগো দাইমা, মিষ্টি দাইমা, আমি—আসি!

জুলিয়েৎ চলে যায়।

ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা মঠ। তিনি আর রোমিয়ো এসে প্রবেশ করেন। ফ্রায়ার বলেন দেবতারা যেন প্রসন্ন হন এই শুভ পরিণয়ে। এদের দুঃখ যেন না আসে কোন ভাবেই!

রেমিয়ো বলে ওঠে, দেবতারা প্রসন্ন হোন! সব দুঃখই বরণ করে নেব যদি তাকে এক মুহূর্তের জন্য হলেও সুখী করতে পারি। আপনি শুধু পবিত্র মন্ত্রে দু'হাত এক করে দিন—আমরা প্রেমধ্বংসকারী মৃত্যুকে তুচ্ছ করেও সামনে এগিয়ে যেতে পারব। আমি যেন শুধু তাকে আমার নিজের বলতে পারি।

ফ্রয়ার বলেন, এই সর্বনাশা আনন্দের পরিণতি সর্বনাশেই শেষ হয়। আনন্দের সঙ্গেই আসে সর্বনাশা—আগুনের স্পর্শে যেমন বারুদ জ্বলে ওঠে, তোমাদের চুম্বন তো তাই করবে।

মধুরতম মধুও তিক্ততায় ভরে ওঠে, রুচি সে নষ্ট করে দেয়। প্রেমের পথ বড়ই পিচ্ছিল, ধীরে ধীরে চলতে হবে সে পথে? ভালবাসতে হবে ধীরে ধীরে। ভালোবাসা তবেই দীর্ঘস্থায়ী হবার আশা রাখে। যদি আকস্মিক আসে ভালোবাসা, সে তো সর্বনাশ নিয়েই আসে।

এমন সময় দূরে জুলিয়েৎকে চোখে পড়ে।

ঐ আসছেন কুমারী, ফ্রায়ার বলে ওঠেন। ওঁর ঐ লঘুগতিতে ক্ষয় তো হবেনা অক্ষয় পাষাণ। প্রেমিক তো উর্ণাজালের মধ্যে দিয়ে চলতে পারে, সে বসন্ত বাতাসে বুঝি ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বাস্তবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। প্রেমিক তো এমনি হালকা!

জুলিয়েৎ এবার কাছে এগিয়ে এসে সম্ভাষণ জানায়।

ফ্রয়ার বলেন, রোমিয়ো আমাদের দু'জনের হয়েই তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে।

রোমিয়ো উচ্ছ্বসিত হয়ে জুলিয়েৎকে বলে ওঠে, আমার বুকে যে আনন্দ, তেমন আনন্দও যদি তোমার বুকেও জেগে থাকে, এস তাকে সুগন্ধি নিঃশ্বাসের সুগন্ধে

ভরিয়ে তুলি—সঙ্গীতের বরণ আমাদের কল্প-স্বর্গের দ্বার খুলে দিক!

জুলিয়েৎ উত্তর দেয়, যারা ভিখারী তারাই নিজের সম্পদ গুনে গেঁথে দেখে। আমার ভালোবাসা তো সত্য, সে তো এতো বেশি যে আমি আমার ধনের অর্ধেকও গুণতে পারছি নে!

ফ্রায়ার ওদের ভালোবাসার কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে চল, চল! তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেল। যতক্ষণ পবিত্র অঙ্গীকারবদ্ধ না হও, ততক্ষণ তো একা থাকাই তোমাদের উচিত নয়!।

ফ্রায়ার রোমিয়ো জুলিয়েৎকে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নেমে আসে

প্রথম দর্শনেই প্রেমের জন্ম। শুধু চোখে-চোখ মিলনে, দু-একটা কথায় সে প্রেম এক লহমায় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল।

বন্ধন মানেনা প্রেম। দুই নরনারী শত্রুতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ডিঙিয়ে ভালোবাসাকে সার্থক রূপ দিল। যে প্রেম তাদের শক্তি হয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আজ সেই প্রেম বিবাহে আরো শক্তিমান হয়ে উঠবে তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। বাধা যদি আসে দুজনে মিলে তার প্রতিকারে নামবে, সে জীবন পথে মিলনের গাঁটছড়া বাঁধবে আজ, সে মিলন আজ অটুট বন্ধনে বাঁধা পড়বে—চিরমিলনের ক্ষণ আজ দ্বারে উপস্থিত। তা অটুট হয়ে থাক এই তো ফ্রায়ার লরেন্সের কামনা—আমাদের সকলেরও ঐকান্তিক কামনা।

তৃতীয় অঙ্ক

।। এক ।।

আবাঙ্ স্কোয়ার কি বাজারে আমরা এসে দাঁড়ালাম।

জনতার স্রোত—যে যার মতো কাজ করে চলেছে। কেউ বা গল্প, কেউ বা ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা, আবার কেউ বা পরনিন্দায় পঞ্চমুখ। তবে সবই অস্ফুষ্ট শব্দ। মিলে মিশে সৃষ্টি হচ্ছে অস্ফুট গুন-গুণানি। মার্কুসিয়ো, বেনভলিয়ো, বালক ভৃত্য ও কয়েকজন পরিচারকেও দেখা যাচ্ছে।

বেনভলিয়ো বলে, আর নয় মার্কুসিয়ো, এবার চল। দিন যে বড় গরম, ক্যাপিউলেৎরাও পথে বেরিয়েছে। দেখা হলে ঝগড়ার সম্মুখীন হতেই হবে। এমন গরম দিনে পাগলা রক্তও চন্‌মন্ করে ওঠে।

মার্কুসিয়ো রসিক, সবকিছু নিয়েই সে রসিকতা করে। সে বলে, তুমিও যে সেই লোকটার মতো আচরণ করলে। সরাই খানায় ঢুকল, তলোয়ারখানা ঠিক করে নামিয়ে রাখে টেবিলে, বলে আর তোকে কাজে লাগবে না! আর দু'নম্বর পাত্তর শেষ হবার আগেই সেই তলোয়ার খুলে বসল, অথচ দরকার তো কোন ছিলই না!

তেমন লোক—আমি নই, বেনভলিয়ো জবাবে বল।

আরে এস এস, যতসব ডাকা বুকো মানুষ এই ইতালীতে তাদের মধ্যে তুমিও একজন। আর মন করলেই গরম হয়ে ওঠে, গরম হলেই আবার মন চন্‌মন্‌ করে ওঠে।

চন্‌মন্‌ করে উঠলেই বা কী আসে যায়?

তা কিই বা আর। দুনিয়ার তোমার মতো দু'জন মানুষের সন্ধান পেলে, দু'জনকেই পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করতাম, মানে একজন অন্যজনকে সাবড়ে দিত। তুমি এসেছো এখানে আমাকে ঝগড়া না করার উপদেশ দিতে।

বেনভলিয়ো হেসে বলে, তোমার মতো ঝগড়াটে হলে আমার জীবনটার কোন দামই কেউ দিত না!

আহা—তোমার জীবনের কি দাম!

এমন সময় তাইবল্ট কয়েকজন অনুচর নিয়ে প্রবেশ করে। তার সব সময়ের জুঙ্গ ী মেজাজ। তার সবকিছুই একেবারে মিলিটারী। বেনভলিয়ো আর মার্কুসিয়োকে দেখা মাত্রই তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। তলোয়ারের বাঁটে হাত পড়ল। সে অনুচরদের বললে, আমার কাছে কাছে থেকো, ওদের সঙ্গে একটু বাত চিতে বসা যাক!

সে এগিয়ে এসে বলে, মশাইরা, আপনদের একজনের সঙ্গে একটু কথা আছে।

শুধু একটা কথা—মার্কুসিয়ো বলে, আর কিছু তার সঙ্গে জুড়ে দিন। বলুন একটা কথা আর সঙ্গে থাকবে এক ঘা।

বেশ তো তারও উত্তর দেব, আর সে সুযোগ তো পাবই।

সুযোগ পেলে ঘা নাই বা দিলে! মার্কুসিয়ো বিদ্রূপ করে বলে।

তাইবল্ট রুক্ষস্বরে বলে, মার্কুসিয়ো তুমি তো রোমিয়োর জুড়ি।

জুড়ি! সে কি? তুমি কি আমাকে গাইয়ে মনে কর! শুধু বেসুরো ছাড়া কিছু পাবে না। এই যে আমার বীণা—বলেই তলোয়ার খুলে ফেলে। এবার বীণার তালে তালে তোমাকে নাচাব।

বেনভলিয়ো বলে, না, না, এখানে কখনোই নয়, এটা তো মানুষের হাট, গোপন কোন জায়গা খুঁজে সেখানে যাও নয়তো বুদ্ধি থাকে তো তাকে কাজে লাগাও অর্থাৎ মাথা ঠাণ্ডা রাখ। দেখছ না—সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

এমন সময় রোমিয়ো এসে প্রবেশ করে।

তাইবল্ট বলে মশাই লোক পেয়ে গেছি। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদের এখানেই পরিসমাপ্তি।

মার্কুসিয়ো বলে, আপনার তকমা যদিও আঁটে, তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব।

তাইবল্ট সে কথায় কোন কর্ণপাত না করে এগিয়ে গিয়ে বলে, রোমিয়ো, তোমার প্রতি আমার যে ভালোবাসা রয়েছে, তাতে আর কোন প্রিয় সম্ভাষণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি এক নম্বরের বদমায়েস!

রোমিয়ো উত্তর দেয়, আমি বদমায়েস নই, আমি তোমার—

আমাকে তুমি এখনো চিনতে পারলে না তাইবল্ট!

না, না, আমার যে ক্ষতি তোমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তা তো এতে পূরণ হবার নয়!

এসো—তলোয়ার খোল!

রোমিয়ো বলে, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি তোমার এ কথার। কারণ আমি তোমার কোনদিন কোন ক্ষতি করিনি। তুমি ধারণাতেও আনতে পারবেনা আমি তোমাকে কত ভালোবাসি! একদিন এর কারণ জানতে পারবে, ক্যাপিউলেতের নাম তো আমার প্রিয়—আমার বংশের মতোই প্রিয়।

মার্কুসিয়ো একথা শুনে রেগে ওঠে—একি হীন বশ্যতা স্বীকার!

তলোয়ার তুলে সে এবার বলে ওঠে, ওরে তাইবল্ট—আয়, এদিকে আয়!

বেশ, তোমার যখন তাই ইচ্ছে, তাই হোক! তাইবল্ট খুলে ফেলল তলোয়ার।

রোমিয়ো হাত তুলে বলে, মার্কুসিয়ো তলোয়ার রেখে দাও।

কিন্তু ওরা শুনলনা, লড়াই বেঁধে গেল।

রোমিয়ো বেনভলিয়োকে ডেকে বলে,—বেনভলিয়ো, তলোয়ার খোল, ওদের হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দাও! তাইবল্ট, মার্কুসিয়ো—রাজার হুকুম—

ভেরোনার রাজপথে কখনোই লড়াই চলতে পারে না।

থামো, থামো।

রোমিয়ো হাত তুলে বাধার সৃষ্টি করতে গেলে, তারই আড়াল থেকে তাইবল্ট আঘাত হানে, তারপর অনুচরদের সঙ্গে ছুটে যায়।

মার্কুসিয়ো বলে ওঠে, আমার চোট এল, তোমাদের দুটো গোষ্ঠীই নিপাত যাক!

দুঃখ একটাই ওর গায়ে আঁচড়টিই লাগল না পর্যন্ত—ও তার মধ্যেই পালানোর সুযোগ করে নিল।

নিজের ভৃত্যকে ডেকে বলে—তুই বৃথা সময় নষ্ট না করে যা তো বৈদ্য নিয়ে আয়।

ভৃত্য চলে যায়।

রোমিয়ো বলে, আঘাত গুরুতর নয়, তবে সাহস সঞ্চার করে বুক বাঁধো বন্ধু।

মার্কুসিয়ো মুখ বিকৃত করে জবাব দেয়, না, না, গীর্জার দরজার মতো আকারে বড় নয় বটে, কিন্তু এতেই চলে যাবে, কাল খোঁজে গিয়ে দেখবে কবরের বাসিন্দা হয়েছি আমি। কিন্তু তোমার হাতের নীচ দিয়ে মারলে।

রোমিয়ো বলে আমি ভালোর জন্যই বাধা দিতে গিয়েছিলাম।

মার্কুসিয়ো বলে, বেনভলিয়ো আমাকে দয়া করে বাড়ি নিয়ে চল। নইলে সত্যি সত্যিই মূর্চ্ছা যাব। তোমদের দু-বাড়িই গোল্লায় যাক!

মার্কুসিয়োকে ধরে বেনভলিয়ো প্রস্থান করে।

রোমিয়ো বলে, এই মার্কসিয়ো রাজার আত্মীয়, আমার বন্ধু স্থানীয়, আমার জন্য

ও আঘাত পেল, সে আঘাত সত্যিই চরম।

ও দিকে তাইবল্ট—আমার জুলিয়েতের ভাই।

জুলিয়েৎ—তোমার সৌন্দর্য আমাকে নারী সুলভ করে তুলেছে, আমার মন আমার তরবারীকে ভোঁতা বানিয়ে দিয়েছে।

বেনভলিয়ো ফিরে এসে বলে, রোমিয়ো, মার্কুসিয়ো আর বেঁচে নেই।

রোমিয়োর মনে অনাগত ঘটনার অশুভ ছায়াপাত, সে বলে এইতো শুভ সূচনা—আরো না জানি কত ঘটা বাকী। আরো ঘটার আশংকা আছে। স্বর তার রুদ্ধ হয়ে আসে কোন এক অনাগত ঝড়ের আশংকায়।

তাইবল্ট এসে ঢোকে।

ঐ আসছে তাইবল্ট!—বেনভলিয়ো বলে ওঠে।

হ্যাঁ, ও আসছে বিজয়ীর উল্লাস সাঙ্গ করে, আর মার্কুসিয়ো হত! রোমিয়ো জ্বলে ওঠে ক্রোধে। দূর হয়ে যাক আমার সহৃদয়তা, আমার সহিষ্ণুতা—অগ্নিচক্ষু ক্রোধ আমার মন ছেয়ে ফেলুক!

তাইবল্ট, যে কাপুরুষ সম্বোধন করেছিলি, তার প্রতিশোধ নেবার সময় এবার উপস্থিত। হয় আমি না হয় তুই যাবি—হয়তো বা আমরা দু'জনেই। রোমিয়ো তলোয়ার খুলে এগিয়ে যায়।

ওরে হতভাগা, তাইবল্ট গর্জন করে ওঠে, তুই ছিলি ওর সাথী—

—আবার ওর সাথী :'!

বেশ—তবে দেখাই যাক—কে সাথী হয়!

দু'জনের অস্ত্রচালনায় তাইবল্ট অস্ত্রাঘাতে পতিত হয় এক নিমেষে।

রোমিয়ো স্তব্ধ—সেই সঙ্গে হতভম্বও। ক্রোধের আগ্নেয়গিরি হঠাৎ নিভে যায়—শান্ত হয়ে যায় সমস্ত পরিবেশ।

শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নিজের অস্ত্রের দিকে।

বেনভলিয়ো চিৎকার করে ওঠে, রোমিয়ো, রোমিয়ো!

ঐ নাগরিকরা এদিকেই আসছে, নিহত তাইবল্ট! দাঁড়িয়ে থেকো না! ধরা যদি পড়—রাজার কাছ পাবে চরম দণ্ড। চল, চল!

—রোমিয়ো বলে ওঠে, হায়! ভাগ্যদেবী শেষ পর্যন্ত আমায় মূর্খ বানালেন।

—বেনভলিয়ো আবার তাড়া লাগায়, পালাও, পালাও! রোমিয়ো চলে যায়!

—নাগরিকের দল হৈ হৈ করে প্রবেশ করে। প্রত্যেকের হাতেই লাঠিসোটা।

১ম নাগবিক শুধায়, মার্কুসিয়োর হত্যাকারী তাইবল্ট পালাল কোন দিকে?

বেনভলিয়ো বলে, পালাবে কেন, ওই তো ওখানে পড়ে আছে তাইবল্ট?

১ম নাগরিক কাছে এগিয়ে এসে বলে, ওঠ ওঠ তাইবল্ট!

আমি তোমাকে রাজার নামে অভিযুক্ত করছি!

এমন সময়ে রাজার আগমন ঘটে। সঙ্গে মন্তাগো, ক্যাপিউলেৎ ও তাঁদের পত্নীগণ।

রাজা এসেই বলেন, এই বিবাদকারী অধমের-দল সব কোথায়? বেনভলিয়ো অভিবাদন করে বলে, আপনার আত্মীয় মার্কুসিয়োর হত্যাকারী রোমিয়োর হাতে হয়েছে তার পতন।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী আর্তনাদ করে ওঠেন, আমার ভাইপো তাইবল্ট। হায় স্বামী! শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি হল—আমার আত্মীয়ের রক্তপাত!

রাজা জিজ্ঞাসা করেন, চুপ না থেকে বেনভলিয়ো বল—কে এই বিবাদের সূত্রপাত ঘটাল?

বেনভলিয়ো জবাবে বলে, তাইবল্ট। রোমিয়ো তাকে থামাবার অনেক চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু শান্তির বাণী শুনতে সে একেবারেই নারাজ।

সে মার্কুসিয়োকে আঘাত করে অতর্কিতে, তারপর রণক্ষেত্রে ছেড়ে সে পালায়। এরপর সে যখন ফিরে আসে রোমিয়ো ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়। তাইবল্ট নিহত হয়, এই সত্যির মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক নেই। এই যদি সত্য না হয়ে অন্য কিছু সত্য হয়, তবে বেনভলিয়োর প্রাণদণ্ড দেবেন মহারাজ! তার শির জামিন।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী বলেন, ও মন্তোগোদেরই একজন, ও স্নেহের বশে মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে। আমি যথার্থ বিচার প্রার্থী! মহারাজ আপনি স্বয়ং এর বিচার করুন!

রোমিয়ো তাইবল্টের প্রাণ নিয়েছে, তাই রোমিয়োরও বাঁচার কোন অধিকারী-ই নেই!

রোমিয়োর মৃত্যু চাই মহারাজ!

রাজা বলেন, রোমিয়ো তাইবল্টকে, আর তাইবল্ট হত্যা করেছে, মার্কুসিয়োকে। এখন এই রক্তপাতের মূল্য কে দেবে?

মন্তাগো বলে ওঠেন, মহারাজ, রোমিয়ো নয়! মার্কুসিয়ো তার বন্ধু, সেই বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে রোমিয়ো।

রাজা গম্ভীর স্বরে জানান, আর সে জন্য আমারা তাকে নির্বাসনে দণ্ডে দণ্ডিত করলাম। তোমাদের ঘৃণায় আজ আমি বিব্রত, তোমাদের এমন অর্থদণ্ড আমি দেব, যাতে অনুতাপই তোমাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। চোখের জল বা প্রার্থনায় নিরস্ত হব না। যাও— রোমিয়োর নির্বাসন আজ্ঞা জানিয়ে দাও! তাকে যদি এরাজ্যের কোথাও চোখে পড়ে, তার প্রাণদণ্ড হবে। যাও, এই মৃতদেহ নিয়ে যাও!

রাজা চলে যান! মন্তাগো আর ক্যাপিউলেৎ নীরব, কারো মুখে কোন কথা নেই। এই অমোঘ বাণী তাঁদের স্তব্ধ করে দিয়েছে।

সহৃদয়রাজা এতদিন শান্তির বাণী সিঞ্চন করে আসছিলেন সংঘর্ষে—আইনের অমোঘ বাণী উচ্চারিত হোক এবার। রোমিয়োর নির্বাসনে নগরবাসীরাও হতভম্ব। তাদের সকলের চোখেই সে প্রিয়।

এই স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে পদক্ষেপণ হয়।

।। দুই ।।

ক্যাপিউলেতের বাড়ীর বাগান। জুলিয়েৎ এসে প্রবেশ করে।

এখনো রাত হয়নি, দিগন্তে সূর্যের আভা, অধীর, অস্থির আজ জুলিয়েৎ।

জুলিয়েৎ চায় দিন শেষ হোক, রাত্রি আবির্ভূত হোক—তার প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা হোক। সূর্য রথ নিয়ে ছুটে চলে যাক অশ্বের দল, নেমে আসুক রাত্রি—তার আর বিলম্ব সয় না। রাত তার অবগুণ্ঠন টেনে দিক, রোমিয়োর আসা তখনই সম্ভব হবে—জুলিয়েতের এই বাহুবন্ধনে ধরা দেবে। ভালবাসা অন্ধ, তার রাতই তার পক্ষে ভাল। রাত্রিকে ডাক দেয় প্রেমিক-প্রেমিকা। জুলিয়েৎও তাই ডেকে চলেছে।

সে বলে ওঠে, এস, এস, রাত এস! এসো রোমিয়ো! তুমিতো রাতের আলো হয়ে আসবে, রাতের পাখায় ভর করে তুমি আসবে, তুমি তো কৃষ্ণকায় বয়সের পৃষ্ঠে যে তুষার পড়ে, তার চেয়ে শুভ্র। ওগো মৃদু রাত এস—ওগো প্রেমভরা কালো রাত এস! আমার রোমিয়োকে এনে দাও। ও যখন মরবে, ওকে ছোট ছোট নক্ষত্র করে দিও! ওতো আকাশকে এমন সুন্দর করে দেবে—সারা পৃথিবী ভালোবেসে ফেলবে এই রাতকে। সূর্যের আর বন্দনা কেউ করতে রাজী হবে না। আমি ভালোবাসার বর্ম কিনেছি, কিন্তু তার দখল এখন পেয়ে উঠিনি। আবি বিক্রীত ঠিকই কিন্তু উপভোগ্য এখনও হইনি। তাই তো দিনের এমন একঘেয়েমি, উৎসবের আগের রাতে যেমন কোন অসহিষ্ণু শিশু নতুন পোষাক পেয়েও পরতে পারে না—আমিও যেন সেই একই দশার শিকার। ঐ দাইমা আসছে। খবর আছে নিশ্চই ওর কাছে।

রোমিয়ো—আমার রোমিয়োর খবর। সে যা বলবে সবেতেই তো রোমিয়ো লুকিয়ে আছে। দাইমা এসে ঢোকে।

কি খবর গো দাইমা? ওকি, হাতে কি, রোমিয়ো যে দড়ির সিঁ . কথা বলেছিল—সেই সিঁড়ি?

দাইমা সিঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলে বলে হ্যাঁ। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর।

উল্লাসের আমেজ নেই বরং বিষণ্ণতার ভরা সেই স্বর।

জুলিয়েৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে ওঠে, কী খবর? অমন করছ কেন?

কপাল, কপাল! হায় দিন বটে? দাইমা কেঁদে ওঠে, ওগো বাছা, আমাদের কপাল পুড়েছে! খুন হয়ে সে মারা গেছে।

হতবাক হয়ে যায় জুলিয়েৎ। শুধু বলে ওঠে দেবতারা বড়ই নিষ্ঠুর!

দাইমা বলে, দেবতাদের দোষ দিচ্ছ কেন, দেবতারা নন, বরং নিষ্ঠুর তোমার রোমিয়ো!

আমাকে কেন শুধু শুধু জ্বালাচ্ছ দাইমা! রোমিয়ো কি আত্মহত্যা করলে?

আমি দেখে এনু গো, এই দুটো নিজের চোখে! অমন ডাকাবুকো পুরুষ—

সে এখন রক্ত মাখা-মাখি, চাইয়ের মত সাদা এক মড়া।

হৃদয় বিদীর্ণ হও! আর্তনাদ না করে পারে জুলিয়েৎ। চোখ তুই অন্তত বন্দীর বেড়াজালে থাক্। আর তো স্বাধীন হতে পারবিনে।

দাইমা কেঁদে ওঠে—তাইবল্ট—আমার মিতা? আমার—

জুলিয়েৎ তাইবল্টের নাম শুনে আকাশ থেকে পড়ে। সে বলে আজ ঝড় কি উল্টো-পাল্টা বইছে! রোমিয়ো বেঁচে নেই—তাইবল্টও কি মৃতের তালিকায়?

আমার স্বামী আর আমার ভাই—দু'জনকেই একসঙ্গে হারিয়ে বসলাম! এ দু'জনই যদি যায়, কে বেঁচে থাকবে?

তাইবল্ট গেছে আর রোমিয়ো তাঁকে খুন করেছে! তাই রোমিয়ো নির্বাসনে গেছে! দাইমা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে।

জুলিয়েৎ বলে, রোমিয়োর হাতে কি তাইবল্টের রক্তপাত?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাইমা বলে।

বেচারী জুলিয়েৎ, উন্মাদিনী আজ। সে বলে যেতে থাকে, কুসুমের মতো মুখখানি সেখানে মুখ লুকিয়েছিল এক বিষধর সাপ। ড্রাগনেরও কী অমন গুহা আছে? ওগো দেবকুলের মতো নরাধম! ওগো কপোতের পালক ধারী বায়স! যা ভেবেছিলাম, তুমি তার ঠিকই বিপরীত!

অমন পুঁথিতে কি করে অমন কুৎসিত লেখা পড়ল!

দুই বিপরীত ভাবাবেগে উন্মাদ আজ আমাদের জুলিয়েৎ।

সে গালদিতে যায়, তার সঙ্গেও মিশে আছে মধুর সম্ভাষণ।

সে পুরোদস্তুর উন্মাদে পরিণত হয়েছে।

দাইমা বলে ওঠে-রোমিয়োকে ধিক—!—ধিক!

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে জুলিয়েৎ—তোর জিভ পুড়ে যাক এই মুহূর্তে দাইমা! ধিক্কারের অধিকারী সে নয়—ওর কপালে লজ্জা বসতেও লজ্জিত হবে। ওখানে কলঙ্ক নয়, স্থান পাবে সম্মান!

হায়, আমি তাকে কেন শুধু শুধু ভৎসনা করতে গেলাম!

তোমার কী মাথা খারাপ হলো—যে তোমার ভাইকে খুন করল তাকে তুমি ভালো চোখে দেখবে?

আমি স্ত্রী হয়ে কী করে আমার স্বামীর নিন্দা করতে পারি?

তারপরেই বিপরীত ভাবাবেগ এসে ভর করে জুলিয়েৎকে, ওরে কাপুরুষ, কেন হত্যা করতে গেলি আমার ভাইকে?

আবার দুলে উঠল, দোলায় প্রেমের উৎসে উথলে উঠছে।—বলে কিন্তু ঐ কাপুরুষ যদি ভ্রাতাকে হত্যা না করতেন, সে তো ওকে ছাড়ত না। এইটুকু সান্ত্বনা নিয়েই আমাকে বাঁচতে হবে। তবে আমার চোখে জল কেন? হায়, হায় তাইবল্ট মৃত—নির্বাসিত রোমিয়ো। ঐ নির্বাসিত শব্দটি যে দশহাজার তাইবল্টের মৃত্যু ঘটাল। মৃত্যু—তার কী কোন সীমা আছে—আছে কী শব্দের কোন গণ্ডী?

মা-বাবা কোথায় দাইমা?

কাঁদছেন গো, তাঁরা সবাই কাঁদছেন? তুমি যেতে চাইলেও তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

ওঁরা চোখের জলে ওর ক্ষত ধুইয়ে দিচ্ছেন। আর আমি কাঁদব রোমিয়োর নির্বাসনে। ঐ সিঁড়ি নিয়ে যাও। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, আহা বেচারী, তুমিও প্রতারিত হলে! আমরা দু'জনেই প্রতারিত হলাম, রোমিয়ো যে আজ তো কুমারী আর বিধবা হয়েই মরতে চাই। চল, দাইমা, আমি বাসর শয্যায় যাব, রোমিয়ো নয়, মৃত্যু আমার কৌমার্য লুটে নেবে!

দাইমা শুনে অবাক হয়ে বলে, বাছা তোমার ঘরে যাও।

রোমিয়োকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসব। হ্যাঁ গো, তোমার রোমিয়ো আজ রাতে এখানে আসবে। আমি যাব, সে আছে পাদ্রী-বাবার মঠে লুকিয়ে, শেষ বিদায় নিয়ে যেতে তাকে বলব।

দাইমা চলে গেল, জুলিয়েৎ দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দের মতো।

।। তিন ।।

ফ্রায়ার লরেন্সের মঠে এসে উপস্থিত আমরা। তারই এক কক্ষের সম্মুখে আমরা এসে দাঁড়িয়ে।

দেখি ফ্রায়ার লরেন্স সেখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছেন, রোমিয়ো, বেরিয়ে এস! এস ভীরু। তোমার যে অশুভক্ষণেই বিবাহ—সেই সঙ্গে সর্বনাশকেও নিজের সঙ্গে করে নিলে।

রোমিয়ো কক্ষের কবাটের অর্গল যুক্ত করে বেরিয়ে এল।

খবর কি? কী আদেশ শোনালেন রাজা? কোন্ দুঃখে আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়? কোন্ সর্বনাশ চায় তার জয়ধ্বজা ওড়াতে।

বলুন—বলুন।

ফ্রায়ার লরেন্স জানান, নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন রাজা। দেহের মৃত্যু তাঁর কাম্য নয়, কাম্য দেহের নির্বাসন।

নির্বাসন। না না, নির্দয় হবেন না! বলুন মৃত্যু। নির্বাসন তো মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর। না, নির্বাসন নয়। রোমিয়ো বলে।

ফ্রায়ার বলেন, যে, ভেরোনা থেকে তুমি আজ নির্বাসিত। কিন্তু ধৈর্য ধর, মন শক্ত কর—পৃথিবী ছোট নয় বরং যেমনিই বৃহৎ তেমনি বিস্তৃত পরিসর।

রোমিয়ো উন্মত্ত, অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে, ভেরোনার ঐ চার দেয়াল ছাড়া আমি তো পৃথিবীকে চিনিতে জানিনেও বটে। যার বাইরে সদা সর্বদা বিরাজমান জাহান্নাম—নরক। ভেরোনা থেকে নির্বাসনের অর্থই, দুনিয়া থেকেই নির্বাসন। ভুলে নির্বাসন করা হয়েছে কিন্তু এতো নির্ঘাত মৃত্যু। আপনি আমার মাথা কাটলেন সোনার কুঠারে,

আর হাসি হাসি মুখে আমার মৃত্যু ঘটালেন—এও যেন তাই।

ফ্রায়ার বলেন, অকৃতজ্ঞতা মহাপাপ, দেশের আইন মতে এ পাপে প্রাণদণ্ডই হয়। কিন্তু রাজা সেই আইনকে অবহেলা করে তোমাকে দিয়েছেন নির্বাসন দণ্ড। এ যদি করুণা না হয় তাহলে কাকে করুণার নাম দেব!

এতো করুণা নয়, এ যে মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। জুলিয়েতের মুখ দেখবে হীনতম জীবেরা, আর রোমিয়ো সে স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হবে।

আর আপনি বলে চলেছেন—নির্বাসন মৃত্যু নয়!—গুরুদেব, আপনার কাছে কি কোন বিষ তৈরী নেই? ধারালো কোন ছুরি নেই—নেই আকস্মিক মৃত্যুর কোন উপায়? আপনার মুখে তো শুনতে পেলাম মৃত্যুর বাণী। আমার চরম নিয়তির কথা!

ফ্রায়ার সান্ত্বনা দিয়ে বলে ওঠেন, ভেঙে না পড়ে, শোন আমার কথা মনযোগ সহকারে শোন!

রোমিয়ো বলে, আপনি তো আবার নির্বাসনের কথা বলেন।

না, না, আমি শেখাব তোমাকে দারিদ্র্যের মুখ দুগ্ধ দর্শন—সেই-ই তোমাকে সান্ত্বনা দেবে নির্বাসনে।

দর্শন নিপাত যাক, যদি সে দর্শন জুলিয়েৎকে গড়ে না তুলতে সক্ষম না হয়! না, না, দর্শন নয়!

তাহলে আমি বলব, পাগলের কথা শুনতে চায় না!

কি করে শুনবে, জ্ঞানীদের তো চোখ থাকে না।

বেশ তর্ক যখন করতে এতই আগ্রহ তোমার, এস তর্ক করি!

না, না যে অনুভূতি আপনার নেই, তার সম্পর্কে তো বলতে পারেন না। যদি আমার মতো তরুণ হতেন, প্রেমিকা জুলিয়েত যদি পাশে থাকত, একঘন্টা আগে যদি আপনি বিবাহ বন্ধনে আটকা পড়তেন আর আমার মতো নির্বাসিত হতেন, তাহলে আপনার বলা শোভা পেত। তাহলে আপনিও আমার মতো চুল ছিঁড়তেন, মাটিতে গড়াগড়ি যেতেন।

এই বলেই আছড়ে পড়ল মাটিতে রোমিয়ো নেপথ্যে দ্বারে করাঘাতের শব্দ কানে এল।

ফ্রায়ার বলেন, ওঠ, ওঠ! কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, যাও তুমি লুকিয়ে থাক গে যাও।

না, না! শুনতে পাচ্ছ না, আবার করাঘাত।

ওঠ, ওঠ। ফ্রায়ার বলে ওঠেন—আমার ঘরে যাও! নেপথ্যের দিকে চেয়ে বলেন, আসছি, কে অত গায়ের জোরে ধাক্কা দিচ্ছে?

দাইমার স্বর শোনা গেল, আমায় ভেতরে আসতে দাও গো! খবর আছে, আমার বাছা জুলিয়েতের কাছ থেকেই আমার আগমন।

ফ্রায়ার গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। দাই-মা এসে ঢোকে।

দাই-মা ঢুকেই বলে, বাবা। আমার বাছার সেই বরটি কোথায় গো? কোথায় আমাদের রোমিয়ো?

ঐ যে ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, চোখের জলে হাবুডুবু খেয়ে চলেছে—ফ্রায়ার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেন।

দাই-মা দেখে বলে, আহা, বাছারও আমার অমন দশা। অমনি ভাবেই সে চোখের জল ফেলছে। ওগো, ওঠ, ওঠ,।

জুলিয়েতের দোহাই ওঠ,।

রোমিয়ো উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ স্বরে বলে ওঠে, জুলিয়েতের সংবাদ নিয়ে এসেছ তুমি? কেমন আছে? কোথায় কি অবস্থাতে আছে? কি বলছে সে?

কিছু বলছে না গো, শুধু কাঁদছে। একবার তাইবল্ট বলে আর একবার রোমিয়ো বলে ডাকছে। তারপর গড়াগড়ি!

রোমিয়ো বলে উঠে, হায়, ঐ নাম তো মৃত্যুময় শুনী। ওতেই তো নিহত হল তার আত্মীয়। পাদ্রীবাবা, বলুন আমার নীচে শরীরের কোথায় আছে সেই স্থান, যেখানে সেই নাম থাকে, আমি তাকে আক্রমণ করব।

খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ফেলে রোমিয়ো।

ফ্রায়ার বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, থাম, থাম। তুমি কিরকম পুরুষহে? চেহারা পত্র দেখে মনে হয় তুমি পুরুষই বটে। কিন্তু তোমার চোখে নারীর অশ্রুধারা। ওঠ, জাগো। জুলিয়েত জীবিত, তুমিও মৃত নও, নির্বাসিত। এতো তোমার অনেক সৌভাগ্য। কিন্তু তুমি তো মুখ গোমড়া মেয়ের মতো ভাগ্যদেবীকে দেখে ঠোঁট বাঁকা করছ। ভাগ্যদেবী আর প্রেম দু'জনকেই তুচ্ছ বলে গ্রহণ করছ তুমি। না, না উতলা হয়ো না, কথা শোন। প্রিয়ার কাছে যাও, তার কক্ষে দেয়াল বেয়ে বাড়ী চলে যাও, তোমার সান্তনা তার প্রয়োজন। কিন্তু দিনের আলো ফোটার পরে কিন্তু থেকো না। মান্তুয়ায় তাহলে যেতে পারবে না। সেখানেই তোমাকে থাকতে হবে, তারপরে সময় মতো আমরা তোমার বিবাহের প্রচার করে দেব, রাজার মার্জনা ভিক্ষা চেয়ে নেব। তুমি ফিরে আসবে।

দাই-মা তুমি যাও। তোমার মনিবানী জুলিয়েতকে বল, বাড়ীর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে। গভীর দুঃখ পেয়েছেন সবাই, ঘুমিয়েও পড়বেন। রোমিয়ো যাচ্ছে তারপর।

দাই-মা বলে, আহা, পাদ্রীবাবা, কী চমৎকারই না পরামর্শ দিলে—মনে হয় সারা রাত ধরে শুনি। আহা বিদ্যে কী জিনিস! যাইগো, বলিগে, আমাদের, রোমিয়ো আসছেন।

যাও, বল গে। রোমিয়ো বলে, তিনি যেন আমায় ভৎসনা করার জন্য প্রস্তুত দিয়েই থাকেন।

তা যাচ্ছি মশাই। বাছা, আপনাকে দেবার জন্য এই আংটিটা দিয়েছে, আংটিটা দিয়ে বলে, দেরী করবেন না, রাত তো অনেক।

দাই-মা চলে যায়।

আংটিটা হাতে পেয়ে রোমিয়ো বলে ওঠে, এটি পেয়ে আমার সমস্ত অন্তরের

বেদনা ধুয়ে মুছে গেল। কিছুক্ষণ আগেও যার জন্য সে কাতর হচ্ছিল, অস্থিরতা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল বারবার, এখন কিন্তু তার অবশিষ্ট স্বরূপ কিছুই নেই। এটি হাতে পেয়ে আমি আবার নব জীবন পেলাম।

ফ্রায়ার বলেন। যাও, যাও। শুভরাত্রি। হয় দিনের আলো ফোটার আগে চলে যাবে ভেরোনা ছেড়ে, নয়তো বা যাবে ভোরে ছদ্মবেশে। আমি লোক ঠিক করে দেব, সে মাঝে মাঝে এই খবরগুলো পৌঁছে দেবে। এস, হাতে হাত দাও! রাত অনেক হল। এবার এস।

দু'জনে হাতে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বিদায় নিলেন।

।। **চার** ।।

ক্যাপিউলেতের বাড়ী। ক্যাপিউলেৎ ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী ও প্যারিস রয়েছে যেখানে। এদের মুখেও জুলিয়েতের কথা। ক্যাপিউলেৎ বলেন, এমনিই দুর্ভাগ্য, মেয়েকে কোন কথাই বলতে পারিনি। তাইবল্টের মৃত্যুশোকে সে অধীর। আমারও, ঐ দশা। আজ আর মেয়েকে নীচে নামতে হবেনা।

প্যারিস বলে? এই দুঃখের কালতো পাণি প্রার্থনার সময় নয়! আচ্ছা আজ আসি, আপনার কন্যাকে আমার সম্ভাষণ জানাতে ভুলবেন না।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী বলেন, হাঁ জানাব বৈকি, সেই সঙ্গে ওর মনের কথাও জানব। আজ ও দুঃখের ভারে নুয়ে পড়েছে।

ক্যাপিউলেৎ বলে, আমার দিক দিয়েও যথাসাধ্য করব।

মনে হয়, তার মত করাতেও সক্ষম হব। না, না, সে বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই।

ওগো, তুমি শুতে যাবার আগে একবার মেয়ের সঙ্গে দেখা কর। আমার ছেলে প্যারিসের কথাও তাকে বলো। আজ যেন কি বার?

সোমবার, প্যারিস বলে ওঠে।

সোমবার। বুধবার বড় তাড়াতাড়ি হয়। বৃহস্পতিবারই কর!

বল বৃহস্পতিবারে তার বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। ওগো, তোমার কী এই তাড়া ভাল লাগছে? আমরা তেমন জাঁকজমকের কোন ব্যবস্থাই রাখব না। দু-এক জন বন্ধুকে না বললেই নয়, শুধু তাদেরই বলব। তাইবল্ট আজ আর আমাদের মধ্যেই নেই, পাছে লোকে না ভেবে বলে আমরা তার স্মৃতির প্রতি অন্যায় করছি। তাই কয়েক জনকেই বলছি। বৃহস্পতিবারে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

প্যারিস বলে, আমার একান্ত মনের বাসনা—তাহা ঐ বৃহস্পতিবার আগামীকালই পালিত হতো।

বেশ, তাই এসো! ওগো, তুমি একবার জুলির কাছে যেয়ো।

এস প্যারিস। ওরে, কে কোথায় আছিস, ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে যা।

প্যারিস ও ক্যাপিউলৎ এগিয়ে চললেন।

।। পাঁচ ।।

ভোর হতে কিছু দেরী, এখনো রয়েছে রাতের আঁধার। কিন্তু ঊষার আভা যে কোন সময় ফুটে ওঠার প্রতীক্ষায়। অন্ধকার এখনও তরল। আর সেই তরল অন্ধকারেও আমরা এসেছি অভিসারে জুলিয়েতের কক্ষে। নির্বাপিত নয় কলের দীপ, একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলছে। রোমিয়ো আর জুলিয়েৎ নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

হঠাৎ আকাশে এক চাতক গেয়ে ওঠে। আলিঙ্গন মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়ে, শিথিল হয়ে পড়ে বাহু বন্ধন, রোমিয়ো সচকিত হয়ে ওঠে। ঐ চাতক ঊষার উদয়ের চারণ। তবে কী ভোর হয়ে এল?

জুলিয়েত বলে, এখনি কী যাবে? এখনো পূর্ব দিগন্তে ঊষার আলো উপস্থিত হয়নি। যেটা ডাকছে তা চাতক নয়, নাইটিঙ্গেল! ঐ ডালিম গাছে রোজ রাতেই ও ডাকে। ওগো প্রিয়তম, আমার কথা শোন—ঐ-তো নাইটিঙ্গেলের ডাক।

রোমিয়ো হেসে বলে, ঐ তো চাতক, ঊষার উদয়ের সূচনা করছে। ওতো নাইটিঙ্গেল নয়! ঐ দেখ ঊষার আলোর দাগ এঁকে দিয়েছে ঐ পূর্বদিকে ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে। রাতের দীপ নিভে গেছে। আর ঐ সকল উৎফুল্ল দিন এসে কুয়াশা ঘেরা রাত্রির চূড়ায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দেখা দেয়! আমি চলে গেলে প্রাণ ফিরে পাব, থাকলে বরণ করে নিতে হবে মৃত্যু।

না না! অধীর কণ্ঠে জুলিয়েৎ বলে ওঠে। ঐ আলো কখনোই দিনের আলো হতেই পারে না! আমি জানি, অজানা নয় আমার। ওতো কোন ধূমকেতু—তোমার মশালচী হতেই এখানে উপস্থিত হয়েছে, তোমার পথ প্রদর্শক হবে মান্তুয়ায়। আর একটু থেকে যাও, যেয়ো না গো।

তাহলে ধরা দিই—মৃত্যু নেমে আসুক আমার জীবনে। জুলি তুমি যখন চাও, তাই-ই না হয় হোক, আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। ঐ যে ধূসরতা—ওতো দিনের প্রভাতের চোখ নয়, ওতো চাঁদের ম্লানছায়া, ঐ যে গান, ওতো চাতকের নয়—আমি তো থাকতেই চাই। এস মৃত্যু, এস, এস।

তুমি সু-স্বাগত! জুলিয়েৎ তাই চায়। না না, এখনো দিন হয়নি! এস আলাপে রত থাকি।

না না, দিন হল। যাও—চলে যাও। জুলিয়েৎ বলে ওঠে।

ঐ চাতক বিকৃত স্বরে তার গান ধরেছে, কারো কারো বক্তব্য চাতক মধু বিরহ আনে—কিন্তু সে তো আমাদের মধ্যে চরম বিচ্ছেদ নিয়ে এল! যাও, তুমি যাও।

ঐ তো ক্রমেই আলো ফুটছে। আরো, আরো, আরো রেশ বাড়ছে, একই সঙ্গে আমাদেরও দুঃখের আঁধার ঘনিয়ে আসছে।

এমন সময়ে দাইমা এসে ঢোকে। সে এসেই খবর দেয়, তোমার মা এদিকেই

আসছেন গো! ভোর হয়ে গেল, সাবধান, নিজেরা সতর্ক হও।

এই বলেই সে চলে যায়।

রোমিয়ো জুলিয়েতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, আজকের মতো বিদায়, তার আগে তুমি যদি আমাকে একটা চুম্বন দাও, তাহলে আমি বিদায় নিতে পারি।

দু'জনের অধরে অধরে মিলন হয়, তারপরেই দড়িরসিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে রোমিয়ো।

জুলিয়েৎ বলে ওঠে, চলে গেলে প্রিয়তম—চলে গেলে স্বামী—চলে গেলে আমার প্রাণের বন্ধু? দাঁড়াও আমার রোমিয়োকে শেষবার একবার দেখে নিই।

রোমিয়ো নীচ থেকে বলে, আজ আমি আসি, সুযোগ বুঝে তোমাকে জানিয়ে দেব সম্ভাষণ।

আর কী দেখা হওয়া সম্ভব প্রিয়তম!

তাতে কোন সন্দেহ জন্ম নিতে পারে না প্রিয়া?

জুলিয়েৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, কেন জানিনা আমার মন সব-সময়ই কু-ডাক ডাকে! তোমাকে দেখে বারবার মনে হয়, তোমার শয়ণ হয়েচে—হয় আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, নয় তো বিবর্ণ রূপ নিয়েছে তোমার মুখ।

প্রিয়া, রোমিয়ো তাকে আশ্বস্ত করে বলে, আমাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে দুঃ—আমরা তাই একথাই ভেবে চলেছি।

আসি আজ।

সে অদৃশ্য হয়ে যায় নীচে, এমন সময় ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী এসে প্রবেশ করেন।

কেমন আছ জুলিয়েৎ?

মা, একদম ভালো নেই।

কি হবে ভায়ের জন্য আর কেঁদে? তাকে কী কবর থেকে চোখের জলে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা রাখে? আর তাঁকে তো বাঁচাতে পারবে না।

কিন্তু এই সর্বনেশে চোখের জল ফেলতে দাও আমাকে!

তাতে হারাবার দুঃখই পাবে মা, আত্মীয়কে পাবে না!

আমার যে কোন উপায়-ই নেই?

কেঁদো না মা, ওর হত্যাকারী বদমায়েস এখনো জীবিত।

কে সেই বদমায়েস?

রোমিয়ো! ছাড়ব না, আমরাও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছি। তুমি আর কেঁদো না। আমি মান্তুয়ায় লোক পাঠাব, সে এমন এক বিষ দেবে, যাতে তাঁরও বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আমিওতো রোমিয়োকে না দেখে—মুখ দিয়ে নিজের অজান্তে এই কথা বলে ফেলেই চমকে ওঠে জুলিয়েৎ। সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় পরিবর্তন করে সে বলে ওঠে, ওকে মৃত না দেখা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। আমার কাছে মানুষটিকে

একবার হাজির কর—আমি বিষ তৈরী করে দেব—আর সেই বিষ খেয়ে রোমিয়ো চিরতরে নিদ্রা যাবে।

বেশ, আমি লোক দেখছি। এখন একটা সুখবর আছে।

এই সময়েও আবার সুখবর! কী সেই সু-খবর?

তোমার বিবাহ স্থির হয়েছে বৃহস্পতিবার। বর তরুণ, সাহসী, বর কোউণ্ট্যদি প্যারিস। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি খুশী হবে, তিনি খুশী করবেন তোমাকে।

না, না—আমি এখন কখনোই বিয়ে করব না। বরং রোমিয়োকে বিয়ে করব কিন্তু প্যারিস, কোনমতেই তা সম্ভব নয়—জুলিয়েৎ বলে ওঠে। সুখবর বটে!

ঐ তোমার বাপ আসছেন, তাঁকেই না হয় বলো তোমার মনের কথা।

ক্যাপিউলেৎ ও দাইমা একসঙ্গে প্রবেশ করেন। ক্যাপিউলেৎ তখনও বলে চলেছেন, সূর্য অস্ত যাবার সময়ে শিশিরের ঝরে পড়া শুরু হয়। কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের জীবন সূর্য অস্ত যাবার পর তো নেমে এল বৃষ্টির প্লাবন।

কি মা তোমার চোখে এখনও জল! এখনো অবিরল বর্ষণ চলেছে। ওগো, খবরটা কি তুমি বলে উঠতে পারনি!

হাঁগো বলেছি। কিন্তু ওর এবিয়েতে মত নেই।

কেন আপত্তি কীসের? ওর যোগ্যবর কী আমরা এনে দিইনি? তার জন্য ওকি গর্বিত নয়? ও কি কোনোদিন গর্ববোধ করবে না?

না বাবা, এতে গর্ববোধের কোন ভূমিকাই থাকতে পারে না। আমি যাকে মনে মনে ঘৃণা করি তাতে গর্ববোধ আনব কেমন করে? কিন্তু ঘৃণা থেকে যে ভালোবাসা জন্মায়, তাকে আমি বরণ করতেও প্রস্তুত আছি, জুলিয়েৎ বলে ওঠে।

ক্যাপিউলেৎ জ্বলে উঠে বলেন, তুমি যে তর্কশাস্ত্রের শ্রাদ্ধ করতে বসেছ! কী তামাসা শুরু করেছ তুমি! সামনের বৃহস্পতিবারের জন্য প্রস্তুতি [illegible] থাক। প্যারিসের সঙ্গে সন্ত পিটারের গীর্জায় যেতে হবে, না যেতে চাইলে জোর করে হলেও নিয়ে ঠিকই যাব। দূর-হ—দূর-হ!

ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী বলে ওঠেন, ছিঃ, কী বাজে বকছো তুমি! তুমি কী শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেলে?

জুলিয়েৎ বলে, পায়ে ধরি বাবা, তুমি আমার কথা শুনে তো যাও, পায়ে ধরি বাবা, শোন!

না, না, যাও, জাহান্নামে যাও তুমি!

আমি যখন বলেছি—বৃহস্পতিবার তোমাকে গীর্জায় যেতেই হবে—নয়তো তোমার এমুখ আমি দর্শন করব না! আমার মুখের ওপর কথা বলো না, রাগে আমার হাত অস্থির হয়ে উঠছে! আমরা এক সময়ে ভাবতাম—ঈশ্বর আমাদের একটি মাত্র সন্তান দিয়েছেন—এ আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমরা পেয়েছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আর্শীবাদ নয়, যা ছিল তা অভিশাপ।

ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন গো। দাই-মা বলে ওঠে।

ক্যাপিউলেৎ ধমকের সুরে বলে ওঠেন, অনেক হয়েছে এবার চুপ করতো, সবজান্তা বুদ্ধির ঢেঁকি একটি।

দাই মা বলে, আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি।

থাকো থামো! মুখে মুখে তর্ক তোমার শুরু হয়েছে। ক্যাপিউলেৎ গর্জে ওঠেন।

দাই মা বলে, কোথা যাব গো? কেউ কথা শুনবে না।

ক্যাপিউলেৎ আবার গর্জে বলে ওঠেন, চুপ, চুপ! ওসব কথা যাদের সঙ্গে তোমার প্রীতির আছে তাদের কাছে গিয়ে শোনাও, তাদের ভালো লাগবে। কিন্তু আমরা তোমার এই সব কথা শুনতে এতটুকু আগ্রহী নই।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী স্বামীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, তুমি অযথা রেগে যাচ্ছ, আর ততোধিক চেঁচামেচি করছো।

ক্যাপিউলেৎ বলতে থাকেন, আমি তো এবার সত্যিই পাগল হয়ে যাব। দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা শুধু একটা চিন্তাই আমায় কুরে কুরে খায়। তা হল ওরই বিয়ের কথা। পাত্র সম্ভ্রান্ত বড় ঘরের ছেলে, যুবক ও সু-শিক্ষিত। এতো ভালো পাত্র। নিজে থেকে ধরা দিল। কিন্তু ঐ বোকা মেয়ে বলে কিনা, আমি ওকে বিয়ে করব না, ওকে কোনদিন মন দিতে পারব না।

তা যেখানে খুশি যাও যেখানে তোমার মন চায়। কিন্তু এখানে তোমার কোন মতেই ঠাঁই হবে না। তোমার কাছে দুটো রাস্তা খোলা আছে—এখন ভেবে দেখ কোন পথে তুমি পা বাড়াবে। ঠাট্টা তামাসা করার সময় আমার নেই—আমি তা—করছিও না। বৃহস্পতি তো এখন দোর গোড়ায়। এখন বুকে হাত রেখে ভাব—মনস্থির করে আমায় জানিও। আমার কথা মানলে এ পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে দেব, অমান্য করলে গলায় দড়ি দাও, ভিক্ষে কর, উপবাস করে পচে মর—আমি তোমাকে মেয়ে বলে স্বীকার করব না। আমি জানব আমার কোনদিন কোন মেয়েই ছিল না।

এই বলে তিনি চলে যান।

জুলিয়েৎ দুহাতে মুখ ঢেকে বলে—হায় মেঘের ওপর আসীন দেবতা, তোমার বুকে কী করুণার ছিহ্ন মাত্র নেই—আমার এ দুঃখও তোমার চোখে পড়ছে না? মাগো, তুমি আমাকে অন্তত বোঝার চেষ্টা কর, এইভাবে আমাকে ছুঁড়ে ফেলো না; এক মাসের জন্য হলেও এ বিয়ে স্থগিত রাখ, আর না হয় এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর—যদি তাও না পেরে ওঠ তাইবল্ট যেখানে শুয়ে আছে—সেই সমাধিমন্দিরে আমারও একটা বাসর শয্যা পেতে দাও।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী বলে, আমাকে কিছু বলো না বাপু, এসবের মধ্যে আমি নেই। তোমার মন যা চাইবে তাই তুমি করবে তুমি তো এখন সব কিছুর বাইরে চলে গেছ। এই পর্যন্ত বলে তিনিও কক্ষ ত্যাগ করেন।

জুলিয়েৎ দাইমাকে বলে ওঠে, এবার কী হবে দাইমা? আমার স্বামী আছেন মর্ত্যে,

স্বর্গে আমার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস কী করে মর্ত্যে ফিরে আসবে। স্বামী যদি তাকে স্বর্গ থেকে না পাঠান, তাহলে কী করে তা সম্ভব হবে। আমার পথ দেখাও, কিছু পরামর্শও দাও।

দাইমা বলেন, রোমিয়ো চলে গেছে। এখানে এসে তোমার ওপর হামলা করার ক্ষমতা সে রাখেনা। তাই বলি, মা বাবা যখন চাইছেন, প্যারিসকেই বিয়ে করে ফেল। চমৎকার ভদ্রলোক। প্যারিসের সঙ্গে রোমিয়োর কোন তুলনাই চলেনা। এ বিয়েতে তুমি সুখীই হবে।

জুলিয়েৎ মৃদুস্বরে বলে ওঠে—এটাই কী তোমার মনের কথা?

আরে, এ আমার অন্তরের কথা।

বেশ, তুমি যখন বলছ, তাই হবে।

কি?

তুমিতো আমাকে সান্ত্বনা দিলে দাইমা এতক্ষণ ধরে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। তুমি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিলে। মাকে বোলে দিও—আমি ফ্রায়ার লরেন্সের কাছেই যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে পাদ্রী বাবার সঙ্গে দেখা করে, সব কথা খুলে বলব তাকে।

বেশ, তোমার যখন মন চাইছে, তাই যাও বাছা! এইতো বুদ্ধিমতীর কাজ!

দাইমা প্রস্থান করে।

জুলিয়েৎ এবার আপন মনেই বলে ওঠে, ওরে বুড়ী, ওরে দুষ্টা! শেষ পর্যন্ত তুই আমাকে ধর্ম হারাতে বললি, তোর মনে তাহলে এই-ই ছিল! অথচ তুই না আমার স্বামীকে জিভ নেড়ে প্রশংসা করলি! যা—মুখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা কু-মন্ত্রণা দাত্রী!

আজ থেকে তোকে আর বিশ্বাস করে কোন কথা বলব না। যাই পাদ্রী বাবা কী বলেন আবার—শুনে আসি?

যদি সব ব্যর্থ হয়ে যায় তবে সামনে একটা পথ তো খোলা আছে—মরাতো হাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ!

চতুর্থ অঙ্ক

।। এক ।।

ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা মঠের একটি কক্ষে ফ্রায়ার লরেন্স আর প্যারিসকে দেখা যায়।

ফ্রায়ার লরেন্স বলেন—বৃহস্পতিবার? হাতে তো সময় নেই বললেই চলে।;

প্যারিস বলে, ক্যাপউলেতের মনের ইচ্ছেও তাই। আপনি তো নিজ মুখেই বলেছেন. কুমারীর মন জানেন না? আমি কিন্তু এটা মেনে নিতে পারি না। উনি তো তাইবল্টের

মৃত্যুতে এতোটাই শোকার্ত যে, প্রেমের কথা বলে ওঠার সময়-ই হয়ে ওঠে নি!

ভেনাস তো কখনো অশ্রুধারায় হাসতে পারেন না। তাই ওর পিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে উনি অশ্রুধারার মাত্রা কমাতে চাইছেন। তাই বিয়েটা যতোই তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ততোই মঙ্গল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার কারণ কি আপনার জানা?

ঐ তো কুমারী নিজেই এদিকে আসছেন, দূরে জুলিয়েৎ-কে দেখে বলে ওঠেন ফ্রায়ার। জুলিয়েৎ কাছে এগিয়ে আসে।

প্যারিস তার দিকে তাকিয়ে বলে, এস প্রিয়া।

যখন প্রিয়া হব তখনই বলা শোভা পাবে, জুলিয়েৎ জবাবে বলে।

সে তো আর দূরে নয়, বৃহস্পতিবার তা পূর্ণ হতে চলেছে।

তুমি কী পাদ্রী বাবার কাছে নিজের স্বীকৃতি দিতে এসেছ?

তা হলে তো পাদ্রী বাবার আগে আপনার কাছেই স্বীকৃতি দিতে হয় নিজেকে, জবাবে বলে জুলিয়েৎ।

তুমি যে আমাকে ভালোবাস, ওকথা কী তুমি অস্বীকার করতে পার? তোমার মুখ মণ্ডল অশ্রুতে ম্লান হয়ে গেছে!

জুলিয়েৎ জবাবে বলে, কিন্তু অশ্রু তেমন জয়ী হতে পারেনি কখনো! মুখখানা তো আগে থাকতেই খারাপ ছিল।

তুমি নিজের নিন্দা নিজ মুখেই করছ?

না, না, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমি যা বলছি তা আমার মুখ-খানির বিষয়েই তো।

প্যারিস বলে তোমার মুখখানি তো তোমার আর কোন অধিকারই নেই যা কিছু থাকা উচিত তা আমার প্রাপ্য।

আর সেই সুন্দর মুখখানিকে তুমি বারংবার নিন্দা করতে উদ্যত।

তাই হোক, ও আমার নয়! পাদ্রী বাবা, আপনার কী সময় আছে? আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, জুলিয়েৎ শুধায়।

আপনি যদি বলেন তো সান্ধ্য প্রার্থনার পরেই না হয় আসব আমি?

ফ্রায়ার বলেন, মশাই, আমার কন্যা, এই দুর্দিনে তার পাশে আমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তাকে সান্তনা দিতে হবে। অনুগ্রহ করে আমাদের একটু নিরিবিলিতে থাকার সুযোগ দিন।

প্যারিস বলে, না না, আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

সে চলে যায়।

জুলিয়েৎ বলে ওঠে, পাদ্রী বাবা দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিন। আসুন আমরা একটু প্রাণ খুলে কাঁদি। কোন আশাই নেই এই প্রতিকারের—শুধু মাত্র সাহায্যের ভরসা।

ফ্রায়ার সান্ত্বনা দিয়ে বলে ওঠেন, জানি, তোমার দুঃখ আমার অজানা নয়। সব কিছুই বুঝি আমি। তোমাকে এই কাউন্টকে বিবাহ করতে হবে।

জুলিয়েৎ অধীর কণ্ঠে বলতে থাকে, আপনি শুধু বলুন, এ বিয়ে আমি কী করে স্থগিত রাখব? যদি আপনার দ্বারাও কোন সাহায্যের ভরসা না পাই, তবে ছুরিকার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। আপনি আমার আর রোমিয়োর দু'হাত এক করেছেন, তাই আপনার কাছেই সর্ব প্রথম ছুটে এসেছি নিরুপায় হয়ে পরামর্শের আশায়। যদি তাও না পাই—এই চরম আশ্রয় আমার প্রতীক্ষাতেই পথ চেয়ে থাকবে! নিয়তি কে খণ্ডাবে বলুন? তাই যা আমার ভাগ্যে আছে তাই মেনে নিতে হবে।

ফ্রায়ার তাকে সান্তনা দিয়ে বলেন, একটা উপায় এখনো আছে? কিন্তু সে বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

তবে প্যারিসকে বিয়ে না করার বিকল্প হিসেবে তুমি যখন ছুরির আশ্রয় নিতেও প্রস্তুত আছে, তাই মন বলছে, তোমার মতো মেয়ের পক্ষেই একাজ সম্ভব। তুমি কাজে সাফল্য নিশ্চয়ই পাবে।

বলুন বলুন! জুলিয়েৎ অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে।

শোন, যে ওষুধ তোমায় দিচ্ছি, তা সাবধানে নিয়ে যাও। গৃহে ফিরে প্যারিসের সঙ্গে বিবাহ সম্মতি দাও।

আগামীকাল বুধবার। রাত্রে তুমি একাই শয়ন করবে। দাইমাকে কোন মতেই তোমার সঙ্গে নেবে না। এই শিশি নাও, বিছানায় শোয়ার পর, এর মধ্যে যে তরল নির্যাস আছে তা অম্লান বদনে পান করবে। শিরা—উপশিরা তোমার শরীরের হিমে শীতল হয়ে পড়বে। নাড়ির স্পন্দন শোনা যাবে না। থাকবে না দেহের তাপ, পড়বে না নিশ্বাস, নিমেষের মধ্যে মুছে যাবে গালের ঐ গোলাপ রক্তরাগ, তন্দ্রায় চোখ বুজে আসবে—এইভাবে তোমার সামনে এসে ধরা দেবে কৃত্রিম [illegible] মৃত্যু।

এইভাবে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা থাকার পর—সুনিদ্রা থেকে জেগে উঠবে তুমি। যখন প্রভাত হবে, তোমার হবু বর তোমার শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে জাগাতে চেষ্টায় রত থাকবে, তখন তুমি মৃত। তারপর সাজসজ্জা করে নিয়ে যাওয়া হবে সমাধি মন্দিরে। তুমি জেগে ওঠার আগেই আমি খবর দিয়ে রোমিয়োকে ডেকে পাঠাব। আমি আর সে যথেষ্ট সজাগ থাকবো। কারণ সেই রাতেই তোমাকে রোমিয়ো নিয়ে যাবে মান্তুয়ায়। তুমিও এই লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পাবে।

দিন, আমাকে ঐ ওষুধ দিন!

নাও, যাও সাহসকে সঙ্গে করে বুক বাঁধো! আমি একজনকে চিঠি দিয়ে তোমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি মান্তুয়ায়।

আমাকে আমার প্রেম মনোবল বাড়াবে, বাড়াবে শক্তিও, যার ওপর নির্ভর করেই আসন্ন বিপদ থেকে উত্তীর্ণ করবে। আমি—যাব। জুলিয়েৎ চলে যায়।

।। দুই ।।

ক্যাপিউলেতের গৃহে গোপনে আনন্দ উৎসবের আয়োজন চলছে। ক্যাপিউলেৎ, ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী, দাইমা যে যার কাজেই ব্যস্ত। অনুচরদেরও ডেকে আনা হয়েছে।

ক্যাপিউলেৎ তালিকা প্রস্তুত করে ফেলেছেন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের। তিনি একজন অনুচরের হাতে এই তালিকা দিয়ে বললেন, তালিকায় যে ক'টি নাম লেখা আছে, সেই ক'জনকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। অনুচর প্রভুর কথা মতো তালিকা নিয়ে চলে যায়।

আর একজনকে হুকুম করলেন, যাও বিশজন দক্ষ পাচক ডেকে আন!

ক্যাপিউলেৎ এবার দাইমাকে বলেন, মেয়ে কি ফ্রায়ার লরেন্সের ওখানেই গেছে?

হাঁগো, দাইমা জবাবে বলে!

গেলেই তো ভাল! উনি ভালো করে বোঝাতে পারবেন। এমন বেহায়া মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি!

এমন সময় জুলিয়েৎ এসে প্রবেশ করে।

দাইমা বলে, দেখুন কর্তা, আমার জুলিয়েতের মুখ দিয়ে কেমন হাসি নুইয়ে পড়ছে!

ক্যাপিউলেৎ মেয়েকে শুধান—কি গো তোমার গরম মাথা এখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে—না সেরকমই আছে? কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

জুলিয়েৎ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, গিয়েছিলাম বৈকি, আপনাদের আদেশের প্রতি অনুতাপ করতে। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এলাম, বাবা আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি আমায় যা বলবেন তাই আমি শুনব, আমি আপনার বাধ্য হব!

তাহলে প্যারিসকে ডেকে পাঠাও—কাল ভোরেই এই বিয়ে হবে।

জুলিয়েৎ বলে তাঁর সঙ্গে পাদ্রী বাবার ওখানে আমার দেখা হয়েছে। আমার ভালোবাসা জানিয়েছি—কিন্তু শালীনতার সীমা শুধু লঙ্ঘন করিনি।

বেশ, বেশ! ক্যাপিউলেৎ খুশি হয়ে বলেন, না, না এমন কিছু অনায় তুমি করোনি, যার জন্য হাঁটু গেঁড়ে ক্ষমা চাইতে হবে না। পাদ্রী বাবার কাছে সমস্ত নগরবাসী-ও আমরা ঋণী।

জুলিয়েৎ বলে, দাইমা তুমি এখানে না দাঁড়িয়ে আমার ঘরে চল!

সেখানে গয়না গাঁটিগুলো বাছতে হবে—কালকে পরার জন্য বেছে দেবে!

যাও, যাও, দাই! জুলিয়েৎ-এর সঙ্গে যাও, মনে রেখ কাল ভোরেই আমরা গীর্জায় যাব।

দাইমা ও জুলিয়েৎ চলে যায়।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণীকে বলে ওঠেন, আজকে আমায় উপস্থিত থেকে সমস্ত কিছুর বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। জুলিয়েতের কাছে যাও বরং, তাকে কী কী দিয়ে সাজাবে আগে থেকেই ঠিক করে নাও, আজ আর শোওয়া হবে না। আমাকেই গৃহস্থালীর ভার নিতে দাও! আঃ বুক থেকে ভারী পাথরটা নেমে গেছে, বুক-খানা এখন হালকা হয়ে

গেছে। মেয়েটি বিপথে ছুটে চলছিল, তাকে আবার ঘরে ফিরে আসতে দেখে মনে অনেক বল পেয়েছি। দু'জনে দু'দিকে চলে যান।

।। তিন ।।

কক্ষে জুলিয়েৎ ও দাইমা গহনা আর পোষাক বাছতেই ব্যস্ত।

জুলিয়েৎ বলে এগুলোই ভাল দাইমা! আজ রাতে কিন্তু আমি একা ঘরে শুতে চাই। তোমার কিছুতেই এখানে থাকা চলবে না! আমি আজ একা থাকব। আমার ঈশ্বরকে মন-প্রাণ এক করে প্রার্থনা করব। জানতো কত পাপের বোঝা আমার ওপরে, সেগুলো থেকে মুক্তি পেতে চাই।

এমন সময় ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী প্রবেশ করেন।

তিনি ঘরে ঢুকেই গহনা, পোষাক ছড়ানো দেখে বলে ওঠেন।

হাত লাগাব নাকি? তোমাদের এই ব্যস্ততা কতক্ষণ ধরে চলবে জানতে পারি কি?

জুলিয়েৎ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, না, না আমাদের কাজ প্রায় শেষ। কালকের জন্যে বেছে রেখেছি সব, তোমার হাত লাগাবার আর দরকার নেই। আজ দাইমা তোমার ঘরে শোবে মা, কারণ তোমার হাতে অনেক কাজ। দাইমা পাশে থাকলে তোমায় হাতে হাতে সাহায্য করতে পারবে।

বাচ্ছা, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ।

দাইমা থাকলে আমার অনেক সুবিধেই হবে।

আচ্ছা, তুমি এবার শুয়ে পড়, আমরা যাই।

দাইমাকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে তাকে নিয়ে চলে আসেন ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী।

জুলিয়েৎ আপন মনে বলতে থাকে, মা বিদায়! দাইমা বি[illegible]!

জানি না আবার কবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে! মনে বড় ভয়, জীবনের উষ্ণতা যেন আজ শীতল হয়ে আসছে। কাউকে ডাকব না—এ দৃশ্যে আমি একাই অভিনয় করতে চাই। ঐ শিশি ওতে যা আছে তা খরচ হবে আমার হাতে! কিন্তু এতে যদি কাজ না হয়ে ওঠে? তবে কালই কী আমাকে বিবাহ করতে হবে ওকে! না না, সে রকম পরিস্থিতির সম্মুক্ষীণ হবার আগে আমার ছুরি খানা বাধা দেবে। ছুরি খানা সে সযত্নে রেখে দিল। যদি পাদ্রী বাবা সত্যি-সত্যিই বিষ না দিয়ে থাকেন!

কেন না কাল যদি সত্যি বিবাহ হয় তবে তাঁর অপমানের সীমা থাকবে না, কারণ তিনি যখন দাঁড়িয়ে থেকে আমার আর রোমিয়োর বিয়ে দিয়েছেন!

কখনো ভয় হয়, কিন্তু তা ভয় বলে মনে হয়না! ধার্মিক ব্যক্তি তিনি। তাঁর কথা শোনাই আমার উচিত।

সমাধি মন্দিরে শুয়ে থাকব যখন, রোমিয়ো এগিয়ে আসবে, আমাকে উদ্ধারের জন্য তাই না! আর যদি তার আগেই আমার মৃত্যু হয়—তখন, তখন কী হবে আমার?

ঐ ভয়ঙ্কর গুম্ফায় আমি একা রাত কাটাব কী করে?

শুনেছি শতশত বর্ষের অস্থি সেখানে জমা পড়েছে আমারই পূর্বপুরুষদের, সেখানে আছে রক্তলিপ্সু তাইবল্ট—এও শুনেছি অশরীরীর দল হানা দেয় রাত্রে! বিকট চিৎকার করে, অট্টহাসি হাসে তারা, জীবন্ত মানুষের কানে গেলে সে পাগলে পরিণত হবে। জেগে উঠে আমি ও কী তাদরে-ই মত একজন পাগল হয়ে যাব না।

শবাধার থেকে যদি তাইবল্ট উঠে আসে, আমার মাথার খুলি যদি অসি দিয়ে চূর্ণ করে দেয়, কী করব তখন?

আমার বারে বারে মনে হচ্ছে, আমার ভ্রাতার আত্মা রোমিয়োকে খুঁজে ফিরছে, তার হাতেই তো তার মৃত্যু হয়েছে।

একটু দাঁড়াও তাইবল্ট, আমি আসছি রোমিয়ো!

আমি তোমার জন্য পান করলাম—পান করলাম এই আরক। এ বিষ না অমৃত তা আমার জানা হয়ে ওঠে নি!

আরক পান করার পরেই শয্যার কোলে ঢলে পড়ে জুলিয়েৎ

।। চার ।।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী ও দাই ব্যস্ততার সঙ্গে প্রবেশ ঘটে। নাও এই চাবি নিযে গিয়ে মশলা নিয়ে এস! দাইকে হুকুম করেন গৃহিণী।

দাই বললে, ওরাতো ভিয়েনের ওখানে খেজুর আর কিসমিসের জন্য চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছে।

এমন সময় ব্যস্ত ক্যাপিউলেৎ আসেন। এও কর্মবাড়ীর ব্যস্ততাই। কর্মের ব্যস্ততা যত না আছে তার থেকে অনেক বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি! এ তাঁর স্নায়ুবিকলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিকলতা ব্যস্তবাগীশদের মধ্যে হামেশাই নজরে পড়ে। ক্যাপিউলেৎ এসেই বলেন, জলদি কর! দোসরা নম্বর মোরগ তো ডাকলো। এখন সবে তিনটে, মাংস হলো কিনা দেখিগে! দাইমা এসে বলে ওঠেন, কত্তা, আপনি গিয়ে একটু শোওতো! কাল অসুখ না বাঁধিয়ে আপনি ছাড়বেন না।

না, না, অসুখ করবেনা। এর আগেও কত ছোটখাটো ব্যাপারে রাত জেগেছি। আমার অভ্যেস আছে রাত জাগার। কখনো অসুখ করেনি।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী বলেন, বাজে বকা থামাও! তুমি এস এখন!

ক্যাপিউলেৎ গৃহিনী এখান থেকে দাইমাকে নিয়ে ঘরে আসেন। কয়েকজন অনুচর ঝুড়ি আর কাঠ নিয়ে এসে ঢোকে। ক্যাপিউলেৎ বলে কী এনেছিস?

রান্নার জিনিস আছে হুজুর—কি আছে জানিনে তারা জানায়।

যা জলদি যা!

একজন ঝুড়ি নিয়ে চলে যায়।

আর একজনকে বলেন, কাঠগুলো শুকনো আছে তো রে? পিটারকে ডাক বরং,

সে রাখার জায়গা জানে, সে দেখিয়ে দেবে কোথায় রাখতে হবে সব।

পিটারকে না ডাকলেও চলবে হুজুর। এক্ষেত্রে আমার নিজের মগজই যথেষ্ট সাফ। কাঠ চিনে চিনে আমিই এখন কাঠ পিঁপড়ে।

বেশ, বেশ! তোর ভিতরে দেখছি রসও আছে! ক্যাপিউলেৎ হেসে ওঠেন। আর রাত যে শেষ হয়ে এল ঐ তো ভোরের আলো ফুটছে—এখনি বোধহয় বর এসে পড়বে বাদ্য বাজিয়ে। বাদ্য শোনা যায় নেপথ্যে।

ঐ যে এসে পড়ল! ওগো গিন্নী, ও দাই তোমরা সব গেলে কোথায়?

দাই এসে ঢোকে।

যাও, জুলিকে তাড়াতাড়ি সাজিয়ে তৈরী করে দাও! প্যারিসের সঙ্গে আমি গিয়ে ততক্ষণ আলাপে বরং রত থাকি।

জলদি যাও! বর এসেছে—বর এসেছে!

ক্যাপিউলেৎ ছুটে গেলেন।

।। পাঁচ ।।

জুলিয়েতের কক্ষ, নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে জুলিয়েৎ। দাইমা এসে ঢোকে।

দাইমা বিছানার কাছে এসে ডাকে, ওগো বাছা, ওগো জুলি! আহা, কী অঘোরেই ঘুমিয়ে পড়েছে! ওকে ঠেলেই তুলতে হবে মনে হচ্ছে।

মশারী তুলে ফেলে দাইমা।

ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে, সে ধাক্কা দিতে লাগল। জুলিয়েৎ-এর মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে বালিসের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল। আঁতকে ওঠে দাইমা—

চিৎকার করে ওঠে, হায় হায়, জুলিয়েৎ বেঁচে আছে বলে বোধ হচ্ছে না, মারাই গেছে! ওগো কে কোথায় আছ সব ছুটে এসো গো।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন। কী হয়েছে সা‍ .কালে অত চেঁচাচ্ছ কেন? তিনি শুধিয়ে ওঠেন।

হায়, হায়! বুক চাপড়াতে থাকে দাইমা।

কী ব্যাপার বাছা?

কী ব্যাপার—চেয়ে দেখ চোক্ষের নিমেষে কী সর্বনাশটাই ঘটে গেছে!

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল জুলিয়েতের বুকের উপর। ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি, একি হলো—এ-তো চাননি!

কান্না শুনে ছুটে আসেন ক্যাপিউলেৎ।

জুলিয়েৎকে নিয়ে এস! বর এসেছে! ক্যাপিউলেৎ বলে ওঠেন। দাইমা চিৎকার করে ওঠে, হায়—নিয়তির একি বিধান বর এসে গেছে, কিন্তু জুলিয়েৎ বেঁচে নেই।

হায়! জুলিয়েৎ মারা গেছে! ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী কাঁদতে লাগলেন।

ক্যাপিউলেৎ বলেন, দেখি! তিনি জুলিয়েতের গায়ে হাত দিয়ে দেখেন, তারপর

আপন মনেই বলে ওঠেন, হা হতোস্মি! একেবারে হিম শীতল! স্তব্ধ, অনড় শরীর। জীবনের সাড়া নেই।

মৃত্যু যেন অসময়ের তুষারের মতো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, ফুলের দলে দলে ছেয়ে গেছে মৃত্যু।

এমন সময় লরেন্স, প্যারিস ও বাদকের দল প্রবেশ করে।

ফ্রায়ার বলেন, কই—বধূ প্রস্তুত তো? গীর্জায় যেতে পারবেন?

হাঁ প্রস্তুত বৈকি, গীর্জায় যাবে, কিন্তু ফেরা তার আর হয়ে উঠবেনা—রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন ক্যাপিউলেৎ। প্যারিসকে সম্বোধন করে ক্যাপিউলেৎ বলে, পুত্র, তোমার বিবাহের পূর্বরাত্রে মৃত্যুর করাল গ্রাস তাকে কাছে টেনে নিল, তোমার বধূ এখন মৃত। সে ছিল ফুলের মতোই নিষ্পাপ, তাকে ধর্ষণ করল করাল মৃত্যু। মৃত্যুই এখন আমার জামাতা, সেই আমার যথার্থ উত্তরাধিকারী। আমার কন্যাকে সে বিবাহ করেছে। আমি মৃত্যুবরণ করব, তাকে সব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।

প্যারিস বলে, এমন প্রভাতের কামনাই কী আমি করেছিলাম!

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী বলে ওঠেন, হায়, হায় একি অশুভ দিনের সম্মুখীন হলাম আমরা!

হায়—ঘোর অমঙ্গল, দাইমা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ক্যাপিউলেৎ পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকেন, ওরে মৃত্যু আমার সঙ্গে প্রতারণাও করতে ছাড়লি না—প্রতারিত হলাম, সেই সঙ্গে শহীদও হলাম আমি। বাছা, বাছা আমার! আমার আত্মা তো আমি নই, সে স্থান জুড়ে ছিল তোর আত্মা—তুই ছাড়া আর কার থাকার অধিকার থাকতে পারে, হায় সেই আত্মাও আজ মৃত!

ফ্রায়ার লরেন্স বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, শান্ত হোন আপনারা! এই বিশৃঙ্খলায় আর যাই ফিরুক, জীবন তো ফিরে আসবে না! আপনার কন্যাকে দেবতাই তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, সে তো কন্যার সৌভাগ্য—এক কথায় কন্যা সৌভাগ্যবতী। নিয়তির বিধান খণ্ডাবে কে? আপনি তো তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন না। কিন্তু দেবতা দিলেন শাশ্বত জীবন, তোমাদের স্বর্গের পথ সে সুগম করে দেবে।

মুছে গেল চোখের জল, জপ করে জপমালী, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে চল উপাসনা মন্দিরে! মৃত্যুতে ক্রন্দনইতো স্বাভাবিক—কিন্তু স্বাভাবিকতা যে অশ্রু ঝরায় সে তো বিচার বুদ্ধির আনন্দই জোগায়।

কেউ বুঝল না ফ্রায়ারের ইঙ্গিত, বুঝে ওঠা সম্ভবও ছিল না। তাই স্তব্ধ হতে পারল না ক্রন্দনও। ক্যাপিউলেৎ কাঁদছেন, গৃহিণী কাঁদছেন, কাঁদছে প্যারিস, কাঁদছে দাইমা। বিবাহের আনন্দ মধুর ঘণ্টাধ্বনি মাঝপথেই থেমে গেছে তা জায়গা নিয়ে বসে পড়েছে শবযাত্রার ঘণ্টা-ধ্বনি।

স্তোত্রপাঠ পরিণত হয়ে এল শোক গম্ভীর মন্ত্রোচারণে, বাসরের ফুল—মৃত্যু বাসরের

ফুলে পর্যবসিত হল।

ফ্রায়ার এবার এদের অন্তেষ্টির আয়োজনে লেগে গেলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

।। এক ।।

পঞ্চম অঙ্কে পদার্পণ করল আমাদের কাহিনী। জুলিয়েৎ কৃত্রিম মৃত্যুর কোলে মাথা রেখেছে।

ফ্রায়ার লরেন্স তাদের মিলন ঘটানোর জন্য পরিকল্পনামাফিক কাজ করে চলেছেন এক মনে। সে পরিকল্পনার কথা এখনও জেনে ওঠেনি রোমিয়ো। নির্বাসিত রোমিয়ো এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে মান্তুয়ার পথে পথে। দীশেহারা ভগ্নহৃদয় প্রেমিক সে। কিন্তু আজ ভোরে কে অনাবিল উল্লাস যেন তার মনকে বারে বারেই জড়িয়ে দিচ্ছে। কাল সে স্বপ্ন দেখেছে, আনন্দের দিন অবশেষে আসন্ন। সে দেখেছে, তার প্রিয়তমা এসে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার মৃত পড়ে থাকা প্রিয়তমাকে। সে এগিয়ে এসে তাকে চুম্বনে ও আলিঙ্গনে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ ফিরে পেল রোমিয়ো। বেঁচে উঠে সে হল সম্রাট, প্রেমের সম্রাট। ওর স্বপ্ন কথা মনে মনে আলোচনা করতে করতে সে ঘুরছে মান্তুয়ার পথে, এমন সময় তার অনুচর বালথামারের সঙ্গে দেখা হয়েই গেল।

বালথামারকে দেখা মাত্রই সে বলে ওঠে, বালথামারে ভেরোনার খবর কি? পাদ্রীবাবার কাছ থেকে চিঠি আনলি? কেমন আছেন আমার প্রিয়া, বাবা মা ভালো আছেন তো? আমায় জুলিয়েৎ কেমন আছেন? আবার শুধাচ্ছি, কারণ তিনি যদি কুশলে থাকেন, তাহলে সবই কুশল মঙ্গল।

বালথামার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, তিনি ভালোই আছেন, অমঙ্গল তো তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারবেন না। ক্যাপিউলেৎদের সমাধি মন্দিরে তিনি এখন শায়িত, তাঁর নশ্বর আত্মা এতক্ষণ চলে গেছে দেবদূতীদের সাথী হতে। আমার চোখ তাঁকে দেখেছে অনন্ত শয়ানে—আর সেই সংবাদ নিয়ে আসতেই আমার এখানে আসা। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন প্রভু।

বালথামার! চেঁচিয়ে ওঠে রোমিয়ো, প্রিয়া আর বেঁচে নেই! তাহলে গ্রহ-নক্ষত্র, তোমাদের আমি তুচ্ছ করি! আর তো ভয় নেই! আমার বাসস্থানে যাও, কাগজ আর কলম নিয়ে এস! গাড়ি ভাড়া কর! আমি এখানে আর থাকব না। আজ রাতেই ফিরে যাব!

প্রভু, ধৈর্য্য ধরুন! আপনি উদভ্রান্তের সঙ্গে একটা কাণ্ড করে বসবেন।

রোমিয়ো বলে ওঠে, না, না, আমার আদেশ পালন কর। পাদ্রী বাবা কোন পত্র প্রেরণ করেনি?

না, প্রভু।

যাও, যাও, গাড়ী ভাড়া কর! আসছি আমি।

বালথামার চলে গেল।

রোমিয়ো পায়চারী করতে করতে বলে ওঠেন—জুলিয়েৎ, তোমার শয্যাসঙ্গী হব আমি আজ রাতেই। এখানে কোথায় যেন এক ঔষুধ বিক্রেতা ছিল। জীর্ণশীর্ণ দরিদ্র ঔষধ বিক্রেতা দেখে মনে হয় যদি বিষের প্রয়োজন হয়ও এখানেই সেই বিষের সন্ধান মিলবে! নইলে বিষ বিক্রয় তো মন্তুয়ায় নিষিদ্ধ। ওর দ্বারস্থ হব আমি, ও আমাকে নিশ্চয়ই বিক্রি করবে এই বিষ। এই তো বাড়ি!

এক ভগ্নবাড়ির সামনে এসে সে ডাক দেয়, ঔষধ বিক্রেতা আছ? জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা এসে দরজা খুলে দেয়।

কে এমন জোরে ডাকে আমায়? সে শুধালে। এস, এদিকে এস! রোমিয়ো বলে, দরিদ্র তুমি। রাখ তুমি চল্লিশমোহর, এর পরিবর্তে আমায় এক শিশি বিষ দাও। যে বিষ আগুনের মতো শিরায় ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যু ডেকে আনবে।

হাঁ, হাঁ , ঔষধ আছে, আছে বৈকি। কিন্তু মান্তুয়ার আইন কিন্তু অন্য কথা বলে জানেন নিশ্চয়ই। মশাই—বেচা-তো দূরের কথা—উচ্চারণ করলেও নির্ঘাত মৃত্যু।

মরতে এতো ভয় পাও তুমি? দুনিয়া তো তোমার বন্ধু নয়। আর দুনিয়াও আইনমাফিক কোনদিন চলেনি! তোমাকে সে আইন করে বড়ো মানুষ করে দিতেও অক্ষম থাকবে। তাই বলি, আমার কথা শোন, গরীব হয়ে থাকবে কেন বাপু! যখন তোমার কাছে এই মোহর নিজে থেকে আসতে চাইছে—নাও!

ঔষধবিক্রেতা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলতে থাকে, হাত পেতে নিচ্ছি বটে কিন্তু আমার মনের সাড়া পাচ্ছি না। আমার দারিদ্র্য আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে তোমাকে ফেরানোর কোন ক্ষমতাই আমার নেই। আমার দারিদ্র্যতাই আমাকে এই মোহর গ্রহণে বাধ্য করছে।

রোমিয়ো বলে, বেশ তোমার মনে এই প্রশ্ন জাগছে!

আমি তো তোমার দারিদ্রতাকে দয়া করছি। ভিক্ষা দিচ্ছি তাকে। যাতে তুমি তোমার দারিদ্রতার হাত থেকে মুক্তি মেলে। তাই বলছি মনকে নয়—দিচ্ছি তোমার গরিবীকে!

ঔষধ বিক্রেতা একটা পুরিয়া দিয়ে বলে ওঠেন, যে কোন তরল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন। যদি দেহে বিশজনেরও শক্তি থাকে তাহলেও নিমেষে মৃত্যু ঘটাবে।

এই নাও মোহর—ওর চেয়ে মানুষের কাছে বড় বিষ আর কী থাকতে পারে! এই বিষের চাইতেও বেশী হত্যা করেছে। আমিও তোমাকে বিষ বিক্রয় করলাম। এবার চল ঔষুধ, জুলিয়েতের মৃত্যু মন্দিরে যাই! সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

।। দুই ।।

আমরা আবার একবার এসে পড়লাম ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা মধ্যে। ফ্রায়ার জন নামে একজন পাত্রী এসে দাঁড়াল লরেন্সের কক্ষের সম্মুখে। তিনি ডাকলেন, ভ্রাতা লরেন্স আছ কী?

আরে কে ও—ভাই জন? মান্তুয়া থেকে এলে? রোমিয়ো কি বলল? দাও তার চিঠি দাও।

ফ্রায়ার জন বলেন, একজন পাদ্রীর সন্ধানে গিয়ে দেখি সেখানে সবাই রোগগ্রস্ত। তারপরে রাজকর্মীরা এসে দরজায় শীলমোহর এঁটে দিল, আমাদের আর বেরুবার সুযোগ মিলল না।

তাহলে রোমিয়োর চিঠি কে নিয়ে গেল? লরেন্স শুধালেন, চিঠি পাঠাতে পারলাম না। এই যে চিঠি।

হায়রে ভাগ্য! না পাঠিয়ে কাজটা ভালো করনি! মহাসর্বনাশ হতে চলেছে! ভাই জন, একটা শাবল নিয়ে এখুনি একবার আমার কক্ষে এস।

আচ্ছা বলে, জন চলে যান।

লরেন্স আপন মনে বলে ওঠেন, এবার আমি একাই যাব সমাধি গুহায়। তিন ঘণ্টার মধ্যেই সুন্দরী জুলিয়েৎ জেগে উঠবেন। আবার আমাকে তিনি ভর্ৎসনাও করবেন। আবার মান্তুয়ার উদ্দেশ্যে পাঠাতে হবে চিঠি। আমার মঠে এনে ওঁকে রাখবো।

হায়, হায়! নিয়তির একি নির্মম পরিহাস—জীবন্ত মানুষ আজ মৃতের মন্দিরে আবদ্ধ! ·

ফ্রায়ার লরেন্স কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেন।

।। তিন ।।

ভেরোনার গীর্জার প্রাঙ্গণে ক্যাপিউলেৎ পরিবারের সমাধি গুম্ফা। প্যারিস নিশীথ রাতে এসে প্রবেশ করে সমাধি-গুহায়। সঙ্গে অনুচর, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ফুল আর মশাল।

প্যারিস বলে, মশাল নিয়ে দূরে অপেক্ষা কর! দেখো এদিকে যেন কেউ এসে না পড়ে। ঐ ফুলগুলো এগিয়ে দাও। তোমাদের কাজ এখন আপাততঃ শেষ, যেতে পার তোমরা।

অনুচর আপন মনে বলতে থাকে, এই কবরখানায় জীবন্ত মানুষের পক্ষে থাকা সত্যিই অসম্ভব। সেখানে আবার একা থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অন্য কোন উপায় তো নেই?

সে গেল না, রয়ে গেল আড়ালে। প্রভুর জন্য তাকে পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে। কারো পদধ্বনি শুনতে পেলেই সতর্ক করে দিতে হবে প্রভুকে।

প্যারিস ফুল হাতে করে বলে ওঠে, এই ফুলে আমি নিজে হাতে তোমার বাসরশয্যা সাজিয়ে তুলতাম প্রিয়া—কিন্তু সে শয্যা আজ ধূলায় মিশে গেছে। উপহার স্বরূপ সঙ্গে এনেছি আমার এই অশ্রু। রোজ রাতে এসে এভাবেই আমি তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে যাব।

এমন সময় অনুচরের বাঁশীর শব্দ কানে আসে। কেউ আসছে, আগে থেকেই এই সংকেত দিয়ে দেন তার-ই অনুচর।

প্যারিস বলে ওঠে, এত রাত্রে এখানে কে আসতে পারে?

আমার শোকবাসরে কোন অভিশপ্ত মানুষ আসছে বাধা সৃষ্টি করতে? আবার মশাল সঙ্গেও রয়েছে। রাত আমাকে তোমার ছায়ায় ঘিরে ধর, সে অন্তরালে চলে যায়।

বালথামারকে সঙ্গে নিয়ে রোমিয়ো এসে প্রবেশ করে।

সঙ্গে মশাল ও শাবল। দাও, শাবল দাও-রোমিয়ো বলে ওঠে। আর এই চিঠি আমার বাবার হাতে গিয়ে তুলে দাও!

দাও মশাল দাও। শপথ কর, যা দেখবে তৃতীয় ব্যক্তির কানে গিয়ে যেন না পৌঁছায়। আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে না। আমি এই মৃত্যু শয্যায় যাব আমার প্রিয়ার মুখখানি দেখতে।

তার মৃত্যুর নিথর হাত থেকে খুলে নেব এক মূল্যবান অঙ্গুরীয়। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই আমি তা সঙ্গে রেখে দেব। যাও চলে যাও!

কিন্তু তোমার ঐ চোখ যদি কখনও কৌতূহলী হয়ে ওঠে, তবে জেনে রেখ, তোমার ঐ দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলবো আমি।

প্রভু যাচ্ছি, আপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না, বালথামার বলে ওঠে।

নাও, মোহরগুলো সঙ্গে রাখ। বেঁচে থাক, ধনবান রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো! এসো এবার!

বালথামার আপন মনেই বলে, কখনোই এত সহজে আমি এখান থেকে ছেড়ে যাব না। নিজেকে আড়ালে রেখে দেখব কী ঘটে এখানে? অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

রোমিয়োর গলা কানে আসে—সে বলেই চলেছে—ওরে এই মৃত্যু-গহ্বর কী কুশ্রী তোর এই মুখব্যাদন! পৃথিবীর প্রিয় যা কিছু সবই তো তুই গ্রাস করলি। আমি তোর ঐ মুখ উন্মুক্ত করে দেব।

রোমিয়ো বলে ওঠে, ওরে মরণ, আরো আরো খাদ্যের ভাণ্ডারে তোর মুখের সামনে তুলে ধরব, গ্রোগ্রাসে গিলতে থাকবি তুই!

প্যারিস অন্তরাল থেকে বলে ওঠে, ঐ তো—ঐ তো সেই নির্বাসিত উদ্ধত মন্তাগো। যে আমার প্রেমিকার ভ্রাতাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি—তারই দুঃখে তার প্রেমিকা আজ মৃত্যু-শয্যায় শয়ান। আবার সে কোন উদ্দেশ্য এখানে এসেছে কে জানে! আমি ওর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব!

ওরে মন্তাগো, ওরে নীচ মন্তাগো—সে চীৎকার করতে করতে বলে ওঠে শুনে রাখ—আমি তোকে বন্দী করলাম! মরার জন্য প্রস্তুত হ তুই।

আমি তো মরার জন্যই এখানে এসেছি। দূরে কেন, এস, এগিয়ে এস, রোমিয়ো বলে ওঠে।

আড়াল থেকে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করল প্যারিস।

রোমিয়ো তাকে বলে, হতাশ ক্ষ্যাপা মানুষ আমি। আমাকে প্রলুব্ধ করার বৃথা চেষ্টা করো না। সময় নষ্ট না করে এখান থেকে চলে যাও। আর পাপের বোঝা আমার বাড়িয়ে তুলনা। আমি তোমাকে আমার চাইতেও ভালবাসি, নিজের বিরুদ্ধাচারণ করতেই আমার এখানে আসা। বাঁচো, বেঁচে থেকো, বোলো, এক ক্ষ্যাপার দয়ায় তুমি প্রাণ ফিরে পেলে।

প্যারিস বলে ওঠে, তোকে আমি ডরাইনে। তুইতো নিশাচর বাজ, এসেছিস আবার নতুন করে কু-কর্মের উদ্দেশ্যে।

আমাকে আর কী উত্তেজিত করবে? তাহলে এই নাও।

অসি নিষ্কাসিত করে রোমিয়ো। প্যারিসও থেমে থাকে না, ঝাঁপিয়ে পড়ে উন্মুক্ত অসিহস্তে! দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়।

যুদ্ধের ফলস্বরূপ প্যারিস ভূপতিত।

মৃত্যুর আর্তনাদ তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে—আমি মৃত্যু পথযাত্রী! তুমি যদি দয়া করে আমায় ঐ কবর খুলে জুলিয়েতের পাশে আমায় শুইয়ে দাও—তাহলে চিরঋণী থাকব রোমিয়ো।

রোমিয়ো বলে, দেব নিশ্চয়ই! কিন্তু তার আগে দেখা উচিত তুমি কে? আরে এ যে মার্কুসিয়োর আত্মীয় কাউণ্ট প্যারিস।

কী যেন বলছিল আমার অনুচর, প্যারিসের সঙ্গে জুলিয়েতের বিয়ে হবে, তাই বলেনি?

—না, সে আমার স্বপ্ন! না, আমি বোধ হয় ভুল শুনেছিলাম।

হাতে হাত রাখলাম বন্ধু। আমার সঙ্গে দুর্ভাগ্যের পুঁথিতে তোমারও নাম লেখা হয়ে গেল বন্ধু। আমি তোমাকে মহাসমারোহের সঙ্গেই কবর .।

গুম্ফার মধ্যে অগ্রসর হতেই রোমিয়ো বলে, এই যে আমার জুলিয়েৎ এখানে চিরনিদ্রা নিয়েছে! তাব সৌন্দর্যের আঁধার গুম্ফাকে করেছে আলোকিত। মৃত্যু তো পারেনি তার এই সৌন্দর্যের ডালি কেড়ে নিতে।

প্যারিসকে সে বয়ে এনে গুম্ফায় রাখে। তারপরে জুলিয়েতের কাছে গিয়ে বলে, প্রিয়তমা আমার, সহধর্মিনী! মৃত্যু তোমার মধু নিঃশেষে পান করে নিয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্যকে এতটুকুর জন্য ম্লান করতে পারেনি। পারেনি তোমাকে জয় করতে। এখনো রক্তিম অধর তোমার, এখনো রক্তাভ তোমার কপাল। মৃত্যুর বিবর্ণ পতাকা তো সেখানে তার জয়ধ্বজা ওড়াতে সার্থকতা লাভ করেনি।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল তাইবল্টের মৃতদেহের দিকে, সে বলে, ও ওখানে পড়ে আছে? তোমার জন্য আমার আর কী করণীয় থাকতে পারে?

যে হাত দিয়ে তোমার যৌবনকে হত্যা করেছি—সে হাত আজ মৃত্যুর হাতেই সঁপে দিলাম। আমাকে ক্ষমা করে দিও ভাই।

আবার প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে,—প্রিয়তমা জুলিয়েৎ, কেন তুমি এখনো সুন্দর? তবে আমি কী বুঝবে যে মৃত্যুও কামুক, সেই তোমাকে জিইয়ে রেখেছে তোমার প্রণয়ী হবে বলে? এই আশঙ্কাতেই তো আমি এসেছি এখানে। এই রাত্রিবাসর থেকে আমাকে কেউ টলাতে পারবে না। এখানে থাকব। তোমার দামী তো ঐ কীটের দল—এখানেই পাতব আমার শয্যা—আমার অশুভ প্রহরের জোয়াল কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব। চোখ শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখ—বাহু, তোমার শেষ আলিঙ্গনে ঘিরে দাও। অধর চুম্বন বন্ধ করে দাও নিঃশ্বাসের দুয়ার! এস, এস মৃত্যু, তুমি তো উন্মাদ কর্ণধার—তোমার ঐ নিমজ্জমান তীরকে নিয়ে আছড়ে ফেল পর্বতের ওপর।

রোমিয়ো পান করে ফেলল বিষ, তার জ্বালায় এখন তার অস্থির দশা। একটি চুম্বন করেই সে জুলিয়েতের পাশেই ঢলে পড়ল।

ফ্রায়ার লরেন্স লণ্ঠন, শাবল প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত। হঠাৎ হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকার সমাধিভূমিতে নিজেকে সামলে নিলেন। লণ্ঠন তুলে দেখেন কে?

বালথামার বসেছিল, সে বলে বন্ধু। আপনাকে চিনি প্রভু! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ঐ মশালটা কিসের? মনে হচ্ছে ক্যাপিউলেতের গুম্ফা থেকেই আলো আসছে।

হ্যাঁ প্রভু ঠিক ধরেছেন। আমার মনিব ওখানে গেছেন।

কে সে?

আপনার ভালোবাসার পাত্র—ঐ রোমিয়ো।

কতক্ষণ গেছে?

আধঘণ্টা হল।

আমার সঙ্গে গুম্ফায় চল।

মনে সাহস পাচ্ছি না প্রভু, কারণ আমার মনিব জানে আমি চলে গেছি। কিন্তু তিনি যদি জেনে যান আমি যাইনি এখানেই রয়ে গেছি—

বেশ—একাই যাব। কিন্তু আমারই বা-ভয় করছে কেন? অজানা দুর্যোগের আশঙ্কায় আমার বুক বার বার কেঁপে উঠছে।

আমি এখানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম, বালথামার বলে, আমার মনিব আর কে একজন নিজেদের মধ্যে লড়াই করছেন।

কে রোমিয়ো? ফ্রায়ার বলেন, তারপর রক্তের দাগ নজরে আসে। এই যে রক্তাক্ত অসি! তার মানে কী! তিনি গুম্ফায় প্রবেশ করেন।

একি—এ যে মৃত্যুম্লান রোমিয়ো! আবার কে? এ যে প্যারিসও এসেছে! একি বিপর্যয়! আরে এই যে সুন্দরী জেগে উঠেছেন।

জুলিয়েৎ জেগে উঠেই বলে, প্রভু আমার স্বামী কোথায়? কোথায় আমার রোমিয়ো?

গোলমালের শব্দ শোনা গেল নেপথ্যে।

কিসের যেন গোলমালের শব্দ কানে আসছে, ফ্রায়ার বলে ওঠেন।

বাছা শোন, মৃত্যুর এই গুম্ফ থেকে উঠে এস! এস, চলে এস! তোমার স্বামী ঐ

হোথায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। তার পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত প্যারিসও। এস, আমি তোমাকে মঠবাসিনীদের আশ্রয়ে নিয়ে যাব। কোন প্রশ্ন করো না।

প্রহরীরা আসার আগে প্রস্থান করা উচিত, চল!

জুলিয়েৎ বলে ওঠে, আপনি চলে যান, আমি আপনার সঙ্গে আসব না।

ফ্রায়ার লরেন্স চলে যান।

জুলিয়েৎ এবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, ঐ যে শিশি হাতে আমার স্বামী পড়ে আছেন। তোমার ঐ বিষাক্ত চুম্বন করব স্বামী—এখনো লেগে আছে বিষ—ঐ বিষেই আমার মৃত্যু লেখা আছে।

রোমিয়োর অধরে চুম্বন করে জুলিয়েৎ!

একি। অধর যে এখন উষ্ণ!

রক্ষীদলের কথা নেপথ্যে শোনা গেল—চল, নিয়ে চল।

জুলিয়েত বলে ওঠে, ও কীসের গোলমাল? তাহলে পরিসমাপ্তি ঘটুক এ-জীবন-এর!

রোমিয়োর ছুরিকা খুলে নিয়ে নিজের বক্ষে আঘাত করে জুলিয়েৎ। সে রোমিয়োর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এরই মধ্যে রক্ষীদলের সর্দার প্যারিসের বালক অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে। এই সেই জায়গা, পাহারাওয়ালা, এখানেই জ্বলছিল মশাল হাতে। কিশোর ভৃত্য জানায়।

একি—জমি যে রক্তমাখা।

তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সে বলে ওঠে, আরে এ কি দেখছি! প্যারিস নিহত! আর জুলিয়েতের বুক থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত! উনি বুঝি এইমাত্র মারা গেলেন। তবে যে শুনেছি উনি দু'দিন আগেই মারা গেছেন।

এই—তোমাদের কেউ রাজার কাছে যাও, ক্যাপিউলেৎদের খবর দাও। মন্তাগোদের জাগিয়ে তোল।

কয়েকজন রক্ষী এসে ঢোকে, সঙ্গে বালথামার।

১ম রক্ষী বলে, এই রোমিয়োর অনুচর। আমরা ওকে কবরখানার মধ্যে থেকে পেয়েছি।

ওকে আগে বাঁধো। রাজা এসে যা হয় করবেন। ফ্রায়ারলরেন্স ও আরো একজন প্রহরী এসে উপস্থিত হয়।

পাদ্রীবাবাকে পেয়ে গেলাম, দ্বিতীয় প্রহরী বলে। উনি কাঁদছিলেন। ওঁর কাছ থেকে আমরা শাবল কেড়ে নিয়েছি।

রক্ষীদের সর্দার বলে ওঠেন, ওঁকেও এখানে নজর-বন্দী করে রাখ!

এমন সময় রাজা অনুচর দলসহ প্রবেশ করেন।

হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে আমার ডাক পড়ল! রাজা শুধান।

এবার ক্যাপিউলেৎ, ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী ও অন্যান্যরাও এসে উপস্থিত হন।

.ক্যাপিউলেৎ এসেই জানতে চাইলেন—কী ব্যাপার?

নগরবাসীরা কেউবা চিৎকার করছে রোমিয়োর নাম ধরে, কেউবা কাঁদছে জুলিয়েৎ বলে, কারো মুখে বা উচ্চারিত হয়ে চলেছে প্যারিসের নাম। সবাই ছুটছে আমাদের সমাধি গুম্ফার দিকে। এর কারণ কি?

রাজাও জানতে চাইলেন এর যথার্থ কারণ কি?

রক্ষীদলের প্রধান জানান—রোমিয়ো, জুলিয়েৎ, আর প্যারিসের—এই তিন জনের মৃত্যুর কথা।

রাজা হুকুম করলেন, হত্যাকারীর অনুসন্ধানে বেড়িয়ে পড়।

রক্ষীদলের প্রধান জানান, পাদ্রীবাবা আর রোমিয়োর অনুচরকে বন্দী করেছি। এঁদের প্রত্যেকের হাতেই শাবল আর কুড়াল।

ক্যাপিউলেৎ নিজের পারিবারিক গুম্ফার দিকে এগিয়ে চললেন, তারপর তিনি দেখলেন তাতে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলতে থাকেন, দেখ দেখ, আমার কন্যাকে—ওর বুক থেকে কী রকম রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণীরও কান্না যেন থামতেই চায় না। মন্তাগো ও নগরবাসীরাও এসে উপস্থিত।

রাজা বললেন, এস মন্তাগো, দেখ—তোমার পুত্রের আজ দশা!

মন্তাগো আপন মনেই বলে ওঠেন। নির্বাসিত পুত্রের শোকে আজ আমার স্ত্রী মারা গেছেন। আর কি নতুন শোক আমার জন্য অপেক্ষায় রেখে বসে আছ নিয়তি!

রাজা রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন, নিজের চোখে দেখলেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মন্তাগো এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

রাজা এবার এই হত্যারহস্যের মীমাংসায় বসেন—সেই উপলক্ষ্যেই আজ এই তদন্তসভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ফ্রায়ার লরেন্সকে বলেন, তুমি যদি এ সম্বন্ধে কিছু জান তাহলে সে ব্যাপারে আলোকপাত করো!

লরেন্স তাঁর কাহিনী শুরু করেন। তিনি বলেন এই মৃত্যুতে যদি কেউ দায়ী থেকে থাকে—তা তিনিই। সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। ঐ যে মৃত রোমিয়ো,—উনি ছিলেন জুলিয়েতের স্বামী। আর ঐ যে মৃত জুলিয়েৎ—উনি ছিলেন তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী—আমি ওঁদের দাঁড়িয়ে থেকে সম্প্রদান করেছিলাম। সেই গোপন বিবাহের দিনেই তাইবল্টের অন্তিম দিন ঘনিয়ে এল! নববিবাহিত বর হলেন নির্বাসিত। এদিকে প্যারিস এগিয়ে এলেন পাণিপ্রার্থী হয়ে।

জুলিয়েৎ উন্মাদের মতো ছুটে এসে তাঁর দ্বারস্থ হন। আমাকে এমন একটা উপায়ের পথ দেখান, যাতে আমার দ্বিতীয় বিবাহ না হয়। আমি তার হাতে তুলে দিলাম এক

ঘুমের আরক। তিনি পাণ করলেন, দেখা দিল মৃত্যুর লক্ষণ। এরই মধ্যে চিঠি পাঠালাম রোমিয়োকে—তিনি যেন এখানে এসে জুলিয়েৎকে নিয়ে যান। কিন্তু আমার চিঠি যার হাতে দিয়েছিলাম সে দৈব-দুর্ঘটনার চিঠি পৌঁছে দিতে পারল না। চিঠি কালই আমি ফেরত পেয়েছি। তাই একাই আমি গুম্ফায় এসেছিলাম। জুলিয়েৎ যখন জেগে উঠবেন, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমার মঠে—তারপর রোমিয়োর কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি আগেই এসেছিলাম কিন্তু যা দেখলাম তাতে চক্ষু স্থির। রোমিয়ো ও প্যারিস—দুজনেই মৃত। জুলিয়েৎ জেগে ওঠেন। আমি তাকে নিয়ে যেতে চাইলাম, রাজী হলেন না তিনি। রক্ষীদলের পদশব্দ শুনে আমি স্থান ত্যাগ করলাম। সেই সুযোগে জুলিয়েৎ প্রাণ আহুত দিয়ে বসল। আমার নিজের দোষের জন্য আজ এই সঙ্কট উপস্থিত—আমি জীবন দিয়েও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী আছি।

রাজা বলেন, তার কোন প্রয়োজন নেই, আপনি আগেও যা ছিলেন, এখনো সে পদেই সমাসীন—আমাদের এখনো আপনি-ই পাদ্রীবাবা।

রোমিয়োর অনুচর কোথায়? তার কী বক্তব্য শুনি?

বালথামার বলে, আমি প্রভুকে মান্তুয়ায় গিয়ে জুলিয়েতের মৃত্যু সংবাদ জানাই। তিনি এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে চলে আসেন। এই চিঠি তাঁর বাবার হাতে তুলে দিতে বলেন। তারপর আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলেন।

আমি যাইনি অবশ্য, আড়ালেই আত্মগোপন করেছিলাম।

রাজা চিঠিখানি নিয়ে প্যারিসের কিশোর ভৃত্যকে বলেন, তুমি কী জান, তা অকপটে বল!

ভৃত্য বলে, প্যারিস আসেন কবরে ফুল দিতে তখন-ই আলো নিয়ে কারো উপস্থিতি ঘটে, প্রভু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমি ছুটে গিয়ে রক্ষীদের খবর দিই।

রাজা এবার চিঠিখানি পড়ে বলেন, রোমিয়োর চিঠি ফ্রায়া..র কথারই যথার্থ সাক্ষ্য দেয়। চিঠিতে আছে তাদের প্রেমের কথা, আছে জুলিয়েতের মৃত্যুর কথা। রোমিয়ো লিখেছে, এক ঔষুধ বিক্রেতার কাছ থেকে বিষ কিনে সে ভেরোনায় আসে, এই সমাধিক্ষেত্রেই। জুলিয়েতের সাথী হওয়ারই ছিল তাঁর একান্ত বাসনা।

এবার ক্যাপিউলেৎ আর মন্তাগোর দিকে তাকিয়ে রাজা বলে ওঠেন, কোথায় তোমরা—ওই চিরশত্রু—ক্যাপিউলেৎ ও মন্তাগো? দেখ দেখ, তোমাদের ঘৃণার ফল আজ তোমাদের কি মোক্ষম দণ্ডই না দিল। প্রেম দিয়ে তোমাদের জীবনের আনন্দকে দেবতারা হত্যা করলেন, তোমাদের বিবাদের ফলেই আমরা হারালাম আমার নিকটজনকে।

তোমরা সবাই দণ্ড পেলে।

ক্যাপিউলেৎ রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, ভাই মন্তাগো, হাতে হাত দাও।—এই নাও আমার কন্যার যৌতুক।

মন্তাগো ক্যাপিউলেৎ-এর হাত ধরে কেঁদে ফেলেন।

তার চেয়েও বড় যৌতুক দেব ক্যাপিউলেৎ—আমি খাঁটি সোনার মূর্তি গড়ে দেব জুলিয়েতের। এমন মূর্তি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কারো চোখে পড়েনি। একনিষ্ঠা জুলিয়েতের সেই মূর্তি।

ক্যাপিউলেৎ বলেন, আমি গড়ব রোমিয়োর মূর্তি যা সবসময় বিরাজ করবে জুলিয়েতের পাশেই।

আমাদের শত্রুতার বলি তো তারাই।

রাজা বলেন, এক বিষাদ ঘন শাস্তি দিয়ে প্রভাতের সূচনা হল আজ। সূর্যদেব শোকে মুখ ঢেকেছেন। যাও এই কাহিনী নিয়ে আলোচনা কর, এর চেয়ে দুঃখের কাহিনী—শোকাবহ কাহিনী আর শোনা যায় নি!

রাজার কথার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নেমে এল। তেমনি আবার চাঁদের আলো, তেমনি স্কোয়ার! তেমনি নাতালী আমার পাশে।

সে বলে ওঠে, শুনলে তো কাহিনী—নিজের চোখে তাঁকে মঞ্চে মঞ্চস্থ হতে দেখলেন।

বললাম, না দেখলেই বা কি এসে যায়? ঐ দুটি নরদেবতার নাম তো গাঁথা আছে আমাদের মনে মণিকোঠায়। ঐ মূর্তিগুলিতে আমাদের কামনা দিয়ে—স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

নাতালী হেসে বলে, তাই ওঁরা আজও অমর! তাইতো আমরা যুগ যুগ ধরে ওদের নাম স্মরণ করে উৎসব পালন করি। তাইতো আমরা সীমান্তের বেড়াজাল ডিঙিয়ে, জাতির বৈষম্য ভুলে এসে মিলিত হয়েছি মিশনের এই মোহনায়। এস—এঁদের আমরা শ্রশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

প্রণাম করালাম দুজনে।

চোখ মেলে তাকালাম, দেখি—এখনো বিছানায় শুয়ে আছি। নেই ভেরোনোর সেই স্বর্ণমূর্তি, নেই কোথায়ও নাতালী! শুধু মহাকবির রোমিয়ো, জুলিয়েৎ নাটকখানি তখনও খোলা পড়ে আছে।

কমেডি অব্ এররস

কিছুদিন ধরেই সিয়াকিউজ ও এফিয়াস এই দুটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়ে পারস্পরিক বিবাদ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে যা হয়, বহু উলুখড়ের জীবন ও ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। নিজের দেশের সীমা লঙঘন করে অন্য রাজ্যে প্রবেশ করলে রক্ষীরা তাকে গ্রেপ্তার করে লাঞ্ছিত করে। অনেককে মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়। নিজের দেশের শাসকের কৃতকর্মের মাশুল দিতে হচ্ছে বেচারা প্রজাদের।

সিরাকিউজ নিবাসী বৃদ্ধ সওদাগর ঈজিয়ানও এফিয়াস রাজ্যে প্রবেশ করার অপরাধে কারাগারে আটক আছেন। আজ ডিউক এসেছেন তাঁকে তাঁর দণ্ডাদেশ শোনাতে।

হতাশ মনমরা বৃদ্ধ বণিক ডিউককে দেখেই অনুরোধ করলেন, যথাসম্ভব শীঘ্র যেন তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

বিদ্রুপের হাসি হেসে ডিউক বললেন, বিনা অপরাধে মানুষ মারার ব্যবসা তাঁর নয়। তবে সিরাকিউজের সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক করা হয়েছে, এক দেশের গাড়ী ঘোড়া অথবা মানুষ অন্য দেশে প্রবেশ করতে পারবে না। কোন দেশের সওদাগর যদি তার বেসাতি নিয়ে অন্য রাজ্যে আসে, তবে তার মালপত্র আটক করে রাখা হবে। সে যদি এক হাজার মার্ক মুক্তিপণ দিতে পারে তবেই মালপত্রসমেত তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এই বৃদ্ধ সওদাগরের মালপত্রের দাম তো একশো মার্ক হবে কিনা সন্দেহে, হাজার মার্ক মুক্তিপণ দিতে না পারলে তার মৃত্যুদণ্ড তো অনিবার্য।

ডিউকের কৌতূহল হোলো, জেনে শুনে বৃদ্ধ কেন ফাঁসিকাঠে গলা বাড়িয়ে দিতে এসেছেন।

এর উত্তরে সওদাগর ঈজিয়ান তার জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী শোনালেন।

জ্ঞানবয়স থেকেই ঈজিয়ান সওদাগরী নেশার সঙ্গে সংযুক্ত। একবার কার্যোপলক্ষে তাকে স্ত্রীসহ কিছুদিন এপিডেমনসে থাকতে হয়েছিল। সেখানে ব্যবসার পাট মিটতে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছিল। এই সময় তার স্ত্রী এমিলিয়া যমজ পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। ছেলে দুটির চেহারা ছিল একেবারেই একরকম। সেই সময়ে প্রতিবেশিনী এক মহিলাও একজোড়া পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে মারা যান। সে দুটি শিশুর চেহারাও ছিল হুবহু একরকম। এমিলিয়া নিজের শিশুদের সঙ্গে ঐ মাতৃহারা অনাথ ছেলে দুটিকেও বুকে টেনে নেন। প্রতিবেশীরাও এ বিষয়ে তাঁকে সমর্থন করেন।

সওদাগর ঈজিয়ান তাঁর পুত্রদুটির নাম রাখেন বড় এণ্টিফোলাস ও ছোট এণ্টিফোলাস। আর পালিত শিশু দুটির নামকরণ করলেন বড় ড্রোমিও ও ছোট ড্রোমিও।

শিশুর কলকাকলীতে মুখর তাঁদের জীবন বেশ ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ঈজিয়ান লক্ষ্য করলেন, এমিলিয়া আস্তে আস্তে বিষণ্ণ, মনমরা হয়ে উঠছেন। দীর্ঘপ্রবাস জীবন অসংযত হয়ে উঠেছে তাঁর। দেশের মাটির জন্য মন কাঁদছে। তাগাদা দিয়ে স্বামীকে অস্থির করে তুলতে লাগলেন তিনি। দেশে ফিরে যেতেই হবে।

অবশেষে একদিন স্ত্রী ও চারটি শিশুসহ দেশে ফেরার জন্য জাহাজে উঠলেন ঈজিয়ান। এই বিশাল জাহাজ, অগণিত বিচিত্র পোশাক পরা মানুষজনের কর্মব্যস্ততা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে পরমানন্দে দেখতে লাগালো ছেলে চারটি।

দুদিন দুরাত বেশ ভাল ভাবেই কাটলো। তৃতীয় দিন থেকে শুরু হল সামুদ্রিক ঝড়, ঘন মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। একটু একটু করে উত্তাল হয়ে উঠলো সমুদ্রের জলরাশি। জাহাজের নাবিকরা যাত্রীদের কথা না চিন্তা করে ছোট ছোট নৌকো করে নিমজ্জমান জাহাজ ছেড়ে সরে পড়লো। ঈজিয়ান একটি বিরাট মাস্তুলের একদিকে ছোট এণ্টিফেলাস, ছোট ড্রোমিওকে ও স্ত্রীকে শক্ত করে বাঁধলেন। অন্য প্রান্তে বাকি দুটি ছেলের সঙ্গে নিজেকে বাঁধলেন শক্ত করে।

জাহাজ ডুবে গেল, কিন্তু মাস্তুলের কাঠের সাহায্যে তাঁদের ভেসে থাকতে অসুবিধে হোলো না।

ঝড়ের তাণ্ডব সমানেই চলতে লাগলো। উত্তার সমুদ্রের অন্ধকার জলরাশির মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভেসে যেতে লাগলেন তাঁরা।

কয়েকঘণ্টা পরে অন্ধকারের বুকে একটু আলোর রেখা দেখা দিল। আশায়, আনন্দে নেচে উঠলো ঈজিয়ানের বুক। একটি জাহাজ এগিয়ে আসছে এদিকে।

এমন সময় ভাগ্য তার শেষ খেলাটা খেল্‌লো। সমুদ্রে নিমজ্জিত পাথরে ধাক্কা খেয়ে দুটুকরো হয়ে ভেঙে গেল তাঁদের মাস্তুলটি। স্ত্রী এমিলিয়া দুটি শিশু সমেত তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

জাহাজ সত্যিই আসছিল, তবে একটি নয়, দুটি। জলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ঈজিয়ান যেন অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন, ছোট জাহাজটি থেকে একটি দড়ির মই দিয়ে তার স্ত্রী ও শিশু দুটিকে তুলে নেওয়া হোল।

একটু পরে বড় জাহাজটিও তাঁদের কাছে এসে গেল। সে জাহাজের নাবিকদের কৃপায় সওদাগর ও শিশু দুটি প্রাণে বেঁচে গেলেন। কিছুদিন পর জাহাজটি তাঁদের মিরাকিউজ বন্দরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

দেশে ফিরে দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্ত্রী ও শিশু দুটিকে সন্ধান করে চললেন সওদাগর। কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীর জনারণ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে তারা, সে খোঁজ মিললো না। বড় এণ্টিফেলাস ও বড় ড্রোমিও এখন তরুণ যুবা। শিক্ষা দীক্ষা,

কাজে কর্মে দুজনেই বেশ নিপুণ হয়ে উঠেছে। ড্রোমিও এণ্টিফেলাস-এর সর্বক্ষণের সহচর, একাধারে সে ভৃত্য ও বন্ধু দুই-এর ভূমিকায় পালন করে। এরা দুজনে একদিন ঠিক করলো, ঈজিয়ান বৃদ্ধ হয়েছেন, এবার মা ও ভাইদের খোঁজার ভারটা তারাই নেবে। যে কথা সেই কাজ। বাড়ী ছেড়ে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লো দুজনে। তারপর বেশ কিছুদিন তাদের কোনও খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠিত ঈজিয়ান নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন পথে। এখানে এসে জানতে পারলেন সিরাকিউজের লোকেদের এফিয়াসে প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন।

ঈজিয়ানের গল্প শুনে দুঃখিত হলেন ডিউক। কিন্তু তাঁর কিছু করার নেই, আইন সবার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। তবু তিনি কৃপাপরবস হয়ে পনেরো দিন সময় দিলেন ঈজিয়ানকে। এর মধ্যেও যদি সে মুক্তিপণের টাকাটার ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে ভাল, নাহলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে তাকে।

সওদাগর ঈজিয়ানের গল্পের না জানা দিকটার দিকে এবার একটু আলোকসম্পাত করা যাক।

এমিলিয়া, ছোট এণ্টিফেলাস ও ছোট ড্রোমিওকে যে জাহাজটি তুলে নিয়েছিল, সেটি আসলে ছিল জলদস্যুদের জাহাজ। এফিয়াস বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েই জাহাজের ক্যাপ্টেন এমিলিয়াকে তাড়িয়ে দিল, আর একজন ধনী বণিকের কাছে বিক্রী করে দিল ছেলে দুটিকে। এই ধনী ব্যক্তিটি আবার বর্তমান ডিউকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। একদিন তার বাড়িতে ফুটফুটে শিশু দুটিকে দেখে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল ডিউকের। আত্মীয়ের কাছ থেকে তার কেনা দামের চেয়েও অনেক বেশী দাম দিয়ে কিনে নিলেন তাদের। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা রীতিমত জোয়ান মরদ হয়ে উঠলো। ডিউক তাদের শিক্ষা দীক্ষা ও যুদ্ধকার্যে নিপুণ করে, তুললেন। এণ্টিফেলাস ডিউকের সেনাদলে উচ্চপদে আসীন হয়ে অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। আর ড্রোমিও তার পাশে রইল সেবকের রূপে, ছায়ার মতই।

এফিয়াস নগরের এক ধনীর মেয়ে এণ্টিফেলাস-এর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অ্যাড্রিয়ানার বাবাও খুব ধুমধাম করে বিয়ে দিয়ে দিলেন দুজনের। মেয়েজামাই-এর থাকার জন্য একটা সুন্দর বাড়ীও করে দিলেন।

এত যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি, সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী সবকিছু পেয়েও পরিপূর্ণ সুখ উপভোগ করতে পারে না এণ্টিফেলাস। বারে বারেই নিজের মার কথা মনে পড়ে। কোথায় গেলেন তার দুঃখিনী মা!

নিয়তির বিধান এমনই বিচিত্র। একই শহরে একপ্রান্তে কারান্তরালে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ধুঁকছেন সওদাগর ঈজিয়ান, আর অন্যপ্রান্তে তারই পুত্র বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাচ্ছে। কেউ-ই কারো খবর জানে না।

এদিকে সবার অলক্ষ্যে ভাগ্যের চাকা একটু একটু করে ঘুরে চলেছে। এফিয়াস বন্দরে একদিন এসে ভিড়লো এক বিশালাতন জাহাজ। তা থেকে নামলেন বড়

এণ্টিফেলাস ও বড় ড্রোমিও। ছোট এণ্টিফেলাস-এর সঙ্গে বড় এণ্টিফেলাসের ও ছোট ড্রোমিওর সাথে বড় ড্রোমিও চেহারায় এতটুকু অমিল নেই কোথাও। এরা এসেছে মা ও দুজনের ভাইদের খুঁজতে খুঁজতে।

তাদের কপাল ভাল। জাহাজের সহৃদয় নাবিকরা তাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিল এফিরাস রাজ্যের নতুন নিয়মের কথা। তাই তারা নিজেদের সিরাফিউজবাসী পরিচয় গোপন করে অন্যদেশবাসী বলে জানালো। কাজেই জরিমানা বা জেলবাস কোনটাই তাদের সহ্য করতে হোল না।

বড় এণ্টিফেলাস বাইরে পা দিয়েই ড্রোমিওকে টাকাকড়ি দিয়ে হোটেলে ঘর ঠিক করতে পাঠালেন। ড্রোমিও খুবই করিৎকর্মা যুবক, সে অচিরেই সব ব্যবস্থা করে ফেললো। বড় এণ্টিফেলাস নগর দর্শনে বেরিয়েছিলেন এমন সময় পথে ছোট ড্রোমিওর সঙ্গে দেখা। সে তো তাকে বড় ড্রোমিও মনে করে হোটেলের ঘর এবং টাকাকড়ি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো। ছোট ড্রোমিওর তো চক্ষু ছানাবড়া, সে ভাবছে তার মনিব ছোট এণ্টিফেলাস এরকম উল্টো-পাল্টা বকছেন কেন? সে উল্টে মনিবকে জানালো, টাকাকড়ি বা হোটেল সম্বন্ধে সে কিছু জানে না, উপস্থিত গিন্নী ঠাকুরণের হুকুমে সে মনিবকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

—কে গিন্নী ঠাকরুন।

—কেন? আপনার স্ত্রী।

আকাশ থেকে পড়লো এণ্টিফেলাস। সে তো বিয়েই করেনি। হতচ্ছাড়া ড্রোমিওটার আজ হোলো কি? মনিবের সঙ্গে এরকম বদ রসিকতা করার সাহসই বা কি করে হোল তার?

মাথার ঠিক রাখতে পারলো না বড় এণ্টিফেলাস, ড্রোমিওকে দু-চারঘা বসিয়ে দিল সে।

মনিবানির কাছে গিয়ে সবিস্তারে সব জানালো ছোট ড্রোমিও। অ্যাড্রিয়ানা তো রেগে কাঁই। নিশ্চয়ই অন্য কোন মেয়ের ফাঁদে পড়েছে তার স্বামী, নইলে বাড়ীর আহ্বান উপেক্ষা করে। রাগে গস্‌গস্‌ করতে করতে ভৃত্যকে নিয়ে স্বামীর সন্ধানে চললো সে!

এদিকে হোটেলে ঘর ঠিক করে এসে বড় ড্রোমিও মনিবকে আবিষ্কার করলো। কিন্তু মনিবের ব্যবহার দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে। তার অমন বন্ধুর মত সদাশয় মনিবের সঙ্গে নাকি কি সব বদ্‌রসিকতা করেছে সে। হোটেল, টাকাকড়ি এসব অর্থ বুঝতেই পারিনি। এসব কথা তো তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। জাহাজঘাটা ছাড়ার পর এই তো প্রথম তার মনিবের সঙ্গে দেখা।

বিপদের ওপর বিপদ। অতর্কিতে সেই সারাইখানায় হাজির অ্যাড্রিয়ানা, সকলের সামনে বড় এণ্টিফেলাসকে স্বামী সম্বোধন করে যাচ্ছেতাই করে বললো সে। তারপর জোর করে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললো বাড়ীর দিকে। ভৃত্য অগত্যা মনিবের

পিছু নিলো।

বাড়ী এসে স্বামীর মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য প্রচুর খাদ্যপানীয়র ব্যবস্থা করলো অ্যাড্রিয়ানা। সে সব ঠিক আছে, কিন্তু তার স্বামী সম্বোধন আর তাদের সোহাগের প্রচেষ্টা বিব্রত, লজ্জিত করে তুললো বড় এণ্টিফেলাসকে। সে বেচারা জানে না যে বাড়ীতে সে এসেছে, এটা তার ছোট ভাই-এর বাড়ী। আর এই মহিলা তার ভাতৃবধূ। বড় ড্রোমিও এদিকে পড়েছে অনুরূপ সমস্যায়, এই বাড়ীর দাসীটি যেন সে ড্রোমিওর দীর্ঘদীনের প্রেমপাত্রী। এদিকে অ্যাড্রিয়ানার বোন লুসিয়ানার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে বড় এণ্টিফেলাস। কিন্তু সেদিকে একটু বেশীক্ষণ তাকায় সাধ্য কি? অ্যাড্রিয়ানার কড়া নজর এড়াতে পারলে তো?

অবশেষে একসময় ফাঁক বুজে ড্রোমিওকে নিয়ে সে বাড়ী থেকে চুপিসাড়ে কেটে পড়লো এণ্টিফেলাস।

রাস্তায় তার সঙ্গে এক স্বর্ণকারের সঙ্গে দেখা। সে নাকি তারই অর্ডার দেওয়া একটা মণিমুক্তাখচিত নেকলেস পৌঁছে দিতে এসেছে। কার নেকলেস? কে দিয়েছে অর্ডার। এণ্টিফেলাস তো তাজ্জব। স্বর্ণকারটিও মহা ব্যস্তবাগীশ লোক, দাম পরে নেবে জানিয়ে নেকলেসটি জোর করেই গছিয়ে দিয়ে গেল তাকে, কোন কথা কানেই নিল না।

গৃহকর্তা ছোট এণ্টিফেলাস এতক্ষণে কাজের চাপ মিটিয়ে বাড়ীর পথ ধরেছে। পথে তার ভৃত্যের সঙ্গে দেখা। কিন্তু নিজের বাড়ীতেই প্রবেশাধিকার পেলো না তারা। শুনলো গৃহিণী নাকি তখন গৃহকর্তাকে চা জলখাবারে আপ্যায়িত করছেন।

সে আবার কি কথা। গৃহকর্তা তো সে নিজেই। তাহলে গৃহিণী নিশ্চই তার অনুপস্থিতির সুযোগ অন্যপুরুষের সঙ্গে বিশ্রামালাপে ব্যস্ত।

মাথায় রক্ত উঠে গেল তার, এই সময় হঠাৎ স্বর্ণকারের সঙ্গে দেখা। বাড়ী ফিরেই সে বেচারী দেখে তার এক পাওনাদার এসে বসে আছে। তার টাকাটা আজ না মেটালেই নয়। তাই সে ফিরে এসেছে নেকলেসের টাকাটা নিতে। ছোট এণ্টিফেলাস তো শুনে আকাশ থেকে পড়লো। নেকলেসের অর্ডার সে দিয়েছিল সত্যি। কিন্তু গহনা হাতে না পেয়ে টাকা দেবে কেন? স্বর্ণকার বলছে সে নাকি নেকলেসটা তার হাতেই দিয়েছে খানিক আগে। আচ্ছা মিথ্যেবাদী তো?

কথায় কথা বাড়ে। কলহ হাতাহাতিতে পৌঁছাবার উপক্রম হতেই স্বর্ণকার চৌকিদারকে ডেকে তার নালিশ জানালে। চৌকিদার সব শুনে বললো এখনি তার সামনে টাকা মিটিয়ে দিলে সে এণ্টিফেলাসকে ছেড়ে দেবে।

মানসম্মান নিয়ে টানাটানি পড়েছে দেখে ছোট এণ্টিফেলাস ড্রোমিওকে বাড়ী থেকে টাকা আনতে পাঠালো।

এখন বাড়ী খালি। বড় এণ্টিফেলাস তার ভৃত্যকে নিয়ে কেটে পড়েছে। ড্রোমিওর মুখে স্বামী টাকার দরকারের কথা শুনে অ্যাড্রিয়ানা সঙ্গে সঙ্গেই টাকা বার করে দিল।

কিন্তু জট একবার পাকালে কি আর সহজে খোলে। টাকা নিয়ে ড্রোমিও পড়লো বড় এণ্টিফেলাসের সামনে। তাকেই নিজের মনিব মনে করে তার হাতেই টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে চলে গেল সে।

প্রমাদ গুণলো বড় এণ্টিফেলাস। এ কেমন দেশ রে বাবা! না চাইতেই টাকা, গয়না দিয়ে দেয়। জোর করে অপরিচিত লোককে স্বামী সম্বোধন করে বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাতির যত্ন করে সুন্দরী মহিলারা; এ কোনও মায়াবিনীর দেশ নয়তো? মানে মানে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়াই মঙ্গল। সে তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে জাহাজঘাটায় যাবার জন্য ছুটলো।

এদিকে টাকা পাঠাতে অ্যাড্রিয়ানার দেরী দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে ছোট এণ্টিফেলাস। চৌকিদারকে রাজী করিয়ে তাকে নিয়ে বাড়ী এসে তার হাতে টাকাটা দিয়ে নিষ্কৃতি পেল সে। চৌকিদার চলে গেল, কিন্তু অ্যাড্রিয়ানার ওপর মারমুখী হয়ে উঠলো এণ্টিফেলাস। স্ত্রীর ওপর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে তার।

স্বামীর রকম সকম দেখে ভয় পেয়ে গেল অ্যাড্রিয়ানা। কি সব উল্টো পাল্টা বকছে মানুষটা, মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? পরপুরুষে আসক্ত আবার সে কবে হোল? আর টাকাও তো চাওয়ামাত্র দিয়ে দিয়েছিল ড্রোমিওকে। স্বামীর চিকিৎসা দরকার মনে করে চাকরদের সাহায্যে জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখলো তাকে। আর একজন বিখ্যাত ওঝাকে ডাকলো তার চিকিৎসা করার জন্য। নিজে ছুটলেন স্বর্ণকারের বাড়ীতে ব্যাপারটা সকর্ণে শুনতে।

পথিমধ্যে একটি দৃশ্য দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না অ্যাড্রিয়ানা। তাঁর স্বামী, যাকে সে এইমাত্র ঘরে বন্ধ করে রেখে এসেছে, সে কি করে এরই মধ্যে ছাড়া পেয়ে জাহাজঘাটার রাস্তায় চলেছে? গাড়ী থেকে নেমে পড়ে স্বামীকে পাকড়াও করলো অ্যাড্রিয়ানা। বিপদ বুঝে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে সামনের গির্জার ভিতরে পালিয়ে গেল এণ্টিফেলাস। দ্বিতীয়বার ঐ মায়াবিনীর খপ্পরে পড়তে রাজী নয় সে।

অ্যাড্রিয়ানা পড়ে গেল মহা বিপদে। গির্জার দরজায় গিয়ে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করলো সে। কিন্তু সেখানকার পাদ্রী বললেন, শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়াই তাঁর ধর্ম। গির্জায় কেউ আশ্রয় নিলে তাকে জোর করে বার করে দিত পারবেন না তিনি। অগত্যা অ্যাড্রিয়ানা গেল ডিউকের কাছে দরবার করতে।

এদিকে পনেরো দিন অপেক্ষা করার পরও যখন সওদাগর ঈজিয়ান মুক্তিপণের ব্যবস্থা করতে পারলো না। তখন নিরুপায় হয়েই সেদিন ডিউক তাকে নিয়ে এসেছেন গির্জার কাছেই বধ্যভূমিতে। অ্যাড্রিয়ানা সেখানেই কাঁদতে কাঁদতে এসে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালো। ঠিক সেই সময় ছোট এণ্টিফেলাস কোন রকমে ওঝাদের হাত ছাড়িয়ে পাগলের মত মূর্তি নিয়ে ছুটে এসেছে ডিউকের কাছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। ডিউক তো পড়লেন মহাসমস্যায়। এণ্টিফেলাসকে তিনি নিজের ছেলের মতই ভালবাসেন। তার গুণের কদর করেন। অ্যাড্রিয়ানাও রূপে গুণে অনন্যা বলেই

জানেন। কার কথা বিশ্বাস করবেন? কার পক্ষে রায় দেবেন।

এদিকে তাকিয়ে মৃত্যু পথযাত্রী সওদাগর ঈজিয়ানের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঐ তো তার পুত্র এণ্টিফেলাস। ডিউককে সম্বোধন করে তিনি বললেন, আর তার মরতে ভয় নেই, কেন না মরার আগে প্রিয় পুত্রের মুখ তো দর্শন করতে পেরেছেন। ছোট এণ্টিফেলাস অবাক হয়ে গেল, এই বৃদ্ধ তাকেই পুত্র সম্বোধন করছেন? একে তো সে আগে কখনো দেখেই নি।

বাইরে গোলমাল শুনে ইতিমধ্যে বড় এণ্টিফেলাস গির্জা থেকে বেরিয়ে দেখতে এসেছে ব্যাপারটা কি। তাকে দেখে সমবেত মানুষরা তো হতভম্ব। এ কি যাদুর খেলা নাকি? দুটি মানুষ এরকম হুবহু একরকম দেখতে হয় কি করে? একমাত্র বৃদ্ধ সওদাগরই বুঝলেন আসল ব্যাপারটা কি। দীর্ঘদিন পরে দ্বিতীয় সন্তানটিকেও ফিরে পেয়েছেন তিনি।

এই গির্জা সংলগ্ন মঠেই এতকাল সন্ন্যাসিনীর বেশে দিন কাটাচ্ছিলেন ঈজিয়ানের স্ত্রী এমিলিয়া। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনিও দেখলেন এই আশ্চর্য দৃশ্য। এগিয়ে এলেন তিনি। নিজের স্ত্রীকে চিনতে পেরে আনন্দে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল বৃদ্ধের।

সব ভাল, যার শেষ ভাল। সব কুহেলীর অবসান হোল। এই স্বজন মিলনের দৃশ্যে সমবেত জনতা, এমনকি ডিউকের চোখেও জল এসে গেল। হারান মাণিক পেয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধা আনন্দসাগরে ভাসলেন। এমিলিয়া পুত্রবধু অ্যাড্রিয়ানাকেও টেনে নিলেন বুকে। দুই ড্রোমিও পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল যেন দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখছে।

পেরিক্লিস দ্য প্রিন্স অব্ টায়ার

পাহাড়ে ঘেরা সবুজ বনানীতে আচ্ছাদিত ছোট্ট রাজ্য এণ্টিওক। সে দেশের রাজা তাঁর কন্যার জন্য স্বয়ংবর সভা আহ্বান করেছেন। রাজকন্যা বিবাহের জন্য একটি শর্ত রেখেছে। তার একটি ধাঁধার উত্তর যে রাজপুত্র দিতে পারবে, তাকেই সে বরমাল্য অর্পণ করবে। না পারলে তাকে যেতে হবে ঘাতকের কবলে।

টায়ার রাজ্যের যুবরাজ পেরিক্লিসও এসেছেন রাজকন্যার অসামান্য রূপ লাবণ্যেণ কথা শুনে। তিনিও রাজকন্যার প্রাণিপ্রার্থী।

রাজকন্যার ধাঁধার উত্তরটি বুঝতে খুব একটা সময় লাগলো না ধীমান পেরিক্লিসের।

কিন্তু এই উত্তরের মধ্যে নিহতি আছে এণ্টিওক রাজপরিবারের এক দুরপনেয় কলঙ্কের কাহিনী। এটা বুঝতে পেরেই জবাব দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন তিনি।

তাঁর মুখ দেখে ব্যাপারটা অনুমান করলেন চতুর রাজা এণ্টিওকাস। বুঝলেন এই যুবকটির মুখ বন্ধ করতেই হবে। কৌশলে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেন তিনি।

পেরিক্লিসও বুঝতে পারলে গতিক সুবিধের নয়। রাতের অন্ধকারে সে মানে মানে পালিয়ে বাঁচলো। কিন্তু দেশে ফিরে তার মনে হোল, এণ্টিওকের রাজা হয়তো তাকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্য যুদ্ধই লাগিয়ে দেবেন। অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হবে টায়ারের প্রজারা। তাই, একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রী হ্যালিকেনাসের হাতে রাজ্যের কার্যভার অর্পণ করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

এইভাবে দেশে দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক সময় সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজডুবি হোল তার। প্রাণ নিয়ে কোনরকমে বাঁচলেও, মৃত পিতার দেওয়া একমাত্র তরোয়ালটি ছাড়া আর কোনও সম্পদই উদ্ধার করতে পারলেন না তিনি।

জাহাজডুবি হয়েছিল পেণ্টাপলিস রাজ্যের সীমানায়। সেখানকার জেলেদের বস্তীতেই আশ্রয় পেয়েছিলেন পেরিক্লিস।

একদিন পেণ্টাপলিস-এর রাজকন্যা থাইসার জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসবে নিজের অস্ত্রনৈপুণ্য ও চারুকলা দেখিয়ে পেরিক্লিস মুগ্ধ করে ফেললেন রাজা ও রাজকন্যাকে। রাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করলেন, পেরিক্লিস ছাড়া আর কাউকেই তিনি বিবাহ করবেন না।

পেরিক্লিসকে ডেকে পাঠিয়ে রাজা তার জীবনকাহিনী শুনলেন। টায়ারের রাজপরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী পেরিক্লিস, একথা জেনে তাকে জামাতারূপে বরণ করে নিতে দ্বিধা করলেন না।

মহা ধূমধাম সহকারে পেরিক্লিস ও থাইসারের বিবাহ সংঘটিত হোলো। এ দুটি যুবক-যুবতী যেন পরস্পরের জন্যই জন্ম নিয়েছিলেন। মধুর সুখে ও আনন্দে দিন কেটে যেতে লাগলো তাদের।

কিন্তু কিছুদিন পরে দেশের মাটির জন্য মন অস্থির হয়ে উঠলো পেরিক্লিসের। লোকমুখে তিনি শুনেছেন সেই পাপচারী রাজা এন্টিওকাস ও তার মেয়ের কিছুদিন আগেই বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। কাজেই দেশে ফেরার আর কোনও বাধা নেই।

এক শুভদিনে অন্তঃস্বত্তা স্ত্রী থাইসাকে নিয়ে এক বিশাল নৌবহরে যাত্রা করলেন পেরিক্লিস। পথের মাঝেই একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন থাইসা। সমুদ্রের ওপর জন্মেছে বলে পেরিক্লিস তার নাম দিলেন মেরিনা।

এর কয়েকদিন পরেই প্রচণ্ড বজ্রপাত সহ বৃষ্টি ও ঝড়ে দুর্গম হয়ে পড়লো তাদের যাত্রাপথ। এই ধকল সহ্য করতে না পেরে মারা গেলেন। অসুস্থা থাইসা। নাবিকদের অনুরোধ রাজা তার মৃতদেহটি সমুদ্রের জলেই ভাসিয়ে দিলেন। শোকে মূহ্যমান রাজা পেরিক্লিস এখন দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে নিয়ে কি করেন? টায়ার রাজ্যে পৌঁছতে এখনও অনেক দেরী। ততদিন একে বাঁচাবেন কি করে। ঝড়ের গতিবেগ জাহাজকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল প্রায়। ঝড় থামলে পেরিক্লিস খোঁজ নিয়ে জানলেন তাঁরা থার্সাস নগরের সীমানায় পৌঁছে গেছেন।

পেরিক্লিসের মনে পড়লো দেশে বিদেশের ঘুরে বেড়াবার সময় একবার তিনি এই নগরীতে এসেছিলেন। থার্সাস নগরীতে তখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। অনাহারে শুকিয়ে মারা যাচ্ছে আবাল বৃদ্ধ বণিতা। জাহাজ বোঝাই করে খাদ্যদ্রব্য এনে এই নগরীর খাদ্যভাব মিটিয়ে ছিলেন পেরিক্লিস। আর, সেই দেশের শাসনকর্তা ক্লিয়োনকে বেঁধে ছিলেন বন্ধুত্বের বন্ধনে।

আজ থার্সাস-এর নাম শুনেই ক্লিয়োনের কথা মনে পড়লো পেরিক্লিসের। স্থির করলেন তার কাছেই রেখে যাবেন কন্যাকে।

ক্লিয়োন ও তার স্ত্রী ডাইয়োজিনা কন্যাটিকে সাদরে বুকে তুলে নিলেন। ডাইয়োজিনা জানালেন নিজের কন্যাটির সঙ্গে সমান যত্ন ও আদর দিয়ে মানুষ করবেন মেরিনাকে।

এদিকে থাইসার অচেতন দেহ ভেসে চললো সমুদ্রের জলে। নাবিকরা অনভিজ্ঞতার কারণে তাঁকে মৃত ভেবেছিল, আসলে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধকলে মূর্চ্ছা হয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ জলের সংস্পর্শে থাকার ফলে আবার জ্ঞান ফিরে এলো তাঁর। সমুদ্রের তীরের জেলেরা তাঁকে দেখতে পেয়ে জল থেকে তুলে আনলো। প্রচুর সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুললো তাঁকে। তারপর একদিন এক বৃদ্ধ জেলে থাইসার কোটের পকেটে পাওয়া একটি কৌটো এনে তাঁকে দেখালো।

থাইসা সেটি খুলে দেখলেন তাতে একটি চিরকুট ও একটি বহুমূল্য আংটি রয়েছে। চিরকুটে লেখা আছে, রাজা পেরিক্লিসের রাণী থাইসার মৃতদেহ এটি। যদি কেউ এই মৃতদেহটি দেখতে পায়, তবে এই হীরের আংটিটি বিক্রয় করে সেই অর্থ দিয়ে যেন

রাণীর সৎকার করে।

আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ে গেল থাইসার। তিনি বললেন, এই আংটিটি বিয়ের রাতে আমার স্বামী আমাকে দিয়েছিলেন। আমরা সমুদ্রযাত্রা করেছিলাম মনে আছে। তারপর প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। আমার স্বামী ও কন্যাটি বেঁচে গিয়েছিলেন কিনা জানিনা। আমার আর কিছুই মনে নেই। আর কখনো হয়তো আমার স্বামী-সন্তানের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো না।

তারপর থাইসা জেলেদের ডেকে বললেন, তোমরা আমার প্রাণদাতা। আমি এখন কি করবো, তোমরাই বলে দাও!

জেলেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলো এই সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীকে জেলে বস্তিতে রাখা ঠিক নয়। কাছেই দেবী ডায়ানার মন্দির আছে। সেখানে সাধন ভজনের মাধ্যমে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে পারেন তিনি।

থাইসা সজল চোখে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেনে নিলেন তাঁর পূর্ণজন্মদাতাদের উপদেশ।

এদিকে থার্সাস নগরে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে মেরিনা। নৃত্য, গীত, অধ্যয়ন, তাঁত বোনা ইত্যাদি বিষয়ে অল্পদিনেই অসাধারণ হয়ে উঠলো সে। তার সমবয়সী ক্লোটনের কন্যা এতে তার ওপর খুবই ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লো। লোকের মুখে মুখে ফেরে মেরিনার গুণের কথা, তার কথা কেউ উল্লেখও করে না। মেয়ের দুঃখ মা ডায়েজিনার বুকে বাজলো। তিনিও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলেন মেরিনার ওপর। তারপর একদিন কয়েকজন দস্যুর হাতে তুলে দিলেন মেরিনাকে। কথা হোল, নির্জন সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে মেরিনাকে।

কিন্তু দস্যুরা রাণীর আদেশ পালন করার আগেই একদল জলদস্যু লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল তাকে।

জলদস্যুদের হাতে গিয়ে প্রাণে বাঁচলো মেরিনা, কিন্তু আরও চরম দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছিল মেরিনার জন্য। সুন্দরী মেরিনাকে মোটা টাকার বিনিময়ে এক পতিতালয়ে বিক্রী করে দিল জলদস্যুরা।

তাকে নিয়ে পতিতালয়ের মালিক পড়লো বিপদে। প্রাণের বিনিময়েও সতীত্ব বিসর্জন দিতে চায় না মেরিনা। কোনও পাপ কাজ তাকে দিয়ে হবে না। উল্টে সেখানকার খদ্দেরদের সে ধর্মপথে পরিচালনার করার চেষ্টা করতে লাগলো। ব্যবসা লাটে ওঠার উপক্রম। অবশেষে একজন দয়ালু রাজকর্মচারীর কৃপায় পতিতালয়ের প্রহরীকে টাকা দিয়ে বশ করে সেখান থেকে বেরিয়ে শহরে ভদ্রপাড়ায় ঘর নিয়ে মেয়েদের শিল্পকর্ম, গান ইত্যাদি শিখিয়ে সম্মানজনক জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে লাগলো মেরিনা।

এদিকে টায়ারে ফিরে দীর্ঘদিন পর রাজ্যশাসনের ভার হাতে তুলে নিয়েছেন পেরিক্লিস। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে দীর্ঘদিন কেটে যাবার পর তাঁর মনে হোল, এখন তো তাঁর কন্যাটি বড় হয়ে গেছে। তাকে দেখার, কাছে নিয়ে আসার জন্য আকুল হয়ে

উঠলো রাজার পিতৃহৃদয়।

কিন্তু থার্সাসে গিয়ে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনলেন তিনি। অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেছে তাঁর মেয়েটি। রাজা তার জন্য একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভও নির্মাণ করেছেন। সেই স্মৃতিফলকে শ্বেতপুষ্প সাজিয়ে দিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে জাহাজে ফিরে গেলেন পেরিক্লিস।

দীর্ঘ যাত্রাপথে রাজাকে স্থির স্তব্ধবাক হয়ে থাকতে দেখে তাঁর শরীর মনের সুস্থতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন তাঁর সহযাত্রীরা।

যাত্রাপথে তিনমাস কাটার পর জাহাজ মেরামতির জন্য রাজা পেরিক্লিসকে মিটিলেন বন্দরে থামতে হলো। মিটিলেন-এর শাসক লাইসিমেকাস পেরিক্লিস-এর আগমন সংবাদ পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাজার সহচরদের কাছে তিনি জানতে পারলেন, পেরিক্লিস এই তিনমাস প্রায় উপবাস করে আছেন, মৌনব্রত নিয়েছেন। স্ত্রী-কন্যা হারানোর দুঃখ তাঁকে পাষাণে পরিণত করে দিয়েছে।

লাইসিমেকাস জানালেন তাঁর চেনা এক তরুণী এই শহরেই বাস করে। মেয়েটি নৃত্যগীত ও কাব্যকলায় অত্যন্ত নিপুণা। তার কথার মধ্যে এমন মাধুর্য আছে, মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করবেই। দেখা যাক না, সে যদি রাজাকে কথা বলাতে পারে, না হলে এভাবে পাথর প্রতিমা হয়ে কতদিন বাঁচাবেন তিনি?

সকলের সম্মতিতে মেয়েটিকে আহ্বান করে আনা হোল। সে আর কেউ নয়, পেরিক্লিসেরই কন্যা মেরিনা।

মেরিনা ও তার একজন সহচরী রাজার কামরায় এলে, তার অনুরোধে আর সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

রাজার সামনে বসে মেরিনা তার মিষ্টি মধুর স্বরে বললেন—মহারাজ, আপনার দুঃখ আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারছি। কেননা আমিও আমার দুঃখ যন্ত্রণা বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছি। জাহাজ দুর্ঘটনায় আমার মা বাবা দুজনকেই হারিয়েছি। আমার কানে কানে যেন বিধাতা বলে দিচ্ছেন, আপনাকে কথা না বলিয়ে যেন আমি এখান থেকে না যাই।

পেরিক্লিস অস্ফুষ্ট স্বরে বললেন—আমার মতই দুর্ভাগা তুমি? তোমার মুখে যেন আমার স্ত্রীর মুখের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। সে-ও অনেকটা তোমার মতই দেখতে ছিল। কোথায় থাকো তুমি মা? কি নাম তোমার?

আমার জীবনের কাহিনী শুনলে আপনার হয়তো গল্প বলেই মনে হবে। আমার পরিচয় সবই বলবো আপনাকে। আমার নাম মেরিনা।

নামটি শুনেই সোজা হয়ে বসলেন রাজা।

—মেরিনা?

—হ্যাঁ! সমুদ্রে জন্ম হয়েছিল আমার, শুনেছি আমার পিতা তাই এ নাম দিয়েছিলেন। ধাই-মার কাছে শুনেছি, আমার জন্ম দিয়েই আমার মা মারা যান।

রাজা পেরিক্লিসের শরীরের সবকটি স্নায়ু সচকিত হয়ে উঠলো, একি স্বপ্ন! না

সত্য? তার মেয়ে মেরিনা তো কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত। তবে এ মেয়েটি কে?

মেরিনা বলে চললো।

—মার মৃত্যুর পর বাবা আমাকে থার্সাসে রেখে এসেছিলেন। তারপর রাজা ক্লিয়োনের পিশাচী স্ত্রী আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। সে আমাকে গুপ্তঘাতকদের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু তারা আমাকে হত্যা করার আগেই জলদস্যুরা আমাকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। তারপর এই শহরের পতিতালয়ে আমাকে বিক্রী করে দেয়।

মেরিনার কথা শুনে রাজার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে দেখে বিস্মিত হয় মেরিনা। সে কাতর স্বরে বলে—মহারাজ, আমি কি আপনাকে ব্যথা দিয়ে ফেলেছি? আমি রাজা পেরিক্লিসের মেয়ে, অকারণে কাউকে ব্যথা দেবার প্রবৃত্তি আমার রক্তে নেই। জানিনা, আমার পিতা আজ কোথায়, তিনি জীবিত আছেন কিনা?

রাজা পেরিক্লিস উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন—

—আমিই রাজা পেরিক্লিস, তুমি আমারই কন্যা মা। আমার একমাত্র সম্বল তুমি। সমুদ্রগামী জাহাজে তোমার জন্ম হয়েছিল। আমিই তোমার নাম রেখেছিলাম মেরিনা। শয়তান থার্সাস রাজ আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। বলেছিল তোমার মৃত্যু হয়েছে। আজ তোমাকে ফিরে পেলাম আবার সমুদ্রের বুকেই। আমাদের দুজনেরই পুনঃজন্ম হোলো আজ।

সমস্ত সহচর সভাসদদের ডেকে এই আনন্দ সংবাদ শোনালেন রাজা। খুশীর জোয়ার বয়ে গেল চারিদিকে।

এরপর কন্যাকে নিয়ে দেবী ডায়ানার মন্দিরে প্রণিপাত করতে গেলেন পেরিক্লিস। আর সেখানে পূজারিণীদের একজনের মুখ দেখে চমকে উঠলেন। এ যে তাঁরই প্রিয়তমা রাণীর মুখ। থাইসাও চিনেছিলেন রাজাকে। বিশেষতঃ রাজার অনামিকায় রাণীর বাবার দেওয়া আংটিটি যে তার বহুকালের চেনা। সংবাদ পেয়ে জেলেরা সেই কৌটোটি নিয়ে এলো, যাতে আছে রাজার নিজের হাতে লেখা চিঠি, আর বিয়ের রাতে প্রিয়তমাকে দেওয়া তাঁর আংটিটি।

নিয়তি এই তিনজনকে নিয়ে এতকাল যে নিষ্ঠুর খেলা খেলছিল, আজ এই শুভদিনে শুভ মুহূর্তে তার অবসান হলো। রাজা পেরিক্লিস পেলেন তাঁর হারানো সম্পদ, প্রাণ ধারণের কামনা।

দ্য টু জেণ্টেলম্যান অব্ ভেরোনা

ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর ভেরোনা। তরুছায়া দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত রাজপথে পদচারণা করতে করতে বাক্যালাপ করছেন দুই বন্ধু, ভেলোণ্টাইন আর প্রোটিয়াস। আবাল্যের সুহৃদ ভোলাণ্টাইন বিদেশে যাবার উদ্যোগ নিয়েছে জেনে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তরুণ প্রোটিয়াস। সেও সঙ্গে যেতে চায়। ভেলোণ্টাইন কিন্তু বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে নারাজ।

—তুমি বিদেশে যাবে কি প্রোটিয়াস? এই কাঁচা বয়সেই যে রকম প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছো, তাতে এই শহরে ছেড়ে এখন যাওয়া কি তোমার পক্ষে সম্ভব? নতুবা তোমায় সঙ্গী পেলে আমি তো খুব খুশীই হতাম। কত নতুন দেশ, নতুন মানুষ দেখতাম দু'জনে। নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরিণত হয়ে উঠতাম। কিন্তু এই শহরের একঘেঁয়ে, পুরানো আবেষ্টনীর মধ্যে নিজের যৌবনকে গণ্ডীবদ্ধ রেখে, কুয়োর ব্যাঙের মত জীবন কাটানোর বরাত তো তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছো ভাই। ঠিক আছে, তোমার যা ভাল লাগে তাই করো। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে সময় কাটাও। আমার সঙ্গী হওয়া তোমার অদৃষ্টে নেই। কথাটা মিথ্যে নয়। প্রিয়তমাকে ছেড়ে অর্থাৎ দিনান্তে একবার তার দর্শন পাওয়ার আশা ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়া সম্ভব নয় প্রোটিয়াসের। কথাটা হৃদয়ঙ্গম করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো সে।

—ঠিক আছে। তবে তুমি একাই যাও বন্ধু! তবে দেশে বিদেশে ভ্রমণের সময় যখনই কোন অত্যাশ্চর্য বস্তুর দর্শন পাবে, তখনই স্মরণ করো আমার কথা। তোমার চোখ দিয়েই আমি সে সব দেখবো। আর যদি কখনো কোথাও বিপদে পড়, আমাকে খবর দিও। আমি শপথ করছি, তোমার পরিত্রাতার ভূমিকায় অ তীর্ণ হবই হব।

—তোমার প্রেমের পবিত্র পুস্তক স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছো নাকি বন্ধু? সে বইটি তো হাল্কা প্রেমের গল্পের খনি। সেই যে, লিয়াণ্ডারের গল্পটা! যে নাকি প্রেমের পাখায় ভর দিয়ে বিশাল হেলসসন্ত উপসাগর পাড়ি দিয়েছিল? এরকমই সব গল্পের নামে শপথ নাকি?

—লিয়াণ্ডারের মত প্রেমিক হয় নাকি? প্রেমের অতলে মুক্তিস্নান করেছিল সে। বন্ধু, প্রেম কিন্তু সহজ ব্যাপার বা ছেলেখেলা নয়। কত অনুরোধ উপরোধের পরও হয়তো শুধু প্রেমাস্পদের ঘৃণাই পাওয়া যায়। মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের উত্তরে লাভ হয় ছলনা। বেদনার দীর্ঘ রজনীর পরে পাওয়া যায় আনন্দের ক্ষণিক চঞ্চল মুহূর্ত। কিন্তু যে প্রেম সহজেই লাভ করা যায়, তাতে কিন্তু কোনও উন্মাদনা নেই, আনন্দ নেই। সহস্র বাধা বিপত্তির মধ্যে থেকে ছিনিয়ে আনা প্রেমই প্রেমিকের কপালে বিজয় তিলক পরায়। তুমি অকারণে প্রেমকে দোষারোপ করছো। বুঝতে চেষ্টা করছো না, আমি

প্রেম নই, আসলে—

—তুমি প্রেম নও বটে। কিন্তু প্রেমই তো তোমার প্রভু। এ তো অস্বীকার করতে পারো না। তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তো নিয়ন্ত্রণ করছে তোমার প্রেম। এখানে বুদ্ধি বিবেচনার কোনও স্থান নেই। প্রেম নিজেই তো অন্ধ, নির্বোধ। এরকম নির্বোধ প্রভুর দ্বারা যে পরিচালিত হয় তাকে কি বুদ্ধিমান বলা উচিত?

—কিন্তু পণ্ডিতরা কি বলেছেন জানো। যেমন সুন্দর সুগন্ধী ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কীট, তেমনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষের মগজেই বাসা বাঁধে প্রেমের কীট।

—তা পণ্ডিতরা তো একথাও বলেছেন—অনেক ফুলের কুঁড়ি যেমন কীটদষ্ট হয়ে ফুল হয়ে উঠতে পারে না। অকালেই শুকিয়ে ঝড়ে পড়ে, তেমনি বুদ্ধিমান মানুষ অল্পবয়সে প্রেমে পড়লে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। স্থূলবুদ্ধি, অবিবেচক মানুষে পরিণত হয় সে। যৌবনের সতেজতা নষ্ট হয়ে যায় তার। ভবিষ্যৎ উন্নতির কোনও সম্ভাবনাই থাকে না।

সে যাই হোক, আমার এসব উপদেশ তোমার মাথায় ঢুকবে না। আমার জাহাজের ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। বিদায়।

ভেলেণ্টাইনের গমন পথের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলো প্রোটিয়াস।

—বন্ধু, আমরা দু'জনেই আদিতে এক। তুমি যশের কাঙাল, আর আমি প্রেমের ভিখারী। অর্থাৎ শুধু এইটুকুই, তুমি নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ে তোলার জন্য বন্ধু-বান্ধবদের সংস্রব ত্যাগ করছো, আর আমি জুলিয়ার প্রেমে একনিষ্ঠ হয়ে অন্যদের এড়িয়ে চলছি। তার জন্য আমি দেউলিয়া হয়ে গেছি, ভুলে গেছি বিদ্যাচর্চা। বিশ্ব সংসার আমার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে।

এমন সময় ভেলেণ্টাইনের ভৃত্য স্পীড হন্ত দন্ত হয়ে তার মনিবকে খুঁজতে এলো সেখানে। সে নাকি ভেড়ার মত খোঁজ করে বেড়াচ্ছে তার প্রভুকে।

প্রোটিয়াস ব্যঙ্গ করে বললো—

—রাখাল চলে গেলে ভেড়া তাকে খুঁজবেই।

—রেগে গেল স্পীড।

—এটা কিরকম কথা হোল কর্ত্তা। আমাকে ভেড়া আর আমার মনিবকে রাখাল বানিয়ে ছাড়লেন? আমি যদি ভেড়া হই, তবে আমার শিং কোথায়? লেজ কোথায়? আমার গায়ের লোম কোথায় দেখিয়ে দিন তো।

—ওসব দৃষ্টিগোচর না হলেও তুমি ভেড়াই। আর তোমার মনিব মেষপালক কিছু নয়।

—মানতে পারলাম না। মেষপালক ভেড়াকে খোঁজে, ভেড়া কখনো মেষপালককে খোঁজে না। আমার মনিব তো আর আমাকে খুঁজছেন না।

—খোঁজে বইকি। ক্ষিধে পেলে ভেড়াই তো মেষপালককে খোঁজে। কিন্তু দেখো, মেষপালকের ক্ষিধে পেলে সে কিন্তু ভেড়াকে খোঁজে না।

—ও, আর একটি প্রমাণ দাঁড় করিয়ে আমাকে পাকাপাকি ভেড়া বানিয়ে দিলেন তো?

—আচ্ছা, আর বলবো না। ভাল কথা, জুলিয়াকে আমার চিঠিটা দিয়েছিলে তো?

—হ্যাঁ, কর্ত্তা। তিনিও আপনার জন্যে একটা চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু চিঠিটি পৌঁছে দেবার জন্য কোন বকশিস তো দেননি।

—নগদ অর্থ তোমার কি কাজে লাগবে? তোমার চরে খাবার মত জমি থাকলে না হয় ব্যবস্থা করে দিতাম।

—ভালো হবে না বলছি কর্ত্তা। এরকম কথা বললে আমার কাছ থেকে আর কোনও কাজ পাবেন না। নিজের চিঠি আপনি নিজেই নিয়ে আসবেন এবার থেকে।

—আরে, চটছো কেন? আমি তোমাকে পারিশ্রমিক দিচ্ছি। এই নাও, নগদ এক পাউণ্ড।

একগাল হাসলো স্পীড মুদ্রাটি নিতে নিতে।

—আপনার কাজে কি কখনও গাফিলতি দেখিয়েছি? আপনিই বলুন? যখনই বলেছেন চিঠি নিয়ে দৌড়ে গেছি, আবার তার চিঠি এনে দিয়েছি আপনাকে। তবে তিনি খুব কঞ্জুস, একথা বলতেই হবে। কখনো কানাকড়িটিও ঠেকাননি। এই যদি তাঁর মনের ভাব হয়, আপনাকেও খুব একটা দয়া করবেন বলে মনে হয় না।

উচিত কথায় মুখ গোমড়া হোলো প্রোটিয়াসের। চিঠিটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে নিল স্পীডের হাত থেকে। বললো—

—আর বাজে বকতে হবে না, পালাও এখান থেকে। দেখগে তোমার মনিব বোধহয় এতক্ষণে জাহাজে উঠে পড়েছেন। তাকে কি করে ধরবে তাই ভাবো এখন। প্রোটিয়াস-এর প্রেমিকা জুলিয়া ও তার পরিচারিকা লুসেত্তাকে নিয়ে বাড়ীর সামনে বেড়াচ্ছে। লুসেত্তা পরিচারিকা হলেও জুলিয়ার প্রিয়সখী, পরামর্শ· ত্রীও বটে।

জুলিয়া বুঝে উঠতে পারছে না তার এখন প্রেম করা উচিত কিনা। করলেই বা যোগ্য পাত্রটি বাছবে কি করে?

লুসিত্তার অভিমত—প্রেম খুব পবিত্র জিনিষ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কারো সঙ্গে ঝুলে পড়ার আগে, অগ্রপশ্চাৎ ভেবে নেওয়া উচিত।

যেসব সুপুরুষ আমার কাছে আসেন, তাঁদের মধ্যে কার সঙ্গে প্রেম করা চলে বল্ তো। আচ্ছা, সুদর্শন স্যার এগ্রামা সম্বন্ধে কি মত তোর?

সুদর্শন তো তিনি বটেই, বীর যোদ্ধাও বটে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে ঠিক ঘর সংসার করা যায় না।

ধনকুবের মার্শিয়া?

ওনার তো নিজস্ব সত্ত্বা বলে কিছুই নেই। যে যা বলে তাতেই মাথা হেলান।

আর প্রোটিয়াস?

না, তাঁর সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করতে চাই না। তিনি তো নমস্য ব্যক্তি।

সে কি কথা? এত লোক থাকতে প্রোটিয়াস হঠাৎ নমস্য হতে গেলেন কেন?

সেকথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না দিদিমনি। তবে আমার মত একজন যুবতীরও সর্বগুণের আধার প্রোটিয়াসকে ভাল লেগেছে, সে কথা বলতে পারি। আমি বলি কি দিদিমনি, প্রোটিয়াসের চেয়ে ভাল পাত্র আর আপনি পাবেন না।

কিন্তু তিনি তো আমার মনে তেমন রেখাপাত করতে পারেন নি।

কিন্তু প্রোটিয়াস তো আপনাকে তাঁর মন প্রাণ সর্বস্ব অর্পণ করে দেউলিয়া হয়ে গেছেন দিদিমনি! এই দেখুন আপনাকে লেখা তাঁর চিঠি।

ওমা! এ চিঠি তুই কোত্থেকে পেলি?

—ভেলেণ্টাইনের চাকর স্পীড দিয়ে গেল এইমাত্র।

খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি লুসেত্তা। তুই এসবের মধ্যে ঘোঁট পাকাচ্ছিস? কে তোকে দূতীগিরি করতে বলেছে? তোর সাহস তো কম নয়? যা আমার চোখের সামনে থেকে। এ চিঠি তাকেই ফেরৎ দিয়ে আয়। যদি তা না পারিস, আমাকে আর মুখ দেখাস না কোনদিন।

লুসেত্তা বিদায় নিলে জুলিয়া ভাবলো, চিঠিটা না পড়ে ফেরৎ দিয়ে কাজটা বোধ হয় ভাল করলাম না। লুসেত্তাকে এত বকাবকি করে তাড়ালাম, আবার তাকে ডেকে চিঠিটা চাওয়াও যায় না। কিন্তু লুসেত্তা মেয়েটাই বা কেমন? প্রেম টেমের ব্যাপারে মেয়েদের তো একটু লজ্জা থাকবেই, ও তো চিঠিটা আমার সামনে মেলে রাখতে পারতো? এসব ব্যাপার না মানেই যে হ্যাঁ, এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও তার নেই?

আরে? ঐ তো লুসেত্তা যাচ্ছে, ওর হাত থেকে কি একটা পড়ে গেল না। দেখি তো?

জুলিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ধরলো লুসেত্তাকে—মাটি থেকে কি কুড়োলি রে?

—ওটা? ওটা একটা কবিতা, মানে গান। জুলিয়া জোর করে সেটি লুসেত্তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ছিঁড়ে দুটুকরো করে ফেললো। লুসেত্তা মনে মনে হাসলো,—চিঠিটা এমন করে ছিঁড়ে ফেললো, আচ্ছা আবার একটা চিঠি এনে আরো বেশি করে রাগিয়ে দিচ্ছি।

লুসেত্তা চলে গেলেই, কৌতূহল সম্বরণ করতে না পেরে চিঠির টুকরোগুলো কুড়িয়ে, পড়ার চেষ্টা করলো। একটি টুকরোয় লেখা আছে, 'মধুমিতা জুলিয়া, দয়ার আধার জুলিয়া'।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বললো জুলিয়া—আমি মোটেই দয়ার আধার নই প্রোটিয়াস। তোমার প্রেমকে পদদলিত করেছি আমি। আর একটি টুকরো কুড়িয়ে নিল জুলিয়া। তাতে লেখা "হতভাগ্য প্রোটিয়াস" কাগজের টুকরোটি চুম্বন করলো জুলিয়া, তারপর ছিন্নপত্রটি একসঙ্গে রেখে দিল। মনে মনে ভাবলো, এরা পরস্পরকে চুম্বন করুক সবার অলক্ষ্যে।

প্রোটিয়াসের পিতা এণ্টনিয়ো বাড়ীর বাগানে বেড়াতে বেড়াতে সূর্যাস্তের সৌন্দর্য

দেখছিলেন। বালক ভৃত্যটিকে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজ করছিলেন তিনি। কিন্তু তার দেখা নেই। মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন এণ্টনিয়ো।

এমন সময় ভৃত্যটি এসে অভিবাদন করে জানালো, মনিবের মঠবাসী ভ্রাতা তাকে এতক্ষণ কথাবার্তা বলে আটকে রেখেছিলেন।

—কেন? কি বলছিলেন তিনি।

—তিনি আপনাকে বলতে বলেছেন, আপনার পুত্রকে আপনি যেন ঘরে আটকে রেখে তার ভবিষ্যৎটা ক্ষতিগ্রস্ত না করে দেন। সবাই তো যুবক পুত্রকে, বিদ্যার্জন, যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদির জন্য ছেড়ে দেন। যাতে তারা তাদের মনোমত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। যুবক ছেলেকে এসব কিছু করতে না দিয়ে ঘরে আটকে রাখা মানে যৌবনকে গলা টিপে হত্যা করা।

—এসব কথা আমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল না। আমি জানি, ছেলের উন্নতির জন্য আমারও চিন্তা কম নয়। পরিশ্রমের দ্বারাই মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, জাগতিক সব ব্যাপারে যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথায় পাঠাবো তাকে, সে বিষয়ে আমার ভাই কি কিছু বলেছেন?

—আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনার ছেলের বন্ধু ভেলেন্টাইন সম্রাটের দরবারে গেছেন। তাঁকেও সেখানে পাঠালে ভাল হয়। সেখানে জ্ঞানী-গুণীদের সান্নিধ্যে থেকে অনেক কিছু শিখতে পাববেন, তাছাড়া অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিতে পারবেন, তাতে করে বিশিষ্ট সভাসদদের নজরে পড়ে যেতে পারেন। আগামীকালই এখান থেকে কিছু ভদ্রজন সম্রাটের দরবারে যাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে আপনি আপনার ছেলেকেও পাঠাতে পারেন।

এমন সময় জুলিয়ার লেখা চিঠি পড়তে প্রোটিয়াস এসে হাজির সেখানে। এণ্টিনিয়ো জিগ্যেস করলেন—কার চিঠি ওটা? সচকিত হয়ে প্রোটিয়াস চিঠিটা লুকোতে চেষ্টা করলো। মুখে বললো—

—আমার বন্ধু ভেলেণ্টাইনের।

—কি লিখেছে, দেখি?

—তেমন কিছু না। সম্রাটের দরবারে সে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে এইটুকুই। আর আমাকেও তার সৌভাগ্যের ভাগ নিতে বলেছে।

—তা, তুমি কি ঠিক করলে?

—আমি আপনাব অধীন, আপনি যা আদেশ করবেন তাই করবো।

শোনো, কালই এখানকার কয়েকজন ভদ্রলোক সম্রাটের দরবারে যাবার জন্য যাত্রা করবেন, আমার ইচ্ছে, তুমিও তাদের সঙ্গে যাও।

—কালই?

হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

—কিন্তু কালই কি করে হবে বাবা? কিছু গোছগাছ তো করতে হবে?

গোছাবার কিছু নেই। নিতান্ত দরকারী জিনিষগুলোই শুধু সঙ্গে যাবে। বাকি জিনিস আমি পরের জাহাজে পাঠিয়ে দেবো। মনে রেখো আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

প্রোটিয়াস পড়লেন মহা ফাঁপরে। আগুনের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে মরার উপক্রম। জুলিয়ার কথা গোপন করতে গিয়ে দ্বীপান্তরের হুকুম মাথা পেতে নিতে হলো। এখন শ্যাম রাখবে, না কুল রাখবে?

মিলান। ডিউকের প্রাসাদ

ভেলেণ্টাইন আজ স্পীডকে নিয়ে সবার আগেই দরবারে উপস্থিত হয়েছে। স্পীড ডিউকের মেয়ে সিলভিয়ার হাতের একজোড়া দস্তানা তার প্রভুর হাতে দিল। ভেলেণ্টাইন আবেগের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরলো সেটি। তারপর স্পীডকে বললো

—আমি যে সিলভিয়াকে ভালবাসি, একথা তুমি কি করে জানলে স্পীড?

ব্যাপার স্যাপার দেখে অনুমান করেছি। এখন তো প্রায়ই দেখি আপনার বন্ধু প্রোটিয়াসের মত হাত মোচড়ান। মুখে সবসময় প্রেমের গান। রোগগ্রস্ত বৃদ্ধের মত ধীরে ধীরে হাঁটেন। থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। পেট ভরে খাচ্ছেন না কিছুদিন ধরে। সত্যি বলতে কি, আপনি যেন আর আপনার মধ্যে নেই।

এমন সময় ডিউককন্যা সিলভিয়া দরবারে প্রবেশ করলো। বেলেণ্টাইন তাকে অভিবাদন জানিয়ে বললো—

—মহাশয়, আপনার নির্দেশে, আপনার সেই অনামা, অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধুকে চিঠি লিখেছি।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা। নামধাম না জানার ফলে খুব সংকোচের সঙ্গে চিঠিটা লিখতে হয়েছিল।

—আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখার চেষ্টা করছি। তবে মনে রাখবেন, নাম পরিচয় কিছুই ফাঁস করবো না কখনো। আর বারবার আপনাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

সিলভিয়া বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্পীড আপন মনেই বিড়বিড় করতে লাগলো—

—কত দুর্বোধ্য রসিকতাই যে রমণীরা জানে। আমার প্রভুর প্রেমপাত্রী নিজেই হাতে ধরে তাঁকে প্রেমপত্র লিখতে শেখাচ্ছে। আর প্রভু এমন আহাম্মক, নিজেই নিজেকে চিঠি লিখছেন, তাও বুঝতে পারছেন না।

প্রোটিয়াস এসেছেন মিলানে। প্রিয়বন্ধু ভেলেণ্টাইনের সঙ্গে মিলিত হয়েই লক্ষ্য করলেন, ভেলেণ্টাইন এতদিন প্রেমের বিপক্ষে কত শত যুক্তিই না দেখিয়েছে, প্রোটিয়াসকে উঠতে বসতে বিদ্রুপের শরে বিদ্ধ করেছে, এখন সে নিজেই ডিউককন্যা সিলভিয়ার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। নিজের প্রেমিকা জুলিয়ার কথা আজকাল খুব কমই মনে পড়ে প্রোটিয়াসের। যে জুলিয়ার সঙ্গে ভেরোনা ত্যাগের আগে অঙ্গুরীয় বিনিময়

করেছিল সে। বন্ধুর প্রেমিকা সিলভিয়া প্রথম সাক্ষাতেই তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলেছে।

ডিউকের প্রাসাদে অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে প্রোটিয়াস। জুলিয়া ও সিলভিয়া এই দু'টি নারী তাকে দুদিকে আকর্ষণ করে চলেছে। জুলিয়াকে মন থেকে মুছে ফেললে, তার ওপর ঘোরতর অবিচার করা হবে। আবার বন্ধু ভেলেণ্টাইনের প্রেমিকা সিলভিয়ার সঙ্গে প্রেম করতে যাওয়ার মানে বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। নিজের মনেই বলে চলে প্রোটিয়াস।

—হে প্রেমের দেবতা, আমাকে পথ দেখাও। আমাকে যদি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী কর, তবে সহজগ্রাহ্য কোন অজুহাতের কথা শিখিয়ে দিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা কর। জুলিয়াকে হারাতে হবে, হারাতে হবে বন্ধু ভেলেণ্টাইনকে। ভেলেণ্টাইনকে হারিয়ে পাবো আমার নিজস্ব সত্তাকে, আর জুলিয়াকে হারিয়ে পাবো রূপ সৌন্দর্যের রাণী সিলভিয়াকে।

জুলিয়া যে জীবিত, একথা ভুলে যাবো আমি। আজ থেকে আমার মনে তার কোনও স্থান থাকবে না। আজ থেকে ভেলেন্টাইনকে মনে করবো আমার চরম শত্রু। সিলভিয়াকে কাছে পাবার চেষ্টা করাই হবে আমার একমাত্র ব্রত।

ভেরোনায় দুই বন্ধু প্রোটিয়াস ও ভেলেণ্টাইনের বেশ কিছুদিন কেটে গেছে ইতিমধ্যে। দরবারে দুজনের বিদ্যা, বুদ্ধি ও শৌর্য প্রশংসিত হয়েছে। ডিউক দুজনকেই সুনজরে দেখেন। কেবল থুরিয়ো নামে সিলভিয়ার এক পাণিপ্রার্থী দুজনেরই পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিলভিয়াকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার পরিকল্পনা করলো ভেলেণ্টাইন। প্রাণের বন্ধু প্রোটিয়াসকে সেকথা না জানিয়ে পারলো না সে।

প্রোটিয়াস দেখলো, এই সুযোগ। ডিউককে এই পরিকল্পনাটা জানিয়ে দিলে তিনি ভেলেণ্টাইনকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে ঘৃণা করবেন। আর বাকি রইল সিলভিয়ার আর এক পাণিপ্রার্থী আহাম্মক থুরিয়ো। তাকেও ডিউকের বিষনজ... ফেলতে কতক্ষণ। তারপর সিলভিয়াকে পাবার পথে আর কোনও বাধা থাকার কথা নয়।

এদিকে ভেরোনায় জুলিয়া প্রোটিয়াসের বিরহে বিষণ্ন বদনে দিবসরজনী অতিবাহিত করছে। যাবার সময় কত না প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল প্রোটিয়াস। দূরে চলে গেলেও তার বুকের মধ্যেই থাকবে জুলিয়া। রোজ একটি করে চিঠি লিখবে তাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেল, না কোনও চিঠি, না কোন খবর। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে জুলিয়ার। সহচরী লুসেত্তার কাছে তাই পরামর্শ চাইল, সে নিজেই মিলানে যাবে কিনা প্রেমিকের খোঁজে।

লুসেত্তা কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত। মিলান তো আর একটুখানি পথ নয়, যে একাই একদৌড়ে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু জুলিয়া দৃঢ়সংকল্প, তার কথায়।

—পঙ্গুও তো দৃঢ় মনোবল সম্বল করে পর্বত অতিক্রম করতে সক্ষম হয় লুসেত্তা। আমার প্রেমকে সম্বল করে আমিও নির্বিঘ্নে দূরদেশ অতিক্রম করতে পারবো। তার

স্মৃতিই আমার দেহে জীবনীশক্তি জোগাবে। তুমি যদি নিজের জীবনে প্রেমের স্পর্শ পেতে, তবে অবশ্যই আমাকে প্রেরণা জোগাতে দ্বিধা করতে না।

আমিও চাই, আপনার প্রেমের প্রদীপ চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাক। কিন্তু সে আগুন যেন যুক্তির সীমা অতিক্রম করে সবকিছু পুড়িয়ে দগ্ধীভূত না করে দেয়।

—জানোই তো আগুনের শিখা বাধা পেলে দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে। নদীর জলধারা উত্তাল হয়ে পড়ে, পথে কোথাও বাধা পেলে। আর যদি তার সাবলীল গতি অব্যাহত থাকে, তবে সে মনের আনন্দে নেচে গেয়ে এগিয়ে চলে। তেমনি করে আমাকেও প্রেমের স্বাভাবিক গতিতে গা এলিয়ে দিতে দাও।

—কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

—পুরুষের বেশ ধারণ করে যাবো ভাবছি। নিতান্ত সাধারণ ভৃত্যের পোশাক। তাহলে পথচারীদের লালসাদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবো। অনর্থক কেউ কৌতূহলী হবে না আমার সম্বন্ধে।

ঠিক আছে। তবে আপনাকে যথাসম্ভব মুখটা ঢেকে নিতে হবে। আপনি যখন যাবেনই ঠিক করেছেন, বাধা দেব না। কিন্তু একথা মনে রাখবেন, প্রোটিয়াস আপনাকে দেখলে খুশী নাও হতে পারেন।

এ কখনো সম্ভব নয়। তাঁর অসংখ্য প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবার নয়। প্রোটিয়াসের সততার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁর জন্মক্ষণে গ্রহ নক্ষত্র খুবই শুভ ছিল। তাই তাঁর কথায় ও কাজে অমিল ঘটেনি কখনো।

পরদিন জাহাজে উঠলো জুলিয়া। তার যাবতীয় সম্পত্তি দেখাশোনা করার দায়িত্ব বর্তালো পরিচারিকা লুসেত্তার ওপর।

এদিকে মিলানে ডিউকের প্রাসাদে পূর্বপরিকল্পনা মতো ডিউকের সঙ্গে দেখা করে সব সংবাদ জানালো প্রোটিয়াস। জানালো, যদিও বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে, তবু ডিউকের কথা ভেবে একথা সে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, ডিউক সিলভিয়ার ইচ্ছের বিরুদ্ধে থুরিয়োর সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন বলেই আজ রাত্রে সে ভেলেন্টাইনের সঙ্গে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছে। থুরিয়োকে সে ঘৃণা করে, অথচ আপনার মুখের ওপর কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে এ রাস্তা বেছে নিয়েছে। এ বয়সে মেয়ের শোক সহ্য করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না মনে করেই আমি ভেলেন্টাইনকে সাহায্য করা থেকে বিরত থেকেছি। আর ভেলেণ্টাইনের ষড়যন্ত্রের কথা আপনার কাছে প্রকাশ করে দিতে এসেছি। ডিউক তো সব শুনে হতবাক।

—একি কথা বলছো প্রোটিয়াস। সিলভিয়া ও ভেলেন্টাইনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে একথা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। ভেবেছিলাম ভেলেন্টাইনকে দরবারে আসতে, বিশেষ করে আমার মেয়ের ধারে কাছে আসতে বারণ করে দেবো। এখন তোমার কথা শুনে নিঃসন্দেহ হলাম। আমি ভাবছি, সিলভিয়াকে একটা সুউচ্চ টাওয়ারে আটকে রেখে দেবো।

—কিন্তু আমি যে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দিয়েছি। সে বিষয়ে—

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আর কেউই আমাদের আলোচনার কথা জানতে পারবে না।

এমন সময় ভেলেন্টাইন সেখানে হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত। ডিউক তাকে বললেন—

—দেখো ভেলেন্টাইন, একটি কথা তোমাকে বলার সুযোগ হচ্ছে না। আমি স্যার থুরিয়োর সঙ্গে আমার মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ে দেবো ঠিক করেছি।

ভেলেন্টাইনের মুখ শুকিয়ে গেল, কিন্তু বাইরে কৃত্রিম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললো—

চমৎকার। রূপে গুণে স্যার থুরিয়ো যোগ্য পাত্রই বটে। তবে, আপনার মেয়ের মত নিয়েছেন কি?

—না, তা অবশ্য নিইনি এখনো। ব্যাপারটি ভাবার মতই বটে। আমার মেয়েটি যেমন উদ্ধত, তেমনি অহংকারী। আমার প্রতিও তার একটুও নজর নেই। ভেবেছিলাম শেষ বয়সে সে হয়তো আমার দেখাশোনা করবে, কিন্তু সে সম্ভাবনা নেই! তাই ভাবছি, তাকে বিয়ে দিয়ে আমি আবার বিয়ে করবো।

—আবার বিয়ে?

—হ্যাঁ, শোনো, সিলভিয়াকে অবশ্য আমি কোন যৌতুকও দেবো না। কিন্তু সেকথা থাক, আমার দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই।

—কিভাবে সাহায্য করতে পারি আমি?

—আসলে কি জানো, বুড়ো হয়েছি তো, প্রেমের রীতিনীতি সব ভুলে গেছি। একটি মেয়েকে মনে ধরছে, তাকে কিছু উপঢৌকনও পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন কি করা যায়?

সত্যিই আপনি প্রেমের রীতিনীতি ভুলে গেছেন! উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মানে হচ্ছে, যুবতী মেয়েরা অন্তরে যাকে পছন্দ করে, বাইরে কিন্তু তাকেই দারুন ঘৃণার ভাব দেখায়। সে যতই আপনাকে এড়িয়ে যেতে চাক না কেন, আপনি তাকে তোষামোদ করে যাবেন। তার রূপগুণের প্রশংসা করবেন। আমার মতে যে পুরুষের জিভ আছে অথচ মেয়েদের মন জয় করতে পারেনা, সে পুরুষজাতের কলঙ্ক।

কিন্তু তার নাগাল পাবো কি করে? তার ঘরটি এত উঁচুতে যে প্রাণের মায়া ত্যাগ না করলে তার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করা অসম্ভব! এ সব কাজ তো আর দিনের বেলা হয় না।

ল্যান্ডারের মত দড়ির মই ব্যবহার করলেই তো হয়। আমি আজই সন্ধ্যায় সেরকম মই এনে দেবো আপনাকে। সেটা ভাঁজ করলে এতটুকু হয়ে যায়। দিব্যি কোটের তলায় লুকিয়ে রাখতে পারবেন।

তাহলে তো তোমারটার মত লম্বা ঝুলের কোট চাই। দেখি, তোমার কোটটি একটু দাও তো।

ভেলেন্টাইন আর কি করে, কোটটি খুলে দিতেই হোল ডিউককে। ডিউক সেটি পরে দেখে নিলেন মাপসই হয়েছে কিনা। তারপর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কোটের পকেটে এতসব কি ঢুকিয়েছে ভেলেন্টাইন। এক পকেট থেকে বেরোলো একটি দড়ির মই ও অন্য পকেট থেকে একটি চিঠি।

—এ যে দেখছি সিলভিয়াকে লেখা চিঠি। এ চিঠি আমকে পড়তেই হবে। ডিউক পড়লেন "প্রাণের সিলিভিয়া, আজ রাতে আমি তোমাকে উদ্ধার করবোই।" আচ্ছা! এই ব্যাপার, পরিকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য দড়ির মইও সঙ্গে রেখেছো দেখছি। তুমি তো দেখছি দ্বিতীয় ভেরোনার পুত্র ফিটন। স্বর্গের রথ চালাতে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকেই ভস্ম করে দিতে চাইছো।

ভেলেন্টাইন নিজের স্বপক্ষে কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছে না, দারুন ভীত ও বিব্রত সে! রেগে ফেটে পড়লেন ডিউক।

—দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। পাঁজী, ছুঁচো কোথাকার! তোমার অপরাধের চেয়ে আমার ধৈর্য শতগুণ বেশি বলে তোমাকে শিরচ্ছেদের হুকুম দিলাম না। শুধু নির্বাসন দণ্ড দিলাম।

ভাগ্যহত ভেলেন্টাইন বিষণ্ণ মনে ভাবতে লাগলো, মৃত্যুদণ্ডও তো এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। সিলভিয়াকে না দেখে আমি থাকবো কি করে? তাকে চোখে দেখতে না পেলে পৃথিবীর সব আলোই তো আমার চোখে অর্থহীন মনে হবে। না, যে কোন মূল্যেই, যে প্রাণদণ্ডই হোক না কেন, আমাকে এখানেই থাকতে হবে।

এমন সময় প্রোটিয়াস তার ভৃত্যকে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। ভেলেন্টাইনকে দেখে চমকে উঠলে সে তারপর সামলে নিয়ে বললো—

—তোমার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে।

—কি দুঃসংবাদ? প্রিয়তমা সিলভিয়া কি আমাকে ত্যাগ করেছে?

—তার চেয়েও বেশী। ডিউক তোমার নির্বাসনদণ্ড ঘোষণা করেছেন।

—এ খবরটা আমি অনেক আগেই জেনেছি। আচ্ছা, আমার প্রিয়তমা কি এ খবরাটি জানে?

—হ্যাঁ, খবরটা শুনেই সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর পিতার কাছে তেমার হয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করলো কিন্তু ডিউক টললেন না। উল্টে মেয়েকে কারারুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। সে যাই হোক্ বন্ধু, তুমি আশা হারিও না, নির্বাসনে গেলেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে তুমি এখানকার খবর ঠিকই পাবে। চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। বেঁচে থাকার ইচ্ছেই নেই আর ভেলেন্টাইনের। তবু বাধ্য হয়েই প্রোটিয়াসের পিছু পিছু চললো সে।

ভেলেন্টাইনের নির্বাসনে আনন্দে আত্মহারা স্যার থুরিয়ো। তার পথের কাঁটা দূর হয়েছে। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে সিলভিয়া তাকে দেখলেই চটে লাল হয়ে যাচ্ছে। তার বিশ্বাস থুরিয়োই ষড়যন্ত্র করে ভেলেন্টাইনকে তাড়িয়েছে।

ডিউকও চিন্তায় পড়ে গেছেন। অনেক ভেবে তিনি প্রোটিয়াসকে অনুরোধ করলেন, সে যেন সিলভিয়ার কাছে ক্রমাগত ভেলেন্টাইনের নিন্দে আর থুরিয়োর প্রশংসা করে চলে, এতে হয়তো কাজ হবে।

নির্বাসিত প্রেমিক ভেলেন্টাইন মাঞ্চুয়ার জঙ্গলে পাতার কুটিরে তার দুঃখের দিনগুলো কাটাচ্ছে। তার ভৃত্য স্পীডও এসেছে মনিবের সঙ্গে। একদিন বনে ফল সংগ্রহ করতে গিয়ে একদল দস্যুর কবলে পড়লো তারা। ভেলেন্টাইন করজোড়ে বলল—

—দেখো ভাই, আমার কাছে সম্পদ বলতে কিছু নেই। আমাদের মারলে তোমাদের অস্ত্রের অপমানই শুধু হবে। এর আগে আমি মিলানে ছিলাম। ডিউকের রোষে পড়ে এই জীবন বেছে নিতে হয়েছে। পরনের এই জামা-কাপড়গুলো ছাড়া আর কোনও সম্বল নেই। ভেবেছি এখানে দু'চারদিন বিশ্রাম করে ভেরোনায় ফিরে যাবো।

দস্যুদের মধ্যে একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, দেখো ভাই, আমরাও কেউ জন্মসূত্রে ডাকাত নই। পরিস্থিতিই আমাদের এ পথে এনেছে। আমি নিজে ডিউকের আত্মীয়া ও উত্তরাধিকারিণীর কন্যাকে চুরি করার অপরাধে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছি। আর ঐ গাট্টাগোট্টা লোকটি হঠাৎ মাথা গরম করে একজনকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল। এখন একটা কথা বলি, যেহেতু আমরা সবাই একই দণ্ড ভোগ করছি, তবে আমরা সবাই একই পথে চলি না কেন? আমাদের চেয়ে তোমাকে অনেক বুদ্ধিমান ধীরস্থির, বাক্‌পটু বলে মনে হচ্ছে। তুমিই আমাদের নেতৃত্ব দাও না কেন? আর একটা কথাও বলে রাখা ভাল, আমাদের অনুরোধ না রাখলে তোমার বাঁচার আশা নেই।

একটু ভেবে নিল ভেলেন্টাইন।

—যদিও মরতে আমার ভয় নেই, তবু তোমাদের শর্তে আমি রাজি। আমরাও কয়েকটি শর্ত আছে, কোন অসহায় পথচারী বা নারীর গায়ে কেউ হাত দেবে না, একথা দিতে হবে আমায়।

—তোমার শর্তেও রাজি আমরা। আমরা নিজেরাও এ ধরনের কাজ পছন্দ করি না। এখন চলো, জাহাজঘাটায়। আমাদের নাবিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো তোমার।

মিলান। ডিউকের প্রাসাদ সংলগ্ন প্রান্তর। সিলভিয়ার ঘরের জানালাটি খোলা, বিকেল আর সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে প্রকৃতিতে চলছে আলো আঁধারির খেলা।

সিলভিয়ার ঘরের দিকে যেতে যেতে স্বগতোক্তি করছিল প্রোটিয়াস।

—বন্ধু ভেলেন্টাইনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এবার থুরিয়োর প্রতিও অবিচার করলাম। ডিউকের নির্দেশ মত সিলভিয়ার কাছে গেলাম বটে, কিন্তু তার কাছে শুধু নিজের প্রশংসাই করলাম। কিন্তু আমার প্রেম নিবেদন শুনে সে বারবার ধিক্কার দিল। ভেলেন্টাইন ও জুলিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ আনলো। আমাকে প্রেম ব্যবসায়ী বলতে দ্বিধা করেনি সে। সে যাই হোক, আমি স্প্যানিয়েল কুকুরের মতই একগুঁয়ে। আমি চেষ্টা ছাড়বো না।

এমন সময় থুরিয়ো গায়ক ও বাদকের দল নিয়ে এসে হাজির। সিলভিয়ার জানালার তলায় দাঁড়িয়ে গান বাজনা শুরু করলো তারা। জানালা খুলে বিরক্তি প্রকাশ করলো সিলভিয়া। প্রোটিয়াসকে দেখে আরও ক্রুদ্ধ হোলো সিলভিয়া। তাকে বাড়ী গিয়ে প্রথম প্রেমিকা জুলিয়ার ধ্যান করতে উপদেশ ছিল। প্রোটিয়াস কাতর কণ্ঠে বললো—আমাকে এভাবে পীড়া না দিলেই কি চলতো না প্রিয়তমা! আমর সেই প্রেমিকা তো আর বেঁচে নেই।

এমন সময় জুলিয়া গুটি গুটি পায়ে সিলভিয়ার কাছে এসে দাঁড়ালো। জুলিয়া প্রোটিয়াসের চোখের আড়ালে, সেদিন সকালেই প্রোটিয়াসের খোঁজ করতে করতে ডিউকের প্রাসাদে এসে পৌঁচেছে জুলিয়া। তার পরিচয় পেয়ে সিলভিয়া তাকে নিজের কাছে রেখেছে, প্রোটিয়াসের স্বরূপটা নিজের চোখে দেখার জন্য।

প্রোটিয়াসের কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলো সিলভিয়া।

—মোটেই না। আপনার প্রেমিকা দিব্যি বহাল তবিয়তেই আছে। আর যদি ধরে নিই তার মৃত্যু হয়েছে, তবুও আমার প্রেমিক ভেলেন্টাইন তো বেঁছে আছেন। আপনি কোন সাহসে আমাকে প্রেম নিবেদন করছেন?

—আমি এরকম কথাও শুনেছি, আমার বন্ধু ভেলেন্টাইনেরও মৃত্যু হয়েছে।

—তাহলে তো এবার আপনি বলবেন, আমিও মারা গেছি!

—প্রিয়তমা, তাই যদি হয় তবে কবর খুঁড়ে তোমার প্রেমকে তুলে আনবো আমি। তুমি যদি আমার ওপর সত্যিই নির্দয় হও, তবে তোমার একখানা ছবি অন্ততঃ আমায় দাও। সেই ছবিটিকে ভালবেসেই আমি তৃপ্ত থাকবো।

একথা শুনে জুলিয়ার হৃদয় নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। সিলভিয়া বিরক্ত মুখে জবাব দিল—কাল সকালে এসে নিয়ে যাবেন, এখন আর বিরক্ত করবেন না।

এদিকে সিলভিয়া খোঁজ খবর করে জানতে পারলেন তার প্রেমিক ভেলেন্টাইন মাঞ্চুরায় জঙ্গলে আছে। বিশ্বস্ত কর্মী, এগ্লাম্যারকে অনেক কাকুতি মিনতি করে প্রেমিককে খুঁজতে যাওয়ার সঙ্গী হতে রাজি করালো তাকে। রাত্রির অন্ধকারে এগ্লামারকে সঙ্গে নিয়ে ডিউকের প্রাসাদ ছেড়ে যাবার পরিকল্পনা করলো সিলভিয়া।

একদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে প্রোটিয়াস দেখলেন একটি কিশোর ডিউকের দরজায় হেলান দিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কিশোরটি আর কেউ নয়, কিশোরবেশী প্রোটিয়াসের প্রেমিকা জুলিয়া। ছেলেটিকে দেখে কেমন মায়া হোল প্রোটিয়াসের। জিজ্ঞেস করে জানলো, ছেলেটির নাম সেবাস্তান, কাজের খোঁজে মিলানে এসেছে সে। প্রোটিয়াস তাকে নিজের পার্শ্বচর নিযুক্ত করলো। তার কর্মতৎপরতা পরীক্ষা করার জন্য আঙুল থেকে একটি আংটি খুলে তাকে দিয়ে বললো—

—ডিউকের প্রাসাদের সর্বশেষে ঘরে ডিউককন্যা সিলভিয়া থাকে। আমার এই আংটিটি তাকে দিয়ে আসতে পারবে? আমার আগের প্রেমিকা এটা আমাকে দিয়েছিল।

—আগের প্রেমিকা? এখন কি আর তার প্রতি আপনার ভালবাসা নেই? তাঁর কি

মৃত্যু হয়েছে?

—কি জানি, হয়তো বেঁচেই আছে, মারা যাওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

—এ কিরকম কথা? হয়তো বেঁচেও আছে, আবার মারা যেতেও পারে। এমন লোকের সঙ্গে কারো প্রেম হতে পারে ভাবা যায় না। আপনার প্রেমিকা হয়তো আপনার জন্য কত চোখের জল ফেলছেন। এমনি করেই কি ভালবাসাকে অশ্রদ্ধা করতে হয়?

—তুমি চুপ করো তো, অকালপক্ক ছোকরা! প্রেমের তুমি কি জানো? জ্ঞান না দিয়ে কাজটা চুপি চুপি করে এসে তো। হ্যাঁ, আংটির সঙ্গে আমার এ চিঠিটাও দেবে।

কিশোরবেশী জুলিয়া মনে মনে ভাবলো—এরকম নির্মম নিষ্ঠুর লোকের প্রতি আমার যেটুকু অনুরাগ ছিল, তা-ও আজ নিঃশেষ হয়ে গেল। যে আংটিটি আমি একদিন সাদরে তার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলাম, যার সঙ্গে মিশে ছিল কত না আশা, বিশ্বাস, ভালবাসা, সেটি সে কেমন অক্লেশে অন্য মেয়েকে দিয়ে দিচ্ছে।

জুলিয়া সিলভিয়াকে আংটিটি দিতেই সে চমকে উঠলো।

—সে কি কথা! আমি নিজেই তার মুখে বহুবার শুনেছি এ আংটিটি তার প্রেমিকা জুলিয়ার দেওয়া। সেটি তিনি অন্যজনকে দিয়ে দিচ্ছেন? ঈশ্বর এতবড় প্রবঞ্চনা কখনও ক্ষমা করবেন না।

—জুলিয়ার হয়ে আমি শতসহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। মেয়ে হয়ে অন্য একটি মেয়ের প্রতি এরকম মমত্ববোধ সচরাচর দেখা যায় না।

—তুমি কি জুলিয়াকে চেন?

—খুব ভালভাবেই চিনি। মানুষ যেমন নিজেকে চেনে, তেমনি ঘনিষ্ঠ ভাবেই চিনি। তাঁর ভাগ্যের কথা ভাবলে আমার বুক ফেটে কান্না আসে। দীর্ঘশ্বাস ফেললো সিলিভিয়া।

—তাঁব দুঃখে আমারও চোখের জল বাঁধা মানছে না।

সিলভিয়ার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে জুলিয়া বুঝতে পারলো প্রোটিয়াসের পক্ষে সিলভিয়ার মন জয় করা সম্ভব নয়। সে রূপে অনন্যা, গুণে আদর্শস্থানীয়া। চরিত্রও সহজ-সরল-অকলঙ্ক। তার প্রেম পবিত্র। অননুকরণীয়।

মিলানের একটি সুপ্রাচীন মঠে প্রোটিয়াস ও এগ্ল্যামার আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত। এমন সময় থুরিয়ো সেখানে এসে উপস্থিত। খুব আগ্রহের সঙ্গে থুরিয়ো বললো—

—প্রোটিয়াস, সিলভিয়া আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেনি? কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেছে কি?

—তেমন কিছু নয়। আপনি কাছে গেলে হয়তো আবার রুদ্ররূপ ধারণ করতে পারে।

জুলিয়া কাছেই ছিল, সে স্বগতোক্তি করলো।

—কোন ঘৃণার পাত্রের প্রতি বলপূর্বক প্রেম জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রোটিয়াস

সান্ত্বনা দিলো থুরিয়োকে।

—আপনি তো আর কুৎসিত নন। মুখটি কালো ঠিকই কিন্তু কত কৃষ্ণাসুন্দরীর চোখই তো মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক্ করে।

—আমার আচরণ ও কথাবার্তা সম্বন্ধে কোন কথা হোল?

—তা হয়েছে। আপনার আচরণে নাকি তুলনা হয় না। তবে আপনার মুখে যুদ্ধের কথা নাকি মোটেই ভাল শোনায় না।

—যুদ্ধের কথা বাদ দিয়ে আমি না হয় শান্তি আর প্রেমের কথা বলবো। জুলিয়া মুখ বিকৃত করে মনে মনে বললো—তোমার মত কাপুরুষ যুদ্ধের কথা জানলে তো বলবে? তুমি আসলে ভদ্রলোকের ঘরে একটি মহামূর্খ হয়ে জন্মেছো। তোমার মত গাধার হাতে এত বিষয়সম্পত্তি টিকে আছে কি করে, তাই ভাবছি।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ডিউক উপস্থিত। তিনি খবর পেয়েছেন তাঁর মেয়ে ছদ্মবেশে মাঞ্চুয়ায় প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। তিনিও প্রোটিয়াস ও থুরিয়োকে নিয়ে সেখানে যেতে চান।

সবাই এক কথায় রাজী। ডিউক তাদের নিয়ে মাঞ্চুয়ায় বনাঞ্চলে প্রবেশ করলেন।

ইতিমধ্যে সিলভিয়া মাঞ্চুয়ায় ঢুকেই এগ্ল্যামার সহ দস্যুদের হাতে ধরা পড়েছে। দস্যুরা তাদের দলপতি ভেলেন্টাইনের কাছে নিয়ে গেল।

দস্যুদের আস্তানায় পৌঁছে গেল ডিউকের দল-ও। প্রোটিয়াস সিলভিয়াকে দেখতে পেয়েই তার কাছে গিয়ে বললো—

-আপনি আমাকে দুচোক্ষে দেখতে পারেন না জানি, কিন্তু আপনার প্রতি প্রেমের আকর্ষণই আমাকে এতদূর ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে।

প্রোটিয়াস লক্ষ্য করে নি। কাছেই কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল ভেলেন্টাইন। প্রোটিয়াসের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লো সে।

সিলভিয়ার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো। সে বললো—

—আমার মনের কথা কাকে বোঝাই। আমার মত দুঃখী আর কে আছে? আপনি এসে আমার দুঃখ যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিলেন।

জুলিয়া চোখ বুজে স্বগতোক্তি করলো।

সিলভিয়ার কাছে প্রেম নিবেদন করে সে আমাকে অনেক বেশী দুঃখী করে তুলেছে। আমার দুঃখের কথা বলার জায়গা নেই।

সিলভিয়া ঘৃণা ও ক্রোধে ঠোঁট বাঁকিয়ে প্রোটিয়াসকে বললো।

—আপনার মত বিশ্বাসঘাতক ও প্রবঞ্চকের হাতে পড়ার চেয়ে সিংহের হাতে পড়াও শ্রেয়। প্রিয়তম ভেলেন্টাইনকে আমার সর্বস্ব সঁপে দিয়েছি। আজ আমি রিক্ত।

প্রোটিয়াস যন্ত্রচালিতের মত হাঁটু মুড়ে বসলো সিলভিয়ার সামনে।

—প্রিয়তমে, আমার মর্মস্পর্শী কথাতেও যদি তোমার মন নরম না হয়, তবে আমি বীরের মত অস্ত্রের সাহায্যে তোমার প্রেম অধিকার করবো। জোর করে তোমাকে

ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজে বাধ্য করবো।

ভেলেন্টাইন আড়ালে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে ভাবলো—যে প্রোটিয়াসকে আমি অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বলে মনে করতাম, সে আমার সঙ্গে এমন প্রতারণা করলো, আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিল? আর থাকতে না পেরে আত্মপ্রকাশ করলো ভেলেন্টাইন। প্রোটিয়াস তাকে দেখেই বিস্ময়ে, লজ্জায় অধোবদন হোল, তার পর করজোড়ে বললো—

—বন্ধুর অপরাধ ক্ষমা কর ভেলেন্টাইন।

—বন্ধু? যে প্রোটিয়াসকে আমি নিজের হৃৎপিণ্ডের চেয়ে বেশি ভালবাসতাম, যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম, সেই আমার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আজ থেকে পৃথিবীতে আমার বন্ধু বলে কেউ রইল না। বিজ্ঞানীরা ঠিকই বলেন, অবিশ্বস্ত বন্ধুর মত শত্রু আর হয় না। আজ এ মূহূর্ত থেকে আমি বান্ধবশূন্য হোলাম।

—আমার অনুতাপে যদি তোমার হৃদয় গলাতে না পারে, তখন একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই করুণা চাইতে পারি।

এমন সময় বালকবেশী জুলিয়া একটি আংটি নিয়ে সিলভিয়াকে দিতে গেল, বললো—

—এটি আমার প্রভু আপনাকে দিতে বলেছিলেন।

আংটিটা দেখে চমকে উঠলো প্রোটিয়াস। এ আংটি তুমি কোথায় পেলে বালক? এটি তো আমি জুলিয়াকে দিয়েছিলাম।

—জুলিয়াই আমাকে দিয়েছে। জুলিয়াই এটি এখানে এনেছে।

—জুলিয়া? তা কি করে সম্ভব? তবে কি, তবে কি তুমিই! হ্যাঁ, তাইতো তুমিই তো আমার জুলিয়া।

—তোমার জুলিয়া?

—আমি ক্ষণিকের জন্য মোহগ্রস্ত হয়ে তোমাকে ভুলেছিলাম। তোমার ভালবাসা দিয়ে আমার আমার এ অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারো না? আজ আমার চোখ খুলে গেছে, কি আছে সিলভিয়ার যা তোমাতে নেই? পারবে না ক্ষমা করতে?

—প্রিয়তম প্রোটিয়াস।

এই মিলনদৃশ্য দেখে রাগ ভুলে আবার বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে প্রোটিয়াসকে বেঁধে ফেললো ভেলেন্টাইন।

থুরিয়ো হতাশ মনে কেটে পড়লো। ডিউক এদের প্রেমের গভীরতার কাছে নতি-স্বীকার করে সানন্দে কন্যা সিলভিয়াকে তুলে দিলেন ভেলেন্টাইনের হাতে।

অ্যাজ ইউ লাইক ইট

।। এক ।।

স্যার রোল্যাণ্ড দ্য বয়ের তিন ছেলের বড় অলিভার জ্যাক্স মেজো আর ছোট অরল্যাণ্ডো।

অলিভারের বাড়ির কাছে ফলের বাগানে বসে অরল্যাণ্ডো বৃদ্ধ ভৃত্য অ্যাডামকে বলল—আমার যতদূর মনে হয় বাবা আমার জন্যে সামান্য এক হাজার ক্রাউন রেখে গিয়েছিলেন। তোমার কথামত আমাকে ভালভাবে মানুষ করে তোলার ভার বড়দার ওপর ছিল। কিন্তু আমি বাড়িতে থেকে মুর্খ হয়েছি। মেজদাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠানোয় সে উন্নতি করেছে। আমি বাড়ীর কাজের লোকদের সঙ্গে খেতে পাই! আমাকে ভাই-এর মর্যাদা দেয় না। আমার স্বভাবের সমস্ত সৌন্দর্যকে অশিক্ষার মাধ্যমে মুছে দিতে চায়। আমি এই অবহেলা আর সহ্য করবো না।

অরল্যাণ্ডো বড়দাকে আসতে দেখে অ্যাডমকে বলে, তুমি লুকিয়ে পড়, বড়দা আসছে।

অলিভার এসে জিজ্ঞেস করে এই যে অরল্যাণ্ডো, তুমি এখানে কি করছ?

আমাকে কিছু করতে শেখানো হলে কিছু করতাম।

দূর হও তুমি আমার সামনে থেকে। কার সঙ্গে কথা বলছ জানো?

খুব জানি, আমার বড় ভাই-এর সঙ্গে। একই পিতার রক্ত আছে আমাদের শরীরে।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

অলিভার ভীষণ ক্ষেপে মারতে উদ্যত হলে অরল্যাণ্ডো বলে, চুপ কর দাদা, এ ব্যাপারে অনেক ছোট তুমি।

আমাকে মারবি না কিরে শয়তান?

শয়তান আমি নই। বড় ভাই বলে এখনও তোমার জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলিনি।

দুই ভাইকে মারামারিতে উদ্যত হতে দেখে অ্যাডাম এসে বলে এমন কাজ করবেন না আমার দুই মনিব। স্বর্গত পিতাকে মনে করে এক হয়ে যান।

অলিভার বলে, অরল্যাণ্ডো ছেড়ে দে বলছি।

আমার কথা শুনলে তবেই ছাড়বো। বাবার উইলের নির্দেশ মেনে তুমি কি করেছ মানুষ করতে আমাকে। বাবার নির্দেশে মতো না হয় আমাকে টাকা দিয়ে দাও। আমার ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে আমি মরে যাব।

অলিভার উপহাস করে বলে উইলে পেলে [illegible] পাতবে। তোমার দায়িত্ব আর আমার পক্ষে বওয়া সম্ভব নয়, উইলের কিছু অংশ [illegible]। ছাড় এবার।

এবার অ্যাডামকে বল তুইও ওর সঙ্গে বিদেয় হ বুড়ে। হারামজাদা।

চমৎকার পুরস্কার, অ্যাডাম হাসে। আমার পুরানো মনিবের মুখেও এরকম ভাষা কখনো শুনতে হয়নি। ঈশ্বর তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন।

অরল্যাণ্ডো ও অ্যাডাম চলে গেলে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর অলিভার মল্লযোদ্ধা মঁসিয়ে চার্লসকে ডেকে পাঠান। কিছুক্ষণ আগে তাঁর অনুচর ড্রেনিস বলেছিল মঁসিয়ে চার্লস আপনার দর্শনপ্রার্থী।

চার্লস এলে অলিভার জিজ্ঞাসা করেন তোমার নতুন রাজদরবারের সংবাদ কেমন?

চার্লস বললো, খবর একই। দাদাকে নির্বাসিত করে নতুন ডিউকরূপে প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছেন ডিউকের ছোট ভাই ফেড্রারিক। পুরানো ডিউকের মেয়ে, সিলিয়া ওকে অতিরিক্ত ভালবাসার দরুণ যেতে দেয়নি। আর্ডেনের জঙ্গলে পুরানো ডিউক রবিনহুডের মত বাস করছেন। অভিজাত বংশের বহু তরুণ ওখানে নিত্য ভিড় করে শোনা যায়।

আগামীকাল তুমি ওখানকার মল্লযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো নাকি?

অলিভারের প্রশ্নে চার্লস বলে, হ্যাঁ। ছোটকর্তা ছদ্মবেশে মল্লযুদ্ধে নামবে শুনতে পেয়ে আপনার সঙ্গে হৃদ্যতার দরুণ তাকে নামতে নিষেধ করতে এসেছি। সে যদি সত্যই মল্লযুদ্ধে নামে নিজের সুনাম বজায় রাখতে তাকে ঘায়েল করতেই হবে।

চার্লস, তুমি প্রকৃত সুহৃদ-এর মত কাজই করেছ। কিন্তু আমার গোঁয়ার ছোট ভাইটি, আমার বারণ শুনবে না। ওর ঘাড়টা মটকে দিলে আমি অখুশী হব না। কিন্তু সাবধান, সে যদি তোমায় সহজে হারিয়ে বাহাদুরী না করে তবে যেকোন কৌশলে খতম করার আগে তোমাকে ছাড়বে না।

ঠিক আছে, উচিত শিক্ষা দিয়ে তাকে অক্ষত দেহে ফিরতে দেবো না। আর কৃতকার্য হতে পারলে জীবনে আর লড়বো না।

বিদায় জানিয়ে চার্লস চলে যাবার পর অলিভার আপন মনে বলে, আমি ওকে সবচেয়ে ঘৃণার চোখে দেখি। অথচ সবাই ওকে ভীষণ ভালবাসে। লেখাপড়া না শিখেও ওর শিক্ষিত বিনয়ী ব্যবহার। আমিই সবার কাছে হেয় হই। আর বেশী দিন না, চার্লস কালই ওকে শেষ করে দেবে।

রোজালিণ্ডের অশান্ত মনে বারবার তাঁর নির্বাসিত পিতার কথা মনে পড়ে। দিদির বিষণ্ণভাব সিলিয়াকে পীড়িত করে। প্রাসাদের সামনের ময়দানে বেড়াতে বেড়াতে সিলিয়া বলে, আমার মত করে তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমার বদলে আমার ক্ষেত্রে এমন হলে আমি জ্যাঠামশাইকেই বাবার মত দেখতাম।

বেশ, এবার থেকে সব কথা ভুলে তোমার সঙ্গে হাসি খুশিতে মাতবো।

বাবার একমাত্র মেয়ে হবার জন্যে তুমি তো জানো বাবার মৃত্যুর পর এইসব আমি পাবো। সিলিয়া বলে, জ্যাঠামশাইয়ের সব কিছু আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব। শুধু তুমি এমন গোমড়ামুখে না থেকে একটু হাসো দিদি।

ঠিক আছে, প্রেমে পড়ার খেলা করে একটু মজা করলে কেমন হয়।

সিলিয়া তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুষ্টু হেসে বলে, মজা তো হবে, দেখো খেলা যেন সত্যি না হয়ে যায়।

তাও তো বটে। কি নিয়ে তবে খেলা যায়?

কথায় কথায় এরূপ ভাগ্যদেবীর কথা উঠলে সিলিয়া বলে, ভাগ্যদেবী সুন্দর নারীকে সাধ্বী করেন না। সাধ্বী নারীকে সুন্দরী করেন না।

সিলিয়ার কথা শুনে রোজালিণ্ড বলে, ভাগ্যদেবী কর্তৃত্ব করেন সাংসারিক বিষয়ে প্রকৃতিদেবীর প্রভাব দৈহিক সৌন্দর্যের ওপর।

বিদূষক টার্বষ্টোন এই সময় এসে বলল, সিলিয়া আপনার বাবা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

এই সময় আবার ফ্রিডারিকের সহচর লাবোকে আসতে দেখে রোজালিণ্ড বলল, খবরে মুখ ভর্তি করে নিয়ে এসেছেন।

লাবো সিলিয়াকে বলেন, রাজকন্যা এমন সুন্দর মল্লযুদ্ধ হয়ে গেল আর তোমরা দেখলে না। অবশ্য সবচেয়ে ভাল খেলাটা এখানেই হবে। আগে মজার খেলাটায় এক বুড়ো আর তিন জোয়ান ছেলেকে নিয়ে খেলতে এসেছিল। ডিউকের মল্লবীর মঁসিয়ে চার্লস বড়ছেলের সঙ্গে লড়ার সময় তার বুকের পাঁজর ভেঙে ফেলেছে, সে বাঁচবে না। ছোট দুই ছেলেরও একই দশা দেখে বুড়োর কি কান্না। অথচ শুনলাম পাঁজর ভাঙার দৃশ্যটা মেয়েদের কাছে রঙ্গ-কৌতুকের সৃষ্টি করেছে।

তুমি কি এ খেলা দেখবে?

সবাইকে আসতে দেখে সিলিয়া রোজালিণ্ডকে বলে, দেখেই যাই না দিদি।

ডিউক ফ্রেডারিক ওদের দুজনকে দেখে বলেন তোমরা এই মল্লযুদ্ধ না দেখলেই খুশী হবে। প্রতিদ্বন্দ্বীর বয়স খুব কম। যদি ওকে বারণ করতে পারতাম। এমন একরোখা যে কোনো কথা শুনতে চায় না।

ডিউক চলে গেলে সিলিয়া লাবোকে বলে, তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে একবার আমাদের কাছে ডেকে নিয়ে এসো।

লাবো-র ডাকে অরল্যাণ্ডো এলে রোজালিণ্ড বলে, তুমিই মল্লবীর চার্লসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে চাও?

আর পাঁচজন সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বীর মত শক্তি পরীক্ষা করবার আশায় আমি এসেছি।

যুবক তোমার এই হঠকারিতার পরিণাম জানো? সিলিয়া বলে, আমাদের অনুরোধ তুমি এ সংকল্প ত্যাগ করো।

অরল্যাণ্ডো বলে এটা হঠকারিতা আমি মানি। আপনাদের চোখ ও শুভ ইচ্ছা আমাকে অনুসরণ করুক। হারলে সবাই জানবে এক হতভাগা হেরেছে। আর যদি মরেই যাই, যে মরতে চেয়েছিল তার মৃত্যু হবে। এ দুনিয়ায় কেউ আমার জন্যে শোক করবে না।

রোজালিণ্ড বলে, আমার সামান্য শক্তিটুকু যদি তোমায় দিতে পারতাম?

সেই সঙ্গে আমারটাও, সিলিয়া বলে।

অরল্যাণ্ডো মল্লপ্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে গেলে ডিউক বলেন, তুমি শুধু একবার পড়ে যাওয়া পর্যন্ত খেলবে।

চার্লস বলে, একবার পড়লে সে দ্বিতীয়বার আর পড়তে পারবে না।

মল্লযুদ্ধ শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই দেখে তাদের চিন্তা মিথ্যা প্রমাণ করে তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বী চার্লকে কুপোকাৎ করে ফেলেছে।

ডিউক চিৎকার করে ওঠেন আর না।

আমি আমার সব ক্ষমতা এখনো প্রয়োগ করিনি, অরল্যাণ্ডো জানায়। প্রভু আর একবার—

কাহিল চার্লসকে ধরে তিনচারজনে নিয়ে চলে গেলে ডিউক, তরুণকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তুমি? কি নাম তোমার?

আমি রোল্যাণ্ড দ্য বয় এর ছোট ছেলে অরল্যাণ্ডো।

গম্ভীর মুখে ডিউক বলেন, তোমার বাবা সবার প্রিয় পাত্র থাকলেও, তিনি আজও আমার শত্রু। যাই হোক, বীর যুবক তোমার মঙ্গল হোক।

বাবার এমন করে বলাটা ঠিক নয়। সিলিয়া রোজালিণ্ডকে বলে।

সিলিয়া বা রোজালিণ্ড বীর যুবককে ধন্যবাদ জানাতে এসে সিলিয়া বলে, হে বীর যুবক, তোমার এই বীরত্বের জন্য তোমার প্রিয়তমা আমাদের চেয়েও বেশী। খুশী হবে।

রোজালিণ্ড নিজের গলার হার খুলে দিয়ে বলে, হে যুবক, আমার হয়ে তুমি এ-হার গলায় পর। এ ছাড়া তোমাকে উপহার দেবার মত আর কিছু আমার নেই।

আমি কি ধন্যবাদ দিতে পারি না। আরল্যাণ্ডো বলে আমার সংজ্ঞাগুলো মাটিতে পড়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু প্রাণহীন একটা কাঠের খুঁটি।

সিলিয়ার তাগিদ পেয়ে রোজালিণ্ড তরুণের মঙ্গল কামনা করে চলে যায়।

লাবো এসে আরল্যাণ্ডকে বলে, বীর যুবক, যদিও তুমি উচ্চ প্রশংসা আর ভালবাসার যোগ্য, কিন্তু ডিউক তোমাকে ভাল চোখে দেখেননি। আমার অনুরোধ তুমি আর এখানে থেকো না।

আচ্ছা এর মধ্যে ডিউকের মেয়ে কোনটি বলতে পারেন?

ছোটটি ডিউকের মেয়ে, আর অপরটি নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে, বর্তমান ডিউকের মেয়েকে সঙ্গ দিতে এখানে আছে। দুই বোন যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। ওর গুণের জন্য সবাই ওকে নিজের মেয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসে বলে ডিউক ইদানিং ভাইঝিটির ওপর অসন্তুষ্ট।

পথ চলতে চলতে আপন মনে অরল্যাণ্ডো ভাবে ধোঁয়ার হাত থেকে গিয়ে এবার ধূলার হাতে পড়ব। এখন দাদার কাছে যাবো। কিন্তু ঐ সুন্দরী রোজালিণ্ড?

এদিকে রাজপ্রাসাদে সিলিয়া রোজালিণ্ডকে বলে, অরল্যাণ্ডোর বাবা তোমার বাবাকে

ভালবাসত বলে তুমি ওকে ভালবাসবে? তোমার কথামত আমার বাবা অরল্যাণ্ডোর বাবাকে ঘৃণা করে বলে আমাকে তো ওকে ঘৃণা করতে হয়। অথচ আমি কিন্তু তা করি না।

সেই জন্যেই আমাকে ভালবাসতে দাও। আমার জন্যেই তাই তুমিও ওকে ভালবাসো।

এমন সময় ডিউক এসে বলেন, রোজালিণ্ড, তুমি অবিলম্বে প্রাসাদ ত্যাগ করো, যত তাড়াতাড়ি পার তত মঙ্গল। দশ দিনের মধ্যে তুমি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও।

ডিউকের আদেশে অপ্রস্তুত রোজালিণ্ড জিজ্ঞেস করে, কি অপরাধে আমাকে যেতে হবে এ জ্ঞানটা আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আমি কোনো অন্যায় ব্যবহার করিনি, বা অন্যায় চিন্তাও করি না আপনার সম্বন্ধে।

ক্রুদ্ধ ডিউক বলেন, বিশ্বাসঘাতকরাই মাত্র ওরকম কথা বলে, এই কথাই জেনে রাখো। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

কিসের ওপর ভিত্তি করে আপনি আমাকে এমন একটা আখ্যা দিচ্ছেন?

তুমি তোমার বাবার মেয়ে এই জন্যে।

তাঁর রাজত্ব কেড়ে নির্বাসিত করার সময়ও তো তাই-ই ছিলাম। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজদ্রোহ আসে না। তাছাড়া বাবা তো বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না।

সিলিয়া ডিউককে কিছু বলার আগেই ডিউক বলেন, তোমার জন্যেই ওকে রেখেছিলাম, না হলে এক সঙ্গে তাড়িয়ে দিতাম।

বাবা, আমি তো ওকে রাখার কথা বলিনি। সিলিয়া বলে আপনিই এ-কাজ করছেন। আমরা একই সঙ্গে ঘুমিয়েছি, খেলা-ধূলা করেছি, খেয়েছি, পড়েছি। তাই যদি হয় তবে আমিও বিশ্বাসঘাতক।

ও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ। ওর কাছে তুমি সবদিক থেকে হেরে যাবে। ও এখানে থাকলে সৌজন্যতা, নীরবতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারবে না।

সিলিয়া অনুনয় করে বলে, আমাকে অন্য আদেশ দেবেন না বাবা, ওকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না।

তুমি অর্বাচীন। রোজালিণ্ড আদেশ অমান্য করলে মৃত্যু অনিবার্য জেনে রেখো।

ডিউক প্রাসাদ কক্ষ ছেড়ে চলে যাবার পর সিলিয়া বলে, দিদি তুমি কোথায় যাবে? তুমি দুঃখ করো না। দেখো, বাবার মত ঠিক বদলে যাবে।

তা হবে না বোন।

আমরা দুজনে ভিন্ন নয়। বিধির বিধান আমরা কখনো আলাদা হবে না। বাবা উত্তরাধিকারী খুঁজে নিন। আমরা কোথায় যাবো ঠিক করো। তোমার সঙ্গ আমি ছাড়বো না। চলো, আমরা বরং জ্যাঠামণিকে খুঁজতে আরডেনের জঙ্গলে যাই।

শিউরে উঠে রোজালিণ্ড বলে, আমরা যে কুমারী মেয়ে। জানতো চোর ডাকাতদের

নজর টাকা কড়ির থেকে বেশী আমাদের ওপর।

ছেঁড়া ময়লা ভিখারীর পোষাকে গায়ের রং বিবর্ণ করে আমরা এগিয়ে যাব। চোর ডাকাতরা বুঝতে পারবে না।

কিছু ভেবে রোজালিণ্ড বলে, আমি লম্বা বলে পুরুষের বেশে কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে চোখে মুখে পুরুষালি ভাব ফুটিয়ে বার হলে ভালই হবে।

সিলিয়া নামের কথা বললে রোজালিণ্ড বলে, আমি গ্যানিমীড আর তুমি এলিয়েনা।

উৎসাহিত হয়ে সিলিয়া বলে, সেই ভাল, এসো এই বেলা গয়নাগুলো হাতিয়ে নিই। পালাবার পর খোঁজার চেষ্টার হাত থেকে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করি এসো।

।। দুই ।।

আরডনের জঙ্গলে নির্বাসিত ডিউক ও তাঁর সহচর লর্ড আমিয়েনস-এর কাছে বনবাসীর বেশধারী কিছু ভূস্বামী এসেছেন। ডিউক সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, প্রাসাদের মিথ্যে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের থেকে কত মধুর ও সুন্দর আমাদের এই জীবন। এখানে আমরা শুধু অ্যাডামের শাস্তিই ভোগ করছি। এখানে ঋতু পরিবর্তন রয়েছে। ঝোড়ো হাওয়া, কনকনে শীত এরা হচ্ছে উপদেষ্টা। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমি কে বুঝিয়ে দেয়। ধাবমান স্রোতস্বিনীর মাঝে খুঁজে পাই অমূল্য গ্রহরাজি। পাথরের টুকরোয় লেখা কত উপদেশ। কত মধুময় প্রতিষ্ঠা ধূলিকণা।

আমিয়েনস বলেন, মহান ডিউক আমার এই জীবনই ভাল লাগে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস মেনে শান্তিতে বসবাস করার মত জগতে আর কিছুই তো নেই।

ডিউক বলেন আমাদের হরিণ শিকারে যাবার সময় হলেও নির্দোষ শিশুগুলোকে হত্যা করতে মন চায় না।

একজন ভূস্বামী বলে, আপনার অনুগত জ্যাক্সও এই কথা বলে প্রভু। একটা ওক গাছের নীচে শুয়ে থাকার সময় আর্তনাদ করতে করতে একটা হরিণশিশু এলে সে কত দুঃখ প্রকাশ করলো। আমাদের অত্যাচারী, জবরদখলকারী বলল, কঠিন ভাষায় সমগ্র জগতে গ্রাম-শহর-রাজপ্রাসাদ আর আমাদের এই জীবনকে নিন্দা করল।

নির্বাসিত ডিউক বলেন, তোমরা তাকে ঐ অবকাশে ফেলে চলে এলে? আমাকে নিয়ে চলো। এই অবস্থায় আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো। জ্যাক্স বিপদগ্রস্ত অবস্থায়ই নানাবিধ ধ্যানধারণা ও মতামতে পূর্ণ হয়ে থাকে।

এদিকে বর্তমান ডিউক যখন শুনলেন রোজালিণ্ড আর সিলিয়াকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তখন প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন না। পরে রাগতভাবে তিনি বলেন, আমার রাজদরবারের মধ্যে কোন কোন শয়তান তাদেরকে কুপরামর্শ দিয়ে এই কাজে সাহায্য করেছে?

একজন লর্ড বলে, ভোরবেলায় ওদের শূন্য শয্যা দেখে সব জায়গায় খোঁজা হয়েছে। সেই বদমায়েস বিদূষকেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। রাজকুমারীর সহচরীও

বলেছিল, সেই তরুণ মল্লবীরও ওদের সঙ্গে থাকতে পারে। তাঁর বিষয়ে ওদের দুজনের আলোচনা সে নাকি শুনেছে।

এই মুহূর্তে লোক পাঠিয়ে সেই তরুণকে ধরে নিয়ে এসে।

অরল্যাণ্ডো ঘুরতে ঘুরতে অলিভার-এর বাড়ীর সামনে এলে অ্যাডামের সঙ্গে দেখা হল।

অ্যাডাম দুঃখ করে বলে, ঠিক কর্তারই মতো এত গুণ কেন তোমার হল ছোটবাবু! তোমার মল্লযুদ্ধ জয়ের কথা সবাই জানে। অলিভার আজ রাতে তোমার শোবার ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার মতলব করেছে। তুমি এ বাড়ীতে আর ঢুকো না।

তাহলে তোমার মতে, পথে পথে ভিক্ষা নাহলে ছিনতাই, রাহাজানি করে বদনাম নিয়ে বেঁচে থাকবো। এর চেয়ে বড় ভাই-এর আশা মিটতে দেওয়া ভাল।

না, ছোটবাবু তা হতে পারে না। কর্তার আমলে আমার সঞ্চিত পাচ'শ ক্রাউন নিয়ে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। তোমার সব কাজ করে দেবো, তুমি আমার বার্ধক্যের সান্ত্বনা হবে।

অরল্যাণ্ডো দুঃখ প্রকাশ করে বলে, পচে যাওয়া গাছে তুমি আর হাজার চেষ্টা করলেও ফুল ফোটাতে পারবে না।

হাসি কান্না চোখে অ্যাডাম বলে, সতেরো থেকে আজ আশী বছর বয়স পর্যন্ত আমি তোমাদের কাছে আছি। আমার সৌভাগ্য আমি প্রভুর কাছে ঋণ না রেখে শান্তিতে মরব। তুমি এগোও, আমি এক্ষুণি এসে তোমার পিছু নেব।

আরডেনের গভীর জঙ্গলে মধ্য দিয়ে রোজালিণ্ড, সিলিয়া আর টার্বষ্টোন ক্লান্ত পায়ে যেতে যেতে সিলিয়া অত্যাধিক ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লে টার্বষ্টোন রহস্য করে বলে তোমাকে সইতে পারলেও বইতে পারব না এলিয়েনা। তোমাকে বইলে কি আর আমার পকেট ভরবে। আমার পকেটে একটা কানাকড়িও নেই।

এই সময় পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে আড়াল থেকে লক্ষ্য করে দেখতে পায় এক বৃদ্ধ আর এক তরুণ সেদিকে আসছে।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি এমন করলে সেই মেয়েটা তোমাকে কিছুতেই ভালবাসবে না। যুবক বলে, তুমি তো জানো কোরিন, আমি ওকে কতটা ভালবাসি।

কোরিন বলে, আমিও একদিন ভালবেসেছিলাম বলেই কিছুটা বুঝি সিভিলিয়াস।

বুড়ো কোরিন তুমি সত্যি করে বল, তোমার প্রেম তোমাকে হাস্যস্পদ করবার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছে?

ধ্যেৎ! কাজের মধ্যে অত কি আর খেয়াল করতে পেরেছি।

রোজালিণ্ড এই সময় অপেক্ষা করে বলে ঐ যুবকের ক্ষতস্থান খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ আমারই ক্ষতস্থান খুঁজে পেলাম।

আমি মানে আমরাও পেলাম, টার্বষ্টোন সঙ্গে সঙ্গে বলে। আমি প্রেমে পড়ায় সময় একটা পাথরে মেরে তলোয়ারখানা ভেঙেছিলাম। তাকে এইটে নিতে বললাম। মনে

পড়ছে আমার জেন্স্মাইলের উপর নজর দিয়েছিল বলে তাকে লড়াইতে ডেকেছিলাম। মনে পড়ছে তার পোষাকে চম্বু দিয়েছিলাম। তার আঙ্গুলে লাগা সেই গোবরটুকুর কথাও মনে পড়ছে। আহাঃ ঐ হাতের আঙ্গুলে যে গরুর বাট টেনে দুধ দুয়েছিল। তারপর আরো মনে পড়ছে তার হাতে দুটি কলাইশুঁটি দিয়ে ছলছল চেখে বলেছিলাম এই দুটি দানা তুমি তোমার গলার মালায় গেঁথে পরো। আমাদের মতো যারা সত্যিকারের প্রেমিক তারা এমন এক একটা বিদঘুটে কাণ্ড করে বসি বই কি? মানুষ যেমন অমর নয় তেমনি মানুষ মাঝে মাঝে বোকামিও করে ফেলে বিশেষত সে যখন প্রেমে পড়ে।

রোজালিণ্ড—তোমার তত্ত্বকথা এখন রাখো তো।

টার্বষ্টোন—না আর তত্ত্বকথা বলবো না।

রোজালিণ্ড—কৃষকের মন এখন চঞ্চল, আমার মনও এখন তার মতন প্রায় হয়েছে।

টার্বষ্টোন—আমারও তাই, তবে আমার বেলায় ব্যাপারটা পচা, মামুলি গোছের।

সিলিয়া—একজন কেউ ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো না যদি পয়সা পায় তবে কিছু খাবার দাবার দিতে পারে কিনা। ক্ষিধে তেষ্টায় যে আমার প্রাণ প্রায় যায় যায়।

টার্বষ্টোন ডাকল—এই বোকারাম।

রোজালিণ্ড—সকলকে তুমি তোমার মতন মনে করো কেন? তুমি চুপ করো।

করিন—কে ডাকে?

রোজালিণ্ড—চুপ করো! শোনো এদিকে এসো বন্ধু। তোমায় আমরা নমস্কার জানাই।

করিন উত্তরে সবাইকে নমস্কার করিল।

রোজালিণ্ড—শোনো, মেষপালক সোনার বদলে বা স্নেহে কি এই মরুভূমির বুকে স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম করতে পাওয়া যাবে? তাহলে শীঘ্র করে তার ব্যবস্থা করো। আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত—খাদ্য ও জল নেই। তুমি কি দিতে পারো? এই বালিকা পথশ্রমে ক্লান্ত হযে পড়েছে। বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে এখনই।

করিন—এখানে দুঃখ পাই তবে তোমার কথা শুনে এই বালিকাটিকে দেখে খুবই কষ্ট লাগছে, মনে হচ্ছে আমার যদি টাকা থাকত তবে সব সম্পদ এই বালিকার কষ্ট দূর করবার জন্য ব্যয় করতাম। কিন্তু আমি দাস, পরের অধীনে মেষপালকের কাজ করি। মনিব খুবই রাগী। দয়া মমতা বা ধর্ম এগুলি তার কোষ্ঠীতে লেখেনি। তুচ্ছ দান করে যদি স্বর্গপ্রাপ্তি হয় তবে সে তাতেও রাজী নয়। তাছাড়া তার মেষপাল, তার বাড়ী শস্য যা কিছু সবই চারিদিকে আছে। বাড়ীতে প্রভু নাই। আহার্যও নাই। আছে গৃহ। যদি ইচ্ছা হয় সে গৃহে বাস করতে পারেন। পরিচর্যা অবশ্যই পাবেন। এগুলি সব বিক্রি হবে।

রোজালিণ্ড—কে ক্রেতা? কে তোমার প্রভুর সম্পত্তি কিনতে ইচ্ছুক?

করিন—এই মাত্র এখানে যে যুবকটিকে দেখলেন। প্রেমে প্রাণ ভরে গেছে, ব্যবসা-

বাণিজ্য ধন-সম্পত্তি এই সবে আর মন নেই।

রোজালিণ্ড—আমার কথা শোন। তুমি যদি মনে করো এই সম্পত্তি কিনলে কোন দোষ হবে না তবে তুমি কেন। কেনবার টাকা আমরা দেব।

সিলিয়া—তুমিও মাইনে পাবে যদি মেষ চরাও চাষবাস দেখাশোনা করো, তাহলে আমরা খুশী হবো। এই জায়গাটা ভাল লেগেছে, এইখানে ঘর বাঁধতে ইচ্ছে করছে, বসবাস করতেও ইচ্ছে করছে।

করিন—খুব ভাল কথা। আমার সাথে এসো। সব কিছুর বিবরণ দিচ্ছি দেখো যদি মনে হয় ভল হবে তাহলে পয়সা দিয়ে কেন। আমি ভৃত্য হিসাবে থাকবো, মনের আনন্দে মেষ চরাব, কৃষিকাজ করবো। এই জমি খুব উর্বর তাই তোমাদের পয়সা জলে যাবে না এই বলে সকলে মিলে প্রস্থান করল।

বনের অন্য অংশে অ্যামিয়েন্স, জ্যাক্‌স ও অন্য লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল।

অ্যামিয়েন্স গান ধরল

এই সবুজ শ্যামল বনের ছায়ায় কে থাকিতে চাও মোর সনে?

কে পাখির মধুর কল কুজনের সঙ্গে গলা মেলাতে চাও।

সবাই এই বিজনে এসো।

এখানে কোথাও কোন দুর্জন দুরন্ত রিপুর দেখা পাবে না।

এখানে শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া ঝড় আর শীতের কাঁপন।

জ্যাক্‌স বলল—গাও, গানটা আবার গাও।

অ্যামিয়েন্স—দুঃখে তোমার বুক ভারী হয়ে উঠেছে জাক্‌স?

জ্যাক্‌স—আমি তাই চাই। তোমার গানের মধ্যে থেকে আমি দুঃখ বের করে নিতে চাই। গাও গানটা আবার গাও।

অ্যামিয়েন্স—আমার গলা তো ভাল নয়, গান গেয়ে তোমায় খুশী করতে পারবো কিনা কে জানে।

জ্যাক্‌স—আমায় তুমি খুশী করবে আমি ত চাই না। আমি চাই তুমি গান গাও। নাও অন্তরা ধরো না! অস্থায়ী যেটা গাইবে গাও!

অ্যামিয়েন্স—যা তোমার খুশী বলতে পারো।

জ্যাক্‌স—না, অন্তরা বলো যাই বলো নামে কিছু আসে যায় না। তুমি গাইবে কি না?

অ্যামিয়েন্স—তুমি যখন বলছ গাইতে হবে, আমার ইচ্ছা থাক আর না থাক।

জ্যাক্‌স—কখনও যদি কাউকে ধন্যবাদ দিই তো তোমাকে দেব। তবে আমার কি মনে হয় জান, এই ধন্যবাদ দেওয়া এটা যেন দুই বানরে মুখ শোঁকাশুঁকি করা। আমায় কেউ ধন্যবাদ দিলে মনে হলো আমাকে কেউ ভিক্ষা দিল, আবার আমি কাউকে একটা ধন্যবাদ দিলাম মনে হলো আমি তাকে একটা পেনি ভিক্ষা দিলাম। এটা একজনকে দিলেই সে আবার পাল্টে ফেরৎ দেয়। নাও গান শুরু করো। যারা গান গাইবে না

তারা চুপ করে থাকো গোলমাল করো না।

অ্যামিয়েন্স—তাহলে গানটা শেষ করি। আপনারা এই গাছতলায় আসন পাতুন, ডিউক বাহাদুর এখানে এসে আহার করবেন। আজ সারাদিন তিনি তোমায় খুঁজেছেন জ্যাক্‌স।

জ্যাক্‌স বলল, আর আমি সারাদিন তাকে এড়িয়ে চলেছি। আমার মতো লোকের সঙ্গে কি তার পোষায়? তার চিন্তার চেয়ে আমার চিন্তা কিছু কম নয়। সেজন্য ভগবানকে প্রণাম জানাই। নাও গান শুরু করো।

এই গানটির প্রথম ছত্রটি সকলে মিলিয়া গাইতে লাগল।

কে চাও—সমস্ত বাসনা ত্যাগ করে শুধু মাথার সূর্যের কিরণ বিনে?

খাওয়া দাওয়ার কোন রুচি না রেখে যখন যা পাওয়া যাবে তা খুশী মনে খেতে পারবে কে? সবাই মিলে এই বনে এসো; এখানে কেউ খারাপ লোক খারাপ কোন রিপুর দেখা পাবে না। এখানে শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া শীতের কাঁপন আর শন্‌শনে ঝড়ের দেখা পাবে।

জ্যাক্‌স—তোমার এ গানের সঙ্গে মিলিয়ে আমি তোমাকে ক-ছত্র কবিতা উপহার দিতে পারি। আমি কালকে লিখেছি। এইটা আমার আবিষ্কার।

অ্যামিয়েন্স—তোমার সে ছত্রগুলো আমি সুরে সুর মিলিয়ে গাইব।

জ্যাক্‌স—ছত্রগুলো তোমায় বলছি শোনো। এমন যদি কখনও হয় যে মানুষ কখনও গাধা হয় তখন সে আরাম বিলাসে ভেসে গিয়ে নিজের খেয়াল মিটায়—সে আমার কাছে আসলে দেখবে তার মতো বোকা আরো অনেক আছে।

অ্যামিয়েন্স—তুম্ তা-না-না-টার মানে কি?

জ্যাক্‌স—ওটা সঙ্গীত শাস্ত্রের একটা মস্ত গোলমাল। যেখানে কথার গোলমাল ঘটে সেখানে এই কথাগুলি বলে একটু ঘোরপাক খাওয়া আর কি?

অ্যামিয়েন্স—খাবার দাবার সব তৈরী। আমি যাই গিয়ে দেখি ডিউক বাহাদুর কোথায় গেলেন। স্বতন্ত্রভাবে সবাই প্রস্থান করল।

বনের আর একদিক থেকে অরল্যাণ্ডো ও আদম প্রবেশ করল।

আদম—দাদা আর চলতে পারছি না। ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে। আমি এখানে জমি নিলাম। মনে হচ্ছে আর বাঁচব না। এইখানেই কবরের জমি নিলাম।

অরল্যাণ্ডো—আদম তোমার মন আর একটু দরাজ করো। আর একটু বেঁচে থাকো, মনকে চাঙ্গা করো। এ বনে যদি কোন হিংস্র পশুও পাই, আমি সত্যি করে বলছি হয় সে আমাকে খাবে নয় আমি তাকে তোমার ক্ষুধা মিটাবার জন্য বধ করবো। তোমার মনের জোর তোমার গায়ের জোরের চেয়ে অনেক বেশী আমার কথায় মনকে আবার চাঙ্গা করো। মরণকে দুহাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখো। আমি যাবো আর আসব। যদি তোমার আহার নিয়ে না আসি তখন তুমি মরো ভাই। যদি আমি আসবার আগে তুমি মরে যাও তাহলে আমি বুঝবো তুমি আমার সব পরিশ্রম মিথ্যে

ব্যঙ্গে ভরে দিয়ে চলে গেছ, বা এই যে তুমি চোখ চেয়েছো, তোমার হাসিমুখ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু না; এই কন্‌কনে বাতাসে তুমি পড়ে থাকবে? তা হবে না। তোমার একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই। এই মরুভূমিতে না খেতে পেয়ে তুমি প্রাণ দেবে তা কখনো হবে না। যা পাবো আমি তাই নিয়েই ফিরে আসব। মনকে চাঙ্গা রাখো আদম এই কথা বলে অরল্যাণ্ডো বেরিয়ে গেল।

বনের অন্য অংশে খাবারের টেবিল পাতা হয়েছে। নির্বাসিত ডিউক, অ্যামিয়েন্স ও অমাত্যদের ওখানে সমবেত হয়ে কথাবার্ত্তা বলতে দেখা গেল।

নির্বাসিত ডিউক—পশু, একেবারে পশু হয়ে গেছে। মানুষের মত কোন কিছুই দেখলাম না।

প্রথম অমাত্য—এখুনি এখান থেকে বিদায় নিয়েছে। হাসিমুখে গান শুনছিলেন।

নির্বাসিত ডিউক—যে, মানুষ নিজে কঠিন গদ্যের মতো নিরেট, তার হঠাৎ গানে রুচি হল আশ্চর্য। এইবার বুঝি সারা পৃথিবীতে প্রলয় ঘটবে। যাও গিয়ে দেখো তাকে কোথায় পাও। গিয়ে বলো আমি এখানে তার দর্শনপ্রার্থী।

প্রথম অমাত্য—ওই যে জ্যাক্‌স আসছে, আমার আর মিথ্যা পরিশ্রম করতে হলো না।

জ্যাক্‌স প্রবেশ করলে নির্বাসিত ডিউক বললেন—এসো বন্ধু বলো কি খবর। ভাগ্যের কি দোষে বন্ধুরা তোমার পথ চেয়ে থাকে। তোমার দেখা পায় না। একি, তোমার যে দেখছি হাসি মুখ।

জ্যাক্‌স বলল—বোকা বোকা। বনে এক নির্বোধ বোকাকে দেখলাম। দুঃখের পৃথিবীকে দেখলাম। সত্যি বলছি একটা বোকাকে দেখলাম মাটিতে পড়ে আছে। সূর্যকিরণকে নমস্কার করে ভাগ্যকে আহ্বান করে নানারকম কথা বলছে। সে কথা কখনো মিষ্টি কখনো রূঢ় এবং ছন্দে বাঁধা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মূর্খ ভাল আছ? সে বলল ভাল নাই—অবশ্য তখন থেকে যখন থেকে ভাগ্য বিমুখ হয়েছে আর সম্পদ দিচ্ছি না। সে তাকে বোকা বলতে বারণ করল। তারপর পোষাকের মধ্যে থেকে একটা ঘণ্টার কাঁটা বের করে উদাস নয়নে বলল, এখন দেখি দশটা বাজে। এর থেকেই পৃথিবীর গতি বোঝা যায়। এক ঘণ্টা আগে ঠিক নয়টা বেজেছিল। আর এক ঘণ্টা পরে এগারোটা বাজবে। এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাবে। জীবন ফুরিয়ে যাবে আমরা পড়ে পড়ে বাজে পচা জীবন কাটিয়ে দেবো যে সেসব কাহিনী লেখা হবে। কালের প্রবাহ নিয়ে তার এই সুগভীর তত্ত্ব শুনে আমি পাঁজর কাঁকিয়ে উঁচু আওয়াজে ভীষণভাবে হেসে উঠলাম। ভাবলাম খাসা বলেছে, এ সত্যি জ্ঞানী বোকা, সুখী বোকা, যোগ্য বোকা।

নির্বাসিত ডিউক বললেন—কে এই চালাক বোকা?

জ্যাক্‌স—যোগ্য বোকা। রাজার সভায় আগে বিদূষকের কাজ করে। সে আরও বলল, নারী যদি তরুণী রূপসী হয় তবে নারীঠিক বোঝে। অর্থাৎ এর মাথার ঘিলু

একেবারে শুকনো। কোথায় যাওয়ার শুরুতে মানুষ যে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যায় যাত্রাশেষে সেই খাদ্যের অংশ যেমন শুকনো অর্ধভুক্ত হয়ে পড়ে থাকে তেমন। এর রাজ অবিজ্ঞতা আছে। অতি এলোমেলোভাবে সেগুলি তার মাথায় বাসা বেঁধেছে। অনেক কথাই বলে কিন্তু কোনো কথারই দাম নাই। ভাবি যদি তার মতো হতাম ভাল হতো।

নির্বাসিত ডিউক বললেন—ইচ্ছা করলেই হতে পারো।

জ্যাক্‌স—সেটাই ভাল হবে। তাহলে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাও। বাতাস যেমন ইচ্ছেমত সবাইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে যায় তেমনি ইচ্ছামতো থাকে, যা বলবার ইচ্ছা হয় তা বলবো। এটাই তো বোকার কাজ যাকে যত বলব ততই সে উচ্চরোলে রসিকতা মনে করে হাসবে। তার কারণ রাজপথের মতো সোজা সরল। যাকে যত খারাপ কথা বলব যত তার দোষ ত্রুটি নিয়ে শ্লেষ করব সে সবকিছু সঠিকভাবে বুঝেও সবকিছু হেসে উড়িয়ে দেবে। কারণ নিজের দোষ ত্রুটি হাসির মধ্যে উড়িয়ে দিতে না পারলে সমানে নিজের মান ঠাঁটবাট ঠিকমতো বজায় থাকে না। বড় মানুষের বড়লোকেমি নিয়ে যদি হাসি, তামাশা করা যায় তবে সে ঠাট্টা সবার সেরা হয়। তুমি আমাকে অনুমতি দাও আমাকে এইরকম অবাধ স্বাধীনতা দাও। যাকে যা মন চায় বলি। কথার তীর মেরে যত মানুষের মনের বিষ সমাজরে কলঙ্ক দূর করি। পৃথিবীর আর কলঙ্ক থাকবে না সমাজের এই ব্যাধি কথার ওষুধে দূর হবে।

নির্বাসিত ডিউক—ছিঃ ছিঃ বুঝেছি তোমার মনের কি বাসনা।

জ্যাক্‌স—আমার বাসনা আমাকে বিদূষক পদে স্থান দিন। আমি এই পদের মর্যাদা রাখবো।

নির্বাসিত ডিউক—সবচেয়ে বড় পাপ হলো পাপকে ঘৃণা করা। একদিন তুমি ছিলে স্বেচ্ছাচারী, জীবনটাকে ইচ্ছেমত ভোগ করেছ। তুমি কামনা বাসনার দাস ছিলে। আজকে সেইরকম তোমার মুখের ভাষায় কোন লাগাম নেই কেবলই পরের নিন্দা করছ। পরের নিন্দা করে কুৎসা রটিয়ে কি এই সুন্দর আলোময় পৃথিবীটাকে কালো অন্ধকার করতে চাও?

জ্যাক্‌স দম্ভভরে গলা উঁচু করে বলল—কে এমন আছে যাকে আমি শ্লেষ করেছি? এই গ্লানিবোধের কথা এই শ্লেষযুক্ত কথা সাগরের জল যেমন দুই কূল ছুঁয়ে বয়ে যায় তেমন পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে ছুঁয়ে যাবে। যে নারীর কথায় কাজে সংযম নেই তাকে তার দোষ দিয়ে কথা বললেও সে কখনও রাগ করে এই কথার প্রতিবাদ করবে না। সে ভাববে তাকে না তার প্রতিবেশী কোনো মেয়েকেই আমি ইঙ্গিত করেছি। এতে কোন ভুল নেই। যদি কোনো পুরুষকে বলি সে কাপুরুষ ভীরু তবে এমন কি কেউ আছে যে সে এসে বলবে তাকেই আমি কাপুরুষ বলে ব্যঙ্গ করেছি। আমার নিন্দেমন্দ কারোর কোন ক্ষতি করবে না। যে খারাপ সে খারাপই থাকবে আর সে ভালো যে ভালই থাকবে। আমার কথায় তার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমার এই শ্লেষযুক্ত কথা পথে পথে, ঘরে ঘরে, দরজায় গিয়ে হানা দিয়ে যাবে

কিন্তু অনাত্মীয় অপরিচিত কোন ব্যক্তি যেমন দরজায় এসে দাঁড়ালে, দরজায় শব্দ করলে তাকে ঘরের লোক দরজা খুলে ঘরের মধ্যে স্থান দেয় না তেমনি আমার কথাও কেউ মনের মধ্যে স্থান দেবে না সবাই ফিরিয়ে দেবে। এই কথার মূল্য দেবে না।

ঐ কথা বলে অবাক হয়ে বলল—ওই লোকটি কে যে এদিকে এগিয়ে আসছে? খোলা তরবারি হাতে নিয়ে অরল্যাণ্ডো প্রবেশ করে বলল—দাঁড়াও, দাঁড়াও খাবার খেয়ো না।

জ্যাক্স রসিকতা করে বলল—কিছু মুখে দিই নাই বাবা।

অরল্যাণ্ডো বলল—কোনো খাবারই মুখে দেবে না।

জ্যাক্স—এতো দেখছি অতি অভদ্র ও বেয়াড়া।

নির্বাসিত ডিউক—তোমার কি অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে না কি মানুষের সঙ্গে কিভাবে ভাল ব্যবহার করতে হয় তা শেখোনি? তুমি দেখছি খুবই অভদ্র অসভ্য আচরণ করছো।

অরল্যাণ্ডো—আমার মনের দরজায় ধাক্কা দিয়েছে সত্যি বলেছেন দুঃখে কষ্টে সহজ স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধ হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমি শহরে বাস করেছি ভদ্রবংশে আমার জন্ম। মানুষের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আমি জানি; ভদ্রতাবোধ আমার আছে। কিন্তু না এখন কথা বলে সময় নষ্ট করা যাবে না। শোন তোমরা কেউ খাবার স্পর্শ করো না। যদি খাবার ছোঁও—তাহলে যেন কপালে নিশ্চিত মৃত্যু আছে। আমার প্রশ্ন আছে, তার সঠিক জবাব চাই।

জ্যাক্স একটুক্ষণ ভেবে বলল—যদি ভদ্র প্রশ্ন করো তাহলে উত্তর পাবে। অভদ্র প্রশ্নের উত্তর দেবো না, তার চেয়ে মরতে রাজী আছি।

নির্বাসিত ডিউক বললেন—যুবক তুমি কি চাও তা শান্ত হয়ে ভদ্রভাবে বলো। শান্তভাবে ভদ্রভাবে কথা বললে কাজ মিটে যাবে কিন্তু অভদ্র আচরণ করলে মনের বাসনা দরকারী কাজ মিটবে না।

অরল্যাণ্ডো—আমার প্রাণ চলে যাচ্ছে। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমি খাবার চাই।

নির্বাসিত ডিউক বললেন—আসন গ্রহণ করো। খাবার খাও। আমার কোন আপত্তি নাই।

অরল্যাণ্ডো—তোমার এত উঁচু মন। এত ভাল তোমার ব্যবহার, তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। ভেবেছিলাম তুমি বনে বাস করো অতএব তুমি অসভ্য বন্য তাই ভুল করে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। তুমি কে জানা নেই। আমি জানতে চাই না তুমি কোন গাছের তলায় আরামে দিন কাটাচ্ছ। তবে আমার অনুরোধ যদি কখনও তোমার সুদিন আসে যদি কখনও কানে ভাল কথা শোনো, যদি কখনও কাহারও চোখে জল ঝরে থাকে, যদি জানো কাকে দয়া বলে যে দয়া সে করুণা যদি

কারও কাছে প্রার্থনা করে থাকো তবেই তুমি আমার এই খারাপ ব্যবহারের কারণ বুঝতে পারবে। এই সেই আচরণের কথা মনে পড়ে আমার মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে।

নির্বাসিত ডিউক—সত্যি কথা বলতে আমরা সুদিন দেখেছি। ভাল ভাল খাবার খেয়েছি। পরের দুঃখে চোখের জল ফেলেছি, মায়া ও মমতা সবই আমাদের মধ্যে আছে। যাই হোক এখন দুঃখ করো না। তুমি বসো খাবার খাও। তুমি আমাদের অতিথি, তোমাকে আমরা নিমন্ত্রণ করছি।

অরল্যাণ্ডো—আমার একটা অনুরোধ আছে।

তোমরা কেউ খাবার খেও না। আমাকে তোমরা অনুমতি দাও যেমন করে হরিণ মা তার বাচ্চাকে বয়ে নিয়ে আসে, তার মুখে খাবার তুলে দেয়। তেমনি আমি এক ভাগ্যহীন বৃদ্ধকে নিয়ে আসতে চাই, সে পথশ্রমে কান্ত আর পথ চলতে পারছে না। সে খিদেয় অতি কষ্ট পাচ্ছে, সে আমাকে খুব ভালবাসে। আমার চেয়ে তার এ খাবার খাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নির্বাসিত ডিউক—যাও তাড়াতাড়ি করে তাকে নিয়ে এসো। আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করাবো।

অরল্যাণ্ডো তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করলো।

নির্বাসিত ডিউক সক্ষেদে বললেন—তাহলে দেখছি পৃথিবীতে শুধু আমাদেরই দুঃখ আছে আমরাই ভাগ্যহীন তা নয় এখানে দেখছি আরও অনেক দুঃখী আছে। শত শত লোকের প্রতিনিয়ত কষ্টের সামনে আমাদের দুঃখ তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে।

জ্যাক্স—এ পৃথিবী হচ্ছে একটা নাটকের মঞ্চ। পৃথিবীর সব মেয়েলোক পুরুষলোক সবাই এখানে নট-নটীর মতো মঞ্চে এসে অভিনয় করে চলে যায়। এখানে একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছে। প্রথমে সে শিশুরূপে অভিনয় করে আয়ার কোলে বাস করে। তারপর সে পাঠশালায় পড়তে যায় হাতে বই খাতা থাকে। তখন তার মুখ সকালবেলার সূর্যের মতো নির্মল উজ্জ্বল থাকে। তখন তার চলাফেরা খুব সুন্দর লাগে। পড়াশুরায় অবশ্য বিশেষ মন দেয় না। তারপর সে যুবক হয়, ঘনঘন শ্বাস ফেলে প্রেমিকার ভুরুর কাঁপুনি লক্ষ্য করে নানারকম কবিতার জন্ম দেয়। তারপর বীরযোদ্ধা হওয়ার বাসনা মনে আসে, যাকে একটা কেউকেটো মনে হয়। তাই মোটা গোঁফ রাখে সবার কাছে সম্মান চায়। সবাই তাকে সমীহ করুক তাই চায়, সমীহ না পেলে ঝগড়া মারামারি করে। যে সম্মান বুদবুদের মতো অল্পক্ষণ স্থায়ী সেই খ্যাতির সেই সম্মানের দিকে অন্ধের মতো ছুটে যায়। বিচার বিবেক সব নিয়ে বিচারকবেশে তীক্ষ্ণ জুলজুলে দৃষ্টি নিয়ে বিচারকের আসনে বসে থাকে তখন মোটাসোটা চেহারা নিয়ে নানারকম অভিনয় চালায়। ছয় নম্বর দৃশ্যে এই ছবিটা উল্টে যায় তখন দেখা যায় রোগা পাকানো চেহারা নিয়ে চোখে চশমা পরে এই বিশাল পৃথিবী ছেড়ে অর্থাৎ বাইরের বৃহত্তর সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের ছোট ঘরের কোণায় আশ্রয় নেয়। থেকে থেকে ধূমপান করে আর শিশুর মতো কোমল উদার

গলায় কথাবার্তা বলে। একেবারে শেষ পর্যায়ে এই সব বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের শেষ হয়, তখন শুরু হয় মানুষের দ্বিতীয় শিশুকাল। মানুষের আগের কথা আর মনে থাকে না। বেশিরভাগ কথাই ভুলে যায়। তখন দাঁত পড়ে যায়, চোখের দৃষ্টি চলে যায় তখন আর খাওয়া-দাওয়ার কোন রুচি থাকে না লোভ থাকে না এবং সমস্ত আপন পরলোক তাকে ত্যাগ করে।

আদমকে সঙ্গে নিয়ে অরল্যাণ্ডে আবার এসে দাঁড়াল। তাদের দেখে নির্বাসিত ডিউক সাদরে তাদের বললেন—এসো এসো, আর লোকজনদের উদ্দেশ্যে বললেন—তাদের আসন দেওয়ার জন্য তাদের খাবার দেওয়ার জন্য

অরল্যাণ্ডো—এর জন্য অন্তরের ধন্যবাদ।

আদম—বলো আর একবার বলো।

আমার এমন শক্তি নেই কথা বলার। নির্বাসিত ডিউক—তোমরা বসো, তোমাদের আমি কোন প্রশ্ন করব না। তোমাদের পরিচয়ও জানতে চাই না। কিভাবে তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয় হলো তাও জানতে চাই না। অ্যামিয়েন্সের উদ্দেশ্যে বললেন—ভাই গান শুরু করো আনন্দ পাওয়া যাবে।

অ্যামিয়েন্স গান শুরু করল—শীতের বাতাস তুমি বও। মানুষের প্রীতিহীন ব্যবহার অকরুণ তুমি তেমন নও। মানুষের কটু কথা যেমন মনকে কষ্ট দেয় তোমার স্পর্শে মানুষের মন তত কষ্ট পায় না। তোমাকে যদিও কোনদিন চোখে দেখিনি তোমাকে অনুভব করেছি। গাও সবাই মিলে বনের গুণগান করে। দয়া ভালবাসা এসব আর ক'দিন থাকে। যে ভালবাসে তার চোখে ভাল করে সে কষ্ট পায়। গাও সবাই মিলে বনের জয়গান গাও। এখানে বনে জীবন খুবই মিষ্টি সুন্দর। এখানে ব্যাথা নেই যে ব্যাথা পৃথিবীতে দেখা যায় যখন মানুষ প্রীতির সম্পর্ক ভালবাসা ভুলে যায়। বনের বাতাস জলে শিহরণ তোলে। এখানে মানুষের মন দুঃখে কষ্টে জ্বলেপুড়ে খাক হয় না। যে জ্বালা প্রেমিকা ভুলে গেলে আমরা সহ্য করি তা বনের মধ্যে নেই। গাও সবাই মিলে বনের জয়গান গাও। এখানে জীবন সত্যিই খুব সুন্দর।

নির্বাসিত ডিউক—তুমি আমায় যে পরিচয় দিলে সত্যিই তুমি যদি রোলান্দের ছেলে হও তাহলে তুমি এখানে সুখে জীবন কাটাতে পারবে। নির্বাসিত হয়ে বনে বাস করছি আমি তোমার বাবার বন্ধু ছিলাম। তোমার ভাগ্য তা বিচিত্র অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। চলো গুহার মধ্যে গিয়ে সব বৃত্তান্ত শুনি। তুমি রোলান্দের ছেলে আমার প্রিয়, আমার হাত ধরো। তোমার হাতের ছোঁয়াতেই আমি বুঝতে পারছি তুমি কত দুঃখ সয়েছ। এরপর সবাই মিলে বেরিয়ে গেলেন।

প্রাসাদের ঘরে ডিউক ফ্রেডারিক, অলিভার ও অন্য অনুচরদের দেখা গেল। ফ্রেডারিক বললেন, তখন থেকে তাকে দেখোনি আশ্চর্য! এ কথা তো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। যা বলি মন দিয়ে শোনো। আমার মন নরম তাই আরও সময় দিচ্ছি

অলিভার, তোমার ভাইয়ের খোঁজ করো। যেখান থেকে পারো জীবিত অথবা মৃত তাকে ধরে আনো। তোমাকে আর এক বছর সময় দিচ্ছি। তোমার যা জমিজমা সম্পত্তি আছে সব রাজকোষে জমা থাকবে। ভাইকে ধরে আমাদের কাছে নিয়ে এলে সে সব জমি ফেরৎ পাবে।

অলিভার—প্রভু আপনি আমার মনের কথা জানেন না। আমার ভাইকে আমি মোটেই দেখতে পারি না।

ডিউক ফ্রেডারিক—সেইজন্যই তুমি আরো খারাপ লোক। প্রহরীকে ডেকে বললেন, অলিভারকে বার করে দিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি জমিজমা অধিকার করে নিতে। তারপর অলিভারকে নির্বাসন দিয়ে সবাই মিলে চলে গেলেন।

আর্ডেন বনে একখণ্ড কাগজ হাতে নিয়ে অরল্যাণ্ডো ঢুকে বলল—এই কাগজটি আমার লেখা কবিতা আমার প্রেমের সাক্ষী। তুমি রাত্রের চাঁদ, তুমি দূরের ছায়ালোক হতে এই প্রেমিকার নাম লেখা কাগজটি দেখছ। এই নাম রোজালিণ্ড আমার জপের মালা। এই গাছটাই আমার খাতা। এর গায়ে আমি আমার প্রাণের কথা লিখে রাখব। যে এ-বনে আসবে, যার চোখ আছে সে এসে এই লেখা দেখবে, বুঝবে তোমার মহিমা আমি এখানে লিখে রেখেছি। যাই প্রতিষ্ঠা গাছের গায়ে সেই পূণ্যময়ী সুন্দরী তুলনাহীন তরুণীর কথা কবিতার মাধ্যমে লিখে রাখি।

অরল্যাণ্ডো চলে গেলে করিন ও টার্বস্টোন ঢুকল। করিন, টার্বস্টোন তুমি রাখাল বালকের বেশে কেমন আছ?

টার্বস্টোন—সত্যি কথা বলতে রাখালের কথাই যখন তুললে তখন তোমাকে বলি, এ রাখালের বেশ খুবই ভালো। এভাবে এই বনে বাস করাও খুব ভাল। তবে বনের রাখাল তো তাই এখানে বড় একা একা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কারণ লোকজন বিশেষ নেই তবে অবশ্য একা থাকতেই আমি ভালবাসি। এখানে কারো মুখ দেখা হয় না কাজেই খুব খারাপ লাগে। ক্ষেতের কাজ, মাঠের কাজ খুবই ভাল লাগে তবে লোকজনের বসতি নেই তাই মনটা খারাপ লাগে। কাজকর্ম অবশ্য বিশেষ নেই তাই আরাম বোধ করছি। তবে এখানে কোনো মজার ঘটনা নেই তাই ভাল লাগে না। আচ্ছা তুমি কি দর্শন-শাস্ত্র পড়েছো। তুমি কি এই শাস্ত্রটা কিছু বোঝো?

করিন—না মশাই আমি বুঝি না। তবে এটা বুঝি যে রোগ হলে শরীর ভাল থাকে না আমি বুঝি মানুষ সুখ চায়, টাকা চায়, ক্ষমতা চায়। এখানে সত্যি সত্যি এ তিনটির দেখা সে কখনও পায় না। জানেন তো জলের কাজ হচ্ছে ভেজানো। আগুনের কাজ হচ্ছে পোড়ানো, ভাল ফসল খেলে ভেড়ার চেহারা খুব ভাল হয়। রাত্রি কেন হয় জানেন? সূর্য অস্ত যায় তাই। আর এটা জানি যে মানুষ লেখাপড়া শেখে না তার বুদ্ধি মোটা হয়ে যায়। সে সভ্যতা ভদ্রতা ঠিকমতো শিখতে পারে না বলে তাকে পরে আফশোষ করতে হয়।

টার্বস্টোন—বাঃ তোমার দেখছি মাথার ভগবানদত্ত বুদ্ধি রয়েছে। তুমি কি কখনও

রাজসভায় বা শহরে গেছ?

করিন—না মশায় কোথাও যাইনি।

টার্বস্টোন—তাহলে তো দেখছি তোমার আর উদ্ধার নেই।।

করিন—তা ঠিক, কেননা.......

টার্বস্টোন—তুমি থামো। নতুন রাঁধুনীর হাতে ডিমের একপিঠ যেমন ঠিক হয় অন্যপিঠ পুড়ে যায় তোমারও তেমনি দশা হয়েছে।

করিন—শহরে আর রাজসভায় আমি যাইনি বলে এই কথা বলছেন? কেন তাতে কি এমন লোকসান হলো আমাকে বলুন।

টার্বস্টোন—আরে, শহরে বা রাজসভাতে যদি নাই গেলে তাহলে তুমি আর কি দেখেছো। জগৎ কাকে বলে যদি না দেখো, ভদ্র ব্যবহার যদি না দেখো তাহলে তো অভদ্র হবে। আর যদি অভদ্র হও তাহলে বদমায়েস হবে। বদমায়েসী করলে পাপ হবে। আর ঐ পাপেই তুমি শেষ হবে। তোমার অবস্থা খুবই খারাপ রাখাল।

করিন—এই কথা আমি মানি না। শহরে যারা বাস করে নিয়মিত রাজসভায় যায় তারা উপরে দেখতে গেলে খুবই আদব কায়দা করে কথাবার্তা বলে কিন্তু তাদের আচার আচরণ দেখলে গ্রামের লোক হাসে। তুমি বললে যে রাজসভায় তোমরা সেলাম করো না নিজের হাতে চুমু খাও কি নোংরা ব্যাপার বলো। ভেবে দেখ যদি সভাসদরা সবাই রাখাল হতো তাহলে কি হতো?

টার্বস্টোন—তুমি যা বললে তার প্রমাণ দাও, শীগগির দাও।

করিন—আমরা ভেড়া চরাই, ভেড়া কাটি তাতে আমাদের হাত নোংরা হয়, হাতে রক্ত লেগে থাকে।

টার্বস্টোন—মানুষের হাত কি ঘামে না? ভেড়ার চর্বি কি মানুষের হাতের ঘামের চেয়ে বেশী পুরু? এসব বাজে প্রমাণে হবে না ভাল প্রমাণ দাও।

করিন—আমাদের হাত হলো শক্ত, খসখসে।

টার্বস্টোন—সেটা তো ঠোঁট ভাল বুঝবে, না এতে হবে না ভাল প্রমাণ দাও।

করিন—হাতে কত বাজে জিনিস অনেক সময় লেগে থাকে। আলকাৎরা মাখা হাতে কি কেউ চুমু খাবে। সভার লোকেরা তাই হাতে গন্ধ মাখে।

টার্বস্টোন—হলো না, এটা খুব বাজে প্রমাণ। সুগন্ধ যে জিনিস থেকে তৈরী হয় না কয়লার চেয়ে ঢের বেশী খারাপ জিনিস তা মানো। হেরে গেলে, ভাল প্রমাণ চাই।

করিন—তোমার যা বুদ্ধি হুজুর তাতে আমি রাখাল হয়ে তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবো না।

টার্বস্টোন—তাহলে তুমি অধঃপাতে যাবে। তুমি দেখছি একদম আস্ত বোকা।

করিন—আমি ক্ষেতে কাজ করি জন খাটি। যা রোজগার করি তা দিয়ে সংসার চালাই, খাওয়া দাওয়া করি। কাউকে ঘৃণা করি না। কারোর ভাল হয়েছে শুনলে খুশী হই। হিংসা করি না। আমার নিজের কোনো ক্ষতি হলে ভাবি ভাগ্য নয় এ আমার

কর্মফল। আর যখন দেখি ভেড়াগুলো বেড়াচ্ছে, মায়ের দুধ খাচ্ছে, তখন সবচেয়ে বেশী খুশী হই।

টার্বস্টোন তখন বলল—এটা তুমি এমন কিছু ভাল কাজ কর না। ভেড়া আর ভেড়ীগুলিকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে তাদের চরিত্র খারাপ করে পয়সা কামাও। একটা শুকনো ভেড়ার সঙ্গে কমবয়সী ভেড়ী জুটিয়ে দাও। এটা কি ভাল কাজ। এটা তুমি মহাপাপ করছো। এর ফলে তুমি নরকে যাবে। না আমি তোমার উদ্ধারের.কোন আশাই দেখছি না।

করিন—এই যে আমার মনিবের ভাই কর্ত্তা গানিমিড আসছেন। একটা কাগজ হাতে নিয়ে সেই কাগজের লেখা পড়তে পড়তে। রোজালিণ্ড ঢুকে পড়তে লাগল—পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমদিকে যাই কিন্তু রোশার মতন দামী কেউ কোথাও নেই। বাতাসে বয়ে তার কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। যত সব রঙীন ছবি আছে রোশার পাশে তার কোনও দাম নেই। আমি কারোর সুখ চাই না শুধু চাই রোজালিণ্ড সুখে থাকুক।

টার্বস্টোন—এমন বেয়াড়া মিল আট বছর ধরে· আমি মিলাতে পারি। এর মধ্যে অবশ্য খাওয়া দাওয়া করতে, বসতে, চান করতে, শুতে যেটুকু সময় যাবে সেটা বাদ দিতে হবে। এ যেন মনে হয় বাজারের পথে গয়লানী চলেছে।

রোজালিণ্ড—তুমি যাও।

টার্বস্টোন—আচ্ছা একটু নমুনা, হরিণ যদি হরিণীকে চায় সে যেন রোজালিণ্ডের দিকে তাকায়। বিড়াল বিড়ালীকে চাইবে খুশী যদি রোজালিণ্ড নারী পায়। শীতল পোষাকে লাইনিং চাই। রোগা রোজালিণ্ড—ঠিক সেইরকমই। ক্ষেতে যারা ফসল ফলায় তারাও যেন রোজালিণ্ডকে চায়। মিষ্টি আমের আঁটি টক রোজালিণ্ডও তার মতো খাঁটি। গন্ধযুক্ত সুন্দর গোলাপ যদি চাও তাহলে কাটার সঙ্গে রোজালিণ্ডকে নিতে পারো। এসব কাঁচা হাতের লেখা কবিতা। এ রকম কবিতার লাইন ঘোড়ার মত ছোটে। এই রকম কবিতা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

রোজালিণ্ড—চুপ করো, এটা আমি লিখিনি।। এটা ঐ গাছটায় টাঙ্গানো ছিল।

টার্বস্টোন—আচ্ছা, তাহলে তো দেখছি গাছটায় ভাল ফল ফলে না।

রোজালিণ্ড—আচ্ছা তুমি থামো। সরে দাঁড়াও। ঐ যে আমার বোন কি যেন পড়ছে, দেখি ও কি পড়ছে।

কাগজ পড়তে পড়তে সিলিয়া প্রবেশ করল।· সে পড়তে লাগল—এই জনহীন বনকে সকলে মরুভূমি বলে। গাছকে রসনা দেব কবে অনুপম সুরে। এখানে মানুষের জীবন কতটুকু তাও এর মধ্যে মানুষ কত ভুল করে। সারা জীবন মানুষ নানারকম বাধানিষেধের শেকল পরে থাকে। কখনও সে শেকল বড় হয় কখনও বা ছোট হয়। কারও মনের আশা মনেই রয়ে যায় কখনও পূর্ণ হয় না। এখানে অনেকের জীবনের স্বপ্ন সাধ কিছুই মেটে না শুধু সে কষ্ট পায়। তাই গাছের শাখায় শাখায় আমি

রোজালিণ্ডের নাম লিখে রাখি। যে পড়তে জানে সে এই লেখা পড়ে মনে সুখ পাবে। স্বর্গে যে সৌন্দর্যগুলি আছে তার সেরা জিনিস দিয়ে ভগবান রোজালিণ্ডকে তৈরী করেছেন সে পৃথিবীর একটা অমূল্য সম্পদ। মনে হয় স্বর্গের দেবতা ইচ্ছে করে সেখানে যা যা ভাল জিনিষ আছে তাই দিয়ে রোজলিণ্ডকে গড়েছেন। হেলেনের মতো গাল দিয়েছেন কিন্তু রোজালিণ্ডের মন তার মতো নয়। তেজ দিয়েছেন ক্লিওপেট্রার মতন। আতলান্তার মতো প্রাণের মাধুরী দিয়েছেন আর দিয়েছেন লুক্রেশিয়ার মতো লজ্জা। সব ভাল ভাল সেরা জিনিষ দিয়ে দেবতারা রোজালিণ্ডকে তৈরী করেছেন। তার মুখ চোখ সবার সেরা। তার হৃদয় বর্ণ সুষমা সব কিছুই সেরা। এমনি মধুর এমনি পূর্ণ সুসময়ে রোজালিণ্ডের দেহমন ভরা থাক্। এই সব দেখে হৃদয় ধন্য হোক। আহা যেন তারই পায়ে মরিতে পারি।

রোজালিণ্ড জুপিটারকে স্মরণ করে বলল—চারিদিকের আকাশে বাতাসে দেখছি প্রেমের সুর ছড়িয়ে দিয়েছে। মন দেখছি এ সুরে হাঁপিয়ে উঠেছে। এখন এ সুর থাকলে বাঁচি।

সিলিয়া—তুমি ঠিক এখন কি বলতে চাইছ? রাখাল ভাই তোমরা একটু দূরে সরে যাও। টার্বষ্টোন তুমিও ওদের সঙ্গে যাও।

টার্বষ্টোন রাখালকে বললো—চলো আমরা এখন সরে পড়ি। জিনিসপত্র না থাক কাগজ-পত্তর নিয়েই অন্য জায়গায় যাই। চলো বলতে বলতে করিনের সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করলো।

সিলিয়া বলল—কবিতা শুনলে?

রোজালিণ্ড—শুনলাম। এর চেয়ে আরো বেশী শুনেছি, কতগুলিতে আবার ভাব কম চরণের সংখ্যা বেশী।

সিলিয়া—কবিতাগুলিতে ভাব খুব ভারী তাই যদি লাইন বেশী না হয় তবে তার ভার বইবে কেমন করে।

রোজালিণ্ড—এই ভাব আর তার উপর ছন্দের ভার। মনে হয় পঙ্গু লাইন বলে ছন্দের দশা খারাপ।

সিলিয়া—কিন্তু ভাই রোজালিণ্ড, তুই কি ভেবে দেখেছিস গাছে গাছে কে তোর নামে এইরকম কবিতা গেঁথে ঝুলিয়ে দিল?

রোজালিণ্ড—আমিও তো অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবছি। তুই আসবার অনেক আগে আমি এখানে এসে দেখি একটা তালগাছে একটা কবিতা লেখা কাগজ আটকানো রয়েছে। আমার নামে কে এরকম মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতা লিখছে, আমার তো একদম মাথায় আসছে না।

সিলিয়া—তোর কার কথা মনে হয়? কে এই কবিতা লিখেছে বলে তুই মনে করিস?

রোজালিণ্ড—নিশ্চয় কোনো পুরুষ মানুষের কাজ।

সিলিয়া—হ্যাঁ। তবে তার গলায় সোনার শিকল আছে—যে শিকল একদিন তোর গলায় ঝুলতো। ওমা, তোমার মুখ দেখি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

রোজালিণ্ড—কাকে তোর মনে হচ্ছে, সত্যি করে বল্?

সিলিয়া—কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার দেখা করানো সে তো অসম্ভব ব্যাপার। তার চেয়ে আমার মনে হয় ভূমিকম্পের ফলে দুটো পাহাড় পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। এটা দুজনের দেখা হওয়ার চেয়ে অনেক বেশী সহজ ঘটনা।

রোজালিণ্ড—কে তুই বল?

সিলিয়া—কিন্তু তা সম্ভব নয়।

রোজালিণ্ড—আমি তোর কাছে হাতজোড় করে মিনতি করছি, দয়া করে বল্ সে কে?

সিলিয়া এ তো ভারী আশ্চর্য! ভীষণ অবাক করা কাণ্ড। তাও আবার এত কাণ্ডের পর! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।

রোজালিণ্ড—তুই ভীষণ দুষ্টু হয়েছিস। তুই কি মনে করেছিল আমি পুরুষ মানুষের পোযাক পরেছি বলে আমার মনটাও তাদের মতো কঠোর হয়ে গেছে। এখুনি যদি তুই তার কথা না বলিস তো তোকে মজা দেখাবো। তাড়াতাড়ি বল, আমার আর দেরী সইছে না। ঠিকমতো না বলতে পারলে তোতলার মতো বল। যে বোতলের মুখ ছোট, সে বোতলের মুখ থেকে মদ যেমন আস্তে আস্তে চুয়ে চুয়ে পড়ে সেরকম ধীরে ধীরে বল। পুরোপুরি যা বলার বল্ নয় তো কোনো কথা বলিস না। আমি আবার অনুরোধ করছি, কথা বল্।

সিলিয়া—তুই কি তাহলে পুরো মানুষটাকেই বুকের মধ্যে পুরে ফেলতে চাস?

রোজালিণ্ড,—বল্ বল্, তাকে কি ভগবান সৃষ্টি করেছেন? কিরম মানুষ? মুখটা কি মানুষের মতো? মুখে কি দাড়ি আছে?

সিলিয়া—তা, মুখে অল্প অল্প দাড়ি আছে।

রোজালিণ্ড—যদি সে সত্যিকারের পুরুষ মানুষ হয়, তবে ভগবান তাকে আরও দাড়ি দেবেন। তবে একটু দেরী হবে। আর তুই বলতে যেরকম দেরী করছিস, আমার তো মনে হয় আমি নাম জানবার আগেই তার সারা মুখ দাড়িতে ছেয়ে যাবে।

সিলিয়া—তুই যে কি তাই ভাবি, তুই কি বুঝতে পারছিস না! অরল্যাণ্ডো, তোর প্রাণের অরল্যাণ্ডোরে। সেদিন সে বীরের দর্প আর তোর মন এক নিমেষে এক সঙ্গেই ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।

রোজালিণ্ড—দেখ সিলিয়া রসিকতা না করে বল।

সিলিয়া—এ নিশ্চয় অরল্যাণ্ডোর কাজ।

রোজালিণ্ড প্রশ্ন করল—অরল্যাণ্ডের?

সিলিয়া—হ্যাঁ, অরল্যাণ্ডো?

রোজালিণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—তাহলে পুরুষ সেজে আমার আর কি লাভ

হলো। তুই তাকে কখন কোথায় দেখেছিস? তাকে কিরকম দেখলি? সে তোকে কি বলল? এখানে সে কেন এসেছে? আমার সম্পর্কে কি কিছু বলল? সে কোথায় থাকে? তোর থেকে কি বলে বিদায় নিল? কখন কোথায় তোর সঙ্গে তার আবার দেখা হবে? বল্ সিলিয়া, এক কথায় এখনি আমাকে জবাব দে।

সিলিয়া—তা হবে না, এককথায় এত প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে তা আমাকে দশমহামায়া রুপ ধারণ করতে হবে। কারণ আমার একটা ছোট মুখে আমি এত কথার জবাব একসঙ্গে দেব কি করে? আমি যদি শুধু হ্যাঁ, না করেও জবাব দিই, তাহলেও তো আমাকে একটা আঠারো পর্ব মহাভারত রচনা করতে হবে।

রোজালিণ্ড—কিন্তু সে কি জানে যে আমি এই বনেই আছি। তাকে কি আগের মতোই সুন্দর দেখলি যেমনি সেই কুস্তির দিন দেখেছিলি।

সিলিয়া—আমার মনে আকাশের তারাও গোণা যায় কিন্তু প্রেমিকের মনে ঘন্টায় ঘন্টায় যে সব নিত্য নতুন খেয়াল জাগে তা গোণা যায় না। তবুও তাকে আমি দেখেছি। তার খবর অল্পকিছু তোকে আমি দিচ্ছি। মনে হয় তা শুনেও তোর দেহ মন সুস্থ হবে, ভার হাল্কা হবে। গাছতলায় আমার সঙ্গে তার দেখা হয়, দেখে মনে হলো গাছের ফল গাছ থেকে পড়ে যেমনিভাবে মাটিতে পড়ে থাকে সেই গাছের ফলের মতো তার অসহায় অবস্থা।

রোজালিণ্ড—মনে হয় সে গাছ কল্পতরু না হলে কি এমন ফল যে গাছে হয়?

সিলিয়া—তুই কি আমার কথা শুনবি না নিজের মনে বক্‌বক্ করবি।

সিলিয়া—গাছতলায় তাকে দেখি যুদ্ধে আহত বীরের মত নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছে।

রোজালিণ্ড—গাছতলায় ধূলার মধ্যে পড়ে রয়েছে শুনে খুব খারাপ লাগছে।

সিলিয়া—শুনে দেখছি বুকে কষ্ট হচ্ছে। তার পোষাক দেখলাম শিকারী ব্যাধের মতন ছিন্ন ভিন্ন।

রোজালিণ্ড—আমার মন শিকার করতে এসেছেন।

সিলিয়া—তোমার উচ্ছ্বাসের মাত্রা থামাও, না হলে আমি গল্পটা ঠিকমতো বলতে পারবো না ভুলে যাবো।

রোজালিণ্ড—আমি মেয়ে সেটা কেন ভুলে যাচ্ছিস সিলিয়া। আমার আর তর সইছে না। দয়া করে সব কথা খুলে বল।

সিলিয়া—তুমিই তো কথা শেষ করতে দিচ্ছ না? এছাড়া দেখছি আর বলা হবেও না কারণ আকাশে দেখছি চাঁদের উদয় হচ্ছে।

রোজালিণ্ড—আচ্ছা তাইতো, তিনি মনে হয় এদিকেই আসছেন। আর আমরা আড়াল থেকে দুজনে মিলে দেখি কি হয়? এই বলে দুজনে স্থান ত্যাগ করলো।

অরল্যাণ্ডো ও জ্যাক্‌স একসাথে ঢুকল। জ্যাক্‌স বলল—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে

খুব একটা খারাপ লাগছে না, যদিও আমি একা থাকলেই বেশী খুশী হই আর তাই থাকতে চাই।

অরল্যাণ্ডো—আমিও একা থাকতে চাই। কিন্তু উপায় নেই, যখন তোমার সঙ্গে দেখা হলো তখন ভদ্রতার খাতিরেও তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার।

জ্যাক্স—তাহলে চলি! তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াই ভালো।

অরল্যাণ্ডো—আমারও তাই মনে হয়। যত কম দুজনের দেখা হয় ততই মঙ্গল।

জ্যাক্স—তা ঠিক। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলি, গাছপালার গায়ে কবিতা লিখে লিখে গাছগুলোর মাথা খারাপ করো না।

অরল্যাণ্ডো—আপনিও আর আমার কবিতা পড়ে পড়ে আমার কবিতার আর অপমান করবেন না।

জ্যাক্স—তুমি যাকে ভালোবাসো তার নাম বুঝি রোজালিণ্ড?

অরল্যাণ্ডো—হ্যাঁ।

জ্যাক্স—সত্যি কথা বলতে নামটা আমার পছন্দ নয়।

অরল্যাণ্ডো—আপনার পছন্দ-অপছন্দের জন্য তো আর তার ওই নাম রাখা হয়নি।

জ্যাক্স—মাথায় সে কতখানি লম্বা হবে?

অরল্যাণ্ডো—প্রায় আমার বুক সমান লম্বা সে।

জ্যাক্স—তোমার জবাব দেখছি বেশ পাকাপোক্ত তৈরী। স্যাকরাদের মেয়েদের সঙ্গে তোমার কি কোনদিন ভাব হয়েছে? তুমি কি সেইসব মেয়েদের আঙ্গুলে কখনও আংটি পরিয়েছো?

অরল্যাণ্ডো—না, কখনও আংটি পরাইনি। এখন আপনি আমার একটা কথার জবাব দিন। এই রকম সব ভদ্রসভ্য প্রশ্ন করবার বিদ্যা আপনি কোথায় কোন পাঠশালায় শিখেছিলেন?

জ্যাক্স—তোমার বুদ্ধি দেখছি খুব সরু, অল্প। আতলান্তা জুতোর গোড়ালী থেকে তৈরী হয়েছে মনে হয়। এসো, একটু আমার কাছে এস বোসো। ঐ যে আমরা এত দুঃখ পাচ্ছি তার জন্য পৃথিবীকে গালাগালির খোঁচা দিয়ে দিয়ে আধমরা করে ছেড়ে দিই।

অরল্যাণ্ডো—পৃথিবীতে কারো উপর আমার কোনো রাগ নেই। আমি কাউকে কোনো খারাপ কথা বলতে চাই না। আমি যে দুঃখ ভোগ করছি, আমি মনে করি এ আমার কৃতকর্মের ফলভোগ করছি।

জ্যাক্স—তোমার দুঃখের মধ্যে সবচেয়ে সেরা দেখছি তোমার এই প্রেম-রোগ।

অরল্যাণ্ডো—রোগ হলেও এই রোগকে আমি মাথায় করে রাখি। এখন আপনি দয়া করে যাবেন! বড্ড বাজে বকেন।

জ্যাক্স—আসলে কি জানো, আমি একটা আস্ত বোকার খোঁজ করতে বেরিয়েছিলাম

ঠিক এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলো।

অরল্যাণ্ডো—যে বোকার খোঁজে বেরিয়েছেন সে ঐ ঝিলের জলে ডুব দিয়েছে। ঝিলের ধারে গিয়ে ঝিলের জলে নজর দিন তাহলেই তার দেখা মিলবে।

জ্যাক্স—তাহলে তো নিজের ছায়া দেখব।

অরল্যাণ্ডো—তাহলে বোকার দেখাও পাবেন। নয়তো দেখবেন বিরাট একটা শূন্য।

জ্যাক্স—হে প্রেমিক-প্রবর তোমার সঙ্গে আমার আর পোষাচ্ছে না, আমি চলি।

অরল্যাণ্ডো—তাহলে বাঁচি, আপনার মতো গোমড়া মুখ লোকের হাত থেকে ছাড়া পাই।

জ্যাক্স চলে গেলে রোজালিণ্ড ও সিলিয়া অরল্যাণ্ডোর দিকে এগিয়ে এলো। রোজালিণ্ড সিলিয়াকে বলল—আমি ওর সঙ্গে পুরুষ-মানুষের মতো কথা বলে একটু মজা করি। অরল্যাণ্ডোকে রোজালিণ্ড বলল-ও বনের লোক শুনছো?

অরল্যাণ্ডো—শুনছি, বলো কি বলছো?

রোজালিণ্ড—ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে বলতে পারো?

অরল্যাণ্ডো—দিনের ক' প্রহর হলো তাই প্রশ্ন করো কারণ বনে তো ঘড়ি নেই।

রোজালিণ্ড—এ বনে সত্যিকারের প্রেমিকও তাহলে মনে হচ্ছে। না হলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কষ্টের কথা বল! মিনিটে মিনিটে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা এতেও কি সময়ের মৃদু মন্থর গতির হিসাব পাওয়া যায় না?

অরল্যাণ্ডো—সময়ের গতি কখনও মৃদু মন্থর হয় তার থেকে বলো দ্রুত, তাহলে ঠিক হবে।

রোজালিণ্ড—তোমার কথা মানতে পারছি না। সময় মানুষ বুঝে চলে, মানুষের মনের তালে তালে সময় চলে। নানা জনের মনের তালে সময় নানাভাবে চলে। সময় কারো কাছে ঘোড়ার মতো টগবগ করে ছুটে চলে। আবার কারো কাছে শামুকের মতো ধীর গতিতে চলে। আবার কারোর কাছে সময় একেবারে চলে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

অরল্যাণ্ডো—কার কাছে সময় কচ্ছপের মতো থপথপ করে চলে এটা বলো তো শুনি?

রোজালিণ্ড—আইবুড়ো মেয়েদের কাছে সময় কচ্ছপের মতো থপথপ করে চলে। কারণ দেখা যায় যে, মেয়েদের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায় মাত্র আর সাতদিন পরেই, যার বিয়ে তখন সে মেয়েদের কাছে বিয়ের আগের সাতটি দিন সময় কেটেও কাটে না, কচ্ছপের মতো থপথপ করে যেন তাদের সময় যায়।

অরল্যাণ্ডো—কার কাছে সময় চলতে চায় না শুনি?

রোজালিণ্ড—যে পুরোহিত মন্ত্র জানে না অথচ বড়লোকের বাড়ীতে পুজো করতে যায় তখন সে বসে বসে হাই তোলে আর দোলে। এইভাবে সময় কাটার কারণ সে

মন্ত্র জানে না। যে মানুষ টাকাপয়সা প্রচুর লাভ করে আরামে দিন কাটায় সে আর মন্ত্র না জানা পুরুষ তারা দু'পক্ষই চায় যেন তেন করে কোনমতে পুজোর কাজ সেরে ফেলতে। তাদের কাছে সময় আর চলতে চায় না। সময় আর কাটে না।

অরল্যাণ্ডো—কার কাছে সময় ঘোড়ার মতো টগবগ করে ছুটে চলে শুনি?

রোজালিণ্ড—চোরের কাছে সময় ঘোড়ার মতো ছুটে চলে, কারণ তার শাস্তি হয়েছে সে মুক্ত জীবন ছেড়ে বাঁধাধরা জীবনের দিকে চলেছে। চোর তখন যতই আস্তে চলুক সে যখন জেলের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছয়, মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি তার সময় কেটে গেল। তাড়াতাড়ি সে পৌঁছে গেল।

অরল্যাণ্ডো—আর সময় দাঁড়িয়ে থাকে কখন?

রোজালিণ্ড—ছুটির দিন উকিলের কাছে সময় দাঁড়িয়ে থাকে। সারাদিন ধরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তার সময় আর কাটে না। তার মনে হয় ঘড়ির কাঁটা যেন আর এগুচ্ছে না।

অরল্যাণ্ডো—বাঃ তুমি বেশ সুন্দর কথা বললে। তুমি কোথায় থাকো?

রোজালিণ্ড—এই যে মেয়েটিকে দেখছো এ আমার ছোট বোন। আমরা দুই বোন নদীর ধারে একটি কুঁড়েঘরে বাস করি।

অরল্যাণ্ডো—এই ঘরেই কি চিরদিন বাস করছো?

রোজালিণ্ড—তাই তো করছি। যেখানে জন্ম সেখানেই বাস করছি।

অরল্যাণ্ডো—কিন্তু তোমার কথার মধ্যে বনের মানুষের কথার টান দেখছি না তো?

রোজালিণ্ড—এই কথা অনেকেই বলে আমার শহুরে কথা শুনে অবাক হয়। আসলে এর কারণ হলো আমার এক কাকা ছিলেন খুব ধার্মিক। এককালে তিনি শহরে বাস করতেন, তার রাজসভাতে যাতায়াত ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি প্রেমেও পড়েছিলেন। তিনি প্রেম জিনিসটাকে একেবারেই দেখতে পারতেন না। খুব ঘৃণা করতেন। আমার খুব ভাগ্য ভালো আমি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাইনি। তিনি বলতেন মেয়েরা খুব খারাপ হয়, তাদের সঙ্গে কোন ভদ্রলোকের প্রেম করা উচিত নয়। ভাবুন যে আমি যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতাম তাহলে কি বিপদ হতো?

অরল্যাণ্ডো—কেন? মেয়েদের দোষটা কি শুনি? মেয়েদের কি দোষ তা কি তোমায় কখনও কিছু বলেছিলেন? তোমার কি কিছু মনে আছে?

রোজালিণ্ড—কোনো বিশেষ দোষের কথা কখনও বলেন নি। তবে তিনি বলতেন এক টাকায় যেমন চৌষট্টি পয়সা পাওয়া যায় আর তেমনি মেয়েরা হল চৌষট্টি রকমের দোষের চৌষট্টি রকমের কামকলার সমষ্টি। আর চৌষট্টিটি দোষই খুবই বাজে রকমের খারাপ।

অরল্যাণ্ডো—তবু দু'একটা দোষের কথা বল।

রোজালিণ্ড—যার তার কাছে সে কথা বলে কোন লাভ নেই। তবে সম্প্রতি

দেখছি এই বনের কোন কোণায় একটা লোক এসেছে, সে এসে গাছগুলির সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করে দিল যত গাছে ভালবাসায় রোজালিণ্ড নাম লিখে লিখে কবিতা লিখে ফুলগাছে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। একবার যদি তার দেখা পাই তাহলে তার ওষুধের ব্যবস্থা বলে দেবো কারণ তার যা কঠিন রোগ দেখছি তাতে ওষুধের একান্ত প্রয়োজন।

অরল্যাণ্ডো—আমিই সেই সব কবিতা লিখেছি। তা এই রোগে তোমার কি ওষুধ শুনি?

রোজালিণ্ড—কিন্তু প্রেমিকের যে সব লক্ষণ দেখা যায় বলে আমার কাকা বলতেন, তার কোনো লক্ষণই তো তোমার মধ্যে দেখছি না। তিনি আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন কি কি লক্ষণ দেখলে বোঝা যায় কার প্রেম-রোগ হয়েছে। কিন্তু না, তোমাকে তো খারাপ বন্দী দেখছি না, তুমি দেখছি দিব্যি স্বাধীন।

অরল্যাণ্ডো—প্রেমিকের কি কি লক্ষণ থাকে বলো?

রোজালিণ্ড—প্রেমিকের দুই গাল হবে চিমসে শুকনো। তোমার তো তা দেখছি না। নীল চোখে দুটি কোটরে ঢুকে থাকবে তাও তোমার দেখছি না। আর প্রেমে পড়লে মানুষের কোনো মাথার ঠিক থাকে না। তোমার তো মাথা ভালো আছে দেখছি। দাড়ি সব উস্কোখুস্কো থাকে, তাও তোমার না। তবে দাড়ির জন্য অবশ্য তোমায় দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তোমার বয়স কম। প্রেমিকের মোজার গার্ডার ঠিক থাকবে না, মোজা নেমে থাকবে। জামার বোতাম খোলা থাকবে। জুতোর ফিতে খোলা থাকবে। মানে এক কথায় বলতে পারো জামা কাপড় একেবারে সন্ন্যাসীর মতো থাকবে, তাদের যেমন পোষাকে-আষাকে কোনো বাহার থাকে না সেইরকম। তা তোমার তো সেরকম কোনো লক্ষণ দেখছি না। সাজ পোষাক তো তোমার দেখছি খুবই বাহারে। তার মানে.তুমি নিজের চেহারার যত্ন নাও নিজেকে ভালবাসো। আর যে নিজেকে এত ভালবাসে সে কি করে অপরকে ভালবাসবে। না, সে শক্তি তোমার নেই।

অরল্যাণ্ডো—কিন্তু, কি করে আমি তোমাকে বোঝাব বল। কিভাবে তোমার বিশ্বাস হবে বল যে আমি সত্যই কারোর প্রেমে পড়ে কষ্ট পাচ্ছি।

রোজালিণ্ড—আমার বিশ্বাস হলে তোমার কি লাভ বলো। তার চেয়ে যাকে তুমি ভালবাসো, তাকে বিশ্বাস করাতে পারলে তোমার লাভ হবে। তা আমার মনে হয় হয়তো সে বিশ্বাস করবে। এটাই তো মেয়েমানুষের মরণ, তাদের দুর্বলতা। মনে মনে বিশ্বাস না করলেও তোমার ঐ মন ভুলানো কথায় গলে গিয়ে মুখে সে বলবে, সে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, তুমিই কি সে লোক, যে গাছে গাছে প্রেমের কবিতা ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে? যে কবিতাগুলিতে কোনো এক রোজালিণ্ডের প্রশংসা লেখা রয়েছে। দেখে যেন. মনে হচ্ছে প্রেমই যেন গাছে গাছে ঝুলছে।

অরল্যাণ্ডো—আমি রোজালিণ্ডের নামে দিব্যি করে তোমাকে বলছি ভাই, আমিই সেই হতভাগ্য লোক।

রোজালিণ্ড—আচ্ছা, কবিতাতে তুমি যতটা ভালবাসার কথা লিখেছো, তুমি কি রোজালিণ্ডকে সত্যি অতটাই ভালবাসো?

অরল্যাণ্ডো—আমি তাকে কতটা ভালবাসি তা কবিতা লিখে বোঝান যায় না।

রোজালিণ্ড—কিন্তু এ ভালবাসা এ তো এক রকম পাগলামির পর্যায়ে পড়ে। এই অসুখের ওষুধ আমি জানি। পাগলাগারদে পাগলদের যেমন অন্ধকার ঘরে বন্ধ রেখে চাবুক পেটা করা হয় তেমনি ওষুধ। কিন্তু, প্রেমে পড়ে যারা পাগল হয়, তাদের এই ওষুধরূপ চাবুক দেওয়া হয় না কারণ এই পাগলামি এতই সাধারণ পাগলামি যে যারা চাবুক মারবে অর্থাৎ ওষুধ দেবে তারাও এই রোগে পড়ে কাহিল হয়। তবুও শুধুমাত্র ভাল কথা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে দিয়ে আমি এই রোগ সারাতে পারি।

অরল্যাণ্ডো—কখনও প্রেমে পড়া রোগীর রোগ কি তুমি সারিয়েছ?

রোজালিণ্ড—একজনের এ রোগ সারিয়েছি। জানতে চাও কেমন করে? তবে বলি শোন! রোগী যেন ভাববে আমিই যেন তার প্রেমের পাত্রী। রোজ সে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমাকে প্রেম নিবেদন করবে। আমিও তখন মেয়েদের মতো ঘণ্টায় ঘণ্টায় মন বদলাবো। কখনো নিঃশ্বাস ফেলবো। কখনও কাঁদবো, কখনো ন্যাকামি করবো, কখনো দুষ্টুমি করবো, কখনও রাগ করে বলবো তুমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও। আবার কখনো বলবো তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। মানে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মত বদলাবো। কখনও তোমার সেবা করবো, আবার একটু পরেই হীনস্তা করবো। তার জন্য কাঁদবো, আবার তাকে অপমান করবো। এতে করে কি হবে জানো, তার প্রেমের পাগলামি সেরে যাবে এবং সে সত্যিকারের পাগল হবে। এখন তুমি যদি রাজী হও তাহলে তোমাকেও ঠিক এই ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুলি। তুমি দেখবে এই ওষুধের পর তোমার বুকে আর কিছুমাত্র প্রেম অবশিষ্ট থাকবে না।

অরল্যাণ্ডো—থাক বন্ধু, আমার এ রোগ আমি সারাতে চাই না।

রোজালিণ্ড—আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার অত কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু রোজালিণ্ড বলে আমায় ডেকো, আর রোজ আমার এই কুঁড়ে ঘরে এসে আমায় প্রেম নিবেদন করে যাও।

অরল্যাণ্ডো—বেশ আমি তাকে কতটা ভালোবাসি তা কবিতা লিখে বোঝান যায় না।

রোজালিণ্ড বলল—আমার সঙ্গে এসো আমি আমার ঘর কোথায় তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সে পথে যেতে যেতে তুমি অবাক হয়ে বলবে, তুমি এ বনে কোথায় থাকো? আসবে?

অরল্যাণ্ডো—নিশ্চয়, আমি খুশী মনে তোমার সঙ্গে যেতে রাজী।

রোজালিণ্ড—আমার নাম নেই। তুমি কি নাম ধরে কথা বলতে পারো না? আমাকে রোজালিণ্ড বলে ডাকবে। আমিয়েনীকে ডেকে নিয়ে রোজালিণ্ড বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল।

বনের অন্য অংশে টার্বস্টোন ও আদরীকে একসঙ্গে আসতে দেখা গেল। জ্যাক্স তাদের কথা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে তাদের পিছন পিছন আসছে।

টার্বস্টোন—এসো আমার লক্ষ্মী আদরী। তোমাকে আমি ছাগল এনে দেবো আদরী। এখন তুমি কেমন আছ আদরী? আমি তো তোমার মনের মানুষ। তুমি আমায় দেখে খুশী হয়েছো তো?

আদরী—তোমায় দেখে খুশী হবো, কি যে বলো ঐ তো তোমার ছিরি! তুমি আমার মনের মানুষ হবে কি গো?

টার্বস্টোন—এই যে আমি এখানে তোমাকে আর তোমার ছাগলটাকে সঙ্গে নিয়ে আসি, এ যেন প্রায় সেই কবি ওভিদের মতন।

জ্যাক্স এই কথা শুনে নিজের মনে মনে বলল—এর বিদ্যাবুদ্ধিও দেখছি বেশ আছে। তবে এর মুখে পণ্ডিতের মতো কথা শুনে মনে হয় যেন ভাঙ্গা ঘরে নতুন দেবতার প্রতিষ্ঠা।

টার্বস্টোন—জানো আদরী কারোর কবিতার কথা যখন অন্যের কাছে আদর পায় না, প্রশংসা পায় তখন যে দুঃখ সে পায় তা মৃত্যুর চেয়েও বেশী দুঃখদায়ী। সত্যি কথা বলতে তোমার যদি একটুও কবিতার প্রতি আগ্রহ থাকত।

আদরী—কবিতা আবার কি জিনিষ? কোনো ভাল জিনিষ কি?

টার্বস্টোন—সত্যিকারের কবিতা সে শুধু মিথ্যা কথার জাল। এই যে যারা ভালবাসে, তারা খুব কবিতা আওড়ায়। কথায় কথায় তারা শপথ করে, এগুলি সবই মিথ্যে।

আদরী—তাহলে তুমি এই কথা কি করে বললে বিধাতা আমার মনে এই রকম কবিতার রস দেবে?

টার্বস্টোন—বলেছিলাম কারণ তুমি তো বলো তুমি ভাল মেয়ে। যদি তুমি কবিতা জানতে, কবিতা করে আমাকে এই কথা বলতে, তাহলে মনে অন্ততঃ আশা থাকতো যে তুমি আমাকে মিথ্যা ছলনায় ভুলাচ্ছ।

আদরী—তুমি কি তাহলে চাও না আমি ভাল হই।

টার্বস্টোন—রূপের সঙ্গে ভালো মন এ দুটো কি একসঙ্গে হয়। এই আশা করা আর অম্বলে চিনির আশা করা এক।

জ্যাকস্ নিজের মনে মনে বলল—সাবাস, বোকা।

আদরী—আমি তো দেখতে ভালো না, তাই বোধ হয় ভগবান আমাকে ভালো মন দিয়েছেন।

টার্বস্টোন—দেখতে খারাপ কিন্তু ভালো মানের মেয়েমানুষের তুলনা করা চলে, নোংরা বাটিতে রান্না করা ভালো মাংসের মতন।

আদরী—আমি দেখতে খারাপ কিন্তু আমি কুৎসিত নই গো।

টার্বস্টোন—আমার ভাগ্য ভগবান তোমায় সুন্দর করে তৈরী করেনি। খারাপ হতে কতখানি সময় লাগে বলো। অবশ্য তুমি ভালা হও খারাপ হও আমি তোমাকে বিয়ে

করবোই। তারজন্য আমি পাশের গ্রামের পাদরী-ঠাকুর স্যার অলিভার মার টেক্সটের সঙ্গে দেখা করেছি। উনি বলেছেন বনে এসে আমাদের দুজনের বিয়ে দিয়ে যাবেন।

জ্যাক্স মনে মনে বলল—তাহলে তো এই বিয়েটা কেমন হয় দেখতে হবে?

আদরী—ভগবান কি আমাকে এত সুখ দেবেন। সত্যি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

টার্বষ্টোন—ঐ যে পুরুত ঠাকুর আসছেন, আসুন আসুন, স্যার অলিভার মার টেক্সট। আপনার দেখা পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চান, ঐ গাছতলায়। নাকি আপনার গির্জা ঘরে?

স্যার অলিভার বলেন—মেয়েকে দান করবে কে?

টার্বষ্টোন বলল—কিন্তু আমি তো দান হিসাবে কাউকে গ্রহণ করতে পারবো না।

স্যার অলিভার বললেন—কিন্তু, কেউ কন্যাদান না করলে তো বিয়ে অসিদ্ধ হবে।

জ্যাক্স ওদের সামনে এসে বলল—এ কন্যাকে আমি দান করবো।

টার্বষ্টোন—তাহলে তো খুব ভাল হয়। আপনি ঠিক সময় মতো চলে এসেছেন তো। আপনি আসাতে খুব খুশী হয়েছি।

জ্যাক্স—তুমি বিয়ে করছো?

টার্বষ্টোন—না করে উপায় কি বলুন। যেমন বলদের গাই থাকে, ঘোড়ার ঘুড়ী তাকে, তেমনি মানুষের মনেও সাধ থাকে। পায়রাব যেমন বোধ থাকে তেমনি পুরুষের স্ত্রী থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

জ্যাক্স—সে বুঝলাম কিন্তু তোমার মত জ্ঞানী লোক এই ঝোপের ধারে ভিখিরির মতন বিয়ে করবে এটা কি ভালো দেখায়। চলো গির্জায় চলো, একটা ভালো পুরুতকেও ডাকতে হবে। যে পুরুত ঠিক মন্ত্র পড়ে বুঝিয়ে দেবে বিয়ে ব্যাপারটা কি। এই যে পুরুত ও কি বিয়ের সঠিক মন্ত্র জানে? ওর মন্ত্র পড়ে বিয়ে করলে তোমাদের দুজনের অবস্থা শুকনো কাঠের মতো হবে।

টার্বষ্টোন মনে মনে ভাবলো—আমিও তো তাই চাই। এ পুরুত ঠিক মন্তর জানে না। বিয়ের বাঁধন কমজোর হবে, যখন ইচ্ছে হবে এ বিয়ের বাঁধন কেটে সরে পড়তে পারবো।

জ্যাক্স—আমার সঙ্গে এসো। আমি যা বলি শোনো।

টার্বষ্টোন—আদরী, আমরা বিয়ে করবো। নাহলে আমরা দু'জনেই দুঃখ ভোগ করবো। তুমি তোমার মন্তর পড়ো পুরুতমশাই। কে যায়? না না তার চেয়ে এটা বলি ও মিষ্টি পুরুষ। শান্ত পুরুত তোমার সাহস তো খুব। তুমি যখন যাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ো। যাও বাপু যেখানে যাওয়ার সরে পড়ো। তুমি যদি বিয়ে দাও তাহলে সে বিয়ের বাঁধন হাল্কা হবে। জ্যাক্স, টার্বষ্টোন ও আদরী চলে গেলো।

স্যার অলিভার বললো—আমার এই বিয়ের দিতে বয়ে গেছে। এই দেখছি আমার ব্যবসা খারাপ করবে। রাগে গজগজ করতে করতে ওদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে স্থান ত্যাগ করলো।

বনের অন্য অংশে কুটীরের সামনে রোজালিণ্ড ও সিলিয়াকে কথোপকথনরত দেখা গেল। রোজালিণ্ড বলল—তুই আর বক্‌বক্‌ করিস্‌ না। আমার কান্না পাচ্ছে আমি কাঁদবো।

সিলিয়া—আমিও বলছি তুই কাঁদ, কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস পুরুষ মানুষের চোখে জল মানায় না।

রোজালিণ্ড—কিন্তু আমার কি কাঁদবার মতো অবস্থা হয়নি?

সিলিয়া—নিশ্চয়ই তোর কাঁদবার দশা হয়েছে। তুই কাঁদ।

রোজালিণ্ড—তার মাথার চুলের রং পর্যন্ত নকল, তার সবকিছু মিথ্যে, সবই তার ছলনা।

সিলিয়া—তা ঠিক বলেছিস। তার মুখে মধু নয়, বিষ।

রোজালিণ্ড—কিন্তু তার মাথার চুলগুলিতো বেশ সুন্দর!

সিলিয়া—তা আর বলতে, তার চুলের রঙের পাশে বাদামের রঙও লাগে না।

রোজালিণ্ড—তার মুখের কথা যেন স্বর্গের সুধা দেবতার প্রসাদ।

সিলিয়া—তোর বুঝি জানা নেই। এই ঠোঁটজোড়া ও তো স্বর্গ থেকে নিয়ে এসেছে।

রোজালিণ্ড অবাক হয়ে বলল—তবে ও এলো না কেন? ও যে বলেছিল আজ নিশ্চয় আসবে।

সিলিয়া সন্দেহের গলায় বলল—সে কি কখনো সত্যি কথা বলে?

রোজালিণ্ড—তোর কি তাই মনে হয় যে সে সত্যি কথা বলে না।

সিলিয়া—মনে হয় বৈকী। সে তো চোর নয়। কারও ঘোড়াও সে চুরি করে নি। কিন্তু এ প্রেমের জ্বালা ভোগ করতে করতে তার বুকটা পোকা খাওয়া বাদামের মতো ফোপরা হয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

রোজালিণ্ড—তবে কি সে আমায় সত্যি ভালবাসে না?

সিলিয়া—হয়তো সত্যি ভালবাসে। তবে আমার মনে হয় সে সত্যি ভালবাসে না।

রোজালিণ্ড—কিন্তু তুই তো নিজের কানে শুনলি সে কত শপথ করে দিব্যি গেলে বলল, সে সত্যি ভালবাসে।

সিলিয়া—সে সত্যি ভালবাসতো তবে এখন তার সে ভালবাসা আর নেই। এ ছাড়া প্রেমিকের মিনতি কি শপথ তার কোন দাম নেই। সে বলে তার গোষ্ঠীর কাছে এসেছে।

রোজালিণ্ড—বাবার সঙ্গে কাল দেখা হল। আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। তিনি আমার নাম ধাম বংশপরিচয় জানতে চাইলেন। আমি তখন বললাম—তার মতো বড় নামকরা বংশেই আমার জন্ম। কথা শুনে খুশী হয়ে বললেন যাও, কিন্তু

অরল্যাণ্ডো থাকতে তো আমার আর অন্য কারও কথা ভাল লাগছে না।

সিলিয়া—অরল্যাণ্ডো! সত্যি কেমন বীরের মতো সে কবিতা লেখে। কেমন বীরের মতো কথা বলে, বীরের মতো শপথ গ্রহণ করে। তেমনি বীরের মতো সে হপথ ভেঙ্গে ফেলে। তবুও আনাড়ি ঘোড়সওয়ারের মতো মনে যে প্রেমের জোয়ার আছে সেই জোয়ারে কাৎ হয়ে চলে।

তারপর করিনকে আসতে দেখে সিলিয়া বলল—এ আবার কে?

করিন ঢুকে বলল—তোমরা দুজন কি সেই মেষপালককে জানো? যার সম্বন্ধে জানবার জন্য তোমরা আমাকে এত প্রশ্ন করছো? তোমরা কি জানো? জানো, সে ভালবেসে শুধু দুঃখই সয়েছে। তার গর্বিতা প্রেমিকা তাকে ছেড়ে চলে গেছে তবুও সে তার জন্য দুঃখিত বোধ করে, তুবও তাকে ভালবাসে।

সিলিয়া—তার কি হয়েছে করিন?

করিন—যদি একটা সুন্দর দৃশ্য দেখতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এসো। একজন পুরুষকে দেখাবো যে প্রেমের জন্য কাতর, তার চোখে জল। আর একজন নারীকে দেখতে পাবে যে গর্বিতা, যার চোখে আগুন। তাহলে এসো আমার সঙ্গে।

রোজালিণ্ড—চলো তোমার সঙ্গে যাই। এই দুজন প্রেমিক প্রেমিকাকে দেখলে মনে খুব আনন্দ পাবো। প্রেম করবার সাহসও পাবো। চলো কোথায় তারা আছে সেখানে চলো। যদি প্রায়োজন হয় দরকার পড়ে, তবে আমিও তাদের এই অভিনয়ে যোগদান করবো। এই বলে সকলে সেইস্থান ত্যাগ করলো।

বনের অন্য দিকে সিলভিয়াস ও ফিবিকে দেখা গেল। সিলভিয়াস ফিবিকে মিনতি করে বললো—হে সুন্দরী ফিবি, ঘৃণা করোনা। আমায় ঘৃণা কোরো না। যদি না ভালবাসো তা আমাকে বলো কিন্তু এত কঠিন ভাষায় বোলো না, একটু মিষ্টি করে বলো। দেখ যে ঘাতক মৃত্যুদণ্ড দেয়, যে অস্ত্র হাতে, মানুষের মৃত্যু দেখে যার হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে, সেও তো মানুষকে মারবার আগে তার কাছে ক্ষমা চায়। তুমি কি তার চেয়েও শক্ত মন ধারণ করছ?

ওদের পিছনে রোজালিণ্ড, সিলিয়া ও করিন এসে দাঁড়ালো?

ফিবি সিলভিয়াকে বলল—আমি তোমার ঘাতক না। তোমাকে দেখলে আমি দূরে সরে যাই, কারণ যদি তোমার দুঃখ লাগে। তুমি বলছ আমার চোখে মৃত্যু বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছো, আমার দুটি চোখ তুচ্ছ। ধুলোর ভয়ে আপনি আপনি বন্ধ হয়ে যায়। তুমি বলছো আমার সেই নয়ন দুটি তুলে তোমার দিকে তাকালে তুমি ভয় পাও। যদি আমার চোখে মৃত্যু থাকে তাহলে আমি তোমার দিকে তাকাচ্ছি। তুমি বিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হওয়ার অভিনয় করে মাটিতে পড়ে যাও। যদি তুমি তা না পারো তবে তোমাকে ধিক্কারের ভাষা আমার জানা নেই। আমার চোখের দৃষ্টি মৃত্যুসম, তোমায় বিঁধছে এ কথা তুমি বোলো না। আমি কাকে দুঃখ দিয়েছি? ফুলেও তো কাঁটা থাকে। সে কাঁটা দেহে বিঁধলেও তো রক্ত ঝরে। যাও ওই গাছের গায়ে নিজের গা ঘষে

দেখো তোমার গা থেকে রক্ত ঝরবে? তুমি যখন বলছ আমার চোখে অস্ত্রের মতো ধার রয়েছে। আমার চোখ দিয়ে আগুন ঝরে, তখন আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি আমার সামনে এসো না। যদি তুমি আমার কাছে এসে আমাকে প্রেম নিবেদন করে বার বার জ্বালাতন করো, তাহলে সত্যি বলছি আমি তোমাকে চোখের আগুনে অবশ্যই পোড়াব।

সিলভিয়াস সব শুনে বলল—শোনো সুন্দরী ফিবি, চোখে যে আগুন সে আগুন থাকে তা বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। চোখে কতটা আগুন থাকে, সে আগুন কতটা পোড়ায়, কত কষ্ট দেয়, এটা শুধু সেই জানে যে সেই চোখের আগুনে পোড়ে, কষ্ট পায়।

ফিবি—সেইরকম কোনো আগুনে যদি আমি কোনদিনও পুড়ি, কষ্ট পাই তাহলে বুঝব চোখে সত্যই আগুন থাকে। তার আগে বুঝব না। যতদিন না বুঝি তুমি আমার কাছে এসো না। তুমি আমাকে বকো, আমায় রসিকতা করো, আমার সহ্য হবে কিন্তু দয়া করে আমাকে করুণা করো না। মনে রেখো তোমার উপরে আমার করুণাজনিত ভালবাসা এক ফোঁটাও নেই।

সব শুনে রোজালিণ্ড ফিবির কাছে এসে বলল—কিন্তু তুমি এই অভাগার উপর এত নির্দয় কেন? তুমি কুৎসিত, অন্ধকার ঘরে প্রদীপের আলো ছাড়া তোমার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। কিন্তু তোমার এ তেজ এত অহংকার, এইসবের কি কোন অর্থ আছে? আমার দিকে তাকাচ্ছো কেন? আমি তো দেখছি তোমার কোন রূপ নেই, শ্রী নেই। তুমি কি তোমার চোখের তীর দিয়ে আমাকে বিদ্ধ করতে চাও? তোমার দর্প এখানে কোনও কাজই করবে না। তুমি জেনে রেখো তোমার ওই কালো ভুরু, কালো চুল, গোল ভাঁটার মতো চোখ, এইসব দেখে আমি কখনোই মুগ্ধ হবো না। আর বোকা মেষপালক তোমাকেও ধিক্কার দিই এই বলে, তুমি কেন কুয়াশার মতো এর পিছনে পিছনে চলেছো। শীতের বৃষ্টি যেমন পিছনে লেগে থাকে তেমনি বোকার মতো এর পিছনে পড়ে আছো? কেন? তুমি তো দেখতে সুন্দর, তোমার রং রূপ সবই তো এই মেয়েটার থেকে অনেক ভালো। এতো তোমার পায়ের নখের যোগ্যও নয়। তোমাদের মতো বোকারাই পৃথিবীটা কুৎসিত সন্তানে ভরিয়ে তোলো। আয়না কোনদিনও এই রূপের জয়গান করে না। শুধু তুমি এর স্তুতি করো, আর যত প্রশংসা করো তত এই মেয়ে তোমাকে অপমান করে কষ্ট দেয়। শোনো ফিবি, তোমাকে বলি তুমি যদি আমার পরিচয় পাও তাহলে তুমি এই ছেলেটার পায়ে ধরে মাথা নীচু করে ক্ষমা চাইবে। ভগবানের প্রসাদের মতো তখন তুমি একে মাথায় তুলে নেবে। তোমাকে কানে কানে দুটো ভাল কথা বলি মন দিয়ে শোনো, যখন সুযোগ পাও তখন এই সুযোগ নাও তুমি এমন কিছু রূপগুণের আধার নও যে তুমি রোজ রোজ এই রকম ছেলের দেখা পাবে? এই রকম সুযোগ পাবে। এর কাছে ক্ষমা চেয়ে একে দুর্লভ দামি মণির মতো বুকে জড়িয়ে ধরো। কুৎসিত কার্য্য আরও কদর্য হয়, যখন সে অহঙ্কার

তেজে মটমট করে লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। তার থেকে বলছি দুজনে হাত মিলিয়ে এ বন্ধন অটুট করো, তাহলে তোমরা দুজনেই সুখী হবে।

ফিবি এত বকাসকা শুনেও দুঃখ পেল না, সে উল্টে রোজালিণ্ডকে বলল—হে রূপবান, তুমি আমাকে আবার বকো আবার গালমন্দ দাও। এই রাখালের চেয়ে তোমার কটুকথাও অনেক বেশী মিষ্টি। দিনের পর দিন তোমার কটুকথা শুনলেও আমার দুঃখ নাই।

রোজালিণ্ড আশ্চর্য হয়ে বলল—তোমার প্রেমে পড়ে এই বেচারীর অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে। আর তুমি আমার কটুকথা শুনে আমার প্রেমে পড়তে চাও। তাই যদি হয় তাহলে তোমাকে আরও দু-একটা খারাপ কথা বলি। তুমি আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে আছ কেন? কি চাও তুমি আমার কাছে?

ফিবি বলল—তোমার চিন্তা নাই, আমার কোন খারাপ মতলব নাই।

রোজালিণ্ড—না, না তুমি আমার প্রেমে পড়ো না। আমি তোমাকে বলি—মদ খেয়ে মাতাল যেমন মত্ত হয়ে মিথ্যা কথা বলে, তার চেয়ে আমার কথা অনেক বেশী মিথ্যা তা জেনে রেখো। এছাড়া আমি তোমাকে কোনদিনও ভালবাসতে পারবো না, কারণ তুমি কুৎসিত। আমার বাড়ী কোথায় জানতে চাও তো বলি ওই অলিভ গাছের ধারে আমার ঘর। সিলভিয়াস তুমি তোমার সাধনা ছেড়ো না। রাখালী তোমার প্রেম-মুগ্ধ রাখালকে ভালোবাসো, কষ্ট দিও না। কথা শেষে সিলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে রোজালিণ্ড ও করিন চলে গেলো।

ফিবি বলল—আজকে আমি একটা সত্য ঠিকমতো বুঝতে পারলাম। যে প্রথমবার দেখে একজনকে ভালবাসে সেই সত্যি ভালবাসে। সে বুঝতে পারে ভালোবাসার মহিমা কি।

সিলভিয়াস এই কথায় গলে গিয়ে বললো—ফিবি ফিবি, প্রিয়তম—

ফিবি বলল—কি বলতে চাও বলো?

সিলভিয়াস বললো—তুমি আমাকে দয়া করো।

ফিবি—সত্যি তোমার কথা শুনে খুব দুঃখ পাচ্ছি।

সিলভিয়াস—যদি সত্যিই তুমি আমার জন্য দুঃখবোধ করো, তাহলে তোমার পক্ষে তো সে দুঃখ দূর করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। তুমি যদি আমাকে ভালবাসো তাহলে তো আমার দুঃখ দূর হয়। আমার দুঃখ দেখে তোমার যে দুঃখ তাও শেষ হবে।

ফিবি—প্রতিবেশী হিসাবে কি তুমি আমার ভালবাসায় ভাল ব্যবহার পাওনি?

সিলভিয়াস—আমি যে সম্পূর্ণ করে তোমাকে চাই।

ফিবি—তোমার লোভ তো খুব খারাপ লোভ দেখছি। শোনো, তোমাকে আমি খুব ঘৃণা করতাম। তবে তোমার প্রেম নিবেদনের ফলে এখন আমার মনের সেই ঘৃণা অনেকটা দূর হয়েছে। এখন থেকে তোমার সঙ্গে আমি সময় কাটাবো। তোমাকে মিষ্টি কথা বলবো। তবে তার জন্য, আমার জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে। আমি যা

বলবো তুমি সেইমতো কাজ করবে। আমার সুবিধা অসুবিধা দেখবে। এর চেয়ে বেশী কিছু তুমি আমার কাছে আশা করো না। আমার আদেশ পালন করছ এটাই নিজের ভাগ্য বলে মনে করবে।

সিলভিয়াস ফিবির এই নিষ্ঠুর প্রতিদানে অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে বলল—আমার এত ভালোবাসা, আমার গভীর নিষ্ঠা এর কি এই ফল? ঠিক আছে আমি তোমার এই দান আমি পরম সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করছি। ফিবি আমি তোমার সব আদেশ পালন করবো। আমার পরিশ্রম সার্থক হবে যদি আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তুমি আমাকে একটুকুও ভালোবাসো। তোমার কণামাত্র হাসি আমার পরম আকাঙ্খার ধন।

ফিবি—তুমি কি এই যুবকটিকে চেনো, যে এইমাত্র কথা বলে এখান থেকে গেল?

সিলভিয়া—ভাল মতন চিনি না, তবে মাঝে মাঝে রাস্তাঘাটে দেখা হয়। বুড়ো চাষাটা যে বাড়ীতে থাকতো সে বাড়ীতে এরা বাস করে। শুনেছি বাড়ীর সঙ্গে বুড়োর যা জমিজমা গুরভেড়া ছিল সেগুলিও সব কিনেছে।

ফিবি—ওর সম্বন্ধে এত প্রশ্ন করছি বলে তুমি আবার ভেবো না যে আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি। ওর কথা খুব কঠোর। ওর কথা শুনলে মনে হয় গায়ে আগুন লেগে গেছে। তবুও ওর কথায় যেন কি আছে, শুনতে ভাল লাগে। কথায় বেশ বাঁধুনি আছে আর দেখতেও বেশ ভালো। এত তেজ এত গর্ব তাও যেন প্রবালের মতো লাল। বড় বেশী নীল, জানো সিলভিয়াস অন্য কোন মেয়ে যদি এই তরুণটিকে দেখতো তাহলে আমি তোমাকে বলছি অবশ্যই সে ভালোবেসে ফেলত। কিন্তু আমি মেয়ে হয়েও তাকে ভালবাসিনি। তা বলে অবশ্য তাকে আমি ঘৃণা করিনা যদিও সে আমাকে অনেক কঠিন কঠিন কথা বলেছে। অবশ্য যদিও ঘৃণা করা উচিত ছিল কেন না সে আমাকে অনেক বাজে বাজে কথা বলেছে যদিও তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই তার এই কথা বলার কোন অধিকার নেই তবুও। আমার ভেবে অবাক লাগছে যখন আমার জবাব দেওয়া উচিত ছিল আমি দিলাম না। সে আমাকে বাজে বাজে কথা বলে চলে গেল আর আমি বোকার মতো চুপচাপ শুনলাম। যাইহোক যদিও তখন উত্তর দেওয়া উচিত ছিল আমি দিই নাই কিন্তু এখন তো উত্তর দিতে পারি কারণ তাকে ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত না। আমি একটা চিঠিতে তার কথার উত্তর খুব কড়া করে লিখব। তুমি সে চিঠি তার হাতে পৌঁছে দেবে। কি, পারবে না?

সিলভিয়াস—আমি আনন্দের সঙ্গে তোমার চিঠি তাকে পৌছে দেব।

ফিবি রাগতস্বরে বলল—এমন চিঠি লিখব যে সে চিঠি পড়লে মনে হবে যেন বুকে তীর বিঁধে যাচ্ছে। খুবই কষ্ট পাবে। চলো এবার যাই।

আর্ডেন বনে রোজালিণ্ড, সিলিয়া আর জ্যাক্‌সকে কথাবার্ত্তা বলতে দেখা গেল। জ্যাক্‌স বলল—আসলে কি জানো ছোকরা, আমি তোমার সঙ্গে একটু ভালভাবে আলাপ করতে চাই।

রোজালিণ্ড—লোকে বলে, যে আপনি হা হুতাশ ছাড়া আর কিছু করতে জানেন

না সতি?

জ্যাক্স—কথাটা তারা খুব একটা মিথ্যে বলে না। আর আমি হা হা করে হাসার চেয়ে হা-হুতাশ করতেই বেশী ভালবাসি।

রোজালিণ্ড—কিন্তু আমার মতে শুধু যারা হাসে তারা যেমন সুবিধের লোক নয়, তেমনি যারা সবসময় হা-হুতাশ করে তাদেরও আমার ভাল লোক বলে মনে হয় না। আমার মতে দু-দলই মাতালের চেয়েও খারাপ লোক।

জ্যাক্স—হা-হুতাশ করাটা কি ভাল কাজ নয়?

রোজালিণ্ড—আপনি কবি হলেন না কেন?

জ্যাক্স—আমি যে-রকম হা-হুতাশ করি তা পণ্ডিতের হা-হুতাশ নয়। পণ্ডিতের হা-হুতাশের মানে হল তত্ত্বানুশীল। যারা বাজনা বাজায় তারাও হা-হুতাশ করে তবে তা খোল্ খেয়ালে করে। রাজার সভাসদেরা যে হা-হুতাশ করে তার কারণ রাজনীতি। বাড়ীর মেয়েরা যে হা-হুতাশ হল উপরের সবগুলোর মিশ্রণ। আমার হা-হুতাশের সঙ্গে এদের কারও মিল নেই। নানা দেশ ঘুরে আমি যে বিচিত্র জ্ঞান লাভ করেছি যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে আমার হা-হুতাশ তাই দিয়ে তৈরী।

রোজালিণ্ড পরিহাস করে বলল—আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন? তাহলে তো আপনার হা-হুতাশের কারণ আছে দেখছি। আপনি পরের দেশ দেখতে গিয়ে নিজের দেশ ত্যাগ করেছেন। যার নিজের কিছু নেই কিন্তু অনেক দেখছে তার নজর ভালো হয়। কিন্তু সে হাতখোলা হয় না কৃপণ হয়।

জ্যাক্স—কিন্তু নানা দেশ ঘুরে আমার নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে আর তাতে প্রচুর লাভ হয়েছে।

রোজালিণ্ড—এত দামী অভিজ্ঞতা নিয়ে হা-হুতাশ করে ফিরছেন। আমার এরকম অভিজ্ঞতার দরকার নেই। আপনাকে দেখে শুনে আমার বেড়ানোর উপর ঘৃণা ধরে গেল, কোন আকর্ষণ থাকল না।

এই সময় অরল্যাণ্ডো প্রবেশ করে বললো—ভাল আছো প্রিয়তমা রোজালিণ্ড?

জ্যাক্স বলল—না, না, এইভাবে না, কবিতার ভাষায় কথা বলো।

রোজালিণ্ড—জ্যাক্স মশাই এখন আপনি এখান থেকে চলে গেলে খুশী হবো। নিজের দেশ ছেড়ে মনটিকে সুখ জারী করেছেন। নিজের দেহ মনের সব সুখ হারিয়ে এখন দেবতার নিন্দে করে বেড়াচ্ছেন? এইসব কথার খোঁচা খেয়ে জ্যাক্স চলে গেলে অরল্যাণ্ডকে বলল তোমার কি খবর? এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? এই তোমার ভালবাসা? দেখো যদি তুমি এমন ছলনা করো তাহলে আর আমার সামনে এসো না।

অরল্যাণ্ডো—কিন্তু, আমার তো এক ঘণ্টার বেশী দেরী হয় নি।

রোজালিণ্ড—ভালোবাসার এক ঘণ্টা দেরী বুঝি অল্প দেরী হলো, এক মিনিটকে হাজার ভাগে ভাগ করলে আবার সেই হাজার ভাগের হাজার ভাগ দেরীও যদি

প্রেমের ক্ষেত্রে কেউ করে, তবে তুমি জেনে রেখো তার মধ্যে প্রেম নেই। প্রেম তার বুকে ছোট একটা টোকাও মারেনি এ আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলতে পারি।

অরল্যাণ্ডো—অপরাধীর স্বরে বলল—আমার দেরী হয়ে গেছে তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি রোজালিণ্ড।

রোজালিণ্ড রেগে বলল—আমি তোমার মতন লোকের মুখ দেখতে চাই না। তার থেকে আমি শামুকের সঙ্গে প্রেম করবো সেও ভালো।

অরল্যাণ্ডো অবাক হয়ে বললো—শামুকের সঙ্গে?

রোজালিণ্ড—হ্যাঁ, শামুকের সঙ্গে প্রেম করবো। ওমা! এই কথা শুনে এত অবাক হচ্ছো কেন? জেনে রাখো শামুক এমন আস্তে আস্তে হাঁটলেও তাবা মাথায় ঘরবাড়ী বয়ে নিয়ে বেড়ায়। মেয়েমানুষ এমনই প্রেমিক চায় বুঝলে?

অরল্যাণ্ডো—তুমি কি বলতে চাইছো?

রোজালিণ্ড—আমি শামুকের শিং-এর কথা বলছি। তোমরা পুরুষ মানুষ, বিয়ে করলেও তোমরা শিং-এর অভাব বোধ কর। শামুকের শিং আছে, তাই যখন তার বৌ তাকে বকে, তখন সে শিং নেড়ে তার বৌ-এর বকুনি থামাতে পারে।

অরল্যাণ্ডে—মানুষের নিষ্ঠাই মানুষের শিং বুঝলে, আমরা রোজালিণ্ড খুব ভালো বুঝলে?

রোজালিণ্ড—আমি তোমার রোজালিণ্ড।

সিলিয়া—তোমার অরল্যাণ্ডো রোজালিণ্ড বলে ওর মনের খেয়াল। কিন্তু আসলে তো তোমার চেয়ে ওর অনেক ভালো সুন্দর রোজালিণ্ড আছে, তা কি তোমার জানা আছে?

রোজালিণ্ড—এসো এসো সময় নষ্ট না করে আমায় প্রেমের কথা বলো। আমার এখন মন মেজাজ খুব ভালো আছে। তুমি যা বলবে তোমার সব কথায় আমি এখন সায় দেব। আচ্ছা তুমি এখন কি কথা বলবে বলো তো? আচ্ছা অরল্যাণ্ডো, আমি যদি সত্যি সত্যি তোমার রোজালিণ্ড হই, তাহলে এই যে আমাদের দেখা হলো, আগে কি করবে?

অরল্যাণ্ডো—আগে কি করবো জানতে চাও? কোন কিছু কথা বলবার আগে আমি তোমার ঠোঁটে চুমু খাবো।

রোজালিণ্ড—না, না, আগে চুমু খাওয়ার দরকার নেই। তার চেয়ে আগে কথা বলো, যখন আর কথা বলার কোনো কিছু থাকবে না তখন চুমু খেয়ে খেয়ে ঠোঁটের পাপড়ি বন্ধ করো। দেখোনি যারা বক্তৃতা দেয় তারা বক্তৃতা দিতে দিতে কথার পুঁজি হারিয়ে ফেলে থু থু গেলে। প্রেমিক প্রেমিকারা যখন কথার পুঁজি হারিয়ে ফেলে (অবশ্য প্রেমের রাজ্যে কখনও এমন ঘটে না) তখন চুমু খেয়ে ফাঁকির সৃষ্টি করে।

অরল্যাণ্ডো—কিন্তু চুমু খেতে চেয়ে যদি চুমু খাওয়ার অনুমতি না পাই তখন কি

রোজালিণ্ড—প্রেমিকা তখন মিনতি করবে আর তাই থেকে আমার কথার সৃষ্টি হবে।

অরল্যাণ্ডো—কিন্তু প্রিয়তমার সামনে তো কারো কথা ফুরোয় না।

রোজালিণ্ড—আমি তো তোমার রোজালিণ্ড, তাহলে তুমি কেন কথা বলছ না?

অরল্যাণ্ডো—তার কথা আলোচনা করতে আমার খুব ভাল লাগে। যদিও তুমি সত্যিকারের রোজালিণ্ড না তবুও তোমায় রোজালিণ্ড বলতে খুব আরাম লাগে।

রোজালিণ্ড রেগে গিয়ে বলল—আমায় বাজে কথা বললে। বলছি তো আমি তোমার সত্যিকারের রোজালিণ্ড। কিন্তু আমি তোমায় চাই না।

অরল্যাণ্ডো—যদি তুমি আমায় না চাও তাহলে আমি আর যাবো না। আমি মরবো রোজালিণ্ড বলল। যদি মরো তাহলে তুমি মোক্তারনামায় মরো। কারণ পৃথিবীর বয়স যদিও প্রায় দু-হাজার বছর হলো তবু আজ অবধি কোন প্রেমিক প্রেমের জন্য মরেনি। তোমাকে কতকগুলি উদাহরণ দিই। ট্রয়লাগ বলে একজন আদর্শ প্রেমিক ছিলো কি? যখন লাঠির আঘাতে তার মাথা চুর চুর হয়ে গিয়েছিলো তখনও সে বাঁচার জন্য অনেক কষ্ট করেছিল। যদি হিরো সংসার ছেড়ে বৈরাগ্য নিয়ে মঠে গিয়েছিলো তবুও লিয়াণ্ডার অনেকদিন বাঁচতো যদি না সে রাত্রে হঠাৎ ওরকম গরম না পড়তো। হেলেশপণ্ডে চান করতে গিয়ে হাতে পায়ে খিল ধরার ফলে জলে ডুবে মারা গেলেন। যারা এইসব নিয়ে ইতিহাস লেখেন তারা সত্যটা না লিখে মিথ্যে গল্প বানিয়ে লেখেন। কোনো মানুষই অমর নয়, যুগ যুগ ধরে চিরকাল মানুষ মরে যাচ্ছে। তার মৃতদেহ দিয়ে পোকা-মাকড়েরা ভোজ-উৎসব পালন করছে কিন্তু প্রেমের ব্যথায় আজ পর্যন্ত কেউ মরেনি সেটা এবার বুঝলে?

অরল্যাণ্ডো—আগে কোথায় কি হয়েছিল বা কি হতে পারে তা আমি জানি না, জানতেও চাই না। আমি শুধু জানি যে আমার সত্যিকারের রোজালিণ্ড যদি আমার দিকে রাগ করে তাকায় তাহলে আমি বাঁচবো না। তখনই মরে যাবো।

রোজালিণ্ড—আমি কখনও একটা পোকা-মাকড় মারিনি। কিন্তু একথা থাক। আমি এবার সত্যি তোমার রোজালিণ্ড হয়েছি। খুব ভালো মেজাজের রোজালিণ্ড। তুমি কি চাও? যা চাইবে আমি সেই বর দেবো।

অরল্যাণ্ডো তাহলে আমাকে ভালবাসো। আমায় ভালবাসা দাও রোজালিণ্ড।

রোজালিণ্ড—তোমায় নিশ্চয় ভালবাসবো। শুক্রবার, শনিবার রোজ ভালোবাসবো।

অরল্যাণ্ডো—তাহলে তুমি আমায় নেবে রোজালিণ্ড?

রোজালিণ্ড—তোমাকে তো নেবই। তোমার মতন কুড়িজন অরল্যাণ্ডো আমি নেবো।

অরল্যাণ্ডো—তুমি কি বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?

রোজালিণ্ড—তুমি ভাল লোক তো।

অরল্যাণ্ডো—মনে তো হয়।

রোজালিণ্ড—তবে ভাল জিনিস মানুষ কত নেয়। বেশী পেলে তো বেশী নেয়। বোন আয়, তুই আমাদের পুরুত হয়ে মন্ত্র পড়ে আমাদের বিয়ে দে, আমাদের দুই হাত এক করে দে। বল বোন, তুই কি একাজ করতে পারবি?

অরল্যাণ্ডো—দাও, আমাদের বিয়ে দাও।

সিলিয়া—তা কি করে হয়? আমি তো বিয়ের মন্ত্র জানি না।

রোজালিণ্ড—এর আর মন্ত্র কি? তুমি একে কি বলো অরল্যাণ্ডো...........এমনি সব কথা।

সিলিয়া—ওঃ বুঝেছি, তোমার নাম কি অরল্যাণ্ডো? আচ্ছা তুমি কি রোজালিণ্ডকে বউ হিসাবে মেনে নিতে রাজী আছ?

অরল্যাণ্ডো—রাজী আছি, রোজালিণ্ডকে আমি বউ হিসাবে গ্রহণ করব।

রোজালিণ্ড—কবে কখন তুমি তা করবে?

অরল্যাণ্ডো—যত তাড়াতাড়ি ইনি আমাদের মন্তর পড়াবেন।

রোজালিণ্ড—তাহলে তুমি বল—রোজালিণ্ড, আমি তোমাকে বউ হিসাবে মেনে নিচ্ছি, গ্রহণ করছি।

অরল্যাণ্ডো—রোজালিণ্ড,আমি তোমাকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করলাম।

রোজালিণ্ড—তোমার কথায় আমি তোমাকে গ্রহণ করছি। না না, মন্ত্র বলি—আমি তোমাকে স্বামী হিসাবে মেনে নিচ্ছি অরল্যাণ্ডো। যদি এখন এই বিয়ের মন্ত্র পড়তে পুরুতের কাছে যাই তাহলে দেরী হবে। মেয়ে মানুষের মন কত তাড়াতাড়ি ছোটে তা জানো?

অরল্যাণ্ডো—শুধু মেয়ে মানুষ কেন, পুরুষ মানুষের মনও ছোটে। সত্যি কথা বলতে ছোটে না, মানুষের মন ওড়ে, মানুষের মনের ডানা আছে।

রোজালিণ্ড—সত্য করে বলো তো, রোজালিণ্ডকে পাবার পর কতদিন তাকে বুকে রাখবে?

অরল্যাণ্ডো—সারা জীবন।

রোজালিণ্ড—সারা জীবন রাখবে বোলো না, বল শুধু একটা দিন। না না, অরল্যাণ্ডো তুমি পুরুষের মন জানো না। বিয়ের আগে পুরুষের ভালবাসা মনে হয় যেন বসন্তের বাতাস। বিয়ের পর সে ভালবাসা মনে হয় যেন শীতল শীতল হাওয়া, গায়ে কাঁটা দেয়। আর মেয়েদের মনের ভালবাসা কেমন জান? যতদিন তাদের বিয়ে না হয় ততদিন মন যেন গরমের আকাশের মতন গরম, নিস্তব্ধ। তারপর বিয়ে হলে সে আকাশের চেহারা বদলে যায়। বিয়েরপর মেয়েদের মনে ভীষণ হিংসার জন্ম হয়। সে সবসময় তার পুরুষটিকে পাহারা দেয়। আমি তোমাকে এমনি পাহারা দেবো, যদি কোনোদিকে চাও তাহলে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে চীৎকার করবো। তোমার উপর ভীষণ লোভ হবে। বানরের চেয়েও বেশী লোভ। তোমায় খুশী দেখলে খুব কাঁদবো। যদি তোমার ঘুম পায় তাহলে আমি খুব হাসবো।

অরল্যাণ্ডো—তাহলে আমার রোজালিণ্ডও কি তাই করবে?

রোজালিণ্ড—অবশ্যই।

অরল্যাণ্ডো—কিন্তু আমার রোজালিণ্ডের মাথায় বুদ্ধি আছে।

রোজালিণ্ড—বুদ্ধি আছে বলেই আমি যা করছি সেও তাই করবে। যার বুদ্ধি যত বেশী, সে তত বেশী স্বাধীন হয়।

অরল্যাণ্ডো—কিন্তু যদি এত বুদ্ধিওয়ালা স্ত্রী হয় তাহলে স্বামীর দল নিঃশ্বাস ফেলে বলবে—এত বুদ্ধি নিয়ে কি করবো? কোথায় রাখব?

রোজালিণ্ড—আগে তোমার একটা বউ হোক। দেখবে হে বউয়ের বুদ্ধি তোমার পড়শীর বিছানায় গিয়ে ঢুকেছে।

অরল্যাণ্ডো—তাহলে কি বুদ্ধি নিয়ে সে এ কাজের কৈফিয়ৎ দেবে?

রোজালিণ্ড—তোমার স্ত্রী তখন বলবে, সে তোমার পড়শীকে খুঁজতে সেখানে গিয়েছিল। শোনো অরল্যাণ্ডো, স্ত্রীর কথা যদি না শুনতে পারো তাহলে তাকেও সইতে পারবে না। যে-স্ত্রী সুযোগ পেলে দোষ করে সে কখনো তার স্বামীকে মানুষ করবার আশা যেন মনে না রাখো। তাহলে তার স্বামী হবে বোকা।

অরল্যাণ্ডো—ঘণ্টা দুয়েকের জন্য তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে রোজালিণ্ড।

রোজালিণ্ড—কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে দু-ঘণ্টা থাকবো কি করে?

অরল্যাণ্ডো—ডিউক নিমন্ত্রণ করেছেন। তাই যেতে হচ্ছে। বেলা দুটোর সময় আবার তোমার কাছে আসবো।

রোজালিণ্ড অভিমান করে বললো—আচ্ছা যাও, আমি তো জানতাম তুমি এই করবে। আর পাঁচজনেও আমায় এই কথাই বলেছিল। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমার মনটা তো চুরি করলে, এখন তোমার আর কি! এখন আমায় এমনিভাবে ফেলে চলে যাও। আমি মরি বাঁচি তোমার কি? বেলা দুটোর সময় তুমি ফিরে আসবে তাই তো?

অরল্যাণ্ডো—হ্যাঁ, রোজালিণ্ড তাই।

রোজালিণ্ড—আমি দিব্যি দিয়ে বলছি; ভগবান জানেন সত্যি বলছি; তুমি যদি কথার ঠিক না রাখো, আসতে যদি এক মিনিট দেরী করো তাহলে আমি আর কখনো তোমায় বিশ্বাস করবো না। বুঝব তুমি ভালবাসার কিছু বোঝো না, আমাকে রোজালিণ্ড বলে ডাকবার যোগ্যতাও তোমার নেই। আমি বুঝবো তুমি বিশ্বাস-ঘাতক। বুঝলে তো আমার কথা? মনে থাকে যেন, যা কথা বলছো সেই মতন কাজ কোরো? কথা রেখো?

অরল্যাণ্ডো—আমি তিন সত্যি করছি রোজালিণ্ড। এখন আমাকে অনুমতি দাও। আমি অবশ্য সময়মতো ফিরে আসব।

রোজালিণ্ড—আচ্ছা এখন যাও। দেখব তুমি কেমন কথা রাখতে পারো। আজকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অরল্যাণ্ডো চলে গেলে সিলিয়া কপট রাগে রোজালিণ্ডকে বললো—তুই এত

হ্যাঙলামি করলি প্রেমের জন্য? তুই তো মেয়েজাতটার অপমান করলি?

রোজালিণ্ড—বোন, তুই যদি জানতিস ওকে আমি কি ভালবাসাটাই না বেসেছি। এ ভালবাসার কোনো সীমা নেই, সাগরের মত অতল গভীর আমার ভালবাসা।

সিলিয়া রসিকতা করে বলল—অতল! মানে যতই ভালবাসা ঢালো সব তলিয়ে যাবে।

রোজালিণ্ড—তা এজন্য দোষারোপ করতে চাস তো অনঙ্গদেবকে কর। তোরা আমার ভালবাসা কি বুঝবি না। বুঝবেন অতনুঠাকুর। তোকে সত্যি বলছি, অরল্যাণ্ডোকে একমিনিটও না দেখে আমি থাকতে পারি না। যাই দেখি, কোথাও একটি গাছের ছায়া পাই নাকি। যতক্ষণ অরল্যাণ্ডো না ফেরে তার তলায় বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি।

সিলিয়া—তাই ভালো, আমিও ছায়ার তলে ভালমতো ঘুমিয়ে নেবো।

বনের অন্য অংশে জ্যাক্‌স ও বনবাসীর বেশে অমাত্যদের কথাবার্ত্তা বলতে দেখা গেল। জ্যাক্‌স বলল—এই হরিণটাকে কে মারল?

১ম অমাত্য—আমি মশাই!

জ্যাক্‌স—চলো, বিজয়ী রোমানরা যেমন উৎসব করে তেমনি একে নিয়ে ডিউক বাহাদুরের কাছে চল। জয়ের ধ্বজা ঐ হরিণের শিং-এর কপালে এঁটে দেবো। আচ্ছা, এই ঘটনার সঙ্গে খাপ খায় এরকম কোনো গান জানো নাকি বনবাসী?

২য় অমাত্য—জানি মহাশয়।

জ্যাক্‌স—গাও সে গান। সুরের জন্য ভেবনা, তাল ঠিক থাকলেও হবে, শুধু শব্দ হলেই চলবে।

অমাত্য গাইতে লাগল—যে হরিণ মারল সে কি নিতে চায়? হরিণের চামড়া চাই না তার শিংটা মাথায় দিতে চাই? তাকে বিজয়-সঙ্গীত গেয়ে আপ্যায়ন করে ঘরে নিয়ে চল। শিং মাথায় পড়লে কোন লজ্জা নেই কারণ তোমার জন্মাবার আগে তোমার বাবা, তার বাবা, তার বাবার বাবা এইরকম ভাবে চোদ্দ পুরুষ এ শিং মাথায় করে রয়েছেন, তুমি কি তা জানো। এই শিং ভারী জেল্লাদার শিং হাসি তামাসার শিং এ নয়, এটা ভালা করে জেনে রাখো।

বনের অন্য অংশে সিলিয়া ও রোজালিণ্ডকে কথা বলতে দেখা গেল। রোজালিণ্ড সিলিয়াকে বলল—তুই কি বলতে চাস? এখনো দুটো বাজেনি? কিন্তু অরল্যাণ্ডো তো এল না?

সিলিয়া—আমি যা বুঝেছি, অনঙ্গদেবের এমন মাথা ধরেছে তীর ধনুক তুলে তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন। আবার কে যে আসছে দ্যাখ।

সিলভিয়াস—হাতে চিঠি নিয়ে ঢুকে রোজালিণ্ডকে বলল—হে সুশ্রী তরুণ, ফিবি আমার হাত দিয়ে তোমাকে চিঠি পাঠিয়েছে। নাও তোমার চিঠি ধর। চিঠিতে কি লিখেছে আমি জানি না। তবে অনুমান করতে পারি কারণ যখন সে চিঠি লিখছিল তখন তার পাগল ভুরু সব কুঁচকে ছিল, অতএব মনে হয় এই চিঠিতে রাগের আভায

আছে। আমি এই চিঠির জন্য ক্ষমা চাই। এই চিঠিতে যাই থাক কোন অপরাধ নাই কারণ আমার কাজ চিঠি তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়া।

রোজালিণ্ড পত্র পড়ে বলল—ধৈর্য্য স্বয়ং যদি এই চিঠি পড়তো তাহলে তারও ধৈর্য্য হারিয়ে যেতো। এমনই কঠিন ভাষা। শোনো সে কি লিখেছে? সে লিখেছে আমার আবরণ ভদ্র নয় আমি দেখতেও সুন্দর নই। আমি গর্বে আত্মহারা আমাকে সে এ জন্মে কোনদিনও ভালবাসতে পারবে না। তার চিঠি তো দেখছি খুবই অদ্ভুত। কিন্তু আমার প্রেম তো তার পিছনে খরগোসের মতো ফিরবে না। তবে এই পত্র লেখার মানে কি? আমার মনে হয় তোমার বুদ্ধিতেই সে আমাকে এই চিঠি লিখেছে।

সিলভিয়াস কাতর কণ্ঠে বলল—আমি সত্যি করে বলছি এই চিঠির কিছুই আমি জানি না। এটা ফিবি নিজে লিখেছে, তার মনে যা ছিল তা সে লিখেছে।

রোজালিণ্ড ভীষণ রেগে গিয়ে বলল—তুমি এক নম্বরের বোকা, প্রেমে তোমার বুদ্ধি হারিয়ে গেছে। আমি তাকে দেখেছি সে ভীষণ কুৎসিত। তার দুই হাতও পুরুষের মত কঠিন। তা বড় কথা নয়, এ চিঠিতে যে কথা লেখা এ তো পুরুষের ভাষা। এই হাতের লেখাও তো মনে হচ্ছে পুরুষের।

সিলভিয়াস—কিন্তু আমি সত্যি বলছি এ চিঠি তার নিজের হাতে লেখা।

রোজালিণ্ড—কিন্তু চিঠির ভাষা অতীব কঠোর নিষ্ঠুর ভাষা। সে যেন চিঠির মাধ্যমে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। সে আমাকে তুচ্ছ করছে যেমন তুর্কিরা খৃষ্টানকে করে। নারী মন স্বভাবতই নরম সে কি করে এমন মিষ কালো দানবের যোগ্য ভাষা শিখল? তুমি কি এর প্রত্যেকটা বর্ণ শুনতে চাও?

সিলভিয়াস—তোমার যদি ইচ্ছা হয় বলো। দেখি চিঠিতে কি লিখেছে। কিরকম নিমর্ম ভাষা, কঠিন ভাষা সে লিখেছে, তার নির্মমতা কত তাহলে ভাল করে বুঝতে পারবো।

রোজালিণ্ড—সত্যি খুবই এর দুঃসাহস। শোনো শোনো, কি লিখেছে। লিখেছে—তুমি কি কোন দেবতা রাখালের বেশ ধারণ করে কুমারী মেয়ের হৃদয়ে আগুন জ্বালাতে এসেছো? কোনো মেয়ে কি এমন করে দোষ দেয়? কত মানুষের চোখের দৃষ্টি তো আমাকে স্পর্শ করেছে কিন্তু সেই দৃষ্টিতে তো এমন হারিয়ে যাই নি। বুঝলে সিলভিয়াস তাহলে আমি মানুষই নই যেন আমি পশু, বুঝলে, রোজালিণ্ড বলল। আরও অনেক কথা লিখেছে পড়ছি শোনো। ফিবি লিখেছে তোমার চোখে ঘৃণা দেখেও আমার মনে প্রেম জেগেছে জানি না যদি তোমার চোখে প্রেম দেখতাম তাহলে আমার কি অবস্থা হতো। তুমি আমাকে কটু কথা বলছো তাই আমি ভালোবেসেছি। আর তুমি যদি হেসে হেসে আমাকে মিষ্টি কথা বলতে তাহলে আমার কি অবস্থা হতো? আমি চিঠি দিয়ে জানাচ্ছি কার প্রেমে আমার হৃদয় মন পূর্ণ হয়ে আছে। তুমি তরুণ মন দিয়ে কি আমার প্রেম গ্রহণ করবে? আমার দেহ মন সব কিছু আমি তোমাকেই অর্পণ করেছি। যদি আমাকে না ভালোবাসো সে কথা গোপন করো

না। তাহলে মৃত্যুবরণ করে আমার মনের কষ্ট মিটাবো।

সিলভিয়াস পুরো চিঠিটা শুনে বলল—কিন্তু তুমি এই চিঠিকে ভৎর্সনা কেমন করে বলছো। এতো তো কোনো রাগের কথা লেখা নাই।

সিলিয়া—সত্যি, একনম্বরের বোকা রাখাল।

রোজালিণ্ড—না, ওকে বেচারী বলে দুঃখ করিস না। ওকে আহা করিস না ও এ সবের যোগ্য নয়। কারণ ওর কোন মান নেই। এমন মেয়েকে তুমি এখনও ভালবাসতে চাও? যে তোমার বাঁশীতে তার নিজের সুর এমনি ভাবে বাজিয়ে বলে। সত্যি খুবই অসহ্য, যাও রাখাল। তুমি ফিবির কাছে ফিরে যাও। ওর প্রেমে পড়ে তুমি মাটির পুতুল হয়ে গেছ। তোমার প্রাণ নেই, মনে কোন তেজ নেই। তার কাছে ফিরে গিয়ে বল যে আমি তাকে হুকুম করছি যে, সে আমায় যদি ভালবেসে থাকে তাহলে সে যেন তোমায় ভালবাসে। তোমায় যদি ভাল না বাসে তাহলে তার দিকে আমি ফিরেও তাকাবো না। তুমি যদি বলো তাহলেও না। তুমি যদি তাকে সত্যিই ভালবাসো তাহলে এখান থেকে যাও। না আর কথা নয়, ঐ যেন কে এদিকে আসছে?

সিলভিয়াস চলে গেলে অলিভার এসে সিলিয়া ও রোজালিণ্ডকে নমস্কার জানিয়ে বলল—দয়া করে এই অলিভ বনের কোন কোণায় রাখালের ছোট ঘর আছে। যদি আমাকে বলেন তাহলে আমার সুবিধা হয়।

সিলিয়া—আগে গিয়ে দেখবেন একটা ছোট নদী বহে যাচ্ছে। তার পাশে দেখবেন ঝাউবন রয়েছে, সেই ঝাউবনের বাঁদিকে তার ঘর। কিন্তু এ সময় তো তাকে ঘরে পাবে না। সে ঘর এখন খালি। কেউ ঘরে নাই।

অলিভার—বুঝেছি। শুনেছিলাম কিশোরটির বয়স অল্প, সুন্দর পোষাক তার পরনে। মুখে মেয়েদের কোমলতা। প্রথমে কিশোরকে দেখলে মেয়ে বলে ভুল হয়। তার সাথে তার বোন আছে, ভাই-এর গায়ের রঙ বেশী ফর্সা। সে সিলিয়াকে বলল—এই বর্ণনার সা?থ তো তোমাদের বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। তা তুমি বুঝি সে বাড়ীর মালিক?

সিলিয়া—আমি একা মালিক নই, আমরা ভাই-বোন দুজনেই তার মালিক।

অলিভার—অরল্যাণ্ডো আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সে আমাকে বলেছে সে যে কিশোরকে 'রোজালিণ্ড' বলে ডাকে তার কাছে এই রক্তমাখা জামাকাপড় পৌঁছিয়ে দিতে। তুমি কিশোর দেখছি, তা তুমিই কি সেই কিশোর যাকে অরল্যাণ্ডো 'রোজালিণ্ড' নামে ডাকে?

রোজালিণ্ড—আমি সেই কিশোর। কিন্তু এসবের মানে কি?

অলিভার কুণ্ঠিত হয়ে বলল—সে বলতে গেলে আমার লজ্জার কথা। বড় লজ্জা পাচ্ছি। যদি তোমরা শোন আমি কে? কেন এখানে এসেছি? কি উদ্দেশ্যে মিটাতে, আমি কি করেছি? কেমন করে এই জামাকাপড়ে রক্ত লাগল? তাহলে তোমরা আমাকে খুব ভৎর্সনা করবে যাই হোক শোন কি করে রক্ত লাগল।

সিলিয়া অধৈর্য্য হয়ে বলল—তাড়াতাড়ি বল।

অলিভার—তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরল্যাণ্ডো তো ফিরে চলল। তোমাকে বলে গেয়েছিল কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসবে। যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে মনের আনন্দে পথ চলছিল এমন সময় সে দেখতে পেল গাছের ছায়ায় পথশ্রমে ক্লান্ত একজন পথিক নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছ। তার গলায় ভীষণ বিষধর সাপ ঝুলছে। কখন তাকে দংশন করবে সুযোগ খুঁজছে। এই দৃশ্য দেখে যেমনি অরল্যাণ্ডো ঝোপের পাশ দিয়ে এগোচ্ছে সে দেখে ভীষণ হিংস্র সিংহ থাবা পেতে বসে আছে, পথিক জেগে উঠলে তাকে খাবে বলে। সিংহ পথিকের জেগে ওঠার অপেক্ষা করছে কারণ পশুর রাজা সিংহ কখনো ঘুমন্ত বা মৃত প্রাণীর উপর আক্রমণ করে না। এই দৃশ্য দেখে অরল্যাণ্ডো ঘুমন্ত পথিকের সামনে ছুটে গেল। দেখল, দেখে অবাক হল যে এই ঘুমন্ত পথিক আর কেউ নয়, তার বড় ভাই অলিভার।

সিলিয়া সব শুনে বলল—অরল্যাণ্ডোর মুখে তার বড় ভাই-এর কথা শুনেছি অতি কঠোর, নিষ্ঠুর মনের লোক। সেই ভাইয়ের প্রতি এমন ব্যবহার। অরল্যাণ্ডো দেখছি তার বড় ভাইয়ের মতো নয়।

অলিভার নিজের দোষ স্বীকার করে বললো—সত্যি কথাই বলেছো? এরকম বড় ভাইয়ের রক্ষা না করে হত্যা করাই উচিত।

রোজালিণ্ড অধৈর্য্য হয়ে বললো—কিন্তু তুমি বলো অরল্যাণ্ডো কি করল। সে কি বড় ভাইকে যেভাবে ফেলে রেখে গেল যাতে সে সিংহ আর সাপের বলি হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে?

অলিভার—এসব দেখেওভাইকে ফেলে রেখে গিয়েছিল। ভেবেছিস যে এরকম ভাইকে ফেলে রেখে যাওয়াই উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে মায়া-স্নেহ-প্রীতি করুণার উদয় হল। এগুলি প্রতিহিংসার থেকে অনেক বড় মহান প্রবৃত্তি এবং এর ফলে সে সিংহকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলো। সিংহ ভীষণ গর্জন করতে করতে মারা গেল। আর সেই ভীষণ চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সিলিয়া—তুমি—তুমিই ওর বড় ভাই।

রোজালিণ্ড রেগে গিয়ে বলল—তোমাকে রক্ষা করল?

সিলিয়া—ও তোমাকে রক্ষা করলো? আর তুমি ওর সঙ্গে চিরকাল খারাপ ব্যবহার করেছো। ওকে হত্যা করবার জন্য কত চেষ্টা করেছো।

অলিভার সিলিয়ার ধিক্কারভরা কথা শুনেও শান্ত ভাবে বলল—সত্যি বলেছো, এমন পাপ কাজ নেই যা আমি করিনি। কিন্তু এখন আর আগের আমি নেই আমি যে খারাপ ছিলাম তা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। এখন আমার মনে কোনো পাপ নেই এবং নিজের মনের এই পরিবর্তন দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।

রোজালিণ্ড—কিন্তু এই রক্তমাখা জামাকাপড়ের অর্থ কি?

অলিভার—বলছি। দুজনের তো সামনা সামনিই দেখা হলো। দুজনের চোখেই

জল পড়তে লাগল। অতীতের যত মন কষাকষি, ঝগড়া, সবকিছু যেন সেই চোখের জলের সাগরে ভেসে গেল। তাকে বললাম এই বনে কিভাবে এসেছি? কেন এসেছি? সব শুনে অরল্যাণ্ডো আমাকে ডিউকের কাছে নিয়ে গেল, তিনি আমাকে নতুন জীবন নতুন পোষাক দিলেন। অরল্যাণ্ডো আমাকে তার গুহা-গৃহতে নিয়ে গেল। নিজের জামাকাপড় সব একে একে খুলল। তখন দেখলাম তার হাতে সিংহের নখর দাগার ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখান থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। এর পরেই ভাই আমার অজ্ঞান হয়ে গেল। সেই ঘোরের মধ্যে তার মুখে অন্য কোন কথা নাই শুধু রোজা, রোজালিণ্ড বলে কার নাম ধরে ডাকছে। তারপর সেবাযত্ন করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমাকে এখানে পাঠাল কারণ সে তার কথা রাখতে পারেনি। সেই অপরাধের জন্য সে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলেছে আর বলেছে এই রক্তমাখা জামাকাপড়ের টুকরো আমার হাতে দিয়ে বলেছে, যে কিশোরকে সে 'রোজালিণ্ড' বলে ডাকে তার হাতে দিতে যাতে সে বুঝতে পারে কেন কথা দিয়েও সে আসতে পারলো না।

এই কথা শুনেই রোজালিণ্ড অজ্ঞান হয়ে গেলে সিলিয়া ব্যস্ত হয়ে তাকে ডাকতে লাগল—গানিমীড, গানিমীড। এ কি হলো তোমার, কথা বলো, চোখ খুল, তাকাও। অলিভার—এই রক্ত দেখলে সত্যি মানুষের জ্ঞান আর থাকে না।

সিলিয়া—শুধু রক্ত দেখেই ও অজ্ঞান হয়নি অন্য আরও কারণ আছে।

অলিভার রোজালিণ্ডকে চোখ খুলে তাকাতে দেখে বলল—ওই তো চোখ মেলে তাকিয়েছে। কথা কও।

রোজালিণ্ড ক্লান্ত স্বরে বলল—আমি বাড়ী যেতে চাই?

সিলিয়া মমতাভরে বলল—তুমি কি নিজে যেতে পারবে, তার থেকে ভাল হয় যদি আমরা বয়ে নিয়ে যাই। অলিভারের উদ্দেশ্যে বলল—তুমি কি ওকে বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে?

অলিভার রোজালিণ্ডকে বলল—কিশোর তুমি তো পুরুষমানুষ? এতে এত কাতর হয়ে পড়ছো কেন? তাছাড়া এখন তো আর ভয় নাই?

রোজালিণ্ড একটু হেসে বলল—আমি কাতর হয়েছি, হ্যাঁ হয়েছি, তোমাকে গোপন করবো না, এই বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। বলল, আসলে কি জানো আমি অভিনয় করছিলাম। বলো অভিনয় ভালো হয়েছে কিনা। তোমার ভাইকে গিয়ে বলো আমি কি সুন্দর অভিনয় করেছি।

অলিভার—কিন্তু এ তো ভাল বলে আমার মনে হচ্ছে না। তোমার মুখ ঠোঁটে যা ভাব ফুটে উঠেছে এতো খাঁটি বলে আমার মনে হচ্ছে না।

রোজালিণ্ড জোর দিয়ে বললো—নাঃ নাঃ আমি বলছি এ সত্যি নয়, আমি অভিনয় করেছি।

অলিভার—তুমি পুরুষ মানুষ, মনে জোর আনো।

রোজালিণ্ড—আমি পুরুষ! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যদি আমি মেয়ে হতাম ভাল হত।

সিলিয়া—চলো ঘরে চলো, তোমার মুখ কালো হয়ে গেছে। অলিভার মশাই আপনি কি আমাদের সঙ্গে আসবেন?

অলিভার—আমাকে তো সাথে যেতে হবে, সে আসতে পারেনি আমাকে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছে। সেই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করলে কি না তা আমাকে জেনে যেতে হবে।

রোজালিণ্ড—উত্তর দেবো। কিন্তু আমার অনুরোধ আমার এই চমৎকার অভিনয়ের কথা আপনি আপনার ভাইকে বলবেন। চলুন ঘরে চলুন।

বনের একটি অংশে দেখা গেল টার্বষ্টোন ও আদরী কথাবার্ত্তা বলছে। টার্বষ্টোন আদরীকে বলল—একটু ধৈর্য্য ধরো, আমরা অনেক সময় পাবো আদরী।

আদরী—বুড়ো মোদ্দা যাই বলুক পুরুতটা কিন্তু ভালো ছিল।

টার্বষ্টোন—না তুমি জানো না ঐ স্যার অলিভার খুব বদমাইশ। ভীষণ খারাপ লোক। তবে সে যাই হোক এ দিকে তো আরেকটা মুশকিল হয়েছে। এই বনে এক ছোকরা থাকে সে যে তোমাকে চায়।

আদরী—আমি বুঝতে পারছি তুমি কার কথা বলছ। তবে জেনে রাখো তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি যার কথা বলছো সেই উইলিয়াম। ঐ যে দেখো আমাদের দিকে আসছে।

উইলিয়ামকে আসতে দেখে টার্বষ্টোন বলল—জান আদরী, ভাড়ের দেখা পাওয়া আর মদ মাংস পাওয়ার দুই-ই আমার কাছে সমান। আমাদের বুদ্ধি আছে তাই সব কথার জবাব দিতে পারি। কেউ ঠাট্টা-তামাসা করলেই ভয়ে চুপ করে যাই না।

উইলিয়াম—ভালো আছো আদরী?

আদরী—ভগবান ভালো রেখেছেন তাই আছি।

উইলিয়াম টার্বষ্টোনকে নমস্কার করল। টার্বষ্টোনও নমস্কারের পরিবর্তে নমস্কার জানাল। উইলিয়ামকে নমস্কার করে আদরীর দিকে ফিরে বলল, দয়া করে মাথায় ঘোমটা দাও, মাথা খালি রেখো না। তারপর আবার উইলিয়ামের দিকে ফিরে বলল—তোমার বয়স কত হল।

উইলিয়াম—পঁচিশ বছর।

টাবষ্টোন শুনে বলল—বয়সটা তো ভালো। তা তোমার নাম তো উইলিয়াম?

উইলিয়াম হ্যাঁ বলতে টার্বষ্টোন তাকে বলল, তা তোমার জন্ম তো এ বনেই হয়েছে?

উইলিয়াম—আমার জন্ম এই বনেই হয়েছে আর তার না আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।

টার্বষ্টোন—এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছ? তা ভালো, খুব ভালো জবাব

দিয়েছ। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—তোমার কি বেশ টাকাকড়ি আছে? মানে এ বনের মধ্যে তুমি কি একজন বড় লোক?

উইলিয়াম—হ্যাঁ, তা টাকাপয়সা আমার বেশ আছে।

টার্বষ্টোন—তাহলে তো ভালো, কিন্তু না তাতেও তো একটু অসুবিধা আছে। আচ্ছা তোমার মাথায় কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে?

উইলিয়াম—তা অল্প-স্বল্প আছে।

টার্বষ্টোন শুনে রসিকতা করল—বাঃ এবারও খুব ভালো জবাব দিলে দেখছি। তোমার কথা শুনে একটা চলতি প্রবাদ মনে পড়ে গেলো। কথাটা কি জানো-'যারা বোকা লোক তারা নিজেদের খুব চালাক বলে মনে করে, আর যারা চালাক লোক তারা নিজেদের খুব বোকা বলে মনে করে'। একজন বিদেশী দার্শনিক ছিলেন তার যখন আঙুর খাবার সখ হতো তখন তিনি মুখ হাঁ করতেন আর সেই হাঁয়ের ফোকর দিয়ে আঙুর মুখে ফেলতেন কারণ আঙুরের সৃষ্টি হয়েছে খাবার জন্য ঠোঁটের সৃষ্টি হয়েছে হাঁ করবার জন্য। তা যাই হোক তুমি কি রূপসীকে ভালোবাসো?

উইলিয়াম—হ্যাঁ বাসি।

টার্বষ্টোন তা শুনে বলল—দাও আমার হাতে হাত দাও। তুমি কি লেখাপড়া শিখেছো?

উইলিয়াম—না শিখিনি।

টার্বষ্টোন—তাহলে আমার কাছে শেখো। শোনো, কোনো জিনিষ চাওয়ার মানে হলো তা না পাওয়া। কারণ কাব্যশাস্ত্রে আছে পেয়ালা থেকে যদি গ্লাসে জল ঢালো তাহলে গ্লাস জলে ভরে উঠবে কিন্তু সেইসঙ্গে পেয়ালা ফাঁকা হয়ে যবে। এই যে একটা জিনিষ যখন ভরে ওঠে তখন আর একটা খালি হয়ে যায়। এই সার সত্যটা দেখেই তো পণ্ডিতরা বলেছেন—অহং মানে তিনি। আর তুমি অহং নও—কারণ এখানে আমি হচ্ছি সেই তিনি।

উইলিয়াম কিছু না বুঝে বলল—এখানে আপনি কোন 'তিনির' কথা বলছেন আমি তো বুঝতে পারছি না।

টার্বষ্টোন—সেই তিনি গো যিনি এই রূপসীকে বিয়ে করবেন। হে ভাঁড়, অতএব ভালোয়-ভালোয় তুমি এ মেয়ের সঙ্গ ছেড়ে দাও, মানে মানে এর পিছনে লেগে না থেকে কেটো পড়ো। আর আমার কথা না মানো এর পরে যদি এর পিছনে ঘোরো তা হলে জেনে রাখো আমি তোমাকে হত্যা করবো। তোমার জীবন পরিণত হবে মৃত্যুতে। তোমার মুক্তি কেড়ে নিয়ে তোমাকে দাস করে রাখবো। তোমাকে আমি বিষ দিয়ে হোক বা তোমার হাতে পায়ে মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরেই হোক শেষ করবো। বুঝেছ তো কি করবো? তোমার সঙ্গে ঘোর তর্ক জুড়ে দেবো, তর্কে তুমি কাবু হয়ে মরবে। এরকম দেড়শো উপায় আমার জানা আছে তোমাকে মারবার। অতএব কাঁপতে কাঁপতে পালাও।

আদরীও উইলিয়ামকে অনুরোধ করল স্থান ত্যাগ করবার জন্য।

এই সময়ে করিন ঢুকে—মনিবরা আপনাদের ডাকছেন। তাড়াতাড়ি করে কুটিরের দিকে পথ চলতে লাগল।

বনের অন্য অংশে দেখা গেল অরল্যাণ্ডো, অলিভার দুজনে কথাবার্ত্তা বলছে। অরল্যাণ্ডো অবিশ্বাসের গলায় বলল—এটা কি করে সম্ভব, এক লহমার পরিচয়ে তোমার তাকে এত ভালো লাগল। ভাল লাগামাত্র ভালবেসে ফেললে আর ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একান্ত করে পেতে চাইছ। এটা কি রকম ভালবাসা?

অলিভার—একে তুমি মোহ বলে মনে করো না। আমাদের ক্ষণিকের আলো। আর ক্ষণিকের ভালবাসার ঘোরে তাকে চাওয়া আর তারও আমার ভালবাসায় সমানে সায় দেওয়া এ সব দেখে শুনে তুমি ভেবোনা যে আমাদের ভালবাসায় কোন গলদ আছে এবং এটা মেনে নাও আমি আলিয়েনাকে ভালবাসি। সেও আমায় ভালবাসে। আমরা যেন পরস্পরকে পেয়ে সুখী হই এই কামনাই করো। আর তাতে তোমারও মঙ্গল হবে কারণ বাবার বাড়ী, ঘর সম্পত্তি সব আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিছু চাই না, এই বনে প্রিয়াকে নিয়ে রাখাল হয়ে জীবন-যাপন করবো। এতেই আমার সুখ। এ ভাবেই আমারা জীবন কাটাবো।

অরল্যাণ্ডো—তা তোমাদের ভালবাসা যখন নিখাদ তখন এই বিয়েতে আমার মত আছে। কালই তাহলে বিয়ে হোক। এ বিয়েতে ডিউক বাহাদুর আর তার সব সঙ্গী সাথীকে নিমন্ত্রণ করবো। তুমি যাও আলিয়েনা, গিয়ে বিয়ের কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করো। তবে আমি তোমার সাথে যেতে পারছি না কারণ ঐ যে আমার রোজালিণ্ড আসছে।

রোজালিণ্ড ঢুকে অলিভারকে নমস্কার করল। অলিভার উল্টে রোজালিণ্ডকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলো।

রোজালিণ্ড—বন্ধু অরল্যাণ্ডো তোমার মন এমন প্রেমের বাধনে বাঁধা দেখে আমার বুকও দুঃখে ফেটে যাচ্ছে।

অরল্যাণ্ডো—আমার মন শুধু না, আমার হাতও বাধা আছে, সেই যে আঘাত পেয়েছিলাম।

রোজালিণ্ড—কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম সিংহ তোমার বুকে আঘাত করেছে।

অরল্যাণ্ডো—বুকেও আঘাত পেয়েছি তবে সে আঘাত সিংহিনী দেয়নি, এক সুন্দরী চোখের তীর মেরে আমায় জখম করেছে।

রোজালিণ্ড—তোমার দাদা তোমায় বলেছেন যে আমি তোমার রক্তমাখা জামা-কাপড় দেখে কি সুন্দর কষ্টের অভিনয় করেছিলাম।

অরল্যাণ্ডো—সে কথা তো বলেছে। আরও অনেক কথা আমাকে বলেছে যাতে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।

রোজালিণ্ড—বুঝতে পারছি তুমি কোন্ কথা বলছ। দেখো সত্যি কথা বলতে যদি

এইরকম ঘটনা আর কখনো ঘটে তবে সে ম্যাড়ার লড়াই। তুমি সীজারের সেই বিরাট আস্ফালনের কথা জানো তো, সেই যে 'আমি এলেম—আমি দেখলে না—আমি জিতলেম'। তোমার দাদা আর আমার বোন আলিয়েনার ব্যাপারটা সেইরকম। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ালো, দাঁড়াতেই দুজনের চোখা-চোখি হল—আর সাথে সাথেই দুজনের মনে প্রেম জাগল। আর এর সঙ্গে-সঙ্গেই দুজনে ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। আর দুজন দুজনকে প্রশ্ন করতে লাগল কেন গো এই দীর্ঘনিঃশ্বাস? আর যেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের কারণ দুজনের জানা হয়ে গেল অমনি দুজনের মনে হলো এর প্রতিকার করা দরকার। এভাবেই যত তাড়াতাড়ি এরা প্রেমে পড়লো তত তাড়াতাড়ি এরা বিবাহের বন্ধনে এদের প্রেমের বন্ধনকে জোরদার করতে চাইছে। সত্যি কথা বলতে কি এরা দুজন দুজনের প্রেমে এমনই জড়িয়ে গেছে যে এখন লাঠিপেটা করেও এদের আর আলাদা করা যাবে না।

অরল্যাণ্ডো—কালকে ওদের বিয়ে হবে। ডিউক বাহাদুরকে বলবো ওদের বিয়ে দিতে। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে সেটা হচ্ছে ওদের সুখ দেখে যে আমার বুক দুঃখে ভরে যাচ্ছে। কাল ওদের বিয়ে দেখে যেমন সুখ পাবো, তেমনি নিজের জন্য খুব দুঃখ বোধ করবো কারণ আমার প্রেম এই পূর্ণতা এখনো লাভ করে নি।

রোজালিণ্ড—কেন? কাউকেও আমি যদি নিজেকে রোজালিণ্ড বলে চালিয়ে দিই তাহলে তো তোমার দুঃখ থাকে না।

অরল্যাণ্ডো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—কিন্তু তোমাকে রোজালিণ্ড ভেবে আর কতকাল আমি চলবো বলো?

রোজালিণ্ড—তাহলে আমিও আর তোমার কথা শুনে ভুলবো না। শোনো, আমি জানি তুমি ভালো লোক। তোমাকে মিথ্যে কথা বলছি না। কিন্তু কথা কি জানো তুমি নিজেকে বড় উপরে চড়িয়েছো। আমি যা বলছি তা শুনে তুমি আমার বুদ্ধির তারিফ করবে। আমার উপর তোমার দয়া হবে তার জন্য আমি বলছি না। তবে তুমি একথা বিশ্বাস করতে পারো যে আমি অসাধ্য-সাধন করতে পারি। যখন আমার বয়স তিন বছর তখন থেকে আমি এক ওস্তাদ জাদুকরের কাছে জাদুবিদ্যা শিখছি। সেই বিদ্যার জোরে আমি তোমাকে বলছি যে তুমি যদি সত্যি রোজালিণ্ডকে ভালবাসো তাহলে যখন তোমার দাদার আলিয়েনার সঙ্গে বিয়ে হবে তখন তুমি তোমার পাশে তোমার রোজালিণ্ডকে পাবে। তোমার বউ হবার জন্য সে এই বনে আসবে। আমি জানি দুর্ভাগ্য তাকে এখন কোথায় নিয়ে গেছে, তবু আমি বলছি আমি তাকে কালকে তোমার চোখের সামনে এনে হাজির করতে পারি। সত্যিকারের রোজালিণ্ডকে, বুঝলে।

অরল্যাণ্ডো বিশ্বাস করতে পারছে না এমনভাবে বলল—সত্যি বলছ?

রোজালিণ্ড—এ কথা একেবারে সত্যি। আমি জাদু জানি এ কথাও সত্য। কালকে তুমি ভালো জামাকাপড় পরে তৈরী থেকো। তোমার বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করো। কারণ তুমি যদি সত্যি রোজালিণ্ডকে বিয়ে করতে চাও তাহলে কাল তোমার

রোজালিণ্ডের সঙ্গে বিয়ে হবে। আর যদি তোমার সে ইচ্ছা না থাকে তাহলে বলতে বলতে একটু থেমে কথা শেষ না করে সিলভিয়াস ও ফিবিকে তাদের দিকে আসতে দেখে বলল—ঐ যে তোমার প্রেমে মশগুল প্রেমিকা আর তার প্রেমে মশগুল প্রেমিক-রতন সিলভিয়াস দেখছি এদিকেই আসছে।

ফিবি রোজালিণ্ডকে বলল—আমার লেখা চিঠি অন্যকে দেখিয়ে তুমি ভালো করনি।

রোজালিণ্ড—দেখিয়েছি, তাকে আমার কোন ক্ষতি হবে না। তোমাকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না। তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি সে তো ইচ্ছা করেই করেছি। ওরে বোকা মেয়ে এই রাখাল তোকে প্রাণাধিক ভালবাসে। এর দিকে ভালোবাসা ভরা চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখ, একে ভালবাসা দে তাহলে তোর ভাল হবে।

ফিবি—আমাকে বুঝিয়ে দাও ভালবাসা কাকে বলে?

সিলভিয়াস দুঃখের সঙ্গে বলল—এই যে আমি তোমার জন্য চোখের জল ফেলছি। আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে এটাই ভালবাসা।

ফিবি—আমি তো গানিমীডের জন্য শ্বাস ফেলি।

অরল্যাণ্ডো—আর আমি ফেলি রোজালিণ্ডের জন্য।

রোজালিণ্ড—কিন্তু কোনো মেয়ের জন্য আমি শ্বাস ফেলি না।

সিলভিয়াস—সত্যিকারের প্রেম, ভালবাসা, সেবা, বিশ্বাস সবই তুমি আমার কাছে পাবে ফিবি।

ফিবি—আমি রোজালিণ্ডকে এইসব দেব।

অরল্যাণ্ডো—আমি রোজালিণ্ডকে এইসব দেব।

রোজালিণ্ড—কোনও মেয়ের জন্য আমার মনে প্রেম নেই।

সিলভিয়াস করুণ স্বরে বলল—স্বপ্ন দিয়ে যে ভালোবাসার রচনা করা হয়, প্রচুর আশা, সাধ, বাসনা, শ্রদ্ধা, পূজা, কর্তব্য সবকিছুর সমষ্টিতে সে সত্যিকারের প্রেমের জন্ম হয়, ফিবি, তোমার জন্য আমার মনেও এইরকম ভালবাসা আছে।

ফিবি—আমার গানিমীডের প্রতি এইরকম ভালবাসা আছে?

অরল্যাণ্ডো—আমার আছে রোজালিণ্ডের প্রতি।

রোজালিণ্ড—কোনো নারীর জন্য আমার কিন্তু ভালবাসা নেই।

ফিবি রোজালিণ্ডকে বলল—তাহলে তুমি আমাকে তিরস্কার কর কেন?

সিলভিয়াস ফিবিকে বলল—আমি তোমায় ভালবাসি, সে কি আমার অপরাধ?

অরল্যাণ্ডো—তাই যদি হয় তাহলে আমাকে কেন তিরস্কার করছ? তোমাকে ভালবাসা কি অপরাধ?

রোজালিণ্ড—'তোমারে বেসেছি ভালো'—বলে কি বলে কি ভেবে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বলছ।

অরল্যাণ্ডো—এখানে যে নেই তার উদ্দেশ্যে আমি বলছি। তোমাকে বলছি না।

রোজালিণ্ড সকলকেই বলল—দয়া করে এ সব বন্ধ কর। এ যেন চাঁদের পানে চেয়ে নেকড়েদের সমবেত চীৎকার। দেখো সিলভিয়াস, যদি পারি তোমাকে সাহায্য করবো। আর ফিবি যদি সম্ভব হতো তাহলে আমি তোমাকে ভালবাসতাম। যাই হোক কাল সবাই আমার সঙ্গে দেখা করো। যদি আমি কোনো মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে পারতাম তো তোমাকেই বিয়ে করতাম ফিবি। কাল আমি বিয়ে করবো। আর অরল্যাণ্ডো, যদি কথাও কোনো ভদ্রলোককে আমি পরিতৃপ্ত করি তো তোমায় করবো। শোনো অরল্যাণ্ডো, কাল তোমার বিবাহ হবে। আর সিলভিয়াস, যা পেলে তুমি খুশী হও; তুমি তাই পাবে। ফলে তোমার বিয়ে হবে একথা জেনো। অরল্যাণ্ডো তুমি যদি সত্যি রোজালিণ্ডকে ভালবাসো কাল দেখা কোরো। সিলভিয়াস তুমি যদি সত্যি ফিবিকে ভালবাসো কাল দেখা করো। আমি অবশ্য কোন মেয়েমানুষকে ভালবাসি না তাও কাল আমি সবার সঙ্গে দেখা করবো। এখন তোমরা সবাই যাও। আমার কথা মনে রেখো। মনে রেখো এ আমার আদেশ।

সিলভ়িয়াস, ফিবি, অরল্যাণ্ডো তিনজনেই বলল—আমরা অবশ্য কাল আসব, তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

বনের অন্য দিকে দেখা গেল টার্বস্টোন ও আদরী কথাবার্তা বলছে। টার্বস্টোন আদরীকে বলল—কাল আমাদেরই দিন। কাল আমাদের বিয়ে।

আদরী আনন্দের সঙ্গে বলল—আমার প্রাণটা তাই চাইছিল। ঘরের বউ হতে কার না ইচ্ছে করে বলো? বনবাসী ডিউকের দুজন লোক এদিকে আসছে দেখছি!

দুজন লোক ঢুকল। ১ম লোকটি বলল—আপনার সঙ্গে দেখা হলো। তারপর কেমন আছেন মশায়?

টার্বস্টোন—ভালই হলো, দেখা হলো তা বসুন একখানা গান হোক।

২য় লোক—আমরা দুজনা দুপাশে বসি, আপনি মাঝখানে বসুন।

১ম লোক—তা গান গাওয়ার আগে তো ভূমিকা করতে হয়। কি করি, দু-হাতে তালি বাজাবো, না থুতু ফেলব, না চেঁচাবো না কি বলব—আমার গলাটা আজকে ত ভালো নেই মশাই।

২য় লোক—দুজনে একসাথে গলা মিলিয়ে গাই। দুজনে গাইতে শুরু করলো—'এ ছিল প্রেমিক কিশোর। তার একজন প্রেম-কিশোরী ছিল। তাদের মুখে হাসির ফোয়ারা তারা হা হা হি হি করে হাসছে। সবুজ ক্ষেত্রের ধারে ধারে পথ চলতে চলতে ফাল্গুন মাসের ফুলের সমারোহের মধ্যে পাখীরা ডালে ডালে মধুর সুরে গান গাইছিল। এটা ফাল্গুন মাস তাই তো চারিদিকে এত ভালবাসার ছড়াছড়ি। সারা ক্ষেত জুড়ে হলুদ ফুল ফুটে আছে। গাঁয়ের চাষা-চাষী ক্ষেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এটা ফাল্গুন মাস তাইতো এত ভালবাসার ছড়াছড়ি। এই গান করতে এখন খুবই আনন্দ হচ্ছে। কণ্ঠ সুরের মধুতে ভরে যাচ্ছে। জীবন যেন ফুলের মতো পল্লবিত হয়ে যাচ্ছে। ভালোবাসাকে মাথার মণির মত আমরা ধরে রাখি তাকে মানি। মুখে হাসির লহর এই কথাটা মনে

রেখো ফাল্গুন মাস, তাই এত ভালবাসার ছড়াছড়ি কারণ এটা মধুমাস।

টার্বষ্টোন গান শুনে অখুশী হয়ে বলল—সত্যি বলতে এই গানের কথার কোন মানে নেই। এ ছাড়া সুরও সুন্দর নয় বেসুরে গাইলেন।

১ম লোক—তাল রেখে ঠিকমতো তো গানটা গাইলাম।

টার্বষ্টোন—তাল শুনতে অনেক সময় নষ্ট করলাম। যাক্ আপনারা ভাল থাকুন। ওখানে আপনাদের গলা রক্ষা করুন। এই বলে আদরীকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

বনের অন্য অংশে ডিউক, অ্যামিয়েন্স, জ্যাক্স, অরল্যাণ্ডো, অলিভার ও সিলিয়াকে এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে দেখা গেল।

ডিউক বললেন—অরল্যাণ্ডো তোমার 'কিশোর' তোমায় যা বলেছে তা কি পালন করবে বলে তোমার মনে হয়।

অরল্যাণ্ডো—কখনও মনে বিশ্বাস জাগে যে সে যা বলেছে তা সে পালন করবে। আর কখনও মনে হয় যে তার কথা রাখবে না তখন মন খুব খারাপ লাগে।

এই কথার মধ্যেই রোজালিণ্ড, সিলভিয়াস ও ফিবি প্রবেশ করল। রোজালিণ্ড সকলের উদ্দেশ্যে বলল, কেউ ধৈর্য্য হারিও না, আর অল্পসময় অপেক্ষা করো আমি আমার কথা রক্ষা করব। ডিউকের দিকে তাকিয়ে বলল—আমি যদি সত্যি এখানে রোজালিণ্ডকে উপস্থিত করতে পারি তাহলে কি অরল্যাণ্ডের হাতে তাকে সমর্পণ করবো?

ডিউক—নিশ্চয়, তাকে অরল্যাণ্ডের হাতে সমর্পণ করবো। শুধু তাই নয় আমায় যদি সে রাজ্য ফিরে তাহলে সেই রাজ্যও অরল্যাণ্ডোকে সমর্পন করবো।

রোজালিণ্ড অরল্যাণ্ডকে বলল—তুমি কি রোজালিণ্ডকে গ্রহণ করবে যদি তাকে আমি এনে দিই।

অরল্যাণ্ডো—অবশ্যই গ্রহণ করবো।

রোজালিণ্ড ফিবিকে বলল—তুমি তো বলেছ যে তুমি আমায় বিবাহ করবে যদি আমি রাজী থাকি।

ফিবি—যদি তোমাকে বিয়ের পরমুহূর্তে আমার মৃত্যু ঘটবে জানি তাও আমি বিয়েতে রাজী।

রোজালিণ্ড—আচ্ছা তুমি যদি নিজেই আমাকে বিয়ে করতে না চাও তাহলে এই রাখালকে তুমি বিয়ে করবে।

ফিবি—যদি আমি নিজে পিছিয়ে যাই তাহলে আমি কথা দিচ্ছি রাখালকে আমি অবশ্যই বিয়ে করবো।

রোজালিণ্ড সিলভিয়াসকে বলল—তুমি বলেছো, ফিবি তোমায় মালা দিলে তুমি নেবে?

সিলভিয়াস—অবশ্যই, তার সাথে যদি মৃত্যু হয় তবুও নেব।

রোজালিণ্ড—আমি সকলের সাধ পূর্ণ করবো। কারণ আমি সবাইকে কথা দিয়েছি। ডিউক মহাশয়, ফিবি, অরল্যাণ্ডো, সিলভিয়াস তোমরা যে যা কথা দিয়েছো তা সবাই মনে রাখবে, আশা করি। তবে এখন তোমাদের কাছ থেকে অল্পসময়ের জন্য বিদায় নিচ্ছি। কারণ আমি যা কথা দিয়েছি তা রাখবার জন্য আমাকে যেতে হবে।

ডিউক সন্দেহের গলায় বলল—এই কিশোরের মুখে যেন আমার মেয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছি।

অরল্যাণ্ডো ডিউকের কথায় সায় দিয়ে বলল—তা সত্যি, যেদিন থেকে এই কিশোরকে দেখেছি মনে হয় যেন এ কিশোর তার সহোদর। কিন্তু তা তো হয়নি কারণ এ কিশোর তো বনে জন্মগ্রহণ করেছে। কে এক যাদুকর কাকা ছিল তার কাছে নানা রকম বিদ্যা শিক্ষা করেছে। সেই যাদুকর কাকা এই বনে গোপনে বাস করত।

জ্যাক্স—ঐ আরেক জোড়া আসছে আমাদের নৌকায় যাত্রী হবার জন্য। এই জোড়াটির সব কাজই লোকে এদের কাজকর্ম দেখে হেসে বাঁচে না। টার্বষ্টোন ও আদরী একসাথে ঢুকলো। টার্বষ্টোন সবাইকে যোগ্য অভিবাদন জানাল।

জ্যাক্স—মহারাজ এদের বলুন, এদের আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এই হচ্ছে সেই বেয়াড়া মনের ভদ্রলোক যার সঙ্গে বনে প্রায়ই আমার দেখা হতো। ও দিব্যি করে বলে যে ও নাকি একদিন রাজসভার সভাসদ ছিল। টার্বষ্টোন জ্যাক্সের অভিযোগ ভরা কথা শুনে বলল—যদি কারও মনে সন্দেহ হয় যে আমি রাজার সভাসদ ছিলাম না তাহলে প্রমাণ করার জন্য জেরা করুক। আমি রাজার সামনে অনেকবার নাচ দেখিয়েছি। অনেক পুর মহিলার সুনাম করেছি, বন্ধুর সঙ্গে ফন্দীবাজী করেছি, বন্ধুকে ধোঁকা দিয়েছি, আবার শত্রুর সামনে নকল বিনয়ে গলে পড়েছি। তিনটি দর্জিকে আমি ঘায়েল করেছি। চারটি ঝগড়ার আমি প্রতিপক্ষ হয়েছি এবং একটি লড়াই-এ আমি এখনো রাজী।

জ্যাক্স—কিন্তু সে লড়াই হবে কি করে?

টার্বষ্টোন—আমার প্রতিপক্ষের সঙ্গে দেখা হলে বুঝতেন। সাত নম্বর কারণ নিয়ে আমাদের ঝগড়া।

জ্যাক্স অবাক হয়ে বলল—সাত নম্বর হেতু, সেটা আবার কি?

ডিউক টার্বষ্টোনের কথা শুনে বললেন—ওকে আমার পছন্দ হয়েছে।

টার্বষ্টোন এই কথা শুনে বলল—ভগবান আপনার মঙ্গল করুন মহাশয়। আপনাকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আরও তিন জোড়ার সঙ্গে আমিও বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়বার জন্য এখানে জমা হয়েছি। আসলে কি একটা মেয়ে—খুব ভাল মেয়ে—তবু তাকে আমার পছন্দ। ভগবান মনে হয় তাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমি বিয়ে না করলে সে বেচারীর আর বিয়েই হবে না। আর দেখুন কোনো লোকের ভাল স্বভাব তা তো আর মানুষ সহজে টের পায় না কারণ তা মানুষের মনের মধ্যে লুকিয়ে বাস করে। যেমন কৃপণ লুকিয়ে তার ভাঙ্গা ঘরে বাস করে। আর

সত্যি বলতে কি দেখুন যে শুক্তি নোংরা সে নোংরা খোলাওয়ালা শুক্তির মধ্যেই তো মুক্তো থাকে।

ডিউক এই কথা শুনে টার্বস্টোনকে বাহ্‌বা দিলেন।

টার্বস্টোন—প্রভু, চাটুকার ভাঁড়ের বাক্যই তো একমাত্র সয়না বা তার সবচেয়ে জোর।

জ্যাক্‌স—আচ্ছা সে তো বোঝা গেল, কিন্তু তুমি যে তখন সাত নম্বর হেতুর কথা বলছিলে সেই সপ্তম হেতু নিয়ে কি ঝগড়া বাধলো শুনি।

টার্বস্টোন তখন সে কাহিনী বলতে শুরু করল। বলল, মিথ্যা কথা সাত হাত বদল হয়েছিল সেই থেকেই সাত নম্বর হেতুর সৃষ্টি। আদরী, আদরী মাথায় ঘোমটা রাখো। না রাখলে তোমায় ভারী বিশ্রী দেখায়। তারপর আবার জ্যাক্‌সের দিকে তাকিয়ে বলল—শুনুন একবার একজন সভাসদদের দাড়ির ছাঁট আমার ভাল লাগে নি। সে কথা তাকে বললাম। আমার কথায় তিনি অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু দাড়ির ছাঁটও বদলালেন। অবশ্য তার ছাঁটটুকুকে আমি বিশ্রী বললেও মনে মনে তিনি জানতেন যে সে ছাঁট ভালো। তবুও আমার কথায় নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাড়ির ছাঁট বদলালেন। অর্থাৎ আমার কথার দাম দিলেন। এটা এক ধরনের মিথ্যাচার। এ মিথ্যাচারের পোষাকি নাম হল 'ভদ্র জবাব'। আমার কথার উত্তরে যদি তিনি বলতেন আমার খুশী আমি এমনি ছাঁটের দাড়ি রাখব, তাহলে সেটা হতো 'বিনীত জবাব'। এ কথার পরেও যদি তিনি দাড়ির ছাঁট না বদলাতেন তাহলে আমার রাগ হতো। তিনি পুরানো ছাঁটের দাড়ি বজায় রাখতেন তাহলে সেটা হতো 'শ্রেয় জবাব'। আমার পুরানো ছাঁটের দাড়ি রেখে যদি বলতেন এই ছাঁটের দাড়ি রাখব আমার খুশী। আমি তোমার কথায় আমার দাড়ির পরিবর্তন করব না, তুমি বাজে কথা বলছ—আমার দাড়ির ছাঁট বেশ ভালই। তা হলে এটা হলো 'অহঙ্কারের জবাব'। তারপর দাড়ির সে ছাঁট বজায় রেখে তিনি যদি শুধু এই কথা বলতেন যে আমি মিথ্যা কথা বলছি তাহলে এই জবাব হতো 'বিবাদী জবাব'। এই থেকে আবার ক্রমে ক্রমে আসবে ঘটনাচক্রে মিথ্যা।

জ্যাক্‌স—কতবার তুমি তাকে দাড়ির ছাঁটের কথা বলেছিলে?

টার্বস্টোন—'ঘটনাচক্রে মিথ্যার' পর আর দ্বিতীয়বার বলবার সাহস আমার হয়নি। সে আমার কথা 'সুস্পষ্ট অকপট' মিথ্যা বলবার সাহস পায়নি, তবুও তো আমরা দুজনেই খোলা তলোয়ার নিয়ে দুজনে দু'দিকে সরে পড়লাম।

জ্যাক্‌স—এই যে মিথ্যার জাতি বিচার তুমি আলাদা নির্দেশ করে বলতে পারো।

টার্বস্টোন—সত্যি কি অদ্ভুত ব্যাপার। ছাপার অক্ষরে বই লিখে আমরা ঝগড়া করি। যেমন আপনাদের বই আছে, তাতে লেখা আছে কিভাবে ভদ্র আচরণ করতে হয়। মিথ্যার জাতি কতরকম আমি পরপর বলে যাচ্ছি আপনি মন দিয়ে শুনুন। প্রথম হচ্ছে ভদ্র মিথ্যা; দ্বিতীয় সবিনয় মিথ্যা; তৃতীয়া গেলো মিথ্যা; চতুর্থ মিথ্যা হচ্ছে অহংকেরে মিথ্যা; পঞ্চম মিথ্যা হচ্ছে বিবাদী মিথ্যা; ষষ্ঠ ঘটনাচক্রে মিথ্যা; সপ্তম

মিথ্যা হচ্ছে—সুস্পষ্ট অকপট মিথ্যা। এ মিথ্যাও অবশ্য এড়িয়ে চলা যায় যদি কথার মাঝখানে ছোট একটি কথা 'যদি' বসিয়ে দেওয়া যায়। যদি দু-দলের মধ্যে ঝগড়া হয়, তখন বিবাদীদের মধ্যে একজন এসে বলেন, যদি তুমি এ কথা বলে থাকো তাহলে তখন আমি বলি বাস হয়েছে। অমনি দু-দলের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। দুইদল পরস্পর হাত মিলিয়ে ভাই ডেকে কথা বলে ঝগড়া মিটে যায়। এই 'যদি' কথাটা ঝগড়া মিটাতে খুবই পারদর্শী। এই কথাটার খুব ক্ষমতা।

জ্যাক্‌স টার্বষ্টোনের কথায় অবাক হয়ে বলল—সত্যি তো এই লোকটার মতন লোক পাওয়া তো খুবই মুশকিল। এই লোকটি পেশায় ভাঁড় কিন্তু এর বুদ্ধি দেখছি চমৎকার।

ডিউক—নিজের বোকামিকে ধার দিয়ে দিয়েও চমৎকার ছুঁচালো অস্ত্র তৈরী করে আর সেই অস্ত্র দিয়ে সবাইকে খুব ভালমত আঘাতও দেয়।

এই কথাবার্তার মধ্যে নারীবেশী রেজালিণ্ডকে নিয়ে হাইমেন ও সিলিয়া প্রবেশ করল এবং আনন্দে তারা গান গাইতে লাগল—আজকে এই সুদূর বনে আনন্দের জোয়ার বইছে। পৃথিবী যেন সুখে ভরে গেছে। পৃথিবীতে যেন আর রাগ বিরাগ দুঃখ নেই, যেন ধরণীতে স্বর্গ নেমে এসেছে। রাজা তোমার মেয়েকে গ্রহণ করো তাকে আমরা এই শুভ লগ্নে স্বর্গ থেকে নিয়ে এসেছি। তোমার মেয়ে যাকে ভালবাসে তার হাতে এর দু-হাত দিয়ে চারহাত এক করে দাও। আজকে দুটি প্রাণ দুটি মন মিশে যাক যেমনিভাবে চন্দন লাগানো ফুল একসঙ্গে মিশে থেকে সুগন্ধ বিতরণ করে, তেমনি ভাবে এরাও একসঙ্গে মিশে সুন্দর জীবন কাটাবে।

রোজালিণ্ড ডিউকের দিকে তাকিয়ে বলল—পিতা, আমি আপনার কন্যা। আমি নিজেকে আপনার চরণে সমর্পণ করলাম। আর অরল্যাণ্ডোর দিকে তাকিয়ে বলল—আজ হতে আমার যা কিছু আছে আমি তা তোমার হাতে সমর্পণ করলাম।

ডিউক—আমি যা দেখছি তা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি আমার মেয়ে।

অরল্যাণ্ডো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এইভাবে বলল—আমি যা দেখছি তা কি সত্যি? তুমি সত্যি রোজালিণ্ড?

ফিবি—চোখে যা দেখছি এই মূর্তি দেখে তা আমার প্রেম উধাও হয়ে গেল। মেয়েকে তো মেয়ে প্রেম নিবেদন করতে পারে না।

রোজালিণ্ড ডিউককে বলল—যদি তুমি আমার পিতা না হও তাহলে আমার বাবা নেই। আর অরল্যাণ্ডো তোমাকে বলি—যদি তোমাকে স্বামী হিসাবে না পাই তাহলে আমার আর অন্য কোন স্বামীর দরকার নেই। আর ফিবি তুমি তো বুঝতেই পারছ। কোনো মেয়ে অন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না; কারণ সে তো অসম্ভব। তাই তোমাকে বিয়ে করতে পারছি না।

হাইমেন সবাইকে থামিয়ে বলল—নাও এখন শান্তি শান্তি করো। আজকে সবার ভুল ধারণার অবসান হলো। সত্যিই যা সব ঘটছিল খুবই অদ্ভুত ঘটনা। এখন এই

ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটুক। এখানে আট জোড়া কিশোর-কিশোরী একসঙ্গে জড়ো হয়েছে কারণ তারা সবাই বিয়ে নামক বন্ধনে নিজেদের শক্ত করে জড়াতে চায়। তারা সবাই আজকে অবিবাহিত দল থেকে নিজেদের নাম কাটিয়ে আমার দলে নাম লেখাতে এসেছে। এদের মিলন যেন মধুময় হয়। এরা যেন সত্যিকারের ভালবাসা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারে।

অরল্যাণ্ডো ও রোজালিণ্ড—তোমাদের দুজনের এ মিলন হোক চিরদিনের জন্য এই কামনা করি।

অলিভার ও সিলিয়া তোমাদের দুটি প্রাণ এক হয়ে মিলে মিশে যায় তাদের যেন আলাদা অস্তিত্ব না থাকে এই কামনা করি।

ফিবি রাখালকে পতি হিসাবে মেনে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করেন। মেয়ে হয়ে মেয়েকে স্বামী হিসাবে বরণ করা যায় না এ কথা মনে রেখো।

টার্বষ্টোন ও আদরী তোমাদের এ মিলন বিচিত্র হলেও নিশ্চিত। দুর্যোগ আর হু-হু শীতের মতো তোমরা যেন একে অপবের পরিপূরক। এখন শুভ বিবাহের গান শুরু হবে। এই প্রেম ভালবাসা নিয়ে অবশ্য অনেক প্রশ্ন উঠবে অনেক কথা হবে। কোথায়, কখন কিভাবে এই প্রেমের সৃষ্টি হলো এবং এর কি পরিণাম হলো এই সব কথার মীমাংসা করতে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাবে। এই বলেই হাইমেন একটা বিয়ের দেবতার মাথার মণির মতো দামী, দুটি মানুষকে এক করে এই বিবাহ নামক বন্ধন। প্রজাপতি তুমি বিয়ের নির্বন্ধ কারক তোমার জয়গান করি। বিবাহে এই জীবন ধন্য হোক এতে সবার মান, গৌরব, সম্পদ, আনন্দ, সুখ সব বেড়ে ওঠে।

ডিউক এতক্ষণে সিলিয়ার দিকে নজর দিলেন। বললেন—আয় তুই আমার ভাইয়ের মেয়ে আমার নয়নের মণি আমার কাছে আয়। রোজালিণ্ড—আয় তুইও আমার কাছে আয়।

ফিবি সিলভিয়াকে বলল—তোমার নিষ্ঠা সত্যি দেখবার [illegible]। আমি বুঝেছি সত্যি ভালবাসা কাকে বলে? তোমাকে আমি স্বামী হিসাবে বরণ করলাম।

এই সময় আসরে জ্যাক্‌স দ্য বয় এসে বলল—আমি দু-একটা কথা বলবার জন্য এখানে এসেছি। ডিউক মহাশয়, আমি স্যার রোলাণ্ডের দ্বিতীয় পুত্র। আমি এই সভায় শুভসংবাদ বহন করে এনেছি। যত সব বিখ্যাত জ্ঞানী গুণী ভদ্রলোকেরা আপনার সঙ্গে এই বনে এসে স্বেচ্ছায় জড়ো হচ্ছে তাইতো আপনার ভাই-এর মনে প্রচণ্ড রাগের সৃষ্টি হয়। আর সেই রাগ-হিংসার বশবর্তী হয়ে সে বিশাল-বাহিনী নিয়ে এই বনের দিকে আসছিল। আপনার রাজ্য নিয়েও তার সাধ মেটে নি। আপনাকে নির্বাসন দিয়েও তার মনের ভয় যাচ্ছিল না। যদি আপনি তাকে উল্টে আক্রমণ করেন এই আশঙ্কায় সে আপনাকে মারবার জন্য বনে আসছিল। বনের প্রান্তে এসে তাঁর সঙ্গে এক বৃদ্ধ তাপসের দেখা হয়। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর মনে জানি না কি হলো তার মনের সমস্ত হিংসা, রাগ সব দূর হয়ে গেল। তার সম্পত্তির উপর লোভ চলে

গেল। আপনাকে মারবার জন্য সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই প্রতিজ্ঞাও কোথায় মিলিয়ে গেল সে তখন হাসিমুখে বৈরাগ্য গ্রহণ করল তারপর মাথার মুকুট খুলে সে আমাকে দিল। বলল নির্বাসিত ভাই যেন এই মুকুট মাথায় পরে রাজ্যভার নেয়। আপনার ভাই ফ্রেডারিক রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন, সমস্ত সম্পদ ফেলে রেখে গেলেন, আর বিদায়ের কালে আরেকটা অনুরোধ করে গেলেন যে, নির্বাসিত ডিউকের সঙ্গে আর যে সব পাত্র মিত্র সভাসদ নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিল তারাও সবাই যেন রাজ্যে ফিরে গিয়ে যার যার স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করেন। এই সত্য সংবাদটি আপনাকে দিতে এসেছি।

ডিউক জ্যাক্স দ্য বয়কে স্বাগত জানিয়ে বললেন—এই যে সংবাদ তুমি নিয়ে এসে এ তোমার ভাইয়ের বিয়েতে শ্রেষ্ঠ উপহার মানছি। নিজের হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়া তার সাথে প্রেম-ভালবাসা ফিরে পাওয়া, ঝগড়ার এমন মিষ্টি মধুর সমাপ্তি এ যেন মহান দামী সম্পদের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু যাই হোক এই আনন্দের জন্য এই বিবাহ-বাসরের কথা ভুলে গেলে চলবে না। রাজ্য সম্পদ ফিরে পেয়ে এ আনন্দ-উৎসবে কথা ভুলে গেলে চলবে না। গান গাও, আনন্দ করো, বাজনা বাজাও, নাচো। উৎসবকে সার্থক করে তোলো।

জ্যাক্স—হে বালক, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি? এই যে তুমি এখন যে সংবাদ দিলে তা কি সত্য? যে লোক নির্মম নিষ্ঠুর যে অপরের রাজ্য কেড়ে নিয়েছে সে লোক আজ সমস্ত বিলাস-বৈভব ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করেছে? সব ত্যাগ করে গেছে?

জ্যাক্স দ্য বয় বলল—একেবারে একশো ভাগ সত্য কথা।

জ্যাক্স—তাহলে তো আমাকে তার পাশেই যেতে হয়। আমি সেখানেই যাবো আমার তার কাছ থেকে অনেক কথা জানবার আছে। ডিউকের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনাকে নতুন রাজ্যের রাজা হিসাবে আগাম অভিনন্দন জানাচ্ছি, আপনিই যোগ্য ব্যক্তি। আপনার ধৈর্য্য আছে, ধর্ম আছে মানুষের প্রতি ভালবাসা আছে আপনি রাজা হওয়ার উপযুক্ত লোক। অরল্যাণ্ডো, এই কন্যা তোমাকে দিলাম তুমি এর যোগ্য পাত্র। তোমার প্রেম সত্য, তোমার নিষ্ঠা আছে তুমি অবিশ্বাসী নও। অলিভার, তুমি তোমার যোগ্য পাত্রীকে পত্নী হিসাবে পেলে। সিলভিয়াস তুমি তোমার নিষ্ঠার ফলে তোমায় প্রেমিকাকে নিজের করে পেলে। টার্বস্টোন তুমি তোমার তকের পাথার পেয়েছো মনে হয় দুমাসের মধ্যেই তোমার প্রেমের জোয়ারে ভাটা পড়বে। সবাই মিলে নাচো গাও আনন্দ করো। আমার এসবে রুচি নেই। আমি চুপ করে থাকবো।

ডিউক জ্যাক্সকে অনুরোধ করলেন, বললেন শুধু আজকের মতো এই আনন্দ উৎসবে যোগদান কর। তারপর নয় এই উৎসব ত্যাগ করে যেও।

জ্যাক্স—আমার এই খেলা ভালো লাগে না। আমার ক্লান্ত লাগছে আমি এখন গুহা-গৃহে যাবো। পরে আমি উৎসবের বর্ণনা শুনব।

ডিউক—সবাই মিলে আনন্দ করো। এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করো। এ জীবন এর পরিণাম আনন্দের মধ্যে কাটানো যায় সফল হয় এই প্রার্থনা করো। সবাই মিলে নাচতে আরম্ভ করল।

উপসংহার

নাটকের শেষে কবি নায়িকার মুখ দিয়ে উপসংহারের অবতারণা করেছেন। রোজালিণ্ড এখানে বলছে যদিও নাটকের শেষে নায়িকার কথা বলার রীতি নেই তবুও নায়কের প্রস্তাবনার চেয়ে এটা ভালো রাখবার জন্য যেমন খরের ঢাকনির প্রয়োজন হয় না তেমনি ভাল নাটকের উপসংহারের কোনো প্রয়োজন হয় না। তবু ভাল মদ যেমন খড় দিয়ে জড়ানো থাকে তেমনি, ভালো নাটকের শেষে উপসংহার থাকলে তা আরও ভাল হয়। তাহলে আমি কি বলতে চাইছি বলুন তো। আমি কি বলছি নাটকের উপসংহারে আমাকে মানাবে কি না আমি ভালো নাটকের পক্ষ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে তর্ক করছি। এর কোনোটাই আমি করছি না, কারণ আমি ভিখারিণী নই, কাজেই ভিক্ষা প্রার্থনা আমার সাজে না। আর এটা আমার কাজও না। আমার কাজ আপনাদের মুগ্ধ করা। মেয়েদের নিয়েই আমি কথা শুরু করি। শোনো মহিলাগণ পুরুষের উপর তোমাদের যতটা ভালবাসা তার দোহাই দিয়ে তোমাদের বলছি এই নাটকের যতটা তোমাদের ভাল লাগে ততটুকু নিয়ে তোমরা খুশী থেকো। আর পুরুষের দল মেয়েদের উপর তোমাদের যে ভালবাসা আছে (তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে না যে তোমরা তাদের ভালবাসো না) সেই ভালবাসার খাতিরে তোমরা আর মেয়েরা সবাই মিলে নাটক পড়ে খুশী হও। আমি যদি মেয়ে মানুষ হতাম তাহলে তোমাদের যাদের মুখে বড় বড় দাড়ি আমার চোখে বেমানান মনে হয় আর যারা আমায় দেখে মুগ্ধ হয়েছো সেইসব পুরুষকে আমি তুচ্ছ করতাম না। তাদের সবাইকে আমি চুমু দিতাম। এছাড়া আমার মনে একান্ত বিশ্বাস আছে সেই... বড় দাড়িওয়ালা লোক, সেইসব সুপুরুষ লোক, আর সেই সব মিষ্টি নিঃশ্বাসের অধিকারী বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা রয়েছেন তাদের আমি যদি অভিবাদন জানাই তাহলে আপনারাও আমাকে সাদরে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে আমাকে তৃপ্ত করবেন।

মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস

ভূগোলে যাঁরা পড়েছেন তাদের অজানা নয় ইতালী দেশ একটি উপদ্বীপ, ভূমধ্যসাগরেব. জলরাশি উত্তর ভিন্ন অন্য তিন দিকেই একে বেষ্টন করে আছে। পূর্বদিকের সমুদ্রাংশটি আদ্রিয়াতিক উপসাগর নামেই পরিচিত। এরই উপর অবস্থিত মধ্যযুগীয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দর ভিনিস নগরী।

ভিনিস শুধু উপরে নয় আদ্রিয়াতিকের ভিতরে অবস্থিত। কথাটাকে ঘুরিয়ে এভাবেও বলা চলে যে ভিনিসের নাড়ীতে নাড়ীতে, রন্ধ্রে আদ্রিয়াতকের প্রবেশ ঘটেছে, নগর আর সমুদ্র একাত্ম হয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে যেন। এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে কবি জনোচিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি প্রদানের একটি প্রথাও চালু ছিল ভিনিস নগরে। ভিনিসের শাসনকর্তা ডোগ্‌বা ডিউক প্রতিবৎসর একটি বিশেষ দিনে আদ্রিয়াতিকের জলে একটি মহামূল্য রত্নাঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করতেন, বিবাহ্ বন্ধনের এক প্রতীক হিসেবে।

বৈশিষ্টটি হল এই যে, ভিনিস নগরে কোনদিন কোন রাজপথ ছিল না। লোক চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হত ছোট বড় সংকীর্ণ প্রশস্ত অগম্য খাল। সেই সব খাল দিয়ে সমুদ্রের জল প্রতি গৃহস্থের অন্দরমহল্ পর্যন্ত অবাধে প্রবেশ ঘটত। প্রতি দোকানের সিঁড়ি পর্যন্ত ধৌত করে দিয়ে যেত দৈনিক দুবার জোয়ারের সময়। অন্য নগরের রাজপথে যেমন যানবাহন শকট চলে হাজারে হাজারে, ভিনিসের জলপথে তেমনি চলতো অগণ্য গণ্ডালী নৌকা। কোনটাতে যাত্রী বোঝাই, কোনটাতে আবার বোঝাই শুধুই মাল।

ভিনিসের এই বৈশিষ্ট্য এখনও পরিলক্ষিত হয়। যদিও বিরূপ কালধর্মের বশে তার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এখন প্রায় অবলুপ্ত। মধ্যযুগে সে সমৃদ্ধির কোন সীমারেখা ছিল না, বণিকেরা ছিলেন জন-জনে ধনকুবের। তাঁদের জাহাজ পৃথিবীর সব দেশেই যাতায়াত করত, আর সকল দেশ থেকে অর্থ আহরণ করে ভিনিস নগরীকে গড়ে তুলত পৃথিবীর অন্যতম রত্নভাণ্ডার রূপে।

এই ভিনিসীয় বণিকদের ভেতর আন্তেনিও ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। একদিকে তিনি ছিলেন অপরিমিত ধনসম্পদের অধিকারী তেমনি অন্যদিকে ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহারে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। প্রার্থী কখনও বিমুখ মুখ নিয়ে ফিরে যেত না তাঁর দ্বার থেকে। বিপন্নের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়াকে তিনি নিজের পবিত্রতম কর্তব্য বলে মনে করতেন।

অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আন্তেনিও, তাই বিলাস-বসন থাকাটাই

স্বাভাবিক ছিল বৈকি! নিজের বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও বন্ধুজনের চিত্তবিনোদনের জন্যে তাঁকে বড় বড় ভোজের ও ব্যবস্থা রাখতে হত। আবার দেহ সৌষ্ঠব সম্পাদনও করতে হত মহার্ঘ বেশভূষায়। অভাবগ্রস্ত অভিজাত যুবকগণের সাহায্য তাঁকে সর্বদাই রেখে চলতে হত। ঋণ নিয়ে অনেকেই তা পরিশোধ করা আবশ্যক বিবেচনা করত না, পরিশোধ করতে এলেও ঋণীর কাছে থেকে আন্তোনিও সুদ কোনদিনই নিতেন না।

স্যালারিও, ব্যাসিনিও, গ্রাসিয়ানো, লোরেঞ্জ প্রভৃতি অভিজাত যুবকেরা সদাই ঘিরে থাকতেন আন্তোনিওকে। আন্তোনিওর অন্তঃকরণ যেমন উদার তেমনি আন্তোনিওর অর্থের পরিমাণও প্রচুর—তাই উভয় কারণে সবাই আগ্রহান্বিত ছিল তাঁকে বন্ধুভাবে পাবার জন্য। স্নেহশীল আন্তোনিও সকলের সঙ্গেই সুমিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করতেন, কিন্তু তার সুস্পষ্ট পক্ষপাত লক্ষ্যনীয় ছিল বন্ধু ব্যাসিনিও ওপর।

ব্যাসিনিও জন্মগ্রহণ করেন এক সম্ভ্রান্ত বংশে, অর্থসম্পদ তাঁর কিছু কম ছিল না। কিন্তু এক বিষয়ে আন্তোনিওর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। আন্তোনিও যতই ব্যয় করুক না কেন, বাণিজ্যকে তিনি কোন সময় অবহেলার চোখে দেখতেন না। তাঁর বাণিজ্য পোত সপ্ত সমুদ্র আলোড়ন করে ফিরত সর্বদা। তিনি নিজেও প্রভূত পরিশ্রম করতেন ব্যবসাকর্মের তত্ত্বাবধানের জন্য। কিন্তু ব্যাসিনিওর জীবনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্ফূর্তি করা। নিদ্রার সময়টুকু ব্যতীত অন্য সব সময় তিনি আনন্দে মেতে থাকতেন, নৃত্যগীত, ভোজ, শিকার, জুয়াখেলা, সুরাপান—একটা না একটা ব্যসনে পিতৃপুরুষের কষ্টার্জিত অর্থ সর্বদাই তিনি দুহাতে উড়িয়ে ফেলতেন অন্তরঙ্গবন্ধুদের সঙ্গে। এই সব উৎসবে আন্তোনিও কখনোও যোগ দিতে পারতেন না, কারণ বিলাসী হলেও তিনি কাজের মানুষ। কাজ নষ্ট করে আনন্দ উপভোগ করার ভেতরে কোন আনন্দের অর্থই তিনি খুঁজে পেতেন না।

যতোনা আয় তার থেকে অপরিমিত ব্যয়-ই বেশী। ব্যাসিনিওর ভাণ্ডার ফুরোবে তা জানাই ছিল। দেখতে দেখতে একদিন তা পরিপূর্ণ শূন্য হয়ে [illegible]ল। তাতেও তাঁর চৈতন্যের কোন পরিবর্তন এলো না। ঋণ করেও তিনি তাঁর ঠাট বজায় রেখে চলতে লাগলেন।

মফঃস্বলের জমিদারী, শহরের অতিরিক্ত ঘরবাড়ী, অপ্রয়োজনীয় জাহাজ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সবই একে একে বিক্রির পর্যায়ে চলে এলো। মহাজনের নিকট বন্ধকে আবদ্ধ হল। সবশেষে আন্তোনিওর কাছে ঋণ।

কিন্তু শুধু ঋণের ওপর এই রাজসিক ব্যয় চিরদিন টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যাসিনিওর অর্থকষ্ট মাঝে মাঝেই দেখা যেতে লাগল। একটা কিছু উপায় বার না করলেই নয়। হয় অর্থ পেতে হবে, নয়তো তার পরিবর্তে বাবুগিরি পরিত্যাগ করতে হবে। ব্যাসিনিও সঙ্কটে পড়লেন। আন্তোনিও আর কতই ঋণ দেবেন? ব্যাসিনিওর লজ্জা হয় বন্ধুর কাছে হাত পাততে।

ব্যাসিনিও এখন সারাক্ষণ নিজের মনে চিন্তা করেন—কী উপায়ে ভাগ্য ফেরান

যায়। বন্ধু সব এক একজন সুখের পায়রা। তাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া বৃথা। প্রকৃত হিতৈষী বলতে একমাত্র আন্তেনিও। তিনি সর্বদাই বলে "তুমি না হয় একটা মতলব স্থির কর বন্ধু! তোমার মতলব ঠিক ঠিক থাকলে, সেটা যাতে তুমি যথাযথ ভাবে অর্জন করতে পার সে বিষয়ে আমার দিক দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য আমি করব।" কিন্তু মতলব আর অভাগা ব্যাসিনিওর মাথায় আসে না।

এমন একদিন এলো যেদিন ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। বেলমণ্ট গ্রামে একটি ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন ওখানকার জমিদার এবং সেই সঙ্গে একজন কোটিপতি লোক। এই ভদ্র ব্যক্তিটির সঙ্গে ব্যাসিনিও তাঁর গৃহে দুই-চারদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন।

এমন কি এক এক সময়ে ব্যাসিনিও তাঁর গৃহ দুই-চারদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন।

এই গতাসু জমিদারের আপনজন বলতে সংসারে একমাত্র কন্যা পোর্সিয়া। পিতার অগাধ সম্পত্তির তিনি একমাত্র কন্যা উত্তরাধিকারিণী। তিনি এখনও অবিবাহিতা। তাঁর বরমাল্য যে ভাগ্যবান পুরুষ লাভ করবেন, তিনি হবেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে অন্যতম। শুধু ধনের দিক দিয়ে নয়, রূপ গুণের দিক দিয়েও পোর্সিয়াকে দেখেছিলেন। নিদাঘ প্রভাতের মতো নির্মল পবিত্র তাঁর সৌন্দর্য। ব্যাসিনিও তা এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। এক একবার ব্যাসিনিওর মনে হয়—সে সময় পোর্সিয়ার অনুগ্রহ দৃষ্টি ব্যাসিনিওর উপর একটুখানি পড়েছিল বোধ হয়।

আজ কিন্তু পোর্সিয়ার পিতৃবিয়োগ হয়েছে। অগাধ অর্থের, অতুল সম্পদের অধিকারিণী তিনি। এদিকে ব্যাসিনিও আজ কপর্দক শূন্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। দেনায় মাথার চুল বিক্রি হয়ে গেছে, অতি শীঘ্র সু-প্রচুর অর্থ হাতে না এলে মহাজনদের কাছে লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। কারাবাস হওয়াও খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, তা যদি হয় তবে সম্মানিত অভিজাত বংশের সন্তান ব্যাসিনিওর পক্ষে আত্মহত্যা করা ছাড়া, দ্বিতীয় কোন পথ থাকবে না;

পোর্সিয়াকে বিবাহ করতে পারলেই এ সঙ্কট কাটে। শুধু এ সঙ্কট থেকে উদ্ধারই নয়, জীবনে তাকে আর অর্থকষ্টের সম্মুখীন হতে হবে না। অপার ভোগবিলাসে পরমানন্দে সে তার দিন অতিবাহিত করবে।

এ আশা কি একেবারেই দুরাশা? এক সময়ে পোর্সিয়া ব্যাসিনিওকে অনুগ্রহ করতেন বলেই মনে পড়ে। কিন্তু দিন এখন পাল্টে গেছে। তখন পোর্সিয়া নিজের অগাধ সম্পত্তি আর অতুল ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখেনি তখনও। 'সেই সময় ব্যাসিনিও ছিলেন ধনী এবং সদাপ্রফুল্ল। এখন নিত্য অভাবে ব্যাসিনিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, প্রকৃতিও রুক্ষ হতে বাধ্য হয়েছে। পোর্সিয়ার চিত্তজয় করার মতো আকর্ষণী শক্তি এখন কী আর ব্যাসিনিওর মধ্যে অক্ষুণ্ণ আছে?

কিন্তু পোর্সিয়া প্রজাপতি জাতীয়া নারী নয়। ব্যাসিনিও তাঁর প্রকৃতি ভালোভাবেই

বোঝার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুশীলা নারী একবার যাকে ভালোবেসেছে তাকে আর প্রাণান্তেও ভুলতে পারে না। এমন যদি হয় যে সেদিনে পোর্সিয়ার অন্তরে গভীরভাবে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছিলেন ব্যাসিনিও? তাহলে এতো শীঘ্র পোর্সিয়া তাঁকে কখনোই ভুলে যেতে পারে না। সুতরাং একবার ভাগ্য পরীক্ষা করার দোষ নেই।

'দোষতো' নেই কিন্তু উপায়ও তেমন নেই। কোটিপতি কন্যার পাণি-প্রার্থনা করতে যে যাবে, তার অন্তত লক্ষপতির জাঁকজমকে যাওয়া খুবই প্রয়োজন। রাজা কোয়েণ্টুয়া ভিখারিণী কুমারীকে বিবাহ্ করেন? এমন একটা প্রবাদ শোনা যায়। কিন্তু কোন রাণী সিংহাসন থেকে নেমে এসে ভিখারীর পায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত কোন শাস্ত্রে বা ইতিহাসে বা উপকথাতেও স্থান পায়নি।

ব্যাসিনিও সাবধানে মনে মনে একটা হিসাব করতে বসেন। পোর্সিয়ার পাণি-প্রার্থীরূপে বেলমেণ্ট যদি যেতেই হয়, নিজের সাজপোষাকেরও দরকার আছে। ভৃত্য আবশ্যক অন্ততঃ দশ-বারোটি, তাদেরও পোষাক হওয়া প্রয়োজন জমকালো! তাছাড়া যান বাহন চাই, নগদ কিছু অর্থ সঙ্গে থাকা চাই—পাথেয় এবং পারিতোষিক বিতরেণের জন্য। এসব ব্যয় সুষ্ঠভাবে নির্বাহ করতে গেলে তিন হাজার দ্যু'কাট স্বর্ণমুদ্রার কমে কোন মতেই সম্ভবপর নয়।

হিসাব কষে ব্যাসিনিও বিষণ্ণ মন নিয়ে বেশ কয়েকদিন নীরবে বসে কাটালেন। কোথায় পাওয়া যাবে তিন হাজার দ্যু'কাট? তিন পয়সা যার সম্বল নেই সে এই টাকার স্বপ্ন দেখে কী করে? তাছাড়া এই এতো টাকা ঋণ তাকে কে দিতে চাইবে? কিন্তু আশা একমাত্র মোহিনী। সে অনবরত উত্তেজিত হয়ে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাসিনিওকে।—দেখে না! একবার আন্তেনিওর কাছে এই প্রস্তাব রেখেই দেখনা! সত্যিই সে ভালো লোক! সে সত্যিই ভালোবাসে আমায়! তাঁর থেকে তুমি পেলেও পেত পার তিন হাজার দ্যু'কাট। ফেলে দেবে না? পোর্সিয়াকে বিবাহ করতে পারলে সেই দিনেই তুমি আন্তেনিওর ঋণ এবং পূর্বের সমস্ত ঋণ শোধ [illegible] মুক্ত [illegible] হতে পারবে। অগত্যা ব্যাসিনিও আন্তোনিওর কাছেই যেতে বাধ্য হলেন।

বন্ধু! তোমার কাছে ঋণের অন্ত নেই আমার। অর্থের ঋণ, কৃতজ্ঞতার ঋণ দুটোই সমান। কোনদিন যে এসব শোধ করতে পারব এমন আশা আমি আর রাখিনা। কিন্তু এদিকে আমার অবস্থা যে কত শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে, তাও তো তুমি জান না।

অবিলম্বে প্রচুর অর্থ আমার হাতে না এলে আমি প্রকাশ্যে অপমানিত হবো। মহাজনের নালিশে কারারুদ্ধ হলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। কাজেই যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা না নিলেই নয়। আর সে ব্যবস্থা তুমি ছাড়া অন্য কারো দ্বারা হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

আন্তেনিও বন্ধুর এই বিপন্ন অবস্থা দেখে অতিমাত্র কাতর না হয়ে পারলেন না। কীভাবে এ আসন্ন বিপদের নিরসন হতে পারে? কোন উপায়ই বাসানিওর মাথায় এসেছে কিনা, ব্যাকুল ভাবেই তা জানতে চাইলেন। ব্যাসিনিও তখন পোর্সিয়া ঘটিত

ব্যাপারটা খুলে বললেন আন্তেনিওকে। পোর্সিয়া এককালে ব্যাসিনিওর প্রতি অনুরক্তির আভাস দিয়েছিলেন একথাও বন্ধুকে জানাতে ভুললেন না। এখন সেখানে পাণি-প্রার্থীরূপে উপস্থিত হতে হলে সবার আগে প্রয়োজন তিন হাজার দ্যু'কাট। তাও হিসাব করে বুঝিয়ে দিলেন আন্তেনিওকে। বিবাহটা হয়ে গেলে আন্তেনিওর প্রাপ্য সমস্ত টাকা যে তদ্‌দণ্ডেই পরিশোধ করে দেওয়া সম্ভবপর হবে, সে কথা জানাতেও দ্বিধা করলেন না।

আন্তেনিও সমস্ত কথা ধৈর্য্যসহকারে শুনলেন। তারপর অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন—"তুমি কি আমাকে চেনো না যে আজ এত করে দুঃখের কাঁদুনি গাইতে বসেছ? আমার হাতে যতক্ষণ একটি পয়সা থাকবে, তার আধ পয়সা তোমার প্রয়োজন সব সময়েই তা থাকবে। ঋণ হিসেবে তোমাকে আমি টাকা দিইনি। তা তুমি পরিশোধ করবে এখন আশাও আমি কোনদিন মনে জন্ম হতে দিইনি। পরিশোধ করতে এলেও আমি নেব না, যদি না সে সময়ে আমি নিজে অর্থাভাব বিষণ্ণতার মুখ না দেখি।

কিন্তু সে সব কথা এখন আলোচনা না করলেই ভাল। উপস্থিত তোমার মাথায় যে মতলবটা এসেছে তা নেহাৎ মন্দ নয়। প্রণয় দেবতার কৃপায় অনেক দুঃস্থ যুবকের দুঃখের হাত থেকে মুক্তি মিলেছে। পাত্র হিসাবে তুমি অবাঞ্ছনীয়, এখন কথাও কেউ বলার সাহস পাবে না। বিলাসী হলেও দুশ্চরিত্রও কখনও তোমায় বলা যায় না। উপরন্তু নিরক্ষের খাতায় নাম লেখালেও বংশমর্যাদায় তুমি ভিনিসের প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে গণনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার ওপর তুমি বলছ যে, বেলমণ্টে আতিথ্য গ্রহণের কালেও পোর্সিয়া তোমার ওপর কৃপাদৃষ্টি কিরণেও কার্পণ্য দেখায়নি তা যদি সত্যি হয় তবে তো সোনায় সোহাগা! যদি তা সত্য নাও হয় তবে এত তাড়াতাড়ি হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, তোমার প্রার্থনা একেবারে অগ্রাহ্য করে দেওয়া কোন রমণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব তোমার যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। বহুক্ষেত্রেই জুয়াখেলায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তুমি উড়িয়েছো। এতে যদি তিন হাজার দ্যু'কাটি লোকসানও হয় এমন কিছু বিরাট লোকসান তা হবে না। কিন্তু সমস্যা একটাই—ঐ তিন হাজার দ্যু'কাটি নেই। তোমারও নেই, আমারও নেই!"

এই অপ্রত্যাশিত কথায় ব্যাসিনিও আকাশ হতে পড়েন। "নেই! সেকি হে! তোমার কাছেও নেই? তোমার হাতে তিন হাজার দ্যু'কাটি নেই, এ আবার কোন কথার কথা? অন্য কোন লোক যদি একথা বলত আমি নিশ্চয়ই ভাবতাম তার আমাকে সাহায্য করার কোন ইচ্ছে নেই বলেই অর্থাভাবের দোহাই দেখাচ্ছে। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সে কথা মনে আনাও পাপ। আমি তোমাকে কতদিন ধরে দেখছি, আমার মতো ভালো করে কে আর তোমায় চেনে?"

"চেনো যখন, তখন বিশ্বাস কর আমার কথা। আমার হাতে তিন হাজার দ্যু'কাটি আপাততঃ নেই। আমি কী একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছি? তা নয়। সম্পত্তি আছে বৈকি। গুদামভর্তি পণ্য দ্রব্য আছে, সমুদ্রে সমুদ্রে বিশাল সব জাহাজ বিচরণ করছে

আমার! নিঃস্ব নই তবে উপস্থিত এই মুহূর্তে আমার হাতে নগদ কোন টাকা নেই,। দু'মাস বাদে তুমি এসো, তিন হাজার কেন, ত্রিশ হাজার দ্যু'কাটি আমি অক্লেশেই তোমার হাতে তুলে দিতে পারব। কিন্তু আজ এমনই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে যে তিন হাজারের জায়গায় তিনশো দিতেও আমি অপারক''। আন্তেনিওর এই কথা শুনে নৈরাশ্যপীড়িত ব্যাসিনিও বলে ওঠেন—''আরে দু'মাসের পরে কী আর পোর্সিয়ার বিবাহ হতে বাকী থাকবে? তুমি তো জানো না—পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ থেকে পাণিপ্রার্থীরা এসে হাজির হয়েছে বেলমন্টের প্রাসাদে। তাদের গুণেরও শেষ করা যায় না, তাদের মধ্যে নেপলসের রাজাও আছেন। জার্মানির কাউন্ট প্যালাটাইন আছেন, ফরাসীদের একজন, ব্রিটেনের একজন, আবার স্কটল্যাণ্ডের একজন জমিদারও উপস্থিত,মিশরদেশের এক প্রতিনিধি এসেছেন—গোটাকতক মমি উপহার নিয়ে! এই এতো সব প্রার্থীকে বাতিল করে এই দীর্ঘ দু'মাস পোর্সিয়া আইবুড়ী থাকবেন, এটা আশা করার মতো কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না।

এতসব স্বনামধন্য পাণিপ্রার্থীর কথা শ্রবণ করে আন্তেনিও সত্যিই এবার ভয় পেয়ে যান। সত্যই তো! পোর্সিয়ার বিবাহ কালই স্থির হয়ে যেতে পারে। তাহলে ব্যাসিনিওর সমস্ত আশায় ছাই পড়বে। শেষকালে কী দেনার দায়ে আত্মহত্যা করবে তার এই বেচারী বন্ধু?

অগত্যা তাঁকে বলতেই হয়—''তুমি তাহলে এক কাজ কর বন্ধু। সন্ধান করে দেখ—তিন হাজার দ্যু'কাটি ধার কোথায় পাওয়া যায়। তোমাকে শুধু হাতে ধার কেউ দিতে রাজি হবে না, তাও আমি জানি। তুমি সবাইকে বলতে পার—আন্তেনিও জামিন থাকবে এই দেনার জন্য। আমার জামিনে তিন হাজার দ্যু'কাটি ঋণ পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না নিশ্চয়ই। তুমি খোঁজ খবর নাও। দু'মাসের মধ্যে আমার জাহাজগুলি ফেরত আসবে এরকম আশা আমি রাখি। এলেই বহু টাকা হাতে এসে যাবে, তখন তোমার এই ঋণ শোধ করে দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই শক্তের হবে না।''

ব্যাসিনিও—''আর ইতিমধ্যে যদি পোর্সিয়ার দয়া লাভ করতে পারি, তাহলে জাহাজ আসা পর্যন্ত আর কোন অপেক্ষাই বা করতে হবে কেন?

হা হা করে হেসে উঠে আন্তেনিও বলেন—'সে তো' বটেই! সে তো ভাল কথাই' আশা রাখি যে, তোমার জাহাজের প্রত্যাগমন পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু মন্দটাও মাথায় রাখা উচিত। ধরো যদি পোর্সিয়া তোমায় পছন্দ না করলেও তাহলেও তোমার ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই এই দেনার জন্য। দু'মাসের মধ্যে জাহাজ এসে যাবে, তুমি মহাজনের কাছে সময় চাইবে। তিন মাসের। ব্যাস, তাহলেই যথেষ্ট, তিন মাসের মধ্যে সুদে-আসলে কড়া ক্রান্তি হিসাব করে শোধ করে দেব আমরা।

তোমার নাম করলে কেউ কী সুদ আর নেবে? তুমি নিজে কখনোও কারও কাছে

সুদ নাও না!—এই কথা বলে উঠলেন ব্যাসিনিও।

"খ্রীষ্টান মহাজনেরা কেউ নেবে না বলেই মনে করি। একে ধার দিয়ে তার সুদ নেওয়া বাইবেলে নিষিদ্ধ, তাছাড়া ভিনিসের লোকের কাছে আমার একটা ব্যক্তিগত খ্যাতির আছে। তা তুমি দেখ। খ্রীষ্টানের কাছে না পাও যদি তাতেও ভয় পাবার কিছু নেই। কোন ইহুদী যদি ঋণ দেয়, তাও আমরা নোব। যে কোন সুদে ঋণ নেব। কারণ আমাদের অর্থের খুব প্রয়োজন। দরকারের সময় যে কোন শর্তেই রাজি হতে হয়।"

আন্তেনিওর মহত্ত্বে আজ আবার নতুন করে মুগ্ধ হয়ে ব্যাসানিও ভিনিস শহরে ঋণের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লেন। ব্যাসানিওকে দেখে ইতিপূর্বে যারা গৃহদ্বার বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চিন্তে ভেতরে চুপ করে বসে থাকতে অভ্যস্ত ছিল, আন্তেনিওর নামের দোহাই শুনে তারাও ব্যাসানিওকে খাতির করে বসাল এবং ঋণের প্রস্তাবটাও ভালো করে বুঝে নিল। কিন্তু ব্যাসানিওর ভাগ্য নেহাৎই মন্দ। এসময়টা এমনই ছিল যে কোন খ্রীষ্টান বণিকের হাতে বাড়তি টাকা ছিল না। ভিনিসের ধনীরা সবাই প্রায় বণিক। আন্তেনিওর মতো সকলেরই জাহাজ এই সময়ে সমুদ্রে ঘুরে বাণিজ্য করে। আর মাস দুইয়ের মধ্যে সব জাহাজই বন্দরে ফিরবে। আন্তেনিওর নাম করলে সে সময় যে কোন লোকের কাছে যত খুশী অর্থ ঋণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত ঐ জাহাজগুলি ফিরে আসছে, সকলেরই অবস্থা আন্তেনিওর মত সাময়িকভাবে নিঃস্ব। নগদ তিন হাজার দ্যু'কাটি বার করে দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

ব্যাসানিও হতাশ হয়ে পড়েন। মনে হল পোর্সিয়াকে বিবাহ করা তাঁর ভাগ্যে বোধ হয় নেই। টাকা কোথায়ও নেই ভিনিস নগরে। দু'মাসের আগে কোথাও টাকা মিলবে না। অথচ তাই দু'মাস পোর্সিয়ার পাণিপ্রার্থীরা কেউই সাফল্য লাভ করবে না, এমন আশা বাতুল ভিন্ন অন্য কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়।

দ্বারে দ্বারে হতাশ হয়ে ব্যাসানিও একদিন অপরাহ্নে গৃহে ফিরে আসেন, এমন সময় খাল ধার থেকে কে যেন তাকে ডেকে উঠল। তিনি ফিরে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে। এক লম্বা দাঁড়িওয়ালা ন্যুব্জ দেহ তির্যক বৃদ্ধ তাঁকেই ডাকছে। ব্যাসানিও চিনতে পারলেন লোকটাকে—ও আর কেউ নয় ইহুদী শাইলক। প্যালেস্টাইনের আদিবাসীদের নাম হল ইহুদী। ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচারের পূর্বে প্যালেস্টাইনে প্রচলিত ছিল ইহুদীধর্ম। এই ধর্মের পুরোহিতদেরই প্ররোচনায় রোমক শাসকেরা যীশুখ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ইহুদীদের কাজ ছিল টাকা-পয়সার লেনদেন করা। ইউরোপের সমস্ত দেশ সমস্ত নগরেই তাদের নাম এবং সমাজের ও রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরে অসীম প্রভাব বিস্তার করে আছে। ওরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ধার বড় একটা ধারে না। অভাবগ্রস্তকে টাকা ধার দিয়ে চড়া হারে সুদ আদায় করত। এই সুদখোরদের ভেতরে শাইলকদের মত নির্মম সুদখোর সারা ভিনিস নগরে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। এমনকি, অন্য ইহুদীরা ও পর্যন্ত শাইলকের নিন্দা করতে ও ছাড়ত না—তার এই রাগ অমানুষিক

অর্থলালসার জন্যে।

এই শাইলক হঠাৎ ব্যাসানিওকে ডাকছিলেন কেন?

ডাকবার কারণ ছিল বৈকি।

ভিনিসের বণিকদের টাকা-পয়সা লেনদেনের স্থান হল রিয়ালতো। এটা হল বড় খালের উপরকার একটা সুপ্রশস্ত পুল। এই পুলের ওপর মিলিত হয়ে ভিনিসের আর্থিক সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনায় রত থাকতেন বণিকরা। শাইলকের ওপর শ্রেষ্ঠীদের বিতৃষ্ণা যতই প্রবল হোক না কেন, তার প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ নয়। নিষেধ করার অধিকার তো কারও নেই। এই রিয়ালতোর আলোচনা থেকে শাইলক জানতে পেরেছে যে, ব্যাসানিও আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন তিন হাজার দ্যু'কাটি ঋণের জন্য এবং একথাও লোকের মুখে মুখে প্রচার হতে বাকী নেই যে এরজন্য সম্মানিত আন্তেনিও এই ঋণের জামিন হতে রাজী আছেন।

শাইলক ব্যাসানিওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন—"কী খবর, বলুন ব্যাসানিও।

শাইলকের উপর ঘৃণা অন্য কারো চাইতে ব্যাসানিও তিরস্কার করতে ছাড়তেন না ইহুদিকে। কিন্তু এখন হঠাৎ ইহুদীকে সামনে দেখে তাঁর হতাশ অন্তরে একটু ক্ষীণ আলো দেখা দিল। হোক ইহুদি, শাইলকও তো টাকা ধার দিয়ে থাকে। আন্তেনিও তো বলেইছেন—খ্রীষ্টানের কাছে অর্থ না পেলে, ইহুদীদের কাছে চেষ্টা করাতে তাঁর কোন আপত্তি থাকতে পারে না। শাইলক যখন নিজেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন, প্রস্তাবটা তার কাছে করে দেখতে দোষের কিছু নেই।।

সরল হৃদয় ব্যাসানিও একথা মনেই আনতে পারলেন না যে, শাইলক তাঁর প্রয়োজনের কথা আগে থাকতে জানতে পেরেছেন শুধু তাই নয় আন্তেনিও যে এর ভেতর জড়িয়ে আছেন এখবর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই ধূর্ত শাইলকের আজ এখানে আগমন।

ডেকে থামিয়েছে শাইলক আজ ব্যাসানিওকে, কিন্তু নিজের মুখে একবারও প্রকাশ করেনি শাইলক, কারণ যার প্রয়োজন প্রস্তাব তার মুখ থেকেই সর্বপ্রথম আসা উচিত।

ব্যাসানিও এত বুঝলেন না, তিনি সহজে শাইলকের পাতা ফাঁদে পা দিতে বিলম্ব করলেন না। তিনি হাসি মুখে বলেন—"এই যে শাইলক! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, খুবই ভালো হল। শহরের মহাজনদের তুমি তো একজন শ্রেষ্ঠ লোক। তা দেখ, তিন হাজার দ্যু'কাট তুমি আমায় ধার হিসেবে দিতে পার? বেশী দিনের জন্য নয়, মাত্র তিন মাস। আন্তেনিও এর জন্য জামিন হবেন আর, তুমি যা সুদ চাইবে তাও তিনি দেবেন।"

শাইলক আকাশ থেকে পড়লেন,..........টাকা? আন্তেনিও? কেন? তিনি জামিন না হয়ে তিনি তো নিজেই টাকাটা দিয়ে দিতে পারেন। তাঁর আবার টাকার অভাব! হেঃ হেঃ তিনি চাইলে আমার সঙ্গে পাঁচটা সুদখোর ইহুদীকে কিনে ফেলার ক্ষমতা রাখেন।"

ব্যাসানিও বলেন—"তা অবশ্যই পারেন। কিন্তু উপস্থিত একটু অসুবিধার সম্মুক্ষীণ

হয়েছেন তিনি। জাহাজগুলো ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর হাতে নগদ টাকার আমদানি নেই। অথচ আমার এখনই তিন হাজার দ্যু'কাট না পেলেই নয়। এ অবস্থায় বলি, তুমি এটাকাটা দিয়ে আমায় কী সাহায্য করতে পার?"

শাইলক ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। এ জিনিসটা সে মাথাতেই আনতে পারছে না। মাত্র তিন মাসের জন্য? আবার আন্তেনিও জামিন? যে কোন সুদ? তাইত! ......"কত টাকা বললেন আপনি? তিন হাজার দু'কাট? অনেকগুলো টাকা কিন্তু!"

"কিন্তু আন্তেনিও নিজে যখন জামিন"—বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন ব্যাসানিও!

ঠিক! ঠিক! "শাইলক বাধা দিয়ে বলে ওঠে—আন্তেনিও জামিন আছেন। তিনি লোক হিসেবেও মন্দ নন।"

শাইলকের বলার ধরণে ব্যাসিনিও ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। না দেয় টাকা না দিন, কিন্তু ওর মতো ঘৃণ্য নরপিশাচের মুখ থেকে আন্তেনিও সম্বন্ধে বিদ্রুপ বা বিরূপ সমালোচনা তিনি শুনতে রাজী নন। তাই তিনি বলে ওঠেন—"আন্তেনিও যে লোক ভালো তা কী ভিনিস সুদ্ধ লোক জানে না? তোমার কী সন্দেহ আছে ওতে?"

জিভ কেটে সঙ্গে সঙ্গে শাইলক বলে—"আরে না, না মশাই! আন্তেনিও সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকবে কেন? তবে কী জানেন, উনি লোক ভালো—একথার অর্থ আপনার বোধগম্য হয়নি। 'ভাল' লোক আমরা তাকেই বলি, যার অবস্থা ভালই। তা আমি যতদূর জানি—আন্তেনিওর অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয়, যাতে তাঁকে তিন হাজার দ্যু'কাট ধার দেওয়া চলে না।"

শাইলক কথার সুরে ব্যাসিনিও বারুদের মতো জ্বলে ওঠেন। ...."মাত্র তিন হাজার? তাঁর এক-একখানা জাহাজে মাল থাকে ত্রিশ হাজার দ্যু'কাট, তা অজানা নয় নিশ্চয়ই?

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে শাইলক বলে ওঠে—"তা থাকতে পারে। কিন্তু কথা কি জানেন—জাহাজ তো কাঠ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তৈরী নয়। কাঠের জাহাজ সমুদ্রে মারা যায় কখনো কখনো তা অবশ্যই শুনে থাকবেন।চড়ায় বেঁধে অচল হতে পারে, চোরা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে তলা ফেঁসে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক নয়, আগুন লেগে পুড়ে যেতে পারে, ঝড়ে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা, কোন কিছুমাত্র আটক নেই। তার ওপর আবার জলদস্যুদের উৎপাত! না, না। যার বেশী সাহস, সেই নগদ টাকা নিয়ে মাল কিনে জাহাজে চড়িয়ে সমুদ্রে পাঠাক, শাইলকের অতো সাহস নেই বুকে। তা কী যেন বলছিলেন আপনি? এক হাজার দ্যু'কাট আপনি ধার চান?"

"এক নয় তিন হাজার!"—ব্যস্তভাবে বলে ব্যাসানিও, "তিন হাজার দ্যু'কাট, তিন মাসের জন্য।

"বলেন কি? মাত্র তিন মাস? আমি তো ভেবেছিলাম এক বৎসর। এক বৎসরের মেয়াদ ধরে দেওয়াই রীতি কিনা! তা সে যাই হোক, আমি না হয় তিনমাসের কথা ভেবেই দেব। আর সব জাহাজ সমুদ্রে ঘুরছে যদিও আন্তোনিওর, তবু আমি

আন্তোনিওর জামিনেই ধার দিতে রাজী আছি। কিন্তু কথাটা কী জানেন—আমি একবার স্বয়ং আন্তোনিওর সঙ্গে দেখা করতে চাই, ব্যাসানিও মহাশয়! তার কোন সুবিধে হতে পারে কি?''

মেঘ না চাইতেই জল! এই সময় অদূরে খালের ধারে আন্তেনিওকে দেখা গেল। ব্যাসানিও তাঁকে এই সময়ে হঠাৎ এখানে দেখতে পেয়ে এই ব্যাপারটাকে দৈব যোগাযোগ বলেই বিবেচনা করলেন এবং অচিরেই কার্যোদ্ধারের আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। শাইলক কিন্তু আন্তোনিওকে দেখেও না দেখার ভান করল। সে যেন আপনমনে প্রার্থিত ঋণের সম্বন্ধেই চিন্তায় মগ্ন, এমনভাবেই সে প্রকাশ করতে লাগল।

আন্তোনিও নিকটে এসেই ব্যাসানিওকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোনদিকে কোন আশার আলোক দেখতে পাওয়া গেছে কিনা। ব্যাসানিও জনান্তিকে বন্ধুকে জানান যে, শাইলকের সঙ্গে এইমাত্র আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল এবং তাতে শাইলকও স্বীকৃত আছে বলেই মনে হয়। তখন আন্তোনিও শাইলককে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেন—''কী হে, শাইলক। আমাদের এই উপকারটা তুমি করবে নাকি?''

শাইলক সুপ্তোত্থিতের মতো আন্তেনিওর দিকে তাকায়। ''এক বৎসরের জন্য এক হাজার দু'কাট না?'' ব্যাসানিওই জবাব দেন—''না, না, তিন মাসের জন্য তিন হাজরা দু'কাট। এই আন্তোনিও জামিন হবেন, একথা দশবার আমি তোমায় বলেছি। তুমি একটু আগেই বলছিলে যে, একবার আন্তোনিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে ভালো হত। এই তো তিনি এসে পড়েছেন। তোমার কী জিজ্ঞাসা করার আছে কর।''

ব্যাসিনিওর কথা কি শাইলকের কানেই প্রবেশ করল না? সে আপন মনে বিড়বিড় করে যেন কী বলছিল! ব্যাসানিও স্পষ্ট শুনতে পেলেন—শাইলক বলছে—''কুত্তা! কুত্তা! আমি কুত্তা!

কুত্তার কী টাকা থাকে? কুত্তারা কী তিন হাজার দু'কাট ধার দিতে পারে? তিনমাস তো চুলায় যাক, এক ঘণ্টার জন্যও পারে না। অথচ এই মহামান্য অভিজাত খ্রীষ্টান মহোদয়েরা এসে এই কুত্তার কাছেই—''

ব্যাসানিও ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন—''কী বলছ হে তুমি?''

'বলছি যে আমি তো একটা কুত্তা। ঐ মহামান্য আন্তোনিও হাজার বার আমায় কুত্তা বলে গালাগালি দিয়েছেন। প্রকাশ্য স্থানে হাজার লোকের সম্মুখে সে এই কাজ করেছে।

আমি জানি না আমার কী অপরাধ। তিনি বলেছেন—টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া হল কুত্তার কাজ। আমি বলি—আমার টাকা আমি অকারণে ধার দিতে যাব কেন? লোকের উপকারের জন্যে? বেশতো, আমি যখন লোকের উপকার করতে যাচ্ছি, তখন লোকেরও তো উচিত আমার যৎকিঞ্চিৎ উপকার করা! বিনামূল্যে কারও কাছে কিছু নেওয়া কি অনুচিত নয়? তুমি উপকার চাইছ, বেশ, তাহলে তার দাম দাও। সেই দামই হল সুদ, দাম না দিয়ে রুটি কেনা যায় না, মাংস কেনা যায় না, ঋণ কেনা যাবে

কেন? অথচ রুটি বেচে যারা পয়সা নেয়, মাংস বেচে যারা পয়সা নেয়, আন্তোনিওর মত মহানুভাব লোক তাদের তো কুত্তা বলেন না!"

আন্তোনিও রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। "আমি তোমায় কুত্তা বলেছি, এ কথা ঠিক। রুটি বেচে পয়সা নেওয়া আর টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া এক কথা নয়। আর তোমার সুদের পেষণও বড় সামান্য নয়। ওর চাপে পড়ে কত লোককে পথের ফকির হয়ে যেতে দেখেছি আমি। আমি নিজে কখনও সুদ নিইনা, সুদখোর মাত্রকেই ঘৃণা করে থাকি আমি। আমায় সমস্ত সুদখোরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি তোমাকে। তাই তোমাকে কুত্তা বলে থাকি, এবং চিরদিনই বলব। আজ অবস্থার গতিকে তোমার কাছে তিন হাজার দ্যু'কাট ধার চাইছি বলে মনে করো না অতঃপর আমি তোমাকে অন্য ব্যবহারে অ্যাপায়িত করব।"

শাইলক কুটিল হাসি হেসে প্রশ্ন করে—"তুমি তবু আমার কাছে থেকে অর্থ ঋণ পাওয়ার প্রত্যাশা করছ?" "কেন করব না?" আন্তোনিও বলেন—"করব না কেন?" ঐ তো তোমার পেশা। তোমার কাছে ধার করলে তো তোমার উপকারই করা হবে! কেউ যদি টাকা না নেয়, তুমি সুদইবা পাবে কোথায়? আর সুদ না পেলে তুমি যে দু'দিনে শুকিয়ে উঠবে। অভাবে নয় মনস্তাপে শুকিয়ে উঠবে। আমি সুদ দিয়ে টাকা নেব, তুমি দেবে না কেন? সুদ দেব, সঙ্গে সঙ্গে কুত্তা বলে গালি দেব। হাসিমুখে ধার দেবে তুমি। বল কত সুদ তুমি চাও! এত চড়া সুদ আমি দিতেও রাজী আছি, যা তুমি আজ পর্যন্ত কোনদিন কারো কাছে পাওনি।

চড়া সুদ কী জন্য দেব, তাও বলে রাখি। তাতে আমি রিয়ালতোর উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে পারব—'দেখ সবাই—ঐ কুত্তা শাইলক আমার কাছ থেকে এরকম অদ্ভুত রকম চড়া সুদ আদায় করেছে। আমি ধার নিতে এসেছি বলে যে তোমাকে বন্ধু বলে বিবেচনা করছি, তা তুমি স্বপ্নেও ভেবো না। আর তুমিও বন্ধু মনে করে আমায় ধার দিও না। মনে কর তোমার পরম শত্রুকে ধার দিচ্ছ, তাকে বিপদে ফেলার একটা সুযোগ পাবে, এই আশায়।"

আন্তোনিও গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন, "কিন্তু তোমার সিদ্ধান্তটা তো বুঝতে পারা গেল না! তুমি টাকা দেবে কিনা সেটা খুলে বল এই বার!"

"টাকা দেব না কেন?" গম্ভীর মনস্তাপের ছায়া মুখে ফুটিয়ে তুলে শাইলক বলে ওঠে—"টাকা দেব না কেন? তোমাদের দরকার যখন, আমিই দেব। আমার নিয়ম হচ্ছে—বিনা সুদে টাকা না দেওয়া, তোমাদের ইচ্ছে সুদ না নেওয়া। বেশ তোমাদের নিয়ম অনুসারেই কাজ হবে। আমি এক পয়সাও সুদ নেব না। তাতেও যদি তোমাদের বন্ধুত্বের কিছুটাও আমি লাভ করতে পারি, সেইটাই বিবেচনা করব পরম লাভ।"

শাইলক কথাটা আন্তোনিও প্রথমেই বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না। তবে কি এতদিন তিনি শাইলক সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা অন্তরে পোষণ করে রেখেছিলেন? তবে কী সত্যিই ও লোক খারাপ নয়? বেশ, ফলেন পরিচয়তে!

লোক যদিও সত্যিই ভালো হয়, তা সহজেই বোঝা যাবে এই ঋণের ব্যাপারটাতে।

শাইলক বলে ওঠে—"বেশ শুভস্য শীঘ্রং। আমার নিজের কাছে অবশ্য অত টাকা এখন নেই। কিন্তু তাতেও কোন ক্ষতি নাই। আমার এক আত্মীয় আছে—তুব্যাল নাম তার। আমার যেটা অকুলান আছে, ওর কাছ থেকে আমি নিয়ে নেব ঠিকই! আমি তার বাড়ী থেকে অর্থ নিয়ে আসি।

ইতিমধ্যে তোমরা উকিল বাড়ীতে গিয়ে একটা দলিলে লেখাপড়ার কাজটা সেরে ফেল। সুদ-টুদ কিছু নয়, কেবল লেখা থাকবে—অর্থাৎ শুধু একটা তামাসা ছাড়া আর কিছু নয় বন্ধু—দলিলে একটা কথা তোমরা লিখে দিও শুধু—তিন মাসের মধ্যে যদি টাকাটা পরিশোধ না হয়—অর্থাৎ আন্তোনিওর কাছ থেকেই আমি নেব—ব্যাসনিওকে অকারণে আর কেন জড়াব এর ভেতর—যে জামিনদার, প্রকৃতপক্ষে দেনাদারও সেই—তা দলিলটা আন্তোনিওই দেবেন, আর সুদের পরিবর্তে একটা শর্ত স্রেফ তামাসার জন্য এই রকম লেখা হবে যে—

অসহিষ্ণুভাবে আন্তোনিও বলে ওঠেন—"কি লেখা হবে, সেটাই বলনা বাপু! তোমার প্যাঁচালো ভূমিকা শুনে সন্দেহ যে আরও ঘনীভূত হচ্ছে।"

"না, না, সন্দেহ করো না ভাই, সন্দেহ করলেই কাজ পণ্ড হয়ে যায়। যে শর্তটা দলিলে লিখতে হবে, সেটা আর কিছু নয়, এই কথা লিখে দিও যে, নির্দিষ্ট দিনে দেনা শোধ না হলে আমি আন্তোনিওর দেহের যেখান থেকে খুশি এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারবো। হাঃ হাঃ হাঃ! ইহুদীরা পিশাচ বলেই যখন তোমাদের ধারণা, তখন পৈশাচিক রকমের একটা শর্তই দলিলে রাখা যাক!

ব্যাসানিও চমকে ওঠেন!—"না, না, এরকম শর্ত দলিলে কিছুতেই লেখা হতে পারে না। আমি কখনোই আন্তেনিওকে এরকম দলিলে সই করতে দেব না।

শাইলক খুব ক্ষুব্ধ হল।—"তার মানে? আমি কি সত্যিই তোমার বন্ধুর মাংস কেটে নিতে যাচ্ছি নাকি? নিয়ে আমার লাভ কি হবে শুনি? ভেড়া বা শূকরের মাংস হলে তবু খাওয়া যেত। মানুষের মাংস কুকুরকে দিলেও সেও মুখ ফিরিয়ে নেবে। যাক্ যাক্ আমি পরিহাসের ছলে তোমাদের মনোভাব পরীক্ষা চাইছিলাম। দেখছি বিনা সুদে টাকা ধার দিতে স্বীকার করেও আমি তোমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা আর অবিশ্বাস দূর করতে পারিনি। তা বেশ! তোমরা যখন আমায় বিশ্বাস করনা, তখন আমার সঙ্গে তোমাদের কারবার করার প্রয়োজনটাই বা কী?

এই বলে শাইলক নিজের গৃহে যাবার জন্য পথ ধরার উ পক্রম করল। আন্তোনিও তাকে ডেকে ফেরালেন। শাইলকের কথা শুনে তিনিও কম বিস্মিত হননি, কিন্তু ভয় পাবার পাত্র নন। শাইলক যদি সুবিধা পায় তবে গায়ের মাংস কেটে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে পশ্চাদপদ হবেনা,'এ ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূলই রয়েছে। কিন্তু তবু তিনি ভয় না পেয়ে ব্যাসানিওকে বোঝান—"ওতে আর ভয় কী? ও লোকটা অবশ্য অভিসন্ধি নিয়ে ঐ রকম অদ্ভুত শর্ত আরোপ করতে চাইছে। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যাবার নয়।

দু'মাসের মধ্যে আমার অধিকাংশ জাহাজ বন্দরে এসে যাবে। অথচ দলিলের মেয়াদ থাকবে মাত্র তিনমাস। পুরো একটা মাস আমাদের হাতে থাকবে। ওর মধ্যে জাহাজের মাল বেচে তিন হাজার তো সামান্য কথা, লক্ষ দ্যুকাট আমি হস্তগত করতে পারব। তুমি এতো কিছু ভেবো না বন্ধু!" ব্যাসনিওর দ্বিধা এবং আপত্তি সত্ত্বেও আন্তেনিও শাইলককে বলেছেন—তার কথিত শর্তেই তিনি টাকা ধার করতে রাজী আছেন। অতঃপর দুই বন্ধু তাঁদের উকীলের কাছে চলে গেলেন দলিল লেখাতে। কথা রইল—তিন হাজার দ্যুকাট সঙ্গে নিয়ে একটু পরেই শাইলক সেই উকীলের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হবে এবং অর্থ গুণে দিয়ে দলিল নিয়ে আসবে।

গৃহের দিকে যেতে যেতে শাইলক নিজের মনে বলল—" কে কুত্তা—এবার তা দেখা যাবে। যত অপমান করেছ, এবার তা কড়ায় গণ্ডায় শোধ তুলব!"

।। দুই ।।

শাইলকের কাছে টাকা পেয়ে ব্যাসানিও পরমানন্দে বেলমণ্ট যাত্রার আয়োজনে লেগে যান। নিজের জন্য সৌখীন বেশভূষা তৈরী করালো। সুদর্শন নতুন চাকব খানসামা খুঁজে আনা, নানা কাজে তাঁর আর তিলার্ধ সময় নেই। এই সময়ে একদিন পথে তাঁকে এসে ধরল ল্যান্সলট নামে একজন যুবক। লোকটির চেহাবা ভালো, চটপটে কথাবার্তা, একটু রসিক এবং অতিমাত্রায় চঞ্চল। সে পূর্বে শাইলকের ভৃত্য ছিল। কিন্তু সেখানে তার মন টিকল না, ব্যাসানিও যদি তাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন তবে সানন্দে ল্যান্সলট আজ থেকেই তাঁর কাজে বহাল হয়ে যেতে পারে।

—ঠিক এই রকম ধরণের লোকই ব্যাসানিও চাইছেন এই মূহুর্তে। কাজেই ল্যান্সলটকে চাকরি দিতে তাঁর কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তবু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"বাপু হে ! শাইলক হলেন ধনী লোক, আমি নিতান্তই গরীব। একটা কথা তোমার ভেবে নেওয়া উচিত—ওখান থেকে এসে আমার কাজে কী তোমার মন বসবে? ল্যান্সলট সঙ্গে সঙ্গে জানায় যে, শাইলকের গৃহে বাস করা তারপক্ষে মোটেই আর সম্ভবপর নয়। শাইলক তাঁর নিজের কন্যার ওপর যে রকম কঠোর ব্যবহার করেছেন আজ-কাল, ভৃত্য হয়েও ল্যান্সলট তা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে একেবারেই রাজী নয়। বিশেষভাবে ঐ কারণেই সে ওই স্থান আজ ত্যাগ করতে চায়।

ব্যাসানিও শেষপর্যন্ত ওকে চাকরি দিলেন, অন্য ভৃত্যদের তুলনায় তার জন্য জমকালো পোশাকের ব্যবস্থাও করে দিলেন। ল্যান্সলট বিদায় নিতে গেল শাইলকের কাছে। শাইলকও এই খ্রীষ্টানকে বাড়ী থেকে বিদায় করতে পারলে সেও বেঁচে যায়। আজকাল এদের উৎপাত এতোটাই বেড়ে গেছে যে, যার জন্য পারিবারিক শান্তি পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে।

লোরেঞ্জো নামে এক খ্রীষ্টান যুবক যাতায়াত করতে শুরু করেছে তার বাড়ীতে। উদ্দেশ্য—শাইলকের কন্যা জেসিকার সঙ্গে আলাপ করা। জেসিকা তরুণী, সুন্দরী,

এবং সেই সঙ্গে অন্তরে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগিনী। চেষ্টায় আছে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে লোরেঞ্জোর সঙ্গে চলে যাবার জন্য।

ব্যাসানিওর বেলমণ্ট যাত্রায় দিন ক্রমে এগিয়ে এল। আর একজন সঙ্গীও সে পেয়ে গেল। ইনি হলেন গ্রাসিয়ানো। ব্যাসানিওর বহু বন্ধুর মধ্যে অন্যতম। এঁর কী রকম একটা আগ্রহ জন্মাল—বেলমণ্টের সঙ্গে এর নিজের ভবিষ্যৎ জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে।

গ্রাসিয়ানোকে সঙ্গে নিতে ব্যাসানিওর আপত্তির কোন কারণ নেই, তবে একটা বিষয়ে গ্রাসিয়ানোকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন ব্যাসানিও।.... "জানো তো বন্ধু, তোমার রসিকতা বড়ই হালকা। তুমি যদি সেখানে গিয়েও তোমার রসনা সংযত না করে চল, তাহলে তোমার সহচর হিসেবে আমিও ঐ সঙ্গে খেলো হয়ে পড়ব খানিকটা। এতে পোর্সিয়ার বিচারে আমার বিবাহ প্রস্তাবটাই তুচ্ছ বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।"

গ্রাসিয়ানো এই সতর্কবাণী শ্রবণ করে জিভ কামড়ে পড়লেন একথার জন্য। "বল কি বন্ধু! তোমার বিবাহ প্রস্তাবের কোন ক্ষতি হয় এমন কাজ কি কখনও আমার দ্বারা সম্ভব? তুমি দেখবে বেলমেণ্টে পৌঁছেই আমি একেবারে লাগাম টিপে ধরে রাখব জিভের উপরে। একটিও বেফাঁস কথা বেরুবে না সেখান থেকে।" অবশেষে একদিন সকালবেলা ব্যাসানিও যাত্রা শুরু করলেন বেলমণ্টের দিকে।

বেলমেণ্ট প্রাসাদে তখন পোর্সিয়ার পাণি গ্রহণের জন্য সম্মানিত অতিথিরা দলে দলে এসে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করছেন। কেউ নড়তেই চান না, একজন যদি বা বিশেষ প্রয়োজনে স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জায়গায় এক বা একাধিক পাণিপ্রার্থী অন্য দেশ থেকে এসে পোর্সিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করবেন। পোর্সিয়া কারও প্রতি অ-সৌজন্য প্রকাশ করতে একেবারেই ইচ্ছুক নন, কিন্তু তাঁর ধৈর্যের আর বাঁধ মানে না। এরা কেউ সাহস করে পরীক্ষা দিতেও রাজী হবে না। অথচ এদের সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে যে নিজের বিবাহ ব্যাপারে পোর্সিয়ার নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত নেই এক্ষেত্রে। তাঁর স্বর্গত পিতা তিনটে বাক্স রেখে গেছেন। একটা সোনার, একটা রূপার, একটি সীসার তৈরী। যে কোন পাণিপ্রার্থী আসুক, তাকে এই তিনটে বাক্সের সম্মুখে হাজির হতে হবে। আগন্তুক নিজের পছন্দ মতো যে কোন একটা বাক্সে হাত রাখবেন। তখন সেই বাক্সটি খোলা হবে। তার ভিতরে থাকবে প্রার্থীর প্রার্থনার উত্তর। সে উত্তর যদি সম্মতিসূচক হয় তবে তাঁর সঙ্গে পোর্সিয়ার বিবাহ হতে পারবে না, আর যদি উত্তর সম্মতিসূচক হয় তবে পোর্সিয়া সেই প্রার্থীকে বরমাল্য দিতে বাধ্য হবেন। পোর্সিয়ার পছন্দের বা অপছন্দের কোন মূল্য দিয়ে যাননি তাঁর পিতা। বাক্সের লটারীর উপরেই কন্যার ভাগ্য নির্ধারণের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে গেছেন।

এ সমস্ত কিছু জেনেও পাণিপ্রার্থীরা ঠায় বসে আছেন বেলমণ্টে। তাঁরা না দেবেন পরীক্ষা, না যাবেন প্রসাদ ছেড়ে। ফলে পোর্সিয়ার সহচরী নেরিসা তাঁদের কথা নিয়ে

রহস্য বিদ্রূপ শুরু করছে আজকাল।

সেদিন সে কর্ত্রীকে কথায় কথায় বলছিল—"ঠাকুরাণি! লটারির ঐ ঝামেলা যদি না থাকত, ইচ্ছামত পতি-নির্বাচনের স্বাধীনতা যদি আপনার থাকত, তাহলে কার গলায় মালা দিতেন আপনি? নেপলসের রাজার?

পোর্সিয়া কুন্দদন্তে অধর চেপে রেখে হাসি গোপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু চোখের কোণ থেকে হাসির বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়তে লাগল। তিনি তরল কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"তা আর না দিয়ে পারি? অমন পাত্র আর পাব কোথায়? ঘোড়া আর ঘোড়া! নেপলসের রাজাটি দুনিয়ার ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই জানেন না। ওঁর সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় হল এই যে, নিজের হাতে উনি ঘোড়ার পায়ে নাল পরাতে পারেন। কোন নারীর জুৎসই দেখে একটি অশ্বিনীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে ওর সুখ সম্ভাবনা বেশী।"

নেরিসা খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসি আর থামতেই চায় না তার। অবশেষে অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে সে বলে—"বেশ, নেপলসের রাজা যদি না হয় জার্মানির প্যালাতিন কাউণ্ট? তাঁর সম্বন্ধে আপত্তি কিছু হতে পারে না আপনার?"

"তা কী আর পারে?" পোর্সিয়া দারুণ বিরক্তিভরে উত্তর দেন—"তা কি আর আপত্তি হতে পারে? রাজ্যের অসন্তোষ যেন এসে ওর মাথাতেই বাসা বেঁধেছে। কপালে সর্বক্ষণ একটা না একটা ভ্রূকুটি লেগেই আছে।

এই তরুণ বয়সেই যার মেজাজ এমন রুক্ষ, বুড়ো বয়সে সে তো হিরাক্লিতাস হয়ে উঠবে একটি—তাতে কোন ভুল নেই! হিরাক্লিতাসের কথা জানিস তো? সেই যে ক্রোধন দার্শনিক, মুখে হাসি ফুটতে দেওয়াকে যিনি অমার্জনীয় মহাপাপ বলে মনে করেন!"

"তাহলে প্যালাতিন কাউণ্টও বাতিলের তালিকায়?" কৃত্রিম দুশ্চিন্তার ভান করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নেরিসা।

"বাতিল বলে বাতিল? আমি বরং মড়ার মাথাকে বিয়ে করব, তবু ঐ কাউণ্ট প্যালাতিনকে কখনোই নয়!" দৃঢ়স্বরে জবাব দেয় পোর্সিয়া।

নেরিসা আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। "হয়েছে! আপনার মনোমত সে কে এবার আমি তা বুঝতে পেরেছি। ঐ ফরাসী ভদ্রলোকটি নয়? মসিয়োঁ লী-বন?"

পোর্সিয়ার অধর কুঞ্চিত হয়ে ওঠে দারুণ বিতৃষ্ণায়। "মসিয়ঁ লী-বন? হ্যাঁ, মানুষ তাঁকে না বলার কোন উপায় নেই কারণ স্বয়ং ভগবান যখন তাঁকে মানুষের আকারে এই ধরণীতে পাঠিয়েছেন। লোককে বিদ্রূপ করা খুবই অনুচিত তা মানতেই হয়। কিন্তু ওরকম লোকের সম্বন্ধে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলা খুবই শক্ত। বানরের মতোই অনুকরণপ্রিয় ঐ লোকটি। যাকে যা করতে হবে তাকে তাইতেই নকল করা ওর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাখী গাইছে, লী-বন মহাশয় আর রাগিনী না ধরে

পারলেন না। ছাগলছানা রাস্তায় লাফাচ্ছে?—ঘরের মধ্যে লী-বনের নাচ শুরু হয়ে গেল। নেপলসের রাজার চাইতে ঘোড়ার অনুরাগিনী, কাউণ্ট প্যালাতিনের চাইতেও ভ্রুভঙ্গবিলাসী, দুনিয়ার এক আজব চীজ ঐ লী-বন।

আর হাতে যখন কোন কাজ থাকে না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়ার সঙ্গে অসিযুদ্ধে রত থাকে। ওর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। পালাক্রমে কখনো হচ্ছে জ্যাকের মত, কখনো ডিকের মত, কখনও জন বা হ্যারিস বা ডেভিয়ের মত—যতসব অনাসৃষ্টি!"

নেরিসা হাতশভাবে প্রস্তাব করে—"তাহলে অগত্যা ঐ ইংরেজী ভদ্রলোকটি! ঐ যে ফকনব্রিজ মহাশয়!"

ঘাড় নেড়ে পোর্সিয়া বলেন—"জানি না বাপু:"

উনি না জানেন ফরাসী, না জানেন ল্যাটিন, না জানেন ইতালীর ভাষা। এদিকে আমি ইংরেজী বুঝি নে। কিন্তু ভাষার অসুবিধার কথা যদি অগ্রাহ্য করা যায়, তাহলে বলতে হবে লোকটি ছবির মত সুন্দর। হ্যাঁ, ছবির মতোই সুন্দর তা বলার অপেক্ষা রাখে না।"

নেরিসা বিজয়পর্বে হেসে বলে—"তাহলে? পথে আসুন এইবার!"

"তাহলে?" পোর্সিয়া বিরক্তিকণ্ঠে বলে ওঠেন—

"তাহলে আর কি? লোকটি ছবি ছাড়া কিছু নয। দেখতে বেশ, কিন্তু দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা ছাড়া তাকে নিয়ে আর কোন কাজ চলতে পারে? হাত আছে, পা আছে, মুখে হাসি আছে, চোখে কটাক্ষ আছে, অভাব শুধু কেবল বুকের ভেতর প্রাণ বলে কোন বস্তুর।"

"এ! আপনি বড় নিষ্ঠুরতার কথা কইছেন ঠাকুরাণি!"

"মোটেই না। ওর প্রাণ নেই, নেই কোন ব্যক্তিত্ব!" ওর পোশাকটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিস কোনদিন? বহু টাকা দাম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখলেই সহজেই অনুমেয় হয়—জ্যাকেটটা কিনেছেন ভদ্রলোক ইতালী থেকে, পাজামা ফ্রান্স, টুপী? মনে হয় ওরকম টুপি জার্মান দেশ ছাড়া অন্য কোথাও তৈরী হয় না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

নেরিসা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলে ওঠে—"তাতে আর হয়েছে কী? যে দেশের যেটা ভালো, তিলে তিলে আহরণ করে উনি তা আত্মসাৎ করেছেন। সেতো ভালো কথাই!"

পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—আত্মসাৎ আর কই করতে পেরেছেন? পাঁচ-মিশেলী জিনিস পাঁচরকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র হয়েই ফুটে রয়েছে তার দেহে। ঠিক সেরকমভাবেই তাঁর আচরণে আদব কায়দার মধ্যেও নানান দেশের নানান ঢং পাশাপাশি ফুটে ওঠে যখন তখন, কোনটার সঙ্গে কোনটার খাপ খায়না। আগাগোড়া লোকটাই যেন একটা প্রকাণ্ড গরমিলের মতন প্রতীয়মান হয় লোকের চোখে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে হতাশ হয়েই নেরিসা তখন বলে ওঠে—"তাহলে ওর পড়সী ঐ স্কটল্যাণ্ড দেশীয় লোকটির দিকেই তাকিয়ে দেখুন একবার!"

"কাপুরুষ! ইংরেজটা তার কান ম'লে দিল দেখলাম সেদিন। তার উত্তরে ও কী বলল জানিস? বলল সে আচ্ছা! দেখে নেব সুবিধে পেলে!"

"এঃ হেঃ হেঃ"—নেরিসা বলে—"তাই নাকি? তা হলে যেতে দিন ওর কথা, ঐ জার্মান ব্যারণটির কথাই না হয় বলুন। ঐ যে ম্যাক্সনির ডিউকের ভাগনে।"

পোর্সিয়া বললেন "ওকে? সকাল বেলাতেই ওকে চোখ পড়লে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে, কারণ রাত্রি ভোর হওয়ার সাথে সাথেই ও মদ গিলতে শুরু করে। কিন্তু বৈকালে? আরে ছিঃ ছিঃ! তখন ওতে আর জানোয়ারের সঙ্গে কোন পার্থক্যই চোখে পড়ে না। সারাজীবন আইবুড়ী থাকাও ভালো তবু ওর গলায় যেন কখনো মালা দিতে না হয়।"

নেরিসার চোখ কৌতুকে নেচে ওঠে। "কিন্তু ও যদি সত্যিই আসল বাক্সটা বেছে বার করে তাহলে তো তোমাকে ওর গলাতেই মালা পরাতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায়ও তখন থাকবে না! সেক্ষেত্রে বিয়ে না করলে আপনার বাবার ইচ্ছাব বিরুদ্ধাচারণ করা হবে।"

"সেটাও আমি ভেবে নিয়েছি নেরিসা!" পোর্সিয়া বলেন, "তাও ভেবেছি বইকি! ও যাতে আসল বাক্সটার দিকে হাত বাড়াতে না পারে তারও উপায় একটা বার করেছি আমি। ও যদি বাক্সটার পরীক্ষায় নামতেই চায়, তবে বাজে বাক্স দুটোর ওপরে দু'পাত্র ভালো মদের ব্যবস্থা রাখিস বাপু! মদ দেখলে ও সেইদিকেই হাত বাড়াতে চাইবে, আর হাত বাড়ালেই তো বেছে নেওয়া হল।"

কিন্তু জিনিসটা যে জোচ্চুরি হল, ঠাকুরাণি!"

—আপত্তি জানাল নেরিসা।

"হোক বাপু, হোক! মাতালের হাতে যাতে না পড়তে হয় তার জন্য যদি একটু আধটু জোচ্চুরির সাহায্য নিতেও হয়, আমার বাবার আত্মা তাতেও ক্ষুব্ধ হবেন না।

আপনাকে আর জ্বালাতন করব না ঠাকুরাণি! শুনুন তাহলে, ওরা সবাই যে যার দেশে ফিরে যাচ্ছে। বাক্স পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সাহস ওদের নেই।"

'তাহলে যাক! বাবা যে ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, তার অন্যথা আমি কখনো করব না। তিনটি বাক্সের মধ্যে থেকে আসল বাক্সটি যে বাছাই করতে না পারবে, তার গলায় মালা আমি প্রাণ থাকতে দেব না। এতে যদি সারাজীবন অ-বিবাহিতা থাকতেও হয় তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই। যাক, এ লোকগুলো যে চলে যেতে চাইছে, এ আমার অনেক সৌভাগ্য। ওদের ভেতর এমন একজনও নেই যে চলে যাওয়াতে আমার মন ভারাক্রান্ত হবে।

নেরিসা তখন বেশ একটু দ্বিধার সঙ্গে বলে ওঠে—"ঠাকুরাণি! একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। স্বর্গীয় কর্ত্তার জীবিতকালে মনফেরাতের মার্কুইলের সঙ্গে মাঝে

মাঝে একটি ভিনিসবাসী যুবক এখানে আসতেন। তিনি একাধারে ছিলেন বীর ও বিদ্বান। তাকে আপনার মনে পড়ে কি?"

পোর্সিয়াকে চিন্তা করতে হল না। "কার কথা তুই বলছিস, আমি বুঝেছি। ব্যাসানিও! কী বসিল? তাঁর নাম ব্যাসানিও নয়?"

নেরিসা সাহস পেয়ে বলে ওঠে—"আমার চোখে যত পুরুষ এসেছে, তাতে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করতে হলে পুরুষের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, তা একাধারে কেবল ঐ ব্যাসানিওর মধ্যেই আছে।"

এই সময়ে এক ভৃত্য এসে নিবেদন করে—মরক্কোর সুলতানরে কাছ থেকে এক দূত এসেছেন। সুলতান সেই রাত্রেই বেলমেণ্ট এসে পৌঁছবেন। তিনি পোর্সিয়ার পাণিগ্রহণের জন্য যে কোন পরীক্ষা দিতেই প্রস্তুত আছেন।

পোর্সিয়া ক্লান্ত স্বরে বলে ওঠেন—"আর পেরে ওঠা যায় না। একদল বিদায় হতে না হতেই আরও একদল এসে জুটতে শুরু করেছে। মেরঞ্জো? তাহলে কালো চামড়া হবে নিশ্চই। কিন্তু এমনি আমার পিতার ব্যবস্থা। চামড়া কালো হলেও তাকে উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। পরীক্ষা দেবার সুযোগ তাকে দিতেই হবে।"

শাইলকের একমাত্র সন্তান—জেসিকা। পিতার সঙ্গে আকৃতি বা প্রকৃতি কোন কোন দিক দিয়েই তার সাদৃশ্য নেই। মুখখানি ওর কচি কোমল, অন্তরখানিও তাই। সে বিবাহ করতে চায় এক খ্রীষ্টান যুবককে, লোরোঞ্জাকে। সে আমার ব্যাসানিওর বিশেষ বন্ধু।

জেসিকা তার পিতাকে ভালভাবেই জানে। একে কন্যাব বিবাহ দেওয়াই শাইলকের কল্পনার অতীত। কারণ বিবাহ মানেই অহেতুক অর্থ ব্যয়। অমন মহাপাপ শাইলক করতে পারে না। তার ওপর আবার খ্রীষ্টানের সঙ্গে বিবাহ? অসম্ভব! যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় শাইলকের দু'চক্ষের বিষ, তার হাতে কন্যা তুলে দেবে শাইলক? অবশ্য শুধু কন্যাটি নিয়ে যদি খ্রীষ্টানেরা তুষ্ট হন, তাতে বিশেষ আপত্তি শাইলকের না হলেও হতে পারত। কিন্তু কন্যা যে নেবে, সে তো শাইলকের সিন্দুকের দিকেও হাত বাড়াবে! অপুত্রক শাইলকের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীইতো হল জেসিকা!

লেরোঞ্জোর সঙ্গে তার বিবাহ পিতা সম্মতি দেবেন এমন আশা জেসিকা কল্পনাও করতে পারে না। তাই সে সর্বপ্রযত্নে সমস্ত ব্যাপার গোপন রেখেছে, যা কিছু যুক্তি পরামর্শ তা সে একমাত্র লোরেঞ্জোর সঙ্গেই রেখে চলেছে। লোরেঞ্জো অবশ্য বন্ধু সমাজে কথাটা আর ধরে রাখতে পারেনি। কারণ বন্দোবস্ত মত যদি তা করতে হয়, তবে সেটা এক লোরেঞ্জোর পক্ষে কখনোই সম্ভবপর নয়। সাহায্যের অবশ্যই প্রয়োজন এবং সে সাহায্যের হাত একমাত্র বন্ধুদের কাছে ছাড়া আর অন্য কোথায় পাওয়ার আশা করা যেতে পারে?

আন্তোনিও এসব সামান্য ব্যাপারের অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজ করে, তাই সে এ নিয়ে

তাঁকে উত্যক্ত করতে লোরেঞ্জোর সাহসে কুলোয়নি। ব্যাসানিও অবশ্য সর্বদাই সহানুভূতিশীল, তিনি নিজের বিবাহ সম্বন্ধে এতটাই ব্যতিব্যস্ত এবং উন্মনা যে তাঁকে জেসিকার বৃত্তান্ত বলা এসময়ে একেবারেই নিরর্থক। লোরেঞ্জো ঐ দুজনকে বাদ দিয়ে তার অন্য বন্ধুদের বলেছে এবং গ্রাসিয়ানো, স্যালিরিনো প্রভৃতি অন্তরঙ্গরা একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, তাঁদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব হবে তা তারা নিশ্চই লোরেঞ্জোকে করবে।

সেদিন শাইলকের বিদায়ী ভৃত্য ল্যান্সলটের হাত দিয়ে লোরেঞ্জার কাছে এক পত্র পাঠিয়েছিল। ল্যান্সলট নিজে খ্রীষ্টান, সে হিসেবে শাইলক তার সঙ্গে কোনদিনই সদয় ব্যবহার করেনি। লান্সলট একটু সৌখীন, সেইসঙ্গে একটু অলস প্রকৃতির। অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির খাস-খানসামারা যে জাতীয় লোক হয়—সেই রকমই। এরকম চাকর শাইলকের ঘরে মানায় না, এবং শাইলকের ধাতে সহ্য হয় না। তাই লান্সলটা অন্য চাকরির চেষ্টায় রত ছিল অনেকদিন ধরেই। দৈব্যক্রমে ব্যাসানিওর সাক্ষাৎ পেয়ে সে চাকরির সন্ধান পেয়ে গেছে এবং বিদায় নেবার সময় পূর্ব প্রভুর যতটা সম্ভব ক্ষতি করে যেতে চাইছে। জেসিকার যতটা পারে সাহায্য সে করবেই।

জেসিকার পত্র পাওয়া মাত্রই লোরেঞ্জো বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে একখানা পত্র লিখে ল্যান্সলটের হাত দিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বার বার লোরেঞ্জো সাবধান করে দিয়েছে ল্যান্সলটকে যাতে পত্রের কথা জেসিকা ভিন্ন অন্য কারো কাছে না পৌছায়।

ব্যাসানিও বিবাহের উদ্দেশ্যে বেলমণ্ট যাত্রা করছেন। ভাগ্য পরীক্ষার যাত্রা করার পূর্বে বন্ধুসমাজকে একটা ভোজ দিয়ে যাচ্ছেন। গ্রাসিয়ানো প্রমুখ বন্ধুরা পরামর্শ দিল—এই ভোজে শাইলককে নিমন্ত্রণ করা উচিত। সেই তো তিন হাজার দুকাট ঋণ দিয়েছিল, এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত! কারণ ঐ অর্থটা না পেলে তাঁর বেলমেণ্ট যাবার কোন প্রশ্নই উঠত না। অবশ্য শাইলক যে ঋণ দিয়েছে সেটার মূলে কোন মহানুভবতার ছাপ নেই। মতলব যে তার ভালো নয়, শুধু ব্যাসানিওই নয়, এ খবর সবারই জানা। তবু যে মতলবেই সে রাজি হোক টাকাটা পাওয়া গেছে এটাই সব থেকে বড় কথা। সেটাই পরম লাভ! এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেদের সৌজন্য প্রকাশে ব্যাসানিও কেন পরাম্মুখ হবেন? শাইলককে নিমন্ত্রণ করে পাঠানো হল। নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হল ল্যান্সলটের হাত দিয়ে।

শাইলক ল্যান্সলটকে দেখেই বিদ্রূপের সুরে বলে ওঠে—"কেমন আছ হে, নুতন মনিবের বাড়ীতে?" অনেক তফাৎ হে, অনেক তফাৎ! এখানে সকাল-বিকেল অনবরতই গোপনে গিলতে পেতে, সেখানে ঐ একবার সকালে, আর একবার বিকেলে! তাও কি পেট ভরে খেতে দেবে ভেবেছ? রামঃ! খ্রীষ্টানরা সেই পাত্রই ভেবেছ বটে? ক্ষিধের সময় খেতে পাবে না, ঘুম পেলে চোখ বুজতে পাবে না! আর পোশাক?

পোশাক ছিঁড়ে ন্যাকড়া হয়ে গেলেও নতুন পোশাক কিছুতেই দেবে না ওরা। তাই

বলছি—আছ কেমন নতুন মনিবের কাছে?

বিনীতভাবে রসিক ল্যান্সলট জবাব দেয়—"না খেওে ভালোই আছি, ভূতপূর্ব মনিব মহাশয়! এখন আপনার কাছে আমার এই বর্তমান মনিবের এই যে নিমন্ত্রণটা নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে এর কী হবে? আপনি আসবেন তো?"

শাইলক বিরক্তস্বরেই বলে ওঠেন—"না যাওয়াই আমার উচিত, কারণ ওরাতো আর আমায় ভালোবেসে এই নিমন্ত্রণ করেনি! একটা কিছু মতলব আছে হে, মতলব নিশ্চয়ই একটা আছে। খোসামোদ করে আর কিছু টাকা বার করার ইচ্ছে আছে। কিন্তু সে সব আর কখনোই হবে না। তোমার মন চাইলে তুমি এসব বলে দিতে পার হে ল্যান্সলট, আর ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়! আন্তোনিওর অপর অনেকদিনের ভালোবাসা রয়েছে, তাই তার একটা উপকারে এসেছি। এখন সে টাকা আমার সমুদ্রে ভাসছে!"

ল্যান্সলট অবাক হবার ভান করে জিজ্ঞেসা করে—"সমুদ্রে ভাসছে কী রকম?"

তাছাড়া আর কী বলব, বল! নগদ টাকা বার করে কেন যে লোকে মাল কিনে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেয় লাভের আশায়, এ আমি বুঝে উঠতে পারিনে। ঝড়ে ডুবলে তো গেল!

বোম্বেটেরা লুটে নিলে তো হয়ে গেল। অথচ দেখ, সমুদ্রে জাহাজ না পাঠিয়েও আমি কেমন দু'পয়সা রোজগার করছি!

ল্যান্সলট বলে—"ও তো সুদের টাকা। লোকদের ঠকিয়ে—" এ পর্যন্ত বলেই জিভ কামড়ে নীরব হল ল্যান্সলট। চাকরি ছেড়ে চলে গেলেও ভূতপূর্ব মনিবের তো অসম্মান করা উচিত নয়! রসিক হলেও লোকটির অভদ্রগোছের নয়।

কিন্তু যেটুকু ল্যান্সলটের মুখ থেকে অজান্তে বেরিয়ে পড়েছে, এইটুকুই শাইলকের রাগের পক্ষে যথেষ্ট।—"সুদ নেওয়া ঠকানো? আর বিদেশ থেকে সস্তায় মাল কিনে চড়া দামে ভিনিসের বাজারে বিক্রয় করা বুঝি লোক ঠকানো নয়?

সাধু যে কে কতখানি তা জানি হে জানি। তফাতের মধ্যে আন্তোনিও খরিদ্দার ঠকায়, আমি দোকানদারদের। খরিদ্দারও মাল না কিনে পারে না, দেনাদারও টাকা ধার না করে বাঁচে না। তাদের প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে আমরা দু'পয়সা লুটে নিচ্ছি, এই আর কি।"

ল্যান্সলট এ আলোচনা থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—"কিন্তু আসল কথার কী হল? আপনি যাবেন তো? ঐ নিমন্ত্রণটার কথাই বলছি।"

যাওয়ার একেবারেই উচিত নয়। তবে ভাবছি ওরা আমার করবে কি? দুটো খোসামোদ করলেই আমি গলে গিয়ে হাজার দু'হাজার দ্যুকাট বিলিয়ে দিয়ে আসব ওদের, এমন কাঁচা ছেলে আমি নই! গিয়ে বরং উল্টে ওদের কিছু খরচা করিয়ে আসা যাক! শুনেছি ওরা খায় ভাল। এক শূকর মাংসটা টেবিল না দেয় যদি তাহলেই হল।.......জেসিকা।

জেসিকার ধারে কাছে থেকেও কোন সাড়া মিলল না। তখন শাইলক চিৎকার করে ডাকতে থাকলেন কন্যাকে। জেসিকার এসে পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেই গেল। ততক্ষণে শাইলক অবিরাম বলে চলেছে—"যাওয়া আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। গেলেই আমার কিছু না কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা আছেই। কাল রাত্রে আমি কেবল টাকার থলে স্বপ্ন দেখেছি। ওটা ভয়ানক দুস্বপ্ন! রীতিমত অশুভ! না জানি বরাতে আর কি কি আছে।"

সান্ত্বনা দিয়ে ল্যান্সলট বলে ওঠে—"না, না, ওসব চিন্তা মন থেকে একদম ঝেড়ে ফেলুন। কে আপনার কী ক্ষতি করতে পারে? চলুন খানিকটা আনন্দ উপভোগ করে আসবেন। ওখানে নাচ-গানের আসর বসছে আজ। আপনি গেলে প্রভু ব্যাসানিওর খুশির অন্ত থাকবে না। নাচ! গান! স্ফুর্তি! চার বৎসর আগে ইষ্টারের সোমবার বিকেলে যখন আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, তখনই আমি জানতাম যে আজ প্রভু ব্যাসানিওর বাড়ীতে নাচ দেখা আর গান শোনা আর ভোজ খাওয়া অমার অদৃষ্টে আছে।"

শাইলক ইষ্টার সোমবারের রক্তপাতের কথায় কানই দেয়না। আপন মনে বলতে থাকে—"নাচ-গান? ছাই!" এই সময়ে জেসিকাকে নিকটবর্তিনী দেখে বলে—শুনেছিস জেসিকা! আমার বুঝি একবার না বেরুলেই নয়। তুই দরজা বন্ধ করে বসে থাকিস। আর রাস্তায় যদি জয়ঢাক বাজে বা কী ঐ বাঁকা-বাঁশীর তান ওঠেও কদাচ জানলা খুলবি না। খ্রীষ্টানেরা মুখে রং মেখে সং সেজে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে যদি, তা ঘুরুক! তুই কিন্তু ভুলেও তা দেখার জন্য কদাপি রাস্তায় যাবি না।"

জেসিকা সংক্ষেপে উত্তর দেয়—"আচ্ছা"।

তুই জানলাগুলো খুলবি না বাছা! ওসব শব্দ শুনলেও পাপ। আমি যে কি জন্য যাচ্ছি তা জানি না। তবে না গিয়েও নিস্তার নেই। যাও হে বাপু ল্যান্সলট! তোমার বর্তমান মনিবকে গিয়ে খবর দাও—

তোমার ভূর্তপূর্ব মনিব একটু বাদেই আসছেন নিমন্ত্রণ খেতে! তাই বলে শূকরের মাংসটা যেন টেবিলে না দেওয়া হয়। ওটা আমাদের খেতে নেই!"

ল্যান্সলট যাবার সময় চুপিচুপি বলে যায় জেসিকাকে—বাবার কথামতো জানলা বন্ধ করে সে বসে থাকে না যেন।

শাইলক জিজ্ঞাসা করে—"কী বলল তোকে ল্যান্সলট, যাবার বেলায়?" জেসিকা বিরক্তস্বরেই বলে ওঠে—বিশেষ আর কী বলে যাবে? দুঃখ করে গেল—এখান থেকে যাবার পর পেটভরে খেতে পায়নি একদিনও, আজ যদি ভোজের সুযোগে পেটভরে উদর পূর্ণ করার একটা সুযোগ মিলে যায় সে আশাতেই আছে।

শাইলক খিল খিল করে হাসতে হাসতে পোশাক বদলাতে যায়। খ্রীষ্টানেরা যে পেটভরে খেতে দেয় না ভৃত্যদের এটা তার বদ্ধমূল ধারণা।

কিছুক্ষণ বাদেই শাইলক চললেন তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রাত্রি শেষে লরোঞ্জো

এসে দাঁড়ায় জেসিকার বাতায়নের নীচে। সঙ্গে রয়েছে গ্রাসিয়ানো, স্যালারিনো প্রভৃতি বন্ধুগণ। ভয়ের কোন কারণও নেই, কারণ শাইলক আজ ব্যাসানিওর বাড়িতে নাচ দেখছে—তা ওদের অজানা নয়। আর গৃহে কোন ভৃত্যও নেই, ল্যান্সলট বিদায় নেবার পরেই কৃপণ ইহুদী এ যাবৎ অন্য কোন চাকর নিযুক্ত করেনি।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর বাতায়নের পাশে জেসিকা এসে দাঁড়ায়। তার পরিধানে পুরুষের বেশ। সে উপর থেকে একটা বাক্স নামিয়ে দিল দড়ি বেঁধে। লরেঞ্জোকে ডেকে বলে—"সাবধানে ধর এই বাক্সটা। এতে আমার সমস্ত অলঙ্কার আছে। আমি দেখি কিছু স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারি কিনা!"

লরেঞ্জো গহনার বাক্স নিয়ে প্রতীক্ষায় রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেসিকা বেরিয়ে এল সদর দরজা দিয়ে। দুহাতে দুটো ভারী মোহরের থলি নিয়ে। পথ তখন অন্ধকার, লোক চলাচল নেই বললেই চলে। কেউ তাদের দেখতে পেলনা। ওরা পালাল।

এদিকে বেলমণ্টে মরক্কোর সুলতান এসে আতিথ্য গ্রহণ করে আছেন পোর্সিয়ার গৃহে। তিনি দেশের রাজা। রাজার, রাজ্য ফেলে রেখে বেশী দিন থাকার সময় নেই। কাজেই কালই তিনি নিজের ভাগ্য পরীক্ষা দিতে চান। পোর্সিয়ার তাতেও কোন আপত্তি নেই। এসব অবাঞ্ছিত অতিথিরা যত শীঘ্র সম্ভব পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, ততই মঙ্গল। নেরিসা পরিহাস ছলে বলে ওঠে—'কিন্তু এসব অবাঞ্ছিতদের মধ্যে থেকে যদি কেউ সঠিক বাক্সটা টেনে বার করে? এই কথা শুনে পোর্সিয়ার মুখে কালো ছায়া নেমে আসে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি হেসে বলল—"সে আশঙ্কা আমার একেবারেই নেই। ভগবান কখনোও আমার ওপর অতখানি নিষ্ঠুর হবেন না।"

পরদিন প্রভাত হতেই এক সুপ্রশস্ত সুরম্য কক্ষে মরক্কোর সুলতানকে নিয়ে আসা হয়। সেই কক্ষের একপ্রান্তে এক স্বর্ণরঞ্জিত মখমলের পদা ঝুলছে। ওধারে টেবিলের উপর সারিসারি তিনটি ধাতু নির্মিত আধার স্থাপিত আছে। পর্দা টেনে সরাতেই সুলতানের চোখে পড়ল—একটি আধার সোনার, একটি রূপার এবং শেষেরটি সীসার।

আধার তিনটির নিকটে গিয়ে সুলতান প্রত্যেকটিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রথমটিতে খোদাই করা রয়েছে এই কয়টি কথা ঃ "যে আমায় বেছে নেবে, সে পাবে পৃথিবীর সেই বস্তু, যার জন্য পৃথিবীর লোক সবাই উদগ্রীব।"

রূপার আধারে উৎকীর্ণ আছে—"আমার যদি বেছে নাও, নিজের যোগ্যতার পুরস্কারই পাবে তুমি।"

সীসার পাত্রের গায়ে লেখা আছে দুটি ছত্র। তা হল এই ঃ—"আমায় যে বেছে নেবে, সর্বস্বপণ করতে হবে তাকে। হয়ত হারাতেও হবে সর্বস্ব।"

সব দেখে শুনে সুলতান জিজ্ঞাসা করেন—'কী করে আমি বুঝব যে সঠিক পাত্রটি আমি নির্বাচন করেছি?"

পোর্সিয়া সঙ্গেই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দেন—"এই তিনটি আধারের

মধ্যে একটাতে আছে অমার প্রতিকৃতি। সেই আধারটি যিনি বেছে নেবেন, আমি তাঁর কোলেই আত্মসমর্পণ করব।

সুলতান আপন মনে আল্লাকে ডাকতে লাগলেন—"হে খোদা! তুমি আমায় জ্ঞান দান কর, যাতে ভুল পথে আমি চালিত না হই।" তারপর তিনি আর একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন পাত্র তিনটির গায়ে উৎকীর্ণ লিপি। এবার প্রথমে সীসার পাত্রটি পরীক্ষা করে দেখেন তিনি। সর্বস্ব পণ করতে হবে! সর্বস্ব? সীসার জন্য সর্বস্ব? বড়ই আবদার যে! এ আধারটা যেন ভয় দেখাতে চাইছে লোককে! বলি সর্বস্বপণ যে করব, প্রতিদানে কী পাব? আমার মতো মহৎ লোক সীসার মত নিকৃষ্ট বস্তুর কাছ থেকে যোগ্য প্রতিদান কী প্রত্যাশা করতে পারে?

না, সীসার সঙ্গে কারবার করা আমার সাজে না।

তারপর রূপার পালা! তুমি কী বলছ? যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার দেবে আমায়? কী স্পর্ধা! আমার আবার যোগ্যতার অভাব? একটা স্বাধীন দেশের বীর নৃপতি আমি, আমার যোগ্যতার প্রশ্ন তুলতে চায় ঐ নিকৃষ্ট রৌপ্যধার? আমি ওর ছায়াও মাড়াবনা।

এইভার সোনা! তুমি কী বলছ?

পৃথিবীকে লোক যা কামনা করে, তাই তোমার কাছ থেকে পাওয়া যাবে? বাঃ! অতএব, এসো স্বর্ণাধার! তোমাকেই আমি বেছে নিলাম।

পোর্সিয়াকে সম্বোধন করে সুলতান বলেন—"চাবিটা দিন তাহলে!"

মুখের হাসি মুখে চেপে পোর্সিয়া চাবি ফেলে দিলেন সুলতানরে সম্মুখে। সুলতান কম্পিত হস্তে বাক্সের ডালা খুলে ফেলেন। তাঁর মনে আশা ছিল যে, পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি তিনি এরমধ্যে দেখতে পাবেন নিশ্চই। কিন্তু একী?

প্রতিকৃতি তো নয়! একটা বীভৎস বস্তু সাজানো রয়েছে স্বর্ণধারের ভিতর। তা হল একটা মড়ার মাথা। তার চক্ষুহীন চক্ষুকোটরে একখানা পাকানো কাগজ কেউ ঢুকিয়ে রেখেছে। সুলতান সেটা টেনে পড়ে ফেলেন—

যা চকচক করছে তাই সোনা নয়। বাহ্যদৃশ্যে বুঝতে নেই—একথা বহুবার শুনেছ, কিন্তু তাতেও তোমার চৈতন্য হয়নি। মরীচিকার সন্ধানে ঘুরে বহু লোক জীবন পর্যন্ত হারিয়েছে। সমাধিস্তম্ভের বাইরের দিকেও সেনালী কারুকার্য থাকতে পারে, তার ভেতর থাকে গলিত শব আর গলিত মাংসভূক কীট। সাহসের অনুপাতে বুদ্ধির জোর বেশী থাকলে তাহলে তোমার পরীক্ষার ফলও অন্যরকম হত। এখন যেতে পার, তোমার সুযোগ তুমি জন্মের মত হারিয়েছ।

অতঃপর ভগ্ন হৃদয়ে মরক্কোর সুলতান স্বদেশে ফিরে যান।

পরের দিনই আগমন ঘটল আরাগণের রাজার। ইনিও বীর, তরুণ বয়স্ক। কিন্তু সব থেকেও তাঁকে মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধির বিশেষ ধার ধারে না। পোর্সিয়া পরম সমাদরে ওনাকে নিয়ে এলেন পরীক্ষার ঘরে। পাশাপাশি স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীসার তিনটি আধার সাজানো রয়েছে। আরাগণরাজ এসে তিনটি আধারে উৎকীর্ণ লিপিই পাঠ করলেন।

অনেক চিন্তার পর স্থির করলেন—সোনাও নয়, সীসাও নয়, রৌপ্য-ধারটিই হচ্ছে খাঁটি জিনিস। ওতে স্পষ্ট লেখা আছে—

"তোমার যোগ্যতার অনুরূপ পুরস্কার আমার কাছ থেকে পাবে।" তা আরাগণ রাজের যোগ্যতার তো সারা পৃথিবীতেই স্বীকৃত! তার অনুরূপ পুরস্কারের অর্থই হচ্ছে পোর্সিয়ার সঙ্গে বিবাহ! চাবি চেয়ে নিয়ে তিনি দ্রুত হস্তে রৌপ্যাধারটি খুলে ফেলেন।

কী আশ্চর্য! এতে তো পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি নেই। যা আছে সে হল একটা সঙ্-এর হাস্যোদীপক মূর্তি, আর সেই মূর্তির দাঁতে আটকানো একখণ্ড কাগজ। রাজা সেই কাগজখানা টেনে নিয়ে পড়েন ঃ—

"বাইরে দেখতে সুন্দর, ভিতের অন্তঃসার শূন্য, এমন অপদার্থ বহু আছে পৃথিবীতে। তারাই আমার ভেতর পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি খুঁজবে। তুমি এখন যেতে পার, তোমার সুযোগ তুমি জন্মের মতোই হারিয়েছ।"

এই লিপিপাঠ হওয়া মাত্রই আরগণের রাজা এক মুহূর্তের জন্যও বেলমণ্টে থাকলেন না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন নিজ রাজ্যে।

আরাগণের রাজার অনুচরবাহিনী তখনও পোর্সিয়ার প্রাসাদ অতিক্রম করে যাবে বোধ হয়, এমন সময় জনৈক ভৃত্য এসে সংবাদ দেয়—"ঠাকুরাণি! ভিনিস থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, সঙ্গে রয়েছে প্রচুর মূল্যবান উপহার সামগ্রী যার ইয়ত্তা নেই। এই ভদ্রলোকটি নিজে পাত্র নয়, তিনি কেবল দূত মাত্র, আসল বর আসছেন পশ্চাতে।"

পোর্সিয়া বলেন—"চল দেখি!"

নেরিসা মনে মনে ভাবে—"আর পারা যায় না, বরের পর বরের অভ্যর্থনা করে করে। ভগবান যদি এবার ব্যাসানিওকে পাঠিয়ে থাকেন তাহলেই বাঁচি। আমার মন বলছে ব্যাসানিওই বিধি নির্দিষ্ট স্বামী, তিনি ভিন্ন কারও এই আধার তিনটির রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা নেই।

।। তিন ।।

ভিনিস থেকে যে ব্যক্তিটি এসেছে, সে ব্যাসানিওরই দূত। সে হল গ্রাসিয়ানো। ব্যাসানিও নিজেও অচিরেই প্রবেশ করেন বেলমণ্টে। শাইলকের তিন হাজার দ্যু-কাটের এতো সুন্দর সদ্ব্যবহার করেছেন ব্যাসানিও যে তাঁর অশ্ব ও অনুচরদের জাঁকজমক নিরীক্ষণ করলে এমন কেউ নেই যে বিস্ময়ে মূক হবে না। ব্যাসানিও যে রাজা বা রাজপুত্র কোনটাই নন সাধারণ সম্ভ্রান্ত বংশের ভদ্রলোক মাত্র তা তাঁকে বা তাঁর দলবলকে দেখে কারো ধারণায় এলো না।

কিন্তু ব্যাসানিও তো পোর্সিয়ার পূর্বপরিচিত।

পোর্সিয়ার পিতা জীবদ্দশায় কয়েকবার অতিথিরূপে ব্যাসানিওর আগমন ঘটেছিল এখানে। পোর্সিয়া নিজ মুখে কিছু না বললেও নেরিসাই একমাত্র জানে যে, সেই পুরাকালের সাক্ষাতের ফলে পোর্সিয়ার অন্তরে ব্যাসানিও রেখাপাত করতে সক্ষম

হয়েছিলেন। তাই আজ ব্যাসানিওকে দেখে নেরিসা প্রকাশ্যেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। পোর্সিয়ার মুখও আনন্দে উজ্বল দেখায়। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে পোর্সিয়ার পিতা যা ব্যবস্থা করে গেছেন এ বিষয়ে তার কোন হাতই নেই। পুরো ব্যাপারটাই দৈবের উপর নির্ভরশীল। তিনটি ধাতু নির্মিত আধার রয়েছে। তার মধ্যে থেকে একটি বাছাই করে নিতে হবে! সেটা খুললে তার মধ্যে থেকে যদি পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়, তবে সেই বিবাহার্থী পোর্সিয়াকে লাভ করতে সমর্থ হবেন।

অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে ব্যাসানিওকে। উত্তীর্ণ হতে না পারলে বিবাহ হবে না, কিছুতেই না।

এক-একবার প্রলোভন জাগতে লাগল—আধার তিনটির প্রকৃত রহস্য ব্যাসানিওকে জানিয়ে দিলেই হয়। কোন আধারের মধ্যে ছবি আছে, পোর্সিয়ার তো অজ্ঞাত নয়। তাঁর একটুখানি ইঙ্গিতে সব সম্যসার সমাধান হয়ে যেতে পারে এই দণ্ডে। কিন্তু না, তা হতে পারে না। সে প্রলোভনকে তখনই মস্তিস্ক থেকে বিদায় জানালেন। এতে তাঁর পিতার আত্মার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এ কাজ তাঁর দ্বারা কখনোই হবে না। এর ফলস্বরূপ তাঁর জীবনটা যদি ব্যর্থ, অভিশপ্ত হয়ে যায় চিরদিনের জন্য, তাও তাঁকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হবে।

তাই অচিরেই পরীক্ষার ব্যাপারটা সমাধা করে ফেলতে হবে। তারপর ভাগ্যে থাকে যদি চিরদিনের মিলন! ভাগ্যে না থাকে যদি চিরদিনের জন্য বিরহযাতনা! যা হবার হয়ে যাক্! অনিশ্চয়ের তুষানল তো নির্বাণ হোক।

পোর্সিয়া ব্যাসানিওকে নিয়ে আসেন পরীক্ষার ঘরে। আজ তাঁর হৃদয় ভয়ে সন্দেহে, আর আশঙ্কায় এমনভাবে এর আগে কখনোও কম্পিত হয়নি। মরক্কো আর আরাগণ, ওরা পরাজিত হয়ে ফিরে যাবে এ বিশ্বাস গোড়া থেকেই তার মনে ছিল। কিন্তু ব্যাসানিও পরাজিত হবেন একথা ভাবতেই তাঁর বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল।

ব্যাসানিওর সম্মুখে রেশমীপর্দা ধীরে ধীরে অপসৃত হতে লাগল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিনটি ধাতু নির্মিত আধার, যার একটির মধ্যে পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি লুকোন আছে। কোথায় সু-স্বরে সঙ্গীত উঠছে—সে সঙ্গীতের বাণী সত্যই কী চমৎকার!

গান শুনতে শুনতে ব্যাসানিও বলছেন—"বাহ্য দৃশ্যের মূল্য কী? বিছানা! বাহ্যিক চাকচাক্যি দেখে পৃথিবীবাসী চিরদিনই প্রতারিত হয়েছে। আইনের কথাই ধরা যাক। মামলায় কিছুই নেই হয়তো, তবু উকিলের বক্তৃতা শক্তির যদি জোর থাকে তবে এর অন্তঃসারশূন্যতা চোখে আসে না। ধর্মমত নামে অসার মতবাদও পৃথিবীতে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে, যদি নাকি প্রবীণ আচার্য কেউ বাইবেল থেকে বাণী উদ্ধৃত করে তার পোষকতা করতে পারেন। যে-কেন পাপকে স্থান বিশেষ পূণ্যের আচরণে মণ্ডিত করে দেখানো যায়। কাপুরুষ লোকও পরিধান করে হারকিউলিসের মতা পালোয়ান বলে প্রতিভাত হতে পারে।

"অতএব সোনাকে আমি উপেক্ষা করব, এবং ঐ একই কারণে রূপাকেও। কিন্তু

ঐ তুচ্ছ সীসা—ও যেন কী দুর্নিবার আকর্ষণে আমাকে ওর কাছে টানছে। ওর ওপরে যে লিপি আছে তা প্রতিশ্রুতি তো নয়ই বরং সতর্কবাণী রূপেই তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ওর বিবর্ণতাই আমার কাছে শুচিতার প্রতীক। হে সীসা! তোমাকেই আমি বেছে নিচ্ছি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক আমার ওপরে।"

পোর্সিয়ার মনে হয় তিনি দু'খানা অদৃশ্য ডানায় ভর করে হাওয়ায় রাজ্যে উড়ে চলেছেন। চারিদিকে রামধনুরঙ্গা নতুন নতুন জগৎ, সেই নানা জগৎ থেকে ভেসে আসে অপূর্ব মধুর রাগিনীর আনন্দ সঙ্গীত। ফুলের মালা হাতে করে দেবাঙ্গনারা যেন ঘিরে দাঁড়িয়েছে পোর্সিয়াকে। না, একা পোর্সিয়াকে তো নয়! পোর্সিয়া—ব্যাসানিওকে যুগল দাঁড় করিয়েছে ওরা কোন সাগরের তরঙ্গশীর্ষে, দুজনকে একত্রে বেঁধেছে পারিজাত মালার বেষ্টনে—এই তো স্বর্গ! অনন্ত সুখের এই তো শুভ সূচনা! সার্থক পোর্সিয়ার নারী জন্ম।

ব্যাসানিও দেখছেন তখনও আধার মধ্যে পোর্সিয়ার প্রতিকৃতির দিকে। অতিনিপুণ শিল্পীর রচনা এই চিত্র, তাতে সন্দেহ নেই। মুগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করতে করতে হঠাৎ ব্যাসানিওর চোখে পড়ে একখানি কাগজ চিত্রের পদতলে পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে ব্যাসানিও পাঠ করেন—

"বাহ্যরূপ দেখে তুমি বিচার করোনি, পৃথিবীতে সাফল্যের আশা সমধিক। সৌভাগ্য যখন দ্বারে এসেছে তোমার, তখন সানন্দে তাকে বরণ করে গৃহে তুলে নাও। সুখের সন্ধানে আর তোমার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরুতে হবে না পৃথিবীর বুকে। আজ থেকে তিনি তোমারই হলেন।"

পাঠ সাঙ্গ করে ব্যাসানিও পোর্সিয়াকে বলল—"এই পত্রে যে নির্দেশ আর উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে তা যতই লোভনীয় হোক, আপনার মুখ থেকে তার সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত তাকে কোন মূল্য দিতে পারছি না আমি।"

পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন—"প্রভু ব্যাসানিও! এই যে আমায় দেখছেন, এই বেলমণ্ট জমিদারীর অধিশ্বরী, এই সুরম্য প্রাসাদের একমাত্র অধিকারিণী, এই অগণিত দাসদাসী, অনুচর পার্শ্বচরের ভাগ্যবিধাত্রী—এই আমাকে আজ থেকে জানবেন আপনার একান্ত অনুগতা বলে। আমি নিজে সামান্য, লোকে আমায় রূপসী বলে, ঈর্ষা করে আমার ঐশ্বর্যে-সম্পদের। কিন্তু আমি জানি আমার রূপ, আমার ঐশ্বর্য, আপনার গ্রহণের একান্তই অযোগ্য। এর চাইতে শতগুণ রূপ কেন আমার নেই? এর চাইতে গুণ কেন আমার নেই? এর চাইতে সহস্রগুণে বৃহৎ রাজখণ্ড কেন আমি পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত হইনি?

যদি থাকত, যদি পেতাম, একান্তভাবে যথাসর্বস্ব আপনার চরণে উৎসর্গ করে দিয়ে আমি তৃপ্ত হতাম। তবে যা আছে, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তা আজ থেকে আপনার। আপনি এই প্রাসাদের, এই জমিদারীর, এই অর্থসম্পদের এবং এই আমার সর্বময় প্রভু আজ থেকে। এই অঙ্গুরীয়টি আপনার হাতে পরিয়ে দিয়ে তারই সঙ্গে আমার সর্বস্ব

আপনাকে অর্পণ করছি। আপনার কাছে শুধু একমাত্র মিনতি আমার, এই অঙ্গুরীয়টিকে আমার অভিজ্ঞান মনে করে সর্বদা সযত্নে রক্ষা করে চলবেন। কখনো যদি এটি হস্তান্তর করেন, তবে আমি মনে করব আপনি আমায় আর ভালোবাসেন না।"

ব্যাসানিও জবাবে বলেন—"জীবন থাকতে এ অঙ্গুরীয় আমি অঙ্গুলি থেকে খুলব না।"

এই সময়ে নেরিসা বলে ওঠে—"ঠাকুরাণি এবং প্রভু! এবারে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাদের সুখে আমরাও সবাই সুখী।"

ওদিক থেকে গ্রাসিয়ানো বলে ওঠে—"বন্ধু ব্যাসানিও!"

আপনাকে ও ঠাকুরাণীকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবার পরেও আমার নিজের তরফ থেকে একটা বক্তব্য আছে আমার। আপনাদের যদি মত হয়, তবে আমিও এই সুযোগে একটি বিবাহ করে ফেলতে চাই। কী বলেন আপনারা?

হাস্য করে ব্যাসানিও বলে ওঠেন—"এতো অতি উত্তম কথা।

কিন্তু পাত্রী কই? বিবাহ করতে হলে একটি পাত্রী তো আগে মনোনীত করা চাই! এবং সে পাত্রীর সম্মতিও তো পাওয়া চাই!"

"সে সব ঠিক আছে! বলে ওঠে গ্রাসিয়ানো। এই স্বল্প সময়ের ভেতরেই নেরিসার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছি আমি। সে বলেছিল যে, ব্যাসানিও যদি পোর্সিয়া দেবীকে লাভ করতে সক্ষম হন, তবে সেও আমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি করবে না। এখন তাহলে দুটো বিবাহ এক সঙ্গেই সম্পন্ন হোক।"

পোর্সিয়া নেরিসাকে জিজ্ঞাসা করেন—কথাটা সত্য কিনা। নেরিসা গ্রাসিয়ানোর কথার সত্যতা স্বীকার করলে সকলের আনন্দের মাত্রা আরও বেড়ে গেল অনেকখানি।

ব্যাসানিও বলে ওঠেন—দুই বিবাহ একই দিনে একই গির্জাতে নিষ্পন্ন হবে। আনন্দ কোলাহলে সেই বিশাল প্রাসাদ একেবারে মুখরিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু কে জানত—এই আনন্দে এত শীঘ্রই বিষাদের ছায়া নেমে আসবে?

অদূরে দেখা গেল লরোঞ্জো, জেসিকা এবং স্যালারিনোকে। তারা ভিনিস থেকে আজ ভীষণ দুঃসংবাদ বহন করে এনেছেন। স্যালারিনো একখানি পত্র দিলেন ব্যাসানিওর হাতে। পড়তে পড়তে তাঁর মুখখানি কালো হয়ে গেল একেবারে। তিনি থেকে থেকে আচমকা শিউরে উঠতে লাগলেন।

পোর্সিয়া জানতে চাইলেন—এ কিসের পত্র? তিনি এখন ব্যাসানিওর ধর্মপত্নী, সুতরাং তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সব কিছুতেই অংশ গ্রহণের অধিকার তাঁর থাকা স্বাভাবিক।

ব্যাসানিও তাঁকে সমস্ত কিছুই খুলে বললেন—শাইলকের কাছে আন্তোনিওর ঋণ গ্রহণের কথা—যে ঋণের টাকা দিয়ে ব্যাসানিও আজ বেলমণ্টে উপস্থিত হতে পেরেছেন। চিঠির মর্মও পোর্সিয়াকে জানান। তিনমাস অতিক্রান্ত এখনও আন্তোনিওর একটি জাহাজও ফিরে আসেনি! পিশাচ—শাইলক দলিলের জোরে আন্তোনিওকে

গ্রেফতার করেছে এবং ডিউকের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে যাতে এক পাউণ্ড মাংস সে আন্তোনিওর বুকের পাশ থেকে কেটে নেবার অনুমতি পায়।

দুর্যোগের ঘন মেঘ যেন বেলমণ্টের রৌদ্রজ্জ্বল আকাশ আঁধার হয়ে এল।

।। চার ।।

চিরদিন কারও সমান যায় না। আন্তোনিওর ভ্যাগাকাশে হঠাৎ দুর্যোগের ঘনঘটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তিনমাস পূর্বেও তাঁর যে সব জাহাজ বাণিজ্য ব্যপদেশে দূর সমুদ্রে বিচরণে রত ছিল, তাদের একখানিও এখন বন্দরের মুখ দেখেনি। কোনখানি চীন-সমুদ্রে চোরাপাড়ের ধাক্কায় জলমগ্ন, কোনটা বা বার্বারির উপকূলে জলদসুদের কবলে পতিত, আবার অন্যটা বোধহয় মেক্সিকোর বন্দর ছাড়ার পর দুরন্ত বিষুব ঝটিকার তাড়নে ছুটতে ছুটতে কোথায় কোন অজানা সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অতএব যে কুবেরের ভাণ্ডার তাঁর হস্তগত হওয়ার কথা ছিল তা আজ বরুণদেবতা গ্রাস করেছেন, তিনি আজ নিঃস্ব হয়ে পাষণ্ড শাইলকের দয়ার প্রার্থী হতে বাধ্য হয়েছেন।

বন্ধু ব্যাসানিওর বেলমণ্ট যাত্রার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় নিজের জামিনে শাইলকের কাছে তিন হাজার দ্যু'কাট ঋণ করেন। যে-কোন উচ্চহারে সুদ দিতে তিনি রাজী, কিন্তু ধূর্ত শাইলক সততার অভিনয় করে বিনা সুদেই তাঁকে ঋণ দিয়েছিল। কেবল একটি শর্ত সে দলিলে রেখেছিল যে, তিনমাসের মধ্যে আন্তানিও ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে, শাইলক তাঁর বুকের কাছ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে সক্ষম হবে। বাসানিও প্রথম থেকেই এই ভয়াবহ শর্তটা সম্বন্ধে আপত্তি তুলেছিলেন। তার প্রত্যুত্তরে ক্ষোভের ভান করে পাপিষ্ঠ বলেছিল—"কী সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক এই খ্রীষ্টানেরা! ওরা নিজেরা খারাপ, তাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লোককে খারাপ ভাবে। আমি যেন সত্যিই আন্তোনিওর মাংস কেটে নিতে যাচ্ছি। বলি, মানুষের মাংস কী খাওয়া যায়? ও দিয়ে আমি করবই বা কী?

কেবল দেখতে চাই যে তোমাদের আমার ওপর আস্থা আছে কিনা! যদি না কর বেশ আমার সঙ্গে এই কারবারে লিপ্ত হয়ো না।"

আন্তোনিও নিজেই ব্যাসানিওর কোন আপত্তিতেই আমল দেয়নি। তিন মাস তো সময় নিচ্ছি দলিলে! অথচ দু'মাসের মধ্যে আমার সবগুলো জাহাজ বন্দরে ফিরে আসবে। অন্ততঃ একখানাও যদি ফিরে আসে হাসতে হাসতে শাইলকের দেনা শোধ করে দিতে পারব। তাছাড়া দুমাসের জায়গায় আমাদের হাতে থাকছে তিনমাস সময়। সুতরাং কোন দিক দিয়েই ভয়ের প্রশ্ন উঠছে না।

কিন্তু নিয়তির বিধান খণ্ডাবে কে? ভয়ের যেখানে চিহ্নমাত্র ছিল না, সেখানে আজ দারুণ ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল, ঋণ পরিশোধ হল না। শাইলক তার জাতভাই ত্যুবলের সঙ্গে পরামর্শ করে আগে থেকেই সরকারের

কাছে দরখাস্ত দিয়ে সব কাজই গুছিয়ে রেখেছিল। সময় পূর্ণ হতে না হতেই দিনের দিনই অকস্মাৎ সরকারী পেয়াদা এসে আন্তোনিওকে গ্রেপ্তার করল দেনার দায়ে।

ডিউকের কাছে আদলতে বিচার হবে আন্তোনিওর। শাইলক প্রার্থনা করেছে যে, দলিলের শর্ত অনুযায়ী আন্তোনিরও বুকের কাছ থেকে এক পাউণ্ড মাংস তাকে কেটে নিতে দেওয়া হোক।

এই ব্যাপারে ভিনিসবাসিগণ চমকে ওঠে। আন্তোনিওকে সকলেই যেমন ভালোবাসত, তেমনি শাইলককে ঘৃণার চোখে দেখত না এমন লোক ওদেশে ছিল না বললেই চলে। যারা ঋণী ছিল পাষণ্ড ইহুদীটার কাছে, তারা প্রকাশ্যে নিন্দা করার সাহস না পেলেও গোপনে নিয়ত অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকল তার মস্তকে। কিন্তু লোকের এই অভিশাপে শাইলকের কি বা ক্ষতি হতে পারে? আইন তার পক্ষে। ভিনিসের আইন খ্রীষ্টান এবং ইহুদীকে সমান চক্ষে দেখে, নাগরিক রূপে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার আছে আইনে।

দলিলে যে শর্ত আছে, তার অন্যথা কিছুতেই সম্ভব নয়। স্বয়ং ডিউক চাইলেও আন্তোনিওকে কোন সাহায্য করার রাস্তাই খোলা নেই।

এ অবস্থায় একমাত্র শাইলক যদি মুখ না খোলেন। তবে অন্তোনিওর এ যাত্রায় আর রক্ষে নেই। নগরের প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই একত্র হয়ে শাইলকের দ্বারে হত্যে দিয়ে পড়ল। স্বয়ং ডিউকও তাকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে পাঠালেন।

সকলের মুখে এক কথা—নগরবাসীরা চাঁদা তুলে আন্তোনিওর ঋণের অর্থ শাইলককে পূরণ করে দেবে। যত উচ্চহারে সুদ সে চাক, তাতেও তারা রাজী। শুধু আন্তোনিওকে বাঁচার অধিকার দিক শাইলক! এক পাউণ্ড মাংস ঠিক বুকের ওপর থেকে কেটে বার করে নিলে কোন মানুষই কী আর বাঁচার আশা রাখে?

—কিন্তু শাইলক তার শর্তে অনড়। কারো কোন কথাতেই সে কর্ণপাত করেনা। আজ আইন তার পক্ষে। চিরশত্রু আন্তোনিওকে দেখার সুযোগ এসেছে এইবার তার হাতে। করুক অনুরোধ ডিউক এবং নাগরিক বৃন্দ!

শাইলক তাদের কী আর ধার ধারে?

সে সবাইকে রূঢ় তিরস্কারে বিদায় দিয়েছে।

কয়েদখানার সম্মুখ দিয়ে একদিন শাইলক চলেছে। কারাধ্যক্ষ তাকে দেখতে পেল। সে অমনি আন্তোনিওকে সঙ্গে করে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এল। তার উদ্দেশ্য আন্তোনিও নিজে একবার ওকে মিনতি জানাক। তাহলে হয়তো সে দয়া পেলেও পেতে পারে। একটু চক্ষুলজ্জাও বোধ করতে পারে।

কিন্তু শাইলক আন্তোনিওকে কয়েদখানার বাইরে দেখা মাত্রই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কারাধ্যক্ষকে সে ভয়ানক তিরস্কার করতে থাকে। "এ তোমার কি রূপ কর্তব্য-নিষ্ঠা?" এমন করে কি সরকারী কাজ করা যায়? তোমার কোন অধিকারই নেই এইভাবে বন্দীকে বাইরে নিয়ে আসার। এক্ষুণি ওকে ওর জায়গায় নিয়ে যাও ও যদি পালায়, তাহলে আমার দলিল তো চিরকালই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এমনিভাবে কী আইনের

মর্যাদা রাখবে তোমরা?

আন্তোনিও তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

"না, না, শাইলক এ ভদ্রলোকের কোন দোষ নেই। আর আমিও পালাব না, আমি কেবল তোমাকে দটো কথা বলার জন্যই এর অনুমতি চেয়েছিলাম মাত্র। ইনি অনুগ্রহ করে সে অনুমতি দিয়েছেন।"

শাইলক দাঁত খিচিয়ে জবাব দেয়—আবার দুটো কথা? তোমার একটা কথা শুনতেও আমি প্রস্তুত নই। রিয়ালতোপুলের ওপর, নগরের সমস্ত বণিকের সম্মুখে তুমি আমায় কুকুর বলে গাল দিয়েছ। একবার নয়, বহুবার দিয়েছ। কুকুরের সঙ্গে আবার মানুষের কথা কী? মানুষ সুযোগ পেলেই কুকুরকে লাথি মারে, আবার কুকুরও সুযোগ পেলে মানুষের পায়ে দাঁত বসিয়ে দেয়। এই হল উভয়ের সম্পর্ক! তোমার লাথিও আমি কম খাইনি। এবারে তুমি আমার সেই কামড় খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমার কোন কথাই শুনব না। দয়া আমার নেই।

ইতিমধ্যে নাগরিকরা এসে ভিড় জমিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আন্তোনিওর বন্ধু স্যালারোনা আছেন। আন্তোনিও তাঁকে অনুরোধ করে, বেলমণ্ট গিয়ে ব্যাসানিওকে এই বিপদের কথাটা জানাতে। বন্ধুর জন্য নিজের জীবন আজ বিপন্ন—এতে আন্তানিওর কোন দুঃখ নেই। তিনি শুধু চান মৃত্যুর পূর্বে ব্যাসানিওকে জানাতে যে, তাঁর ওপর আন্তোনিওর কোন অভিমান বা ক্রোধ নেই।

কারারক্ষক আন্তানিওকে কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হল। ওদিকে স্যালারোনা আর সময় নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ বেলমণ্ট রওনা হয়ে যান। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় লরোঞ্জো আর জেসিকার। তাদের সঙ্গে নিয়েই তিনি পোর্সিয়ার ভবনে উপস্থিত হলেন।

অকস্মাৎই বেলমণ্টের আনন্দ-আসরে সমস্ত আলো নিভে গেল। পরমবন্ধুর এই দারুণ বিপর্যয় ব্যাসানিওকে মর্মাহত করে ফেলল একেবারে। যে অপরিসীম সৌভাগ্য বলে তিনি পোর্সিয়ার ন্যায় অতুলনীয় নারীরত্নকে পত্নীরূপে পেয়েছেন তা মনে হতে থাকল শুধুই একটা শূন্য গর্ভ পরিহাস। আন্তোনিওর সংক্ষিপ্ত পত্রখানি পাঠ করতে করতে তাঁর মুখ ক্লান্তিতে ম্লান হয়ে গেল, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস পতিত হতে থাকল বিশাল বক্ষ আলোড়িত করে। ক্ষণপূর্বেও যে আয়ত-নয়নে আনন্দের দীপ্তি স্ফুরিত হচ্ছিল তাতে অশ্রু বাষ্পের আভাস দেখা দিল।

বাঞ্ছিত দয়িতের এই ভাবান্তর দেখে পোর্সিয়া এর কারণ জানতে আগ্রহী হলেন। ব্যাসানিও পত্রখানি পাঠ করে শোনালেন তাঁকে। দীর্ঘশ্বাস মোচন করে ব্যথিত স্বরে বলে ওঠেন—"পৃথিবীতে বন্ধু ভাগ্যের দিক থেকে আমি ছিলাম সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান। নির্মম নিয়তি সে সৌভাগ্য থেকেও আমাকে বঞ্চিত করতে উদ্যত। আন্তোনিও যদি এই মৃত্যুবরণ করে তবে আমার পক্ষেও জীবনধারণ বিড়াম্বনা হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি তোমার মতো অতুলনা নারীর পাণিগ্রহণের সৌভাগ্য জীবনকে আমার কাছে সুখবাহ

করে তুলতেও অক্ষম।"

পোর্সিয়া সমবেদনার সুরে তাঁকে বলেন—"ব্যাপার কী? তুমি আমায় এমনভাবে বল যাতে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আমি সহজে বুঝতেও পারি। তুমি নিশ্চই জানো আমি তোমার স্ত্রী। বিবাহ বন্ধনে এখনও আমরা বাঁধা পড়িনি তবু ধর্মের চোখে এখন আমরা অভিন্ন। তোমার সুখ ও দুঃখের সব বিবরণ জানার অধিকার আমার আছে। কিছুমাত্র আড়াল রেখো না আমার কাছে।

ব্যাসানিও তখন নিজের জীবনকথা খুলে বলতে শুরু করেন—"পোর্সিয়া! আমার যে অর্থ সম্পদ বর্তমানে কিছু নেই তা তোমাকে ইতিপূর্বেই বলেছি।"

এই যে এতো আড়ম্বরের ঘটা করে পরিচারক ও বন্ধুমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হয়ে ভিনিস থেকে বেলমণ্ট পর্যন্ত আসার ক্ষমতা রেখেছি, তাও শুধু ঋণের সাহায্যে। নিজের অর্থ আমার ছিলনা, এবং এক সময়ে ভিনিসে আমার যতোই প্রতিপত্তি থেকে থাকুক, বর্তমানে আমায় ঋণ দেবার মতো লোক কেউ নেই। তাই বন্ধু আন্তোনিও আমার জামিন হতে গিয়েছিলেন। তিনি ভিনিসের শ্রেষ্ঠ বণিগণের অন্যতম। সমুদ্রে সমুদ্রে তাঁর অন্ততঃ এক ডজন জাহাজ সর্বদা বিচরণ করে নানা দেশে-বিদেশে সঙ্গে বাণিজ্যিক কারবারে লিপ্ত। কিন্তু সেই সময়েও তাঁর হাতে নগদ অর্থ কিছু ছিল না। তাই তিনি বলেন—"বন্ধু! তুমি ঋণ করার চেষ্টা কর। তোমাকে অর্থ কেউ না দেয়, আমি নিজে জামিন হব। আমার জামিনে তিন হাজার দ্যু'কাট পাওয়া তোমার পক্ষে কঠিন হবেনা।"

"দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়টা এমনই ছিল যে প্রত্যেক বণিকের জাহাজই তখন বাইরে বাইরে ঘুরছে। সেগুলি বন্দরে না আসা পর্যন্ত নগদ অর্থের প্রাচুর্য কারো নেই। তিন হাজার দ্যু'কাট কোথাও পাওয়া যাচ্ছেনা। এই সময়ে শাইলক নামে এক ইহুদী মহাজন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কিন্তু সে আমার কাছে দলিল নিতে ইচ্ছুক ছিল না। সে বলল যে, দলিলটা আন্তোনিওকে সম্পাদন করতে হবে। আন্তোনিও আমার জন্য তাতেও রাজী হয়ে গেলেন।

শাইলক তখন এক অদ্ভুত প্রস্তাব রাখে। সুদ সে চায়না আন্তোনিওর কাছে, যদিও বিনা টাকার লেনদেন সে জীবনে কখনো করেনি। সে সুদ চায়না, তার পরিবর্তে দলিলে একটা অদ্ভুত শর্ত রাখতে হল। শর্তটা হল এমন যে, তিন মাসের মধ্যে আন্তোনিও যদি ঋণটা শোধ করতে না পারেন, তাহলে শাস্তি স্বরূপ তাঁর বুক থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারবে।

এই নৃশংস প্রস্তাবের কথা শুনে আমি এই ঋণ গ্রহণে একেবারেই বিরুদ্ধে ছিলাম। পোর্সিয়াকে লাভ করার আশাতেও আমার প্রিয় বন্ধুকে এমন বিপদের মুখে নিক্ষেপ করাকে সঙ্গত বলে আমি মনে করিনি।

আমি বললাম—বেলমণ্ট যাত্রার কল্পনা আমি ত্যাগ করছি বন্ধু। শাইলক যে কী প্রকতির লোক তা আমাদের অজানা নয়। তার সঙ্গে এরকম শর্তে কারবার করতে

আমার মোটেই সাহসে কুলোয় না।

আন্তোনিও কিন্তু একেবারে ভয় পাননি। তিনি প্রথম থেকেই বলতেন—"পাপিষ্ঠ ইহুদীর মতলব যতই মন্দ হোক না কেন ও আমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না, কারণ তিন মাসের সময় আমরা পাচ্ছি। দু'মাসের মধ্যেই সমস্ত জাহাজ বাণিজ্য সম্ভারে বোঝাই হয়ে বন্দরে ফিরে আসবে। ওর নৃশংস প্রস্তাবের কবলে আমার পতিত হবার আশঙ্কা মোটেই নেই। অথচ আমরা যদি ঐ প্রস্তাবের ভয়ে ভীত হয়ে ঋণটা গ্রহণ না করি, তাহলে তোমার বেলমেণ্ট কোনদিনই যাওয়া সম্ভব হবে না। পোর্সিয়াকে লাভ করার কোন প্রয়াসই তুমি করতে পারবে না। অতএব টাকাটা ঐ শর্তেই আমরা গ্রহণ করব।"

এইভাবে কাহিনীর বর্ণনা করে ব্যাসানিও বলতে থাকেন—"আন্তোনিওর দৃঢ়তার ছোঁয়াচ আমার হৃদয়কেও স্পর্শ করল। আমি আর আপত্তি জানাতে পারলাম না।

দলিল সম্পাদন করে দিয়ে তিন হাজার দ্যু'কাট আমার বন্ধু ঋণ করেন। ঐ অর্থের প্রতিটি কর্পদক আমার করে সমর্পণ করেন। সেই অর্থের সাহায্যই আমি সপারিষদে আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। এখানে ভগবান আমার ওপর প্রসন্ন হয়েই মুখ তুলে চেয়েছেন। আমার উদ্যম জয়যুক্ত হতে সমর্থ হয়েছে। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমায় লাভ করেছি। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আমার পরাজয় হয়েছে। বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছে আমায় মাথায়। আন্তোনিও কারারুদ্ধ হয়েছেন পাপিষ্ঠ ইহুদীর অভিযোগে।

পোর্সিয়া ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন—"কী করে এমনটা হল? তার এতগুলি জাহাজ...?

ব্যাসানিও নৈরাশ্য পীড়িত স্বরে উত্তর দেন—"এতগুলি জাহাজের মধ্যে একখানিও বন্দরে ফিরে আসেনি। সমুদ্রে সমুদ্রে বিচরণ করতে করতে কোনখানি জলে ডুবেছে, কোনটা দুস্যুকর্তৃক অধিকৃত হয়েছে, কোনখানি বা ঝড়ের দাপটে অদৃশ্য হয়ে গেছে অজানা সমুদ্রে। তিন মাস পূর্বেও যিনি কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রার মালিক ছিলেন, আজ তিনি একেবারেই নিঃস্ব। ঋণ পরিশোধের সামর্থ তাঁর নেই, ওদিকে দলিলের নির্দিষ্ট মেয়াদ তিনমাস আজ অতিক্রান্ত।"

"কিন্তু ঋণ তো মোটে তিন হাজার দ্যু'কোট? আমরা যদি ঐ অর্থ এখন শোধ করে দিই তাহলে তো ইহুদী তাঁকে মুক্ত করে দিতে বাধ্য?"

স্যালারোনা নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মাথা নেড়ে বিমর্ষভাবে বলে ওঠেন "ভদ্রে! তা হবার নয়। ভিনিসের নাগরিকেরা শাইলকের ঋণ চাঁদা করে শোধ দিতে চেয়েছিলেন সে তাতে রাজী নয়। তার বক্তব্য হচ্ছে, দলিলের মেয়াদ যখন পার হয়ে গেছে তখন সে আর এখন ঐ অর্থ নেবে না। দলিলের খেলাপ হলে শাস্তির যে শর্ত দলিলে উল্লেখ আছে, সে তাই এখন চায়। অর্থাৎ এক পাউণ্ড মাংস, আন্তোনিওর বক্ষঃস্থল থেকে।

"সে কী সর্বনাশ!" পোর্সিয়া বলেন—এমন নৃশংসতাতো রাক্ষসের মধ্যেই সম্ভব! কোনো মানুষই কী সত্যিই দেনার দায়ে আর একজন মানুষের মাংস কেটে নিতে পারে? সম্ভবতঃ সে ভয় দেখিয়ে আরো বেশী পরিমাণ অর্থ আদায়ের মতলবে আছে।

ব্যাসানিও! তুমি এখনই ভিনিস যাত্রা কর। আমি তোমাকে অগণিত অর্থ দিচ্ছি। তিন হাজারের দ্বিগুণ পরিমাণ দ্যুকাট দাও শাইলকে। দু'গুণ, চারগুণ, আটগুণ! যত অর্থ সে চায় তাই দিয়ে তুমি আন্তোনিওকে মুক্ত করে দাও।

আমার অর্থ সে তো তোমারই! তুমি আর আমি তো ভিন্ন নই। তোমার অর্থ তুমি তোমার বন্ধুর জন্য ব্যয় করবে এতে আশ্চর্যের কী আছে? বরং তা না করলেই পাপের ভাগীদার হবে। মহাপাপ! আন্তোনিওর জীবনের মূল্যে যদি তোমার এ সমৃদ্ধি ক্রয় করতে হয় তাহলে এ সমৃদ্ধি কোনদিন তোমায় সুখ বা শান্তি কিছুই দিতে পারবে না। আর তুমি যদি সুখী নাই হতে পার, আমিই বা সুখী হব কিরূপে?"

তখনই স্থির হয়ে যায় যে সেই মুহূর্তেই গির্জায় গিয়ে অনাড়ম্বরে পোর্সিয়ার সঙ্গে ব্যাসানিওর এবং নেরিসার সঙ্গে গ্যাসিয়ানের বিবাহ হয়ে যায়। এখন বিবাহটা তো হয়ে যাক, জাঁকজমকের সময় পরে পাওয়া যাবে। বিবাহের পর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ব্যাসানিও ভিনিস যাত্রা করবেন। সঙ্গে থাকবে শুধু গ্রাসিয়ানো। সঙ্গে থাকবে অপরিমিত অর্থ—শাইলককে দেবার জন্য।

সেই বন্দোবস্ত অনুয়ায়ী সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন হয়ে গেল। বিবাহ নির্বিঘ্নে সমাধা করে ব্যাসানিও চলে যান ভিনিসের পথে। একমাত্র গ্রাসিয়ানো হল তাঁর সহচর। আর পরিচারক ও বন্ধু বেলমেণ্টে থেকে যায়। কেননা এখন থেকে ব্যাসানিওর গৃহই হবে বেলমণ্টে। এই বন্ধুগণের মধ্যে লোরেঞ্জো এবং তাঁর সদ্য পরিণীতা পত্নী জেসিকাও ছিল। সে জেসিকাকে আমরা জানি শাইলকের কন্যা বলে।

ব্যাসানিও চলে গেলে পোর্সিয়া এই লরেঞ্জো আর জেসিকাকে নিকটে আহ্বান করেন। তাদরে বলেন—"বন্ধু ও বান্ধবী! একটা অনুরোধ আছে আমার। তোমরা যদি তা রক্ষা কর তবে আমি পরম উপকৃত হই।"

তারা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল—অনুরোধের প্রকৃতি না শুনেই।

পোর্সিয়া বলতে থাকেন—"আমার ও নেরিসার স্বামী যতদিন না পর্যন্ত ফিরে আসেন, ততদিন আমিও নেরিসা দুই মাইল দূরবর্তী একটা মঠে গিয়ে বাস করব এই মনস্থির করেছি। সেখানে আন্তোনিওর মুক্তি ও স্বামীদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকব আমরা।

সেই সময়টা আমার এই গৃহস্থলী রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি তোমাদের হাতেই দিয়ে যেতে চাই। আমার লোকজন সবাই তোমাদের দুজনকে প্রভু ও প্রভুপত্নীজ্ঞানে মান্য করবে। এতে কী তোমাদের কোন আপত্তি আছে?

এতে আবার কী ওদের আপত্তি থাকবে? ওরা তো এখন নিরাশ্রয়! এমন একটা

সুখের বাসস্থান অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে ওরা তো বেঁচেই গেল।

তখন পোর্সিয়া দাসদাসী ও কর্মচারীদের ডেকে সেই মর্মে আদেশ দেন। তারপর নিজের কক্ষে গিয়ে একখানি পত্র লেখেন। সাবধানে সেখানাতে মোহর আটকে 'বাল থাজার' নামক অতি বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্যকে আহ্বান করে গোপনে সে পত্র তিনি তাকে অর্পণ করেন। তাকে আদেশ দেন এরূপ ঃ

"পাদুয়া নগরে আমার এক আত্মীয় আছেন—ডাক্তার বেলারিও তাঁর নাম! চিকিৎসক ডাক্তার নন, আইনজ্ঞ ডাক্তার। সেই বেলারিওর কাছে এ পত্র নিয়ে যাবে তুমি। তিনি তোমাকে কিছু কাগজপত্র ও কিছু পোশাক দেবেন। তুমি অবিলম্বে সেগুলি নিয়ে আসবে আমার কাছে। পথে কোথাও একমিনিট বৃথা সময় নষ্ট করবে না। অত দ্রুতগামী ঘোড়ায় তুমি যাবে এবং আসবে। মিরাজ নদীর খেয়াঘাটে আমি অপেক্ষায় থাকব। তুমি সেখানে এসে ঐ কাগজ ও পোশাকগুলি আমাকে অর্পণ কর। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন গোপন থাকে, এই হল আমার বিশেষ অনুরোধ।" পাদুয়ার বেলারিও বিখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যক্তি। দেশ-বিদেশ থেকে জটিল মামলার পরিচালনার জন্য আহ্বান আসে তাঁর কাছে। আইনঘটিত কূট প্রশ্নে তাঁর মতামত প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়। সম্প্রতি ভিনিসের ডিউক তাঁকে নিয়োগ-পত্র পাঠিয়েছেন—শাইলক আন্তোনিও মামলায় সাহায্য করার জন্য। বেলারিও সে সম্বন্ধে পড়াশুনো শুরু করে দিয়েছেন এবং ভিনিস যাত্রার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছেন। এমন সময় বেলথাজার এসে উপস্থিত, হাতে পোর্সিয়ার পত্র নিয়ে।

পোর্সিয়ার পত্র পড়ে ভদ্রলোক ভীষণ অবাক। তাঁর এই সুন্দরী আত্মীয়টির নানা খেয়াল-খুশির বিষয়েই তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু এরকম একটা ব্যাপারে তাঁর খেয়ালচাপা সে স্বপ্নাতীত ব্যাপার! কিন্তু পোর্সিয়ার অনুরোধ তিনি ফেলতেও পারলেন না। বেলথাজারের হাতে উকিলের একপ্রস্থ পোশাক, উকিলের মহুরীর পোশাক এবং সেই সঙ্গে কিছু আইনের পুস্তকও অর্পণ করেন। সবচেয়ে বড় কথা—ভিনিসের শাইলক আন্তোনিওর মামলার কাগজপত্র তিনি পোর্সিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন বেলথাজারের হাত দিয়ে।

যথাসময়ে মিরাজ নদীর কূলে পৌঁছে বেলথাজারের চোখে পড়ল তার কর্ত্রী ঠাকুরাণী আগে থেকেই সেখানে পৌঁছে গেছেন এবং অধীর আগ্রহে তাঁরই প্রতীক্ষায় আছেন। বেলথাজারকে দেখে ও তার কাছে বেলারিও প্রেরিত জিনিসপত্র দেখে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। তৎক্ষণাৎ নেরিসাকে নিয়ে ভিনিসের পথে অগ্রসর হলেন তিনি।

নেরিসা সব বিষয়েই পোর্সিয়ার বিশ্বাসের পাত্রী। সে জিজ্ঞাসা করে—ঠাকুরানী! এতো সব তোড়জোড় কিসের জন্য আমি জানতে পারি কি? এই পুরুষের পোশাকগুলি আমাদের কি কাজে লাগতে পারে তা আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনার মতলবটা খুলে বললে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। ভিনিসেই বা আমরা যাচ্ছি কেন? যদি

যেতেই হবে তাহলে আমাদের স্বামীদের সঙ্গেই তো আমরা যেতে পারতাম।

না না, তা কোন মতেই পারতাম না। আমরা যে উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছি এসব কথা আগে থাকতে স্বামীদের জানালে, যে জন্যে যাওয়া তা গোড়তেই ব্যর্থ হয়ে যেত।

নেরিসা অবাক না হয়ে পারে না। তার বেশি জিজ্ঞাসার উত্তরে পোর্সিয়া বলে ওঠেন—"আমরা পুরুষবেশে ভিনিসে চলাফেরা করব, এমনকি ডিউকের বিচারকক্ষেও হাজির হব—বেলারিওর প্রতিনিধি সেজে। আমার স্বামী বা তোমার স্বামী এব্যাপারে বিন্দুমাত্র জানতে পারলে তাঁরা এতোটাই উত্তেজিত হয়ে পড়বেন যে তাঁদের পক্ষে এ গুপ্তরহস্য গোপন রাখা সম্ভব হবে না। ফলে আমাদের ছদ্মবেশের আর কোন স্বার্থকতাই থাকবে না। সবাই জানবে যে আমরা নারী মাত্র। তাহলে যে কাজের জন্য আমাদরে যাওয়া মাঝ পথেই তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

কিন্তু স্বামীরা আমাদের গোপন রহস্য ভেদ না করলেও এমন তো হতে পারে আমরা নিজেরাই ধরা পড়ে যেতে পারি কিনা?

পুরুষের চালচলন কথাবার্ত্তা নারীদের তুলনায় এতোটাই স্বতন্ত্র যে, ও জিনিস কারো চোখে এড়াবার নয়।

পোর্সিয়া প্রত্যুত্তরে বলেন—"একথা তুমি যা বলছ তা সত্যিই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ওদিক থেকে আমাদের খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। আমাদের ধরা পড়লে কোন মতেই চলবে না। হাঁটবার সময়ে পদক্ষেপ লম্বা করে ফেলতে হবে, নারীদের চাইতে পুরুষদের পদক্ষেপ ডবল জায়গা নিয়ে থাকে, এটা কোনমতেই ভুললে চলবে না। ক্রমাগত হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে কথা কইব আমরা। লড়াই আর খুনোখুনির বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথাই আমাদের মুখ থেকে বেরুবে না।

লম্বা একখানা ছোরা কেমরে ঝোলাতে হবে। তারপর গল্প! সবকল্পিত কাহিনী যার তার কাছে করতে হবে। আমি তো করবই, তুমিও তাই করবে। লোকে শুনলে ভাববে—সবে বছরখানেক হল আমরা স্কুলের গণ্ডি পার করেছি, কারণ বালকত্ব পার হয়ে সবে যারা যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছে তারাই অতিমাত্রার বাচাল হয়ে থাকে।

নেরিসাকে এইভাবে উপদেশ দিতে দিতে অবশেষে পোর্সিয়া ভিনিসে পা রাখলেন। সেখানে তার নিজের গৃহ ও আত্মীয়দের গৃহও ছিল। কোথাও তিনি উঠলেন না। নেরিসাকে নিয়ে উঠলেন এক সম্ভ্রান্ত হোটেলে। আশ্রয় নিয়েই লোকের কাছে শাইলক ও আন্তোনিওর মামলার সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকলেন। রাজপথে দু-একবার ব্যাসানিও ও গ্রাসিয়ানোকে চোখেও পড়ল। কিন্তু নিজেরা তা পরিচয় দিলেন না উপরন্তু তাঁরাও নিজেদের পত্নীকে চিনতে পারলেন না। না পারাটাই স্বাভাবিক! কারণ তাঁরা আসন্ন মামলার চিন্তায় এতোটাই অধীর যে, কোনদিকেই ভালভাবে মনোযোগ দেবার মত মনের অবস্থা তাঁদের নেই।

।। পাঁচ ।।

ভিনিস নগরীর সর্বোচ্চ বিচারালয় আজ লোকে লোকারণ্য। স্বয়ং ডিউক বিচারাসন অলঙ্কৃত করে আছেন। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে নগরীর শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ উপবিষ্ট—তাদের মুখে বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট। সর্বজনমান্য বণিকশ্রেষ্ঠ আন্তোনিও আজ বিচারার্থ আদালতে আনীত হয়েছেন। শাইলক স্পষ্টভাষায় জানিয়েই দিয়েছে—"আমি দেখতে চাই যে ভিনিসের আইন সত্যই আইন না মুখের কথা মাত্র। আইন অনুসারে আন্তোনিওর একপাউণ্ড মাংস পাবার অবশ্যই আশা রাখি। তা থেকে যদি বঞ্চিত হই, তাহলে বোঝাই যাবে ভিনিসের আইন যে একটা প্রহসন মাত্র—এ কথা পৃথিবীর লোকও একবাক্যে স্বীকার করবে।

এ বড় সাংঘাতিক কথা। ভিনিসের বাণিজ্য পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেই উপলক্ষে সকল দেশের লোক প্রচুর সংখ্যায় বাস করে এখানে। আবার ভিনিসবাসী জনগণকেও অনবরত নানা দেশ-বিদেশে গিয়ে দীর্ঘকালের জন্য সেখানে থেকে যেতে হয়। তাই ভিনিসের ন্যায়পরায়ণতার ওপর যদি বিদেশীদের শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে এখানে আসতেও তারা ভয় পাবে এবং বিদেশে গেলে ভিনিসবাসীরা সেখানেও পরিহাস ও ঘৃণার পাত্র রূপ বিবেচ্য হবে। এতে ভিনসের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। এই সমৃদ্ধি যাতে স্থায়িত্ব লাভ করে, তার কথা মনে রেখেই আইন প্রণয়ন করে ভিনিসে স্থায়ী লোকও বিদেশীদের সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন শাইলকের দাবী অগ্রাহ্য করার মতো কোন অজুহাতই বিচারকর্তাদের হাতে নেই।

ডিউক আন্তোনিওকে ডেকে সমবেদনা জানান। আন্তোনিও উত্তরে বলেন—"মহামান্য শাসক মহাশয়! আপনার দয়ার কোন তুলনাই আমার জানা নেই! আমি শুনেছি যে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণের জন্য আপনি স্বয়ং অনেক করে অনুরোধ করেছেন শাইলকের কাছে। শুধু উনিই নন, আমার বন্ধু নগরবাসিগণও সকলেই সমবেতভাবে ঐ ইহুদীর কাছে গিয়ে করুণা ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। যে বস্তুর মধ্যে যার অস্তিত্ব নেই, সে বস্তু থেকে তা কী করে পাবার আশা রাখেন? শাইলকের অন্তরে দয়ার লেশমাত্র নেই, আপনারা তাকে দয়া প্রকাশে উৎসাহিত করবেন কি রূপে. তা যখন সম্ভবপর নয়, অতএব আমার ভাগ্যে যা আছে তাই আমায় পেতে দিন। আমি আপনাকে এবং সমস্ত নগরবাসীকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁরা এবং আপনিও যে আমার ওপর স্নেহ প্রকাশ করেন তারজন্য আমি মৃত্যুর পরেও কৃতজ্ঞ থাকব।"

অতএব ডিউকের আহ্বানে শাইলক বিচারকক্ষে প্রবেশ করে। তার চক্ষুর ঐ হিংস্র দৃষ্টি ললাটের রেখাসমূহ সুস্পষ্ট ও গম্ভীর। তার কটিতে একখানা দীর্ঘ বক্র ছোরা—সে ছোরা যেন আন্তোনিওর রক্তপানের জন্য তৃষিত।

ডিউক তাকে সম্বোধন করে বলেন—"এ যাবৎ আমরা সকলেই বহুভাবে তোমার

কাছে অনুরোধ জানিয়েছি আন্তেনিওর ওপর করুণা প্রদর্শনের জন্য। তুমি তাতেও রাজী হওনি। রুক্ষভাবে আমাদের সমস্ত অনুনয় উপেক্ষা করে কেবল দাবী করেছ যে, দলিলের শর্ত অনুসারে আন্তেনিওর এক পাউণ্ড মাংস কেটে তোমাকে নিতে দেওয়া হোক।"

আমরা এখনো বিশ্বাস করতে পারিনি যে, এই কঠোরতা সত্যিই তোমার আন্তরিক। বরং আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, তুমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই দানবীর নৃশংশতার ভান করছ। সে উদ্দেশ্য এই যে, একেবারে চরমপক্ষে পৌঁছে হঠাৎ দয়ার পরবশ হয়ে তুমি আমাদের বিস্ময়ের মুক করে দেবে। আমাদের ধারণা যদি মিথ্যা না হয় তবে আমি তোমায় বলতে চাই, সেই চরমমুহূর্ত অবশেষে এসে গেছে। এখন আর অপেক্ষা করার কোন উপায়ই নেই। আজ এই কক্ষে উপস্থিত থেকে এই বিচারের ব্যাপারটা মীমাংসা করতে হবে। এখনও যদি তুমি দয়া প্রকাশে অক্ষম থাক, তবে আদালতকে বাধ্য হয়ে ঘোষণা করতে হবে যে আন্তেনিওর মাংস কর্তনে তোমার অধিকার আছে। সেজন্য আমার এবং নগরবাসীর সকলেরই শেষ মিনতি তোমার কাছে যে, তোমার যদি দয়া করার ইচ্ছে থাকে তবে আর বিলম্ব করো না।

শাইলক খেঁকি কুকুরের মতো দাঁত বার করে। "দয়া! দয়া! দয়া! বলি, ও কথাটার মানে কী? ওর অস্তিত্ব কোথায় আছে? আপনারা দয়া প্রকাশ করে থাকেন? আপনারা অর্থ দিয়ে বাজার থেকে দাসদাসী ক্রয় করে আনেন। তাদের ওপর আপনারা দয়া দেখিয়ে থাকেন কি? তারা আপনাদের থেকে সদয় ব্যবহার পায় কি? তাদের কঠোর পরিশ্রমে আপনারা বাধ্য করেন না? তাদের পেটভরে দুবেলা খেতে দেন? শয়নের জন্য তারা সুকোমল শয্যা পায় কী?

—না তা করেন না! তারা আপনাদের গৃহে পশুর মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য থাকে।

"মহাশয়গণ! আন্তেনিও সম্বন্ধে আমারও ঐ একই কথা। আমি ওর এক পাউণ্ড মাংস কিনেছি? তিন হাজার দ্যুকাট মূল্যে কিনেছি। সেই কেনা জিনিসটি আমায় অধিকার করতে দিন—এটুকুই শধু দেশের আইনের কাছে আমার প্রার্থনা। সকলের যে অধিকার আছে, আমি বা তার থেকে বঞ্চিত হব কেন?

ভিনিসের আইন তো স্বদেশী-বিদেশীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। খ্রীষ্টান-ইহুদীর মধ্যে নেই কোন পার্থক্য! এক পাউণ্ড মাংস আমি কিনেছি, সেটা আমি পেতে চাই। অনেকে আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন—সে এক পাউণ্ড মাংস নিয়ে কী করবে তুমি? এই অবান্তর প্রশ্নের কোন মানেই হয় না। আমি যাই করি না কেন, ক্ষুধার্ত কুকুরকে খেতে দেব—সেই কথা জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকারই পাননি আপনারা!

একটানা লম্বা বক্তৃতা দেবার পর শ্রান্ত হয়ে শাইলক মুহূর্তের জন্য একটু থামল। ব্যাসানিও আদালতে উপস্থিত ছিলেন আন্তেনিওর পাশে। তিনি সেই সুযোগে বলে ওঠেন—"দেখ শাইলক। তোমায় তিনহাজার দ্যুকাটের তিনগুণ আমি তোমায় ফেরত

দিচ্ছি। এই দেখো সেই অর্থ। এক পাউণ্ড অপ্রয়োজনীয় মাংসের জন্য তুমি কী নয় হাজার স্বর্ণমুদ্রা বিসর্জন দেবে?"

শাইলক কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দেয়—"আমার বাড়ীতে একটা ইঁদুর আছে। সেটা আমার কাপড়-চোপড় আস্ত রাখে না অর্থাৎ কেটে দেয়, খাদ্য দ্রব্য চুরি করে নিয়ে যায়, এমনকি চলতে ফিরতে আমার হাতে পায়ে কামড়ের দাগ বসাতেও সে দ্বিধা করে না। এই ইঁদুর যদি না মরে তাহলে আমার জীবন কোনদিনই শান্তির মুখ দেখতে পাবে না।"

আমি বাধ্য হয়ে বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রাও দিতে পারি—এই ইঁদুরটা যদি কেউ মেরে দেয়। কারণ, ওটা না মারলে আমিই মারা যাব। বিশ হাজার দ্যুকাট ঐ ইঁদুরটার মাংসের দাম নয়, আমার জীবনের শান্তির মূল্য!"

আন্তেনিও নিষেধ করেন। "কেন ব্যাসানিও, ঐ হিংস্র দানবটার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করে নিজেকে হীন করছ? ও যদি মানুষ হতো তাহলে মানবতার নামে আবেদন করা চলত ওর কাছে। আমার মনে হয়, মানুষের অবয়বের নীচে যে আত্মা ওর মধ্যে আছে, সেটা কোন বাঘের নেকড়ের আত্মা।"

শাইলক নিজের ছোরায় হাত দিয়ে বলে ওঠে—"বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হবে, যখন নেকড়ে বাঘের এই দাঁত তোমার কলিজায় বিঁধবে।" তারপর সে ডিউককে সম্বোধন করে বলে—"মহামান্য ডিউক মহোদয়! আর কেন সময় নষ্ট করছেন?

"বিচার সমাধা করে বাড়ী গিয়ে আরাম করুন, আমাকেও বাড়ী গিয়ে আরাম করতে দিন।"

ডিউক বলেন—"বিচারের কালে আইনের ব্যাখা করে দেবার জন্য আমি পাদুয়ার ডাক্তার বেলারিওকে আমন্ত্রণ করেছিলাম। এরকম অদ্ভুত মামলা ভিনিসের আদালতে ইতিপূর্বে কস্মিনকালে হয়নি। ভিনিস কেন, পৃথিবীর কোন আদালতেই হয়নি বোধ হয়। এ অবস্থায় খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচারকার্য সমাধা করতে হয়। যার কোন নজীর নেই, তার বিচার পদে পদে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমি এ দেশের সবচেয়ে বড় আইনবিশারদ বেলারিওকে ডেকে পাঠিয়েছি। কেউ তোমরা দেখতো—ডাক্তার বেলারিও আদালতে উপস্থিত হতে পেরেছেন কিনা!

যদি তিনি না এসেও থাকেন, তবে তাঁকে আনবার জন্য আজকের মত আদালাতের কাজ মূলতবি রাখতে বাধ্য হব আমি।

একজন রক্ষী বাইরে চলে যায়। শাইলকও রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে যদৃচ্ছ ভাষায় নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রক্ষী আবার এসে বিচারকক্ষে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে এক তরুণ যুবক। এই যুবকের বেশভূষা দেখলেই মনে হয়, সে কোন আইনজীবির কেরানী।

এই কেরানী প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশিনী নেরিসা ভিন্ন আর কেউ নয়। বেলথাজারের হাত দিয়ে বেলারিও দুটি পোশাক পাঠিয়ে ছিলেন—একটি হলো উকিলের, অন্যটি

উকিলের মহুরীর। এই শেষোক্ত পোশাকই নেরিসার পরনে ছিল। ছদ্মবেশে তার প্রকৃত রূপ এমনভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল যে তার স্বামী গ্রাসিয়ানোর পর্যন্ত তাকে চিনতে সম্ভব হলো না।

নেরিসা এসে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানায় ডিউককে। তারপর নিবেদন করে—"ডাক্তার বেলারিও অকস্মাৎ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন! সেজন্য মহামান্য ডিউকের আহ্বানে নিজেকে অতিশয় সম্মানিত বোধ করেও তিনি পাদুয়া থেকে ভিনিসে আসতে সক্ষম হননি। কিন্তু তিনি একজন সুদক্ষ সহকর্মীকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে ডিউকের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। আইনের জটিল প্রশ্নসমূহ ইনি এতো নিপুণভাবে সমাধান করে দেন যে, তাতে বেলারিওর কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁর যা বক্তব্য, তা এই পত্রে তিনি ডিউককে জানিয়ে দিয়েছেন।" যথারীতি নতজানু হয়ে ডিউকের সম্মুখে বেলারিওর পত্রখানি স্থাপন করল ছদ্মবেশিনী নেরিসা।

ডিউক পত্র খুলে পাঠ করেন—"মহামান্য বাহাদুর সমীপেষুঃ, আপনার আদেশ অনুযায়ী ভিনিস নগরে উপস্থিত হয়ে শাইলক আন্তেনিওর মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং সেজন্য আইনগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু দুভার্গ্যবশতঃ হঠাৎ আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হয়ে পড়েছি। এ অবস্থায় আমার ভিনিস যাত্রা একেবারেই অসম্ভব।

রোম থেকে আমার জনৈক বন্ধু ও সমব্যবসায়ী বান্ধবতার খাতিরে ইদানীং আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বয়সে তরুণ কিন্তু আইনবিদ্যায় অতি পারদর্শী। তাঁকে নিকটে পেয়ে শাইলকের মামলাটির সমস্ত বিবরণ আমি তাঁকে জানাই এবং ও বিষয়ে যা কিছু আলোচনা, অধ্যয়ন ও গবেষণা করার প্রয়োজন ছিল, তা দুজনে একত্রে হয়েই করেছি। এখন আমি নিজে অসমর্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে অনুরোধ করেছি—আমার প্রতিনিধি রূপে ভিনিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর গভীর আইন-জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে সাহায্য করতে।

উক্ত ডাক্তার বেলথাজার তাতে সম্মত হয়েছেন এবং এই পত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভিনিস যাত্রা করছেন। আমার প্রার্থনা—বয়সে নবীন দেখে তাঁকে অবহেলা করবেন না। আইনের জ্ঞান তাঁর কোন অংশে আমার চেয়ে ন্যূন নয়। তারওপর এ মামলা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামতও তাঁকে আমি জানিয়েছি। কাজেই তাঁকে পেয়ে প্রকৃতপক্ষে আপনি দুজন আইনজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য পেতে চলেছেন। অধিক বলার মতো আর কিছু নেই।

নিবেদন ইতি—
বশম্বদ
বেলারিও

ডিউক এই প্রশ্ন পাঠ করে এই নবীন ব্যবহারজীবকে দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠেন! নেরিসাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"কেমন হে, তোমার প্রভু এই ডাক্তার

বেলথাজার কি বিচারালয়ে আগমন করেছেন?"

ছদ্মবেশধারিণী নেরিসা জানায়—"হ্যাঁ, মহামান্য ডিউক! তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন। যদি তাঁকে এই মামলা পরিচালনার ভার অর্পণে আপনার মনোগত ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁকে আমি এখনই ভিতরে নিয়ে আসতে পারি।"

ডিউক তখনই নেরিসার সঙ্গে বিচারালয়ের কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মচারীকে বাইরে পাঠিয়ে দেন—এই তরুণ আইন বিশারদকে সসম্মানে ভেতরে নিয়ে আসতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উক্ত কর্মচারীদের সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করেন ছদ্মবেশিনী পোর্সিয়া।

বেশভূষায় তাঁকে আইন ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কিছু বলে ভাবার কোন অবকাশ ছিল না। নিজের তারুণ্য ও রমণীসুলভ সৌন্দর্যকে তিনি অটুট গাম্ভীর্যের অন্তরালে এমন করে আড়াল করেছিলেন যে, তাঁর প্রিয়তম ব্যাসানিও পর্যন্ত তাঁর ছদ্মবেশের রহস্য ভেদ করতে অসফল রয়ে গেলেন।

বেলথাজারূপিণী পোর্সিয়া বিচারকক্ষে প্রবেশ করেই সর্বপ্রথমে ডিউককে যথারীতি সসম্মানে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। তারপর সমাগত জনসাধারণকে শিষ্টাচারসম্মত সম্ভাষণ জানিয়ে ডিউককে বললেন—"আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও উপদেষ্টা ডাক্তার বেলারিওর কাছে থেকে উপস্থিত মামলা সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ যা জানার ছিল তা আমি জেনেছি। মামলার কাজ আরম্ভ করার পূর্বে আমি শুধু জানতে চাই যে, আন্তেনিও কে এবং শাইলক-ই বা কে?"

ডিউক নিজেই দেখিয়ে দিলেন, কে আন্তেনিও আর কে শাইলক! তারপর বেলথাজারকে অনুমতি দিলেন মকদ্দমার কাজ আরম্ভ করার জন্য।

পোর্সিয়া তখন শাইলককে নিকটে ডেকে বলে—"ভদ্র শাইলক। আপনার মামলাটি একেবারে নতুন ধরনের। কিন্তু নতুন রকম হলেও আইনের দিক দিয়ে এতে কোন ছিদ্র নেই এবং নতুনত্বের অজুহাতে একে বিচারের অযোগ্য বলে বাতিল করার অধিকারও কারোর নেই।"

শাইলক আনন্দে মাথা নেড়ে বলে ওঠে—"তা তো নেই-ই। আপনার জিনিসটা বেশ ভালভাবেই বোধগম্য হয়েছে দেখছি।"

পোর্সিয়া বলতে থাকেন—"আন্তেনিও স্বেচ্ছায় এই দলিল সম্পাদন করে দিয়েছিলেন যে, একটি বিশেষ শর্তে আপনার কাছ থেকে তিন হাজার দু'কাট ধার করেছেন। সে শর্তটি হলো এই যে,—তিন মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে—কিন্তু সে কথা পরে আসছে? আন্তেনিও কি তিন হাজার দ্যু'কাট শোধ করতে অক্ষম?"

ব্যাসানিও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—"তিন হাজার তো সামান্যই, আমি তাঁর চেয়ে অনেক বেশী অর্থ দিতে প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি।"

শাইলক অধীরভাবে বলে ওঠে—"কিন্তু তা নিচ্ছে কে? শর্তের তিনমাস তো অতিক্রান্ত।"

পোর্সিয়া গম্ভীর মুখে বলে—"সত্যিই তাই। শর্তের তিনমাস উত্তীর্ণ। তাই দলিলের

শর্ত অনুযায়ী মহাজন শাইলক আন্তেনিওর বুকের কাছ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবার ক্ষমতা রাখেন। সত্যিই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নিজের দাবী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করলে শাইলককে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। তিনি নিশ্চয়ই আন্তোনিওর বক্ষ থেকে ঐ পরিমাণ মাংস কেটে নিতে পারবেন।"

শাইলক উত্তেজিভাবে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—"আমার দাবী কখনো হাত ছাড়া করব না এবং আমায় বাধা দেবার অধিকারও কারোর নেই। সুতরাং আপনারা দয়া করে আদালতের রায় প্রকাশ করে বলুন, সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করে আমরা যে যার বাড়ী চলে যাই।"

শাইলক উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে—"বাঃ বা! আপনি তো এই নবীন বয়সে আইনটি ভালো রকমই আয়ত্ত করেছেন দেখতে পাই। ঠিক যেন দ্বিতীয় দানিয়েল। দানিয়েলের পর এমন বিজ্ঞ বিচারক পৃথিবীতে আর দেখা যায়নি।"

পোর্সিয়া বলতে থাকেন—"না, আদালত অনুমতি না দিয়ে পারবে না। শাইলক ইচ্ছে করলেই আন্তেনিওর মৃত্যু ঘটাতে পারেন, মাংস কেটে নিয়ে। কাজেই শাইলক দয়া করে প্রদর্শন না করলে আর উপায়ন্তর নেই। শাইলককে দয়ার পরবশ হতে হবে।"

শাইলক সঙ্গে সঙ্গে রেগে যান। "দয়া করতেই হবে? আমাকে বাধ্য করাতে পারে—এমন কোন আইন আছে কি?"

পোর্সিয়া বলে ওঠেন—"বাধ্য করার প্রশ্নই তো উঠছে না। দয়া যেটা, তার সঙ্গে আবার বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক কি? দয়া সহজ, স্বতঃ উৎসারিতভাবে ঝরে পড়ে আকাশ থেকে ব্যথিতের মস্তকে। দুঃখীর দুঃখ হরণ করে, তাপিতাকে শান্তি প্রদর্শন করে, হিংসা ও ক্রোধের আগুনকে নিভিয়ে দেবার শক্তি কারো যদি থাকে তবে তা আছে দয়ার। রাজার রাজদণ্ডের চাইতে দয়ার মাইনাও বেশী।

"রাজদণ্ড হলো পার্থিব শক্তির প্রতীক মাত্র, আর অপরদিকে দয়া হলো ভগবানের ঐশ্বরিকশক্তির বহিঃপ্রকাশ। দয়া যে করে সেও সুখী হয়, দয়া যে পায় সেও সমান সুখী হয়। ন্যায়বিচারের প্রশস্তি গান করতে আমরা সবাই বাধ্য থাকি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ন্যায়ের কঠোরতা যখন দয়ার স্পর্শে কোমল হয়ে আসে। তখনই সে বিচার হয়ে দাঁড়ায় ভগবানের বিচারের মতো মধুর ও মহৎ। এমন দয়া বিতরণের সুযোগ পেয়ে আপনি কি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন না, শাইলক মহাশয়?"

অধীর হয়ে শাইলক বলে ওঠে—"আমি অত কথার ধার-ধারিনা। আদালতের রায় কি তাই বলুন আপনি।"

পোর্সিয়া যেন হতাশ হয়ে বলে ওঠেন—"তাহলে আর উপায় কী? আন্তেনিও, আপনার কিছু বলার আছে?"

আন্তেনিও অবিচলিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—"এইটুকুই মাত্র বলতে চাই যে, এই কষ্টদায়ক দৃশ্যের শেষ হওয়া উচিত। শাইলক আমার জীবনান্ত না ঘটিয়ে ছাড়বে না।

আইন তার পক্ষেই। সুতরাং তাকে তার ইচ্ছায় কাজ করতে দিন। বন্ধু ব্যাসানিও, মনে করো না যে মরতে কাতর হচ্ছি, আমি যখন সর্বস্বান্ত হয়েছি, তখন বেঁচে থেকে পরের গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়। দরিদ্রের কষ্টের অন্ত নেই এই পৃথিবীতে। বিশেষতঃ সম্পদের শিখর থেকে যারা হঠাৎ দারিদ্র্যের সম্মুখে পদস্খলিত হয়ে পড়ে, তাদের ভাগ্যে যেমন লাঞ্ছনা জোটে, তেমনই দুঃখ। যে লাঞ্ছনা যে দুঃখ থেকে আমি রেহাই পাচ্ছি, এই আমার সান্ত্বনা, ব্যাসানিও! তুমি যে মনোমত পত্নী লাভ করতে পেরেছ, এর চেয়ে বেশী আনন্দ আমার কী হতে পারে? মৃত্যুকালে ভগবানের চরণে আমার একটাই প্রার্থনা যে, যাতে আমার মরণের দুঃখ তোমাদের বিবাহিত জীবনের আনন্দকে বিন্দুমাত্র ম্লান না করে।"

ব্যাসানিও বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন—"ভগবান জানেন আমার পত্নী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন। কিন্তু সে নারীরত্নকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করলেও তার পরিবর্তে যদি আমি তোমাকে বাঁচাতে পারতাম, তাতেও আমি কাতর ছিলাম না।"

তরুণ ব্যবহারজীবী এই কাতর খেদোক্তি শুনে মৃদুহাস্যে মন্তব্য করেন—'আপনার অনেক সৌভাগ্য যে আপনার স্ত্রী আজ এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত নেই। তা থাকলে আপনি এতো বড় ঔদার্যব্যঞ্জক কথা বলতে কখনই সাহস পেতেন না।"

গ্রাসিয়ানো, আন্তেনিওর পাশেই ছিল। সেই বা কেন কম যাবে ব্যাসানিওর চাইতে? সে বলে ওঠে—"আমার পত্নী স্বর্গে গিয়ে দেবদূতের কাছে অনুনয় করলে তাঁরা যদি করুণায় আর্দ্র হয়ে এই পাপিষ্ঠ ইহুদীটার হৃদয় কোমল করে দেন, তাহলে আমি এই মুহূর্তে আমার পত্নীকে স্বর্গে যেতে দিতেও আপত্তি থাকবে না।"

কেরাণীবেশিনী নেরিসা কি এই রকম একটা উক্তির যথাযোগ্য উত্তর না দিয়ে পারে? সে তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দেয়—"মহাশয়, নিজেদের বাড়ীতে বসে স্ত্রী সম্মুখে বসে এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলে এতক্ষণ ঝগড়া বেধে যেত নিশ্চয়ই।"

এই সব পরিহাস বিদ্রূপ শাইলকের কানে যেন বিষ বর্ষণ করছিল। সে নিজের মনে বলতে থাকে—"খ্রীষ্টান স্বামীরা এই রকম আজগুবি জীবই নয়। ওর চেয়ে সে যদি একটা খুনে ডাকাত ইহুদীকেও বিবাহ করত, তাহলেও তার সুখী হবার সম্ভাবনা বেশী থাকত।"

প্রকাশ্যে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে আবার বলে ওঠে—"তাহলে কি এরকম রসিকতাই চলতে থাকবে আজ আদালতে? রায় প্রকাশ হবে না? না যদি হয় তাও বলুন, বাড়ী চলে যাই—ভিনিসের আইনের জয়গান করে।"

পোর্সিয়া তখন অনন্যোপায় হয়েই বলেন—"আদালতে তাহলে এই রায়ই দিচ্ছে যে, ইহুদী শাইলক এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারেন আন্তেনিওর বুকের কাছ থেকে। ভালো কথা শাইলক মহাশয়, একজন ডাক্তার এনে রেখেছেন তো?"

"ডাক্তার?"—শাইলক যেন আকাশ থেকে পড়ে একেবারে। "ডাক্তার আবার কী জন্য?"

পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন—"মাংস কেটে নিলে আন্তেনিওর মৃত্যুও হতে পারে! সেরকম কঠিন অবস্থার সম্মুক্ষীণ হলে ডাক্তারের দ্বারা অনেক উপকারও পাওয়া যেতে পারবে।"

শাইলক কঠিন স্বরে বলে ওঠে—"দলিলে কী এমন কথা কোথাও উল্লেখ আছে যে, অস্ত্রোপাচারের সময় ডাক্তার রাখতে হবে?"

"না, তা নেই! কিন্তু দলিলে যা নেই, তাই অগ্রাহ্য করতে হবে, এমন কি কথা? মানবতার খাতিরে একজন ডাক্তারও আপনার রাখা উচিত।"

"আমি মানবতা-টানবতার ধার ধারিনে মশাই! দলিলে যা নেই, তা চলবে না। এসো হে আন্তেনিও! তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমার মাংস কাটব।"

পোর্সিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন—"তাহলে আর কী? শাইলক মাংস কেটে নিতে পারেন। আন্তেনিওর বুকের কাছ থেকে! আইন বলছে এ কথা! কাজেই আদালতও সেই আদেশই দিতে বাধ্য হচ্ছে।"

সমস্ত জনতা গভীর অনুশোচনায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এ হত্যা! নিছক এক হত্যা! আইনের নাগপাশে সর্বসাধারণের হাত-পা বাঁধা, আন্তেনিওর উদ্ধারের জন্য অঙ্গুলিটিও তোলার অধিকার কারোর নেই। শাইলক ছুরিতে শান দিচ্ছিল, তারই ঘস্ ঘস্ শব্দ শুধু শোনা যেতে লাগল, নিস্তব্ধ প্রাণহীন সভাকক্ষ। অবশেষে শাইলকই কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে—"তাহলে এসো হে আন্তেনিও, প্রস্তুত হও!"

আন্তেনিও ব্যাসানিওকে আলিঙ্গন করেন, তারপর নিজের জামা খুলতে খুলতে ধীরপদে শাইলকের দিকে এগিয়ে যান। শাইলকও সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় ছুরিকা হাতে নিয়ে। ছোরার ওপর আলো ঝকমক করে ওঠে। শাইলকের চোখেও ঝকমক করে ওঠে জিঘাংসার আলো।

এমন সময় পোর্সিয়া হঠাৎ বলে ওঠেন—"দাঁড়াও তো ইহুদী, একটা কথা আছে!"

আবার কথা! শাইলক বিরক্তভরে ফিরে তাকায়। ছোরা তার হাতে অধোত্থিত! চোখে হিংসার আগুন, বুকে তার বাঘের রক্তপিপাসা!

পোর্সিয়া বলে—"দলিলে যা নেই, তা তো চলবে না?"

"কখনোই না!" —বিজয়ীর ন্যায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে শাইলক।

"দলিলে এক পাউণ্ড মাংসের কথা আছে, এক ফোঁটাও রক্তের কথা কোথাও নেই কিন্তু, শাইলক!"—পোর্সিয়া সহজ, স্বাভাবিক সুরেই এই কথাটি বলেন।

একমুহূর্তে, আদালত গৃহ এমন নিস্তব্ধ যেন কক্ষতলে সূচীপতন হলে সে শব্দ ও জনতার কর্ণগোচর হতে বাধ্য। এক মুহূর্ত! কথাটা বোঝার জন্য সমবেত জনগণের সেই একটিমাত্র মুহূর্তেই আবশ্যক ছিল। সেই মুহূর্ত অন্তে অকাশভেদী একটা উল্লাসের ধ্বনিতে গৃহের ছাদ যেন উঁড়ে যেতে চাইল একেবারে। পোর্সিয়ার ছোট মন্তব্যের গুরুত্বে যে কতটা গভীরতা আছে, তা এতক্ষণে বোধগম্য হয়েছে সেই সহস্র নাগরিকদের।

শাইলক কিছুই বুঝে উঠতে পারে না প্রথমে। রক্তের কথা দলিলে নেই? না, তা তো নেই! মাংস কাটলে রক্ত পড়ে জীবন্ত দেহ থেকে, কে না তা জানে? জানে বলেই দলিলে তার উল্লেখ নেই। মরে গেলে মানুষের নিঃশ্বাস পড়ে না, এ স্বাভাবিক কথাটা সবারই জানা।

তাই 'মানুষটা মরে গিয়েছে' বললেই যথেষ্ট, তার নিঃশ্বাস পড়ছে না। একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দলিল! দলিলে যা উল্লেখ নেই, তা যে চলবে না একথাটি শাইলকই প্রচার করেছে একটু আগে। এখন সে যদি নিজেরই পাতা ফাঁদে পা দেয়, তবে দোষ তার ছাড়া আর তো কারো নেই।

শাইলকের মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে থাকে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে বোধ হয়! সে হতভম্বের মতো একবার চারিদিকে তাকায়। তারপর বোকার মতোই একবার জিজ্ঞাসা করে—"দলিলে নেই রক্তের কথা?"

এই তো দলিলেই আছে ! নিজের চোখেই দেখে নাও। এতে লেখা আছে— "শাইলক আন্তেনিওর বুকের কাছ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারবে। রক্তের উল্লেখ মাত্র এতে নেই। সুতরাং তোমার প্রাপ্য এক পাউণ্ড মাংস তুমি এই মুহূর্তেই কেটে নাও। তাতে কেউ বাধা দিতে আসবেনা, বাধা দেবার অধিকার কারোর নেই। তুমি কেবল লক্ষ্য রাখবে যেন রক্ত না পড়ে। এক ফোঁটা রক্ত যদি পড়ে, তাহলে জানতো? খ্রীষ্টানের রক্তপাত করলে ভিনিসের আইনে ইহুদীদের প্রাণদণ্ড অবধারিত।"

সমবেত জনগণ আবার জয়ধ্বনি করে ওঠে। গ্রাসিয়ানো সুযোগ পেয়ে এতক্ষণে বলে ওঠে—"দেখ হে ইহুদী, দেখ! দ্বিতীয় দানিয়েল এসেছেন বিচার করতে!" শাইলক হিসাবী লোক। আন্তেনিওর জীবন-মরণ নিয়ে যে খেলা সে শুরু করেছিল তা যে শেষ হয়ে গেছে, তা বুঝতে বিলম্ব হলো না তার। এই অজাতশত্রু উকিলটাকে মনে মনে সহস্র অভিসম্পাত করতে করতে সে বলে ওঠে—"তাহলে থাক, মাংসের ওপর দাবি-দাওয়া আমি ছেড়েই দিচ্ছি! ব্যাসানিও আমার মূল ঋণের তিনগুণ টাকা দিতে চেয়েছিল, তা পেলে আমি আমার নালিশ তুলে নিতে রাজী আছি।"

"ব্যাসানিও তো তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। ব্যাগ খুলে স্তূপাকার স্বর্ণমুদ্রা টেবিলের ওপর ঢেলে ফেলেন ঝনঝন শব্দে "নাও, শাইলক, নাও! এই যে নয় সহস্র দ্যুকাট! এ তো আমি তোমার জন্য প্রস্তুত রেখেছি!"

শাইলক ছোরা কোমরে গুঁজে সেই রাশীকৃত স্বর্ণমুদ্রার দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছে, এমন সময়ে পোর্সিয়ো তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন—'মামলা যখন আদালতে এসেছে, তখন কীভাবে তার মীমাংসা হবে, সেটা আদালতের নির্ধারণের ওপরই নির্ভর করবে। এখন আর ব্যাসানিও নিজের ইচ্ছায় টাকা দেওয়া বা শাইলকের নিজের ইচ্ছায় টাকা নেওয়া চলতে পারে না। মামলা শুরু হবার আগে শাইলককে বলা হয়েছিল যে, সে তিনগুণ অর্থ নিয়ে মামলা মিটিয়ে ফেলুক। এই হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে পবিত্র

ধর্মাধিকরণে সেই প্রস্তাব সে অগ্রাহ্য করেছিল। মুক্ত কণ্ঠে বলেছিল—দলিলে যে ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ হোক! অন্য কোন ব্যবস্থা আমি মানব না!" বেশ! আমরাও এখন সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করছি। দলিলে যা লেখা আছে সেই অনুসারেই কাজ হোক। তিনমাস মেয়াদের মধ্যে টাকা যখন দিতে পারা যায় নি, তখন আন্তেনিওর এক পাউণ্ড মাংস শাইলকের প্রাপ্য। বেশ সে তার প্রাপ্য মাংস কেটে নিক। কিন্তু মাংস কেটে নিতে গিয়ে যদি এক ফোঁটাও রক্ত পড়ে, কর্তিত মাংস দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে নেবার সময় যদি দেখা যায় যে এক পাউণ্ডের চাইতে এক রতি পরিমাণ বেশি বা কম মাংস কাটা হয়েছে, তাহলে আদালত শাইলককে ছাড়বে না। খ্রীষ্টানের রক্তপাতে ইহুদীদের যে সাজা, মাংস কর্তনেও তাই। ওর প্রাণদণ্ড হবে। তিনগুণ অর্থ, কীজন্য তিনগুণ তাকে দেওয়া হবে? সে যদি দয়া দেখাত তাহলে তিন কেন সে ছয়গুণ অর্থ পাবার ক্ষমতা রাখত। দয়ার প্রার্থনা শুনে সে শুধু হিংস্র কুকুরের মতো দাঁত দেখিয়েছে, আইনও এখন তার মতোই দাঁত দেখাবে তাকে। অর্থ সে কোন মতেই পাবে না।

পাবে এক পাউণ্ড মাংস। সাবধান ইহুদী! সেই এক পাউণ্ড মাংসের সঙ্গে এক ফোঁটা রক্তও যেন না পড়ে, আর মাংসের পরিমাণও যেন এক চুল পরিমাণ বেশী বা কম না হয়। নাও, ছোরা বার করো! কাটো তোমার পাওনা মাংস।"

শাইলক কাতরকণ্ঠে বলে ওঠে—"তিন গুণ থাক গিয়ে। আমি আসলে যে ঋণ দিয়েছিলাম সেই তিনহাজার দ্যুকাট আমায় ফিরিয়ে দাও তোমরা।"

পোর্সিয়া বলে—"তিন হাজার দ্যুকাটও নয়। কারণ, দলিলে সে কথা একবারও লেখা নেই! তিনমাস উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরে অর্থ আর তোমার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য হলো মাংস!"

গ্রাসিয়ানো বলে ওঠে—"ওহে ইহুদী! সত্যই দ্বিতীয় দানিয়েল কী বলো?"

শাইলক গ্রাসিয়ানোর কথায় কোন কর্ণপাত না করে বলে ওঠে—"তবে আর কী? চাই না তোমাদের অর্থ! আমায় ছুটি দাও। আমি বাড়ী চলে যাই।" অন্তরের হিংস্র রোষ প্রকাশের কোন পথ না পেয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের ন্যায় সে শুধু ক্রমহে ফুসছিল। উপায় থাকলে সে এই ধূর্ত খ্রীষ্টানগুলোর সবারই বুকের মাংস কেটে নিত। কিন্তু উপায় নেই। উপায় নেই!

পোর্সিয়ো সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—"বাড়ী? অত চটপটে নয় হে শাইলক! ও সম্বন্ধে দেশের আইনের আরও কিছু বলার থাকতে পারে।"

আইন বলে—যদি কোন বিদেশীলোক ভিনিসে এসে কোন ভিনিসবাসীর জীবনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, তাহলে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজয়োপ্ত হবে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে তাকে।

সম্পত্তির অর্ধেক যাবে রাজকোষে, অর্ধেক পাবে সেই ব্যক্তি—যার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছিল। ঐ অবস্থায় তোমার সম্পত্তির অর্ধেক এখন থেকে আন্তেনিওর হলো, বাকী

অর্ধেক পেলেন মহামান্য ডিউক। তোমার প্রাণদণ্ড হবে কিনা, সে বিষয়ে একমাত্র বিচারক হলেন ডিউক। তাঁর কথার ওপর কোন আপিল নেই।

জনতা আবার জয়ধ্বনি করে ওঠে। আর গ্রাসিয়ানো আবার টিটকিরি দিয়ে বলে—"দেখছ হে ইহুদী, দানিয়েল দেখছ? কী শুভক্ষণেই উপমাটি উচ্চারণ করেছিলে তুমি!"

শাইলক বলে—"আমার সম্পত্তিই যদি তোমরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নাও, তাহলে আমার প্রাণদণ্ড হওয়াই ভালো। অর্থ যার নেই, তার বেঁচে থাকার কোন মানেই নেই। তোমরা আমার মৃত্যুরই ব্যবস্থা কর।"

"ফাঁসির দড়িটা কিনে দেবার পয়সাও তোমার নেই তো! আহা! বেচারী!" সমবেদনা জানায় গ্রাসিয়ানো।

মহামান্য ডিউক এতক্ষণে প্রথম মুখ খুললেন। "খ্রীষ্টানেরা যে ইহুদীর মত ক্রুর আর কঠোর নয়, তারই প্রমাণস্বরূপ তুমি জীবনভিক্ষা করার আগেই আমি তোমায় প্রাণ দান করছি। তবে তোমার ধনৈশ্চর্য বাজেয়াপ্ত করা-না-করা একা আমার ওপর নির্ভর করে না। আইনতঃ ওর অর্ধেকটা অংশ আন্তোনিওর ন্যায্য প্রাপ্য। তিনি যদি দয়া করেন, তবে তুমি দরিদ্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে পার।"

আন্তেনিও বলে ওঠেন—"আমার অংশের সম্পত্তিটা আমি একশর্তে শাইলককে ফিরিযে দিতে পারি। আমি জানি শাইলকের একমাত্র কন্যা জেসিকা এক খ্রীষ্টানের সঙ্গে গোপনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এবং পিতৃরোষের আশঙ্কায় গৃহত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে বেলমণ্ট গ্রামে অবস্থান করছে—আমারই বন্ধু এই ব্যাসানিওর পত্নীর আশ্রয়ে। এখন শাইলক যদি এই মর্মে একটা দলিল সম্পাদন করে দেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উক্ত কন্যা এবং তার স্বামী প্রাপ্ত হবেন, তাহলে আমি সম্পত্তিটা শাইলককে প্রত্যার্পণ করতে প্রস্তুত আছি।"

ডিউক বললেন—"এতো অতি উত্তম কথা। রাজকোষে ঐ সম্পত্তির যে অংশটা বাজেয়াপ্ত হবার কথা, তাও আমি ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি শাইলক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিতে রাজী থাকেন। কেমন শাইলক, আমাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সম্পত্তি রক্ষা করতে তুমি কী ইচ্ছুক?"

"ইচ্ছুক না হয়ে করব কি? ভিক্ষুকের বৃত্তি অবলম্বন করতে তো আর পারব না!" উত্তর দিল শাইলক, অপ্রসন্নভাবেই।

তারপরই সে ডিউককে মিনতি করে বলে—"তাহলে আমাকে এখন আদালত থেকে চলে যেতে আদেশ দিন। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তৈরী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে আমি তৎক্ষণাৎ তা সই করে দেব।"

ডিউক বললেন—"আচ্ছা, তুমি যেতে পার! কিন্তু দলিল সই না করলে তুমি বিপদে পড়বে, তা মনে থাকে যেন। সম্পত্তি তো ফেরত পাবেই না, জীবন-ভিক্ষা দিয়ে আমি যে দয়া প্রকাশ করেছি, তাও প্রত্যাহার করব।"

গ্রাসিয়ানো নিম্নস্বরে বলে ওঠে—"আহা! ইহুদীটির কি এমন সুমতি হবে যে, সই

করতে অস্বীকৃত হবে? তা যদি হয়ও, তাহলে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখে ওকে চক্ষুর তৃপ্তি হবে।"

শাইলক নতমস্তকে প্রস্থান করে। তার এতদিনকার আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। আন্তোনিওর জীবনটা নেওয়াই একমাত্র তার বাসনা ছিল। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতেই চলেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল!

একটা বালক ভুঁই ফুঁড়ে উঠে কী একটা হাস্যকর ওজর উপস্থিত করল। তার প্রতিকুলে কোন যুক্তিই শাইলক দেখাতে পারল না! এরই নাম বোধহয় ভবিতব্য! ভগবান কেন যে এই দুষ্ট খ্রীষ্টানের উপর এত সদয়। যতই কৌশল করে ওদের ফাঁদে জড়ানো যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত একটা না একটা উপায়ে ওরা মুক্তি পেয়ে যাবেই!

এদিকে ডিউকও আদালত ভঙ্গ করে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন। উকিলবেশিনী পোর্সিয়াকে নিকটে আহ্বান করে তিনি তাকে অজস্র প্রশংসায় ভরিয়ে তোলেন। এই নবীন বয়সে আপনি যে প্রত্যুৎপন্নমতি প্রতিভার পরিচয় দিলেন, প্রবীণ বেলারিওর কাছ থেকেও এর চাইতে অধিক আমরা প্রত্যাশাই রাখতে পারতাম না। আপনি উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করুন, আপনার দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাবার আশা রাখে বিপন্ন জনসাধারণ এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আপনি যদি আজ আমার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং আমার সঙ্গে একত্র আহার করেন, তাহলে আমি পরম পরিতুষ্ট হব।

ডিউকের সৌজন্যে পরম অ্যাপায়িত হলেও তাঁর নিমন্ত্রণ পোর্সিয়াকে ভীষণ বিপন্ন করে ফেলে। এখানে রাত্রি যাপন করতে হলে, ব্যাসানিওর আগে বেলমণ্টে পৌছানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অথচ তিনি আগে থেকেই সঙ্কল্প স্থির করে বসে আছেন যে, বেলমণ্ট থেকে তার অনুপস্থিতির কথা ব্যাসানিওকে কিছুতেই জানতে দেওয়া হবে না। তাই অতি বিনীতভাবেই ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি ডিউকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বাধার কথা বললেন --"মহামান্য ডিউকের নিমন্ত্রণ সর্বদাই আমার শিরোধার্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সম্মান গ্রহণে আজ আমি সত্যিই অপারগ। কালবিলম্ব না করে এখনই আমাকে পাদুয়া নগরে ফিরে যেতে হবে। সেখানেও একটা জরুরী মকদ্দমার পরিকল্পনার ভার আমার ওপর রয়েছে।

আপনি তো জানেনই, ব্যবসায়ী লোকেদের সময় অন্য লোকের সম্পত্তি। স্বেচ্ছায় এক মুহূর্ত নষ্ট করার স্বাধীনতা আমাদের প্রায় নেই বললেই চলে।

ডিউক দুঃখিত হলেন। কিন্তু উপায় নেই। নবীন ব্যবহারজীবের ওপর যখন পাদুয়াতে অন্য মকদ্দমা পরিচালনার ভার ন্যস্ত, তখন তাঁকে এখানে ধরে রাখা কোন মতেই সম্ভবপর নয়। তাই তিনি দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে, ভবিষ্যতে উকিল মহাশয় ভিনিসে এলে যেন অতি অবশ্যই ডিউক প্রাসাদে দেখা দেন। তারপর আন্তোনিও ব্যাসানিওকে সম্বোধন করে বলেন "বলে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তবু একবার মনে না করিয়ে পারছি না যে, এই উকিল মহাশয়কে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া আপনাদের

কর্তব্য। অবশ্য যত অর্থই এঁকে প্রদান করুন না কেন, উপকারের তুলনায় তা একান্তই অকিঞ্চিৎকর। কারণ যিনি দান করেছেন আন্তোনিওর জীবন, অর্থ দিয়ে জীবনের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।"

অতঃপর ডিউক সদলে আদালত কক্ষ ত্যাগ করেন। প্রতীক্ষমান জনতাও ধীরে ধীরে অপসৃত হতে শুরু করল। অবশেষে আদালতে তখন শুধু—এদিকে পোর্সিয়া ও নেরিসা এবং অন্যদিকে আন্তোনিও, ব্যাসানিও, গ্রাসিয়ানো এবং তাঁদের বন্ধুগণ। তখন ব্যাসানিও বিনীতকণ্ঠে নবীন উকিলকে নিবেদন করেন—ভদ্র! আপনার ঋণ বন্ধু আন্তোনিও বা আমি কেউই এ জীবনে পরিশোধ করতে পারব না। তবু কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আমাদের একান্ত কর্তব্য—যথাশক্তি আপনার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য প্রদানের চেষ্টা করা।

ইহুদী শাইলককে যে অর্থটা প্রদান করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম, সেই নয় হাজার দ্যু-কাট এখন আমরাই আপনাকে উপহার দিতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।

পোর্সিয়া দাঁতে জিভ কামড়ে বলে ওঠেন—"বলছেন কী মহাশয়! একটা উকিলের পারিশ্রমিক নয় হাজার দ্যুকাট। এই প্রভূত পরিমাণ অর্থ আপনাদের কাছ থেকে গ্রহণ করলে লোকে আমাকে যে ইহুদীর চাইতেও ঘৃণ্য জীব বলে মনে করবে!"

ব্যাসানিও যতই অনুরোধ করেন, ততই পোর্সিয়া হেসে উড়িয়ে দেন অর্থের কথা। অবশেষে আন্তোনিও প্রস্তাব রাখেন "তাহলে আসুন, একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। তিন হাজার দ্যুকাট ছিল আমাদের প্রকৃত ঋণ। ওটা শাইলককে দিলে আমাদের পক্ষে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হতো না। আপনার বুদ্ধিবলে এবং তার নিজের কর্মফলে শাইলক তার ঐ ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখন ঐ তিন হাজার দ্যুকাট তো আপনি স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করতে পারেন! এতে আমাদেরও ন্যায্য ঋণের উপরে এক কানা কড়ি দণ্ড লাগছে না। আপনাকেও লোকে ইহুদীর চাইতে লোভী আখ্যা দিতে পারবে না। কারণ তিন হাজার দ্যুকাট আপনার মত প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারাজীবির পক্ষে মোটেই অতিরিক্ত নয়।"

পোর্সিয়া তবু অর্থ গ্রহণে অ-সামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—"সৎ কাজ করতে পারলে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। আপনাদের উপকার করতে পেরে আমি সেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। যে মুহূর্ত আপনাদের কাছে আমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করব, সেই মুহূর্তেই আমার অন্তরের এই তৃপ্তিটুকু অন্তর্হিত হবে। অথচ তিন হাজার দ্যু-কাটের চাইতে সেই তৃপ্তিটুকুর মূল্য সমধিক বলে আমি জ্ঞান করি। আপনারা দয়া করে আর আমাকে পারিশ্রমিক দিতে চাইবেন না।

ব্যবহারজীবিরা ব্যবসা আরম্ভ করার পূর্বে শপথ "গ্রহণ করে থাকেন যে, তাঁরা সকল অবস্থাতে এবং সকল সময়েই ন্যায়ের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। অর্থ গ্রহণ করলে তাঁদের সেই পবিত্র কর্তব্যের হানি হয়। যাতে আমি

কর্তব্যচ্যুত হই, এমন প্রলোভন আমাকে দেখানো আপনাদের উচিত হবে না।"

এই কথা শ্রবণ করে আন্তোনিও ব্যাসানিওকে নিরুত্তর হতে হলো। অবশেষে আন্তেনিও প্রস্তাব করেন—"অর্থের কথা তাহলে থাকুক, কিন্তু আমরা যে আমরণ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, তাই নিদর্শন স্বরূপ যৎসামান্য কিছু উপহার তো আমরা আপনাকে দিতে পারি। সেই উপহার বা স্মৃতিচিহ্ন গ্রহণ করলে তো আপনি কতর্ব্যচ্যুত বা প্রত্যাহারগ্রস্ত হবেন না!"

পোর্সিয়া মনে মনে হাস্য করে উত্তর করেন—"না, তা হবে না। উপহার বা স্মৃতিচিহ্ন অবশ্যই আমি নিতে পারি। তাই বলে উপহার স্বরূপ লক্ষমুদ্রা দামের একটা জিনিস আপনি যদি দিতে চান, তা আমি কখনোই নেব না। আমার পছন্দ মত দ্রব্য যদি চেয়ে নিয়ে যেতে দেন, তাহলে আমি রাজী আছি।"

আন্তোনিও ও ব্যাসানিও সমস্বরে উত্তর দেন—"বেশ আমরা তাতে রাজী। বলুন, আপনি কী জিনিস নেবেন!"

আন্তোনিও হাতের দিকে নিরীক্ষণ করে পোর্সিয়া বলেন—"বেশ, আপনি আপনার হাতের ঐ দস্তানা জোড়া আমায় দিন। আপনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমি সযত্নে ও দুটি রক্ষা করব।"

পোর্সিয়া এত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য বেছে নেওয়াতে আন্তোনিও রীতিমত ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু উপায় কী? তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের হাতের দস্তানা খুলে পোর্সিয়ার হাতে সমর্পণ করেন। পোর্সিয়া তখন ব্যাসানিওর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

"আপনার কাছ থেকে আর দস্তানা নেব না। দস্তানার নীচে ওটি কি উঁচু হয়ে আছে যেন? আংটি বোধ হয়? ঐ আংটিটিই না হয় দিন! আপনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ওটি আমি অঙ্গুলিতে পরিধান করব।"

ব্যাসানিওর মাথায় বজ্রঘাত হলো। আংটি? অবশেষে ঐ আংটিটিই প্রার্থনা করে বসলেন উকিল? ও যে বিবাহ দিবসে পোর্সিয়ার দেওয়া সেই আংটি! যা বারংবার মাথায় দিব্যি দিয়ে সারাজীবন সযত্নে রক্ষা করতে বলছেন পোর্সিয়া। সেটা তিনি কেমন ভাবে উকিলের হাতে তুলে দেবেন? পোর্সিয়া যখন তাঁর হাতে আংটি দেখতে না পেয়ে জানতে চাইবেন যে, কোথায় গেল আংটিটা? তখন তাঁর কী বলার থাকবে পোর্সিয়াকে?

ব্যাসানিওর সামনে সত্যি এক মহাসঙ্কট। উকিল হাত বাড়িয়ে আছেন আংটির প্রত্যাশায়। ব্যাসানিও দস্তানা খুলে আংটি দেবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না দেখে তিনি তরল পরিহাসের সুরে বলে ওঠেন—"কী মহাশয়! আংটি দেবার কথা শুনেই আপনার বদান্যতা পুরোপুরি উবে গেল একেবারে? দেবেন তো দিয়ে দিন। হাতে সময়ের বড়ই অভাব, এখনও দু-একটা কাজ বাকী। পাদুয়া রওনা হবার পূর্বেই সে সব সমাপ্ত হওয়া চাই।"

ব্যাসানিও তখন জড়িতস্বরে বলেন—"ভদ্র! এ আংটিটা একান্ত তুচ্ছ জিনিস।

আপনার হাতে এমন সামান্য বস্তু তুলে দিতে আমি নিজেই লজ্জিত হচ্ছি। আপনি বরং এর পরিবর্তে কোন মূল্যবান উপহার প্রার্থনা করুন।"

পোর্সিয়া মুখে বিরক্তিকর ভান এনে বলে ওঠে—সামান্য জিনিস?

আন্তোনিওর কাছ থেকে যে দস্তানা আমি গ্রহণ করেছি তার থেকেও সামান্য ঐ আংটিটা?

মূল্যবান উপহারের কোন লোভ যদি সত্যিই থাকত তাহলে আমি আপনাদের প্রস্তাবিত নয় হাজার দ্যুকাট কখনোই উপেক্ষা করতাম কি? বেশী বাক-বিতণ্ডা করার সময় আমার নেই। আপনি উপহার দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। নেবার জন্য আমার তেমন কোন আগ্রহ নেই। দিতে যদি হয় তবে ঐ সামান্য আংটিটা দিন।

ব্যাসানিও একান্ত নিরুপায়। আন্তোনিও পর্যন্ত সবিস্ময়ে ব্যাসানিওর দিকে তাকিয়ে। অঙ্গুরীয় প্রদানে ব্যাসানিওর এই অনিচ্ছা তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য ঠেকছে। অবশেষে তিনি আর চুপ থাকতে না পেরে সত্যি কথাটাই বলে ফেললেন। তিনি বলে ওঠেন— "ভদ্র! অঙ্গুরীয়টা দেবার বিষয়ে আমি বার বার এক প্রকাণ্ড অসুবিধার সম্মুক্ষীণ হচ্ছি। ওটা বিবাহ-দিবসে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া উপহার। আমি তাঁর কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, প্রাণান্তেও ঐ আংটি আমি কখনো হাত ছাড়া করব না। এই সবে সেদিন আমাদের বিবাহ হয়েছে। আপনি বলুন, এরই মধ্যে কী করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব?"

করলে আমি আমার স্ত্রীর চোখে অনেক ছোট হয়ে যাব এবং সেই সঙ্গে অবিশ্বাসীও হয়ে উঠব। আমি আপনাকে অনুনয় করছি—ঐ আংটির পরিবর্তে অন্য কোন হীরা, মুক্তা নির্মিত আংটি আপনি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করুন।

পোর্সিয়া ব্যাসানিওর কথা হেসেই উড়িয়ে দেন। আপনার স্ত্রী যদি সত্যিই সত্যিই পাগল না হন, তবে প্রকৃত ঘটনা শোনার পরেও কখনোই আপনাকে অবিশ্বাসের ভাগীদার বানাবেন না। নতুবা আমার পারিশ্রমিক হিসেবে ওটা প্রদান করার মধ্যেও কোন অসঙ্গত কিছু ফুটে উঠবে না তাঁর চোখে।

আসল কথা হচ্ছে—আপনার আমাকে কিছু দেবার মনোগত বাসনা নেই। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মুখে খুব ওদার্য প্রকাশ করলেও কিন্তু কিছু দান করার সময় এলেই নানা অজুহাতে এরা পিছিয়ে আসে। বেশ, নমস্কার! ভিক্ষুকের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা উচিত তা আপনার থেকেই আমি শিক্ষা পেয়ে গেলাম।

নিদারুণ ক্রোধের অভিনয় করে পোর্সিয়া আদালত গৃহ ত্যাগ করেন। নেরিসা অতিকষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর বদনে তাঁর পাশ্চিদ্বর্তিনী হলো। তখন আন্তোনিও বলেন— "বন্ধু! আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার স্ত্রীর অসন্তোষের ঝক্কি ঘাড়ে নিয়েও আংটিটা এই ভদ্রলোককে দেওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। তোমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই আসল ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারবেন। যে, এটা না দিয়ে তোমার গত্যন্তর ছিল না। আমিও বরং তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা

খুলে বলব, যাতে তোমার ওপর তাঁর অপ্রত্যয় না আসতে পারে কোনমতে। আমার তো মনে হয়, উকিলকে যদি এখন তাঁর প্রার্থিত বস্তুটি না দেওয়া হয়, তাহলে, সমস্ত কথা শোনার পরে তোমার পত্নীই তোমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করবেন। সকল সময়েই অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা নিতে হবে তো!''

আন্তোনিওর কথা শুনে ব্যাসানিও মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। উকিল রাগ করে চলে যাওয়াতেই। তিনি নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল অতিমাত্রায়। এখন বন্ধুর উপদেশ তাঁর অন্তরের দ্বিধা সম্পূর্ণরূপেই লুপ্ত হলো। তিনি আংটিটা হাত থেকে খুলে নিয়ে গ্রাসিয়ানোর হাতে দেন, এবং তাকে বলেন—গ্রাসিয়ানো, তুমি ছুটে যাও বন্ধু! উকিল এখনও বেশীদূর যেতে পারেন নি। তাঁর কাছে আমাদের পূর্বতন অনিচ্ছার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এই আংটিটা তাঁকে উপহার দেবে এবং তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আসতে ভুলবে না আমাদের সঙ্গে নৈশ ভোজের জন্য।

গ্রাসিয়ানো আংটি নিয়ে ছুটে চলল। পোর্সিয়া তাড়াতাড়ি দৃষ্টির আড়ালে যাবার চেষ্টাই করেনি, তিনি নিকটেই ছিলেন। কারণ, ব্যাসানিও আংটি সম্বন্ধে মতের কোন পরিবর্তন হয় কিনা, তা দেখতেই তাঁর সবিশেষ আগ্রহ ছিল। যাই হোক গ্রাসিয়ানোকে দেখে তিনি মুখে এমন ভাব আনলেন যে, তিনি তাকে জীবনে এই প্রথম দেখছেন। বিশেষ শিষ্ট সম্বোধনে তাকে সম্ভাষণ করে বলেন—''ভদ্র! ইহুদী শাইলকের বাড়ীটা আমার দেখিয়ে দিতে পারবেন কি? এটা দলিলে তার সই নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমার।''

গ্রাসিয়ানো বলে—''অবশ্য! অবশ্য! শাইলকের বাড়ী আমি দেখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু তাছাড়াও আমি আপনার কাছে অন্য প্রয়োজনে এসেছি। আমি হচ্ছি আন্তোনিও এবং ব্যাসানিও উভযেরই বন্ধু। আদালতে আমিও উপস্থিত ছিলাম। নিজের দিক থেকে বলতে পারি—আপনার মত এমন চমৎকার উকিল আমি জীবনে দেখিনি। বন্ধু ব্যাসানিওর কাছ থেকে যে অঙ্গুরীয়টি আপনি উপহার হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম—''

বাধা দিয়ে পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—আমার আর ঐ উপহারের কোন প্রয়োজন নেই। আংটি আমার বাড়ীতে কিছু কম নেই। যদি কমও থাকে আমি কিনে নেবার ক্ষমতা রাখি। উনি নিজেই তোষামোদ করেন একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন নেবার জন্য। আর যেই একটা জিনিস চেয়ে বসলাম, অমনি বললেন—''উহুঁ, এটা নয়, এটা ছাড়া অন্য কিছু চান। আশ্চর্য! এরই নাম বোধ হয় কি ভদ্রতা?

গ্রাসিয়ানো তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে অঙ্গুরীয়টি তুলে ধরে পোর্সিয়ার সম্মুখে। না, না, আপনি ভুল বুঝবেন না আমাদের। ব্যাসানিওর নব-পরিণীতা বধূর প্রথম উপহার এই আংটি। সেজন্যই ওটা আপনাকে দিতে এত কাতর হয়ে পড়ছিলেন

কিন্তু সে কথা যাক, আপনার কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আমরা সকলেই ঋণের বাঁধনে বাঁধা পড়েছি। অন্য চিন্তা বিসর্জন দিয়ে আপনার তৃপ্তি সাধন করা একান্তই

কর্তব্য আমাদের। সেজন্যই ব্যাসানিও এই অঙ্গুরীয়টি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি এটা গ্রহণ করে তাঁকে বাধিত করবেন।

পোর্সিয়া দেখেন—তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে। তাই আর বেশী কথার মধ্যে না গিয়ে তাড়াতাড়ি আংটিটা তুলে নেন। গ্রাসিয়ানো তারপর তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন আহারের জন্য। তার উত্তরে তিনি পূর্ববৎ জানান যে, অবিলম্বে পাদুয়ায় গমন করা তাঁর পক্ষে একান্ত আবশ্যক, ভোজনের জন্য তিনি অপেক্ষা করতে পারবেন না।

অতঃপর পোর্সিয়ার অনুরোধক্রমে গ্রাসিয়ানো কেরানীরূপিণী নেরিসাকে শাইলকের বাড়ী দেখবার জন্য নিয়ে চলল। সেখানে গিয়ে দলিলে শাইলকের স্বাক্ষর নেবে নেরিসা।

যেতে যেতে নেরিসা বলে—"আপনার বন্ধু ব্যাসানিওর যেটুকু ভদ্রতা জ্ঞান আছে, আপনার তো সেরকম কিছু থাকা উচিত অবশ্যই ছিল।

আপনিও তো আন্তোনিওর বন্ধুদের মধ্যে একজন। আন্তোনিওর জীবন রক্ষা করেছি আমরা, এর জন্য আপনার কাছ থেকেও কিছু উপহার প্রাপ্য আমাদের।

গ্রাসিয়ানো উত্তরে বলে—"আমার? উচিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই কোন, কিন্তু আমার দেওয়ার মতোই আছেই বা কী? ভদ্রে! আমি যে একেবারেই নিঃস্ব!"

নিঃস্ব? কিন্তু আপনাবও তো হাতে আংটি রয়েছে! ঐ আংটিটা দিয়ে দিলেই আমার পরিশ্রমের যর্থাথ পুরস্কার পেলাম বলে মনে করব আমি।

গ্রাসিয়ানোও ব্যাসানিওর মতো আপত্তি প্রকাশ করল ঐ একই ভাবে। কারণ এ আংটিটা সে পেয়েছে তার স্ত্রী নেরিসার কাছ থেকে। কিন্তু নেরিসার বাক্যবাণের কাছে তার কোন আপত্তিই টিকল না।

অবশেষে গ্রাসিয়ানো দেখল যে, ব্যাসানিও যখন তার স্ত্রীর-আংটিটা বিলিয়ে দিয়েছেন তখন সে দিলেও তার ফল এমন মারাত্মক কিছু হবে না। নেবিসা কলহ শুরু করলে সে অনায়াসেই ব্যাসানিও নজিরের দোহাই দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারবে।

আংটি নিয়ে নেরিসা শাইলকের বাড়ীর মধ্যে অন্তর্ধান করে। কয়েক দণ্ডের মধ্যেই শাইলকের দ্বারা দানপত্র সম্পাদন করিয়ে নিয়ে সে পোর্সিয়ার কাছেই আবার ফিরে আসে। কালবিলম্ব না করে পোর্সিয়া তখনই তাকে নিয়ে বেলমণ্ট অভিমুখে যাত্রা করেন। ব্যাসানিও কালই সেখানে রওনা হবেন আন্তোনিওকে নিয়ে। স্বামীর পূর্বেই তাকে যে করেই হোক বেলমণ্ট পৌঁছতে হবে।

।। ছয় ।।

পরদিন সন্ধ্যার পরেই পোর্সিয়ার প্রাসাদ সম্মুখে আনন্দের মেলা বসে গিয়েছে। উপবনে ঝলমল করছে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, তারই নীচে ঐক্যতান বাদকরা নানা যন্ত্রের স্বর তুলে এক পুলকের পরিবেশ রচনা করেছে। লরেঞ্জা আর জেসিকা বর্তমানে এ

প্রাসাদের গৃহকর্ত্রী। তারা সংবাদ পেয়েছে যে পোর্সিয়া খুব শীঘ্রই মঠ থেকে গৃহে ফিরে আসছেন। তাঁর প্রত্যুদ্গমনের কথা ভেবেই লরেঞ্জো প্রাসাদ সম্মুখে এই গীতবাদ্যের আয়োজন করেছে।

দূর থেকে মধুর ঐক্যতানের ধ্বনি কানে আসছিল পোর্সিয়ার। তিনি এবং নেরিসা উভয়ে পুরুষের পোশাক পরিবর্তন করে আবার নারীবেশ ধারণ করেছেন। তাঁদের দেখেই লরেঞ্জো ও জেসিকা এসে সাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানায়। যথাযোগ্য বান্ধব জনোচিত সম্ভাষণের পরে পোর্সিয়া বলতে শুরু করলেন—দূরে ও নিকটে কোন কোন মঠে ও গীর্জায় তাঁরা আন্তোনিওর কল্যাণ-কামনায় প্রার্থনা জানিয়ে এসেছেন।

এমন সময় ব্যাসানিওর জনৈক ভৃত্য ষ্টিফানো দ্রুতগামী অশ্বারোহণে ভিনিস থেকে এসে পৌঁছায়। সে সংবাদ এনেছে যে, তার প্রভু অচিরেই এসে পড়বেন বন্ধু আন্তোনিওকে সঙ্গে নিয়ে।

দেখতে দেখতে আন্তোনিও এবং গ্রাসিয়ানোকে সঙ্গে করে ব্যাসানিও এসে পুনর্মিলিত হন। আন্তোনিওকে মুক্ত করে আনা সম্ভব হয়েছে জেনে পোর্সিয়া আহ্লাদ প্রকাশ না করে পারলেন না। কিন্তু তাঁর ব্যবহার বা আলাপন এমনই ছিল যে কেউ ঘুণা ্রেও সন্দেহ করতে পারল না যে, আন্তোনিওকে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি দান যে করেছে, তা ঐ কৃতিত্ব পোর্সিয়া ভিন্ন কারো র নয়।

পোর্সিয়া আন্তোনিওকে নিজের প্রাসাদে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করছেন। হঠাৎই নেরিসা আর গ্রাসিয়ানোর মধ্যে এক কলহের চাপা গুঞ্জন কানে এল। তিনি হেসে বলে উঠলেন—"কি ব্যাপার? তোমরা এরই মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিলে নাকি? আরে ছিঃ ছিঃ—এখনও যে তোমাদের বিবাহের পরে ত্রিরাত্রি পার হয়নি।"

নেরিসা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—"এমন ব্যবহার করলে ত্রিরাত্রি কেন, তিন মিনিটও তো শান্তি থাকতে পারে না ঠাকুরাণী! বিবাহের দিন এঁকে আমি একটা অঙ্গুরীয় দিয়েছিলাম। ইনি পবিত্র গীর্জায় দাঁড়িয়ে শপথ করেছিলেন—জীবন থাকতে কখনো এটি অন্য কাউকে দেবেন না। অথচ আজ দেখুন, ওঁর হাতে সে আংটি নেই, অন্য কাউকে তা বিলিয়ে দিয়ে উনি নাচতে নাচতে আমার সম্মুখে এসে হাজির হয়েছেন। এমন নিলর্জ্জতা দেখে পাথরের মূর্তিও চুপ করে থাকতে পারে না।"

পোর্সিয়া গম্ভীর মুখে বলে ওঠেন—"খুব অন্যায় গ্রাসিয়ানো, খুব অন্যায়। তোমার পত্নীর প্রথম উপহার যদি তুমি অন্য কাউকে দিয়ে দাও—"

গ্রাসিয়ানো মরীয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠে—"না, না, ঠাকুরাণী! সে একটা সামান্য কেরাণীমাত্র। যে নবীন উকিল আন্তোনিওর জীবন রক্ষা করে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন—তাঁরই কেরানী একটা বেঁটে ছোকরা। দেখতে এই আমাদের নেরিসার মতোই ছোটখাটো। আর ঐরকমই চোখে মুখে কথা কয়। সে ছোকরা দলিল লেখাপড়া নিয়ে পরিশ্রমও করেছিল খুব। তাই সে যখন ঐ অঙ্গুরীয়টা পুরস্কার চাইল, আমি দ্বিরুক্তি করতে পারলাম না।"

আরও গম্ভীর মুখে পোর্সিয়া বলেন—"উপকার তারা অবশ্যই করেছিল তা অস্বীকার করার কোন উপাই নেই। তার দরুণ অর্থ দিয়ে দিলেই তো হতো! তোমার পত্নীর প্রথম উপহারটা তাকে দিয়ে দেওয়া কখনোও উচিত হয়নি। এই দেখ না! আমিও বিবাহের দিন আমার স্বামীকে একটা অঙ্গুরীয় দিয়েছিলাম। আমার স্বামী তা যে কদাপি কাউকে দেবেন না, এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত।"

আর যাবে কোথায়? গ্রাসিয়ানো নিজের দোষ চাপা দিতে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—"শুনুন ঠাকুরাণী! শুনুন, আপনার স্বামী তাঁর অঙ্গুরীয়টিও ঐ উকিলের হাতে সমর্পণ করেছিলেন বলেই কেরানী ছেলেটা আমার আংটি নেবার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে। আমিও ভেবে দেখলাম—ব্যাসানিও যখন উপহারের আংটি বিলিয়ে দিতে পেরেছেন, তখন আমিও যদি দিয়ে দিই তা এমন কিছু নিশ্চয় মারত্মক অন্যায় হবে না।"

পোর্সিয়া যেন বজ্রঘাতের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যান। ব্যাসানিওর মুখে কোন কথা নেই। অবশেষে পোর্সিয়া যেন অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে প্রশ্ন করে ওঠে— "স্বামী! একথা কি সত্য?" ব্যাসানিও অপরাধীর মতো বিবর্ণ মুখে হাতখানি পোর্সিয়ার সামনে প্রসারিত করে বলেন—"হাতে যখন আংটি নেই দেখতেই পাচ্ছ, তখন তুমিই বিচার করো যে কথাটা সত্য কিনা।"

পোর্সিয়া যেন ঘৃণায় লজ্জায় একেবারে এতটুকু হয়ে যান। "ছিঃ! ছিঃ! এরকম ভাবে বিশ্বস্তা পত্নীর সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতা করতে এতোটুকু বিবেকে বাধল না? দুই বন্ধুর একই দশা-একই পাপে পাপী। বিবাহ হয়ে গেছে, তা আর কোনভাবে ফেরাবার উপায় নেই। ব্যাসানিও পোর্সিয়ার মধ্যে ভালোবাসার অধ্যায়ের সূচনা না হতেই শেষ হয়ে গেছে।"

ঝটিকার বেগে তিরস্কারের পালা চলতে থাকল এভাবেই। ব্যাস ি ও মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে বসেন—কিন্তু বন্যার স্রোতের মুখে তৃণ খণ্ডের মতোই তা যেন কোথায় ভেসে যায়। পোর্সিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্যাসানিও ভিনিসে গিয়ে পোর্সিয়ার এ আংটি দিয়ে এসেছেন। উকিলকে আংটি দেবার বৃত্তান্ত একবারেই অর্থহীন। নিছক কল্পিত কাহিনী মাত্র! এমন উকিল পৃথিবীতে কখনো দেখা যায় না যে ন-হাজার দ্যুকাট প্রত্যাখান করে একটা তুচ্ছ আংটি পুরস্কার স্বরূপ নিয়ে গেল।

উকিলরা যে সাধারণত লোভী হয় এতো সকলের জানা। আর এই উকিল যদি এতোটাই নির্লোভ ছিল, তাহলে তো স্ত্রীর উপহার শোনা মাত্রই সে আংটির ওপর সব দাবি-দাওয়া ত্যাগ করত? নির্লোভ লোকের কি সৌজন্য জ্ঞানহীন হওয়া সম্ভব?

আন্তোনিও এখানে বড়ই বিব্রত বোধ করছিলেন। নববিবাহিত দম্পত্তির মধ্যে এই রকম অশান্তির হেতু যে শুধুমাত্র তিনিই, তা স্মরণ করে একান্তই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন বারংবার। ব্যাসানিওর পক্ষ হয়ে তিনি দু-এক কথা বলতে গিয়েছিলেন কিন্তু পোর্সিয়া তাঁর কোন কথাই কানে তুললেন না। তাঁকে কেবল বলেন—"বন্ধু

আন্তোনিও! ভাববেন না যে, স্বামীর ওপর অবিশ্বাস জন্ম নিয়েছে বলে আপনার ওপর কোনরকম অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করছি আমি। আপনি আমার পরম সম্মানিত অতিথি। আপনার সমাদরের কোন ক্রটি হবে না আমার গৃহে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখানে ইতি। আমার আংটির যে এরূপ অনাদর করেছে, সে আমার প্রণয়ের কী মর্যাদা দেবে?"

আন্তোনিও বলেন—"অনাদর সত্যিই একটু হয়েছে বটে, তা অস্বীকার করছি না। কোন অবস্থাতেই আপনার উপহার হাতছাড়া করা ব্যাসানিওর উচিত হয়নি, এটা আমরা এখন আস্তে আস্তে অনুধাবন করতে পেরেছি। এটা যদি তখন বুঝতেই পারতাম তাহলে এ সঙ্কটের কখনোই মুখোমুখি হতাম না। কিন্তু ভদ্রলোকের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার অন্য কোন উপায় না পেয়েই, এই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি আমরা। এটা আপনি দয়া করে বিশ্বাস করুন।"

পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলেন—"পুরুষকে কোন বিশ্বাস নেই। তবে আপনার কথায় বিশ্বাস না করেও একটা আপোষে আসতে রাজী আছি।"

আন্তোনিও বলেন—"একবার আমি ব্যাসানিওর জন্য আমার জীবন জামিন রেখেছিলাম, এবারে জামিন হিসেবে থাকবে আমার আত্মা। ব্যাসানিও যদি পুনরায় আপনার কাছে অবিশ্বাসী হন, তাহলে অনন্তকালের জন্য আমি নরকস্থ হতে প্রস্তুত আছি।"

পোর্সিয়া মনে মনে একটু প্রসন্ন হলেন। নিজের হাত থেকে একটি অঙ্গুরী খুলে নিয়ে বলেন—"বেশ, তাহলে আপনার খাতিরে, আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি এই দ্বিতীয় একটি আংটি স্বামীকে উপহার দিচ্ছি। এটার ভাগ্য যেন প্রথমটির মতো না হয়ে পড়ে। তবে যদি আবার ঐ একই ঘটনা ঘটে তবে আমাদের আর মুখ দেখাদেখিও থাকবে না।"

ব্যাসানিও আংটিটা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারে না। এ যে সেই প্রথম অঙ্গুরীয়! এই অঙ্গুরীয় তো তিনি গতকল্য ভিনিস নগরে বসে উকিলকে স্বরূপ দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই অবিশ্বাস্য ঘটনা কেমন ভাবে সম্ভব হলো?

—ঠিক সেই সময় কর্ত্রীর দেখাদেখি নেরিসাও গ্রাসিয়নোকে দ্বিতীয় একটি আংটি দিয়েছেন এবং গ্রাসিয়ানোও অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে যে, এই সেই একই আংটি, যেটি সে কালই উপহার দিয়েছিল সেই অপায়া কেরানী ছোকরাকে।

তখন শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন! একটু-আধটু উত্তর। হাসি ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পোর্সিয়াই যে উকিল সেজে ভিনিসে গিয়ে আন্তোনিওর জীবন রক্ষা করেছিলেন। তা বেলারিও পূর্বপত্র দেখেই সংশয়াতীত রূপেই প্রমাণ হয়ে যায়। ব্যাসানিওর আনন্দ আর গর্বের সীমা থাকে না, সত্যি তাঁর এমন স্ত্রী!

এমন সময়ে পোর্সিয়া লরেঞ্জার হাতে শাইলকের দানপত্র প্রদান করেন। শাইলকের

দেহান্তের পর তার অগাধ সম্পত্তির অধিকার পাবেন লরেঞ্জো আর জেসিকাই। লরেঞ্জো গদ্গদ কণ্ঠে বলে ওঠে—''ঠাকুরাণী! আপনি যেখানেই যান না কেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ সব সময়েই সেখানে অবিরল ধারায় বর্ষিত হবে। আপনি ধন্য!''

পোর্সিয়া ঈশ্বরের করুণার আরও একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে সবাইকে বিস্ময়ে মূক করে দিলেন। আন্তোনিওর তিনখানি নিরুদ্দেশ জাহাজ বাণিজ্য-সম্ভারের পূর্ণ হয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে আদ্রিয়াতিক সমুদ্রে এসে পৌঁছেছে। এ সংবাদ তিনি কালই তার ভিনিসস্থ কর্মচারীদের নিকট থেকে জেনে এসেছেন। তারাই খবর দিতে যাচ্ছিল আন্তোনিওকে, কিন্তু পোর্সিয়া তাদের এই বলে নিরস্ত করে যে, আন্তোনিওকে সংবাদটা পোর্সিয়াই নিজ মুখে দিতে চান।

সকলের অন্তর তখন কানায় কানায় আনন্দে পরিপূর্ণ। কেবল গ্রাসিয়ানো বিরস মুখে বলে ওঠে—''সবাই প্রাণ খুলে আনন্দ করছেন, তা করুন, বাধা দিতে চাই না। কিন্তু এই আনন্দের মাঝেও একটা ব্যাপারে দারুণ উৎকণ্ঠিত আমি। নেরিসার এই আংটি নিয়ে কখন যে কী বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ব, তার কী ঠিক আছে?''

সারাজীবন ওটা আমার একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়েই রয়ে গেল

কিং লীয়ার

।। এক ।।

কেণ্ট ও গ্লসেস্টার বসে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিল। কথা বলতে বলতে কেণ্ট হঠাৎ গ্লসেস্টারকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, মহামান্য গ্লসেস্টার, আলবেনির ডিউক আর কর্ণওয়ালের ডিউক, এই দুই জামাইয়ের মধ্যে কে বেশী রাজার প্রিয়, তা কি আপনি অনুমান করতে পারেন?

গ্লসেস্টার ঘাড় নেড়ে বলল—না, হে আমার প্রিয় বন্ধু, এই সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু ভাবা কঠিন, কেননা এই দুজনেই সমান গুণী, কেউ কম বা বেশী না।

হঠাৎ কেণ্ট দেখলেন গ্লসেস্টারের পাশে একজন তরুণ যুবক বসে আছেন। তিনি গ্লসেস্টারকে বললেন—এই তরুণ যুবকটি তো আপনার পুত্র?

গ্লসেস্টার বলল—হ্যাঁ। কিন্তু ওকে আমার ছেলে বলে স্বীকার করতে আমার লজ্জা হয়। একটু দোনোমোনো করে আবার বলল—আমার এই ছেলের আচরণ খুব খারাপ। কিন্তু ওর বড় ভাই আমার খুবপ্রিয়। তারপর তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—শোন এডমণ্ড, ইনি হচ্ছেন কেণ্টের লর্ড, আমার প্রিয় বন্ধু।

এডমণ্ড বলল—আপনি যখন আমার বাবার বন্ধু তখন আপনি আমারও সম্মানের পাত্র। কেণ্ট বলল—আশা করি তোমার উপর আমার স্নেহ ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যাবে।

দুজনের মধ্যে যখন আরও ঘনিষ্ঠ নানারকম আলোচনা চলছিল, সেই সময় সেখানে তিন মেয়ে, জামাই এবং অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে রাজা লীয়ার ঢুকল। আর প্রায় সাথে সাথেই গ্লসেস্টার ও এডমণ্ড রাজার আদেশ পেয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্য চলে গেলেন।

দুজনে উঠে চলে যেতে রাজা লীয়ার সঙ্গে করে আনা তাঁর রাজ্যের সীমানা অঙ্কিত মানচিত্রে উপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর, সমবেত লোকজনের সামনেই তিন মেয়ে এবং দুই জামাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—আমারপ্রিয় দুই জামাই এবং মেয়েরা, আমি মনে মনে ইচ্ছা করেছি আমার বুড়ো-বয়স, রাজ্যের সব চিন্তা ও কর্তব্যের হাত থেকে মুক্ত করে শেষ জীবনটা আনন্দে কাটাবো। তাই আমার

সাম্রাজ্যকে আমি সমান তিনভাগে ভাগ করেছি। ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে যাতে কোন ঝগড়া না হয় সেজন্য এই তিনভাগ আমি আমার তিন কন্যাকে দান করে দিতে চাই এবং এর সাথে সাথেই কর্ডেলিয়ার পাণিপ্রার্থী হিসাবে ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডির রাজকুমারের প্রতীক্ষারও শেষ করতে চাই। কিন্তু তার আগে তোমরা বল কন্যাগণ, তোমাদের মধ্যে কে কতখানি আমাকে ভালবাস?

সবার আগে বড় মেয়ে গণরিল বলল—মানুষের জীবনে অন্ধত্ব, বন্দীত্ব এবং মৃত্যুই হল সব থেকে বড় অভিশাপ। কিন্তু আমার জীবনে যদি আপনার স্নেহ না থাকে তাহলে আমার এই সুন্দর জীবন তার থেকেও ভয়ঙ্কর কষ্টকর বলে আমার মনে হবে। আপনার প্রতি আমার ভালবাসা যে কোনো ছেলেমেয়ের পক্ষে কাম্য।

বৃদ্ধ রাজা এই কথা শুনে খুশী হয়ে গণরিলকে এক বিশাল শস্যশ্যামলা রাজ্য দান করলেন। তারপর মেজ-মেয়ে রিগানকে বলল—বল রিগান, তুমি বল আমায় কতটা ভালবাস?

রিগান বলল—বাবা, আপনার প্রতি আমার ভালবাসার পরিমাপ করা অসাধ্য, আমি সে চেষ্টাও করব না। তবে জেনে রাখুন, মানুষের জীবনে যা কিছু আনন্দ আছে, যদি আপনার স্নেহে আমি বঞ্চিত হই তাহলে সেই সব আনন্দ আমার কাছে বিষের মত লাগবে।

বাবার স্নেহদুর্বল মন এই কথায় খুব সন্তুষ্ট হল। তিনি রিগানকেও এক সুবিশাল সমৃদ্ধশালী অংশ দান করলেন। তারপর খুব আনন্দের সঙ্গে উৎসাহের কণ্ঠে তিনি তার সব থেকে প্রিয় মেয়ে কর্ডেলিয়াকে অনুরোধ করলেন, সে তাঁকে কতটা ভালবাসে তা জানাতে। কর্ডেলিয়া বলল—বাবাকে কন্যা হিসাবে যতটা ভালবাসা উচিৎ আমি আপনাকে ততটাই ভালবাসি। প্রিয় মেয়ের মুখে এই কথা শুনে রাজা লীয়ারের মনে অবিশ্বাস হতে লাগল। তিনি বললেন—এর থেকে বেশী কিছু তুমি আমাকে ভালবাস না, কথাগুলি ভাল করে আর একবার ভেবে দেখ কর্ডেলিয়া। কর্ডেলিয়া দৃঢ় গলায় বলল—বাবা, আমি যা বলেছি ভেবে-চিন্তেই বলেছি। আপনাকে যদি আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তাহলে আমার স্বামী ও অন্যান্যদের প্রতি আমার ভালবাসা কর্তব্য কিছুই থাকে না, আর তাহলে তা হবে অত্যন্ত অন্যায় কাজ। তাই আপনাকে আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারি না।

কর্ডেলিয়ার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে লীয়ার ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন—এই যদি তোমার মনের কথা হয় তাহলে আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ। অসভ্য স্কাইলিয়া রাণীর সঙ্গে যেমন নির্মম আচরণ করেছিল তোমার সঙ্গেও আমার আচরণ তেমন নির্মম হোক। এক্ষুণি তুমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।

প্রভুভক্ত কেণ্ট এর মধ্যে কিছু বলতে যেতেই রাজা লীয়ার চীৎকার করে তাকে থামিয়ে দিল। তারপর জামাইদের বলল—প্রিয় ছেলেরা, তোমরা শেষ তৃতীয় ভাগটাও

সমান ভাগে ভাগ করে নাও। আমি একশ'জন অনুচরবর্গ সঙ্গে নিয়ে তোমাদের দুজনের কাছে পালা করে এক মাস করে থাকব। আমি আমার এই মাথার মুকুট দুই ভাগ করে সব শক্তি ও সম্পদ তোমাদের দান করলাম। শুধু রাজা উপাধিটা আমি রাখলাম। তারপর সভাসদদের দিকে ফিরে বলল—তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন ফ্রান্স এবং বার্গাণ্ডির দুই যুবরাজকে ডেকে আনো।

কেণ্ট বলল—প্রভু, আপনি এই রকম অবিবেচনার কাজ করবেন না। আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনার প্রিয় ছোট মেয়ে আপনাকে খুবই ভালবাসে।

কর্ডেলিয়ার সম্বন্ধে কেণ্ট একথা বলতেই রাজা তরোয়াল তুলে কেণ্টকে মেরে ফেলতে গেলেন। কেণ্ট বলল—প্রভু, মরবার ভয়ে আমি মিথ্যে কথা কিছুতেই বলতে পারব না। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আমি আপনার ভুলের কথা বলে যাব।

লীয়ার এত রেগে গেছেন যে আজকে তিনি কাণ্ডজ্ঞাহীন, তাই তিনি এই পরম বন্ধু কেণ্টকে বললেন—তুমি রাজদ্রোহী ক্রীতদাস দুর্বৃত্ত। তোমার এই উদ্ধত আচরণের জন্য তোমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলাম। আজ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে তুমি এরাজ্য থেকে চলে যাবে, নয়তো তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে বালিকা কর্ডেলিয়াকে আশীর্বাদ করে কেণ্ট রাজসভা থেকে বিদায় নিল।

এমন সময় নেপথ্যে কথাবার্তার আওয়াজ শোনাা গেল। দুই যুবরাজ এবং অনুচরদের নিয়ে গ্লসেস্টার ঢুকল।

তাদের দেখে রাজা লীয়ার বললেন—হে বার্গাণ্ডির যুবরাজ! তুমি আমার ছোট মেয়ের পাণিপ্রার্থীর অন্যতম। নিশ্চয়ই শুনেছ আমি আমার সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ যৌতুক হিসাবে দান করতে আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু বর্তমানে এই প্রতিশ্রুতি অর্থহীন। কেন না এই নারী এখন পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত, এখন ও শুধু ঘৃণিত তুচ্ছ একটি প্রাণী। এখন বল, তুমি কি এই ঘৃণিতা, বঞ্চিতা এবং নিঃস্ব ও অভিশপ্তা মেয়ের পাণিগ্রহণে এখন পূর্বের মতোই আগ্রহী?

সব শুনে বার্গাণ্ডির যুবরাজ কর্ডেলিয়াকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। তখন ফ্রান্সের অধিপতিকে উদ্দেশ্য করে রাজা বলল—এবার আপনি বলুন, প্রিয় ফ্রান্সের যুবরাজ, কর্ডেলিয়: সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

ফ্রান্সের যুবরাজ বলল—আমি এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে, একটু আগেই যিনি পিতার প্রাণস্বরুপ ও একমাত্র আশ্রয় ছিল, সে এই কিছুক্ষণের মধ্যেই কি কারণে বাবার ভালবাসা থেকে তিনি বঞ্চিত হলো।

সে যাই হোক, প্রকৃত ভালবাসা কখনও স্বার্থ দেখে চলে না। কর্ডেলিয়ার প্রতি আমার প্রেম সত্যিকারের প্রেম, এবং তা কত নিবিড় প্রমাণিত করার জন্য কর্ডেলিয়ার

মতো অন্তরে প্রেম-ধন্যা ও সততার পূজারী সকলের অবজ্ঞার পাত্রী নিঃস্ব কিন্তু সুন্দরী কর্ডেলিয়াকেই ফ্রান্সের রাণী ও আমার চিরকালের সঙ্গী হিসাবে সাদরে গ্রহণ করলাম। রাজা বলল—তাহলে তাই হোক। তারপর তিনি কর্ডেলিয়াকে কোন প্রকার আর্শীবাদ না করে রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। (তার পিছন পিছন বাগাণ্ডি, কর্ণওয়াল, আলবেনি, গ্লসেস্টার ও তাঁর অনুচরেরাও বেরিয়ে গেল।)

যাবার সময় কর্ডেলিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমার দুর্ভাগ্য যে বাবা আমাকে ভুল বুঝল। কিন্তু আমার বড় বোনেরা তোমাদের প্রতিশ্রুতির উপর আমার বুড়ো বাবার ভবিষ্যত জীবন নির্ভর করছে। আমার অনুরোধ তোমরা কেউ কর্তব্যপালনে ক্রটি করো না। এই বলেই তিনি ফ্রান্সের যুবরাজের সঙ্গে চলে গেলেন।

ওরা চলে যেতেই গণরিল চুপি চুপি বলল—বোন রিগান, আমাদের পিতা বুড়ো, হয়ে গিয়ে মানসিক দুর্বলতার কারণে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন যে তিনি তাঁর প্রিয়তমা কন্যার প্রতি এমন ব্যবহার করলেন। সত্যি এটা তার অবিবেচক মনেরই পরিচয় দেয়।

রিগান বলল—হ্যাঁ, এবং এটাই তার চিরকালের স্বভাব।

গণরিল বলল—তাহলে তো আরও ভয়ের ব্যাপার। কারণ তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই স্বভাব আরও বেড়ে যাবে এবং তা আমাদের সহ্য করতে হবে। ভবিষ্যতে এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে বরং এসো, আমরা দুজনের মিলে একটা পরামর্শ করি।

রিগান বলল—সে তুমি ঠিকই বলেছো, পরামর্শ খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

—"হে ঈশ্বর। কেন তুমি সমাজের এরকম নিয়ম করেছ যে বংশের বড় ছেলেই সমস্ত অধিকারী হবে? অথচ এই বড় ভাইয়ের চেয়ে বয়সে আমি একবছর কিংবা তার থেকেও কিছু কম—কিন্তু গুণের দিক থেকে অথবা শক্তির দিক দিয়ে আমি কিছুমাত্র কম নয়। তাই আমি কেন বঞ্চিত হব। বেশ, এই যদি তোমার নিয়ম হয় জেনে রাখো—এই বলে এডমণ্ড চুপ করল। তারপর অন্য বড় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বলল—আমিও বুদ্ধি খাটিয়ে তোমার সব সম্পত্তি অধিকার করব। এই চিঠি দিয়ে কৌশলজাল বিস্তার করে পিতার স্নেহকে তোমার দিক থেকে সরিয়ে আনব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।" এডমণ্ড যখন মনে মনে এই রকম একটা মতলব ভাঁজছিল তখন সেখানে প্রবেশ করলেন গ্লসেস্টার।

ঘরে ঢুকে গ্লসেস্টার এডমণ্ডকে বলল—শুনলাম কেণ্টকে নাকি রাজা নির্বাসনদণ্ড দিয়েছেন এবং তিনি নাকি স্বয়ং তার সমস্ত সম্পত্তি ও রাজক্ষমতা দুই জামাইয়ের হাতে ভাগ করে দিয়েছেন, এবং মাসে মাসে তাঁর জন্য সামান্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করেছেন। কি ব্যাপার এডমণ্ড? তুমি মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছ?

—বিশেষ কিছু নয় পিতা, আমার ভাই এডগারের পাঠানো চিঠি পড়ছি।

—বিশেষ যদি গোপনীয় না হয় তাহলে তুমি তা আমাকে দেখে লুকোতে না। কই

দেখি চিঠিটা। এডমণ্ডের হাত থেকে জাল চিঠিটা নিয়ে গ্লসেস্টার পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে গ্লসেস্টারের মুখ রাগে গনগন করতে থাকল। চিঠিতে লেখা ছিল, ''ভাই এডমণ্ড, বৃদ্ধরা তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে আমাদের টাকাপয়সার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আমাদের যৌবন ব্যর্থ করে দেয়। তাই বলছি এসো, আমরা দুজ'ন মিলে আমাদের বুড়ো বাবাকে হত্যা করে তাঁর সব সম্পত্তি সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিই এবং আমাদের জীবনকে সার্থক করে তুলি—ইতি এডগার।''

এডমণ্ড বলল—এডগার আমাকে আগে আলাপ আলোচনার মধ্যে এরকমই একটা ইঙ্গিত দিত বটে, কিন্তু মনে হয় এ চিঠি তার লেখা নয়, কারণ কে জানলা দিয়ে গলিয়ে ঘরে ফেলে গেছে!

গ্লসেস্টার বলল—না, এ চিঠি তারই লেখা। যে এডগারকে আমি সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতাম, সে যে এতবড়ো জঘন্য শয়তান, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। যাও, বর্বরটাকে ধরে আনো।

এডমণ্ড বলল—বাবা, উত্তেজিত হবেন না। আগে আপনি আড়াল থেকে নিজের কানে শুনুন, তবে তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। নয়তো তাঁর প্রতি এ আপনার ঘোরতর অন্যায় করা হবে।

গ্লসেস্টার বলল—বেশ সেই ব্যবস্থা করো। তারপর তার মনের আসল ইচ্ছেটা জানা গেলে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল খুঁজে তুমি সেই শয়তানটাকে বার করো। পৃথিবীটা পাপে ভরে গেছে, তাই মধুর স্নেহের সম্পর্ক একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, প্রেমের ক্ষেত্রে, প্রীতির ক্ষেত্রে, শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে তাই আজ এত ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, শঠতা ও প্রতরণা। বাবার বিরুদ্ধে ছেলে, ছেলের বিরূদ্ধে বাবার বিদ্রোহ ঘোরতর। যে ভবিষ্যৎবাণী আগে করা হয়েছিল, আজ তা অক্ষরে অক্ষরে মিলল। সততার কোন দাম নেই। কিন্তু এডমণ্ড. আমি বলছি তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। ভালমতন খুঁজে পেতে সেই শয়তানটাকে বের করো, আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো। যাও। বেশির ভাগ মানুষ নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর অন্যায়কৃত দুর্ভাগ্যের কবলে পড়লে নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য নিজেদের ভাগ্যকে দোষারোপ করো। কিন্তু আসলে মানুষ যে চোর, জুয়াড়ী, মাতাল, মিথ্যাবাদী হয়ে ওঠে, তার জন্য দায়ী সে নিজে। আরে এখানে এডগার আসছে যে। এডমণ্ড দেখে অবাক হলো।

এডগার বলল—কি হলো, এত গম্ভীর কেন এডমণ্ড?

এডমণ্ড মুখে নিরীহের ভান করে বলল—আমি ভাবছি সেইসব অশুভ ভবিষ্যৎবাণীর কথা, যা লিখেছে বাবা-ছেলের সম্পর্ক ছেদ, মৃত্যু এছাড়া আরও কত কি? যাক গে সে সব কথা। আচ্ছা বলতো, বাবার সঙ্গে তোমার কবে দেখা হয়েছে? বিদায়কালে তোমার আচরণের মধ্যে কি কিছু অসন্তোষ মেশানো ছিল? আমি একথা জানতে চাইছি কারণ, তিনি বর্তমানে তোমার উপর ভীষণ রেগে রয়েছেন, এর কারণ কি?

এডমণ্ডের মুখে একথা শুনে প্রথমে এডগার খুব অবাক হলো। তারপর বলল—কে আমার এমন ক্ষতি করেছে? গতকাল রাত্রেই তার সঙ্গে আমি দুঘণ্টা ধরে কথা বলেছি, কই কোন রাগের চিহ্নও তো মুখে দেখি নি!

এডমণ্ড বলল—তুমি এতে কিছু ভয় পেয়ো না। বাবা যতক্ষণ না শান্ত হয়, ততক্ষণ তুমি আমার ঘরে বিশ্রাম করো। তারপর আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। আমার আসার আগে যদি তোমার বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়, তুমি অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে তবেই বেরিও। আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি। কিন্তু তুমি আর দেরি করো না, আমার ঘরের চাবি নাও এবং শীঘ্রই এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও।

এডগার মায়াজালে আটকে পড়লো। তিনি চলে গেলে এডমণ্ড মনে মনে খুব খুশী হয়ে বলতে লাগল—হায় নির্বোধ, সরল এডগার! যেহেতু আমার বুদ্ধির জোরে তোমার এই সততার সুযোগ নিয়েই আমাকে তোমার সম্পত্তি গ্রাস করতে হচ্ছে, সেইহেতু তোমার এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তুমি সত্যি সত্যি ঈশ্বরের করুণার পাত্র।

গণরিল দুঃখিত স্বরে বলল—একথা কি সত্য অসওয়াল্ড? যে আমার বাবার বিদূষককে অপমানের কারণে আমার অনুচরকে আমার বাবা মেরেছেন? অসওয়াল ঘাড় নাড়ল। তখন গণরিল বলল—উঃ অসহ্য হয়ে উঠেছে বাবার এই নিত্য নতুন অত্যাচার। তাঁর নাইটেরাও বর্বর, অসভ্য। অসওয়াল্ড তুমি এবং অন্যান্য অনুচরেরা এবার থেকে তাঁর প্রতি সবার সামনেই এমনভাবে ভাবভঙ্গী করবে যাতে তিনি রেগে গিয়ে বোনের বাড়ি চলে গিয়ে আমাদের নিষ্কৃতি দেন। আমিও অসুস্থতার ভান করে তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলব না। চিঠি দিয়ে আমার বোনকেও শিখিয়ে দেব তাঁর সঙ্গে আমার মতোই ব্যবহার করতে। সব বিষয়ে তাঁর এই অকারণ তিরস্কার আর সহ্য হয় না। বুড়ো রাজার এইরকম বাচ্চাদের মতো ব্যবহার ঠিক করবার জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাও প্রয়োজন। ঐ দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাঁর আগমনসূচক বাদ্যধ্বনি। শীঘ্র যাও, এবং আমার আদেশ অনুসারে তোমাদের ব্যবহার ভাল বা খারাপ করবে।

আমার এই ছদ্মবেশ যদি নিখুঁত হয় তবে আমার উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হবে। এবং এও প্রমাণিত হবে যে একদা নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কেণ্টের ওপর। কে তুমি? তোমার পেশা কি?

কেণ্ট বলল—মহাশয় আমার পোশাকই আমার কর্মক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। আমি একজন সাধারণ দরিদ্র লোক, তবে কখনও বিশ্বাসের অমর্যাদা করি না, সৎ এবং জ্ঞানী লোক আমি পছন্দ করি। আজে-বাজে কারণে যুদ্ধ করি না। মদ খাই না।

রাজার মন করুণায় ভরে গেল। তিনি বললেন—সত্যিই তুমি খুব গরীব। কিন্তু কি চাও তুমি আমার কাছে?

—"আপনার মুখের প্রভুত্বের দীপ্তি আমাকে স্বেচ্ছায় আপনার অধীনে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করছে। প্রভু, আমাকে আপনার অধীনে একটা চাকরি দিন।"

—"কি কাজ করতে পারবে?"

—"প্রয়োজনীয় কথার গোপনীয়তা রক্ষা করতে, তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়তে কিংবা সাধারণ মানুষের অন্যান্য সব গুণগুলিরই আমি অধিকারী। তবে আমি খুব স্পষ্টবাদী এবং কঠোর পরিশ্রমে কখনোই ভীত হই না। এবং আমার বর্তমান বয়সও আমাকে সহজে দুর্বল করতে পারবে না।"

—"বেশ, আমার ভৃত্য হিসাবে তোমাকে মনোনীত করলাম।"

একথা বলে রজা অসওয়াল্ডকে ডেকে তাকে বলল, গণরিলকে ডাকতে। এমন সময় জনৈক নাইট জানাল যে, লীয়ারের মেয়ে অসুস্থ। লীয়ার বলল—সে আসবে না। নাইট বলল—প্রভু, আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার মেয়ে-জামাই আর তাদের লোকজনেরা আর আপনাকে আগের মতো শ্রদ্ধা করে না। আপনি এখন এদের কাছে বোঝা মাত্র।

লীয়ার বলল—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। আমিও লক্ষ্য করেছি যে, ওদের কর্তব্যবোধের ত্রুটি হচ্ছে কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওটা বোধহয় আমার মনের ভুল। ভবিষ্যতে আমার দৃষ্টিটাকে এ বিষয়ে আরও তীক্ষ্ণ রাখব। কিন্তু আমার বিদূষক কোথায়?

—"মহারাজ, কর্ডেলিয়ার দুঃখে তিনি খুব দুঃখিত। তাই এ দুদিন আসেন নি।"

—থাক্ থাক্ আমি জানি। আমি এখন আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলব বলে মনস্থ করেছি। যাও তুমি, গিয়ে তাকে ডেকে আন।

এমনি সময়ে অসওয়াল্ডকে ঢুকতে দেখে রাজা বললেন—তুমি জান, আমি কে?

—জানি। আমার প্রভু পত্নীর পিতা।

—কি? আমার আলাদা কোন পরিচয় নেই, এটাই আমার বর্তমান পরিচয়। এছাড়া তুমি আমার ওপর চোখ তুলে কথা বলছ। আমি এর জন্য তোমায় শাস্তি দেব।

রাজা তাকে মারতে শুরু করলেন। কেন্ট তখন বলল—এ মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও নির্বোধ। তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে? কার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয় তুমি জান না?

গলা ধাক্কা দিয়ে কেন্ট অসওয়াল্ডকে বের করে দিল। কেন্টের এই আচরণে রাজা খুব খুশী হয়ে তাকে উপহার দিলেন।

এমন সময়ে বিদূষক প্রবেশ করতে রাজা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছ বিদূষক?

কেন্টের দিকে তাকিয়ে বিদূষক বলল—স্যার আপনি আমার টুপিটা নিন। কেন না আপনি যাঁর অধীনে চাকরি করেন তিনি স্বয়ং তাঁর দুই মেয়েকে নির্বাসিত করেছেন অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আশীর্বাদ করেছেন তৃতীয় মেয়েটিকে। ভগবান যদি আমায় দুই মেয়ে আর দুইটি টুপি দেন—

তার কথা শেষ না হতেই লীয়ার বলল—কেন?

—কেননা, তাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে দেবার পরেও আমার নিজের জন্য

একটা টুপি অন্তত রেখে দিতাম। আপনাকে এখন আপনার অন্য মেয়ের উপর নির্ভর করতে হবে।

লীয়ার রেগে গিয়ে বলল—তোমাকে কিন্তু এর জন্য শাস্তি পেতে হবে।

—মহারাজ, যে নির্বোধ সত্যকে ভয় পেয়ে এড়িয়ে যায় সে মিথ্যাকেই আরো প্রশ্রয় দেয়। শুনুন মহাশয়! বুদ্ধিমান লোক তার সঞ্চয়ের পরিমাণ কাউকে জানায় না, কম কথা বলে এবং ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশী করে। পায়ে হেঁটে পথ অতিক্রম না করে ঘোড়ায় চড়ে এবং কোন কিছুতেই থেমে থাকে না এবং বাজি রাখে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে।

—"এখানে এই কথার কোন মানে হয় না। তোমার কথাগুলি খুব কঠিন।

—মহাশয়, যে লোকটি আপনাকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করার উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁকে ডাকুন, অথবা সে জায়গায় আপনি দাঁড়ান তাহলে তিক্ত ভাঁড় এবং মিষ্ট ভাঁড়ের কথার পার্থক্য আপনি বুঝতে পারবেন।

কেণ্ট ভাঁড়ের বুদ্ধি দেখে বলল—তুমি মোটেই বোকা নও।

ভাঁড় বলল—মোটেই না, কারণ বোকা হলে আমার চলে না। এই পৃথিবীতে কেউই পুরোপুরি বোকা না। তারপর রাজার উদ্দেশ্যে বিদূষক বলতে লাগল—কিন্তু আপনি বোকামি করে আপনার সম্পদ ও শক্তিকে দুই ভাগ করে দিয়েছেন। এরপর ভাঁড় একটি গান গেয়ে এর সারমর্মটা বোঝাতে লাগল।

লীয়ার বলল—তুমি কবে কোথায় গান গাইতে শিখেছ?

ভাঁড় বলল—যখন থেকে আপনি আপনার কন্যাদের সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব হয়েছেন।

—মিথ্যাবাদী, আমি তোমায় চাবুক মারব।

ভাঁড় বলল—আপনার মেয়েরা সত্যি কথা বলবার জন্য চাবুক মারে আর আপনি মারেন মিথ্যা কথা বলার জন্য, আপনাদের মধ্যে আশ্চর্য মিল। ঐ যে আপনার বুদ্ধির দুর্ভাগ্যের একভাগ আসছেন। গণরিলকে ঢুকতে দেখে রাজা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল—গণরিল, আজকাল প্রায়ই দেখি তোমার মুখমণ্ডল গম্ভীর। এর কারণ কি?

বিদূষক লীয়ারকে বলল—উনি হচ্ছেন মটর ডালের ভুঁষি। কোন পদার্থই অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে।

গণরিল রাগতস্বরে বলল—আপনার প্রশ্রয় পেয়ে এই বিদূষক এমনকি আপনার অনুচরেরাও আমার সঙ্গে সর্বদা কলহ করার সাহস পায় এবং তাদের আচরণ অভদ্র হয়ে ওঠে। আপনার একটু আগেকার ব্যবহারে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি এই ভেবে যে আপনার সমর্থন পেয়ে ওরা এত বেড়ে উঠেছে। তাই আমার মনে হয় এর একটা বিহিত করার প্রয়োজন। যদিও এখন বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে তবুও অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এরজন্য আপনার যথোচিত শাস্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। এতে অন্যায়ের হাত থেকে হয়তো রক্ষা পাওয়া যাবে।

বিদূষক বলল—ঠিক যেমন করে কোকিলছানা তার পালকপিতা কাকের প্রাণনাশ করে। তাই নয় কি?

রাজা খুব দুঃখ পেলেন। তিনি বললেন—আমি কে তুমি কি তা ভুলে গেছ?

গণরিল তেমনি উদ্ধত স্বরে বলল—বাবা, আপনার আগের জ্ঞানবুদ্ধি বর্তমানে হারিয়ে গেছে।

লীয়ার বলল—আমি কি পাগল হয়ে গেছি? আমি কি আগেকার সেই রাজা লীয়ার নই? তাহলে আমি এমন করে বলছি কেন? হাঁটার ধরণ এমন পাল্টে গেছে কেন? আগের সেই দৃষ্টিশক্তি আজ কোথায়? হায়, আমার ও বিচারশক্তি আজ স্নেহে দুর্বল। আমি কে?

বিদূষক বলল—লীয়ারের ছায়া।

লীয়ার বলল—কিন্তু লোকে যে আমায় বলছে আমি সেই তিন কন্যার বাবা বৃটিশের রাজা লীয়ার তুমি কি গণরিল?

গণরিল বলল—আপনার এই ভ্রান্তিজনিত মানসিক দুর্বলতার কারণ আপনার বার্ধক্য। আপনি বৃদ্ধ ও সম্মানিত; কিন্তু আপনার সেই পরিমাণে বোঝা উচিত আপনার বর্বর অসভ্য আচরণকারী একশ'জন নাইটের ব্যবহার অত্যন্ত অশোভন। তারা সবসময় মদ খেয়ে থাকে এবং নানারকম কাজে লিপ্ত থাকে এই জন্য গোটা রাজসভা একটি বিলাসকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেজন্য এই বাধাবিঘ্নকারীদের অপমান করা আমাদের এক্ষুণি উচিত। বাবা আমার কথা শুনুন, আপনি আপনার বয়সের অনুপাতে সঙ্গী ও উপযুক্ত অনুচর রেখে বাকীদের তাড়িয়ে দিন। আর আপনি যদি এ কাজ না করেন তাহলে আমাকেই এ কাজ করতে হবে।

লীয়ার খুব অপমানিত বোধ করলেন। এত বড়ো অপমানের আঘাতে তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন—অকৃতজ্ঞ মেয়ে, এই মুহূর্তে আমি তোমার প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। মনে রেখো আমার আরও সন্তান আছে।

গণরিল বলল—আপনার অনুচরেরা আমার লোকজনের উপর নিন্দাজনক আচরণ করেছে।

এমন সময় আলবেনিক প্রবেশ করতে দেখেও রাজা থামলেন না। তিনি সজোরে প্রতিবাদ করলেন। তুমি শুধু "লোভী নয় গণরিল তুমি মিথ্যাবাদী। আমার দলের লোকেরা সবাই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। এমন আচরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।" এরপর অনুতাপে কষ্ট পেয়ে রাজা নিজের মাথায় নিজেই হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগলেন—হায়! হায়! কর্ডেলিয়ার চরিত্রের যে দোষ আমার সমস্ত বিবেকবুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়, তার প্রতি ঘৃণা ও তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে নির্বুদ্ধিতা প্রবেশ করে আমাকে বিষাক্ত করে তোলে। হায়! হায়! রাজা লীয়ার আজ সেই অনুভূতিকে ধিক্কার জানাচ্ছে।

আলবেনি বলল—রাজা লীয়ার, আপনি অকারণে উত্তেজিত হবেন না! দয়া করে

শান্ত হোন। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

লীয়ার বলল—তা হবে কিন্তু আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি গণরিল, সন্তান দানের গৌরব ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে তোমার এই হীন কদর্য নোংরা দেহ। আর যদিও সন্তান জন্মায়, সে যেন হয় অদ্ভুত মতো! তার জন্য দুশ্চিন্তা করতে করতে তোমার এই সুন্দর মুখ বিশ্রী হয়ে যাবে এবং চোখের জল কখনও শুকাবে না। বিষাক্ত সাপের দাঁতের মতোই সে সন্তান হবে তোমার পক্ষে তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক। আমি চলে যাচ্ছি, কারণ যেতে আমাকে হবেই।

লীয়ার চলে যেতেই আলবেনি বলল—এর মানে কি গণরিল?

রাগে আগুন হয়ে গণরিল বলল—এটা তার বুড়ো বয়সের হঠকারিতা, তা জেনে রাখো।

লীয়ার আবার ফিরে আসল, তারপর গণরিলের মুখোমুখি দঁড়িয়ে বলল—তোমার এত বড় সাহস যে তুমি আমার বিনা অনুমতিতেই পঞ্চাশ জন অনুচরকে এক সপ্তাহের মধ্যে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করবার অনুমতি দিয়েছ? ছিঃ! গণরিল বাবাকে অপমান করে তাঁর বুড়ো দুই চোখ থেকে অশ্রুপাত ঝরার প্রবৃত্তি দেখে আমি মনে মনে বড় কষ্ট যত না পেয়েছি তার থেকেও বেশি লজ্জা পেয়েছি। কিন্তু জেনে রাখো, আমার আর এক দয়াময়ী এবং মমতাময়ী কন্যা আছে, সে এর উপযুক্ত শাস্তি তোমাকে দেবে। আমার অভিশাপে তোমার সারা মন অনুশোচনায় দগ্ধ হবে।

রাজা লীয়ার চলে গেলে.। তাঁর পিছন পিছন কেণ্ট ও অন্যান্য অনুচরাও চলে গেল।

গণরিল তার স্বামী আলবেনিকে বলল—দেখলে, উনি কি রকম ব্যবহার করলেন?

কিন্তু সৎ আলবেনি বলল—তোমার উপর আমার অকৃত্রিম ভালোবাসাই আমাকে বলতে বাধ্য করেছে যে কাজটা তোমার মোটেই উপযুক্ত হয়নি।

—"তুমি চুপ কর।" তারপর বিদূষককে, বলল গণরিল নির্বোধ, শয়তান, তুমিও পিতার সঙ্গে দূর হয়ে যাও। একটু থামলো "একশো জন অস্ত্রসজ্জিত নাইটদের শক্তিবলে তার বার্ধক্যজনিত ত্রুটিপূর্ণ আচরণ দিন দিন আরও প্রশ্রয় পেয়েছে। আর এই ধরনের অত্যাচার দীর্ঘদিন সহ্য করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

—"তোমার ভয় নিতান্তই অমূলক।"

—"হয় হোক। ভয় মুক্ত হবার জীবন সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সচেতন হবার প্রয়োজন। কেননা, ভবিষ্যতে সেখান থেকেই বীরবংশের বীজ উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু আমার বোন যদি একশ'জন নাইটসহ তাঁকে আশ্রয় দেয় তবে—এই যে অসওয়াল্ড সেই চিঠি লিখেছ?

—"হ্যাঁ।"

—"তবে এখনি ঘোড়ায় চেপে সেই চিঠি নিয়ে তার কাছে চলে যাও এবং কিছু অতিরিক্ত কারণ দেখিয়ে আমার যুক্তিগুলোকে বলিষ্ঠ করে তাকেও ভীত করে তুলো।

কেমন? যাও এবার। অসওয়াল্ড চলে যেতে আলবেনিকে উদ্দেশ্য করে গণরিল বলল, তুমি যত না দুর্বল তার থেকে বেশী নির্বোধ।

স্ত্রীর এই ধরনের কথার উত্তরে আলবেনি বলল—জানো তো মানুষ অনেক সময় বেশী লোকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে প্রাপ্তবস্তু থেকেও বঞ্চিত হয়! তাহলে কি তুমি বলতে চাও আমি কিছুই বলতে চাই না, ভবিষ্যতেই তার প্রমাণ করবে।

লীয়ার কেন্টের হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন—তাড়াতাড়ি এই চিঠিগুলো গ্লসেস্টারের হাতে পৌঁছে দাও এবং মনে রেখো এই চিঠিতে যা লেখা আছে আর কন্যা যা জানতে চায় কেবলমাত্র তার উত্তর দেবে, বেশী কিছু বলবে না। তাড়াতাড়ি যাও নাহলে তোমার আগেই আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব।

—তাই হবে প্রভু। আপনার আদেশ পালনের পূর্বে মনকে অন্যদিকে পরিচালিত করব না।

বিদূষক বলল—মহারাজ আমাকে সত্য করে বলার জন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনার কন্যার কন্যার ভাবী আচরণ আমার অজানা নয়।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রাজা বলল—বল দেখি, কি বলতে পার?

—তাঁর আচরণটা তাঁর উপযুক্ত দিদির মতোই হবে। মানুষ যেমন করে সহজ পথে না গিয়ে ঘুর পথে গিয়ে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে তেমনি মানুষের এক চোখ যাতে অপর চোখকে দেখতে না পায় ঈশ্বর তাই নাসিকা সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবধান করে দিয়েছেন।

—আমি জানি, কর্ডেলিয়ার প্রতি আমার আচরণ ভাল হয়নি।

—শামুকেরাও যাতে আশ্রয়হীন না হয়ে পড়ে সেজন্য তাদের মাথা গোঁজবার জন্যও একটা খোলা তৈরী আছে।

—আমাকে আর ওকথা মনে করিয়ে দিয়ো না। আমি জোর করে সব কেড়ে নেব।

—বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বুদ্ধি হওয়া উচিত ছিল আপনার।

—"তোমরা আমাকে পাগল করে দিয়ো না, দয়া করো আমায়। হে ঈশ্বর, আমার বিবেক বুদ্ধিকে চঞ্চল করে তুলো না! না, না আমি উন্মাদ হবো না। কখনই না।"

।। দুই ।।

এডমণ্ড বলল—সুপ্রভাত কিউরান।

—সুপ্রভাত এডমণ্ড। এইমাত্র আপনার বাবার কাছ থেকে আসছি। তাঁকে ডিউক অফ কর্ণওয়াল ও রিগানের আগমন সম্বন্ধে আগে থাকতেই সতর্ক করে দিয়েছি। হ্যাঁ, ভাল কথা। একটা কথা কি আপনি শুনেছেন?

—কি কথা কিউরান?

—কর্ণওয়াল ও আলবেনির মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে। উভয়েই যুদ্ধের আয়োজন

করেছেন গোপনে।

—উঁহু, শুনিনি তো!

—আচ্ছা আমি চলি স্যার।

—"আচ্ছা বিদায়।" কিউরান চলে গেলে এডমণ্ড মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, তাহলে তো ভালই হয়েছে ডিউক আসছেন। এবার তাহলে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আমার পূর্ব পরিকল্পনার মত কাজটা শেষ করে ফেলি। গলাটা একটু উঁচুতে তুলে তিনি ভাইকে ডাকলেন, "নেমে এস, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। তাড়াতাড়ি এদিকে এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পালাও। তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ তা পিতা জানতে পেরেছেন। আমি শুনতে পাচ্ছি পিতার পায়ের শব্দ; তুমি তরোয়াল বার করে আত্মরক্ষার ভান কর। কে আছো আলো আন, যাও যাও এবার তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও।" এডগার চলে গেলে এডমণ্ড নিজের চক্রান্তকে আরও যুক্তিপূর্ণ করে তোলার জন্য নিজেই নিজেকে আঘাত করল। তারপর রক্তাক্ত হাত দিয়ে চীৎকার করতে লাগল "কে আছ, আমাকে বাঁচাও। বাবা তুমি কোথায়?"

গ্লসেস্টার ব্যগ্রকণ্ঠে বলল—কি হলো এডমণ্ড, তোমার হাতে এত রক্ত কেন?

—এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আপন মনে কি সব বলছিল পিতা। আপনি আসতেই সে এই পথ দিয়ে পালিয়ে গেল।

—শয়তানটা কোথায় পালাবে, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তোমরা খোঁজ কর। অনুচররা খুঁজতে চলে গেলে বললেন—কেন সে এসেছিল তোমার কাছে?

এডমণ্ড বলল—আপনাকে হত্যা করবার জন্য আমাকে উপদেশ দিতে এসেছিল। কিন্তু আমি পিতৃদ্রোহী হবার ঘোরতর অন্যায় কর্মকে মন থেকে কিছুতেই সায় দিলাম না। আমি কোনমতেই এই জঘন্য কাজে ব্রতী হচ্ছি না দেখে সে আমায় অস্ত্রহীন দেখেও তরবারির সাহায্যে আঘাত করে। তাও আমি যখন তার অসৎ উদ্দেশ্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করেছি এবং প্রতি আক্রমণে উদ্যত হয়ে সাহায্যের জন্য ভীত হয়ে চীৎকার করছি তখন সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

পিতার স্নেহশীল হৃদয় এডমণ্ডের ধূর্তামি বুঝতে পারল না, উপরন্তু তার প্রতি করুণায় বিগলিত হলে তিনি বললেন—আমার প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে আমি সমস্ত রাজ্য জুড়ে ঘোষণা করে দেব এই কথা, যে তাকে ধরে এনে দেবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে, নতুবা তার আশ্রয়কারীর প্রাণদণ্ড হবে।

এডগারের প্রতি পিতার বিশ্বাসকে আরও ঘনীভূত করে তোলার জন্য এডমণ্ড বলল—পিতা সে যাবার সময় আমাকে এই ভয় দেখিয়ে গেছে যে, যদি আমি তার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিই তবে সে বলবে যে তার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারণ নাকি আমি। আমার প্ররোচনাতেই সে পিতার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করার ষড়যন্ত্র করছে। তার মৃত্যু হলে আমার সম্পত্তিলাভের উপায় সহজ হবে বলে নাকি এবার তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি।

—তোমার কিছু ভয় নেই। ওর হাতের লেখাই ওর ষড়যন্ত্রকে প্রমাণ করবে। ঐ শোন বাদ্যধ্বনি মাননীয় ডিউকের আগমন সূচিত করছে। ওই শয়তান যাতে আমার রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য সমস্ত নগর ও বন্দরের দ্বার বন্ধ করে দেব আমি এবং পথে-ঘাটে সর্বত্র তার ছবি ছাপিয়ে দেব। তুমি আজ আমার সন্তানের উপযুক্ত কাজ করেছ। ওকে আমার সন্তান বলে আমি স্বীকার করব না। তুমিই আমার সন্তান, তোমাকেই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করে যাব।

এমন সময় কর্ণওয়াল প্রবশে করে গ্লসেস্টারকে বলল—কি খবর বন্ধু, এখানে এসে একটা আশ্চর্য খবর শুনলাম।

—একথা যদি সত্যি হয় তাহলে অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। রিগান বলল—আচ্ছা এর নাম কি বাবার ইচ্ছানুসারে রাখা হয়েছিল।

—ম্যাডাম, আমার বুক দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা, তিনি কি পিতার উচ্ছৃঙ্খল নাইটগণের মধ্যে একজন।

—"হ্যাঁ ম্যাডাম, ও ছিল ওদেরই দলের একজন।" এডমণ্ড জানাল।

—এবার বুঝতে পারছি। এই উচ্ছৃঙ্খল নাইটরাই তাকে প্ররোচিত করেছে বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করতে। তাহলে এডগারের সঙ্গে তারাও সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। এদের সম্বন্ধেই আজ সন্ধ্যায় এক চিঠিতে আমার দিদির সাবধানবাণী আমি পাঠ করেছি। সে বলেছে তারা আসার আগেই আমি যেন এই গৃহ ত্যাগ করে কোথাও চলে যাই।

কর্ণওয়াল বলল—ঠিক কথাই বলেছ প্রিয়তমা। এডমণ্ড তোমার কর্তব্যবোধ যথার্থই পুত্রবৎ আন্তরিক।

গ্লসেস্টার সানন্দে গদগদস্বরে উত্তর দিলেন—ওর এই কর্তব্যবোধের কারণে ও আহত হয়েছে কিন্তু এই অন্যায়ের কাছে নিজেকে যুক্ত করেনি।

কর্ণওয়াল বলল—তার খোঁজ করার জন্য চারিদিকে চর পাঠান। আমার কাছে এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্য আপনি পাবেন। আর এডমণ্ড, তোমার মতো কর্তব্যপরায়ণ এবং সৎ গুণসম্পন্ন বীর এবং বিশ্বাসযোগ্য যুবকই আমাদের প্রয়োজন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা সহচররূপে তোমার কাছাকাছি থাকা।

—যদি আপনাদের তাই ইচ্ছা হয় তবে সততা এবং বিশ্বস্ততাগুণে আপনাদের স্নেহভাজন হয়ে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

গ্লসেস্টারও আনন্দির মনে পুত্রের কথায় সায় দিলেন।

রিগান বলল—হে আমার পুরাতন বন্ধু মাননীয় আর্ল অব গ্লসেস্টার, এই অন্ধকার রাত্রে আমরা উভয়ে আপনার কাছে এসেছি একটা গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ নিতে। আমাদের পিতা ও কন্যার পারস্পরিক মতবিরোধের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় সে সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত দান করে আমাদের বাধিত করুন।

—আগে আপনারা আমার গৃহে আসুন, তারপর সবাই মিলে একটা পরামর্শ করব

কেমন।

—বেশ তবে তাই হোক চলুন।

অসওয়াল্ড নমস্কার বন্ধু। আমার প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসাকে দোহাই দিয়ে আমাকে আস্তাবলটা দয়া করে দেখিয়ে দাও।

—তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও ভালবাসা নেই।

—তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

—লিপসবেরি পাউণ্ড নামক জায়গায় গেলে গ্রাহ্য করাটা দরকার হয়ে পড়বে।

—তুমি আমার সঙ্গে এমন ঝগড়া করছ কেন? আমি তো তোমায় চিনি না।

—"কিন্তু আমরা উভয়ে উভয়কে চিনি। তুমি হচ্ছ এমনই একজন নিঃস্ব, দুর্বৃত্ত, কাপুরুষ ক্রীতদাস, সে পরান্নে পালিত। মনে কর শয়তান দুদিন আগে রাজার সামনে তুমি আমার আঘাতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলে। অস্ত্র ধরো শয়তান।" চিৎকার করে বলল কেণ্ট।

"তুমি চলে যাও, তোমার সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই।"

"তোমার একমাত্র দোষ হল ঘৃণ্য উদ্ধত গণরিলের পক্ষ নিয়ে তুমি রাজার বিরুদ্ধে লেখা চিঠি বয়ে নিয়ে এসেছ। তুমি যদি তরোয়াল বার না করো, তাহলে পাজী শয়তান, তোমার পা দুটো আমি কেটেই ফেলব।"

অসওয়াল্ড ভয় পেয়ে যেতেই সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে লাগল ততই তাকে আঘাত করতে লাগল ছদ্মবেশী কেণ্ট।

এডমণ্ড খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে দুজনকে ছাড়িয়ে দিল। ক্রুদ্ধ কেণ্ট বলতে লাগল রক্তাক্ত লড়াইয়ে ভীত হচ্ছ কেন? এস হে ছোকরা।

কর্ণওয়াল বলল—যদি প্রাণের মায়া থাকে তো ভীত হচ্ছ কেন? দুজনের মধ্যে ঝগড়ার কারণ কি?

রিগান বলল—আমি এদের চিনতে পেরেছি। এরা আমার বোনও রাজার দূত।

—আশ্চর্য তো, তাহলে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধল কেমন করে?

অসওয়াল্ড বলল—এই বুড়োটা ভীষণ পাজি, তবে আমি ওর সাদা দাড়ির খাতিরে ছেড়ে দিয়েছে।

—"ফের মিথ্যে কথা" কেণ্ট গর্জন করে উঠল।

—চুপ করো, ভদ্রতাবোধও কি ভুলে গেলে?

—স্যার, এই ধরনের ঘৃণিত লোকেরা মানুষের মধ্যেকার কোমল এবং পবিত্র সম্বন্ধের অবসান ঘটায় এবং এরা ভূতের মতো প্রভুকে নির্মল তোষামদ করে তাদেরকে আরও ভয়ঙ্কর রকমের করে তোলে! আবার হাসছ, মূর্চ্ছা রোগীর বিবর্ণ মুখখানার ওপর অভিশাপ নেমে আসুক। এই লোকটি এমনই বদমাইস লোক আমি আগে কখনও দেখিনি।

—ও কিসে বদমাইস হল?

—ওর মুখটাই সেই প্রমাণ দেবে।

কর্ণওয়াল বলল—আমি জানি এই ধরনের লোক স্পষ্টবাদী হওয়ার জন্য সরলতায় অত্যন্ত ভয়ানক বা ধূর্ত হয়।

কিন্তু আপনার প্রতি আমার সেরকম কোন বদ মতলব নেই। আমি সরল, প্রতারক নই, সাধারণ শ্রেণীর মতো সরল ও সৎ ব্যক্তি পর হয় না।

অসওয়াল্ড বলল—প্রভু ওর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিযোগ নেই। তবে কিছুদিন আগে রাজা লীয়ার ভুল বুঝে আমাকে আঘাত করলে এই লোকটাও পিছন দিক থেকে আমাকে আঘাত করে। তারপর রাজার প্রশংসা পাবার জন্য এই হীন জঘন্য প্রকৃতির লোকটা আমার মতো নিরীহ লোককে যাচ্ছেতাই রকমের গালাগালি ও অপমান করে।

কর্ণওয়াল রেগে গিয়ে অনুচরদের আদেশ দিলেন—মিথ্যাবাদী শয়তান বুড়োটার পায়ে কাঠের খুঁটো পরিয়ে দাও। আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব যে—

—"মহাশয় আমি রাজার দূত। রাজার দূতের পায়ে খুঁটা পরালে রাজাকেই পরোক্ষভাবে অপমান করা হবে।"

রিগান বলল—আমি ওসব শুনতে চাই না। পায়ে খুঁটো পরে দুপুর অবধি না, না, রাত অবধি থাকতে হবে।

—হুঁ গণরিল যেসব বদমাইসের কথা বলেছিল এ তাদের মধ্যে অন্যতম।

গ্লসেস্টার বলল—মাননীয় ডিউক, আপনি ওকে চোরের মতো এই কঠিন দণ্ড দেবেন না। ওর অপরাধের শাস্তির ভার ওর প্রভুর ওপরেই ছেড়ে দিন। এমনভাবে রাজদূতকে অপমান করলে রাজা রুষ্ট হবেন।

রিগান বলল—"কিন্তু হে মাননীয় গ্লসেস্টার, ওকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিলে আমার অনুচরদের প্রতি অন্যায় করা হবে যে। তাই আমি আপনার এই অনুরোধ রাখতে পারলাম না। তারপর তিনি কর্ণওয়ালের দিকে ফিরে বললেন, "চলুন, আমরা চলে যাই।"

সকলে চলে গেলে গ্লসেস্টার কেণ্টকে বলল—ডিউক এই অন্যায় খেয়ালের জন্য আমি ওকে অবশ্য অনুরোধ করব।

—না স্যার, বলল কেণ্ট। দীর্ঘ পথের ক্লান্তি আমি এই সুযোগে কাটাব।

গ্লসেস্টারকে চলে যেতে দেখে কেণ্ট আপন মনে বলতে লাগল—"হে মূর্খ, তোমার প্রখর কিরণরাশি আমার এ চিঠি পাঠ করতে সাহায্য করুক। আমি কর্ডেলিয়াকে গোপনে আমার সমস্ত কার্যকলাপ বিশদভাবে জানিয়েছি, তাই আশা করি যেন এ সময়ে তিনি এসে আমাদের মহান রাজাকে উদ্ধার করবেন। হে আমার চক্ষুদ্বয়, আমি জানি দীর্ঘদিনের পথশ্রমে তোমরা ক্লান্ত ও শ্রান্ত। এখন তোমাদের ভাল মতন বিশ্রামের সময় এসেছে। তোমরা বিশ্রাম কর বিদায়। হে সৌভাগ্য দেবী, তোমার শুভদৃষ্টি আমাদের উপর বুলিয়ে দাও।

এডগার পাগলের মতো ঢুকে আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল, হায় ভাইকে বিশ্বাস করে আজ আমাকে পলাতক আসামীর মতো ঘৃণ্য পোশাক এবং গরীব লোকের মতো নগ্ন দেহে, রুক্ষ ও অবিন্যস্ত চুল নিয়ে গাছের কোটরে গোপন করে ছদ্মবেশে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আমার অবস্থা ঠিক যেন সেই সব হতভাগ্য নিরাশ্রয় অপরের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র ভিক্ষুক টমটার্লিগদের মতো। কিন্তু তাদেরও দাম আছে, আমার আজ কোন দাম নেই।

লীয়ার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমার অনুচর এখানে এলো না কেন? অথচ তুমি তো বলছ যে আমার মেয়ে ও জামাই কাল রাত্রেই আচমকা এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সামনে বন্দী অবস্থায় রয়েছে কেণ্ট। তিনি অবাক হয়ে বললেন—কে তোমাকে এই রকম নির্মমভাবে বন্দী করেছে।

বিদূষক বলল—প্রভু, ঘোড়ার মাথায় কুকুর ও ভাল্লুকের গলায় কিংবা রাজদ্রোহী লোকের পায়েই এই অসহ্য বেদনাদায়ক কাঠের লাগাম পরানো হয়।

লীয়ার বলল—বল কে তোমাকে না জেনে এরকম অবস্থায় আটকে রেখেছে?

কেণ্ট বলল—প্রভু, সে অপরাধী হল আপনার মেয়ে আর জামাই।

—না, না, তারা তা করতে পারে না। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, এ ভয়ঙ্কর কাজ করতে তারা কখনই সাহস করবে না।

—আপনার প্রতি ভক্তি রেখেই আমি বলছি তারাই এ কাজ করেছে।

—ওঃ ভগবান, একাজ তো মানুষকে খুন করার চেয়েও ভয়ঙ্কর। বেশ, তোমাকে আমি চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তুমি কি করেছিলে যার জন্য তারা এ কাজ করল?

—প্রভু, আমার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণরিলের পক্ষ থেকে আর একজন দূত এসে তাকে চিঠি দিল। তিনি এই দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ে আমার প্রতি চরম অবস্থা দেখিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। ওরা চলে যেতেই আমি এই দূতটাকে চিনতে পেরে রাগের মাথায় তরোয়াল বার করে তাকে হত্যা করতে উঠি তখন তার চীৎকারে আপনার মেয়ে ও জামাই ফিরে এসে আমাকে এই চরম শাস্তি দেন।

বিদূষক বলল—বাবার টাকা পয়সা কমে যাবার সাথে সাথে সন্তানের ভালোবাসারও কম বেশী হয়।

দুঃখে রাজা লীয়ারের মন ভেঙ্গে গেল। তিনি দুঃখের স্বরে বললেন—শান্ত হও, ওগো অপ্রমত্ত আবেগ, আমাকে এমন করে অস্থির করে তুলো না। আমি মিনতি করছি তোমরা থামো। কিন্তু আমার মেয়ে কোথায় কেণ্ট? বলে তিনি ফিরে চলে গেলেন। তার চলে যাবার পর কেণ্ট উৎসুক হয়ে বিদূষককে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, রাজার অন্যান্য অনুচরেরা কোথায়? হেয়ালী করে বিদূষক বলল—শীতকাল এলে একটা পিঁপড়েও কাজ করে না, যার চোখ আছে সে কখনো নাক বরাবর রাস্তা হাঁটে না, আর কোন বুদ্ধিমান লোক পাহাড়ের ঢালু পথ দিয়ে নামছে এমন চাকার গতি রুদ্ধ

করার চেষ্টা করে সহজে বিপদের সামনে পড়তে চায় না। যারা স্বার্থপর আর লোভী, এইরকম লোকেরা কখন বিপদের গন্ধ পেয়ে বন্ধুকে ত্যাগ করতে পিছুপা হয় না। কিন্তু আমি বুদ্ধিহীন একজন বিদূষক মাত্র, তাই যারা এই পথ অনুসরণ করেছেন তা আমার পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে না।

কেণ্ট এই কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে বলল—তোমার উপমাগুলো খুব সুন্দর।

লীয়ার গ্লসেস্টারের সঙ্গে ঢুকে আপন মনে বলতে লাগল—মিথ্যা কথা, তারা অসুস্থতার ভান করে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এখন আমি কি করব বলে দাও।

—উঃ এত বড়ো অকৃতজ্ঞ। গ্লসেস্টার, রিগান ও কর্ণওয়ালকে বলে দাও, আমার হুকুম, তারা এখানে আসুক। বলগে যাও, সেই রাগী ডিউককে অবিলম্বে বৃদ্ধ রাগী স্নেহশীল সম্রাটের আদেশ পালন করতে। নতুবা—কি যে ভাবলেন, তারপর বললেন, না না এ আমি কি বলছি, হয়ত তিনি সত্যি অসুস্থ, আর কে না জানে সুস্থ লোক অসুখে ভুগলে তার আর আগের স্বভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটে। আমার এইরূপ মেজাজকে সংবরণ করে আমি তাদের সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করব। তারপর হঠাৎ কেণ্টের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব পাল্টে গেল। হায় আমি কি নির্বোধ। আবার এই বৃদ্ধ ভৃত্যের অবস্থাই আমাকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিচ্ছে যে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই চলে গেছে। এটা তাদের পূর্বপরিকল্পনামত একটা কৌশল জাল। কে আছ, শীঘ্র গিয়ে ডিউক ও তার স্ত্রীকে এখানে ডেকে আন। যদি তারা না আসে আমি নিজে গিয়ে তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে এখানে টেনে নিয়ে আসব।

—"প্রভু, আপনি উত্তেজিত হবেন না, আমি যাচ্ছি" গ্লসেস্টার এই বলে চলে গেলেন।

"হে আমার মন তোমরা এত সহজেই ধৈর্য্য হারিয়ে আমাকে চঞ্চল করে তুলো না, তোমাদের কাছে রাজা লীয়ার করুণ মিনতি জানাচ্ছে তোমরা থামো, স্থির হও।" রাজা লীয়ার বলতে লাগল।

বিদূষক রাজাকে বলল—যেমন করে গরম কড়াইতে আস্ত মাছ ছেড়ে বোকা মেয়েরা তার মৃত্যু কামনা করে। ঘোড়া তৈলাক্ত জিনিস খায় না জেনেও যেমন করে নির্বোধ লোক দয়া করে তার বিচালিতে যেমন তেল মাখায় তেমন করেই আপনি নির্বোধের মতো আপনার ক্রোধকে প্রমাণিত করার মিথ্যা চেষ্টা করেছেন।

রিগান বলল—বাবা আমার নমস্কার নিন।

আগের কথা সব ভুলে গিয়ে লীয়ার বলল—আমি জানি, আমার আগমনে তোমরা দুজনেই আন্তরিকভাবে খুশী হয়েছে। "তার পর কেণ্টকে মুক্ত দেখে আশ্বস্ত হয়ে বলল-প্রিয় মেয়ে আমার, তোমার দিদি অকৃজ্ঞতার তীক্ষ্ন ও বিষাক্ত দাঁত দিয়ে আমাকে দংশন করেছে। অসহ্য বেদনায় আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। তুমি জানো না, সে কতবড় ঘৃণ্য ও নীচ প্রকৃতির।

—বাবা আপনি কেবলমাত্র তার কর্তব্যের ত্রুটিকেই বড়ো করে দেখেছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় সে যদি আপনার উজ্জ্বল উদ্ধত নাইটদের আচরণের প্রতিবাদ করে থাকে তাহলে সে ঠিক কাজই করেছে। আপনার এই মানসিক অসুস্থতা ও দোষমুক্ত দুর্বলতা যা বুড়ো হয়ে গেছেন বলে মনে হয়েছে তার জন্য আপনার কারো অনুগত হয়ে থাকা প্রয়োজন। তাই বলছি, তার কাছে অন্যায় স্বীকার করে আপনি ফিরে যান।

রাজা লীয়ার অবাক হয়ে বলল—আমি ক্ষমা চাইব? আমাকে এমন দীনহীন প্রার্থিত ভিক্ষুকের বেশে দেখতে ইচ্ছা কর? তিনি নতজানু হলেন, আমি বৃদ্ধ, নতজানু হয়ে তোমার কাছে পোশাক ও খাদ্য এবং আশ্রয় ভিক্ষা করছি। বৃদ্ধ রাজা ভেঙ্গে পড়ল।

রিগান বলল—আপনি বরং আমার বোনের কাছে চলে যান।

রাজা বলল—না, তা সম্ভব নয়। আমার অনুচরদের সংখ্যা কমানোর কথা তুলে আমায় অপমান করেছে। রূপ ও শক্তির গর্বে সে এমন কাজ করতে সাহসী হয়েছে। ভগবানের অভিশাপে সে ধ্বংস হবে।

—"কিন্তু তোমার স্বভাব অনেক মধুকর। তুমি কখনো আমার সখ আহ্লাদ বন্ধ করে নানাভাবে আমাকে অপমান করতে সাহসী হবে না, সে ইচ্ছেও তোমার হবে না আমি জানি। আমি যে তোমার বাবা এবং আমার অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী যে তুমি, তা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাবে না?" একথা বলে রাজা থামলেন।

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকার পর রাজা লীয়ারের কেন্টের কথা মনে পড়ল। তিনি বললেন, আমি জানতে চাই—কে আমার দূতের পায়ে কষ্টদায়ক এই কাঠের খুঁটোটা পরাতে সাহসী হয়েছে।

এমন সময় দূর থেকে ক্রুদ্ধধ্বনি শুনতে পেয়ে কর্ণওয়াল রিগানকে জিজ্ঞাসা করল—কে এল?

—"বোধ হয় আমার দিদি গণরিল। তারই আসার কথা ছিল"—রিগান বলল। অসওয়াল্ডকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল—দিদি কি আসছেন? তাকে দেখেই রাজা লীয়ার চীৎকার করে উঠল—দূর হয়ে যাও, ঘৃণ্য লোভী গণরিলের প্রশ্রয়ে উদ্দত পাজী শয়তান চাকর কোথাকার!

তারপর রিগানকে বলল—রিগান, আশাকরি তুমি নিশ্চয়ই জানো না কে আমার দূতের পায়ে খুঁটো পরিয়েছে? হে ভগবান পৃথিবীর মানুষের প্রতি তোমার সততা আমাকে সাহায্য করুক। ও রিগান, এই ঘৃণ্য নারী তোমার এত প্রিয় যে তুমি তার হাত ধরেছ।

গণরিল উদ্ধতভাবে উত্তর দিল—তোমার অবুঝের মতো কাজকর্মেই বিচারের শেষ কথা নয়।

রাজা বলল—আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমার সহ্য শক্তির সীমা দেখে বল কে তাকে অপমান করেছে?

কর্ণওয়াল বলল—আমি পরিয়েছি। কিন্তু তার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হয়নি।

লীয়ার আশ্চর্য্য হয়ে বলল—তুমি, তুমি করেছিলে?

রিগান বলল—বাবা আপনি বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়েছেন। তাই এখন আপনার উচিত অনুচরদের ত্যাগ করে একবার আমার কাছে, একবার দিদির কাছে ভাগাভাগি করে সময় কাটানো, ভাগাভাগি করে থাকা। এখন আপনাকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের সম্ভব নয়।

লীয়ার বলল—তার বদলে আমি বন্য জন্তুর সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করব, দারিদ্রের তীক্ষ্ন আঘাত সবসমসয় সহ্য করব, ফ্রান্সের রাজার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করব, তবু অনুচরদের বাদ দিয়ে ওখানে যাব না। কখনোই না, পরিবর্তে এই ঘৃণ্য ক্রীতদাসটারও অনুগত হয়ে থাকব; কিন্তু আমাকে সেরকম দুর্ভাগ্যের মুখে ঠেলে দিও না রিগান। জানি তুমি আমার দেহের দুষ্ট ক্ষত, তবু তো তুমি আমার মেয়ে। আমি তোমায় অভিশাপ দেবো না, তুমিই একদিন নিজেই ভুল বুঝতে পারবে। আমি বরং আমার অপর কন্যা রিগানের কাছেই থাকব। সঙ্গে থাকবে আমার একশোজন নাইট।

রিগান বলল—না বাবা, আমার ইচ্ছা নয় যে আপনি আমার কাছে থাকুন। আপনি বুড়ো হয়েছেন। তাই আপনার বিচার-বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু আমার দিদি জানে সে কি করছে।

লীয়ার বলল—তুমি কি মনে কর তোমার কথা সত্য?

রিগান বলল—হ্যাঁ, মানুষের খুব বিপদের সময় হলেও এত বেশি লোকের প্রয়োজন হয় না। আর বিনা কারণে পঁচিশ জন লোক রাখার কোন মানেই হয় না। আর মালিকানা যেখানে দুভাগ হয়ে গেছে, সেখানে এতজন লোকের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তা তো স্বাভাবিক।

তারপর গণরিল ও রিগান দুজনে একসঙ্গে বলল—বাবা, আপনার আমাদের বাড়ীতে না আসার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার প্রতি যাতে কোন অন্যায় না হয় তার প্রতি আমরা দৃষ্টি রাখব। ''কিন্তু, পঁচিশ জনের বেশী নাইট আমি রাখতে পারব না'' বলল রিগান।

লীয়ার বলল—ওরে অকৃতজ্ঞ নারী, তোদের সব সম্পত্তিই যে আমার, তাকি ভুলে গেছিস?

রিগান বলল—আপনার যথাসর্বসস্ব আমাদের দান করেছেন।

লীয়ার বলল—সে সব সম্পত্তি তো আমি ফেরত চাইনা। কিন্তু আমার সংরক্ষিত নাইটদের আমি কমাবো কেন? কোন সাহসে তোমরা একথা বলতে পারলে?

রিগান উদ্ধতভাবে আবার তার মত খুলে বলল। মনে মনে ভীষণ রেগে গিয়েও অসহায় স্বরে রাজা বলল—ওপরে ভালমানুষির ভান দেখালেও তোমার মন যে এত নীচ তা আমি জানতাম না। গণরিল, পঞ্চাশ-একশোর অর্ধেক হলেও পঁচিশের দ্বিগুণ। তাই রিগান থেকে তোমার উপর ভালবাসাও আমার আজ থেকে দ্বিগুণ হল, আমি

তোমর বাড়ীতেই থাকব।

গণরিল বলল—বাবা, এর ডবল লোক সেখানে আপনার সেবা করবে, তাই আপনার অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

রাজা বলল—মানুষের প্রয়োজনের সীমা কোথায় তা কেউ জানে না। শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে তোমার পোশাক থাকলেও তার অতিরিক্ত কিছু তুমি যেমন পরেছ তেমনি জেনে রাখো প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা মানুষকে পশুর থেকে আলাদাকরে কিন্তু আমার প্রয়োজন এখন সহনশীতলা। হে ভগবান! এই বুড়ো অসহায় লোকটিকে করুণা করে তার সহ্যশক্তির সীমা বাড়িয়ে দাও। তোমার চক্রান্তেই যদি আমার মেয়েদের মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে তবে তোমার কাছে আমার মিনতি আমার গাল চোখের জলে না ভিজিয়ে আমার রাজ্যকে জ্বলে উঠতে সাহায্য করো। তাই আমি কাঁদব না, চোখের জল ফেলব না। যদিও বাধ্য হয়ে এই ঝড়ের রাতে আশ্রয়হীন হয়ে আমাকে বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তবুও কেঁদে আমি আমার অন্তরকে বেদনায় ভারাক্রান্ত হতে দেব না। সব কষ্ট সহ্য করব। উঃ, আমি কি বোকা, এই অসহ্য বেদনা আমাকে পাগল করে তুলেছে। রাজা ছুটে বেরিয়ে গেলে তার সাথে সাথে গ্লসেস্টার ও বিদুষকও সে স্থান ছেড়ে চলে গেল।

রিগান বলল—এই ছোট বাড়িতেই বুড়োটার অনুচরবর্গসহ থাকার জায়গা হতো না।

—নিজেও বোকামির কারণে বিশ্রাম ও সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে এই ঝড়ের রাত্রের দুর্ভোগ সহ্য করার জন্য দায়ী তিনি নিজে।

—তার লোকজন ছাড়া আর ঢুকবার তো কোন বাধা ছিল না।

—নিশ্চয়ই, কিন্তু গ্লসেস্টারকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

কর্ণওয়ালের ডিউক বলল—তিনি রাজার সঙ্গে গেছেন আবার ফিরে আসবেন।

গ্লসেস্টার ফিরে এসে বলল—রাজা রাগে পাগল হয়ে গিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতে চান।

—কোথায়?

—জানি না।

অসওয়াল্ড বলল—তার চলে যাওয়াই উচিত। গণরিলও সায় দিয়ে বলল—আর ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করা উচিত না।

কিন্তু প্রভুভক্ত গ্লসেষ্টারের মুখে বিষন্নররেখা পড়ল—এই ঘন গভীর অন্ধকারে রাত্রে তার উপর এই প্রচণ্ড ঝড়ে তিনি কি করে যাবেন।

রিগান অমনি তাড়াতাড়ি বলল—একগুঁয়ে লোকের স্বভাবই এরকম। তার সঙ্গী সাথীরা আমার গুণের দিক থেকে আরও এক কাঠি উপরে। যা হোক তারা যাতে আর ঢুকতে না পারে তার জন্য দরজাটা দিয়ে দাও।

কেন্ট চিৎকার করে জানতে চাইল—এই দুর্যোগঘন রাত্রিতে ওখানে কে?

সেই রকমই লোক যার কাছে এরকম প্রচণ্ড ঝড় নতুন নয়।

—ও গলা শুনে আমি চিনতে পারছি না। তুমি রাজার অনুচর নও? কিন্তু রাজা কোথায় তাড়াতাড়ি বল।

—তিনি আজ পাগল হয়ে গুহায় গুহায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। প্রবল ব্যাথাবিদ্ধ সমুদ্রের কুলরাশিতে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য অনুরোধ করেছেন। এই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিনি খালি দুহাতে মাথার চুল তুলে বাতারণ উড়িয়ে দিয়ে বিকৃত এক বীভৎস খেলায় মেতে উঠছেন। মরীয়া হয়ে একমাত্র বিদূষককে সঙ্গে করে চীৎকার করে চলেছেন অনবরত।

—বিদূষক ছাড়া কি আর কেউ নেই তার সঙ্গে।

—না। রাজার গভীর শোককে সে হাল্কা হাসির মাধ্যমে কম করার চেষ্টা করছে।

কেণ্ট বলল—তুমি আমার বিশেষ পরিচিত। শোন তোমাকে একটা গোপন কথা জানাতে চাই। সেটা হল বাইরে প্রকাশিত না হলেও অলবেনি ও কর্ণওয়ালের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। একে অপরকে ঠকিয়ে সাম্রাজ্যের উন্নতি বিধান করতে চাইলেও তাদের ভৃত্য এবং অনুচরেরা যে সমস্ত ষড়যন্ত্র রাজার উপর আরোপিত বিধিলিপির মাধ্যমে সামান্য অত্যাচারের খবর ইত্যাদি যা কিছু দেখছে সব খবর গোপানে ফ্রান্সে পাঠাচ্ছে। একদল ফরাসী সৈন্য একটা বন্দরে গোপনে অবস্থান করছে। আমার পরামর্শ মতো তুমি তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হয়ে একজন লোককে রাজার এই দুরাবস্থার কথা জানাবে। তোমার পারিশ্রমিক হিসাবে এই থলিটা তোমাকে দিচ্ছি। আর ফ্রান্সের রাণী কর্ডেলিয়ার সঙ্গে দেখা হলে এই আংটিটা তাকে দিলেই তিনি তোমাকে আমার পরিচয় জানিয়ে দেবেন। তুমি এখন যাও।

অনুচরটি কিছু দূরে যেতেই কেণ্ট তাকে আবার ডাকলেন। বললেন—"ওহে। শোন, তোমার সঙ্গে আমার আগের থেকেও আর একটা গোপনীয় কথা আছে। সেটা হল আমাদের রাজাকে আমাদের খুব তাড়াতাড়িই খুঁজে পেতে হবে। তুমি কিংবা আমি যে আগে খবর পাব সেই অন্যকে জানিয়ে দেবো কেমন। কিন্তু সাবধান একথা যেন কেউ কিছুতেই জানতে না পারে।

"আপনি যেমন আদেশ করলেন, তেমনই হবে বলে বিদায় নিল অনুচর।"

লীয়ার বলল—ওগো হাওয়া, সমস্ত শক্তি দিয়ে পৃথিবীটাকে চুরমার করে দাও। আমার রাগের আগুনকে বাড়িয়ে দিয়ে দাবানল সৃষ্টি করো। ওগো মেঘ, তুমি অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীতে নেমে এসো সমস্ত কিছুকে ধুয়ে মুছে শেষ করে ফেল। গীর্জার চূড়াগুলোর উপরে অবিশ্রাম আঘাত করো। ওগো আগুন, তুমি দ্রুতগতিতে এসে আমার এই সাদা দাড়ির গোছাকে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমার প্রভু দুর্মদ বজ্রকে বলো তার অস্বাভাবিক শক্তির আঘাতে পৃথিবী যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং মায়াজালে ঘেরা অকৃতজ্ঞ মানুষের বাসস্থান এই বৈচিত্রপূর্ণ পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে ফেলো।

বিদূষক বলল—মহাশয়, আপনি ঘরে এসে বরং ওদের তোষামোদ করুন। আজকের এই রাত্রিটা বড় দুর্যোগের রাত্রি।

লীয়ার আপন মনে বলল—হে প্রাকৃতিক বস্তু নিশ্চয় তোমরা তো আমার অকৃতজ্ঞ মেয়ে নও এবং আমার আনুগত্যের অধীনও নয়। এক অসহায় দুর্বল অবুঝ বৃদ্ধ তোমাদের কাছে হাত জোড় করে মিনতি জানাচ্ছে, তোমরা আরও প্রবল এবং প্রচণ্ড হয়ে ওগো বিদ্যুৎ, ওগো আগুন, ওগো বাতাস নেমে এসো আমার মাথার উপর। দেরী কোর না। এই দেখ আমি চাকরের মতো তোমাদের সামনে তোমার করুণা প্রার্থনা করছি। আমার মতো এক বিনীত ক্রীতদাসকে তোমরা দয়া করো। রাজা লীয়ার একটু থেমে কান পেতে ঝড়ের ক্ষমতা ও গর্জনের আওয়াজ শুনলেন তারপর বললেন—কি আশ্চর্য! সুদূর আকাশের বজ্র বিদ্যুৎ এবং বৃষ্টি আমার রক্ত সম্পর্কিত না হলেও আমার মতো একজন বুড়োর প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য দুই মেয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে।

বিদূষক বলল—মহাশয়, প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে শিরস্থান তারই সাজে যার মাথায় ওপর একটা বাড়ী আছে এবং যে লোক পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে মনের কাজ করে। কাঁটা তার পায়ে না বিঁধে তার অন্তরে বেঁধে এবং তার সারা রাত্রিকে দুঃস্বপ্নে ভরিয়ে তোলে এবং প্রকৃত সুন্দরী তা কখনও আয়নায় তাদের মুখ বিকৃত করে না।

—দূর থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো—কে ওখানে সাড়া দাও। তারপর কাছে এসে চিনতে পেরে বলল—হায়, এ দুর্যোগঘন রাত্রে নিশাচর প্রাণীরা পর্যন্ত তাদের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। আর আপনি এখানে এই দুর্যোগের মধ্যে রাজা লীয়ার!

যে সব হতভাগা মানুষ গোপনে নানারকম পাপ কাজের মাধ্যমে মানুষের রক্তে হাত কলঙ্কিত করে, অথচ যারা বাইরে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে সৎ ও ধার্মিকের ভান করে বন্ধুত্বের ভান করে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এত পাপ করার পরেও এই সমস্ত ঘৃণ্য জঘন্য কাজের জন্য এ অকর্ম কোন শাস্তি ভোগ করেনি আমি বলেছি। নিজেদের আচরণ ছিন্ন ভিন্ন করে ঈশ্বরের বিচারের কাঠগড়ায় এই হলো তার পক্ষে উপযুক্ত সুযোগ। আমিও এমনই একজন হতভাগ্য যার শাস্তির পরিমাণ পাপের পরিমাণকেও ছাড়িয়ে গেছে।

—হে রাজা! আমার বিনীত অনুরোধ, বিশ্বস্ত কয়েকজনের সঙ্গে আপনি কাছের ঐ কুটিরের মধ্যে ঢুকে যান। আমি যাচ্ছি একটু আগে প্রত্যাখ্যাত ও পরিশ্রান্ত ঐ নিষ্ঠুর মানুষগুলির প্রাসাদে।

—"চল হে ছোকরা। আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধি হারিয়ে যাচ্ছে। আরে আমার শোবার ঘর কোথায়? বিদূষক ওই বাক্সটায় তুমি শোও। কি আশ্চর্য করুনা তো আমায় এখনো ছেড়ে যায়নি।

"যাবার আগে একটা ভবিষ্যদ্বানী করি। পূজারী ও বামনেরা যখন কথা বলবে

বেশী, মদে জল যখন বেশী থাকবে, সামন্তরাই যখন দর্জির কাজ করবে, নাস্তিকদের শাস্তি শ্রমিকেরা ভোগ করবে এবং বড়লোকেরা ধার করবে না, এবং গরীব নাইটের সংখ্যা দুর্লভ হবে, মানুষ মিথ্যা কথা বলা ভুলে যাচ্ছে, এবং চোর ও মানুষের পার্থক্য থাকবে না, তখনই মানুষের আত্মসাক্ষাৎকার ঘটবে। কিন্তু ব্রিটেন দারুণ বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত হবে।

গ্লসেস্টার হাতশায় ভেঙ্গে পড়ল। বলল—শোনো এডমণ্ড আমার প্রভু এবং প্রভুপত্নী এতো নির্দয় যে বৃদ্ধ রাজার আশ্রয় দানের মতো কোন সুযোগ আমার না থাকে, সেজন্য আমার সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এবং আমায় কড়া করে শাসিয়ে গেছে যে, যদি আমি তা সত্ত্বেও রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করি তাহলে আমাকে চিরদিনের মতো পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে।

এডমণ্ড নিরীহ ভান করে বলল—হ্যাঁ বাবা, এ জায়গাটা তাদের পক্ষে খুবই গর্হিতকর।

—চুপ, কেউ শুনতে পাবে এডমণ্ড। গ্লসেস্টার বলল—তার ছেলেকে বিশ্বাস করে বলল এছাড়াও আমি একটা বিপদজনক চিঠি পেয়েছি সেটা আমি তালা বন্ধ করে রেখেছি। যাতে কারো চোখে না পড়ে। শোন, রাজার অপমানরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর একটা অংশ বাইরে থেকে এসে এ রাজ্যে একটা গোপন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। যদি ওরা আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চায় বলবে আমি অসুস্থ। কিন্তু জেনে রাখো, ওদের বারণ সত্ত্বেও আমার পূর্বতন মনিবকে আমি খুঁজে বার করে তাকে প্রাণপণে সাহায্য করব। তুমি সাবধানে থেকো, কেমন?

গ্লসেস্টার চলে গেলে তাঁর উদ্দেশ্যে ছুরি শানাতে বসল এডমণ্ড। সে মনে মনে ঠিক করল বাবার সব পরিকল্পনার কথা ডিউককে জানিয়ে দিয়ে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হাত করবে। কেননা যুবকদের উন্নতির জন্য বৃদ্ধদের অপসারণ করা প্রয়োজন।

কেণ্ট বিনীত স্বরে অনুরোধ করল—প্রভু, এই কুটীরের মধ্যে দয়া করে প্রবেশ করুন।

—আমাকে একা থাকতে দাও। তুমি কি চাও হৃদয়টা আমার ভেঙ্গে যাক? তুমি ভাবছো এই ভীষণ ঝড়ের কষ্ট আমার কাছে অসহ্য বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু না, তার থেকেও দুঃসহ এক কষ্ট আমি এই দেহে সব সময় সহ্য করছি। আমার মনের এই কষ্ট সমুদ্রের ঝড়ের আঘাত আমার সমস্ত অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়েছে। চোখের জল আমি আর ফেলব না আমি আমার সন্তানদের এই অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ নেবই।

উঃ, বুড়ো বাবা মেয়েদের সব দান করে নিঃস্ব রিক্ত আর তাকেই নিরাশ্রয় করে তাড়িয়ে দেওয়া? যাকগে সেকথা আমি ভুলে যাব। তুমি যাও, এ ঝড় আমাকে এর থেকে বেশী ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করবে। বিদূষক তুমি ঘরে যাও। "হে ভগবান, তুমি পরম দয়াবান, সে কথা আমি কোনদিনও ভাবিনি আজ আমাকে তুমি সে কথা

ভাববার সুযোগ দিয়েছো, যে দরিদ্র রোগা, নিরাশ্রয়, মানুষগুলো এই ঝড় বৃষ্টির আঘাত কি পরিমাণে সহ্য করে। ওগো বড়লোক মানুষেরা, ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য তোমাদের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা এই অসহায় গরীব জনগণের দুঃখ নিবারণের জন্য দান করো।

হঠাৎ গুহার ভেতর থেকে একটা উদ্ভুত শব্দ শুনে বিদূষক ছুটে বেরিয়ে এল। ভূত, টম নামে একটা ভূত আছে গুহায়। কে আছ আমায় বাঁচাও।

কেণ্ট এগিয়ে এল। "কে তুমি গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এস।"

পাগলের মতো এডগার গুহা থেকে বেরিয়ে এলো। পালিয়ে যাও, আমার পেছনে একটা শয়তান আমাকে তাড়া করে ফিরছে।

—আচ্ছা তুমি কি মেয়েদের সব দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছ?

—আমার কি আছে? যার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘৃণ্য শয়তান, শয়নে স্বপ্নে স্থলে জলে সব জায়গায় শয়তান ছায়ার মতো অনুসরণ করছে, বিপদের মধ্য দিয়ে যার পথ নির্দিষ্ট করে বাঁধা তার কি থাকতে পারে? ভগবান ভালো করুন, ক্ষুদার্ত টমকে কিছু দাও, তাকে শয়তান অবিরত জ্বালাতন করছে। ওখানে হয়ত সেই শয়তানটা থাকে।

"বল টম, কে তোমার এই অবস্থা করেছে? মেয়েরা কি তোমার সব কেড়ে নিয়েছে? না রাজা, বিদূষক বলল—আমি এর সঙ্গে একটা কলঙ্ক দেখেছি।

তাহলে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, অসময়েই ওর মেয়েদের পতন ঘটবে।

"ওর কোন মেয়ে নেই", বলল ছদ্মবেশী কেণ্ট।

লীয়ার চীৎকার করে বল—তুমি মিথ্যাবাদী। মেয়ে না থাকলে ওর এই অবস্থা কখনো হত না, দেখ না আমার মেয়েরাও তো আমার রক্ত এই ভাবেই শোষণ করেছে। ওঃ, হোঃ হোঃ।

বিদূষক বলল—আমার মতো নির্বোধের পক্ষেও এ পরিবেশ সহ্য করা অসহ্য।

রাজা টমকে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—তুমি আগে কি করতে?

—আমি আগে মনে অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলাম। কথায় কথায় মিথ্যা শপথ করতাম, যৌবনের নানা পরিকল্পনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতাম ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন হীন কাজ করতাম। মদ খেতাম আর প্রেমের সঙ্গে জুয়া খেলতাম। অলসতায় লুব্ধতায়, ধূর্তামিতে এবং ভয়ঙ্কর রকমের পাপকাজ করতাম আর এসবে আমি পশুকেও ছাড়িয়ে গেছিলাম। কিন্তু সাবধান, ওই শয়তান আসছে হর্থন বনের বাতাসের রূপ ধরে।

—ওঃ ভগবান, মানুষের কি কোন দাম নেই? এই বিরাট গুহায় আমরা তিনটে দু'পাওয়ালা পশুর মতো জীবন-যাপন করছি। কেউই স্বাভাবিক নই। তারপর তিনি হঠাৎ দুই হাতে নিজের জামাকাপড় টেনে ছিঁড়ে নিজের দেহকে অনাবৃত করে ফেলতে লাগলেন।

বিদূষক বলল—মহাশয় এই শীতের রাত্রে পোশাক খুলবেন না। ঐ দেখুন কে

মশাল হাতে এদিকেই আসছে?

—আমি জানি ও হচ্ছে শয়তান কিবারটিগিবেট। বলল এডগার। ও সন্ধ্যার পর মানুষকে কৃত্রিম দুর্গতি দেখিয়ে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে।

নেপথ্যে পায়ের শব্দ শুনে রাজা বলল—কে ওখানে? পিছনে কার গলা শোনা গেল। তুমি কে? তোমাদের নাম বল আগে।

—আমি হচ্ছি হতভাগ্য টম। যার খাবার হল কোলাব্যাঙ, বিষাক্ত সাপ, আর টিকটিকি, মরা কুকুর। পানীয় হলো শাওলা পচা জল, সার সম্বল জামা কাপড়, একটা ঘোড়া আর তরোয়াল—এবং সবসময় যার পিছনে শয়তান তাড়া করছে আমি সেই। শয়তান স্থির হও। আমার সঙ্গী হল নরক আর অন্ধকারের রাজা।

গ্লসেস্টার বলল—জানো, আমার ছেলেদের কাছে আজ আমি ঘৃণিত।

রাজা লীয়ার বলল—আমি আপনার কন্যাদের বারণ সত্ত্বেও আমি আপনাকে নিয়ে আমার কাছে রাখব বলে এসেছি।

আচ্ছা বজ্রের উদ্দেশ্য কি? টম, তোমার জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? রাজা লীয়ার জানতে চাইলেন।

—কেণ্ট রাজার এহেন অবস্থা দেখে গ্লসেস্টারকে অনুরোধ করলেন, ওঁর মাথা প্রচণ্ড শোকে বিকৃত হয়ে গেছে স্যার।

—"সেজন্য ওঁর মেয়েরা দায়ী। সৎ, হতভাগ্য কেণ্ট আজ নির্বাসিত। বন্ধু, আমার প্রিয় পুত্রও খুব সম্প্রতি আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। রাজার মতোই আমিও বড় হতভাগ্য। কি ভয়ঙ্কর রাত্রি মহারাজ আমার কথা শুনুন।"

লীয়ার বলল—আমি ক্ষমা চাইছি। চল সবাই বাড়ির ভেতরে যাই। এসো যুবক বিশ্রাম করবে চল। আমাকে তোমার সঙ্গী করে নাও।

গ্লসেস্টার বলল—"চুপ, আস্তে আস্তে"।

তারপর ছদ্মবেশী কেণ্টকে অনুরোধ করল, সবাইকে নিয়ে বাড়ির ভেতর যাবার জন্য। সবাই যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকছে, সেই সময় টমরূপী ছদ্মবেশী এডগার বলল, ধিক ধিক, এক বৃটিশ বীরের উপস্থিতি আমি টের পাচ্ছি।

কর্ণওয়াল বলল—তাহলে দেখছি, তোমার ভাই গ্লসেস্টারের প্রাণনাশের চেষ্টা করে ঠিকই করেছে। আমিও এ বাড়ি ত্যাগ করার আগে তার উপর প্রতিশোধ নেব।

চালাক এডমণ্ড বলল—না হুজুর, তাহলে লোকে আমায় পিতৃহত্যার অপবাদ দেবে। কিন্তু আমার ভাগ্য বড়ো খারাপ, কারণ আমার পিতা ফরাসীদের অনুকূল সুযোগ দানের চেষ্টা করেছেন। আর এই চিঠিই তার সেই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ভবিষ্যতে এ মনোভাব থেকে বিরত হন। কিন্তু যদি এ চিঠির কথা সত্যি হয় তবে—

—সত্যি মিথ্যা যাই হোক, তোমার বাবাকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করলে তোমাকেই 'আর্ল' অব গ্লসেস্টার বলে মেনে নেওয়া হবে। মনে মনে ভগবানকে

ডাকতে লাগল এডমণ্ড, "এই রকম যদি হয়, তবে রাজার প্রতি বাবার সান্ত্বনা বাক্যই ডিউকের সন্দেহ দূর করে তুলে আমার বর্তমান উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলবে। ঈশ্বর, তুমি আমার উদ্দেশ্যকে সফল করো।

—আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখি অন্য আর কিছু করা যায় কিনা কেণ্টকে বলে। গ্লসেস্টার বাইরে চলে গেল। গ্লসেস্টারের মহানুভবতায় কেণ্ট মুগ্ধ হলো। তাই তিনি রাজার প্রতি এই মমতাপূর্ণ আবরণের জন্য ভগবানের কাছে তাঁর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

বিদূষক এডগারকে দেখিয়ে রাজা লীয়ারকে প্রশ্ন করলেন—উনি কি রাজা?

—রাজা, উনি রাজা। বলল লীয়ার।

বিদূষক বলল—'উহু'। নীচুশ্রেণীর মানুষ ছেলেকে ভদ্র হতে দেখলে পাগল হয়ে যায়। উনি এখন একেবারে পাগল হয়ে গেছেন। যে কোন ভঙ্গুর জিনিস এখন সহজেই ওর বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারবে।

লীয়ার বলল—"আমি সামনাসামনি তাদের বিচার করব। ওহে যুবক তুমি এবং আমার বিদূষক তোমরা দুজন এক জায়গায় বসো। আর অকৃতজ্ঞের দল তোমাদের বিচার করব আমি।"

এডগার বলল—জঘন্য শয়তানটা আবার নাইটিংগেল পাখির সুরে গান করছে। শয়তান তুমি চুপ করো, আমার কাছে এখন কোনো খাবার নেই।

—ওহে যুবক, তুমি ও তোমার সঙ্গী বিচারক হিসাবে এই বেঞ্চের উপর বসো। তারপর কেণ্টের দিকে তাকিয়ে বলল—আর তুমি, আচ্ছা তুমিও এদের সঙ্গে বসো, আমি বিচার করে দেখব। আগে গণরিলের বিচার করো। সে তার বুড়ো বাবাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বিদূষক অদৃশ্য মহিলার উদ্দেশ্যে বলল—তুমিই কি গণরিল- আমি তোমাকে নোংরা আবর্জনা বলে মনে করেছিলাম? লীয়ার চীৎকার করে উঠল—এই ক্রুর নারীর মন তার চোখ দেখলেই বোঝা যায়। তাড়াতাড়ি অস্ত্র আনো। বাঃ- তোমরা অবিশ্বস্ত বিচারক, তাকে পালিয়ে যেতে দিলে?

—"রাজা আজ ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছেন"—কেণ্টের চোখের জল আর বাধা মানছে না।

—ট্রে, সুইটহার্ট, ও ব্লাট এই তিনটে কুকুর কি আমার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে?

—ভাববেন না, টম, তাদের তাড়া করলেই তারা পালিয়ে যাবে। চল শহরের বাজারে যাই, কিন্তু টমের পুঁজি শূন্য।

লীয়ার আবার বলল—তোমরা রিগানকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেখো, প্রকৃতি কি দিয়ে ওর অন্তরটা সৃষ্টি করেছে?

তোমরা চীৎকার করো না, এখন আমি বিশ্রাম করব। গ্লসেস্টার তাড়াতাড়ি সেখানে

এসে পৌঁছল। কেণ্টকে বলল—বন্ধু তাড়াতাড়ি বাইরে যে ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে তাতে করে তাড়াতাড়ি ওঁকে ডোগুারে আমার নির্দিষ্ট নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাও। আধঘণ্টা দেরী হলে ওর জীবন বিপন্ন হবে। তাড়াতাড়ি আমায় অনুসরণ করে নিরাপদ স্থানে পালাও।

—ওর বিরুদ্ধে হয়ত এই ঘুমের মধ্য দিয়ে বিশ্রাম পাচ্ছে। তা হোক, এসো বিদূষক, রাজাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে আমরা সাহায্য করবো।

সবাই চলো গেলে এডগার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে মনে মনে ভাবল, পৃথিবীর নিয়মই এই। মহান ব্যক্তির দুঃখ ব্যক্তিগত তুচ্ছ দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। অনেকদিন সুখে থাকার পর দুঃখ পেলে তা সহ্যকরা খুব কঠিন। দুঃখী লোকের দীর্ঘকাল দুঃখময় জীবন কাটানোর দুঃখ অনেক। আমি এবং আমাদের মহান রাজা দুইজনের বাবা ও সন্তানের মধ্যেকার ভুল বোঝাবুঝিতে কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু না টম এসব তোমার ভাবার দরকার নেই। যখন দেখবে সব নিরাপদ ঘুঁচে গিয়ে বাবা ও ছেলের মিলন ঘটবে তখনই সবার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি রাজা নিরাপদে ডোগুারে চলে যান।

"দিদি তাড়াতাড়ি আলবেনিকে খবর পাঠান যে ফ্রান্সে সৈন্যদল এসে পড়েছে।" চাকরেরা চলে গেলে কর্ণওয়াল বলল, সেই বিশ্বাসঘাতক ও গ্লসেস্টারকে খুঁজে বার করে তার উপর প্রচণ্ড রকমের প্রতিশোধ নেব। কিন্তু তার আগে এডমণ্ড তুমি গণরিলের কাছে গিয়ে সব কিছুর ব্যবস্থা করো। আমার দূতেরা যথাসময়ে সংবাদ দেবে।

অসওয়াল্ড ছুটতে ছুটতে এসে বলল—প্রভু, লর্ড গ্লসেস্টার ষড়যন্ত্র করে আগে থাকতেই রাজা ও তার সামন্ত এবং অনুচরবর্গকে ডোগুারের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কর্ণওয়াল তৎপর হয়ে উঠল। বলল—দিদি শিগ্‌গীর করে ঘোড়ায় চড়ে যান। আর আমার অনুচরেরা তোমরা তাকে খুঁজে বার করো। ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

গ্লসেস্টারকে বন্দী অবস্থায় চাকর সহ দেখে কর্ণওয়াল ও রিগান খুব আনন্দ পেল। তারপর সবাই মিলে পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করে বলল—"ধূর্ত, অকৃতজ্ঞ, ওঁর রোগা হাত দুটো বেঁধে ফেল।"

গ্লসেস্টার তাদের আচরণ দেখে অবাক হয়ে বলল—"সে কী? কেন? আপনাদের আমি আমার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছি। আশ্রয়দাতাকে এভাবে অপমান করবেন না। আমি বিশ্বাসঘাতক নই।"

রিগান এরকম অন্যায়ভাবে আমার দাঁড়ি ছিঁড়ো না।

রিগান বলল—বৃদ্ধ শয়তান, তুমি পাজি বদমায়েস।

এই কথা শুনে গ্লসেস্টার জ্বলে উঠল। নিষ্ঠুর নারী, অতিথির প্রতি এমন জঘন্য আচরণের জন্য তোমায় অভিশাপ্ দিচ্ছি। এই ছেঁড়া দাঁড়ির প্রতিটা লোম তোমাকে ভবিষ্যতে চরম শাস্তিদান করবে। বল, তোমরা কেন আশ্রয়দাতাকে এমনভাবে অপমান

করছ?

কর্ণওয়াল বলল—আমিও তোমায় সেকথা বলতে চাই। বল ফ্রান্সের রাজার চিঠি কোথায় রেখেছ? বিদেশীদের সঙ্গে কি ধরনের ষড়যন্ত্র করেছ?

রিগান বলল—তার সঙ্গে এও বলো ঘৃণ্য-জঘন্য বুড়ো, পাগল রাজা এখন কোথায়?

গ্লসেস্টার বলল—কোনও বিরোধী পক্ষের নয়, আমার কাছে যে চিঠিটা আছে তা এসেছে কোনও এক নিরপেক্ষ ব্যক্তিব কাছ থেকে। রাজাকে আমি ডোভারে পালাতে সাহায্য করেছি।

—কেন করলে? আমরা তোমাকে না করেছিলাম তা কি ভুলে গেছ?

—আমি এখন মরতে বসেছি। তাই কোন ভয়েই আমি অন্যায় কাজ করবো না।

রিগান বলল—কেন তুমি তাকে ডোভারে পাঠালে? তাকে ছেড়ে দিয়েছি কারণ তাকে তোমাদের হিংস্র নখ আর দাঁতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চাই। যে ঝড়ের রাতে তোমরা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো, তিনি দেবতাদের কাছে সেই দুর্যোগঘন রাত্রিকে তোমাদের ধ্বংস করার জন্য প্রার্থনা না করে তার স্নেহশীল অন্তর বৃষ্টিপাতের কামনা করেছে। কিন্তু আমি চাই যত তাড়াতাড়ি হোক, তোমাদের উপর ভগবানের অভিশাপে নেমে আসুক, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও।

রিগান বলল—কর্ণওয়াল, ওর চোখে দুটোকেই নষ্ট করে দাও।

গ্লসেস্টার আঁতকে উঠলো—কি নিষ্ঠুর, কে আছ, মানবিকতার খাতিরেও এই বুড়োকে রক্ষা করো। গ্লসেস্টারের এই কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে একজন চাকর এগিয়ে এসে কর্ণওয়ালকে বাধা দিল। চাকরের এই সাহস দেখে রিগান তাকে তরোয়াল দিয়ে মেরে ফেলল। মৃত্যুর পূর্বে ভৃত্য বলল—প্রভু আমার, আমি নিহত হলাম। এই ঘৃণ্য নারীর জীবনের ক্ষয়ক্ষতি আপনি দেখবেন?

—''যাতে তা আর দেখতে না হয় সেই ব্যবস্থাই করছি। তরোয়াল দিয়ে কর্ণওয়াল গ্লসেস্টারের দু'চোখের জ্যোতিই কেড়ে নিল। তারপর তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিল।

গ্লসেস্টার ব্যাথায় চিৎকার করে উঠল। বলল—হ্যাঁ, পুত্র এডমণ্ড, তুমি যখন শুনবে তোমার বাবার উপর এরকম অত্যাচার করেছে, তুমি এদের উপযুক্ত শাস্তি দিও। দুজনে হা হা করে হেসে উঠল, তারপর ব্যাঙ্গমিশ্রিত গলায় রিগান বলল—হায়, সে ব্যক্তি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা ফাঁস করে দিয়েছে আমাদের কাছে। দূর হয়ে যাও কাপুরুষ, সে তোমার মতো অবিবেচক বিশ্বাসঘাতক নয় সে তোমাকে দয়া করবে।

কি শুনেছি! ও কি নির্বোধ আমি। এডমণ্ডকে বিশ্বাস করে আমি এডগারের ওপর চরম অন্যায় করেছি। ভগবান তুমি তার মঙ্গল করো।

রিগান চাকরকে ডেকে বলল—এই লোকটাকে বার করে দাও। তারপর কর্ণওয়ালকে বলল—ক্ষতটার কি খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে?

—''হ্যাঁ, প্রিয়তমা। অসতর্ক মুহূর্তে ভৃত্যটা আঘাত করেছে আমাকে। চলো ভেতরে

চলো।"

ওরা চলে গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভৃত্য রাজার পক্ষ অবলম্বন করে এখান থেকে চলে যাওয়ার মতামত প্রকাশ করল। তারপর তাদের মধ্যে একজন গেল গ্লসেস্টারের রক্তাক্ত চক্ষুর উপর প্রলেপের খোঁজে। অন্যজন বলল "তারপর চল আমরা বুড়ো আর্লকে অনুসরণ করে এডগারকে খুঁজে বার করি ভগবান তার মঙ্গল করুন।

মানুষ সবসময়ই কোন না কোন আশার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্যর্থতার মধ্যেও জীবন ধারণ করে। কিন্তু সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়াটাই হলো শোচনীয় ব্যাপার। কিন্তু বর্তমানে যিনি দুভার্গের কবলে পড়েছেন তিনি ভবিষ্যতের সুখের কল্পনা করে আশায় আশায় বর্তমানের দুঃখকে সহ্য করে এই রকম লোকেদের মধ্যে আমিও একজন। দূর থেকে একজন বৃদ্ধের সাহায্যে গসেস্টারকে প্রবেশ করতে দেখে বলল—কি ব্যাপাব, বাবা আসছেন একজন দরিদ্র লোককে অবলম্বন করে।

গ্লসেস্টারকে উদ্দেশ্য করে বৃদ্ধ বলল—প্রভু, আমি আশি বছর ধরে আপনাব অধীনস্থ প্রজা।

—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তুমি চলে যাও। নয়তো তোমার ক্ষতি হতে পারে। এখন আমাব জীবনের সবকিছুই অন্ধকার। তাই পথ চলতে কোনো সাহায্যেরও প্রয়োজন নেই। ও আমার প্রিয় পুত্র এডগার, আমি তোমার উপর ভুলক্রমে যে অন্যায় আচরণ করেছি, তার জন্য আজ আমি অন্তরে ক্ষতবিক্ষত। যদি তোমার কখনও স্পর্শ পাই, তাহলে আমার এই অন্ধত্বদশা থেকে আমি মুক্তি পাব।

পিতার এই অবস্থা দেখে এডগার মনে মনে বলতে লাগল যে, "কারও কোনো অবস্থায়ই সবচেয়ে বেশী খারাপ হতে পারে না।

এডগারকে দেখে বৃদ্ধ বলল—ওহে যুবক, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

--কে উনি, উনি কি ভিক্ষুক?

"না, না, ও মনে হয় পুরোপুরি পাগল নয়। গত রাত্রে ঝড়ের প্রকোপে বিপর্যস্ত এরকম একটা লোককে দেখে আমার পুত্রেব কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন বিজাতীয় ক্রোধ নির্বুদ্ধিতার বশে আমায় গ্রাস করে রেখেছিল। তাই মনে হয়েছিল মানুষ সামান্য কীটমাত্র। আজ আমি বুঝতে পারছি যে মানুষ বড়ো অসহায়, ভগবানের হাতে পুতুল মাত্র। আমাকে বল, এই লোকটির কি নগ্ন দেহে?

—হ্যাঁ, প্রভু।"

—তাহলে তুমি এক্ষুণি গিয়ে এর জন্য কিছু পোশাক নিয়ে এস। তখন এই হবে আমার মতো অন্ধের পক্ষে সৃষ্টি স্বরূপ।

—কিন্তু প্রভু, উনি সম্পূর্ণ পাগল।

—তাহোক, তোমাকে যা বললাম তাই করো। তাড়াতাড়ি যাও।

—বৃদ্ধ রাজী হয়ে চলে গেল। বাবার দুঃখে এডগার কাতর হয়ে পড়েছে। কথা বলার সাধ্য নেই। কিন্তু অন্ধ গ্লসেস্টার তাঁকে চিনতে পারেন নি। তিনি বললেন, বল

যুবক জোয়ারের পথ কোন দিকে?

হতভাগ্য টমের ভিতরে ওবিডিকাঠ, হবিডিডাম্প, মৃদু, আর মোদোর আর তার সঙ্গে বিকারটিগিরেট—এই পাঁচ শয়তান অনবরত নৃত্য করছে। সুতরাং তার কথা অর্থহীন। তবু আপনাদের মঙ্গল হোক আমি জানি ডোভার যাবার পথ।

গ্লসেস্টার উৎসুক চোখে তাকাল—প্রিয় বন্ধু আমার, এই টাকা নাও, দেবতার অভিশাপগ্রস্থ দুঃখময় জীবনে কিছু শান্তি ভোগ করো। যারা জীবনে সুখকেই বড়ো করে দেখে তোমার দুঃখ তাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করবে। তুমি সুস্থ হও।

বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করল এডগার—বেশ আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে চলুন।

অসওয়াল্ড গর্ণরিলকে জিজ্ঞাসা করল—তার প্রভু কোথায়?

—"তিনি আশ্চর্য রকমের পাল্টে গেছে ম্যাডাম। ফরাসী সৈন্যের আগমবার্তা ও গ্লসেস্টারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনেই বিশ্বাসই করল না। উপরন্তু আমাকেই মিথ্যাবাদী ভাবল।

আলবেনির কথা শুনে গর্জে উঠল গর্ণরিল। বলল—তোমার মতো নির্বোধ দুর্বল কাপুরুষ ব্যক্তিরাই দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে পারে।

--ওগো অকৃতজ্ঞ, দুর্নীতি পরায়ন নারী। পাপবোধ সম্পর্কে এখনো সচেতন হবার সময় আছে। আমি এখন বলছি, নিজে ধ্বংস হয়ে যাবার আগে তাকে ধ্বংস করো। নইলে অচিরেই তুমি শেষ হয়ে যাবে।

কি করব দূত?

—"হুজুর, গ্লসেস্টারের চোখ তুলে নেবার সময় সে যে আঘাত পায় তাতে তার মৃত্যু হয়েছে। চক্ষু উৎপাটনকালে এক ভৃত্য তাঁকে বাধা দিলে তিনি রেগে গিয়ে তাকে হত্যা করেন। কিন্তু মরবার আগে ঐ ভৃত্যের তরোয়াল তাঁর বুকে আঘাত করে ঐ ক্ষতের সৃষ্টি করে।"পাপের পরিণতি হয় শাস্তিতে। কিন্তু গ্লসেস্টারের কি দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেছে?"

—হ্যাঁ, আপনার বোনের একটা চিঠি আছে, তাড়াতাড়ি উত্তর চাই।

—গর্ণরিল চিঠি নিয়ে মনে মনে ভাবল, এর ভাল-মন্দ উত্তর ঠিকই আছে। আচ্ছা উত্তর দিচ্ছি।

গর্ণরিল চলে গেলে আলবেনি দূতকে জিজ্ঞাসা করল—ওরা যখন তার চোখ তুলেছিল। তখন এডমণ্ড কোথায় ছিল বলতে পার?

—হ্যাঁ, প্রভু। তিনিই তো ডিউককে ফাঁস করে দেন পিতার সব পরিকল্পনার কথা। তিনি তখন ইচ্ছা করেই সে সময় বাড়ী ছিলেন না।

—গ্লসেস্টার তুমি ধন্য। তোমার প্রভুভক্তি সত্যিই দেখার মতো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার উপর এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের আমি প্রতিশোধ নেব। এখন এস বন্ধু, তুমি যা জান তা আমাকে নির্ভয়ে বল। চল ভিতরে।

—আচ্ছা, বলতে পার ফরাসী রাজা কাউকে সেনাপতির পদ দান না করে তাড়াতাড়ি

দেশে ফিরে গেলেন কেন? কেণ্ট বলল।

—মনে হয়, কোন বিশেষ প্রয়োজনেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে।

—আচ্ছা চিঠিখানা পেয়ে রাজা কি করলেন?

চিঠিখানা পড়তে পড়তে বার বার তার চোখ জলে ভরে উঠেছিল। এব বদ্ধ আবেগ তার মনকে মোহিত করে তুলেছিল।

—উনি কি তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

—অতিকষ্টে অন্তর মন্থন করে তার মুখ থেকে পিতা "শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একবার তিনি চীৎকার করে উঠলেন—শোনো তোমরা মেয়ে জাতির কলঙ্ক। হায়, সেই ঝড়ের রাত্রে তারপর হঠাৎ তিনি চুপ.....

আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, একই পিতার ঔরসে দুই পরস্পর বিপরীত সন্তানের কি করে জন্ম হয়?

তাঁর সঙ্গে পরে আর কোন কথা হয় না? ঠিক আছে, রাজা লীয়ার এখন এই শহরেই কিন্তু আজ তার অনুতপ্ত বক্ষের প্রিয় কন্যার উপর আচরণ মনে করিয়ে মনকে অনুশোচনার ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে।

—আচ্ছা, আলবেনি ও কর্ণওয়ালের সৈন্যদলের খবর কি?

—"তারা প্রস্তুত।"

—একজন দূত এসে বলল, বৃটিশ সৈন্যদল এদিকেই এগিয়ে আসছে। আমরাও প্রস্তুত। বাবা তোমার ওপর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার জন্যই ফরাসী রাজা আমার অনুরোধে বাবার অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্যই অস্ত্রধারণ করেছেন। বাবা, আপানর সাহচর্যে এনে আমায় ধন্য করুন।

—আচ্ছা অসওয়াল্ড, আমার ভগ্নিপতি কি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সৈন্য পরিচালনা করছেন? রিগান জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ, তবে আপনার বোনই সৈনিক হিসাবে ওঁর থেকে বেশী দক্ষ।

—দিদির চিঠিতে কি লেখা ছিল? নিশ্চয়ই কোন দরকারী কাজের জন্যই তাঁকে ডাকা হয়েছে। আগামী কাল শুরু হবে আমাদের অভিযান, তুমি এখানেই থাকো।

—বলল রিগান।

—"আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় ম্যাডাম।"

—কেন? কি এমন দরকারী কথা আছে তাঁর, সেসব দিদি মুখে না বলে চিঠিতে লিখলেন?

—মহাশয়, আপনার কথামতো খাড়াই পাহাড়টার "উপর দিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করেছি"—বলল এডগার। আচ্ছা আপনি কি সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন?

—কই আমার তো মনে হচ্ছে আমরা বনের উপর দিয়ে হাঁটছি, কোন শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি না। তোমার গলার আওয়াজটা আগের থেকে কিছুটা অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে।

—আমার চোখের দারুণ যন্ত্রণা আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে দুর্বল করে দিয়েছে। পোশাক ছাড়া আর কিছুরই পরিবর্তন হয়নি আমার। আমরা এখন পাহাড়ের খুব বিপদজনক উঁচু জায়গায় এসে পড়েছি। এখান থেকে ভাগ্যমান জাহাজগুলো খুবই ছোট দেখাচ্ছে। নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যাবে। শেষ কিনারা এখান থেকে মাত্র এক ফুট দূরে।

—ঠিক আছে বন্ধু, এবার ছেড়ে দিয়ে এই মহামূল্য রত্নটাকে গ্রহণ করো। বিদায় "হে ভগবান তিল তিল করে দুঃখে ক্ষয়ে যাওয়ার থেকে দুঃখের বোঝা কমাবার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করবো স্বেচ্ছায়। এডগার ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বিদায়।" শূন্যে লাফ দিলেন গ্লসেস্টার। তাই দেখে এডগার ভাবল হায় মানুষ কিভাবে নিজেকে শেষ করে। তারপর মিনিটের মধ্যেই সামনে গিয়ে চীৎকার করে ডাকল "ও মশাই, ও বন্ধু, আপনি কি মৃত না জীবিত?"

গ্লসেস্টার চীৎকার করে বলল—আমাকে মরতে দাও।

—"এত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়েও আপনি অক্ষত দেহে ফিরে এসেছেন আর এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আপনার শরীরটা শক্ত ধাতু দিয়ে গড়া।"

—ছলনা করে তুমি সত্যি করে বলতো আমি কি সত্যিই পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়েছি? গ্লসেস্টার ক্ষুণ্ণমনে জানতে চাইল। তারপর করুণায় ভেঙ্গে পড়ে বলল—প্রতিবেশী যাওয়া হল না। মৃত্যুও আমাকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করছে।

এডগার বলল—আশ্চর্য, আপনি কোন ব্যাথাই অনুভব করছেন না। আরো বলুন তো কে আপনাকে এই পাহাড়ের মাথায় নিয়ে এলো?

—"সে একটা ভিখারী, কিন্তু তার কথা জানতে চাইছ কেন?"

—"তাকে নীচ থেকে দেখে আমার মনে হল তার মুখে হাজারটা নাক আর অসংখ্য শিং। তার সমুদ্রের তরঙ্গের মতো গায়ে অসংখ্য পাহাড় আর মুখের মধ্যে চোখ দুটো বড্ড বড়। সে নিশ্চয়ই কোন শয়তান?"

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে বারবার বলছিল বটে 'শয়তান'। কিন্তু আমি তাকে মানুষ ভেবেছিলাম। সেই আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যায়। এখন আমার সব মনে পড়ছে।" গ্লসেস্টার আনন্দিত হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, ভাল করে চিন্তা করুন। কিন্তু কে আসছে এখানে? এই লোকটি নিশ্চয়ই অসুস্থ হবে।

—"আমাকে এখন আর কেউ টাকার লোভে বন্দী করতে আসবে না। কেন না, আমিই এখন রাজা।" রাজা লীয়ার মনে মনে ভাবতে লাগল।

—"এ যে দেখছি রাজা লীয়ার। উঃ কি ভয়ঙ্কর এই দৃশ্য আহত যন্ত্রণায় এডগার কেঁপে উঠল।

—ঐ লোকটাকে দেখ, মনে হচ্ছে যে মাঠে কাক তাড়াচ্ছে। দেখ দেখ একটা ইঁদুর। এই সেঁকা রুটিটা আমি দৈত্যের উপর পরীক্ষা করব এ নিয়ে এস বাদামী রঙ্গের টাঙ্গি আর বর্শাটা, অবর্থভাবে তীরটা বুকে লেগেছে।

—"এর গলার আওয়াজ একে রাজা বলেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।"

—হ্যাঁ, সত্যিই আমি রাজা। কিন্তু আমার তো কোন সৈন্য নেই। ঐ তুষারের মতো সাদা মেয়েটাকে দেখুন, ওর ওপরের দিকে নারীত্বের আবরণের আড়ালে আছে ঘন গভীর শয়তানিতে ভরা নরকের অন্ধকার। সেখানে সর্বনাশের আগুনের জ্বলন্ত শিখা সমস্ত কিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। সে মেয়েকে শত ধিক্কার জানাই। ওহে রাজবৈদ্য আমরা দূষিত কল্পনাকে মার্জনার জন্য এক ফোঁটা গন্ধ দ্রব্য দাও।

গ্লসেস্টার বলল—হায়, নিয়তির হাতে নিগৃহীত এক মহান ব্যক্তি আপনি আমাকে চেনেন?

—ভালো করেই চিনি তোমার ঐ চোখের চাউনিকে। কিন্তু আমি তোমায় কিছুতেই ভালবাসব না। ওহো তুমি কি আমারই মতো নিঃস্ব ও দৃষ্টিহীন। তুমি কেমন করে বুঝতে পারছ পৃথিবীর গতি কোন দিকে। এডগার নিজের মনে মনে বলল—নিজের চোখে এই দৃশ্য না দেখলে এর মর্মান্তিকতা অবিশ্বাস্য বলে পরিগণিত হতো।

—তুমি বল কে উন্মাদ আর কেই বা চোর। জমকালো পোশাকের তলায় যে পাপটা সহজেই বন্ধু তোমায় বলছি মিথ্যাবাদী রাজনীতিবিদের মতো নকল চোখ বেরিয়ে সব কিছু দেখার ভান করবে। সুতো খুলে দাও, পায়ে খুব ব্যথা লাগছে।

এডগার মনে মনে অবাক হয়ে ভাবল—আশ্চর্য, রাজার কথায় আঘাত উন্মত্ততার মধ্যেও একটা খুশী খুশী ভাব দেখা যাচ্ছে।

—তুমি যদি সমবেদনা দেখাতে চাও তাহলে চোখটাকে ধার করতে হবে তোমায় গ্লসেস্টার। হ্যাঁ, আমি তোমায় চিনি, তুমি অধৈর্য্য হয়ো না, কেন না চোখের জল ফেলা আমাদের জীবনের বিধিলিপি। শোনো, পরে সব বুঝিয়ে বলব।

—"ওঃ, কি ভয়ঙ্কর পরিণতি!

"—এই পৃথিবীতে যখন প্রথম আসি তখন বোকার মত কাঁদি। ঘোড়ায় চড়া সৈনিকের ঘোড়ার পায়ের তলায় মাথায় টুপি পরিয়ে আমি পরীক্ষা করব। কোনোরকমভাবে চুপি চুপি জামাইদের কাছে পৌঁছলেই একেবারে মেরে ফেলবে।

—যাবে, আমি এখন অসহায়। একজন ডাক্তার এনে আমার মাথার চিকিৎসা করাও। সেখানে কেউ থাকবে না, আমি একা? কিন্তু না শোনো তোমরা, আমি রাজার মতো বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আমাকে ধরা অত সহজ নয়। আমি ছুটব।" বলতে বলতে রাজা লীয়ার ছুটতে আরম্ভ করল। তার অনুচরেরা তাকে ধরার জন্য তার পিছনে পিছনে গেল।

একজন অনুচর বলল—ওঃ, রাজার এমন করুণ অবস্থা বর্ণনা করা যায় না।

কেণ্ট তাকে বলল—শোন, তুমি কি আসন্ন যুদ্ধের খবর কিছু রাখো? শত্রুদের সৈন্যরা কতোটা কাছে এসে গেছে?

অনুচর বলল—ওরা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রধান সৈন্যদল কাছে এসে পড়বে। রাণী বিশেষ কারণে রয়ে গেছেন কিন্তু সৈন্যদল চলে

গেছে।

গ্লসেস্টার বলল—আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই। বল যুবক তুমি কে?

—"জীবনের নানা আঘাতে বিপর্যস্ত এক যুবক, সে অন্যকে সহানুভূতি দেখাতে ভালবাসে।" এডগার বলল, তারপর গ্লসেস্টারের শীর্ণ হাতটা যত্নের সঙ্গে ধরে নিরাপদ আশ্রমের জন্য বের হয়ে গেল।

দূর থেকে গ্লসেস্টারকে দেখে অসওয়াল্ড মনে মনে খুশী হল। অসওয়াল্ড বলল—ওঃ কি সৌভাগ্য আমার। ওহে বুড়ো, এবার আমার তরোয়ালের আঘাতে তোমার প্রাণ যাবে, এই বলে তরোয়াল বার করল।

গ্লসেস্টার বলল—আমিও আর বাঁচতে চাই না, তুমি আমাকে মেরে ফেলো।

এডগার অসওয়াল্ডকে বাধা দিল—এই হতভাগ্য বুড়োটার কাছে এসো না, সাবধান করছি তোমরা সরে যাও—এঁকে যেতে দাও। নতুবা আমার লাঠির আঘাতে তোমার জীবন বিপন্ন হবে।

—দূর হয়ে যাও, নোংরা, ঘৃণিত চাষী।

এডগার লাঠি তুলে বলল—তবে রে, দেখাচ্ছি মজা।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনের মধ্যে যুদ্ধ হবার পর লাঠির আঘাত অসওয়াল্ড মাটিতে পড়ে গেল। পাওয়া গেল একটা চিঠি, তাতে লেখা আছে—আমাদের দুজনের দুজনকে দেওয়া কথা মনে রেখে তাকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলো। আর আমাকে এই অবধি অন্য জনের শয্যার সঙ্গিনী করে না রেখে তোমার শয্যার সঙ্গিনী করে তোলো দয়া করে।

ইতি -- তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী, (গণরিল)।

গ্লসেস্টার বলল—ভগবান তুমি আমাকেও এই অসহ্য দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষার জন্য ধরাকে অসংলগ্ন করে আমাকে পাগল করে দাও।

দূরে রণদুন্দুভির শব্দ কানে যেতে এডগার চঞ্চল হয়ে উঠল—তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরুন। আপনাকে আমার বন্ধুর নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাব।

"হে সদাশয়, মহানুভব কেন্ট! আমি এ জীবনে আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না।" কর্ডেলিয়া বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আপনি আপনার পরা এই ছেঁড়া পোশাকগুলো ছেড়ে ফেলে নুতন ভালো পোশাক পরুন।

—"আপনি আমায় ক্ষমা করুন ম্যাডাম। আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ছদ্মবেশের প্রয়োজন। আপনিও দয়া করে আমার পরিচয় প্রকাশ করবেন না।"

—"বেশ।" তারপর ডাক্তারকে কর্ডেলিয়া জিজ্ঞাসা করল—"রাজা এখন কেমন আছেন? তিনি ভালো ঘুমুচ্ছেন। ওগো ভগবান, আমাকে সন্তানের দ্বারা প্রপীড়িত তাঁর আত্মাকে শান্তি দাও। ওঁকে কি নতুন পোশাক পরানো হয়েছে?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম। উনি এখনও অসুস্থ, আপনি ওঁর কাছে থাকুন।

—মনে মনে বলতে লাগল কর্ডেলিয়া, হে আমার প্রিয় পিতা, আমার এই চুম্বন

তোমার দূরারোগ্য অসুখকে সারিয়ে তুলুক।

—হায়, তুমি রাজা হয়েও শুয়োরের কুঠুরিতে বাজে লোকেদের সঙ্গে ঘাসের বিছানায় শুয়েছ কি করে? ঐ উনি জেগে উঠছেন।

চিকিৎসক বলল—আপনি তাড়াতাড়ি কথা বলুন ম্যাডাম।

কর্ডেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলল—মহারাজ, কেমন আছেন?

—"তুমি স্বর্গীয় আত্মা, কিন্তু আমি নরকের আগুনে পুড়ে যাচ্ছি, কাঁদছি।" লীয়ার চীৎকার করে বলল।

—"আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? এখনো যে উনি উন্মাদ ডাক্তার।

—"আমি এখন কোথায়? আমাকে সবাই ঠকিয়েছে।" লীয়ার চীৎকার করতে থাকল। আমি জানি না কি বলব। এ হাত তো আমার নয়—না, না এই তো পিন বদ্ধ হওয়ার আঘাত আমি টের পাচ্ছি। আমার মতে এ অবস্থায় কেউ যেন কখনো না পড়ে।

কর্ডেলিয়া করুণ গলায় বলল—আমার দিকে তাকিয়ে আমায় আশীর্বাদ করুন।

—"আমায় পরিহাস করছ? আমি বোকা স্নেহদুর্বল আশী বছরের এক বুড়ো। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। গতরাত্রে আমি কোথায় আজই বা আমি কোথায় রয়েছি। আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। আমায় দয়া করো, ব্যঙ্গ করে আমার অন্তরে ব্যাথা দিও না। তুমি কি আমার মেয়ে কর্ডেলিয়া? তুমি কেঁদো না মা। বিনা কারণে তোমার বোনরা আমায় অত্যাচার করেছে। আমি বিষ খেয়ে মরব। বল আমি কি ফ্রান্সে আছি?

কর্ডেলিয়া সান্ত্বনা দিয়ে বলল—না বাবা? এ রাজ্য আপনার।

ডাক্তার বলল—পাগলামির জন্য আগেকার কোন কথা ওর মনে নেই। ম্যাডাম, আপনি ধৈর্য্য ধরুন।

—কর্ডেলিয়া, কন্যা আমার। এই বুড়ো নিরীহ বাবার সব দোষ ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করো।

কর্ডেলিয়া তার বাবা ও ডাক্তারকে সঙ্গে করে অন্য জায়গায় চলে গেলে কেণ্ট চাকরকে বলল—কর্ণওয়ালের রাজ্য চালনা করছেন গ্লসেস্টার পুত্র এডমণ্ড ডিউকের সম্বন্ধে যা গুজব রটেছে তা অভ্রান্ত।

—কিন্তু গ্লসেস্টারের নির্বাসিত ছেলে কি জার্মানিতে?

—কিছুই আগে থাকতে বলা যায় না, দ্রুত সেনাদল এগিয়ে আসছে। আমাদের পরিকল্পনার ফলাফল নির্ভর করছে আজকের যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর।

জনৈক অফিসারকে ডেকে এডমণ্ড বলল—অস্থির চিত্তসম্পন্ন ডিউকের কাছে গিয়ে তার শেষ সিদ্ধান্তটা তাড়াতাড়ি জেনে এসো। অফিসার চলে গেলে রিগান বলল—ওগো আমার প্রিয় লর্ড এডমণ্ড, সত্যি করে বলতো তুমি আমার বোনকে ভালবাস কিনা?

চালাক এডমণ্ড বলল—একথা সত্যি নয় ম্যাডাম।

—তোমার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াটা আমি কিছুতেই সহ্য করব না;

—"এডমণ্ডের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে আমার পক্ষে যুদ্ধে পরাজয়ের সামিল।" মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগল গণরিল।

—"সুপ্রভাত ঘরে ঢুকল আলবেনি। রাজা এবং আমাদের দ্বারা বিতাড়িত প্রজার এখন তৃতীয় মেয়ের আশ্রয়ে। সততার অভাবের জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ভাল করে যুদ্ধ করতে পারছি না।"

রিগান ব্যঙ্গ করে বলল—এটা কি যুক্তির কথা হল।

—আসুন মহামান্য আলবেনি, তাঁবুতে এ সম্পর্কে আলোচনা করি।

"কেন বিশেষ প্রয়োজনে চল আমাদের সঙ্গে।" বলল রিগান।

রিগান কিছুক্ষণ ভেবে বলল—বেশ, চল।

ছদ্মবেশী এডগার ঘরে প্রবেশ করে আলবেনিকে বলল—আমার মতো গরীবের কথা কি শোনার ইচ্ছা করেন?

—হ্যাঁ বল—আলবেন বলল।

আলবেন ও এডগারকে রেখে ওরা চলে গেল। তখন এডগার বলল—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আগে এই চিঠিটা পড়ে দেখুন।

আমার এই বাইরের ঘৃণ্য হীন পোশাকেও আমি সম্মান রক্ষা করতে জানি। কিন্তু আমি বলছি আপনার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি, সময় হলে আসব।

এডগার চলে যেতেই আবার এডমণ্ড এল।

—আমাদের শত্রুসৈন্যে এখনও দুর্বল, তাড়াতাড়ি চলুন, আমাদের সৈন্যদের একসঙ্গে জমা করি। এডমণ্ড তাড়া লাগাল। আলবেনি চলে গেলে প্লানটা মনে মনে আর একবার ঝালিয়ে নিল এডমণ্ড। আমি দু'বোনের সঙ্গেই ভালবাসার অভিনয় করব। বিয়ে করব না। ওদের সব সম্পত্তি এবং আমার বাবার সব সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য ওদের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করব। লীয়ার আর কর্ডেলিয়ার সাহায্যকারী আলবেনিকেও ছাড়ব না—আর এই দু'বোন নিজেদের হিংসায় নিজেরাই মারা পড়বে। আমি এখন চালাকি করে ঝগড়া এড়িয়ে চলব।

—"বাবা এই গাছের তলায় বসে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন। এই বলে এডগার চলে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল।

—আমার হাত ধরে তাড়াতাড়ি আমাকে অনুসরণ করুন। লীয়ার পরাজিত হয়ে মেয়ের সঙ্গে বন্দী হয়েছেন।

গ্লসেস্টার ভেঙ্গে পড়ে বলল—ওঃ, আমি আর বাঁচতে চাই না। কিন্তু মৃত্যু মানুষের অধীন নয়।

চীৎকার করে ভৃত্যদের হুকুম দিলে এডমণ্ড। লীয়ার ও কর্ডেলিয়াকে বিচার না

হওয়া অবধি কারাগারে রেখে দিতে।

কর্ডেলিয়া বলল—দয়া করে আপনি আমার দিদিদের ডেকে দিন।

—না কর্ডেলিয়া, তাদের ডেকো না। বরং চলো আমরা কারাগারে সৈন্য কারাপ্রাচীরের মধ্যে ষড়যন্ত্রে পতিত সেইসব রাজাদের সমব্যথী হব। আমাদের চোখের জল ওদের সাম্রাজ্য এবং গর্বকে অচিরে ধ্বংস করবে। এখন চল কারাগারে যাই।

রক্ষীসহ লীয়ার ও কর্ডেলিয়া চলে গেলে একটা কাগজ ক্যাপ্টেনের হাতে দিয়ে এডমণ্ড হুকুম করল, মনে রেখো, এই চিঠির নির্দেশ মতো যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তোমার উপর দেওয়া হয়েছে, তা নীরবে পালন করলে তোমার পদন্নতি হবে। যাও কাজটা তাড়াতাড়ি করো।

নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি শোনা গেল। তার সাথে সবে আলবেনি, গণরিল, রিগান ও সৈনিকের দল ঢুকল। আলবেনি বলল—ধন্যবাদ এডমণ্ড আজকের যুদ্ধে তুমি জয়ী। কিন্তু বন্দীদের আমি আমার ইচ্ছামত শাস্তি দেব।

এডমণ্ড খুশী হলো। বলল—স্যার দেশের জনসাধরণ যাতে হতভাগা রাজার ও তার মেয়ে কর্ডেলিয়ার অবস্থা দেখে বিদ্রোহ করতে না পারে সেজন্য তাদের কঠোর প্রহরাধীনে রেখেছি। এখন একদিন ঠাণ্ডা মাথায় তাদের বিচার করা যাবে।

—"এডমণ্ড তুমি তোমার পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নও। তুমি বুড়ো রাজার আত্মীয় নয় প্রজা মাত্র।

রিগান বলল—মহাশয় আলবেনি, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যই উনি আপনাদের সহকর্মী এবং সমমর্যাদাভুক্ত, একথা দয়া করে ভুলে যাবেন না।

—'তোমার শক্তি, একথা বোলো না বোন, উনি নিজেই নিজের শক্তিতে শক্তিমান।"

—"আমি ওঁকে সম্ভ্রান্ত সমান সম্মান দান করলাম। হে আমার সেনানায়ক, সমস্ত জগতের সামনে তোমাকে আমি আমার স্বামী ও প্রভু হিসাবে বরণ করে তোমার হাতে আমার জীবন অর্পণ করলাম।"

গণরিল ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগল—ছিঃ! রিগান ছিঃ।

আলবেনি চীৎকার করে বলল—শোন এডমণ্ড, রাজদ্রোহীতার অপরাধে তোমায় আমি বন্দী করলাম। আর, তার সঙ্গে সঙ্গে এই লর্ডের প্রতি অনুরক্তা আমার ভণ্ড কুটিল স্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করলাম। আর গ্লসেস্টার তুমিও সশস্ত্র; আমার তিনবার ঢাক বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে কোনও লোক এসে তোমাকে এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাজদ্রোহীতার প্রমাণ দেবে।

এডমণ্ড হাতের তরোয়াল খুলে বলল—সেই অভিযোগকারী ব্যক্তি হচ্ছে শয়তান। আমিও সাহসের সঙ্গে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি।

আলবেনি বলল—কিন্তু এডমণ্ড, তোমার নিজস্ব সৈন্যদল আমার অনুগত। অতএব তোমার নিজের একার শক্তিই হোল তোমার এখনকার একমাত্র আশ্রয়।

এই সময় হঠাৎ রিগান খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। আলবেনি তার চাকরকে বলল

ওঁকে তার তাঁবুতে নিয়ে যেতে।

এদিকে আলবেনির আনা-অভিযোগ প্রমাণের জন্য নেপথ্যে ভৃত্যরা ঢাক বাজিয়ে শব্দ করতে লাগল। তৃতীয়বার ঢাক বাজার সঙ্গে সঙ্গে এডগার সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ করল।

আলবেনি বলল—ওর আগমনের উদ্দেশ্য কি রক্ষী?

—এখন যদিও আমার নির্দিষ্ট কোন পরিচয় নেই কারণ শয়তানের ষড়যন্ত্রে তা নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও তা জেনে রাখো, আমিও উচ্চবংশীয়।

আলবেনি ছদ্মবেশী এডগারকে প্রশ্ন করল—কে আপনার প্রতিপক্ষ?

—গ্লসেস্টারের আর্ল এডমণ্ডের প্রতিনিধি কে?

—আমিই স্বয়ং আর্ল এডমণ্ড। বল, কি বলতে চাও? এডগারের সামনে এডমণ্ড এগিয়ে এল।

যুবক, তরোয়াল নিয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুত হও। আমি ঘোষণা করছি, আপনার অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও আপনি বিশ্বাসঘাতক। আপনি যদি একথা অস্বীকার করেন তাহলে আমার হাতের এই তরোয়াল সেকথার সাক্ষী দেবে।

—"তোমার কথাবার্তা ও চেহারা উচ্চবংশীয় হলেও তোমাকে এই ঘৃণ্য ভাষণ, আমার তরোয়াল তোমাকে এই মুহূর্তে হত্যা করবে।"

তরোয়াল নিয়ে উভয়ে যুদ্ধ শুরু করার কিছুক্ষণ পর এডমণ্ড আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে গণরিল চিৎকার করে উঠল, "কে আছ ওকে রক্ষা করো।"

আলবেনি চীৎকার করে তাকে ধমক দিয়ে বলল—চুপ করো। কুটিল নারী, তুমি আর এডমণ্ড দু'জনেই তোমাদের পাপ কাজের কথা শোনো। চেয়ে দেখো এডমণ্ড, এই চিঠিই তোমার ঘৃণ্য কাজের সাক্ষী দিচ্ছে।

—"বেশ করেছি, এ চিঠি আমার, আমি ইচ্ছা মতো যা খুশী করতে পারি।"

আলবেনি ভৃত্যদের বলল—যাও তোমরা ওঁকে দেখো।

মুমূর্ষ এডমণ্ড বলতে লাগল—হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, আমি অনেক পাপ কাজ করেছি। কিন্তু আগন্তুক তুমি যদি উচ্চবংশীয় তাহলে আমাকে হত্যা করার পাপ থেকে তোমাকে ক্ষমা করব।

—প্রতিদানে আমি তোমায় ক্ষমা করব এডমণ্ড। আমার উপর তুমি যে অন্যায় করেছ—হ্যাঁ, আমি তোমার বড় ভাই এডগার। মানুষকে তার পাপ কাজের জন্য এ জন্মেই ভগবানের কাছে শাস্তি পেতে হয়। আমার বাবাও হয়তো এরকম কোনো পাপের কারণে চোখ হারিয়েছেন।

আলবেনি বলল—"হে উচ্চবংশীয় সন্তান, তোমাকে আলিঙ্গন করার থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। তোমার বাবা এবং ছেলে, দু'জনেই আমার পরম প্রিয়। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?" বাবার এই দুরাবস্থার কথা কে তোমাকে জানাল? আলবেনি উৎসুক চোখে উত্তর শোনার জন্য এডগারের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মরার ভয়ে যখন আমি দিনের পর দিন মৃত্যুর থেকেও বেশী যন্ত্রণা সহ্য করছি তখন পিতার সঙ্গে আমার দেখা হল। দেখলাম তার দুই চোখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পাগলের ভান করে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। পরে তাকে নিজের পরিচয়ও দিলাম। পরে দুঃখে কষ্টে তিনি এতো বেদনার ভার সহ্য করতে না পেরে মারা গেলেন।

আলবেনি বলল—ওঃ, গভীর দুঃখ আমাকে বিচলিত করে তুলেছে।

—মহামান্য ডিউক, এত অল্পেই বিচলিত হবেন না। নির্বোধ লোকেরাই অল্প দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে। থাকগে তারপর শুনুন। পলাতক আসামীর মতো আমি যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি সহানুভূতির সঙ্গে আমার সব কথা শুনে আমার বাবাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল আর আমাকে খুবই সাহস জোগাল। তারপর রাজা লীয়ার ও তাঁর চরম দুঃখের কাহিনী একে একে বলে যেতে লাগল।

আলবেনি উৎসুক হয়ে বলল—কে তিনি?

—"উনি হচ্ছেন ছদ্মবেশী হতবাগ্য নির্বাসিত কেণ্ট।

হাতে একটা রক্তমাখা ছুরি নিয়ে একজন ভৃত্য চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে প্রবেশ করে বলল—ওগো কে আছ বাঁচাও।

আলবেনি বলল—কেন, কি হয়েছে?

এই রক্তমাখা ছুরিটায় যে রক্ত দেখছেন তা হচ্ছে আপনার স্ত্রীর। এই ছুরিটা দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। আর মরবার আগে বোনকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছেন।

এই বলে চাকরটি কাঁপতে লাগল।

এডমণ্ড বলল—বাঃ ভালই হয়েছে এবার, আমাদের বিয়েটা নির্বিঘ্নে সারতে পারব।

—"মহাশয় আলবেনি, কেণ্ট আসছেন দেখুন।"

দূর থেকে কেণ্টকে আসতে দেখে পরম শ্রদ্ধাভরে আলবেনি বলল—আমি ভেবে পাচ্ছি না, কি দিয়ে এই মান্য ব্যক্তির উপযুক্ত সম্মান দেব।

কেণ্ট বলল—রাজা কোথায়? আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

আলবেনির চমক ভাঙ্গলো। তিনি বললেন, তাই তো রাজা আর তার কন্যা কর্ডেলিয়া কোথায়?

—যদিও আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না তবুও তার আগে কিছু কাজ করে যেতে চাই। তাড়াতাড়ি এই পরিচয় চিহ্নটা ও এই তরোয়ালটা নিয়ে প্রাসাদদুর্গে একটা লোক পাঠাতে হবে। ওদের মেরে ফেলার নির্দেশ অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে।

আলবেনি বলল—যাও তাড়াতাড়ি যাও।

তরোয়ালটা নিয়ে প্রাণপণ গতিতে প্রাসাদদুর্গের দিকে ছুটে গেল এডগার। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে এডমণ্ড বলল—"গণরিল এবং আমার আদেশানুসারে ওরা কর্ডেলিয়াকে ফাঁসি দেবে কিন্তু বাইরে আমরা রটিয়ে দেব যে দুঃখে আর

হতাশায় কর্ডেলিয়া আত্মহত্যা করেছে।

মৃত কর্ডেলিয়ার দেহ কোলে করে পাগলের বেশে লীয়ার প্রথমে ঘরে ঢুকল। তার পেছন পেছন কাপ্টেন এডগার আর অন্যেরা ঢুকল।

—প্রতিবাদ করো, প্রাণপণে প্রতিবাদ করো। ওগো তোমরা কি পাথর হয়ে গেলে? সে যে আমায় চিরকালের মতো ছেড়ে চলে গেছে? একটা আয়না দাও, তার মাধ্যমে আমি দেখব ওর মধ্যে এখনও প্রাণ আছে কিনা।

কেণ্ট ও এডগার বলল—ওঃ, রাজা লীয়ারের কি ভয়াবহ অপ্রত্যাশিত পরিণতি।

ওগো দেখ তোমরা, তাঁর আঁচলটা নড়ছে, সে বেঁচে আছে।—কে তুমি চলে যাও বলছি।

এডগার বলল—রাজা লীয়ার, ইতি আপনার বন্ধু কেণ্ট।

—তোমরা মিথ্যাবাদী, নরহত্যার দায়ে লিপ্ত। আমি তাঁকে বাঁচাতে পারতাম কিন্তু.....কর্ডেলিয়া, কর্ডেলিয়া, দাঁড়াও। চেয়ে দেখো তোমার হত্যাকারীকে আমি ফাঁসি দিয়েছি।

—কে তোমরা, আমি ভালো দেখতে পাচ্ছি না। আমি কি আমার চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি। আচ্ছা তুমি কি কেণ্ট?

—প্রভু আমিই কেণ্ট, যে আপনার দুঃখে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে রাজা লীয়ার।

—আপনার দুই মেয়ে মৃত তাদের রাজ্য আজ শ্মশান।

—আমারও তাই মনে হয়।

—মাননীয় কেণ্ট, উনি এখন মেয়ের শোকে সম্পূর্ণ পাগল। এখন সব কথাই ওঁর কাছে অর্থহীন, বৃথা।

কেণ্ট বলল—মহাশয় আলবেনি, এডমণ্ড মারা গেছেন।

এ কথায় কোন ভ্রুক্ষেপ না করে আলবেনি বলল—মাননীয় লর্ডগণ ও বন্ধুগণ আমার মনোগত অভিপ্রায় শুনুন। আমার সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধ রাজাকে দিয়ে দিলাম। আমি নিজেকে ওঁর সেবায় নিযুক্ত রাখব। এডগার ও কেণ্ট, আপনারাও আপনাদের সাম্রাজ্য আবার নিজের হাতে নিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

সবাই রাজার দিকে তাকাল। রাজা বলতে লাগল—হায় হতভাগ্য কর্ডেলিয়া কিছু বলছ, চীৎকার করে বলল, কিছু বল আমায়। আমি তোমার সেই বৃদ্ধ হতভাগ্য বাবা রাজা লীয়ার। আমার মেয়ে কি জীবিত? ওঁর ঠোঁট নড়ছে বোধ হয়, এডগার তুমি একবার দেখো তো? ওঃ ভগবান, রাজা অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং মাটিতে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। প্রভুভক্ত কেণ্ট কাতর স্বরে বলল—উঃ অসহ্য দুঃখ।

এডগার বলল—প্রভু, রাজা চোখ মেলে একবার তাকান।

—"ওঃ ভগবান। ও'র জীবনকে দীর্ঘয়িত করে আর কষ্ট দিও না।" বলল কেণ্ট। জীবনের প্রতিও বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে কি

প্রচণ্ড কষ্ট উনি দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করেছেন।

আলবেনি বলল—হে বন্ধুগণ, এখন এ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করো।

কেন্ট বলল—মহামান্য ডিউক, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। প্রভুর সঙ্গ ছাড়া আমার জীবনের কোন অর্থ নেই। আমি চললাম, তিনি আমায় ডাকছেন।

শেষে এডগার বলল—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে মানুষ অর্জিত দুঃখ যেমন পান তেমনি বহুমূল্য ও নানান অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন। যাদের বয়স অল্প তারা কিন্তু এ বিষয়ে জানে না। তাই কোন বিচার বিবেচনা না করে আমাদের উচিত সত্যকেই অনুসরণ করা।

দ্বিতীয় খণ্ড

ম্যাকবেথ

প্রথম অঙ্ক

।। এক ।।

এই প্রকৃতির রাজ্যে আছে আলো আঁধার, আছে প্রদোষের স্বল্পান্ধকার, আছে প্রভাতের নব উন্মেষ—আছে মধ্যাহ্নের তীব্র আলোক—আছে গোধূলীর স্তিমিত আবেশ—আবার নিশীথ যামিনীর ঘনঘটাও সেখানে দেখা যায়। এই প্রকৃতির রাজ্যে যা আছে, মানুষের মনে পড়ে তার ছায়া। সেখানেও আছে আলো আধাঁর, প্রদোষের স্বল্পান্ধকার, নিশিথের তিমির।

মানুষের মন অবচেতনার ক্রীড়া ক্ষেত্র। অচেতন তাকে ঘিরে রাখে। মন যেন তুষারের পাহাড়, তার একভাগ চেতন, বাকি সব অবচেতন। মনোবিজ্ঞানীরা কেউ বা তাকে বলেন অচেতন। কেউ বা বলেন বিজ্ঞান। মানুষের অচেতনে অহরহ চলে নানা মানসিক বৃত্তির দ্বন্দ্ব। কখনো বা সেগুলি দমন হয়। কখনো বা বরফের পাহাড়ের মতো ভুস করে তারা ভেসে ওঠে। অচেতন হয় চেতন। চেতনা জন্মলাভ করে। তারই আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়ে অচেতন মানুষকে সৎ-অসৎকার করে তোলে। যে ছিল মহান সে হয় অতি নীচাশয়। পাপের ধাপে ধাপে সে নেমে যায়। আবার নীচ যে, সেও মহান হয়ে ওঠে। সে ধাপে ধাপে মহান উতুঙ্গে উঠে আসে। চণ্ডাশোক, ধর্মাশোক হয়।

আমাদের এ কাহিনী হলো পাপবৃত্তির, এ পাপ অবচেতনায় লালিত-পালিত হয়েছিল। তারপর একদিন সুযোগ পেয়ে অশুভ মুহূর্তে চেতনায় সে ভেসে উঠল। এক পাপ থেকে আর এক পাপে লিপ্ত হল রোগী।

তবুও ষোড়শ শতকে ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপীয়র সেই রুগ্নমানুষ, অসুস্থ মানুষের কাহিনীই উপহার দিয়েছিলেন। আর সেই কাহিনীর নামই ম্যাকবেথ। ষোড়শ শতাব্দী

বহুদূর—ধূসর পৃথিবীর অতীতের কুক্ষীগত, কিন্তু চারশ বছর পরেও সে কাহিনী আজকের যুগেরই সমস্যা নিয়ে এসে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে। তাই এ কাহিনী যেমন অতীতের, তেমনি বর্তমানের—আবার ভবিষ্যতের হতেও তার বাধা নেই।

'ঊষর প্রান্তর, শূন্য মনের মতো বিছিয়ে আছে। নেই কোন শ্যামলিমার চিহ্ন তার বিস্তার। আকাশের মেঘের ঘনঘটা, বিদ্যুৎ হানছে চমক, গর্জন করে উঠছে বজ্র। এই ঊষর প্রান্তরে মানুষ তো নেই, তবে কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে! ক্ষীণকায়া অদ্ভুত বেশে ওরা কারা? ওরা কি ছায়া—না মনের কল্পনা? না, না, কল্পনা তো নয়, নয় তো ছায়া। ঐ যে ওরা কাছে এল। বীভৎস রূপ উদ্ভট বেশ, ওরা ডাকিনী। ওদের উপাস্য পাতালের দেবী হেকোতি। মূর্তিমতী পাপ, ওরা তারই সহচরী। কেন এসেছে ওরা এখানে? দেখি ওরা কি বলে।

ওরা তিনজন, তিন সঙ্গিনী —তিন বোন এই ঊষর প্রান্তরে এসে মিলেছে। উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে। কি সে উদ্দেশ্য। ডাকিনীরা এগিয়ে এল। এবার মিলেছে তিনজনে। তারা সব গোল হয়ে বসেছে।

আলাপ শুরু হলঃ—

প্রথমা বললো— ঝড়-বাদলে কাজের হাঁকে কখন মিলব মোরা তিন জন?

দ্বিতীয়া উত্তর দিলে—গোলমাল সব থামবে যখন হার-জিত সব চুকাব যখন রণে।

প্রথমা শুধাল—সূর্য্যি ডোবার আগে সে লো মিলব কোথায় বল না লো?

তৃতীয়া বললো—ঐ যে হোথায় ঊষর মাঠে ম্যাকবেথকে ভেটতে হবে।

এমন সময় প্রথমার সঙ্গিনী কটা বেড়ালটা ডেকে উঠল।

প্রথমা—আসছি রে—আসছি মেনী।

দ্বিতীয়া—আমাকে ডাকে খুদে ব্যাঙাচি।

তৃতীয়া—চল, চল যাই ত্বরা করি।

সবাই মিলে এক সুরে গেয়ে উঠল—

মোদের কাছে ভালই মন্দ। —মন্দ যাহা ভাল যে তাই;
কুয়াশা আর বিশ্রী হাওয়ায় —ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই
ডাইনীরা চলে গেল — শূন্য ঊষর প্রান্তর আবার নির্জন।

।। দুই।।

যে যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়ে গেল ডাকিনীরা—সেই যুদ্ধের কথা বলি। স্কটল্যাণ্ডের সংকট অবস্থা। রাজা ডানকান সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্মুখীন। তারই এক সামন্ত প্রধান। ম্যাকডন ওয়াল্ট নরওয়ের নরপতির সহায়তায় এই অভ্যুত্থানের নায়ক হয়েছেন। রাজা বৃদ্ধ—তবু তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নিতে তিনি অক্ষম। তাই সেনাবাহিনীর ভার দিয়েছেন সুযোগ্য দুই সেনাপতির উপর। এরা ম্যাকবেথ ও

ব্যাঙ্কো। রাজা ফরেসের শিবিরে ম্যালকম, ডোনা লাবেইন রাজপুত্রদ্বয় এবং অনুচরগণসহ প্রতীক্ষায় আছেন। যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব। এমন সময় রক্তাক্ত দেহে একজন সৈনিক প্রবেশ করল।

রাজা দেখে শিহরিত হলেন। রক্তাক্ত সৈনিককে প্রবেশ করতে দেখে বলে উঠলেন সর্বাঙ্গে রক্তের ধারা ও কে? ওকে দেখে মনে হয় সংঘর্ষের কোন নতুন খবর ও দিতে পারবে।

রাজকুমার ম্যালকম জানালেন, এই সেই সৈনিক, যে আমাকে বন্দীদশা থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে। এস বীর, এস বন্ধু—মহারাজকে বল সব সংঘর্ষের কথা। তখন তুমি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে এসেছ, কি দেখলে তখন? সৈনিক তখন জানাল, যুদ্ধ হলো অনিশ্চিত—দুই প্রান্ত সন্তরণকারী যেন দুই পক্ষ পরস্পরকে আঁকড়ে ধরতে দুজনের কৌশলই বুঝি ব্যর্থ হবে। দুজনই বুঝি নেবে সলিলসমাধি। বিদ্রোহী প্রধান ম্যাকডন ওয়াল্ড নির্মম, নিষ্ঠুর, যত পাপ প্রকৃতিতে থাকা সম্ভব সব তাকে ঘিরে আছে। আর ভাগ্যদেবীও যেন তার প্রতি বারব্রতার মতই সুপ্রসন্না। কিন্তু সবাই বিফল হল। বীর ম্যাকবেথ ভাগ্যদেবীকে তুচ্ছ করে তাঁর ঘুর্ণীয়মান রক্তরঞ্জিত অসি হস্তে যেন বীরত্বের প্রতীক হিসাবে অবতীর্ণ হলেন রণাঙ্গনে, শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে তিনি এসে দাঁড়ালেন ম্যাকডন ওয়াল্ডের সম্মুখে সম্ভাষণ করলেন না, করমর্দন করলেন না বীর। নাভি থেকে চোয়াল অবধি দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন তারপর প্রাকারের উপর তার ছিন্ন মুণ্ড স্থাপন করে বিদ্রোহীর কি পরিণাম—তা দেখালেন।

রাজা ম্যাকবেথের কীর্তিকাহিনী শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। যোগ্যবীর সৈনিক বললে, কিন্তু এই তো সব নয়। পূর্বদিক থেকে ওঠে সূর্য, আবার তরী ভগ্নকারী ঝড়ও সেই পূর্বদিকেরই দান। তাই ম্যাকডন ওয়াল্ডের মৃত্যু আমাদের আনন্দের হয়েও নিরানন্দের কারণ হল। নরওয়ের রাজা নতুন সেনাদল নিয়ে আক্রমণ করলেন, ডানকান উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ম্যাকবেথ আর ব্যাঙ্কো কি ভীত হলেন?

সৈনিকের মুখে ফুটে উঠল বিদ্রুপের হাসি। সে বলল, হ্যাঁ তারা ভীত হলেন, যেমন ভীত হয় ঈগল চড়াই পাখীকে দেখে। যেমন ভীত হয় সিংহ শশকের ভয়ে। দ্বিগুণ বারুদপূর্ণ কামানের মত শত্রুদলকে তারা বিধ্বস্ত করতে লাগলেন—আর এক রক্তাক্তভূমি সৃষ্টি করবেন এই তখন তাঁদের সাধ। আর তো বলতে পারছি না।

সৈনিকের গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে এলো। রক্তধারা এখনো নিঃসৃত হচ্ছে তাঁর ক্ষতস্থল থেকে। সে বলে উঠলো—ইন্দ্রিয় সব অবশ হয়েছে। মূর্ছা যাব। আমার সত্বর শুশ্রূষা দরকার। ডানকান অনুচরদের ইঙ্গিত করলেন। তারা তাকে ধরাধরি করে নিয়ে চলল। ডানকান সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বললেন তোমার কথা আর ক্ষত-বীরের যোগ্য। যাও—এর শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর।

অনুচরগণ সৈনিকদের নিয়ে চলে গেল। ডানকান দূরে তাকিয়ে দেখলেন—কে একজন আসছে।

রস এসে প্রবেশ করলেন। ইনি একজন সামন্তরাজ।

রস এসে সসম্ভ্রমে রাজাকে অভিবাদন করে জানালেন—তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছেন। নরওয়ের পতাকা যেখানে উড্ডীন হয়েছিল কিন্তু সে পতাকা হ্ল বিধ্বস্ত। ম্যাকবেথ প্রধানের সম্মুখে অস্ত্রে অস্ত্রে শুরু হ্ল সংঘাত। অসি অসির আঘাত জানাল। তারপর ভাগ্যদেবী আমাদের অঙ্কশায়িনী হ্লেন।

ডানকান বলে উঠলেন, এতো পরম ভাগ্য। পরম আনন্দ সংবাদ।

রস বলতে লাগলেন, নরওয়ের রাজা সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ হতে চাইল। মৃতদেহের সৎকার করতেও সে চায়। দশ সহস্র মুদ্রা আমাদের সেনাদলের জন্য ব্যয় না করলে আমরা সে প্রার্থনা পূর্ণ করব না।

ডানকান এ সংবাদে পুলকিত। তিনি বললেন, কদর প্রধান বিদ্রোহী, যাও, তার মৃত্যু আজ্ঞা প্রচার কর। আর প্রচার কর—তার পূর্বপদের অধিকারী এখন ম্যাকবেথ।

যথা আজ্ঞা। রস জানালেন।

ডানকান বললেন, সে যা হারাল, তা পাবেন ঐ বীর ম্যাকবেথ।

রস চলে গেলেন আদেশ প্রচার করতে। সভাও ভঙ্গ হল।

ফরেসের শিবিরে রাজ্য বিজয়ী সেনাপতিদের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন।

।। তিন ।।

রণক্ষেত্রে আর ফরেসের শিবিরের মাঝখানে আছে ঊষার প্রান্তর। সেখানে হোকোতির সহচরী ডাকিনীরা পাপবীজ ছড়িয়ে দেবার জন্য বসে আছে। তার মানুষের মনের পাপ বোধ উদ্দীপ্ত করে তাকে নিয়ে যাবে তার নিয়তির কাছে। তাই তাদের সঙ্গেই আবার দেখা হল।

রণক্ষেত্রের রণদামামা এখন শান্ত ও স্থির। কিন্তু যুদ্ধ যে পাপবীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেল তা ধ্বংসের তাণ্ডব এনে দিল। তাতে তো মানুষ শান্তি পাবেই না। মানুষকে সে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। আর মূল্যবোধ সে হারিয়েছে। নূতন মূল্যবোধ তার নাই। তা সুকুমার বৃত্তিগুলি জলাঞ্জলি দিয়েছে। সেই মানুষের আশায় কি ডাকিনীরা প্রতীক্ষা করছে। তারা কি সেই ফাঁপা-ফাঁপা মানুষের মগজে পাপের বীজ বুনে দেবে?

ঊষর প্রান্তর। বজ্র হাঁকছে ঘোর নির্ঘোষে।

তিন বোন আবার এলো।

আবার গোল হয়ে বসেছে তিনজনে।

প্রথমা শুধাল, --এতক্ষণ বোন ছিলি কোথায়?

দ্বিতীয় উত্তর দিল—মারছিলাম শুয়োর হোথায়।

তৃতীয়া জিজ্ঞেস করলো প্রথমাকে—বোনটি তুই ছিলি কোথা?

প্রথমা বললো— কোঁচড় ভঁরা বাদাম বোন ভাঙ্গছিল সে কড়মড়িয়ে।

বন্নু গিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে। আমায় দেনা একটা দিয়ে।

আধ উপোসী নোংরা খাগী। যা দূরে যা ডাইনী মাগী।
তার ভাতার গেছে আপেল পোয়ে বাঘা জাহাজের কাপ্তেন হয়ে,
তার পাছে পাছে ধাব চালুনি চেলে যাব
ধেড়ে ইঁদুর হব। দেখব—তারে দেখব।

সখীর প্রতিশোধের কথা শুনে দ্বিতীয়া বললো— আমি দেব বাতাসগুলো।

প্রথমা বলে উঠলো—তুমি তো ভাই লোকটি ভালো।

তৃতীয়া বললো— আর একটি পাবি আমার কাছে।

প্রথমা বললে, বাকী সব আছে, আমার আছে।

এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায় যারা সব সে হাওয়া আমার হাতে তারা।

তাই আমার হাতে আছে বন্দর যত নাবিকের কম্পাসের দিকই বা কত।

খড়ের মত একেবারে। শুকিয়ে আমি ফেলব তারে।
কি বা দিন কি বা রাতে। নিদ্ যাবেনা চোখের পাতে।
থাকার সে হয়ে এক ঘরে। শুকিয়ে সে মরবে একেবারে।
একাশিটি দিন ধরে। ডুববে না তার তরী ঝড়ে।

কিন্তু ঝড়ে হবে অছনছাৎ নয়তো ভাই কুপোকাৎ।দেখনা লো কি এনেছি।

দ্বিতীয়া বললো—দেখি লো দেখি।

প্রথমা বললো—মাঝির বুড়ো আঙ্গুল আছে লো আছে।

বাড়ি মুখো আসছিল সে।
পথে ডুবি হয়ে মারা গেছে।
হঠাৎ ভেসে এল দামামা নির্ঘোষ।

তৃতীয়া কান পেতে ছিল, সে বললো—

ঐ ভেরী বাজে শোন্ লো বোন,
ম্যাকবেথ আসে ঐ ওরা তোরা শোন।

এবার তিন ডাকিনীতে শুরু হলো হাত ধরা ধরি করে নাচ আর গান।

হাত ধরে আয় নাচি ওরে চলি মোরা ঘুরে ঘুরে।
ঘুরে বেড়াই জলে স্থলে। নিয়তির দোসর বলে।
নাচি নাচি ঘুরে নাচি নেচে নেচে বেঁচে আছি।
তোর তিন পাক পাকাচ্ছে পাক
তিন তিনে হবে 'ন' নাক থাম থাম থাক
আর নেই কাম। এবার 'ন' পাক ঘুরলো।
জাদুর মায়াটি পুরলো।

দামামা নির্ঘোষ শোনা গিয়েছিল।

ডাকিনীদের কথায় জানা গিয়েছিল। আসছেন ম্যাকবেথ, আসছেন ব্যাঙ্কো।

এবার তাঁরা এসে প্রবেশ করলেন অশ্বপৃষ্ঠে। সঙ্গে নেই সেনাদল। তারা শিবিরে জয়োল্লাসে মত্ত। এঁরা তাদের সেখানে রেখে চলেছেন ফরেসের শিবিরে রাজ সন্দর্শণে।

দুর্যোগের দিন। প্রকৃতি দুর্যোগময়ী। কখনো বা সূর্যের আলো দেখা দিচ্ছে, কখনো বইছে ঝড়। তাই আশঙ্কায় অভিভূত বিজয়ী বীরের হৃদয়। ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোকে বললেন—

এমন ভাল আর মন্দ দিন একসঙ্গে তো দেখিনি বন্ধু।

ব্যাঙ্কোও প্রকৃতির এই লীলায় চঞ্চল, আশঙ্কিত। তিনি বললেন—

ফরেস আর কতদূর?

তারপর শূন্যে মাঠের দিকে তার নজর পড়ল। ডাকিনীকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন তিনি। কারা এরা? এমন শীর্ণদেহে অদ্ভুত পোশাক। ওদের দেখে তো ধরাবাসী বলে মনে হয় না। কিন্তু ওরা তো আছে এই মাটিতে।

অশ্ব সঞ্চালনে ব্যাঙ্কো এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে, তাদের সম্বোধন করে বললেন—

ওরে তোরা কারা? তোরা কি বেঁচে? মানুষের ভাষায় কি উত্তর দিতে পারিস?

তিনি দেখলেন ওরা ওষ্ঠে তর্জনী তুলে তাঁকে কথা কইতে নিষেধ করছে।

তিনি বলে উঠলেন—

তাহলে তোরা কি মানুষের ভাষা বুঝিস। ঐ তো শুষ্ক ঠোঁটে তুলেছিস তোদের ঐ শীর্ণ তর্জনীগুলো। তোমাদের দেখতে মেয়েদের মতো—কিন্তু মুখে যে দাড়ি। মেয়ে তো তোদের বলা ঠিক হবে না।—বল—তোরা কারা?

ম্যাকবেথ এতক্ষণে নীরবে লক্ষ্য করছিলেন। এবার বলে উঠলেন—বল, কে তোরা—বল্—শীঘ্র বল! যদি ভাষা থাকে তো কথা বলে ওঠ।

ডাকিনীদের ঠোঁট নড়ে উঠল। তারা সমস্বরে করে উঠল জয়ধ্বনী।

প্রথমা বললো—জয় জয় জয়   ম্যাকবেথের জয়।

গ্লমিস—প্রধান তুমি   জয় জয় জয়

দ্বিতীয়া বলে উঠল—

জয় জয় জয়   ম্যাকবেথের জয়

কদর—প্রধান তুমি   জয় জয় জয়

তৃতীয়া বললো— ম্যাকবেথের জয়-- রাজা হবে তুমি জেনো-- একথা নিশ্চয়।

ম্যাকবেথ চমৎকৃত। বুঝি বা শিহরিত হয়েই উঠলেন। ব্যাঙ্কো তা লক্ষ্য করলেন। তাই বললেন—বন্ধু শুভকথা শুনে এমন শিউরে উঠলে কেন? অশুভ আশঙ্কায় কি?

এবার ডাকিনীদের উদ্দেশ্য করে বললেন। ওরে সত্যের নামে বল,—তোরা কি কল্পনা দিয়ে তৈরী—বা যেমন দেখছি—তেমনি কুশ্রী, বিরাট আকার, আমার বন্ধুকে তোরা গ্লামিস প্রধান বলে সম্বোধন করেছিস। ভবিষ্যতে তিনি হবেন কদর-প্রধান তাও

বলেছিস—তাছাড়া আরো আশার কথা শোনালি—তিনি হবেন স্কটল্যাণ্ডের রাজা। তিনি তো এখন ওই ভবিষ্যৎ বাণীতে অভিভূত আচ্ছন্ন। কিন্তু আমাকে তো কিছুই বললি নে, যদি সময়ের গর্ভে তোরা তাকিয়ে দেখতে পারিস—যদি সেই বীজ থেকে কোন শস্য উৎপন্ন হবে তা বলতে পারিস—তাহলে আমাকে বল্। আমি তোদের ভয়ে ভীত নই, ভিক্ষাও মাগছিনে—

প্রথমা ডাকিনী বলে উঠল—জয়, জয়, জয়।

দ্বিতীয়া সুরে সুর মেলাল—জয়, জয়, জয়।

তৃতীয়াও তাই—জয়, জয়, জয়।

প্রথমা আবার বললো—ম্যাকবেথের চেয়ে ছোট হবে কিন্তু।

তার চেয়ে তো বড়ো হবে।

তৃতীয়াও হেঁয়ালি করে বললো—

তাঁর চেয়ে হবে না সুখী– আবার তার চেয়ে হবে ঢের সুখী।

তৃতীয়াও ভবিষ্যৎবাণীতে যোগ দিলে—

তুমি হবে না রাজা– জন্ম দেবে কত রাজা।

তাই জয় জয়কার দে লো,– ব্যাঙ্কো আর ম্যাকবেথকে লো।

ওরা জয়ধ্বনি করে উঠলো। এবার ওরা সবাই চলে গেল।

ম্যাকবেথের ভিতরে যে উচ্চ আকাঙ্খার বীজ লুকিয়েছিল, সে বীজ ডাকিনীদের ভবিষ্যৎ বাণীতে অচেতন মনোগহন থেকে ভেসে উঠল চেতনার দীপ্তিতে তিনি তো ভবিষ্যতের জন্য অধীর ও উন্মুখ। চিৎকার করে উঠলেন, ওরে থাম থাম। অস্ফুটে তোদের বাণী। থাম! তোর পিতা গ্লামিস প্রধান তা আমি জানি—কিন্তু কদর-প্রধান হব কি করে? কদর-প্রধান জীবিত। তিনি মহামানে প্রতিষ্ঠিত—আর রাজা হওয়া—সে তো প্রত্যেকের সীমার অতীত। কদর-প্রধান হওয়ার মতোই অসম্ভব। বল—কার কাছে এমন উদ্ভট খবর পেয়েছিস? আর কেনই বা এই বন্ধ্যা প্রান্তরে আমাদের প্রতিরোধ করে দাঁড়ালি। এই উদ্ভট ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে? বল—বল—আমার আদেশ। ডাকিনীরা উত্তর দিল না কথার।

প্রান্তরের মহাবিস্তারে তারা পলকে মিলিয়ে গেল।

ব্যাঙ্কো আর ম্যাকবেথ বিস্মিত। ব্যাঙ্কো বললেন, জলের যেমন বুদবুদ আছে, এও তেমনি মাটির বুদবুদ। কোথায় মিলিয়ে গেল?

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—মিলিয়ে গেল বায়ুতে—যা ছিল শরীরী মিশে গেল বায়ুতে—এক ঝলক বাতাস হয়ে।– আহা, ওরা যদি থাকত। ম্যাকবেথের মনে পাপবীজ উপ্ত।

ওর সেই পাপ চিন্তা—তাই ওদের অন্তর্ধানে ম্যাকবেথ ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ।

ব্যাঙ্কো বন্ধুর মনের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলেন, বললেন—যাদের কথা বলছি—তারা কি আছে? না আমরা এমন কোন ঔষধি খেয়েছি—যাতে আমাদের এল উন্মত্ততা?

ম্যাকবেথ ও কথার উত্তর না দিয়ে বলে উঠলেন—বন্ধু, তোমার সন্তান সন্ততি হবে রাজা।

ব্যাঙ্কো উত্তর দিলেন—আর তুমি স্বয়ং হবে রাজা।

আর হব কদর-প্রধান—তাই না বন্ধু?

হ্যাঁ—তাই—তাই। কে আসে?

এসে প্রবেশ করলেন অশ্বপৃষ্ঠে দুই সভাসদ। য়্যাঙ্গাস ও রস

তাঁরা এসে জানালেন—মহারাজ ম্যাকবেথের সাফল্যে মহা আনন্দিত। তাঁরা এসেছেন মহারাজের হয়ে তাঁকে নিজ শিবিরে নিমন্ত্রণ করেছেন। আর এক মহাসম্মান ম্যাকবেথের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

কি সে সম্মান? ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো সচকিত।

রস জানালেন—আজ থেকে ম্যাকবেথ কদর-প্রধান।

ব্যাঙ্কো বিস্ময়ে অধীর, তিনি মনে মনে বললেন—শয়তান কি কথা কয়?

ম্যাকবেথ বললেন, কদর-প্রধান জীবিত এ আপনারা কি বলছেন? কেন আমাকে এই ধার করা বেশে সজ্জিত করতে চাইছেন?

য়্যাঙ্গাস জানালেন, হ্যাঁ—ঐ শিরোপায়ার, সে এখনো জীবিত, কিন্তু সে প্রাণদণ্ডের অপরাধে অপরাধী। সে নরওয়ের রাজার সহযোগিতা করেছিল নিজের দেশের সর্বনাশ ঘটাতে চেয়েছিল—বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি সে পেয়েছে।

ম্যাকবেথ মনে মনে বলে উঠলেন, গ্লামিস আর কদর-প্রধান তো হলাম আর? আর রইল মহিমা। তারপর রস ও য়্যাঙ্গাস-এর দিকে তাকিয়ে বললেন—ধন্যবাদ, ভদ্র, ধন্যবাদ। তারপর জনসমক্ষে ব্যাঙ্কোকে বললেন—বন্ধু, তোমার বংশধর রাজা হবে—তা কি আশা কর না? যারা কদরের স্থান আমাকে দিয়েছে। তারা তোমাকে কর্ম প্রতিশ্রুতি দেয়নি?

ব্যাঙ্কো যেন বিপদের আভাস পেলেন ম্যাকবেথের স্বরে। তাই সতর্ক হয়েই বললেন, ওদের কথা যদি পূর্ণ বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে সে তো তোমাকে সিংহাসন লাভের পদে ছোটবার জন্য অনুপ্রেরণাও যোগাতে পারে। তখন তো কদর-প্রধান হয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না। অদ্ভুত—অদ্ভুত! আমাদের ক্ষতি করার জন্যই বুঝি পাশ সহচরীর এমন করে তুচ্ছ সত্য কথা বলে। তারপর চরম ক্ষতি করে। রসের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাই এনিয়ে তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ম্যাকবেথ তখনো ভাবনায় বিভোর, তার মনে যে আলোড়ন উঠেছে সে আলোড়ন তো ব্যাঙ্কোর কথায় থামবে না। তিনি মনে মনে বললেন দুটি সত্য বলা হয়ে গলে। এ যেন পরিপূর্ণতার শুভ সূচনা। কিন্তু তারপরেই আবার ভাবনা ঘিরে ধরলো। আবার শুরু হলো মানসিক দ্বন্দ্ব।

এই অংশীদারীদের ভবিষ্যৎবাণী—এ তো অশুভ হতে পারে না—আবার শুভও হতে পারে না। আমি তো আজ সত্যিই কদর প্রধান। কিন্তু শুভই যদি হবে—তবে পাপ

চিন্তা মনে আসবে কেন? আমার হৃদপিণ্ড পঞ্জরের উপর এসে আছড়ে পড়ে কেন? এতো স্বাভাবিক নয়। আমার চিন্তা তার হত্যার কামনা তো এখনো উদ্ভট কল্পনা—কিন্তু এতেই আমি বার বার শিউরে উঠছি। তাই কল্পনা আর স্বপ্ন—আমার কাছে এখন বাস্তব।

ম্যাকবেথ এখনো চিন্তার ঘোরে আচ্ছন্ন—এখনো সংশয়ে দোলাচল চিত্ত। বললেন ভাগ্য যদি আমাকে রাজপদ দেয়, বিনা চেষ্টায় সে দেবে।

ব্যাঙ্কো তাঁর ভাবনার ধারাটা অনুমান করেছেন। তাই বললেন দেখ বন্ধু! ব্যাপার অদ্ভুত বেশের মতোই এই নতুন সম্মান—ঠিক খাপ খাচ্ছে না। কিন্তু পরতে পরতে খাপ খাবে।

ভাবনায় বিভোর ম্যাকবেথ এবার মরিয়া হয়ে উঠলেন।

এ সন্দেহ সংশয় আর তো সয়না, যা হয় হোক। দিন যতই দুর্দিন হয়ে দেখা দিক, তার শেষ তো হবেই।

ব্যাঙ্কো তাঁর ভাবনায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—বন্ধু আমরা তোমরাই প্রতীক্ষায় আছি। মহারাজের কাছে আমাদের নিয়ে যেতে হবে।

ব্যাঙ্কোকে বললেন বন্ধু, যা হয়ে গেল ভেবে দেখো—তারপরে এক জায়গায় আলাপ হবে। আমরা এঁরই মধ্যে ভেবে দেখবো—খোলাখুলি আলাপ করব তখন। ব্যাঙ্কো সায় দিলেন। এবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন তাঁরা। শূন্য প্রান্তর আবার খাঁ খাঁ করতে লাগল। কিন্তু যে বীজ এই ঊষর প্রান্তরে উপ্ত হল—সে বীজে কি ফল ফলবে কে জানে। ফরেসের শিবির থেকে প্রাসাদে এসেছেন রাজা ডানকান, বসেছেন দরবারে। আছেন সভাসদবর্গ এবং রাজকুমারেরা। কদর-প্রধানের প্রাণ দণ্ডের কথা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। রাজা জিজ্ঞেস করলেন। কদর-প্রধানের প্রাণ দণ্ডের আদেশ তামিল করা হয়েছে তো? যাদের উপর সে ভার ছিল—তারা ফিরেছে?

ম্যালকন জানালেন—এখনো ফেরেনি। কিন্তু একটি লোক এসেছে: সে তখন উপস্থিত ছিল। সে বললো কদর প্রধান মৃত্যুর আগে তার সমস্ত দোষ স্বীকার করেছে। মহারাজের কাছে সে মার্জনা চেয়েছে। তার জীবন কেটেছে হীনতায়, কিন্তু মৃত্যুকে সে অনুতাপ গৌরবময় করে তুলেছে। শুনলাম—মানুষ যেমন তুচ্ছ সম্পদ বিসর্জন দিতে শেখে, সেও তেমনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

রাজা ডানকান বললেন, মুখে তো মনের গড়ন ধরা পড়ে না। আমি ওকে বড়ই বিশ্বাস করেছিলাম।

রাজার এই উক্তি শেষ না হতে হতেই এসে প্রবেশ করলেন ম্যাকবেথ, ব্যাঙ্কো, রস ও য়্যাঙ্গাস। ম্যাকবেথ রাজহত্যার সঙ্কল্পে উন্মত্ত। কিন্তু তাঁর মুখে নেই মনের সেই বিভৎস চিন্তার ছাপ। রাজা তাই তাঁকে স্বাগতই জানালেন। তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করলেন। আশ্চর্য মানুষের মন। একর্জন বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে তো মন অবিশ্বাসী হয়ে ওঠেনি। আবার আর একজনকেও সে বিশ্বাস করতে চায়। এই তো মনের বিচিত্র গতি।

তাই তিনি বললেন,—ম্যাকবেথ, তোমার যোগ্য পুরস্কার কেউ দিতে পারবে না।

তখন ম্যাকবেথ সুদক্ষ অভিনেতার মতোই বাক্যের চাতুর্যে রাজার মন ভোলাবার জন্য বললেন—মহারাজ, রাজভক্ত প্রজার যা কর্তব্য, সেই আমার পুরস্কার। আপনি রাজা, আমরা আপনার সন্তান। আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আমাদের কাজ তাই কর্তব্য সাধন করা। আর এ কর্তব্য সাধিত হয় শ্রদ্ধায়, মমতায়—পুরস্কারের জন্য তো নয়।

রাজা, ম্যাকবেথকে জড়িয়ে ধরলেন নিবিড় আলিঙ্গনে। তারপর ব্যাঙ্কোকেও যথারীতি আলিঙ্গন করলেন। তারপর বললেন আমার হৃদয় আজ আনন্দে পূর্ণ শোকের অশ্রুতে সে আনন্দ লুকাতে চাইছি। পুত্র, বন্ধুগণ, সামন্ত প্রধাণগণ আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র ম্যালকমকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করবো। তিনি এখন থেকে স্কটল্যাণ্ডের যুবরাজ নামে অভিহিত হবেন। তাকে এই সম্মান প্রদান করা হলো বলে তিনিই যে একা সেই সম্মানের উত্তরাধিকারী হবেন, এমন তো নয়। আপনারা সকলেই রাজসম্মানের অধিকারী হবেন—আর সে সম্মান নক্ষত্রের মতোই তার দীপ্তি ছড়িয়ে দেবে।

এবার সে ম্যাকবেথকে বললেন যে, কদর-প্রধান, আমরা আজ আপনার ঘরে অতিথি হব।

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, আমি স্বয়ং এ আনন্দ সংবাদের বাহক হয়ে যাব গৃহে, আমার পত্নীকে জানাব।।

মুখে আনন্দ নিয়ে ম্যাকবেথ জানালেন আর মনে পাপ চিন্তার ঘূর্ণি উঠল। তিনি আপন মনে বললেন। স্কটল্যাণ্ডের যুবরাজ ঐ ম্যালকম—ওতো আমার সিংহাসন লাভের অন্তরায়। হয় আমি এই অন্তরায় লঙ্ঘন করে চলে যাবো। নয়তো আছড়ে পড়বো। কোন মধ্য পন্থা তো নেই।

রাজা ডানকান দরবার ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ইন ভার্নেসে ম্যাকবেথ ভবনে তিনি যাবেন। তাঁর মনে আনন্দ। এদিকে ম্যাকবেথ রাজসম্বর্ধনা আয়োজনে ছুটলেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্খার সোপানে সে ছুটে চলেছে। পাপ যার সহচর—তার সম্বর্ধনা কত ভয়াল হয়ে দেখা দেবে কে বলতে পারে। আনন্দের কলরবে হয়তে সেখানে ডুবে যাবে মৃত্যুর অন্তিম আর্তনাদে। আমরা তো দর্শক। ভবিষ্যৎ স্রষ্টা তো নই।

দেখি কি হয়।

।। চার ।।

ইনভার্নেস। ম্যাকবেথের প্রাসাদ দুর্গ। লেডী ম্যাকবেথ একখানি চিঠি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন বাতায়নে। —চিঠিখানি পড়তে লাগলেন।

এই জয়ের দিনে ওদের সঙ্গে দেখা হল। আর আমি আরো জানতে পারলাম। মানুষের চেয়ে বেশি ওদের জ্ঞান অধিকারিণী। যখন আমি অধীর হয়ে আরো জানতে চাইলাম, ওরা মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে ওরা হাওয়ার জীব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি তখন বিস্ময়ে, বিমূঢ়, স্তব্ধ। ঠিক সেই সময় রাজা সংবাদ পাঠাল। তিনি আমাকে কদর-প্রধান বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তার আগেই এটা বলেছিল ডাকিনীরা। ওরা আরো বলেছিল

আমি স্কটল্যাণ্ডের ভাবী রাজা। আর যে মহিমার প্রতিশ্রুতি আমি পেয়েছি, সে প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখ। কিন্তু সে কথা গোপনে হৃদয়ের মধ্যে রাখতে হবে।

লেডী ম্যাকবেথ এবার পত্রখানি হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। হয়তো এই তাঁর প্রথম পড়া নয়। হয়ত বার দু'বার পড়েছেন এই পত্র। তাঁর সুপ্ত আকাঙ্খা জাগ্রত হয়ে উঠছে। তাই তিনি আপন মনে বলে উঠলেন—তুমি গ্লামিস-প্রধান ছিলে কদর-প্রধান হয়েছো—তার যে প্রতিশ্রুতি আছে। তাও পূর্ণ হবে। এতেই হবে। কিন্তু আমি তো তোমার হৃদয় জানি—সেই তো আমার ভয়। বড় বেশী ওরা তোমাকে বুঝে। মানবতা আর দয়া সেখানে জেগে ওঠে। হয়তো সোজা পথটা গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু হায়। তুমি তো চাওনা পাপের আশ্রয় নিতে। তা ছাড়া তো উচ্চাকাঙ্খার পূর্ণতা দেখা দেয় না। হে গ্লামিস-প্রধান মহিমা পেতে হলে তোমাকে তা করতে হবে। মহিমা তো চিৎকার করে বলেছে—যদি আমাকে চাও—কর এই কাজ। আমি আমার রসনা দিয়ে তোমাকে তাড়না করব—দেখি তোমার রাজমুকুটের মহিমায় কে অন্তরায় হয়। এরই মধ্যে ভাগ্য আর ঐ অশরীরি দল তো তোমাকে সে মহিমায় বিভূষিত করেছে।

এমন সময় দূত এসে হাজির হলো। আভূমি প্রণত হয়ে জানাল অভিবাদন। কি সংবাদ? লেডি ম্যাকবেথ হঠাৎ হয়ে উঠলেন অসতর্ক। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে তিনি উন্মাদ, অধীর। বলে উঠলেন তুমি উন্মাদ তাই ওকথা বলছ।

তারপরই নিজের ভুল বুঝতে পেরে সামলে নিয়ে বললেন,—দূত তোমার প্রভুও কি আসছেন? যদি রাজা আসতেন, তিনি তো আমাকে দূতমুখে আগেই সংবাদ পাঠাতেন। আমাকে প্রস্তুত হতে হবে তো। দূত জানালো—আমার সংবাদ তো সত্য। আমার প্রভু এই সংবাদ দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছেন। তাঁর একজন অনুচর আগে যে ছুটে এসেছেন। রুদ্ধশ্বাস, ক্লান্তিতে মূর্চ্ছাহত প্রায়।

তার সেবার ব্যবস্থা কর। সে তো মহাসংবাদ নিয়ে এল।

দূত চলে গেলো।

লেডি ম্যাকবেথ আপন মনে বলে উঠলেন—শ্বাসরুদ্ধ ঐ দূত, সে তো মহান প্রথমে সে তো আমার প্রাসাদ দুর্গের ডানকানের আসার সমাচার নিয়ে এলো। এস এস অশরীরি আত্মার দল—আমার নারীত্ব দাও ঘুচিয়ে—আপাদমস্তক আমাকে নির্মমতায় ভরে দাও। আমার রক্তকে ঘন করে তোল। অনুতাপের জ্বালাগুলি বন্ধ করে দাও, যাতে বিবেকের দংশনে আমার সঙ্কল্প ভেসে না যায়। আমার নারী স্তনের দুধের পরিবর্তে তীব্র হলাহল এসে দেখা দিক। এস এস ঘন রাত্রি, ঘিরে দাও নরকের ধূম। ধূমায়িত হয়ে উঠুক পৃথিবী আর তারই আড়ালে আমার ছুরিকা হানুক আঘাত, ক্ষত তো দেখা যায় না। দেবতারাও এই অন্ধকারে দেখতে পাবেন না, আর দেখতে পেয়ে নিষেধবাণীও উচ্চারণ করবেন না।

এই উক্তিতে নিজেই শিহরিত তিনি, তার উপরে কার পায়ের ধ্বনি যেন বেজে উঠলো। এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। লেডি ম্যাকবেথ সভয়ে বলে উঠলেন—চুপ

চুপ।

লেডি ম্যাকবেথ পাপকে আহ্বান করেছেন। তার মনে উঠেছে প্রচণ্ড ঝড়। তার সুন্দর ইচ্ছেগুলি চলে গেল। তার বিবেকও আর রইল না। পাপের জয় হলো। মৃত্যু তার করাল ছায়া ফেলেছে চারিদিকে। মৃত্যুর ধ্বনি এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। না, না, মৃত্যু নয়। এই মৃত্যু দিয়ে ঘেরা পুরীতে এসে ঢুকলেন ম্যাকবেথ। মৃত্যু উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ করতেই তিনি এসেছেন—কিন্তু তিনি তো জানেন না—সে আয়োজন আসার আগেই সম্পূর্ণ।

তিনি লেডি ম্যাকবেথের কাছে এগিয়ে গেলেন। লেডি ম্যাকবেথ অমনি তাকে সম্ভাষণ জানালেন—

এস, এস গ্লামিস মহান কদর-প্রধান। তুমি তো এদের চেয়েও মহান। তোমাকে এই সম্ভাষণই জানালেন। তোমার পত্র আমাকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে নিয়ে গেছে। সে ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে—কিন্তু আমি তো এখন তারই অধিবাসিনী। ম্যাকবেথ শান্তস্বরে বললেন—প্রিয়া শোন, রাজা আজ রাতে ওখানে আসছেন। লেডি ম্যাকবেথ তার আগ্রহ চেপে বললেন কখন আবার ফিরে যাবেন।

তার ইচ্ছে আছে আগামীকাল, এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ম্যাকবেথ সব বুঝতে পারলেন। লেডী ম্যাকবেথ স্বামীর চোখে দেখতে পেলেন হত্যার সংকল্প।

কিন্তু আগামীকাল তো তিনি আর সূর্য দেখতে পাবেন না। হে কদর প্রধান তোমার মুখখানি তো একটা বই। সেখানে মানুষ আশ্চর্য সব কিছু পড়তে পারে। কিন্তু তাতে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে মানুষ, পৃথিবীকে করে প্রতারণা। তোমার ঐ চোখ সম্ভাষণ জানাক তোমার ঐ রাজ প্রভুকে—আর তোমার হাত সে সম্ভাষণে যোগ দিক। এ রাত্রির ব্যবস্থার ভার আমার হাতে রইল—আজ এই রাত্রের গভীরে যে কাজ সাধিত হবে সেই তো আমাদের আজীবনের জন্য এনে দেবে দেশের উপর সর্বময়ী প্রভুত্ব। লেডি ম্যাকবেথ তাঁর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন।

তিনি বললেন, তোমাকে শুধু মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে উৎফুল্ল হাসি। আর কিছু তোমাকে করতে হবে না। সব ভার আমার হাতে ছেড়ে দাও। এবার নিশ্চিন্তে থাক।

।। পাঁচ ।।

ম্যাকবেথের প্রাসাদের সম্মুখ দিক। সেই দিনেরই সন্ধ্যা। সব অন্ধকার হয়ে এল। প্রথমে ছিল আলো-ছায়া, তারপর আলোও নিভে গেল। এখন শুধুই ছায়া। অন্ধকার গাঢ় হলো। হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মশালের আলো দেখা গেল। শোনা গেল দামামা নির্ঘোষ। ফুকারি উঠল। নকীর ডানকান অনুচরসহ আসছেন। ডানকানকে এবার দেখা গেল। এখানে বাতাস বইছে মৃদুমন্দ—আর সে বাতাস শান্তির স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে মনে। আর ব্যাঙ্কো আসছেন রাজার সঙ্গে। তিনিও অনুমোদন করলেন। বাতাস সত্যিই মনোরম। সুন্দর পরিবেশ, সুবাতাস সেখানে বয়, সেখানে মার্টিন পাখিরা ছাড়া বাসা

বাঁধে না।

তোরণ দ্বারের সম্মুখে এসে থামলেন যাত্রিদল। মশালচীদের মশাল উর্ধ্বে উত্তোলিত হল, দামামা বেজে উঠল ঘোর নির্ঘোষে। তোরণদ্বার উন্মুক্ত। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে দেখা গেল দুর্গ স্বামিনী লেডি ম্যাকবেথকে।

লেডি ম্যাকবেথ রাজাকে সম্ভাষণ জানাতে আসছেন। পরিধানে তার উৎসবের বেশ। দীর্ঘ গাউন লোটাতে লোটাতে চলেছে। ডানকান তাকে আসতে দেখে বললেন—ঐ আসছেন আমাদের মাননীয়া গৃহকর্ত্রী। লেডি ম্যাকবেথ মৃদুগতিতে এগিয়ে এলেন। সহাস্য তার মুখ। রাজা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—

আমরা বন্ধুদের সাহচর্য ভালবাসি। কিন্তু কখনো কখনো তাই-ই হয় তাদের বিরক্তির কারণ। কিন্তু ভালবাসার এই যে প্রকাশ এরই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমার অনুরোধ—ভালবাসার বদলে ভালবাসা দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আমাদের মঙ্গল কামনা করুন।

লেডি ম্যাকবেথ সুচতুরা। মনে ভাব তার প্রকাশ পায় না। আর লেডি ম্যাকবেথ কেন, কোন নারীই তা পায়? তিনি ভান করলেন আনন্দ প্রকাশের। সম্ভাষণ প্রতি সম্ভাষণের পালা শেষ হলে রাজা জিজ্ঞেস করলেন ম্যাকবেথ কোথায়? তিনি কি এখনো আসেন নি? আমরা তো তার যাওয়ার পথ অনুসরণ করেই এসেছি। হে মাননীয়া দয়াবতী গৃহস্বামিনী—আমরা আজ রাতে আপনার অতিথি হলাম।

লেডি ম্যাকবেথ রাজভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন—আমরা চিরদিনই আপনার অনুগত ভৃত্য—আমরা, আমাদের এই জীবন, ধনসম্পদ তো সবই আপনার। তাই এখানে আপনার অবাধ গতি। আপনার জিনিষ আমরা তাকে ভালবাসি এবং এই ভালোবাসা চিরদিনই থাকবে। সকলে মিলে এবার প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

উন্মুক্ত তোরণ দ্বার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

।। ছয়।।

প্রাসাদ দুর্গের অভ্যন্তর বিরাট হলঘর। এখন রাত্রি। মশালচী আর বাদকের দল ধীরে ধীরে চলেছে। এবার ম্যাকবেথ এসে ঘরে ঢুকলেন। সবদিকে যে সুব্যবস্থা সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। তিনি আপন ভাবনায় বিভোর। মনে যে দ্বন্দ্ব জেগেছে, সেই দ্বন্দ্বে তিনি অস্থির। পায়চারি করছেন। হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি বলে উঠলেন—

হায়, এ কাজে যদি সব শেষ হয়ে যায় তবে একাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক। আমি যদি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম যে, আর এ জীবনে আমাকে তার ফলাফল ভোগ করতে হবে না, তাহলে পরলোককে আমি উপেক্ষা করতাম—আর ঈশ্বরের দণ্ড আমার উপর আঘাত হানলেও আমি গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু তা তো হয় না। এখানেই আমাদের দণ্ডভোগ করতে হয়। আমরা রক্তাক্ত হত্যার শিক্ষা দিই। সেই রক্তাক্ত শিক্ষাই আবার আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হত্যার শাস্তি হত্যাকারীর উপরই আঘাত হানে। মিথ্যা বিচারের এই তো বিধান—যে অন্যকে দেবে বিষপাত্র, তাকে সেই বিষই খেতে হবে।

একটু থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন—তিনি এখানে এসেছেন আমার আত্মীয় হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি আমার রাজা, তারপর তিনি আমার অতিথি। গৃহস্বামী তো অতিথির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে না, তাকে বরং রক্ষা করে। তাছাড়া ডানকান মহান, তিনি ধীর স্থির ও বিনয়ী। রাজকর্তব্যে তার আছে মহিমা—তার-তো শত্রু কোন নেই। তার গুণই তো তার হত্যার বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠবে। আর বিশ্বের সমবেদনা উথলে উঠবেই তার জন্য। যদি কেউ না দেখে, কেউ নাও ভাবে তাহলেও স্বর্গ থেকে দেবতারা দূত পাঠিয়ে এই হত্যার নিন্দা ঘোষণা করবেন। এই হত্যা কলঙ্কের কথা গাইবে হৃদয়ের সৎবৃত্তিগুলি। না, না, এ পাপ আমি করব না—এ কল্পনা কল্পনাই থাক। উচ্চাকাঙ্খা যখন ভীষণ হয়ে ওঠে, সে তো দুঃখই আনে।

এমন সময় তার পাপ সহচরী মূর্তিমতী কুমতির মতো লেডি ম্যাকবেথ এসে হাজির হলেন।

ম্যাকবেথ তাকে দেখে বলে উঠলেন—কি সংবাদ?

তোমার খাওয়া শেষ হয়েছে? তুমি সেই ঘর থেকে উঠে এলে কেন? লেডিম্যাকবেথ জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর স্বরে ভর্ৎসনা।

উনি কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

তা কি তুমি জান না? ম্যাকবেথ বলে উঠলেন। দেখ আর এ ব্যাপারে অগ্রসর হব না। তিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। সকলের কাছ থেকেই আমি প্রশংসা পেয়েছি—সে তো সদ্য পাওয়া প্রশংসা। তাকে এত তাড়াতাড়ি জীর্ণ বেশ-বাসের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া কি উচিত?

লেডি ম্যাকবেথ ভর্ৎসনায় তীব্র হয়ে উঠলেন। তাহলে তোমার আশা কি মাতালের আশা? এ আশা কি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল, এখন কি মাতালের নেশা চলে যাওয়ার অবস্থা। যে পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখেছিলে—তা কি শেষ? না নিজের কাছে ভীরু হয়ে থাকতে চাও—বলতে চাও—আমার সাহস নেই, আমি সেই নীতি কথার মার্জার হয়েই থাকবো—সে মৎস্য খেতে চায় অথচ জলে নামবার ভয় আছে তার।

ম্যাকবেথ উত্তেজিত পত্নীকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। বললেন, শান্ত হও, আমাকে তীরস্কার কোরো না। মানুষের যোগ্য কার্য আমি করতে পারি। কিন্তু অযোগ্য কার্যে তো ব্রতী হতে পারিনি।

লেডি ম্যাকবেথ সন্তানের জননী, তিনি বললেন আমি মা হয়েছি। স্তন্য দিয়েছি শিশুকে কিন্তু সেই মা আমি—আমি পারি শিশু যখন আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসবে, তাকে আছড়িয়ে তার মস্তক চূর্ণ করে ফেলবো—অবশ্য তার যদি প্রয়োজন হয়, যদি আমি তেমন শপথ করি।

কিন্তু ম্যাকবেথের দ্বিধা তো তবু গেল না। তিনি বললেন—যদি আমরা ব্যর্থ হই।

ব্যর্থ? ব্যর্থ আমরা হব না। সাহসের তার বাঁধো টান টান করে, সাহসে বুক বাঁধো। আমরা তো বিফল হব না। যখন ডানকান ঘুমিয়ে থাকবেন—তীব্র পথশ্রমে নিদ্রা তো

তাঁর আসবেই। তাঁর দুই অনুচরকে আমি মদ-এর উন্মত্ত আনন্দে বিভোর করে রাখব। তাদের এনে দেব বিস্মৃতি—তাঁরা মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকবে। তখন আমরা অরক্ষিত ঐ ডানকানকে নিয়ে কি না করতে পারব, হত্যার দুস্কৃতি আমরা চাপিয়ে দেব ঐ অনুচরদের উপর। ঐ মাতালেরা আমাদের হত্যার কলঙ্ক বয়ে বেড়াবে।

ম্যাকবেথ স্ত্রীর এই সাহসে শিউরিয়ে উঠলেন। তিনি বললেন তুমি শুধু পুরুষের জননী হবারই যোগ্য—কন্যা সন্তান, তোমার জঠরে স্থান পেতে পারে না। ঐ কক্ষের অনুচরদের দেহে রক্ত মেখে দেব। ওদেরই অস্ত্রে তাকে হত্যা করব। মানুষ মনে করবে—ওরাই হত্যাকারী—কী—তাই না?

লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—তাছাড়া আর কী? অন্য চিন্তা করবে এমন সাহসী কে? আমরা মৃত্যুর পরে শোকের স্নায়ু আমি নিযুক্ত করলাম এই ভয়ঙ্কর কাজে। চল যাই প্রিয়, আনন্দের ছলনায় সবাইকে প্রতারণা করি। ছলনার মুখোসে থাকবে বাইরে ভিতরে বিশ্বাসঘাতকতা। চল—চল আর তো দেরী নয়, ওরা দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

লেডী ম্যাকবেথের হাতে প্রদীপের আলো আর নেই। এখন অন্ধকার। রাত্রির আকাশ থেকে চুইয়ে পড়ছে আঁধার। নিঃশব্দে পায়ে মার্জার গতিতে এগিয়ে আসছে বুঝি মৃত্যু। ঐ তো তার অনুচর-অনুচরী ছুটে চলে গেল। ওদের মনে মৃত্যু হানা দিয়েছে ওদের হাতে তুলে দিয়েছে অস্ত্র, এখন তো ওরা তারই কিংকর কিংকরী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

।। এক ।।

রাত গভীর, ম্যাকবেথের দুর্গপ্রাসাদের প্রাঙ্গন। ভোজনপর্ব সমাপ্ত। শয়ন গৃহের দিকে চলেছেন ব্যাঙ্কো, পুত্র ফ্লিয়ানস মশাল ধরে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

ব্যাঙ্কো তাকে জিজ্ঞেস করলেন—রাত কত? চাঁদ অস্ত গেছে। ঘড়ির শব্দ শুনতে পাইনি ফ্লিয়ানস উত্তর দিলে।

ব্যাঙ্কো বললেন—আজ দ্বিপ্রহরে চন্দ্র অস্ত যাবার কথা।

ফ্লিয়ানস বললে—কিন্তু আমার তো মনে হয় তার চেয়েও বেশি রাত।

আমার তরবারি রাখ। তরবারি পুত্রের হাতে দিয়ে বললেন, আকাশ যেন বড় কৃপণ। সব তার উজ্জ্বল আলোগুলিকে নিভিয়ে দিয়েছে। তাঁকে ছুরিখানা দিয়ে বললেন এটাও রাখ। দেবতারা যেন আমার উপর সদয় হন। পাপচিন্তা থেকে আমাকে রেহাই দেন। স্বপ্নে যেন তারা এসে দেখা না দেয়।

কি একটা শব্দে তাঁর কথায় ছেদ পড়ল। তিনি চমকে উঠলেন, বললেন, আমার তরবারি দাও। কে আসে?

ম্যাকবেথ একটি ভৃত্যসহ প্রাঙ্গনের অন্যদিক থেকে এসে দেখা দিলেন।

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—বন্ধু!

ব্যাঙ্কো বিস্মিত হয়ে বলছেন, ওঃ তুমি, এখনো নিদ্রার কোলে গা ঢেলে দাওনি?

রাজা তো নিদ্রাগত। তিনি ভৃত্যদের প্রচুর বকসিস দিয়েছেন। আর তোমার স্ত্রীকে দিয়েছেন এই হীরকখানি—তিনি তাকে আমার দয়াবতী গৃহস্বামিনী বলে সম্ভাষণ জানি য়েছেন। এখন তিনি হৃষ্টমনে শয্যায় শায়িত।

ম্যাকবেথ মিনতির সুরে বললেন—রাজসমাদরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই যোগ্য সমাদর হয় নাই। কত ত্রুটি হয়েছে। সময় পেলে এ ত্রুটি হোত না।

প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলেন ব্যাঙ্কো! বললেন তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। থাকগে কাল রাতে তিন ডাকিনীকে স্বপ্নে দেখেছি। তোমার সম্পর্কে তাদের কথা তো কিছু ফলেছে। শিহরিত, ম্যাকবেথ, তবু যথাসাধ্য নিজেকে দমন করে বললেন, আমি তো ওকথা ভাবিনি কিন্তু যদি কখনো আমরা এক আধঘন্টা সময় পাই এ নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্য বন্ধু, তোমার যদি সময় হয়।

বেশ তো সময় করে নেওয়া যাবে। ম্যাকবেথ প্রসঙ্গটার একটু ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, যদি আমার পরিকল্পনায় রাজী থাক, তাহলে তোমার সম্মানের জন্য চেষ্টা করতে পারি।

ব্যাঙ্কো বললেন, তোমার কথায় রাজী বন্ধু। কিন্তু মহাসন্মানের জন্য আমার সন্মানটুকু না খোয়ালেই হল। আমি চাই বিবেককে অপরাধ থেকে মুক্ত—আর রাজার প্রতি আমার ভক্তিকে অকলঙ্কিত রাখতে—তা যদি হয়—আমি তো দ্বিমত করব না। ব্যাঙ্কো আর ক্লিয়ানস বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ম্যাকবেথ ভৃত্যকে বললেন—যাও তোমার কর্ত্রীকে গিয়ে বল—আমার পানীয় প্রস্তুত হলে তিনি যেন ঘন্টাধ্বনি করেন। আর তুমি এখন বিশ্রাম কর গে। ভৃত্য চলে গেল। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পদচারণা করতে লাগলেন ম্যাকবেথ। হঠাৎ ঊর্ধ্বমুখে তাকালেন। খানিকটা ধোঁয়া সেই ধোঁয়া আকার নিলে, মনের বিকারেই এখন দেখলেন এ দৃশ্য। আমরা সবাই এমনি দেখি। বস্তু নেই অথচ মনে হয় বস্তু বলে। এ এক চোখের মায়া। এ মায়া সৃষ্টি আর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক। ধূমপূঞ্জ থেকে কি দেখলেন? এ যে একখানি ছুরিকা। ছুরিকাখানা শূন্যে দোদূল্যমান সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—একি আমি কি ছুরিকা দেখতে পাচ্ছি। আমার হাতের দিকে রয়েছে ছুরিকার বাটখানি। আয় আয় মুষ্টিতে তোকে চেপে ধরি।

কিন্তু ধরতে তো পারলেন না। মুষ্টি শূন্য তুই কি বিভীষিকা ছবি। কল্পনার ছবি উত্তপ্ত মস্তিষ্কের এক মিথ্যা সৃষ্টি? কিন্তু তবু তো তোকে দেখতে পাচ্ছি না। হাত দিয়ে চোখ রগড়ালেন।

না, না, এতো সত্য নয়। এতো এক কল্পনা—আমার হত্যার চিন্তাটাই ঐ ছুরিকাকে রূপ দিয়েছে।

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলেন ম্যাকবেথ। তারপরে গাঢ়স্বরে বললেন, অর্ধপৃথিবী এখন মৃত। এখন তো দুঃস্বপ্ন এসেছে এবং তার নিদ্রায় হানা দিচ্ছে। নিশার প্রহরী চমকে উঠেছে নেকড়ের ডাক শুনে।

এই তো ক্ষণ, চল চল নিশব্দ গতিতে হে পৃথিবী, তুমি শুনো না আমার পদধ্বনি—আমার এ কাজ তো হবে না। এই তো ক্ষণ। ম্যাকবেথ এতক্ষণে নিজের সম্বিত ফিরে

পেলেন। এবার বললেন—আমি যখন তত্ত্ব কথা বলতে ব্যস্ত, যখন ধমকে চমকে আমি জীবন নাশের ভয় দেখাচ্ছি। সে তো তখন বেঁচে আছে। না, না, তা তো হয় না। আমার কথাই আমার কাছের উষ্ণতাকে শীতল করে দেবে।

এরই মধ্যে ঘন্টাধ্বনির আওয়াজ ভেসে এলো। এই তো সংকেতধ্বনি। ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—আমি যাই—গেলেই শেষ হবে কাজ।

রাজা ডানকান, শুনো না। এ ঘন্টাধ্বনি তুমি শুনো না। এতো তোমার মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি। এই ধ্বনি তোমাকে ডাকছে। স্বর্গে কি নরকে কোথায় তোমাকে নিয়ে যাবে কে জানে।

দ্রুত প্রস্থান করলেন ম্যাকবেথ।

।। দুই।।

একই দৃশ্য। মুহূর্তের বিরতি। তার পরেই এসে ঢুকলেন লেডী ম্যাকবেথ। তিনি উত্তেজনায় অধীরা। তর চোখ দুটি জ্বলছে। তিনি এসে প্রবেশ করলেন। পা টলছে মুখে রক্তিমতা, কয়েকবার পায়চারী করলেন, তারপর বললেন—

অনুচরেরা মদে মাতাল। কিন্তু ঐ মদই আমাকে জোগাচ্ছে সাহস—মদ ওদের ইন্দ্রিয়কে অবশ করে ফেলেছে, কিন্তু সে আমাকে জোগাচ্ছে শক্তি।

কি একটা শব্দ শুনতে পেলেন, অমনি চমকে উঠলেন। চুপ, চুপ। কান পেতে শোন। ও কার চিৎকার —কিসের চিৎকার? কান পেতে শুনলেন, তারপর হেসে উঠলেন—ওঃ পেঁচা ডাকছে। কিন্তু কি ভয়ানক ওর স্বর—যেন মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনির মতোই।

এবার প্রকৃতিস্থ, আরব্ধ কাজের কথা ভাবছেন ও চলে গেছে। দরজা খোলা, মাতাল অনুচর দুজন, নাসিকাধ্বনিতে ওদের প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণ করছে। বিশ্বাসঘাতকতা করছে ওদের নিদ্রা। আমি ওদের নিদ্রার ওষুধে অচেতন করে রেখেছি। এখন মৃত্যু আর জীবন নিয়ে টানাটানি চলছে সেখানে।

এমন সময় নেপথ্যে থেকে ম্যাকবেথের স্বর ভেসে এল—কে? ৩ .

যেন কাকে দেখতে পেয়েছেন অন্ধকারে। যেন অশরীরি এক ছায়া দেখে চমকে উঠেছেন।

কণ্ঠস্বরে বিস্ময়—ভয়।

লেডী ম্যাকবেথ উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠলেন, হায় হায়। ওরা হয়ত জেগে উঠবে—হয়ত হবে না একাজ। শুধু আয়োজনই হবে, হবে না এ কাজ। সে তো আমাদের সর্বনাশ, আমাদের ধ্বংস।

কান পেতে শুনছেন, একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন—ও কিসের শব্দ? উঃ ঐ বৃদ্ধ যদি আমার বাপের মত দেখতে না হোত আমিই ও কাজ করতাম।

উত্তেজনায় পায়চারি করতে লাগলেন লেডী ম্যাকবেথ। প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব অস্থির। কি হবে—কে জানে, মহা সর্বনাশ হয়তো ওৎ পেতে আছে অন্ধকারে।

ম্যাকবেথ এবার প্রবেশ করলেন। লেডী ম্যাকবেথ ছুটে গেলেন তার কাছে।

ডাকলেন—স্বামী!

ম্যাকবেথ ফিসফিস করে পাগলের মতো বললেন, কাজ শেষ। একটা শব্দ শুনতে পাওনি?

লেডী ম্যাকবেথ বললেন আমি পেঁচার চীৎকার শুনেছি। শুনেছি ঝিঁঝির ডাক। তুমি কথা বলছিলে না?

কখন?

এই মাত্র। যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলাম! লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—শোন পাশের ঘরে কে ছিল?

মেজ রাজপুত্র ডোনালবেইন। ম্যাকবেথ নিজের রক্তমাখা হাতের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—দেখছ? দুঃখ হয় না?

দুঃখ তো নির্বোধের কথা।

ম্যাকবেথ ফিস ফিস করে বললে, কে যেন ঘুমের মধ্যে হেসে উঠল।

কে যেন চীৎকার করে উঠল—খুন, খুন। পরস্পরকে ওরা জাগিয়ে দিল। আমি তো স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করতে পারলাম না। বলতে পারলাম না—আমেন। কেন পারলাম না?

লেডী ম্যাকবেথ বললেন, ওসব ভেবো না। ভাবলে আমরা পাগল হয়ে যাবো।

কিন্তু ম্যাকবেথ না ভেবে তো পারেন না।

কেন জড়তা এল আমার জিহ্বায়। ম্যাকবেথ তবু থামেন না। ফিসফিস করে বলতে লাগলেন—কে যেন বলে উঠল—আর ঘুমিয়ো না, আর ঘুমিয়ো না। ম্যাকবেথ নিদ্রাকে হত্যা করেছে। সেই নিঃষ্পাপ নিদ্রা—শান্তিদায়িনী নিদ্রা। প্রতিদিবসের নিদ্রা—শ্রমের অবগাহন—মহান প্রকৃতির দান নিদ্রা—ম্যাকবেথ তাকে হত্যা করেছে।

লেডী ম্যাকবেথ ভীত, সন্ত্রস্ত, বলে উঠলেন—ওগো কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ চিৎকার করে উঠল—ঘুমিয়ো না, গ্লামিস-প্রধান নিদ্রাকে করছে হত্যা। তাইতো কদর-প্রধানের চোখে নিদ্রা আর আসবে না।

ম্যাকবেথ আর ঘুমোবে না।

তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন লেডী ম্যাকবেথ, কে কে এই চীৎকার করলে? স্বামী এই কি তোমার যোগ্য আচরণ? কেন এমন উদ্ভট কল্পনা করে সাহসের অপচয় করছ। যাও জল দিয়ে ধুয়ে ফেল তোমার হাতের ঐ বিশ্রী সাক্ষ্য।

ম্যাকবেথ ফিস ফিস করে বলে উঠলেন, আমি আর তো যাব না। নিজে যা করছি তাতেই আমি ভীত।

তুমি দুর্বল, দাও ছুরিগুলো আমাকে দাও। ঘুমন্ত আর মৃত—ওরা তো অচেতন ছবি। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন লেডী ম্যাকবেথ। যেন তিনি নারী নন, আমাজন।

যেন তিনি নারীর মধ্যে পুরুষ। লেডী ম্যাকবেথ ছোরা দুখানি নিয়ে ছুটে চলে গেলেন। ম্যাকবেথ নিঃস্পন্দ, অপলকে তাকিয়ে আছেন শূন্য দৃষ্টিতে। এর মধ্যে নেপথ্যে

দ্বারে করাঘাতের শব্দ বেজে উঠল। ম্যাকবেথ শিউরে উঠে বললেন—একি হোল আমার। প্রতিটি শব্দেই কেঁপে উঠি কেন? উঃ কি রক্তমাখা এ হাত। দেখে চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সাগরের অধীশ্বর নেপচুন। তাঁর সমস্ত বারিরাশি দিয়েও কি রক্ত ধুইয়ে দিতে পারবেন না? না না তাতো হবে না। লাল করে দেবে নীল—নীল জল। ও—হো—হো।

ম্যাকবেথ যখন এমনি কল্পনায় ব্যস্ত—এমন সময় এসে প্রবেশ করলেন লেডী ম্যাকবেথ।

তিনি বলে উঠলেন দেখ তোমারই মতো আমার হাত, কিন্তু ভীরু তো নয় আমার হৃদয়।

এমন সময় তাঁর কথায় বাধা দিয়ে করাঘাত বেজে উঠল। ঠক্, ঠক্ ঠক্। তিনি বললেন কে যেন দ্বারে আঘাত করছে। চল, আমাদের শয়ন মন্দিরে যাই। সামান্য জলেই এ কাজের সাক্ষ্য ধুয়ে মুছে যাবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ? তোমার সঙ্কল্প ভেসে গেল।

আবার করাঘাতের শব্দ।

লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, ঐ যে আবার শব্দ। তোমার রাত্রিবাস পরে নাও।

যে কোন মুহূর্তে ডাক পড়তে পারে। অমন করে আর ভেবো না।

ম্যাকবেথের দ্বারে করাঘাতের শব্দ ভেসে এলো।

ম্যাকবেথ আপন মনে বলে উঠলেন—ডানকান, জাগো! জাগো—

ঐ করাঘাতে জেগে ওঠ। আহা, তা যদি পারতে—যদি পারতে ডানকান।

কণ্ঠস্বরে তার দুঃখ, হতাশা, বিবেক দংশন করছে। অনুতাপ শুরু হয়ে গেছে। তাঁর ঐ কথায় তো নেই লেশমাত্র ছলনা।

।। তিন।।

একই দৃশ্য। দ্বাররক্ষক এসে ঢুকল। মাতাল দ্বারপাল। করাঘাত সেও শুনেছে, উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে বিভোর, অনেক রাতে শুয়েছিল। তাই উঠতে তার ঘোর অনিচ্ছা। কিন্তু বাধ্য হয়ে উঠে এসেছে বিরক্ত হয়ে। আপন মনেই সে গজর গজর করছে।

বাপরে বাপ-কে অমন জোরে ধাক্কা মারছে গো।

ধাক্কা ক্রমাগত পড়ছে আর তারও রাগ বাড়ছে।

মার না যত খুশি ধাক্কা।

মদের নেশায় তার মনে হল —সে নরকের দ্বারপাল। সে এখন সেই ভূমিকাই নিলে।

মারো, মারো ধাক্কা। শয়তানের দোহাই—কে রে তুই? এযে এক চাড়ী—খুব ফসল ফলবে বলে আশা করেছিল, তারপর নিরাশ হয়ে গলায় ফাঁস দিলে। এসো এসো সঙ্গে তোয়ালে এনেছ তো?

এখানে তুই নরকে, বড় গরম, ঘাম দেদার টুটবে।

আবার শব্দ হল ঠক, ঠক, ঠক।

এবার কে এলে? ও সেই কথার কারবারী—যে কোন কথায় হ্যাঁ কিনা বলতে পারে—নিজের স্বার্থের জন্য তো যা খুশী তা করে বসে—কিন্তু স্বর্গে যেতে পারে না। এস হে—ঢুকে পড় আবার শব্দ—এবার আবার কে? লোকটা নিশ্চয়ই ইংরেজ দর্জি। ফরাসী ব্রিচেল করতে দিয়েছিল খদ্দের। সেই কাপড় চুরি করেই এমনি দশা। এস এস দর্জি ভায়া—এখানে অনেক আগুন—তোমার ইস্ত্রি বেশ গরম হবে।

আবার শব্দ হল। মাতালের নেশা টুটে গেল। এবার তার মনে হল জায়গাটা নরক নয়, গরম এখানে নেই। বড় ঠাণ্ডা সে আর তাই নরকের দ্বারপাল হতে চায় না। সে এখন দূর্গের দ্বাররক্ষক। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে ছুটল। দরজা খুলে দিতেই এসে প্রবেশ করলেন রাজার দুই সভাসদ ম্যাকডফ ও লেনকস।

ম্যাকডফ ও লেনকস।

ম্যাকডফ বললেন এত দেরী হল যে দরজা খুলতে? কাল কি অনেক রাতে শুয়েছিল তাই ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হল?

সত্যি কর্ত্তা। আমরা দুপুর রাত অবধি ফূর্তি করেছি।

তোমার প্রভু উঠেছেন?

এমন সময় রাত্রিবাস পরিহিত ম্যাকবেথ এসে দেখা দিলেন দূরে। ম্যাকবেথ আসছেন দেখে তিনি বলে উঠলেন, আমাদের করাঘাতই ওঁকে জাগিয়ে দিয়েছে। ঐ তো উনি আসছেন।

সম্ভাষণ জানাবার পর ম্যাকডফ শুধালেন রাজা কি জেগেছেন?

এখনো না, ম্যাকবেথ উত্তর দিলেন। উনি আমাকে জাগিয়ে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আমার বিলম্ব হয়ে গেছে। আমাকে বলুন কোথায় তার কক্ষ—আমি যাই।

ম্যাকবেথ নির্দেশ দিলেন, চলে গেলেন ম্যাকবেথ আর লেনকাস আলোচনা শুরু হোল।

লেনকাস শুধালেন, আজই কি মহারাজ বিদায় নেবেন?

হ্যাঁ এই তার ইচ্ছা ম্যাকবেথ জানালেন।

এবার এল গতকালের দুর্যোগময়ী রজনীর কথা।

ম্যাকবেথ লেনকসের কথায় সায় দিলেন।

লেনকস বললেন, এমন দুর্যোগ দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এমন সময় ম্যাকডফ এসে জানালেন নিদারুণ সংবাদ। রাজা ডানকান মৃত। এক অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে।

রাজা হত।

এই সংবাদ শুনে ম্যাকবেথ আর লেনকস ছুটে চলে গেলেন।

ম্যাকডফ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মুহূর্ত পরে তাঁর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল।

জাগ, জাগ, সকলে। ঘন্টাধ্বনি কর বিপদের। রাজহত্যা আর বিশ্বাসঘাতকতা একই সঙ্গে ঘটে গেল। ব্যাঙ্কো জাগো, জাগো, ডোনালবেইন। নিদ্রা ঝেড়ে ফেল—এবার দেখ প্রকৃত মৃত্যুকে। ম্যালকম, ব্যাঙ্কো—ওঠ—ওঠ। তোমাদের নিদ্রার কবরখানা থেকে উঠে এসে দেখ কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটেছে। বাজাও, বাজাও ঘন্টা। কক্ষে কক্ষে, অলিন্দে, চত্বরে চত্বরে শব্দ ঢং ঢং ঢং। লেডী ম্যাকবেথ ব্যস্ত হয়ে এসে ঢুকলেন।

কেন, কেন, এই ঘন্টাধ্বনি? কেনই বা ঘুমন্ত মানুষদের জাগ্রত করা হোল? বলুন—বলুন। ম্যাকডফ উত্তর দিলেন, ভদ্রে আপনাকে তো সেকথা বলতে পারব না। নারীর কাছে তো সে বর্ণনা চলে না, সে তো মৃত্যুরই সামিল হবে।

ঘন্টাধ্বনি শুনে ব্যাঙ্কো ছুটে এসেছেন।

এবার আর ম্যাকডফ সম্বরণ করতে পারলেন না। বলে উঠলেন, ব্যাঙ্কো ব্যাঙ্কো—আমাদের রাজা নিহত।

লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—হায়, হায়, আমারই গৃহে?

ম্যাকবেথ আর লেনকস এসে প্রবেশ করলেন এমন সময়। ম্যাকবেথ উদ্‌ভ্রান্ত বেশবাস বিপ্রস্ত। ম্যাকবেথ উচ্ছ্বাস ভরে বলে উঠলেন—যদি এই কথা শোনার এক ঘন্টা আগে আমার মৃত্যু হত, আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম।

একি ম্যাকবেথের ছলনা, না—অনুতাপের গ্লানি, কে জানে? হয়তো অনুতাপের বীজ উপ্ত হয়েছে মনে।

তিনি বলতে লাগলেন, আজ থেকে তো আর বাঁচার সম্বল কিছু রইল না। রাজা মৃত এখন তো আমার কাছে সবই তুচ্ছ। যশ আর মান তো চলে গেছে। সুখ তো নিঃশেষিত। এখন শুধু আছে মদের শূন্য পাত্র।

ম্যালকম আর ডোনালবেইনও ছুটে এসেছেন ঘন্টাধ্বনি শুনে। তাঁরা এসেই বললেন, কি ব্যাপার?

ম্যাকবেথ তাদের জানালেন আপনারা কি জানেন, আপনাদের রক্তের উৎস আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। ম্যাকডফ উচ্ছ্বাস ভালবাসেন না, তিনি জানালেন—আপনাদের—আপনাদের পিতা নিহত।

কে—কে একাজ করল?

তার দুই অনুচর, তাদের মুখ রক্তাক্ত, রক্তাক্ত ছুরিটা পাওয়া গেছে বালিসের নীচে।

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—ওদের হত্যা করে আমি অনুতপ্ত।

ম্যাকডফের কেমন সন্দেহ হল, শুধালেন কেন হত্যা করলেন?

ম্যাকবেথ বললেন—এমন পাপের সম্মুখে কে পারে একযোগে উন্মাদ আর স্থির মস্তিষ্ক হয়ে থাকতে। আমি মুহূর্তের উত্তেজনায় এ কাজ করেছি—উচিত কি অনুচিত ভেবে দেখিনি।

উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে উঠলেন ম্যাকবেথ—ঐ তো শায়িত ডানকান, তার রজতশুভ্র ত্বকে রক্তের স্বর্ণাভ সূত্র। তার ক্ষতমুখ তো প্রকৃতির এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা, আর ঐ তো

শায়িত হত্যাকারীরা—রক্তাক্ত তাদের দেহ, তাদের ছুরিকা। লেডী ম্যাকবেথ এই উচ্ছ্বাসে ভীত, তাই তিনি মূর্চ্ছার ভান করলেন—আমি মূর্চ্ছিত হয়ে যাচ্ছি।

ম্যাকডফ ব্যস্ত হয়ে বললেন, দেখুন, ওকে দেখুন।

যুবরাজ ম্যালকমের মনে জেগেছে সন্দেহ তিনি তাঁর ভাই ডোনালবেইনকে চুপি চুপি বললেন—আমরাই বা স্তব্ধ হয়ে আছি কেন?

এতো আমাদেরই শোক।

ম্যালকম, সায় দিলেন ঠিক কথা। আমাদের এই বিরাট দুঃখ প্রকাশের সময় এ নয়।

লেডী ম্যাকবেথ এরই মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, তাকে ধরাধরি করে পরিচারিকারা এসে নিয়ে গেল। হয়তো এ নারীরই ছলনা।

ব্যাঙ্কো এবার বললেন, হলঘরে সকলের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

সকলে প্রস্থান করলেন, শুধু বাকী রইল দুই রাজকুমার। পিতৃবিয়োগের মহা দুঃখ তারা দুই ভাই পেয়েছেন। আর এখানে আছে কুম্ভীরাশ্রুপাত। এখানে আছে শঠতা, হীন ষড়যন্ত্র, তাই তিনি স্থির করলেন—ইংলণ্ডে যাবেন। ডোনালবেইনও জানালেন, তিনি আয়ারল্যাণ্ড যাবেন। এখানে মানুষের হাসির পেছনে লুকিয়ে আছে ছুরিকা। নিকটতম জ্ঞাতিরা যে সেই এখানে আততায়ী।

শত্রু তীর নিক্ষেপ করেছে মৃত্যুর—যে কান এখনো লক্ষ্যবিদ্ধ করেনি। লক্ষ্যভেদ হবার আগেই পালাতে হবে। তারা ছুটে চলে গেলেন। ঘটা করে বিদায় নিতে চাইলেন না কারো কাছে। এদিকে প্রাসাদ দুর্গের প্রশস্ত হলঘরে দরবারে মান্য-গণ্যদের সমাগমের আয়োজনে এখন ব্যস্ত ম্যাকবেথ। যখন সেখানে সমাগম হবে তখন ম্যাকবেথ এসে দেখবেন খাঁচাশূন্য পড়ে আছে। পাখী উড়ে গেছে। এখন কি হবে।

তৃতীয় অঙ্ক

।। এক ।।

ফরেসের রাজপ্রাসাদ। এখন সে প্রাসাদের অধীশ্বর ম্যাকবেথ। তার অভিষেক ক্রিয়া শেষ। রাজাসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত। ব্যাঙ্কো তাঁর বন্ধু হলেও আজ তারই ভৃত্য। কিন্তু ব্যাঙ্কো ভুলতে পারেন নি ডাকিনীদের ভবিষ্যৎবাণী। তাঁর দৃঢ় হৃদয় বলেই পাপবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু নির্জন মুহূর্তেতার মনে পড়ে ডাকিনীদের কথা। তিনি ভাবেন।

ম্যাকবেথ এবার তো সব পেয়েছ। রাজা কদর প্রধান, গ্লামিস প্রধান, একযোগে সব আয়ত্তে এল। ডাকিনীদের ভবিষৎবাণী অবিকল ফলেছে। আমার আশঙ্কা কি জান ম্যাকবেথ এর জন্য বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় তোমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু ঐ ভবিষৎবাণীই তো বলে—এ রাজমুকুট তোমার বংশে থাকবে না। আমি হব রাজবংশের পূর্বপুরুষ। যদি ঐ বাণীতে সত্য কিছু থেকে থাকে—আজ তোমার ক্ষেত্রে তা তো পরিপূর্ণ—আমার ক্ষেত্রেও তা হবে না কেন। সেই তো আমার আশা।

পদশব্দ শুনতে পেলেন। একটু বিরতি। এবার বললেন—না, আর বলব না কেউ শুনে ফেলতে পারে।

দামামা বেজে উঠল, ঘোষিত হল রাজারাণীর আগমন বার্তা। ম্যাকবেথ ও লেডী ম্যাকবেথ রাজবেশে প্রবেশ করলেন। তাঁদের সঙ্গে লেনকস, রস প্রভৃতি সভাসদবর্গ এবং অভিজাত মহিলার দল।

ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোকে দেখে বলে উঠলেন—এই যে মাননীয় বন্ধু ব্যাঙ্কো—ইনিই আজ আমাদের ভোজে প্রধান অতিথি।

লেডী ম্যাকবেথ বললেন, উনি ভোজে বাদ পড়লে ভোজ তো সম্পূর্ণই হবে না।

ম্যাকবেথ সসম্মানে বললেন আজ রাজকীয় ভোজে আপনার আগমনের জন্য আমার অনুরোধ।

ব্যাঙ্কো অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ শুধু আজ্ঞা করবেন। আমি আপনার আজ্ঞবহ দাস।

বন্ধু আজ কি আপনি ভ্রমনে বের হবেন? রাজা ম্যাকবেথ শুধালেন।

হ্যাঁ, মহারাজ। তা না হলে মন্ত্রনা সভায় আপনাকে আসার জন্য অনুরোধ করতাম। আপনার পরামর্শ আমাদের খুব উপকারে লাগবে। অনেকদূর যাচ্ছেন?

আমার ফিরে আসতে দেরী হবে। ভোজের সময় ফিরব। ব্যাঙ্কো বললেন, আমার ঘোড়া যদি গজগমনে চলে তো আরো কিছু দেরী হবে।

ম্যাকবেথ অনুনয় করলেন, আপনার আসা একান্ত প্রয়োজন, আমাদের বঞ্চিতকরবেন না।

ব্যাঙ্কো বললেন, মহারাজ কখনো না। ম্যাকবেথ বললেন, দুই রাজপুত্র নাকি ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে যাচ্ছেন। তারা মিথ্যে কথা রটনা করছেন। যাক, সে সব কথা কাল হবে। যান আপনি ভ্রমণে যান। আপাতত বিদায়। ফ্লিয়ান্সও আপনার সঙ্গে যাচ্ছে তো?

ব্যাঙ্কো জানালেন, ফ্লিয়ান্সও তাঁর সাথী হবে। ম্যাকবেথ ঘটা করে বিদায় দিলেন। ব্যাঙ্কো চলে গেলেন। নেপথ্যে শোনো গেল অশ্বের পদধ্বনি।

এবার রাজা ম্যাকবেথ ঘোষণা করলেন—সন্ধ্যা সাতটা অবধি আপনারা আপনাদের সময়ের প্রভু, তারপর আসবে আমাদের মধুর মিলনের লগ্ন। সেই মধুর ক্ষণের জন্য আমরা এখন নিভৃতে কালযাপন করব।

ভোজ অবধি আমরা সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত থাকব। আপনারা আসুন, ঈশ্বর আপানাদের মঙ্গল করুন।

সকলে চলে গেলেন। শুধু রইল রাজা ম্যাকবেথ আর একজন ভৃত্য।

ম্যাকবেথ চারিদিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, যাদের আসতে বলেছিলাম তার এসেছে?

ভৃত্য জানালো। হ্যাঁ মহারাজ তারা এসেছে। তারা এখন রাজবাড়ীর ফটকের বাইরে আছে। তাদের নিয়ে আয়।

—ভৃত্য চলে গেল।

ম্যাকবেথ পদচারণা করতে লাগলেন—তারপর বললেন, এ রাজ মহিমাতে আমার নিরাপত্তা চাই। আমাদের ভয় ব্যাঙ্কোকে, রাজার মতো তার প্রকৃতি—এটাই ভয়ের কারণ। তার বুদ্ধি তো তার সাহসকে নিরাপদে চলতে নির্দেশ দেয়। ঐ ব্যাঙ্কো ছাড়া তো আর কাউকে ভয় পাই না। ঐ ব্যাঙ্কোর প্রতিভা আমাকে লজ্জা দেয়। মার্ক এ্যান্টনীর প্রতিভাকেও যেন ম্লান করে। ভবিষৎবাণী করলে ওর বংশ হবে রাজা আর আমাকে দিয়ে গেল নিষ্ফল রাজমুকুট। এক বন্ধ্যা রাজদণ্ড আমার মুষ্টিতে গুঁজে দিল। ঐ ব্যাঙ্কোর বংশধরদের জন্যই কি আমি ডানকানকে হত্যা করলাম আমার শান্তির পাত্রে দিলাম বিষ, তিক্ততা—অমর আত্মাকে আমি কি বিলিয়ে দিলাম শয়তানের হাত?

কে?

ভৃত্যের সাথে দুই হত্যাকারী এসে প্রবেশ করলো। ভৃত্যকে দ্বারে পাহারা দেবার আদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। এবার তিনি আর হত্যকারী দুজন।

তিনি বললেন, কাল আমাদের কথা হচ্ছিল না?

হত্যাকারী সম্মতি জানালে।

আমি যে কথা বলেছি, ভেবে দেখেছ কি? ম্যাকবেথ জিজ্ঞেস করলেন। মনে রেখো ঐ ব্যাঙ্কোই অবনতির কারণ। তোমরা ভেবেছিলে আমি, তা নয়। আমি দোষী নয়।

হত্যকারী জানালে তারা বুঝেছে। প্রথম হত্যাকারী বলে উঠল—মহারাজ আমরা পুরুষ।

বিদ্রূপ-তিক্ততায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল ম্যাকবেথ-এর গলার স্বর, হ্যাঁ পুরুষের তালিকাভুক্ত বটে। যেমন কুকুরের তালিকাভুক্ত হয় নানা জাতের কুকুর। কিন্তু গুণ অনুসারে হয় তাদের শ্রেণী বিচার। তোমরা যদি মানবতার শেষ ধাপে থেকে থাকে যদি তোমাদের বিশিষ্ট শ্রেণী থেকে থাকে তাহলে আমি তোমাদের এমন কাজ দেব, যে-কাজ তোমাদের নিঃশত্রু করবে। আবার আমার সঙ্গে পরম স্নেহের বন্ধনে বাঁধা থাকবে।

দ্বিতীয় হত্যাকারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ম্যাকবেথের বক্তৃতায়—সে বললে।

মহারাজ আমি মানুষ—ভাগ্য আমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে—দুনিয়ার বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা প্রকাশ করতে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

ম্যাকবেথ সন্তুষ্ট। শুধু বললেন, তাহলে ব্যাঙ্কো আমাদের শত্রু—একথা বুঝেছ?

হ্যাঁ বুঝেছি।

এবার তিনি আসল কথায় এলেন। সে আমারও শত্রু। তার জীবনের প্রতি মুহূর্তে তো আমার অন্তরে ছুরিকার আঘাতের মতো। যদি পারতাম তাকে রাজাদেশে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম। কিন্তু তা তো পারিনে—এতে আমি বন্ধু হারাব। তাকে আঘাত করলেও তার জন্যে আমাকে কাঁদতে হবে। তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ—তোমরা তাকে হত্যা কর।

আপনার আদেশ আমরা পালন করবো মহারাজ।

ম্যাকবেথ বিজয়ীর উল্লাসে উল্লসিত। তড়িৎ চাবুকে সার্কাসে জন্তুদের পোষ মানায় সার্কাসওয়ালা। আর এক নায়ক, পোষ মানায় জনগণকে তার বক্তৃতায়। তাই ম্যাকবেথের উল্লাস, তিনি এখন তাদের যা বলবেন তারা তাই করবে। তিনি বললেন, তোমাদের সাহস তোমাদের চোখের ঝলকে। আর একঘন্টার মধ্যে শেষ করতে হবে। আর ব্যাঙ্কোর সঙ্গে তার পুত্রকেও অপসারিত করতে হবে। যাও এখন বিশ্রাম করগে। আলাপ আলোচনা করে দৃঢ় কর তোমাদের সংকল্প।

হত্যাকারীরা অভিবাদন করে চলে গেল। ম্যাকবেথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন।

তাহলে স্থির হয়ে গেল।

শোন শোন ব্যাঙ্কো—

যদি স্বর্গ তোমার ভাগ্যে থাকে—আজ রাতে তোমার আত্মা লাভ করবে সেই স্বর্গ।

এদিকে লেডী ম্যাকবেথ ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে ব্যাঙ্কোর কথা তাঁর মনেও উত্তেজনা সঞ্চার করছে। তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্র তিনি জানেন না। তবু ব্যাঙ্কো তাঁর পথের কন্টক এ ভাবনা তাঁকেও পীড়া দিচ্ছে। তাই ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্যাঙ্কো চলে গেলেন?

ভৃত্য জানালে, উনি তো আজ রাতেই ফিরবেন।

রাজাকে বল, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ভৃত্য যে আজ্ঞা বলে চলে গেল। লেডী ম্যাকবেথ বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। সেদিনকার শক্তি তারও বুঝি আর নেই। হয়তো অনুতাপেও দগ্ধ হচ্ছেন। তাই বললে—হায় কিছুই তো লাভ হল না। বরং সব গেল। মনস্কামনা সিদ্ধ হল কিন্তু মনে তো আর সেই শক্তি নেই। এখন আমার মনে হয় সেই নিহত রাজা হয়ে যাই ' ' ন্তি হারাবার চেয়ে সে শতগুণে ভালো।

এমন সময় ম্যাকবেথ প্রবেশ করলেন। লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—স্বামী কেন একা একা থাক; কেন দুঃশ্চিন্তা তোমার সাথী। ওঃ চিন্তা তো তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে গেছে। ম্যাকবেথ কথায় সায় দিলেন না। শুধু বললেন—তপের উপর আমরা আঘাত করেছি কিন্তু ওকে হত্যা করতে পারিনি। আঘাত আরোগ্য হয়ে যাবে। কিন্তু নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ তো করব না। পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাক শয়নে, ভোজনে এই ভীতি নিয়ে তো আর থাকা যায় না। ঐ তো ডানকান সমাধিতে শয়ান। জীবনের দুশ্চিন্তার ঘরে তো লয় প্রাপ্ত—এখন তো তিনি সুনিদ্রায় বিভোর। বিশ্বাসঘাতকতা তো চূড়ান্ত কীর্তি করেছে। কিন্তু বিষ বা গৃহ বিবাদ বা বহিঃশত্রু আর তো স্পর্শ করতে পারবে না।

কি বাজে বকছ তুমি। স্বামী আত্মসংবরণ কর। তোমার এই দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল। আজ রাতে অতিথির সমুখে দীপ্তমুখে তাকাও। ম্যাকবেথ তাকে আশ্বাস দিয়ে

বললেন—প্রিয়ে, তাই হোক, মুখে দীপ্তি ফুটে উঠুক ব্যাঙ্কোর দিকে একটু বেশী নজর দিয়ো। তাকে সন্মান দেখানো হচ্ছে একথা যেন বুঝতে পারে। যতদিন নিরাপদ না হই, ততদিন অমনি তোষামোদই করতে হবে। আমাদের মুখকে করতে হবে আমাদের অন্তরের মুখোশ। লেডী ম্যাকবেথ সংকেত বুঝে বললেন, কি কি ঘটবে?

আমার আদরিণী শুনতে চেয়োনা সে কথা কাজ হয়ে যাক, বাহবা দিয়ো। আর রাত্রি—আবরণে দিক ঢেকে দিনের করুণা উদ্রেককারী চোখ দুটি—যে জীবন আজও আমাকে বিবর্ণ ম্লান করে রেখেছ তাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলুক বাতিল করে দিক।

তিনি লেডী ম্যাকবেথের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি বুঝি বিস্মিত হলে। কিন্তু স্থির হও প্রিয়া। পাপ তা পাপের দ্বারাই পুষ্ট হয়। এই তো পাপের নীতি।

তখনো লেডী ম্যাকবেথ বিস্ময়ে অভিভূত। তাই তিনি তার হাত ধরে বলেলেন—আমার অনুরোধ চল—চল! তাঁকে টেনে চলে গেলেন।

।। তিন।।

রাত্রি আগত। প্রাসাদের কাছেই এক উদ্যানে দেখা গেল ক'জন লোককে। তারা ছায়াময়। তাদের সঙ্গে আর একটি ছায়া এসে মিলিত হল।

আবছা অন্ধকারে চেনা গেল, এরা হত্যাকারী দু'জন আর একজন অপরিচিত।

প্রথম হত্যাকারী তাকে শুধালো, কে তুমি? সেও জানালে সংকেত। বললে, আমিও তোমাদেরই দোসর।

ম্যাকবেথ।

দ্বিতীয় বললে, ও যখন সব জানে ও আমাদেরই একজন।

প্রথম বললে বেশ তাহলে থাক, এখনো সূর্যের আলো পশ্চিমে আছে। এখনই তো মুসাফিরের দল ঘোড়া দাবড়িয়ে ছোটাবে চটির দিকে। আর যে লোকের আশায় আমরা বসে আছি, সেও এখুনি ফিরবে।

ঐ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আর শোনা গেল ব্যাঙ্কোর স্বর—আলো—আলো চাই।

ঘোড়া ছেড়ে দিলো যে। প্রথম দ্বিতীয় জন বলে উঠল।

হ্যাঁ—প্রাসাদ এখনো এক মাইল দূরে আছে। কিন্তু ও ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে সোজা পথে হেঁটে যাবে—তৃতীয় বলে উঠল।

ঐ যে মশাল দেখা যাচ্ছে।

ঐ তো ওরা আসছে।

ব্যাঙ্কো আর ফ্লিয়ান্স একটি মশাল নিয়ে প্রবেশ করলো।

তৃতীয় হত্যাকারী বলে উঠলো, হ্যাঁ—সেই বটে।

তাহলে তৈরী হও।

ব্যাঙ্কো এগিয়ে এলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—আজ বৃষ্টি নামবে মনে

হয়।

প্রথম হত্যাকারী তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, নামুক তবে!

ওরা সবাই একসঙ্গে ব্যাঙ্কোকে অর্তকিতে আক্রমণ করলো। ব্যাঙ্কো তাঁর অসি কোষমুক্ত করবারও সময় পেলেন না পর্যন্ত। চিৎকার করে শুধু ছেলেকে বললেন—বিশ্বাসঘাতকতা ফ্লিয়ান্স—তুমি পালাও। হয়তো একদিন প্রতিশোধ নিতে পারবে। পালাও! আরে ক্রীতদাস—তোর এতবড় স্পর্ধা। প্রথম হত্যাকারীকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। এমন সময় পরপর দুইখানা ছুরি এসে মর্মমূলে বিদ্ধ হলো। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

মশাল নিভে গেছে। এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গেল ফ্লিয়ান্স। তৃতীয় হত্যাকারী হঠাৎ বলে উঠল—আলো কে নিভিয়ে দিল?

প্রথম বলে উঠল—ঐটেই তো নিয়ম। কিন্তু এযে বাবা—ছেলে তো পালিয়ে গেল। দ্বিতীয় হত্যাকারী আফশোস করে বললো, ব্যাপারটা যে আধখানা হয়ে রইল।

চল—যা হয়েছে বলি গে।

।। চার ।।

রাজকীয় ভোজনাগার, ভোজ্য প্রস্তুত। ম্যাকবেথ ও লেডী ম্যাকবেথ সভাসদগণ ও অনুচরবর্গ সহ সেখানে এসেছেন। ম্যাকবেথ নিমন্ত্রিতদের পরম সমাদরে সম্ভাষণ জানি য়ে বসতে, বললেন, সকলে বসলেন। লেডী ম্যাকবেথ রাণী। তিনি সবাইকে সম্ভাষণ জানালেন। সভাসদগণ দুদিকে বসলেন। মাঝখানে মধ্যমণির মতো বিরাজ করবেন ম্যাকবেথ। আদর আপ্যায়ণে সকলকে সন্তুষ্ট করবেন। সকলে যার যার আসনে বসলেন, এমন সময় ম্যাকবেথের দৃষ্টি পড়ল দরজায়, প্রথম হত্যকারী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাকবেথ তাড়াতাড়ি উঠে দরজায় কাছে চলে এলেন। তিনি হত্যাকারীর মুখের দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিহরিত হলেন। বলে উঠলেন—

একি? তোমার মুখে রক্ত লেগে আছে। তাহলে—ও রক্ত ব্যাঙ্কোর—হত্যাকারী উত্তর দিলো।

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন।

তার দেহে প্রবাহিত হবার চেয়ে গলা মুখে সে রক্ত থাকা ভালো।

প্রভু তার গলা কেটে দিয়েছি, তাহলে গলা যারা কাটে তাদের মধ্যে তুমি সেরা। ফ্লিয়ান্সের ওতো ঐ দশা করেছ? যদি তুমি তা কর তাহলে তোমার তুলনা নেই।

মহারাজ সে পালিয়ে গেছে।

তাহলে আবার আমার রোগটা এলো। ম্যাকবেথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন। না হলে তো আমি আরোগ্য হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন তো আমি পঙ্গু, আবদ্ধ। বন্দী সন্দেহ—সংশয়ের আমি দাস। যাহোক ব্যাঙ্কো সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত তো?

হত্যাকারী জানাল—নিশ্চিন্ত।

হত্যাকারী চলে গেল। ম্যাকবেথ আবার ফিরে এলেন যেখানে খাবার টেবিল আছে।

লেডী ম্যাকবেথ স্বামীর পরিবর্তন দেখতে পেলেন, তাই তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন মহারাজ, আপনি অতিথিদের যথাযোগ্য সমাদর করছেন না। আদর অভ্যর্থনাই ভোজে স্বাদ এনে দেয়।

বিস্মিত হয়েছিলেন ম্যাকবেথ, এবার সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন—প্রিয়ে আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। অতিথিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হোক, আপনারা স্বাস্থ্য লাভ করুণ।

লেনকস বললেন, আসন গ্রহণ করুণ মহারাজ।

এদিকে ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা আসনে বসলো। সভাগৃহের ভোজনকক্ষের আলোকমালা হয়তো নিষ্প্রভ হয়ে এলো। হয়তো নীলাভ ফসফরাস থেকে আলো দেখা দিল। কিন্তু কেউ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা অতিথিরা দেখতে পাচ্ছেন না। ম্যাকবেথও এখনো দেখেন নি। তিনি বললেন—

এখন একা ব্যাঙ্কোই উপস্থিত নেই। তিনি যদি থাকতেন তবে আমার রাজ্যের সব অভিজাত ব্যক্তিদেরই পেতাম। তার এই অনুপস্থিতিতে তার ভালবাসার অভাবই অনুভূত।

দুদৈবের আশঙ্কা এখানে কম। রস বললেন, মহারাজ আপনি আসন গ্রহণ করুন।

ম্যাকবেথ ভোজের টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—সব আসনই যে ভর্তি।

আসনে একটি মানুষকে দেখতে পেয়েছেন কি? সে তো ব্যাঙ্কো এখনো চিনতে পারেন নি।

লেনকস বলে উঠলেন, এই তো আপনার খালি আসন মহারাজ।

লেনকস দেখতে পাচ্ছেন না। আর সবার কাছেও দৃশ্যমান নয়, প্রেতাত্মা। কিন্তু ম্যাকবেথের কাছে তো সবই দৃশ্যমান। তাই তিনি বলে উঠলেন—

কোথায় আসন? কোথায় বসব?

অতিথিরা বিস্মিত, বিমূঢ়।

ম্যাকবেথ আবার ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মাকে চিনতে পারলেন। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন কেউ রক্তাক্ত মৃতদেহ এনে বসিয়ে দিয়েছে আসনে। তাই বলে উঠলেন—কে আপনারা এ কাজ করেছেন? অতিথিরা অবাক—হতবাক। তারা বললেন কি করলাম আমরা?

ম্যাকবেথের পাপবোধ উদ্দীপ্ত, তিনি আবার বলতে লাগলেন—আমি তো করিনি একাজ, একথা কেউ বলতে পারবে না। তবে কেন, তোমার ঐ রক্তাক্ত মাথা নাড়ছ আমার দিকে তাকিয়ে? কেন, কেন? রস বললেন, মহাশয়গণ চলুন—আমরা চলে যাই। মহারাজ অসুস্থ।

মহাশয়রা আসন ছেড়ে উঠতে যাবেন, এমন সময় লেডী ম্যাকবেথ বাধা দিলেন আপনারা উঠবেন না। আমার স্বামীর মাঝে মাঝে এমনি হয়। এ তার যৌবনের রোগ। অসুস্থতা ক্ষণিকের জন্য। তিনি এখুনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। আপনার খেতে থাকুন।

তিনি স্বামীকে সবার সামনে বললেন—তুমি কি মানুষ?

হ্যাঁ, মানুষ—সাহসী মানুষ—শয়তানও যাতে ভয় পায়—তাও উপেক্ষা করতে পারি।

লেডী ম্যাকবেথ তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, এতো তোমার মনের আতঙ্কের ছবি। এতো স্ত্রীলোকেরই শোভা পায়—তোমার তো শোভা পায় না। কেন এমন করছো? দেখ, দেখ ম্যাকবেথ ফিসফিস করে বলে উঠলেন—যদি সত্যিই তুই ব্যাঙ্কোর মৃতদেহের প্রেতাত্মা—তবে কথা বল। সমাধিগুলোয় আর কবর থেকে যদি আত্মা উঠে আসে—তাহলে কবর না দিয়ে মৃতদেহ দাও শকুনীদের হাতে, তারা সব খেয়ে নিক।

প্রেতাত্মা মিলিয়ে গেল। লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—একি বুদ্ধিভ্রংশ মনুষত্ব বিসর্জন দিলে।

আমি তো ওকে স্বচক্ষে দেখলাম।

ছিঃ ছিঃ।

মহারাজ লেডী ম্যাকবেথ এই প্রলাপ শুনে প্রকাশ্যে বলে উঠলেন, অতিথিরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ম্যাকবেথ প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, এ আমার এক অদ্ভুত রোগ। এতে আপনারা চিন্তিত হবেন না। আসুন সবার কল্যাণ—এ পান করি।

সকলে রাজার কল্যাণে পান করলেন।

ভোজনাগার ছিল এতক্ষণ ভীতির রাজ্য তা এখন আনন্দের উৎস বয়ে গেল।

কিন্তু সে একটুক্ষণের জন্য। আবার আবির্ভাব হলো প্রেতাত্মার।

ম্যাকবেথ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—দূর হ। তুই তো এখন মৃত। উষ্ণ রক্তধারা আর তো তোর দেহে বয় না—দৃষ্টিহীন চোখ তোর। লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, ওর এই রোগ লেগেই আছে। আজকের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।

প্রেতাত্মা মিলিয়ে গেল। ম্যাকবেথ আবার সুস্থ হলেন, লেডী ম্যাকবেথ অনুযোগ করলেন। তুমি আনন্দ উৎসব আজসব মাটি করে দিলে।

ম্যাকবেথ বললেন, গ্রীষ্মে যেমন মেঘ ছেয়ে ফেলে আকাশ—সে যেমন আকস্মিক তেমনি অদ্ভুত এই দৃশ্য—বিস্মৃত না হয়ে উপায় কি!

কি সে দৃশ্য? রস শুধালেন।

লেডী ম্যাকবেথ আর্তনাদ করে উঠলেন, না, না জিজ্ঞাসা করবেন না, রোগ বেড়ে যাবে। আপনাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছি, আপনারা এবার আসুন। সকলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। খাবার টেবিলে থরে থরে সব খাদ্যবস্তু অস্পৃশ্য হয়েই পড়ে রইল। ম্যাকবেথ এবার বলে উঠলেন—কথায় বলে রক্ত—রক্ত চায়। প্রস্তর সচল হয়। মুখর হয়ে ওঠে বৃক্ষ, গুপ্ত হত্যা এমনি করেই প্রকাশিত হয়।

এখন রাত্রি কতো?

লেডী ম্যাকবেথ বললেন এখন নিশার ও ঊষার দ্বন্দ্ব চলছে—কখন নিশা যাবে, ঊষা আসবে বোঝা যায় না।

ম্যাকডফ কেন নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলেন।

তোমার কি অনুমান?

লেডী ম্যাকবেথ বললেন—তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলে—হ্যাঁ ঘটনাচক্রে জেনেছি তার

কথা। এ রাজ্যের অভিজাতদের ঘরে ঘরে রেখেছি আমার গুপ্তচর। কাল যাব ডাকিনীদের কাছে। তারা কি বলে তাই শুনে আসবো। আমার ভাগ্যে কি আছে জানতে হবে। নিজের মঙ্গলের জন্যে বিবেককে ক্ষিপ্ত হতে দেব না। রক্ত-সমুদ্রে ভেসে চলেছি। এখন ফিরে যাওয়া আর পার হওয়া দুই সমান দুঃসাধ্য। আমার মনের উদ্ভট কল্পনা কার্যে পরিণত করব।

স্বামী তোমার এখন নিদ্রা দরকার, লেডী ম্যাকবেথ কোমল কণ্ঠে বললেন, চল যাই। পাপে নতুন ব্রতী। তাই তো বিভীষিকা দেখি। অভ্যাসে কঠিন হব—কঠোর হব।

দুজনে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন।

।। পাঁচ ।।

আর সেই ঊষার প্রান্তর।

তিন ভগিনী আর তাদের ইষ্টদেবী হেকোতিকে দেখা যাচ্ছে। বজ্র হাঁকছে—চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ।

প্রথম—হেকোতি গো হেকোতি—এত রাগ কেন?

হেকোতি বলে উঠল—রাগ হবে না কেন লো—

রাগের কি কারণ নাই লো?
ম্যাকবেথের সঙ্গে খেললি তোরা।
আমি তোদের দেবী—আমাকে ডাকলি নে।
আর লোকটাই বা কি মোদের গাল দেয়—
আর নিজের স্বার্থে মোদের কাছে আসে।
এখন ভুল শোধরাতে হবে লো হবে।
এখুনি চলে যা—মাতালের নদীর ধারে।
গুহায়। ও সেখানে ভাগ্য জানতে আসবে,
তোদের কড়াগুলো সব তৈরী রাখবি।
মন্ত্রগুলোও ঠিক মনে রাখা চাই।
আমি এখন উড়ব—
উড়ে উড়ে যাব
রাতটা করব কাবার,
আনব টেনে যা আমার।
সর্বনাশ তো আনব ডেকে।
সর্বনাশ উঠবে হেঁকে।
না হতে দুপুর বেলা।
সারতে হবে মোদের খেলা।
তাইতো কুহক খেলা

আগে ভাগে সারা চাই
আর তার জন্যে চাই
চাঁদের কোলে আছে মাথা
এক ফোঁটা জল ধোঁয়া ঢাকা।
সেই তো ফোঁটা যাদুভরা
ভূমিতে না পড়তে ফোঁটা
তুলে নেব গোটা গোটা।
আর সেই কুহক নিয়ে
ম্যাকবেথকে ভোলাব গিয়ে।
নিয়তিকে তুচ্ছ সে করবে
জ্ঞান আর বিবেক হারাবে।
আর নিজের ওপরে
ঐ বিশ্বাস তো।
তার হবে দুষ্মন।
হোকোতি ডাকল তার পোষা আত্মাকে।

সে তো বসে আছে ধোয়া ঢাকা মেঘে হেকোতি চলে গেল। ডাকিনীরা ছুটলো তার হুকুম তামিল করতে।

।। ছয় ।।

ফরেসের রাজপ্রাসাদ। লেনকস আর এক প্রধান আলোচনা করছিলেন রাজ্যের অবস্থা। তাতে জানা গেল ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে এখন জনগণ। তারা ম্যাকবেথকে সন্দেহ করছে। লেনকস বললেন, এ বড়ই আশ্চর্য। রাজা ডানকান অতিথি হলেন তিনি হত হলেন। বীর প্রধান ব্যাঙ্কো নিহত হলেন। ফ্লিয়ান্স তাকে হত্যা করেছে—একথা বলতে পারেন বটে কেননা সে পালিয়েছে। এখন সন্ধ্যার পর পথ চলা বিপদ। ম্যালকম ডোলানবেইন। এ এক মহাপাপ। আর তাই তো ম্যাকবেথের ক্রোধ। তিনি তো তাই দুটি অনুচরকে হত্যা করেছেন। সবাই স্বীকার করবে ম্যাকবেথ মহান বলেই তাদের হত্যা করেছেন। রাজকুমারেরা যদি তার হাতে পড়তেন, তাহলে তারাও পিতৃহত্যার দণ্ড বুঝতেন কি। ফ্লিয়ান্সের ঐ একই দশা হত। কিন্তু চুপ—এখন এই প্রকাশ্যে কথা বলা ঠিক হবে না। শুনেছি ম্যাকডফ নিমন্ত্রণে আসেননি বলে হতমান হয়েছেন। তিনি এখন কোথায় জানেন? সভাসদটি বললেন, ম্যালকম আছেন ইংল্যাণ্ডের রাজসভায়। ম্যাকডফ সেখানেই গেছেন। তাঁর কামনা রাজার কাছে ম্যালকমের হয়ে সেনাদল চাইবেন এবং সমস্ত প্রধানদের সাহায্যে পরস্বোপহারীর হাত থেকে দেশ মুক্ত করবেন। যেন তাই হয় আমরা যেন আবার নিরাপদে ভোজন আর শয়ন করতে পারি। আবার যেন রাজ সভায় যোগ্যসম্মান মেলে। আমাদের তো এখন সেই ধ্যান জ্ঞান। ম্যাকডফকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন নাকি? লেনকস শুধালেন।

হ্যাঁ, তিনি স্পষ্টভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে দেন। ক্ষুব্ধ দূত ফিরে এল। সে যেন এই বলতে বলতে এল তুমি সময় এলেই বুঝবে।

লেনকস বললেন তাহলে তো তার সমাধান হওয়া উচিত। আমাদের এখন চাই দেবদূত—যিনি উড়ে যাবেন ইংল্যাণ্ডের রাজদরবারে। নিজের আবেদন রাজার কাছে পেশ করবেন। যাতে আমাদের দুখিনী জন্মভূমির বুকে আবার সুখ শান্তি ফিরে আসে।

চতুর্থ অঙ্ক

।। এক ।।

সেই পাতালের নদীর ধারে গুহা, সেই গুহার অভ্যন্তরে কটাহের পর কটাহে কি সব ছড়ানো। সেগুলো ফুটন্ত।

আকাশে বজ্র হাঁকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ডাকিনীরা এসে জড়ো হয়েছে গুহায়।

কড়ার কাছে তারা এগিয়ে এল। কড়া ঘিরে তারা দাঁড়াল তারপর একে একে ফুটন্ত কড়ায় ফেলতে লাগলো জীবজন্তুর নাড়িভুড়ি। আর যে সে জীবজন্তু নয়। যেগুলি বিষ দিয়ে মারা হয়েছে সেগুলি। তারপরে ব্যাঙাচি ফেলল, তারপরে জলার ধরা সাপ কেটেকুটে দিল, ব্যাঙের আঙুল, বাদুড়ের লোম, কুকুরের জিভ সাপের চেরা জীব, পোকার লেজ, টিকটিকির পা এইগুলি দিয়ে তৈরি হবে সুরুয়া। আর সেই সুরুয়া তো কুহকে ভরা।

সব চাপানে হল কড়ায়। এবার কড়া ঘিরে তারা শুরু করে দিল নাচ আর গান। এমন সময় ঢুকল হেকোতি।

সে বলল—বেশ, বেশ—

করালি কাজ শেষে যা লাভ হবে।
নিবি বেঁটে।
আয় সবাই আয় ছুটে।
এবার কড়ার চারিধারে,
নাচ সবাই মন্তর পড়ে
সব এখন যাদুভরা।
আয়রে নাচ ত্বরা।

দ্বিতীয়া ডাকিনী বলে উঠল—

আমার যে বুড়া আঙ্গুল চুলকাল
কে এল তা দেখল
তালা খোলাল—
কে যেন দরজা ঠেলল।

খোলা হলো দরজা ম্যাকবেথ এসে ঘরে ঢুকলেন। ম্যাকবেথ কড়া দেখে বললেন, কি হচ্ছে?

এ কাজের তো নাম নেই ডাকিনীরা বলল, ম্যাকবেথ বললেন তোমাদের যাদুর দোহাই, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। জানিনা, জানতে চাইলে কি ভীষণ উপায়ে তোমরা ভবিষ্যত জানতে পার। আমি ফলাফল গ্রাহ্য করি না। আমার ভবিষ্যত জানতে চাই। যদি ঘূর্ণি বায়ু ওঠে, গীর্জার চূড়া সেই বায়ুর আঘাতে চূর্ণ হয়, যদি ফেনিল জলরাশি উন্মত্ত হয়ে তড়িৎমগ্ন করে, ঝড়ের স্পন্দনে উৎপাটিত হয় বৃক্ষ, তবু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

ডাকিনীরা বলে উঠল—

বলল—দেব উত্তর—বলতো মোদের কাছে থেকে কি চাও। না, আমাদের প্রভু আত্মাদের কাছে চাও?

বেশ তো ডাক তোমাদের প্রভুদের, তাদের দেখি।

ডাকিনীরা আবার ছড়া কাটতে লাগল—

নটা ছানা খেলে
সেই মাদী শোর
তার নাউ দাও ঢেলে
ফাঁসি কাঠের গায়।
যে চর্বি টস-সায়
আন দে তা ঢেলে।

এবারে ওরা আহবান জানাল অশরীরি আত্মাদের। বজ্র, বিদ্যুত এক কাটা মুণ্ডুর আবির্ভাব হল।

মুণ্ডুটিকে উদ্দেশ্য করে ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—হে অজানা শক্তি—

প্রথমা ডাকিনী বাধা দিয়ে বলল ও তোমার মন জানে

ওর কথা শোন
কিছু বোল না।

কাটা মুণ্ডু বলে উঠল—

ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথ, ম্যাকডফ থেকে সাবধান। অর্ন্তনিহিত হল মুণ্ডু।

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, ধন্যবাদ। কিন্তু আর একটা কথা—

ও আর কিছু বলবে না ডাকিনী বলল। এক একটিকে দেখ। আবার বজ্রধ্বনি। এবার দেখা দিল রক্তাক্ত একটি শিশু।

শিশু বলল, ম্যাকবেথ—ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথ বলল তোমার কথা শুনছি, তুমি বল—

নারীর জঠরে যার জন্ম সে তো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ম্যাকবেথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাহলে তো ভয় পাই না। কিন্তু তবু আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

দ্বিতীয় আত্মা অদৃশ্য, তৃতীয় এসে দেখা দিল। রাজমুকুট মাথায় এক শিশু হাতে একখানা গাছের ডাল।

ম্যাকবেথ বলল, এ কে? এ যে রাজকুমার বলে মনে হয়। ওর মাথায় দেখছি

রাজমুকুট।

ডাকিনীরা বলে উঠল চুপ, চুপ—কথা বল না।

এবার শিশু রাজপুত্র কথা বলে উঠল। সে বলল সিংহের বিক্রম উপেক্ষা কর সবাইকে। যতদিন বার্নাস কানন ডানসিনেনে না আসে ততদিন তো তোমার পরাজয় নেই। নেই ম্যাকবেথের পরাজয়। নেই, নেই।

ম্যাকবেথ হেসে উঠলেন, সে তো অসম্ভব—কখনো হবে না। এতো মধুর—মধুর ভবিষ্যৎ চিত্র। বিদ্রোহ পারবে না মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে—যতদিন বার্নাস কানন না আসবে ডানসিনেনে। তা তো হয় না, হবে না। ম্যাকবেথ থাকবেন তার উচ্চাসনে, কাল পূর্ণ হলে তার সময় আসবে। কিন্তু তবু আমার হৃদয়ের সাধ—আমি জানতে চাই—ব্যাঙ্কোর বংশধর কি রাজা হবে।

আজ জানতে চেয়ো না ডাকিনীরা বারন করলো।

না—না—আমাকে প্রতারণা করো না। তা হলে চির অভিশপ্ত হবে তোমরা। বল—বল। কটাহ কেন মৃতিকায় প্রোথিত।

ডাকিনী বলল তাহলে দেখাও—দেখাও। এবার এসে প্রবেশ করলো আটজন নরপতি। শেষের জনের হাতে একখানি আরশি ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা তাদের পশ্চাতে।

ম্যাকবেথ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। তিনি এবার বলে উঠলেন। মৃত ব্যাঙ্কোর মত তোকে দেখতে। দূর হ!

একে একে রাজমুকুটধারীদের সম্বোধন করে দূর হয়ে যেতে বললেন। তোদের রাজমুকুট তো আমার চোখ ঝলসে দিচ্ছে। তোরা তো কেশে ও ভ্রূতেএক। এযে আবার চতুর্থ এল। চোখ যে গেল। এই প্রবাহ চলবে কি শেষ অবধি?

না, না, আর দেখব না। তবু যে এল অষ্টম, হাতে আরশি।

তারপরে বলে উঠলেন, তাহলে সত্য, সত্য। ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা তাঁর রক্তাক্ত মুখ তুলে হাসছে। নিজের বংশধরদের দেখাচ্ছে, একি অলীক মায়া না সত্য। প্রথম ডাকিনী বলল—

সত্যি সবই সত্যি
ম্যাকবেথকে দেখনা লো।
ফেলফেলিয়ে চেয়ে রইলো।
আয় এক কাজ করি
নাচি নাচি ঘুরি ফিরি
এমনি আদর করি রাজায়
সে যেন ভাই গুণটি পায়।

ডাকিনীরা ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো তারপর মিলিয়ে গেল।

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, কোথায় গেল? যেন পঞ্জিকাতে আজকের এই দিন অভিশপ্ত হয়ে থাকে। এই কে আছো?

সভাসদ লেনক্স অনুচরবর্গসহ ছিলেন গুহার দ্বারে। তিনি ডাক শুনে এসে প্রবেশ

করলেন।

ম্যাকবেথ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখেছ ঐ ডাকিনীদের দেখেছ। না প্রভু।

ম্যাকবেথ বললেন ওরা যে বায়ুতে মিলিয়ে গেল তা বিষাক্ত হয়ে উঠুক। ওদের মায়া যারা বিশ্বাস করে তারা নিপাত যাক। ওই অশ্বপদ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কে আসে?

দূত ম্যাকডফের সংবাদ নিয়ে এল লেনক্স জানালেন, ম্যাকডফ ইংল্যাণ্ডে পলাতক।

পলাতক? ইংল্যাণ্ডে?

হ্যাঁ প্রভু।

যদি সংকল্প মতো কাজ না হয় তবে এটাই হবে। এখন থেকে আমি সংকল্প করব। আর তা কার্যে পরিণত করতে বিলম্ব হবে না। ম্যাকডফের প্রাসাদ দূর্গে হানা দেবো। তাঁর ভূসম্পত্তি ছিনিয়ে নেব। তাঁর স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের হত্যা করব। এই সংকল্প জুড়িয়ে যাবার আগেই শেষ করতে হবে কাজ। কোথায় গেলেন সবাই। আর তো দেখতে চাই না এই ভীষণ দৃশ্য। চল আমাকে দূতের কাছে নিয়ে চল।

লেনক্সের সঙ্গে তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন।

।। দুই ।।

ফাইক, ম্যাকডফের প্রাসাদ দূর্গ। ম্যাকডফ পলাতক। কিন্তু তার স্ত্রী পুত্র এখন স্কটল্যাণ্ডে। রসের আগমন সংবাদ শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে কক্ষে ঢুকলেন লেডী ম্যাকডফ আর শিশুপুত্র। লেডী ম্যাকডফের এই পালানোর কথা শুনে ভালো লাগেনি তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। কি এমন গর্হিত কাজ করেছেন, যার জন্যে পালাতে হল? লেডী ম্যাকডফ জিজ্ঞাসা করলেন।

ধৈর্য্য ধরুন, রস তাকে শান্ত করতে চাইলেন। আপনি ধৈর্যের কথা বলছেন, তিনি পলায়ন করে তো ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেননি, আপনি এখনও জানেন না, তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন না বুদ্ধিমানের মতো পালিয়ে গেছেন।

বুদ্ধিমানের মতো! নিজের পত্নী আর শিশু সন্তানদের রেখে—।

তিনি আমাদের ভালোবাসেন না, রস অনুনয় করলেন আপনি শান্ত হন। আপনার স্বামী মহৎ, জ্ঞানী ও বিদ্বান, তিনি এই অরাজ-রাজ্য সম্বন্ধেযথেষ্ট ওয়াকিবহাল। বর্তমানে এর বেশী বলতে পারবো না। সময় বড় ভীষণ—আমরা এখন সবাই বিশ্বাসঘাতক। নিজেদেরই আমরা জানি না। সত্যিই আমরা জানি না। গুজব শুনে ভয় পাই। কিন্তু কিসের ভয় তা তো জানি না, এখন আমরা ভাসছি উত্তাল সমুদ্রে, জানিনা পথের সন্ধান কোথায়? এখন বিদায় নিচ্ছি, হয়তো পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবো। অবস্থা চরম হয়ে উঠলে নিঃশেষ হয়। নয়তো পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে।

রস বিদায় নিলেন। লেডী ম্যাকডফ শিশুপুত্রকে ডেকে বললেন তোর বাবা মরে গেছেন। এখন কি করবি? কি করে বেঁচে থাকবি? শিশু বলল পাখীরা যেমন করে বাঁচে? পোকামাকড় খাবি? যা পাব তাই খেয়ে বাঁচব। আর আমার বাবা তো মারা যাননি, বেঁচেই আছেন।—না, না।—মা বলে উঠলেন। সে মারা গেছে। বাবা কোথায়

পাবি। ছেলে বলল, তুমি স্বামী কোথায় পাবে? বিশটা স্বামী কিনে আনতে পারি। বেশি হয়ে যাবে আবার বেচতে হবে। মা ও ছেলেতে এরকম কথাবার্তা চলতে লাগল। ছেলে জানতে চান তার বাবা বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু মা তো সেইরকম বললেন। ছেলে এবার বিশ্বাসঘাতকতার মানে জানতে চাইল। মা বললেন যে রাজার কাছে তার বিশ্বস্ততার শপথ ভঙ্গ করে সেই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক। এমনি কথাবার্তার সময় দূত এসে জানাল বিপদের আশংকা দেখা গেছে। লেডী ম্যাকডফকে তার শিশুপুত্র নিয়ে পালাতে হবে। দূত চলে গেল। লেডী ম্যাকডফ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কোথায় পালাবেন—কি করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। এমন সময় হত্যাকারীর দল এসে হাজির হল। তারা নিঃশব্দে আসেনি। এসেছে হা—রে—রে করে। প্রচণ্ড চিৎকারে সবাইকে সন্ত্রস্থিত করে। তারা খোলা তলোয়ার হাত ঘরে এসে ঢুকল। মুখে তাদের করাল ভ্রূকুটি। হাতের রক্ততৃষ্ণায় লোলুপ, অধীর। তারা এসে বলল তোমার স্বামী কোথায়?

সিংহীর মতো গর্জে বলল লেডী ম্যাকডফ। তিনি তো এমন জায়গায় নেই। সেখানে তোদের মত শয়তান তাকে ধরতে পারে। একজন হত্যাকারী গর্জে বলল সে বিশ্বাসঘাতক। শিশুপুত্র শুনে বলল—এটা মিথ্যে কথা।

কি? তাকে ক্রোধে আঘাত করল এক হত্যকারী। শিশু আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। লেডী ম্যাকডফ চিৎকার করে উঠল—খুন, খুন, হত্যা—হত্যা। তারপর ছুটে পালাল। আততায়ীরা এমনি করে নিশ্চিহ্ন করে দিল ম্যাকডফের বংশাবলী। ম্যাকবেথ নিঃস্কণ্ঠক হলেন না। শান্তি এল না তার মনে। হত্যার স্রোত শুধু বাড়িয়ে বাড়িয়ে চললেন তার অত্যাচার অবাধ গতিতে চলতে লাগল।

।। তিন ।।

ইংলণ্ডে ম্যালকমের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন ম্যাকডফ রাজদরবারে তাদের এখন অবস্থান। ম্যালকম বহুদিন পর বিশ্বাসী বন্ধুকে দেখে কাঁদতে চান কিন্তু ম্যাকডফ ক্রন্দনের মতো বিলাসিতাকে এখন প্রশ্রয় দিকে রাজী নন। তিনি চান অসি ধারণ করে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন। দেশে এখন হাহাকার। অত্যাচারী শাসকের নির্যাতনে প্রতিদিন বিবাদের চিৎকার হচ্ছে। কাঁদছে অনাথ শিশু আর তারই প্রতিধ্বনি অনুরঞ্জিত হচ্ছে সারা স্কটল্যাণ্ডে। ম্যালকম তবু উদাসীন। বলেন সময় হলে তিনি অন্যায়ের প্রতিকার করবেন। এখন তাকে চলতে হবে খুব সাবধানে। ম্যাকবেথ এখন অত্যাচারী শাসক। এখনো ম্যাকডফের প্রতি কোন অত্যাচার করেন নি। রাজকুমারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এখনো ঐ অত্যাচারীর কাছ থেকে পুরস্কার পেতে পারেন।

ম্যাকডফ গর্জে উঠলেন—আমি বিশ্বাসঘাতক নয় রাজকুমার।

ম্যাকডফ বললেন, জানি। কিন্তু ম্যাকবেথ তো বিশ্বাসঘাতক। রাজার পীড়নে সৎ মানুষও অসৎ হয়। কিন্তু আপনি সৎ হলে অবিশ্বাস মতো আপনার চরিত্র বদলে যাবে না! বাহ্য আবরণে কুৎসিত সুন্দর হয়। কিন্তু যে সুন্দর সে তো চিরসুন্দর।

ম্যাকডফ ইংলণ্ডে ছুটে এসেছেন বড় আশা নিয়ে। তিনি একথা শুনে হতাশ হয়ে বললেন—আমার সব আশা ব্যর্থ হলো।

ম্যালকম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার সন্দেহেই হয়ত আপনার আশা ভঙ্গ হল। আপনি আপনার স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে কেন এখানে এলেন? তাঁদের তো একা ফেলে এসেছেন—অথচ তাঁরা তো আপনার ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ—আমার সন্দেহ আমার নিরাপত্তার জন্য বলে জানবেন। আমি যাই বলি না কেন, আপনি হয়ত বিশ্বাসীই হবেন।

ম্যাকডফ এই অবিশ্বাসে উত্তেজিত মাতৃভূমির জন্য ব্যাথায় তিনি উদ্বেল। তিনি বলে উঠলেন—

হায় আমার দুর্ভাগা দেশ—রক্ত তোমার। মহা অত্যচারে তার ভিত্তি আরো দৃঢ় করে তুলুক। হত্যার স্রোত বয়ে চলুক অনাহত গতিতে মঙ্গল যেন এসে রুদ্ধ করতে না পারে তার গতি। তার রাজত্ব তো কায়েম।

ম্যালকমের সন্দেহ দূর হল। তিনি ম্যাকডফকে ক্ষুব্ধ হতে নিষেধ করলেন। তিনি জানেন শাসকের অত্যচারে দেশ প্রপীড়িত। ইংলণ্ডেশ্বরও তাকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু তবুও তাঁর মনে দ্বিধা। তিনি বললেন— এ দ্বিধার কারণ কি জানেন? আমি যখন অত্যাচারী শাসকের মস্তক পদতলে দলিত করব, নয়তো অস্ত্রমুখে তাকে গেঁথে তুলব। তখনো তো আমার দুঃখিণী জন্মভূমির দুঃখ দূর হবে না। ম্যাকবেথের পর যে আসবে তার শাসনে আরো পাপের স্রোত বয়ে যাবে।

কে সে? ম্যাকডফ বলে উঠলেন।

আমি—আমার কথা বলছি। আমি তো জানি, আমার স্বভাবে আছে পাপ যখন সেগুলি পূর্ণ বিকশিত হবে, তখন ম্যাকবেথের পাপ তো তুষারের মত নির্মল দেখাবে। আমার দুস্কৃতির তুলনায় সে তো হবে নিরীহ মেষশাবক। ম্যাকডফ বললেন, এই ভয়ংকর নরকে তাঁর মত পাপী আর কে আছে? ম্যালক্‌ম বললেন, সে রক্ত—লিপ্ত, অর্থপ্রিয়, বিলাসী, শঠ আর সর্বপাপের আকর, একথা আমি মানি। যে পাপের নাম আছে, সবই তার ভূষণ। আপনার স্ত্রী, কন্যা, গৃহিনী, কুমারী কেউ তো আমার কাম লালসা থেকে বাদ পড়বে না। আমার কামনার পাত্র তো সে আহূতিতে পূর্ণ হবে না। আমার কামনা সে তো সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে চলবে, এর চেয়ে যে ম্যাকবেথ ভাল। ম্যাকডফ উত্তর দিলেন। অতিরিক্ত অসংযম অত্যাচারই বই কি।

বহু রাজা তো এই জন্য প্রাণ হারান, কিন্তু নিজ রাজ্য গ্রহণে দ্বিধা করবেন না। তারপর গোপনে বয়ে যাক অবাধগতিতে আপনার কামনার স্রোত, আপনি মানুষকে জিতেন্দ্রিয় বলেই প্রতারিত করতে পারবেন। ম্যালকম তবুও নিরস্ত হতে চান না। নিজেকে মসীবর্ণে চিত্রিত করেছেন। এই মসীবর্ণে চিত্রিত করা তো মানুষের স্বভাব। এতে তার লালসা নিবৃত্তির পথ খুঁজে পায়। আবার নিজের অহং ও আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে ওঠে।

রাজকুমারের কাছে, এ হয়তো ম্যাকডফকে পরীক্ষারই এক কৌশল। তিনি বললেন—

নারীর কামনাই আমার একটি মাত্র দোষ নয়। আমার আছে স্বর্ণলিপ্সা। রাজা হলে আমি যত ভূমি অধিকারী আছে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেব। আমার ধনলিপ্সা বেড়ে উঠবে । সম্মানের সঙ্গে শুরু হবে আমার বিবাদ। তাদের আমি ধন সম্পদের জন্যই ধ্বংস করব।

ম্যাকডফ রাজভক্ত তবু তিনি বললেন, এই ধন-লালসা এ তো কাম-লালসার চেয়েও দৃঢ়মূল। এর বিষাক্ত মূল যে বহু নিম্নগামী। তার কাছে কাম-লালসা তো ক্ষণিকের।

বহু নরপতি হত্যার এই তরবারী। না, না—তবু ভয় নেই। আপনার ইচ্ছাপূর্ণ করবার মতো ধন আমার দেশে আছে। অন্য গুণগুলির সঙ্গে তুলনায় এটি আমার সয়ে যাবে। রাজার সদগুণ তো আমার কিছুই নেই। ন্যায়, সত্য, সংযম, চরিত্রের দৃঢ়তা। বীরত্ব সহনশীলতা—বিন্দুমাত্রও নেই। অন্য দিকে আছে যত পাপ, আবার তার আছে শাখা প্রশাখা। যদি ক্ষমতা থাকত আমি শৃঙ্খলায় আনতাম নরকের বিশৃঙ্খলা, বিশ্বের সমস্ত শান্তি দূর করে দিতাম। সমস্ত ঐক্য চূর্ণ হতো।

ম্যালকম বললেন। বলুন—এমন মানুষ কি শাসনের যোগ্য।

শাসনের যোগ্য? না, না, বেঁচে থাকার যোগ্য নয়? হায় জন্মভূমি! রক্তে রাজদণ্ড তোমার এক অনধিকারী অত্যাচারীর হাতে। কবে তুমি শুভদিন দেখবে। তোমার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সে আজ নিজের কলঙ্কের কথা প্রচার করেছে। কুমার—কুমার। আপনার পিতা ছিলেন ঋষিতুল্য রাজা, আপনার গর্ভধারিণী রাণী তো জানু পেতে আরাধনায় রত থাকতেন। বিদায় কুমার! যে পাপের কথা আপনি বলছেন নিজের যে দোষ আরোপ করছেন। সেই পাপ দেখেই তো আমি জন্মভূমি থেকে চলে এলাম আপনার কাছে। ম্যালকম এবার ম্যাকডফের বিশ্বস্ততায় সন্দেহহীন। তাই নিজের সত্য পরিচয় দিলেন। ম্যাকডফ বললেন, আপনার কথায় আমার সংশয় দূরে চলে গেছে। নিজের বীরত্বদ্ধৎ যা বলেছি সে তো মিথ্যে কথা। আপনার আগমনের আগেই বৃদ্ধ সেনাপতি সিউরার্ড দশসহস্র সেনা নিয়ে স্কটল্যাণ্ড যাত্রায় প্রস্তুত হয়ে আছেন। এবার শুধু আমাদের মিলন হল। আর যে কথা, যে দোষ আমি নিজের সম্বন্ধে বলেছি তা আমার কাছে অপরিচিত। এখন নারী সঙ্গী থেকে আমি বঞ্চিত। নিজের ছাড়া কারুর ধনে আমার লোভ নেই। কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করিনা আমি। আমাদের প্রচেষ্টা যেন আমাদের ন্যায়সঙ্গ ত কাজের মতোই দ্রুত সাফল্য নিয়ে আসে। নীরব কেন ভদ্র?

ম্যাকডফ রাজকুমারের এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত। তাই বললেন একই সঙ্গে এলো প্রিয়-অপ্রিয় ভাষণ। তাইতো মেলাতে পারছি না। একজন ডাক্তার আসায় তাদের কথায় বাঁধা পড়লো। ম্যালকম তাকে মহারাজের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি কি আসছেন?

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ তিনি আসছেন। বহু রোগী দ্বারে। তারা আরোগ্যের আশায় দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর স্পর্শে তারা রোগমুক্ত হবে।

ডাক্তার চলে গেলে ম্যাকডফ জিজ্ঞাসা করলেন বৈদ্য কার পীড়ার কথা বললেন।

ম্যালকম জানালেন ইংল্যাণ্ডের প্রজাদের পীড়ার কথা। এ পীড়ার নাম রাজার শাপ (স্ক্রফুলা)। এই রোগ রাজা নিজের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা রোগীর গলায় দিয়ে আরাম করে দেন। রাজা নিজের ভবিষ্যবাণীও করেন। ইংলণ্ডেশ্বরের কথা বলছেন এমন সময় রস এসে ঘরে ঢুকলেন। রসের কাছে তাঁরা শুনলেন দেশের কথা। রস বড় দুঃখের সঙ্গে বললেন, জন্মভূমি তো জননী নন, তিনি এখন সকলের কথা। রস বড় দুঃখের সঙ্গে বললেন, জন্মভূমি তো জননী নন, তিনি এখন সকলের কবর, হাসি আর কারো মুখে আজ নেই। দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, কান্নার রোলে বায়ু বিদীর্ণ। শোকার্ত সেখানে নিত্যকার বস্তু। মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি তো অহরহ বাজছে। রোগের আগেই আসে মৃত্যু। এই তো দেশের অবস্থা।

ম্যাকডফ এবার নিজের পরিবারের কথা জানতে চাইলেন। রস জানালেন তাঁর স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন হত্যাকারীর অস্ত্রমুখে প্রাণ দিয়েছেন।

হা ঈশ্বর! তারপরে ম্যাকডফের দিকে বললেন, কি মানুষ আপনি? উষ্ণীষ কি কখনো চোখের সামনে টেনে দেননি। ভাষা দাও দুঃখকে, কাঁদো, কাঁদো গোপনে, এ দুঃখ শুনে আপনার বুক তো ভেঙ্গে যাবে।

কিন্তু তখনো বিশ্বাস হয়নি ম্যাকডফের। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সবাই কি হত? আমার সন্তান-সন্ততিরা?

রস ধীরে ধীরে বললেন, সকলে—কেউ বাকী নেই। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভৃত্য সবাই। প্রাসাদে যাদের দেখা পাওয়া গেছে, সবাইকে হত্যা করেছে।

ম্যাকডফ চীৎকার করে উঠলেন, আর এখানে আমি পালিয়ে এলাম। বল, বল, আমার পত্নীও?

রস নীরব।

ম্যাকডফ বললেন—আরে নারকী আততায়ী। শাবকের সঙ্গে কপতীকেও দিয়ে গেলি নখ বিদীর্ণ করে।

ম্যালকম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, শোক জয় কর। মনুষ্যত্বের পরিচয় দাও। প্রতিহিংসা আমাদের সান্ত্বনার ওষুধ।

ম্যাকডফ বললেন—হ্যাঁ, তাই করব। শোককে তো স্থান দেব না। কিন্তু মানুষেব মতই তো হবে আমার অনুভূতি। হৃদয়ে যে আঘাত, যারা আমার প্রিয়জন ছিল তাদের কথা তো মনে না করে উপায় নেই। হা ঈশ্বর! হত্যাকাণ্ড দেখলে—নিরাশ্রয়কে দিলে না আশ্রয়। এবার নিহতদের তোমার কোলে স্থান দাও। ওরে পাপী ম্যাকডফ, তোর পাপে তো এই হল।

ম্যালকম তার বিলাপ শুনে বললেন, বীরবর—তোমার অসি শোকের প্রস্তরে শানিত করে গেলো। শোক, দুঃখ হোক ক্রোধে পরিণত। অন্তর হোক দৃঢ়-সেখানে যেন দুর্বলতা দেখা না দেয়।

ম্যাকডফ বললেন—হায়, যদি নারীর মতো অশ্রু ঝরাতে পারতাম বসে। যদি পারতাম জিহ্বায় নিষ্ফল দম্ভ উচ্চারণ করতে—কিন্তু তাতো পারিনা। হে দেবতাকূল! আর বিলম্ব

নয়—দুরাত্মাকে এনে দাও আমার সম্মুখে—ব্যবধান থাক শুধুমাত্র অসির। তারপরে যদি সে নিস্তার পায়—আমাকে তোমরা মার্জনা করো না।

ম্যালকম তাঁর এই কথা শুনে আনন্দিত হলেন, এই তো বীরের মতো কথা। তিনি তাকে নিয়ে যাবেন ইংলণ্ডের রাজার কাছে। সেনাদল তৈরী, এখন তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রাই বাকী আছে। ম্যাকবেথের কাল পূর্ণ আসন্ন—পতন আসন্ন। দেবতারা তাই আজ ম্যালকমের সহায়।

পঞ্চম অঙ্ক

।। এক ।।

ডানসিনের প্রাসাদ দুর্গের একটি কক্ষ। রাজবৈদ্য আর পরিচারিকা কথা বলছিলেন। বৈদ্য বললেন তোমার সঙ্গে দু'রাত জেগেছি। তুমি যা বলেছিলে তা তো দেখতে পেলাম না! শেষ কবে তাঁকে বেড়াতে দেখেছিলে? পরিচারিকা বললে, মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পর থেকে। দেখছি, উনি বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। রাত্রিবাস চাপিয়েছেন গায়ে, পেটিকা খুলে বার করেছেন কাগজপত্র, ভাঁজ করে কি সব লিখেছেন, তারপর এঁটে দিয়ে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন। এই যে এত সব করলেন, তখন কিন্তু চোখে গভীর ঘুম।

বৈদ্য মাথা নেড়ে বললেন, এ এক দেহজাত বিকার, একই সঙ্গে নিদ্রা আর জাগরণ। নিদ্রায় শান্তি আর জাগরণের ক্লান্তি একই সঙ্গে। এই নিদ্রাঘোরে বেড়ানো আর এসব ছাড়া আর কিছু বলতে শুনেছ?

হ্যাঁ, শুনেছি, কিন্তু উনি যা বলেন—তা তো বলতে সাহস হয় না।

আমাকে বল, আমি তাঁর বৈদ্য। তাঁর রোগের লক্ষণগুলো তো আমার জানা দরকার।

না না, কাউকে বলব না— পরিচারিকা বলে উঠল। তারপরে নেপথ্যে তাকিয়ে তাকিয়ে বললে—ঐ তো উনি আসছেন।

লেডী ম্যাকবেথ একটি দীপ হাতে নিয়ে এসে ঢুকলেন, মন্থর তাঁর গতি।

ওরা দেখলে, তিনি ঘুমন্ত, তাঁর চোখ খোলা, কিন্তু চেতনাহীন।

লেডী ম্যাকবেথ এগিয়ে এলেন। ওরা কথা বলছিল, এবার নীরব হল।

বৈদ্য শুধু বললেন, এবার উনি কি করবেন? দেখ—দেখ কেমন হাত ঘষছেন। এবার খুব ফিস ফিস করে বললেন।

এই তো এখানে দাগ রয়ে গেছে। পরিচারিকা বলল—ঐ তো ওর রোজকার অভ্যাস। যেন হাত ধুচ্ছেন, এমনি সিকি ঘন্টা ধরে করবেন।

লেডী ম্যাকবেথ হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে যা অভিশপ্ত দাগ মুছে যা। নরক তো গুলজার। ঠিক—ঠিক—স্বামী ঠিক। তুমি বীর, আর ভয় পাচ্ছ কেন? কেন ভয় পাব আমরা—কে জানবে? কে জানত, ঐ বৃদ্ধের শরীরে এত রক্ত ছিল।

বৈদ্য পরিচারিকাকে বললেন—লক্ষ্য করেছ? এবার তিনিই রইলেন একমাত্র দর্শক।

লেডী ম্যাকবেথ হাত শুঁকছেন আর বলছেন—এখনো রক্তের গন্ধ আছে। আমার তো মনে হয় আরবের সুগন্ধি নির্যাসেও এ গন্ধ যাবে না, তারপরে আর্তনাদ করে উঠলেন। পরিচারিকা যায়নি, সে বলে উঠল—এমন রাণিগিরি আমি তো চাইনে।

রাজবৈদ্য মন্তব্য করলেন, এ আমার নিদান শাস্ত্রের বাইরে। কিন্তু আমি তো জানি, যারা ঘুমন্ত হেঁটে বেড়ায়, তারাই শান্তভাবে মরে পড়ে থাকে বিছানায়।

লেডী ম্যাকবেথের নিদ্রালু স্বর আবার বেজে উঠল।

চল, চল—শুতে যাই, কে যেন দরজায় ঘা দিচ্ছে। যা হয়েছে, তা হয়ে গেছে, তার তো অন্যথা হবে না। চল শুতে যাই—শুতে যাই।

দীপটি হাতে ধরে যেমন এসেছিলেন তেমনি চলেও গেলেন লেডী ম্যাকবেথ।

রাজবৈদ্য জিজ্ঞেস করলেন—এখন কি শুতে যাবেন?

পরিচারিকা জানালে—একেবারে সোজা বিছানায়।

বৈদ্য বললেন, কত বিশ্রী গুজব হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। অস্বাভাবিক কাজ স্বাভাবিক রোগের জন্ম দেয়। রোগগ্রস্ত মন তাদের মূক নির্বাক উপাদানের কাছে গোপন কথা বলে দেয়। এখন বৈদ্য চাই না। চাই পাদ্রী, ঈশ্বর ওকে ক্ষমা করুন। সকলকে ক্ষমা করুন, তুমি ওর দেখাশুনা করবে। দেখবে আত্মহত্যার কোন উপকরণ যেন হাতের কাছে না থাকে। ওর গতিবিধির উপর নজর দেবে। আচ্ছা এবার আসি। আমরা তো মুগ্ধ, চোখ বিস্মিত, আমার মনে চলেছে নানা জল্পনা কল্পনা। কিন্তু ব্যক্ত করার সাহস তো আমার নেই।

দুইজনে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেলেন।

।। দুই ।।

ডান সিনানের নিকটবর্তী অঞ্চল।

সেনাদল নিয়ে শিবির স্থাপন করছেন ম্যাকবেথ। তাঁর সৈন্য-সামন্তরাও স্বসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন। এঁরা মেনটেথ, কেথনেস, এ্যাঙ্গাস ও লেনকস। এঁরা এখনো ম্যাকবেথেরই অনুরাগী।

ইংরেজ সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে। তারা প্রান্তরে তারই গতিবিধি লক্ষ্য করছেন। খবর পাওয়া গেছে, সেনাদলের সেনাপতি ত্রয়ী ম্যালকম, লিওয়ার্ড ও ম্যাকডফ। প্রতিশোধ স্পৃহা তাঁদের হৃদয়ে জ্বলছে।

মেনটেফ বললেন, ক্রোধহীন লোক তারাও এই অন্যায়ে উত্তেজিত হয়ে উঠবে, আর তারা তো হবেনই।

এ্যাঙ্গাস বললেন, বার্ণাস অরণ্যের দিকে ওরা এগিয়ে আসছেন—ওখানেই তাদের সঙ্গে দেখা হবে।

ডোনালবেইন আছেন তো? ফেনলেস জিজ্ঞাসা করলেন।

লেনকস বললেন—না না, তিনি আসেন নি, আমার কাছে তালিকা আছে। সিওয়ার্ডের ছেলে আছে, আর আছে বহু তরুণ।

ম্যাকবেথ কি করছেন?

কেথনেস উত্তর দিলেন—গনসিনান দুর্গ সুরক্ষিত করছেন। কেউ বলে তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন। যারা এখনো তাঁকে কম ঘৃণা করে তারা বলে, এ তাঁর বীরত্বের উন্মাদনা। কিন্তু এ কথা তো নিশ্চিত যে বিকৃত তাঁর আর্দশ যথেচ্ছচারী মূর্তিমান অন্যায় সে—আর তো নিজেকে নিয়মের শাসনে আনতে পারছেন না।

এ্যাঙ্গাস বললেন—এখন তো সে বুঝতে পারছে। তার গুপ্তহত্যার রক্ত তার হাতে লিপ্ত হয়ে আছে। চারদিকে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। যারা এখনো তার অনুগত সে তো ভালবাসার নয়—ভয়ে। তার রাজখেতাব এখন বামনের পরিধানে দৈত্যের বেশের মতোই হাস্যকর।

মেনটথ বললেন—বারে বারে শিউরে ওঠেন—মন আত্মগ্লানিতে ভরা।

কেথনেস বললেন—আইনত যিনি রাজা তাঁর কাছে যাই, যিনি জন্মভূমির রোগ আরাম করতে পারবেন, সেই প্রকৃত বৈদ্যের কাছে চল। আসুন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করি। লেনকস বললেন—ঐ রাজ্যরূপ কুসুমকে ফুটিয়ে তুলতে আগাছাদের তো রক্ত সাগরে ডুবিয়ে দিতেই হবে। চল যাই বার্ণাস কাননের অভিমুখে।

প্রধানেরা ম্যাকবেথকে ত্যাগ করে একে একে রাজকুমার ম্যালকমের সঙ্গে যোগ দিতে চললেন।

ম্যাকবেথ এখন একদম একা। বেড়াজাল তাকে ঘিরে ধরেছে। আর তো উপায় নেই।

।। তিন ।।

আবার ডানসিনানের প্রাসাদদূর্গ। সংরক্ষিত প্রাসাদদূর্গে ঘুরে বেড়ান ম্যাকবেথ। এখন তিনি ভুলে গেছেন বিবেক দংশন। রণের জন্য তিনি এখন প্রস্তুত।

ম্যাকবেথ অনুচরদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন কক্ষে বসে। রাজবৈদ্যও আছেন সেখানে। ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, আর খবর এনো না। তারা রাজ্য ছেড়ে সবাই পালিয়ে যাক। আর সেই বালক ম্যালকম। নারী কি তাকে গর্ভে ধরেনি? যারা জানে ভবিষ্যত ফলাফল তারাই তো আমাকে দিয়েছে অভয়বাণী। বলেছে ভয় নেই ম্যাকবেথ জননী-জঠরে যার জন্ম তার তো শক্তি হবে না তোমাকে পরাজিত করতে। অথচ আজ সামন্তরা পলাতক। পালাও—পালাও বিশ্বাসঘাতকের দল, উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী ইংরেজদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দাও। আমার মন আর সংশয়ে দীর্ণ হবে না। ভয়ে কম্পিত হবে না। একজন ভৃত্য এসে এমন সময় শশব্যস্তে প্রবেশ করলো। ভৃত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ম্যাকবেথ, মুখে যেন সে কালি লেপে দিয়েছে। ভয়ত্রস্ত সে, সে এসে খবর দিলো। প্রভু,

দশসহস্র—দশসহস্র—

ম্যাকবেথ সক্রোধে বললেন, ওরে ভীতু! মুখে নখরাঘাত করে সেই রক্ত মুখে মেখে ভীতিকে আড়াল করে রাখ। কার সৈন্যদল? ইংরেজ সৈন্যদল, মহারাজ!

যাও—দূর হও।

ভৃত্য চলে গেলে ম্যাকবেথ সেটনকে ডাকলেন। সেটন তাঁর প্রিয় অনুচর। তার পর বললেন, হয় এই আক্রমণে আমার সিংহাসন দৃঢ়ীভূত হবে, নয়তো চিরতরে সিংহাসনচ্যুত হব। যথেষ্ট বেঁচেছি—আমার জীবন তো এখন শুষ্ক। বিবর্ণ তার পত্র—আর বার্ধক্যের সাথী সন্মান। ভালোবাসা, বাধ্যতা, বন্ধুত্ব—আর তো আমি পাব না। পাব অভিশাপ—চরম অভিশাপ। সেটন—সেটন।

এমন সময় সেটন এসে ঢুকল, কি বলছেন মহারাজ।

আর কোন সংবাদ আছে।

না, নেই।

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, আমি যুদ্ধ করবো। যতক্ষণ অস্থি থেকে মাংস খসে না পড়ে ততক্ষণ ক্ষান্ত হব না। আমার বর্ম পরিয়ে দাও সেটন।

এখনো তো সময় হয়নি মহারাজ, সেটন জানালো।

তবু বর্ম পরব, অশ্ব পাঠাও চারিদিকে আতিপাতি খুঁজুক তারা—যারা ভয়ের কথা বলে, তাদের ফাঁসিকাঠে লটকে দাও। তারপর বৈদ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি সংবাদ বৈদ্য! আপনার রোগিনীর খবর কি?

বৈদ্য বললেন, ওর রোগ তো দৈহিক নয়। যত মানসিক, উনি কল্পনাভাবে প্রপীড়িত—তাই তো অনিদ্রা—অশান্তি।

আরোগ্য করে দিন বৈদ্য। বৈদ্য—আপনার কি পীড়িত মনের ঔষধ নেই—যেমন আছে পীড়িত দেহের? মগজে লেখা স্মৃতি মুছে দিন। আর বলুন, নিদ্রার কোন মধুর ঔষুধ দিতে পারেন কিনা। মনের গুরুভার দূর করে দিতে? পারেন নাকি বিস্মৃতি এনে দিতে।

রাজবৈদ্য জানালেন, আমার সাধ্যাতীত মহারাজ। এখানে রোগীই হবেন তাঁর নিজের চিকিৎসক। ম্যাকবেথ উত্তেজিত, চিৎকার করে উঠলেন, তাই যদি হয় তবে দূরে নিক্ষেপ কর তোমার ঐ নিদান শাস্ত্র। সেটন, দে বর্ম দে, বৈদ্য পার কি আমার রাজ্যের রোগ নির্ণয় করতে—পার কি তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে? আচ্ছা বৈদ্য—এই যে ইংরেজ সেনাদল—এদের কোন বিবেচক দিয়ে দূর করা যায় তো বল?

শুনেছ—তাদের কথা শুনেছ?

বৈদ্য বললেন, মহারাজ, আপনার রণসজ্জা নিয়ে কত কথা শুনেছি।

কিন্তু ম্যাকবেথ—তার সামন্তেরা পলাতক এখন তিনি একা। শুধু নির্ভয় তিনি। এখনো আশা আছে। ইংরেজ সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়ে আসছে। কিন্তু এখনো বার্ণাস কানন এগিয়ে আসছে না ডানসিনানের প্রান্তরে। আর সে তো অসম্ভব।

কিন্তু হায় ম্যাকবেথ, অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। সত্য না হলেও সত্যের কুহক সে সৃষ্টি করে। আর ভবিষ্যৎবাণী সেই কুহকের ভিতরেই পূর্ণতা পায়। ডেলফিরওরাকল সেদিন নির্ধারণ করত মানুষের ভাগ্য। আপনার মন্দিরের দেবদাসীরা সমাধিস্থ হয়ে জানাত দেবতার নির্দেশ। আর সে নির্দেশ হোত অস্পষ্ট। ভবিষৎত বাণী তো এমনিই অনিশ্চিত। সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দেয়। তোমাকেও টেনে নিয়ে যাবে কিনা কে জানে।

।। চার ।।

এদিকে সেনাদল নিয়ে অগ্রসর হয়ে আসছেন ম্যালকম। সঙ্গে সামন্তগণ। সেনাদল কদম কদম চলছে পা ফেলে! তারই তালে তালে বাজছে দামামা। ওরা এমনি করে এসে হাজির হল এক কানন প্রান্তে এই সেই ভবিষ্যতবাণীর বার্ণাস কাণন।

ম্যালকম সম্মুখে এগিয়ে চলেছেন। তিনি সামন্ত প্রধানদের বললেন—এল, সুখের দিন এল। নিজের গৃহ এবার মনে হয় নিরাপদ হবে।

তিনি কানন দেখে বললেন, এটি কোন কানন?

মেনটেথ জানালেন, এটি বার্ণাস কানন ম্যালকম আদেশ—দিলেন সৈন্যরা সব অরণ্য থেকে একখানা করে ডাল ভেঙ্গে নিক। তারই আগল দিয়ে চলতে থাকুক। এতে ছায়াও পাবে। আবার কত সৈন্য শত্রুরা টের পাবে না। ডাকিনীদের ভবিষ্যতবাণী এমনি করেই পূর্ণ হল। অদৃশ্যে বুঝি নিয়তি হেসে উঠল। তারপর ম্যাকবেথ সম্পর্কে কথা উঠল। সিওয়ার্ড জানালেন।

পাপাত্মা ম্যাকবেথ আছে ডানসিনান দুর্গে। তার ধারনা আমরা দুর্গ দখল করতে পারব না।

ম্যাকডফের অন্তরে ম্যাকবেথের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা প্রজ্জ্বলিত। তাই তিনি বললেন, কল্পনা থাক। যখন সফল হব—তখন একথা হবে। এখন যুদ্ধ—শুধু যুদ্ধ। আর রাজশ্রমেই সে যুদ্ধ করতে হবে।

প্রধান সেনাপতি সিওয়ার্ডও তাঁর একথায় সায় দিলেন, তিনি বললেন, কি পাব, আর কি আমাদের দেনা—তা খতিয়ে দেখার সময় তো এল। আমাদের ভাবনা অনিশ্চিত আশায় মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষই তো তাকে সুনিশ্চিত করে তুলবে। সংগ্রাম তো সেই সুনিশ্চিতের দিকেই এগিয়ে চলেছে। রন-দামামা বেজে উঠল। সৈন্যদল পা ফেলে চলল তারই তালে তালে।

।। পাঁচ ।।

আবার ডানসিনানের প্রাসাদ দুর্গ। ম্যাকবেথ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে দামামা বাদক ও পতাকাবাহীগণ। আর আছে সেটন ও সেনাবাহিনী। ম্যাকবেথ আদেশ দিলেন, উড়িয়ে দাও দুর্গ বাহিরে আমাদের পতাকা। ওরা আসছে বেশ তো, আমাদের দুর্গ সুদৃঢ় আমরা অবরোধ উপেক্ষা করব। আর ওরা মরবে রোগে,

খাদ্যভাবে, অনাহারে। ওদের সঙ্গে যদি মিলিত না হোত আমাদের স্বজনগণ—আমরা ওদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতাম—ওদের তাড়িয়ে দিতাম। ওরা পালিয়ে যেত নিজগৃহে।

এমন সময় ভিতর থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।

ম্যাকবেথ শুধালেন—কার আর্তনাদ। সেটন বলল, প্রভু এ নারী কণ্ঠের আর্তধ্বনি। যাই দেখে আসি, তারপর সে চলে গেল।

ম্যাকবেথ বললেন, ভয়কে বিস্মৃত হয়েছি। যে কোন ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনলে রোমাঞ্চিত হোত বেশ। ভীতির পূর্ণ পাত্র পান করেছি। এখন তো সে আমার অতি পরিচিত। আর তো সে আমাকে চমক দিতে পারে না। আমার হত্যার চিন্তার সে তো অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারে না—শিউরে তুলতে পারে না।

সেটন এবার ধীরে ধীরে এসে দেখা দিল।

—কিসের ও আর্তনাদ? ম্যাকবেথ জিজ্ঞেস করলেন।

প্রভু, রাজ্ঞী মৃত।

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, অন্যদিন মৃত্যু হলেও পারত, সেই তো সঙ্গত হোত। এমন সময় দূত এসে প্রবেশ করল। তিনি দূতকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। দূত নিজে বিস্মিত, চমকিত—রুদ্ধশ্বাসে সে জানাল।

প্রভু যখন পাহাড়ে উঠে পাহারা দিচ্ছিলাম। বার্নাসের দিকে তাকিয়ে মনে হল কানন যেন চলতে শুরু করেছে।

ম্যাকবেথ গর্জন করে উঠলেন। যদি মিথ্যা হয়, প্রথম গাছে তোকে জীবন্ত ফাঁসি দেব। আর যদি সত্যি হয়—আমি তা ডরাইনে।

উত্তোলিত হল পতাকা। দামামা বেজে উঠল। ম্যাকবেথ সৈন্যদল দুর্গ প্রাকার থেকে নেমে এলেন।

ডাকিনীদের ভবিষ্যতবাণী পূর্ণ হতে চলেছে। তবুও শেষ সম্বল। সেই শেষ সম্বল আঁকড়ে ধরে আছেন। এখনো তিনি বীর—নিয়তির পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। তাই দুর্গদ্বার খুলে গেছে। দামামা বাজছে। অবরুদ্ধ ম্যাকবেথ রণদেবতার মতো এগিয়ে চলেছেন শত্রু সাগরে ঝাঁপ দিতে।

।। ছয় ।।

রণক্ষেত্রের অপর প্রান্ত। এখনো সংগ্রামে লিপ্ত ম্যাকবেথ। অসি তাঁর শত্রুরক্তে স্নাত। সর্বাঙ্গে রক্তাপ্লুত। কিন্তু ভাগ্যদেবী বিরূপ। রোমানরা ছিলেন ঘোর নির্বোধ। তাই আত্মসন্মান বাঁচাতে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর সে পথ নয়। তিনি বলে উঠলেন—আমি নির্বোধ হব না। নিজের তরবারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব না। আমার তরবারী নিজেকে নিধন করবে না, করবে শত্রু নিধন। এমন সময় ম্যাকডফ এসে প্রবেশ করলেন, তিনি ম্যাকবেথকেই খুঁজছিলেন। এবার তাঁকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন।

ওরে নরকের কুকুর, এদিকে ফিরে দেখ। ওরে রক্তপিপাসু দানব। তোর মত শয়তান

তো আর নেই।

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—বৃথা, বৃথা। নিষ্ফল এ শ্রম ম্যাকডফ, আমি অভেদ্য। নারী গর্ভজাত কেউ আমার জীবন হরণ করতে পারবে না। ম্যাকডফ হেসে উঠলেন। তাহলে সে অভেদ্য কবচ আর রইল না। রইন না যাদু। বলি শোন, ম্যাকবেথ অকালে জননীর জঠর হতে বের হয়েছিল ম্যাকডফ। তাও তার জঠর দিয়ে তাকে বের করে এনেছিলেন বৈদ্য।

ম্যাকবেথ শিহরিত হলেন অভিশপ্ত হোক এ জিহ্বা—আমার আত্মা দুর্বল হয়ে গেল।

তাহলে বশ্যতা স্বীকার কর ভীরু। একটা বিজ্ঞপ্তি লিখে দেব—এস, এস অত্যাচারী শাসককে দেখ।

না, না, আমি বশ্যতা স্বীকার করব না। ম্যাকবেথ গর্জে উঠল।

দুজনে যুদ্ধ করতে করতে চলে গেল।

।। সাত ।।

দুর্গ অভ্যন্তর।

দুর্গ করতলগত। এখনো যুদ্ধ ক্ষান্ত হয়নি। তাই ম্যালকম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, সকলে যেন নিরাপদে ফিরে আসে।

রস জানালেন—আপনার পুত্র সৈনিকরা ঋণ পরিশোধ করেছেন। প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন বীরের মত।

সিওকার্ড অকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—সমরে সে হত।

রস জানালেন, রণস্থল থেকে তার মৃতদেহ নিয়ে এসেছেন।

ম্যালকম বলে উঠলেন, তার জন্য শোক তো আরো বেশি করে করাই উচিত।

ম্যাকডফকে আসতে দেখে বলে উঠলেন, ঐ সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন ম্যাকডফ।

ম্যাকবেথের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে ম্যাকডফ এসে প্রবেশ করলেন।

ম্যালকম জয়ধ্বনি অন্তে শেষ ভাষণে বললেন—

আমার প্রতি আপনাদের অপার স্নেহ, আপনাদের ঋণ আমি অচিরেই পরিশোধ করব। রাজসন্মান আরো আসবে। এখন নির্বাসিত বন্ধুদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ফিরিয়ে এনে। পরস্বাপহারী দস্যু হত, দুষ্টা রাণী মৃত সে তো আত্মহত্যা করেছে। আর যারা তাদের অনুচর, তাদের বিচার হবে সময়ে। আজ সবাইকে জ্ঞাপন করে বিদায় নিচ্ছি। রাজ্যভিষেকে আশা করি সবাই উপস্থিত থাকবেন।

দামামা বেজে উঠল।

মহানাটকের উপর..............যবনিকা নেমে এল।

কিং রিচার্ড দ্য থার্ড

লণ্ডন নগরীর কেন্দ্রস্থলে সুপ্রশস্থ রাজপথের সাথে পথে প্রান্তরেও সকলের তরুণ সূর্যের একরাশ সোনালী রোদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তার কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলেই রোদটা বেশী রকম ঝকমকে দেখাচ্ছে। রাস্তার ধারের ছোট বড় গর্তগুলোতে বৃষ্টির জল জমে আছে।

বৃষ্টি থেমে যাবার পর দু-চারজন করে লোক পথে বেরিয়েছে। পথের ধারে এক ঝাঁকড়া উইলো গাছের নিচে একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। অজানা পথচারীরা ঐ গাছে হেলান দেওয়া ত্রিভঙ্গ মূর্তি আকৃতির লোকটাকে দেখে থমকে পড়ছিল। ঐ লোকেরা কৌতূহলের চোখ দিয়ে তাকে দেখছিল। যারা চেনে তারা দেখেও চলে যাচ্ছিল।

মানুষের শরীরে খুঁত থাকলেও একটা শরীরের প্রতি অঙ্গেই এত খুঁত অর্থাৎ এক কথায় লোকটা অষ্টবক্র মুনির মত আকৃতির ছিল। যদিও লোকটাকে সেখানকার অনেকেই চিনত। কিন্তু যারা তাকে চিনত না তারা অনেকেই নানা কথা বলে লোকটার সাথে রঙ্গ করছিল।

কয়েকজন বয়স্ক লোক এসে তাদের তামাশায় বাধা দিলেন। লোকটার সাথে রঙ্গ করতে বারণ করায় পথচারীরা লোকগুলোকে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু তারা বলেছিল লোকটাকে না জেনে তার সাথে ঐ রকম ব্যবহার করা তাদের ঠিক হচ্ছে না। পথচারীরা ঐ কদাকার লোকটাকে নিয়ে মজা করতে চেয়েছিল। ঐ অষ্টবক্রাকার যার সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, সেই লোকটাকে তারা সমীহ করতে পারবে না সোজা কথায় ওরা উত্তর দিল।

যুবকগুলোর তড়পানিতে অসহ্য হয়ে লোকটার পরিচয় দিতে গেলে তারা শুনতেও রাজী হয় না তবুও জানা লোকগুলো একরকম জোর করেই বলে—ইংল্যাণ্ডের ধনবান প্রথম সারির লোকেদেরও ওপরে ঐ বক্রাকার লোকটা। যুবকরা নাম জানতে চাইলে পথচারীরা বলে গ্লস্টারের ডিউক রিচার্ড। রাজভ্রাতা। যুবকের দল অবাক হয়ে যায়। প্রবীণরা বলে বহু আগে রাজভ্রাতা রাজরোষের শিকার হয়ে দীপান্তরে যেত। চারশ বছর আগে ইংল্যাণ্ডে দেখা যেত কেউ কেউ—বা কারাজীবন ভোগ করছে নয়ত অবাঞ্ছিতের মত অবহেলায় জীবন কাটাচ্ছে। বর্তমান রাজার সব থেকে ভয় ছিল তার অনুজ রিচার্ডকে নিয়ে। কারণ শাসকের দুর্বলতার সুযোগে প্রজাদের সাথে যড়যন্ত্র করে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে রাজা ক্ষমতা হারাবে ও রিচার্ড গদি দখল করে বসতে পারবে। কিন্তু সবসময়

প্রজাদের নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে দল গঠন করা তেমন সহজ হত না। আবার রাজভ্রাতাকে বিদ্রোহ করতে হলে বিদ্রোহী ব্যারণ, নাইট ও ডিউককে দলে নিতে হত কারণ তখন রাজারা প্রজাদের মানুষ বলে ভাবত না। প্রজাদের কোন বক্তব্য তারা শুনতে চাইত না। প্রজাদের কেবল বাঁচা ছাড়া আর কোন দাবী আছে তারা তা স্বীকারও করত না।

তখনকার দিনে রাজার রক্ত শরীরে থাকার জন্য কেবলমাত্র রাজাভ্রাতারই গুরুত্ব ছিল রাজার অবর্তমানে সিংহাসনের অধিকার। রাজভ্রাতার অনুগত হয়ে থাকলে সিংহাসন যাবার আতঙ্কে সে অনুজকে সহ্য করতে পারত না।

কিন্তু সবার ক্ষেত্রে একই রকমের ঘটনা ঘটত না। গ্লস্টারের ডিউকের বেলায় অন্য ঘটনা ছিল। রাজা ছোট ভাই রিচার্ডকে বেশীই বিশ্বাস করতেন। বেশীর ভাগ সময় বড় ভাই তার ছোট ভাইকে যা বিশ্বাস করতেন তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসতেন। যদিও ভালবাসার কারণ ছিল, একই মায়ের সন্তান তার ওপর বিকলাঙ্গ ছিল। তার মনে সন্দেহ ছিল না। রিচার্ডের মতো একজন অষ্টবক্রাকার লোক রাজাকে পদচ্যুত করে রাজ্য কেড়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অপরদিকে রিচার্ড ও তার দাদা চতুর্থ এডোয়ার্ড ভায়ের ভালবাসার সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে নিজের আখেরে গুছিয়ে নিতে লেগেছিল।

রিচার্ড ভাইদের মধ্যে সবথেকে ছোট ছিল। এডোয়ার্ড তার দাদা, এবং তার দুই ছেলে।

রিচার্ড গ্লস্টারের আর তার মেজো ভাই ক্লারেন্সর ডিউক। বড় দুই ভাইকে ও বড়দার দুই ছেলেকে ডিঙিয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজা হওয়া তো দূরের কথা তাদের মধ্যে বাসনার সঞ্চারও হয় না। রাজা প্রজা কেউই একরকম ভাবতে পারত না। আর কেউ ভাবতে না পারলেও ছোট রিচার্ড এরকম.ভাবত। তার দেহটা অষ্টবক্রাকার থাকলেও মনে উচ্চাকাঙ্খা ছিল। সে শুধু সাহসী নয় খুব জেদীও ছিল। কোন কাজ করতে গিয়ে বাধা আসলেও তাকে গুরুত্ব দিত না। গায়ে জোর তার ছিল না কিন্তু মনের জোর ছিল অনেক অনেক বেশী।

এডোয়ার্ডের আগে ইংল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনরী তাদেরই এক অন্য শাখার দলপতি ছিলেন।

এডোয়ার্ড ও রিচার্ড-এরা ছিল ইয়র্কের শাসক ডিউক।

ইয়র্কের রাজা ডিউক হেনরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভাঙাচোরা দেহ নিয়ে সেই যুদ্ধের সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার হাতেই রাজা ষষ্ঠ হেনরী মারা গিয়েছিলেন।

প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয় হেনরী ও যুবরাজের মৃত্যুর কারণ রিচার্ড হওয়ায়, তার আঘাত পড়েছিল রিচার্ডের বড় ভাই-এর ওপর।

রিচার্ডের কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক না হওয়ায় আগুন তার মধ্যে জ্বলতে থাকে। অদৃষ্টের সেই অবিচারকে সে সহজ করে মেনে নিতে পারেনি।

রিচার্ডের মতে দুই ভ্রাতাকেহত্যা করলে বড় ভাই এডোয়ার্ডকে সৌভাগ্যশালী করতে পারবেন। পরে বড় ভাই ও ওর দুই ছেলেকে হত্যা করা অসম্ভব হবে না।

রিচার্ড-এর মাথায় কেবল হত্যার কথাই ঘুরপাক করতে থাকে।

রিচার্ড সতর্কভাবে হত্যার এই অভিসন্ধি কাউকেই জানায় নি। আর কারুর সাথে পরামর্শও করেনি রাজমুকুট কিভাবে নিজের কাছে আসবে। ব্যাপারটা গোপনীয়তা রাখার জন্য কারুর সাথে কোন কথাই বলেনি। সব সময় গালে হাত দিয়ে ভাবত। তখন তার মুখটা হিংসা, লিপ্সা আর অসন্তোষে ভরে উঠত।

আসলে রিচার্ডের মুখটা এমনিতেই ভয়ঙ্কর ছিল। আর এই ভয়ঙ্কর ভাবটা বাড়লে সে কারুর নজরে পড়ত না। আর কখনও পড়লেও কেউ বিশেষ গুরুত্ব দিত না কারণ মুখের গড়নটা খুবই খারাপের জন্য।

রিচার্ড শুধু তার ভাই নয় রাজকার্য দেখার সঙ্গীও ছিল। এটা নিয়ে রাজপরিবারে রাণীর সঙ্গে খুব গণ্ডগোল হত।

রাজপরিবারের মধ্যে এসব কথা শোনা যেত যার—কানাঘুষের জন্য রাজারাণীর মধ্যে একটা প্রাচীর গড়ে উঠছিল।

তারপর রাণী এলিজাবেথের দুটো ছেলে হয়। রাণীর ভাই-এর নাম ছিল আর্ল রিভার্স। সে খুবই আত্মম্ভারী ছিল ও মাথা গরম করত অল্প কথায়। আর রাজার সাথে হেস্টিংসের বহুদিনের ঝগড়া ছিল। রাজার উপর রাগের কারণ ছিল তাকে কারাদুর্গ টাওয়ারে বন্দী করা নিয়ে। কিছুদিন ধরে হেস্টিংস-এর সঙ্গে রিচার্ডের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। হেস্টিংস বন্দী ছিল কোন কারণে। রিচার্ডের পরামর্শে রাজা হেস্টিংসকে ছেড়ে দেন। তার উদ্দেশ্যে ছিল হেস্টিংসকে দিয়ে রাজার ক্ষতি করাবে। হেস্টিংস খুব চালাক প্রকৃতির লোক ছিল। তার উপস্থিত বুদ্ধি বেশী হবার জন্য সে যথেষ্ট লাভবান হবে। কারণ এইরকম লোককে পেলে তার স্বপ্ন একদিন সফল হবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল।

তারপর রিচার্ড তার মেজো ভাই ক্লারেন্সের ক্ষতির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। হেস্টিংসকে তার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছিল। ক্লারেন্সের ওপর রাজার মন বিষিয়ে দেওয়াই ছিল তার প্রধান কাজ।

রিচার্ড ও হেস্টিংস এই চেষ্টায় সফলও হলেন। কিছুদিন পর রাজা তার মেজো ভাই-এর উপর রেগে রাজ্য ক্লারেন্সকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

টাওয়ার কারাগারে ক্লারেন্সকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল বলে, রিচার্ড তার হিতকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। কারাগারের রক্ষীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সে পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

ক্লারেন্সকে দেখে রিচার্ড চোখে মুখে ছলনার সমবেদনা দেখিয়ে তার হাতে হাতকড়ার কারণ জানতে চাইলেন।

ক্লারেন্স ঘৃণার সাথে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও কোন উত্তর দিল না।

যদিও রিচার্ড আবার তার দুর্দশার কথা জানতে চায়। এবং কার জন্য এই ঘটনা

জানতে চাইলে তাকে কে বন্দী করতে পারে, ক্লারেন্স তা জানতে রাজী হল না।

তার এই দশার কারণ রাজা কিনা জানতে চাইলেও সে নাম বলতে রাজী হয়নি।

রিচার্ড তার মেজ ভাই-এর মত সহজ সরল লোককে বন্দী করতে পারে। এমন অমানবিক কাজ কার জানতে চাইলে ক্লারেন্স একমাত্র নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করে।

ক্লারেন্সের কথা শেষ হবার আগেই রিচার্ড রাজাকেই দোষারোপ করলে ক্লারেন্স রাজার এমন কাজ সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ক্লারেন্স রিচার্ডের চোখের দিকে তাকালে রিচার্ড একই কথা বলে—এমন নিষ্ঠুর কাজ রাণী ও তার ভাই হেস্টিংসের দ্বারা রাজা এমন করতে পারেন।

ক্লারেন্স চমকে উঠলেও রিচার্ড বলেছিলেন শুধু রানী ও হেস্টিংস নয় ঐ কাজের পিছনে রাজার আগের পক্ষের ছেলেদেরও মদত আছে।

একটু চুপ করে থাকার পর রিচার্ড আবার বলেছিলেন সবাইকে সরিয়ে যাবতীয় ক্ষমতা নিজেরা আয়ত্ত করতে চাইছিল বলেই এই ষড়যন্ত্র। তাকে দুঃখ করতে বারণ করে বলে রাজার অসুস্থতার জন্য সে বেশী সেখানে যাতায়াত করতে পারেনি বলেই তারা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।

ক্লারেন্স দীর্ঘশ্বাস ফেললে তার ওপর আস্থা রাখতে বলে। রিচার্ড থাকতে সে অন্ধকারে পচে মরবে তা সম্ভব নয়। তাকে মুক্ত করার আশ্বাসও দিল।

তার কথায় মুগ্ধ হয়ে বিপদাশঙ্কা আর দুশ্চিন্তার বোঝা হালকা করে প্রহরীদের সাথে টাওয়ার দূর্গের দিকে চলে গেলেন।

ক্লারেন্স কিছু দূর চলে গেলে রিচার্ড তার ক্রুরহাসি হেসে এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলে মন জয় করার জন্য আনন্দ-প্রকাশ করলেন।

রিচার্ড আর দেরী করতে রাজী হন না। রাজা বেঁচে থাকতে থাকতে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেললে তাকে কেউ দায়ী করবে না। সম্পূর্ণ ঘটনাটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যাবে।

রাজার নাম করে ক্লারেন্সকে হত্যা করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজন ঘাতককে টাওয়ার দূর্গে পাঠিয়ে দিলেন। রিচার্ডের নাম কাউকে জানতে দিতেও বারণ করে দিলেন।

আর একদিকে যখন রাজা এডোয়ার্ড রোগশয্যায় হতাশার মধ্যে দিয়ে কষ্টের দিনগুলো কাটাচ্ছেন তখন এক সকালে রাজার শোবার ঘরে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেদের সাথে রাণী আসেন।

রাজার মৃত্যুর থেকেও রাজ্যের অশান্তিটাই তাদের কাছে চিন্তাজনক হয়েছিল কারণ রাজ্যশাসন করার মত বুদ্ধি তাদের ছিল না আর ছেলেরাও খুব ছোট ছিল।

অসুস্থ রাজা তাদের কাছে বলে যে তাদের ওপর রাজার সম্পূর্ণ ভরসা আছে তারাই জোট বেঁধে রাজ্যের শান্তি বজায় রাখবেন। রাজপুত্র এত ছোট ছিল যে রাজ্যশাসনের

বদলে ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তখনও তার না থাকার জন্য রাজা তার ছোট ভাই গ্লস্টারের ডিউক রিচার্ডকে রাজ্যপাল করতে চাইলেন উপস্থিত সবাই রাজাকে সমর্থন করলেন। এবং তার ইচ্ছামত সব কাজ হবে, তাও জানিয়ে দিলেন। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সর্বদা রিচার্ডকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দেন।

তাদের কথা শেষ হবার আগেই রিচার্ড সেখানে চোখে মুখে কৃত্রিম বিষাদের ছাপ নিয়ে উপস্থিত হয়ে রাজাকে দুঃসংবাদ দিলেন।

দুঃসংবাদ দেওয়ায় রাজা বিচলিত হয়ে ওঠে ছিলেন। টাওয়ার দূর্গে ক্লারেন্সকে হত্যা করা হয়েছে জেনে রাজা অবাক হয়ে যান।

রিচার্ড কার হুকুমে ঘটেছে না বললেও তার রক্তাক্ত মৃতদেহের কথা রাজাকে জানিয়ে দিলেন।

এমন ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ সহ্য করতে না পেরে রাজারও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল।

রাজার মৃত্যুর সময় পুত্র এডবার্গ ঘরে ছিল না। সে লণ্ডনের থেকে অনেক দূরে লাডলোর মাঠে ছিল জানালে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক সেই মাঠের দিকে যারা যাত্রা করেছিল। যুবরাজ এডবার্গকে লণ্ডনে নিয়ে আসার জন্যই তারা ঐ পথ দিয়ে পাড়ি দিয়েছিল, তখন তাদের রাণীর ভাই রিভার্স ও রাজার আগের পক্ষের ছেলেও যাচ্ছিল।

তারা কিছু দূর গেলে, রিচার্ড আকস্মিক তাদের আক্রমন করে বন্দী করে এবং পথফ্রেট দুর্গে নিয়ে গিয়ে তার অনুগত রক্ষীকে দিয়ে তাদের হত্যা করতে আদেশ দিলেন রিচার্ডের পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ সম্পন্ন হল। রাণীর কাছে এই হত্যাকাণ্ডের খবর গেলে রাণী আতঙ্কে মৃতপ্রায় অবস্থায় কি করে দিন কাটাবেন ভাবতে লাগলেন। তিনি তখন ধরেই নিয়েছেন রিচার্ডস সবাইকে হত্যা করে তার নিজের পথ পরিষ্কার করতেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

গীর্জাই একমাত্র নির্ভরশীল আশ্রয় মনে করে রাণী তার ছোট ছেলে ইয়র্কের ডিউকের সাথে গীর্জায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন মনে স্থির করলেন। গায়ের জোরে কোন লোক সেখানে ঢুকতে পারে না।

লাডলোর মঠ থেকে যুবরাজকে নিয়ে প্রাসাদে এসে জানতে পারেন রাণী ছোট ছেলেকে নিয়ে গীর্জায় আশ্রয় নিয়েছেন, তাতে রিচার্ড ভীষণ রেগে যান।

ধর্মসংক্রান্ত সব বিষয়ের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন আর্চগীর্জার বিশপ কাডিনাল বোর্সিয়ার। তারই কথায় পাদরীরা সমগ্র দেশের ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

রিচার্ড আর্চ বিশপ কাডিনাল বোর্সিয়াকে কৌশলে হাত করে একজনকে গীর্জায় পাঠিয়ে দিলেন। কারণ রাণী ও ডিউককে প্রাসাদে ফিরিয়ে আনার জন্য।

প্রাসাদ ছেড়ে গীর্জায় থাকলে নিন্দা হবে আর তাছাড়া কাজটা শোভনীয় হয় না।

যুবরাজ এডোয়ার্ডকে হাতের কাছে পেলেও এক সাথে সব কটাকেই হত্যার জন্য রিচার্ডের এই পরিকল্পনা মনে মনে স্থির করলেন।

আর্চ বিশপ কার্ডিনাল বোর্সিয়ার এতই সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন যে রাজনীতির কূটচক্রান্ত তা কে ধরিয়ে না দিলে তিনি ধরতে পারতেন না। তাই তিনি রিচার্ডের ছলনায় সহজেই ভুলে গেলেন।

গীর্জার বিশপ রাণীকে বুঝিয়ে প্রাসাদে ফিরিয়ে দিলেন। বাঞ্ছিত দুটো শিকারকে আর না হারাবার জন্যই প্রহরীদের দিয়ে যুবরাজ এডবার্গ ও রাজপুত্র ইয়র্কের ডিউককে টাওয়ার দুর্গে পাঠিয়ে দেন এবং রাজ্যাভিষেক না হওয়া পর্যন্ত সাবধানে থাকার আশ্বাসে রাণীও বাধ সাধেননি। রাণী ব্যাপারটাকে খুব সহজ ভাবেই মেনে নিলেন।

রিচার্ডের ইচ্ছানুযায়ী রাণী প্রাসাদে আর দুই যুবরাজ বন্দী জীবন কাটাতে লাগলেন।

একদিন সকালে রাণী ঘোড়ায় চেপে কারাগারে গিয়েছিলেন ছেলেদের সাথে দেখা করতে। কিন্তু রিচার্ডের হুকুমে প্রহরী রাণীকে যেতে না দেওয়ায় রাণী খুব দুঃখ পান এবং বুঝতেও পারেন রিচার্ড তার ছেলেদের মেরে ফেলার জন্যই ঐ পরিকল্পনা নিয়েছেন। রাণী মনে মনে বলে উঠেছিলেন শেয়ালের কাছে মুরগী জমা রাখার মতনই সেই ঘটনা।

কয়েকদিন পর খবর এসে পৌঁছল পনফ্রেট দুর্গে, গ্রে, রিডার্স ও ডাগনকে নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ফেলেছে।

চক্রান্তকারীরা দ্রুততালে কাজ চালিয়ে হেস্টিংসকে বন্দী করে। বন্দী হেস্টিংসকে প্রস্তাব দেয় নিজের প্রাণটাও অন্তত বাঁচবার জন্য তার সাথে হাত মেলাতে।

হেস্টিংস বুদ্ধিমান লোক হওয়ার তার কাছে এখন ব্যাপ্যারটা অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা যে রিচার্ডের বুদ্ধিতে ঘটছে তা সে অনুমান করল। ফ্লায়ার্স থেকে সমস্ত রাজপরিবারের লোকের ঘাতক রিচার্ডই হওয়ায় হেস্টিংস তার সাথে হাত মেলাতে সম্মতি না দিলে ঘাতক ডেকে পাঠিয়ে রাত্রের মধ্যেই হেস্টিংসের মাথাটা কেটে ফেলার হুকুম দিয়ে দিলেন।

রিচার্ডকে সিংহাসনে বসার সকল সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বার্কিংহামের লর্ড গোপনে হাত মিলিয়ে এক অলিখিত চুক্তিও সাক্ষর হয়েছিল। তার বদলে রিচার্ড তাকে হিয়ার বোর্ডের জমিদারী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। বার্কিংহামের লর্ড বিচক্ষণ ও কূটবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায় রিচার্ডের স্বার্থসিদ্ধিতে নিজের ভাগ্য ঘোরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বার্কিংহামের লর্ডের পরামর্শে রিচার্ড ভেক ধরছিলেন যে তার সংসারে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সে মঠে আশ্রয় নিয়ে ধর্মাচরণ করে শেষ জীবনটা কাটাতে চান। তার এই জীবনে বাধ সেধেছিল প্রজারা, তাদের মঙ্গল সাধনই রিচার্ডকে সংসারে বেঁধে রেখেছিল। তাই ঈশ্বর সাধনায় মন দিতে পারছিলেন না। ঈশ্বরের নামেই রাজকার্য চালিয়ে প্রজাপালন করছিল, এছাড়া তার আর কোন কিছুর আশাই ছিল না।

পরদিন সকালে হেস্টিংসের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সবার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হল, কারণ এতগুলো মৃত্যু ঘটায় তাদের জীবনও নিরাপদ নয় সবাই বুঝতে পেরেছিল। সকলের মধ্যেই হতাশা, হাহাকার দানা বেঁধে উঠল। কারও ক্ষেত্রে আবার চাপা ক্ষোভেরও

সৃষ্টি হল। ইংল্যাণ্ডে শুরু হয়ে গেল বিভীষিকার রাজত্ব। অরাজকতাও ক্রমশ বাড়তে থাকল।

লণ্ডন নগরীর গিল্ডে অবস্থিত পৌরসভার অধ্যক্ষ লর্ড মেয়রের মাধ্যমেই জনগণের মতামত প্রকাশ পেত।

বাকিংহামের কুচক্রী ডিউক গিল্ডে নাগরিকদের হয়ে এক সমাবেশের আয়োজন করলেন।

বাকিংহামের ডিউক আহুত রাজসভার কাজ শুরু করে জনসাধারণকে বোঝাতে থাকেন যে ডিউক ও এডোয়ার্ড কেউ রাজবংশীয় ছিল না। তাদের জন্ম সম্বন্ধে নানা সন্দেহের যুক্তি দেখান। আর নাবালকও ছিল তাদের বুদ্ধি। বিবেচনাও সেরকম ছিলনা। সেই পরিস্থিতিতে তাদের ওপর প্রজাদের দায়িত্ব ভার ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হতে পারে, নাগরিকদের জীবনও বিপন্ন হতে পারে, ঐ পরিস্থিতিতে তাদের ওপর প্রজাদের দায়িত্ব ভার ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। ঐ পরিস্থিতিতে রিচার্ডের বদলে কারুরই সিংহাসনে বসা ঠিক হবে না। এই পরিস্থিতিতে বাকিংহামের ডিউকের প্রস্তাব কারুর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না, তারা ঐ প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে থাকেন। ভাল মন্দ কোন কথাই বলেনি।

সভার পরিস্থিতি সুবিধেজনক না হওয়ায় সভায় থাকা রিচার্ডের সমর্থকরা রিচার্ডের জয়ধ্বনি দেয়। গ্লস্টারের নেতা ধরনের একজন সরাসরি বলেই দিয়েছিল যে তারা ডিউক রিচার্ডকেই রাজা হিসাবে পেতে চায়। তারা রিচার্ডকেই সিংহাসনে বসানোর কথা বলতে লাগলেন।

বাকিংহামের ডিউকও উঠে দাঁড়িয়ে জনগণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা রিচার্ডকেই রাজা রূপে পেতে চায় কিনা।

এই কথা শোনার পর সভার সম্ভ্রান্ত লোকেরা আর কোন কথা বলতে পারেনি কারণ কেউই তাদের প্রাণটা দিতে চায়নি।

আর একদিকে বাকিংহামের লোকেরা রিচার্ডের জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেদিল।

বাকিংহামের ডিউক তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন তারা তাদের কথা শুনেছে, আর সেই কথা মহামান্য রাজ্যপাল রিচার্ডের কাছে পৌঁছে দেবে। রিচার্ড যদিও তখন সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু দেশের জনগণের স্বার্থে রাজমুকুট পরে দেশ শাসনের দায়িত্ব নিয়ে তাকে সিংহাসনে বসতে হবে। রিচার্ডের সেই ভগবানমুখী মনকে দেশ শাসনে ফিরিয়ে আনতে পারলে সব কৃতিত্বই ভগবানকে দেবে। কারণ সেটা ছিল এক কথায় অসম্ভব, তাকে সম্ভব করার মত ক্ষমতা একমাত্র ভগবানেরই আছে।

উপস্থিত নাগরিক ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা কেউ সেই ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পারেনি। ঐ সব কথা থেকে কিছুই বোঝা যায়নি যে ডিউক ও রিচার্ডের মধ্যে একটা লুকোনো সম্পর্ক আছে।

গ্লস্টারের ডিউক কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক, কয়েকজন নাগরিক ও মেয়রকে নিয়ে

রিচার্ডের সাথে দেখা করতে গেলেন।

রিচার্ড প্রথমে দেখা করতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত ডিউক ও মেয়রের অনুরোধে দেখা করলেন।

তার ভগবানমুখী মনকে সংসারের বিষয়-আশয়ে জড়ানোর জন্যই ঘোরতর আপত্তি।

একটি বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তার নিজের স্বার্থ ও চিন্তা থেকে সরে এসে দেশের ভার নিয়ে সুন্দর শক্তিশালী দেশটাকে রসাতলে যাবার হাত থেকে বাঁচবার কথাই ডিউক বলেছিলেন। অন্ততঃ দেশের লোকেদের জন্যই তাকে রাজা হতে হবে। কারণ তখনই দেশে অরাজকতা শুরু হয়ে গিয়েছে।

অনেক তর্কের পর রিচার্ডের মুখ দেখে মনে হয়েছিল, যেন পরিস্থিতির চাপে পড়েই সে মতটা দিয়েছে।

খুব ধূমধাম করে রিচার্ডের অভিষেক পর্ব শেষ হবার পর কেউ আনন্দে গান গেয়েছে, নাচ করেছে, আবার কেউ দূরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে মজা দেখছে।

রিচার্ড সিংহাসনে বসলেও তার মনে শান্তি ছিল না। তার মনে অশান্তি থাকার জন্যই রাজা হওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি। চতুর্থ এডোয়ার্ড ও তার ছেলেদের বেঁচে থাকার জন্যই প্রজারা দুভাগে ভাগ হয়েছিল। পথের কাঁটা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত তার মন শান্ত হচ্ছিল না কারণ অবস্থা যে কোন সময় জটিল হয়ে উঠতে পারবে।

তারপর আবার ডিউকের সঙ্গে রিচার্ডের গোপনে পরামর্শ শুরু হয়ে গেল।

আশঙ্কা মুক্ত হবার জন্য রিচার্ড ডিউককে পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে বলেছেন। তার বদলে ডিউকের যে কোন দাবীই তিনি মেনে নিতে রাজী হবেন।

ডিউক ও রিচার্ড এক সাথে কাজে নামার পর বাধার মুখোমুখি হল।

ডিউকের পরামর্শে রাজা বেপরোয়া দুঃসাহসী গোছের লোক টাইরেলকে ডেকে পাঠালেন। ঐ লোকটার কাছে স্বার্থ আর টাকা ছাড়া কিছুই বড় ছিল না।

রিচার্ডের গোপন নির্দেশে টাইরেল লোকদের নিয়ে টাওয়ার দুর্গে ঢুকে রাজপুত্রদের গভীর ঘুমের সুযোগের সদব্যবহার করে তাদের মুখে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলল।

এর ফলে রিচার্ডের পথের কাঁটা সব সরে গেল।

কিন্তু এই সব শুরু হওয়ার মুখে ডিউক ও রিচার্ডের একটা চুক্তি হয়েছিল, সেটা ছিল রিচার্ডের কাজ হয়ে গেলেই তাকে হিয়ার পোর্ডের জমিদারী দেবেন।

ঐ চুক্তি অনুযায়ী ডিউক তার জমিদারীর দাবী করলে রিচার্ড তা অস্বীকার করলেন। এবং তাকে অপমান করে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

নিরাশ হয়েও বাকিংহামের ডিউক মাথা ঠাণ্ডা রাখলেন। কারণ তিনি জানতেন রাজার মুখোমুখি রাগ দেখালে, হেস্টিংসের মতনই তার মাথাটাও কাটা যাবে। তিনি বয়স্ক ছিলেন এবং তার বুদ্ধিও ছিল পাকা। তাই তিনি ব্যাপারটাকে খুব সহজ ভাবেই মেনে নিলেন। তারপর একদিন উপায় না দেখে লণ্ডন ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

তারপর বাকিংহামের ডিউক নতুন ফন্দী আটলেন। তার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে

দাঁড়াল রিচার্ডকে কি করে গদিছাড়া করানো যায়। বাকিংহামের ডিউক মরিয়া হয়ে সৈন্য জোগাড় করতে লেগে গেলেন এবং তার জন্য রিচিমণ্ডের সাথে দেখা করে সন্ধি করলেন।

রিচিমণ্ড ল্যাংকাস্টার পরিবারের ছেলে। ল্যাংকাস্টারের রাজা ষষ্ঠ হেনরী মৃত্যুর আগে একপ্রকার সবাই জানত সিংহাসন রিচিমণ্ডেরই হবে। কথাটা ছড়িয়ে পড়লে রাজা চতুর্থ হেনরী ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করলেও ঘটনাটা কার্যকরী হয়নি।

অবস্থা ভাল নয় বুঝতে পেরে রিচিমণ্ড ইংল্যাণ্ড ছেড়ে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পর চতুর্থ হেনরী মরে গেলে, রিচিমণ্ড দেশে ফিরেছিলেন, আর তখনই বাকিংহামের ডিউক তার পাশে দাঁড়িয়ে তার সাথে হাত মিলিয়ে পরিস্থিতির আলোচনা করলেন।

ওদিকে রাজা মারা যাওয়ার পর তার ছেলেদেরও মেরে ফেলা হয়েছে। দেশের মধ্যে তখন অবাধে খুন হত্যা শুরু হয়ে গিয়েছে। দেশের রাজকর্মচারীরা ঘটনায় বাধা সৃষ্টি করতে বাধ্য হল।

দেশের জমিদাররা একমত হয়ে রিচিমণ্ডের কাছে দূত পাঠিয়ে দিলেন। তাকে অনুরোধ করে চিঠিতে লেখা ছিল, তিনি যেন দেরী না করে, তাড়াতাড়ি এসে দেশের হাল ধরেন।

রিচার্ডের ওপর অসন্তুষ্ট লোকেরা রিচিমণ্ডের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রিচার্ডের সভায় তখন বেশীরভাগই নতুন মুখ ছিল কারণ বয়স্ক পুরনো লোকদের সরিয়ে দিয়ে নিজের পছন্দ মত লোকদের কাজে লাগিয়েছিলেন। পুরানোর ভেতর শুধু ছিল স্ট্যানলি। স্ট্যানলীকে রিচার্ড দুচোখে সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু তার কাছ থেকে প্রচুর সৈন্য পাওয়ার আশায় তার সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। না হলে অনেক আগেই তাকে মেরে ফেলতেন। কিন্তু স্ট্যানলীর ছেলে জর্জকে দরবারে আটকে রেখেছিলেন, কারণ স্ট্যানলী বিশ্বাসঘাতকতা করলেই তার ছেলের মুণ্ডু কেটে ফেলবেন।

রিচিমণ্ডের সৈন্য নিয়ে আসার খবরে রিচার্ড জমিদারী থেকে সেনা আনতে পাঠিয়ে দিলেন।

ওদিকে রিচার্ড খবর পেয়েছিলেন বাকিংহামের ডিউকের সাথে রিচিমণ্ড প্রচুর সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সমুদ্রের ধারে জাহাজ ভিড়িয়েছেন, ভাগ্য সব জায়গাতেই বিমুখ ছিল। হঠাৎ বন্যা দেখা দিলে সেনারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে পড়ল। বন্যার তোড়ে অনেকে ভেসে গেল। রিচার্ডের লোকজন বাকিংহামের ডিউককে চিনতে পেরে বন্দী করে নিয়ে গেলে রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। ডিউক নিজের স্বার্থের জন্য রিচার্ডের সাথে হাত মিলিয়ে অনেক পাপ করেছিল বলেই রিচার্ডের হাতে প্রাণ দিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত্য করলে।

রিচিমণ্ড সৈন্য নিয়ে বসতোয়ার্তের কাছে এলে প্রচুর সেনা রিচার্ড তাকে বাধা দিলেন। তার দুজনেই ছিলেন অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

ওদিকে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা জানত ঐ যুদ্ধের রিচার্ড নিশ্চয়ই হেরে যাবে। কারণ

বেশীর ভাগ সেনারাই তর ওপর রেগে ছিল। রাজকর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঠিক করেছিল প্রয়োজনে তারা রিচার্ডকে ছেড়ে রিচিমণ্ডের দলে যোগ দেবে।

ওদিকে যুদ্ধের আগের দিন রাত্রিতে রিচিমণ্ডের অসুখ করেছিল। দেশের লোকেদের দুঃখ, দুর্দশা ও হতাশা থেকে বাঁচাবার জন্য ভগবানের কাছে শক্তি ভিক্ষা করে, প্রার্থনার শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ওদিকে রিচার্ডও অস্থিরতার ভেতর না ঘুমিয়ে রাত কাটাতে লাগলেন। যখনই ঘুমের জন্য চোখ বন্ধ করলে তখনই ষষ্ঠ হেনরী, চতুর্থ এডোয়ার্ড, তার দু'ছেলে রিভার্স ও গ্রেনী, রাণীর ভাই হেস্টিংস ও বাকিংহামের ডিউকের আত্মা তার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। তাদের সকলের মুখে একই ধিক্কার ধ্বনি ছিল, তারা বলছিল রিচার্ড ওরে নরকের কীট, কাল যুদ্ধে তুই অবশ্যই হেরে যাবি।

আবার বিদ্রোহী আত্মারা রিচিমণ্ডের মাথার ধারে এসে দাঁড়িয়ে তারা বলল ইংল্যাণ্ডের লোকেদের শান্তি ও সুখ ফিরিয়ে আনার জন্যই পরের দিন যুদ্ধে সে জিতবে।

তারপর মাঝ রাত্রিরে অস্থির হয়ে রিচার্ড বিছানা থেকে উঠে প্রহরীকে দিয়ে ঘাতককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কারন স্ট্যানলী সৈন্য নিয়ে আসেনি। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য স্টানলীর ছেলের মুণ্ডু কাটার হুকুম দিয়েদিলেন। ঘাতক চলে যাবার পর নরফোকের ডিউকের কানে কথাটা গেলে, সে ছুটে এসে ঐ হত্যাকাণ্ডে বাধা দিলেন। কারণ রাত পেরোলই যুদ্ধ। ঐ মুহূর্তে হত্যাকাণ্ড মানে সেনাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করা। রিচার্ড শান্ত হয়ে হত্যার আদেশ বাতিল করে দিলেন।

পাখির ডাকে সকাল হতেই, আর দু'দুলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। রিচার্ড বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে তার প্রধান সেনাপতি নরযোফের ডিউক মারা গেলেন। ফলে সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। দুপুরের দিকে রিচার্ড রিচ্মিণ্ডের হাতে প্রাণ দিলেন।

রাতপর সপ্তম হেনরী নাম নিয়ে রিচিমণ্ড সিংহাসনে বসলেন।

কিং জন

রাজা জন-এর প্রাসাদের আলোচনা কক্ষ।

রাজা জন ফরাসী দূত চ্যাতিল্লোঁকে লক্ষ্য করে বললেন হে আমাদের সম্মানীয় অতিথি এবং ফরাসীরাজ প্রেরিত দূত, ফরাসীরাজ আমাদের কাছ থেকে কি আশা করছেন স্পষ্ট করে বলুন।

চ্যাতিল্লোঁ বললেন—মহারাজ, আমাদের ফিলিপ আপনাকে জানাচ্ছেন যে, পয়েক্টিয়াস, আয়ারল্যাণ্ড, তুরিন, মেইন এবং অজু প্রভৃতি প্রদেশ থেকে আপনাকে সৈন্য অপসারণ করতে হবে।

রাজা বলেন কারণ জানতে পারি কি? কেন তিনি এরকম একটা অভিপ্রায় জানিয়ে আমাকে অনুরোধ করেছেন?

দূত বলে আপনার ভাইপো আর্থার ঐ প্রদেশগুলির প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাই আমাদের রাজা তাকে ঐ সব প্রদেশগুলি ফিরিয়ে দিতে চান।

তার প্রস্তাব যদি আমি মানতে সম্মত না হই? তবে রাজা ফিলিপ বুঝবেন আমি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেই বেশী আগ্রহী। দূত বলে তিনিও এভাবেই কার্যসিদ্ধ করতে চাইছেন। অন্যথায় আপনার রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য। মনে রাখবেন রাজা, এ সম্মানজনক চুক্তি ফরাসী রাজাকে করতেই হবে।

দূত বিদায় নিলে রাণী ইলিনর বললেন আর্থার-এর মা কন্সট্যান্স তবে ছেলের প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই উঠেপড়ে লেগে গেছে দেখা যাচ্ছে। তিনি যতক্ষণ না ফরাসী, এমন কি সমগ্র বিশ্বকে নিজের পদানত করতে পারছেন ততক্ষণ নিবৃত হবেন না। কী কঠিন কঠোর প্রতিজ্ঞায় তিনি নিজেকেও নিয়োজিত করেছেন।

এমন সময় রবার্ট ফ্যালকনব্রিজ এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই গ্রাম থেকে রাজদরবারে আসেন অদ্ভুত একটা মামলার বিচার প্রার্থী হয়ে। বিচার প্রার্থীদের পরিচয় নিয়ে রাজা জন রবার্ট ফ্যালকনব্রিজকে বললেন দেখতে পাচ্ছি, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। আর আপনি কেবল উত্তরাধিকারীর পরিচয় নিয়ে দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, ঠিক তো? আর আমার বিশ্বাস, একই মায়ের গর্ভে আপনাদের জন্ম হয় নি, ঠিককিনা?

ফিলিপ বলেন মহারাজ, আপনার অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ গ্রামসুদ্ধ লোক জানে, আমরা একই মায়ের গর্ভজাত এবং একই পিতার ঔরসজাত সন্তান। আপনার সন্দেহ দূর করতে আপনি প্রয়োজনে মাথার ওপরে অবস্থানরত ঈশ্বর এবং মর্তে আমার মায়ের উপর নির্ভর করতে পারেন।

রাণী ইলিনর ক্ষুব্ধ স্বরে ফিলিপকে বললেন আপনি দেখছি মশাই সামান্য একটা ব্যাপারের জন্য আপনার মাকে কলঙ্কিত করতেও দ্বিধা করেন না।

আমাকে ক্ষমা করবেন মহারাণী। এ অভিযোগ আমার মনে করে ভুল বুঝবেন না। অভিযোগটা প্রকৃতপক্ষে আমার ভাইয়ের। এটা প্রমাণ করতে পারলে আমি বছরে প্রায় পাঁচশ পাউণ্ড আয় হারাব আর আমার গর্ভধারিণীর এবং আমার দেশের সম্মান? তা রক্ষা করার দায়িত্ব তো ঈশ্বরের, আমার বা আমার ভাইয়ের—

এই কথায় রাণী বিস্মিত হয়ে ভাবলেন ভদ্রলোক তো উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছেন দেখা যাচ্ছে। পরে তিনি রাজা জনকে বললেন এঁকে দেখতে অনেকটা কোয়্যার দ্য লায়নের মতই মনে হচ্ছে।

মুচকি হেসে রাজা বললেন আমি কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এর মুখটা লক্ষ্য করছি। আমার তো মনে হচ্ছে রিচার্ড-এর সঙ্গেই বেশী সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছি।

রবার্ট মহারাজকে বলেন আমার পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তখন তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি আমাকে উইল করে দিয়ে যান। আর বলে যান, আমার অবৈধ সন্তান যেন সম্পত্তির ছিটে ফোঁটাও না পান। কারণ, তিনি একে পুত্র বলেই স্বীকার করেন নি। অতএব বুঝতে পারছেন, আমার বৈধ বিষয়-সম্পত্তি দখল নিয়েছেন, আমার পিতার অবৈধ সন্তান। আপনি মহারাজ, সুবিচারক। বিচার করে আমার প্রাপ্য সম্পত্তি আমাকে ফিরিয়ে দিন।

রাজা বললেন কেন বার বার অবৈধ সন্তান শব্দটা ব্যবহার করছেন মশাই, বরং আমি তো মনে করি ইনি আপনার বৈধ সন্তানই বটে। আপ নার মা, আপনার পিতার স্ত্রী তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। অতএব ন্যায় বিচার করতে হলে বলতেই হয় তিনিও সম্পত্তির এক অংশের দাবীদার।

রাণী ইলিনর এবার বললেন আপনিই বলুন, ভাইয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে সম্পত্তি ভোগ করতে উৎসাহী, নাকি কোয়্যার দ্য লায়নের মত ভূমিহীন অভাগা হয়েই জীবন কাটাতে চান?

এখন যেভাবে আমি জীবন কাটাচ্ছি, ভবিষ্যতেও সেরকমই থাকতে চাই।

রাণী ইলিনর প্রসন্ন মুখে বললেন আপনার সতত্র ও নির্লোভ মনের পরিচয় পেয়ে আমি ক্ষুব্ধ। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফরাসী দেশে যাচ্ছি। আপনি চাইলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

রাজা বললেন আমাদের সঙ্গে নয়। আমাদের আগেই তিনি সেখানে পৌছে যান, আমার ইচ্ছা।

চোখের পলকে ফিলিপ রাণীর পায়ে পড়ে বলতে লাগলেন রাণীমা, আপনার কাছ থেকে আমি যে স্নেহ ভালবাসা পেয়ে ধন্য হলাম তাতে আমি আমৃত্যু আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকতে চাই।

রাণী ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলেন ফিলিপ আমি তোমার ঠাকরমা, তমি আমাকে

ঠাকুরমা সম্বোধনই করবে।

ফিলিপ সবিস্ময়ে বললেন ঠাকুরমা। দেখুন আমার ভাগ্যের চাকা ঘোরার জন্য দৈবই দায়ী। অধিকারবলে আমি ভাগ্যের পরিবর্তন অবশ্যই ঘটাতে পারতাম না।

রাজা, রাণী ফরাসীর উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্য বিদায় নিলে ফিলিপ ভাবতে লাগলেন আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তন কিভাবে অসম্ভবকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারে। আমি জোয়ান অব আর্ক-এর মত রূপসীকেও পত্নীরূপে পেতে পারি।

এমন সময় লেডি ফ্যালকন ব্রিজ এবং জেমসগানে সেখানে উপস্থিত হয়ে বার কয়েক এদিক ও ওদিকে তাকিয়ে ফিলিপকে বললেন কি হে, তোমার সে ভাইটা গেল কোথায়? হতচ্ছাড়াটা আমার মান-সম্মান ধূলিসাৎ করেছে।

ফিলিপ বললেন মহাশয়া, আপনি কি ভাই রবার্টকে খুঁজছেন?

স্যার রবার্ট-এর পুত্রকে আমার দরকার। ভাল কথা তুমি তো স্যার রবার্ট-এর পুত্র, ঠিক কিনা?

ম্লান হেসে ফিলিপ বলে আমি কিন্তু বাস্তবিকই স্যার রবার্ট-এর পুত্র নই। তবে আমার জন্মের সঙ্গে স্যার রবার্ট জড়িত রয়েছেন। আসলে কিন্তু তিনি অবশ্যই আমার পিতা নন। মা, এবার আসল ঘটনাটা কি? কে আমার পিতা সত্যি করে বল তো?

লেডি ফ্যালকনব্রিজ বলেন রাজা রিচার্ড। কোয়্যার দ্য রিচার্ডই তোমার পিতা।

সে কী কথা।

হ্যাঁ বাছা, তাঁর একান্ত অনুরোধে এবং পীড়াপীড়িতে আমি তাকে শয্যাসঙ্গী করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর সে চরম ব্যভিচারেরই ফসল তুমি।

ফিলিপ বলে রাজা রিচার্ড-এর চেয়ে ভাল কোন পিতার সন্তান হলে আমি বেশী সুখী হতাম না। তিনি ছিলেন যথার্থ বীর। তার দাপটে বাঘে গরুতে একই ঘাটে জল খেত। তাই তার পক্ষে যে কোন নারীর মন জয় করা কঠিন ছিল না। মা তুমি যে আমার পিতৃপরিচয় জানিয়ে আমার জিজ্ঞাস্য নিবারণ করেছ তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমাকে ছোট করার ইচ্ছা নেই।

ফরাসী, অ্যাঞ্জিয়ার্স নগর। ফরসীরাজের দরবার।

ফরাসী রাজ ফিলিপ রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সপার্ষদ আলোচনায় যখন মগ্ন তখন প্রহরী এসে বলে অষ্ট্রিয়ার ডিউক সসৈন্যে দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা ফিলিপ আর্থারকে বললেন তোমার বড় ভাই মহাপরাক্রমশালী রিচার্ড অষ্ট্রিয়ার ডিউকের হাতে অকালে প্রাণ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ইনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্তও কম হয় নি। ফলে ইনি আজ তোমার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে ইংল্যাণ্ডরাজ জন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তুমি এঁর সার্বিক সাহায্য পাবে।

আর্থার ডিউককে বললেন কোয়্যার দ্য লায়নের অকাল মৃত্যুর জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে আপনার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এ মুহূর্তে কর্তব্য তাঁর পুত্রের প্রতিষ্ঠা লাভের

কাজে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি তা করবেনও।

ডিউক বললেন সমগ্র ফ্রান্সে এমন কি অ্যাঞ্জিয়ার্স যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার করতলগত না হচ্ছে ততক্ষণ আমি এখানে, তোমার কাছে থাকব, কথা দিচ্ছি।

ফিলিপ বলে আমরা তবে এখনই যুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্ব শুরু করি, কি বলেন? সবার আগে আমাদের সেনাপতিদের নির্দেশ দিতে হবে তারা যেন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সৈন্য সমাবেশ করেন।

আর্থার-এর মা কন্সট্যান্স বললেন এত ব্যস্ত হয়ে কাজ করতে যাওয়া মোটেই সুবিবেচকের কাজ হবে না! ইংল্যাণ্ড থেকে দূত কি খবর নিয়ে ফিরে আসে তা জানার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। অতএব—

কন্সট্যান্স-এর কথা শেষ হবার আগেই দূত চ্যাতিল্লোঁ এসে ফিলিপকে বলেন আপানদের দাবী ন্যায্য একথা শুনে ইংল্যাণ্ডরাজ খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ক্রোধোন্মত্ত রাজা জন সসৈন্য আমাদের নগরের দিকে বীরদর্পে এগিয়ে আসছেন। তাঁর মা-ও তাদের সঙ্গেই রয়েছেন।

ফিলিপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলেন এ যুদ্ধ কেবলমাত্র আকস্মিকই নয়, অপ্রত্যাশিতও বটে।

এর উত্তরে ডিউক বললেন দেখুন স্বীকার করছি এই যুদ্ধ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তবু আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য দৃঢ় হাতে অস্ত্র ধারণ করতেই হবে।

এমন সময় রাজা জন, তাঁর মা ইলিনর, ফিলিপ এবং পেমব্রোক দরবারে উপস্থিত হলেন। রাজা জন ফিলিপকে বললেন আমাদের অধিকৃত শহরের দখল আমরা দাবী করছি আমাদের দাবী মেনে না নিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। রক্তের নদী বইবে ফরাসী দেশের বুকের ওপর দিয়ে।

ফিলিপ বললেন আমরা ইংল্যাণ্ডের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা সর্বদা ভাবিত। সে দেশে শান্তি বিরাজ করুক এটাই আমাদের প্রার্থনা। কিন্তু রাজা জন, আপনি আইন সম্মত রাজাকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য কোন নীতির বলে আপনি সিংহাসন দখল করে রয়েছেন? আপনার অবশ্যই জানা আছে, প্রকৃত রাজার উত্তরাধিকারী আজও জীবিত এবং সুস্থ স্বাভাবিক দেহে অবস্থান করছেন। তাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আপনি সিংহাসন দখল করে রয়েছেন।

রাণী ইলিনর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন ফরাসীরাজ, কাকে আপনি অনধিকারী বলতে চাইছেন? কে উত্তরাধিকার থেকে অপরকে বঞ্চিত করছেন, স্পষ্ট করে বলুন।

কন্সট্যান্স বললেন কথাটা খুবই অবোধ্য কি? আপনার পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে।

রাণী ইলিনর বললেন আপনার স্পর্ধা তো কম নয়। আপনার এই অবৈধ পুত্র সিংহাসনের দাবীদার হবে, আর ইংল্যাণ্ড শাসন করবেন আপনি। অসম্ভব! এমন অবিচার-

তো হতে দেওয়া যায় না।

আপনি কাকে অবৈধ বলছেন? আমার পুত্রকে? আমার স্বামীও এর মতো বিশুদ্ধ রক্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি।

ইলিনর এবার আর্থারকে বললেন শোন, তোমার মায়ের কথাটা একবার শোন। যুদ্ধের নামে তোমার মা তোমার পিতাকে কলঙ্কিত করতে দ্বিধা করছেন না।

ফিলিপ রাজা জনকে বললেন আপনি ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ডে সেইমন, তুরিন অঞ্জ প্রদেশের দাবী মানবেন কিনা। উত্তরাধিকার অনুযায়ীই তার এ-দাবী।

ইলিনর আর্থারকে বললেন, তুমি তোমার ঠাকুরমার পক্ষই অবলম্বন কর। এতে তোমার মঙ্গলই হবে।

রাণীর কথায় কন্সট্যান্স রাগে মুখ বিকৃত করে ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন কী চমৎকার কথা। তুমি তোমার ঠাকুরমার পক্ষেই বলে যাও।

আর্থার বললেন মা তুমি এমন করে কথা বলছ কেন?

কন্সট্যান্স বললেন না, আমি এমন করব কেন? একদিন দেখা করে ঠাকুরমাকে রাজ্য, বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু আছে সবই তোমার ঠাকুরমা এতদিন গ্রাস করেছেন।

তোমার কথাগুলো এমন রূঢ় যে, আমার মনে হচ্ছে, হিমশীতল কবরের নিচে গিয়ে চিরশান্তি লাভ করেছি।

এমন সময় আর্থার-এর অভিমত অনুযায়ী তূর্যধ্বনির মাধ্যমে অ্যাঞ্জিওর্সের অধিবাসীদের ডাকা হল উদ্ভুত সমস্যা সম্বন্ধে তাদের অভিমত জানার জন্য। নগর প্রাকারে সবাই জড়ো হলে ফিলিপ বললেন আমি ফরাসীরাজ। ইংল্যাণ্ডের স্বার্থেই তোমাদের ডাকা হয়েছে।

রাজা জন বললেন তোমাদের চোখের সামনে ঐ যে ফরাসী পতাকা উড়ছে, তোমাদের নগরের সীমানায় ফরাসী সৈন্য উপস্থিত হয়েছে, তোমাদের সর্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যেই যে এর পিছনে কাজ করছে আশা করি তোমাদের আর বুঝতে বাকি নেই। আমিই তোমাদের রাজা, তোমাদের প্রতিপালক। তাই তোমাদের বলছি, ওদের প্রবঞ্চনার ফাঁদে পা দিওনা। আমাকে নগরের ভিতর প্রবেশ করতে দিয়ে নিজেদের সুখী ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের পথকে সুনিশ্চিত করে নাও।

এবার ফিলিপ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বললেন তোমাদের এখন জবাব দিতে হবে না। এবার আমার কথা শোন। তারপর ভেবেচিন্তে তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাববে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে যে ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছ, এঁর নাম প্ল্যান্টাজেনেট। ইনি এরাজ্য অধিকার করে রাজা হয়েছেন। ইনি এঁরই পিতৃব্য। আমাদের আজকের অভিযান এঁরই কৃতকর্ম অর্থাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই তোমাদের নগরের সীমানায় সৈন্য সমাবেশ। তোমাদের হিতসাধনের জন্যই আমরা বহু অর্থ ব্যয় করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছি। তাই এ যুবকের ন্যায্য অধিকার তাঁর প্রাপ্য আদায় করে দিতেই আমাদের এ উদ্যোগ আয়োজন। এছাড়া অন্য কোন গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে আমরা আসিনি। তাই বলছি কি, তোমরা নির্দ্বিধায় ও হাসিমুখে এ যুবকের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে

রাজার আসনে বসিয়ে দাও। প্রকৃত রাজাকে তোমরা ন্যায্য অধিকার দাও।

নাগরিকরা সমস্বরে বলে ওঠে আমরা ইংল্যাণ্ডের রাজারই প্রজা। তাঁরই অনুগ্রহে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন ধারণ করছি। তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেই চিনি না।

জন বললেন আমাকে যখন রাজা বলেই মেনে নিলে তখন আমাকে নগরে প্রবেশ করতে দাও।

নাগরিকরা আবার সমস্বরে বলে তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যিনি নিজেকে রাজা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন তাঁকেই আমরা সানন্দে সিংহাসনে বসাব। জানাব স্বাগত সম্ভাষণ।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুটই কি রাজার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

নাগরিকরা বলল তার চেয়ে বরং আপানারাই স্থির করুন সিংহাসনের অধিকার সবচেয়ে বেশী কার? যিনি প্রকৃত অধিকারী বলে স্বীকৃতি পাবেন, তাকেই আমরা মাথায় তুলে নেব।

নাগরিকদের কাছ থেকে কোনরকম সহানুভূতি না পাওয়ায় দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রচুর সৈন্য ক্ষয় হল; অস্ত্রশস্ত্রও কম খরচ হল না। প্রথম দিকে ফিলিপ-এর সেনাদের অগ্রগতি দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিজয়লক্ষ্মী জন-এর গলায়ই জয়মাল্য পরিয়ে দেবার উদ্যোগ করলেন। এমন সময় নাগরিকরা দলবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে উভয়পক্ষকে বলল হে মহারাজগণ, আপনারা দয়া করে আমাদের কথা শুনুন। যুদ্ধ বন্ধ করুন। বন্ধ করুন রক্তপাত। আমরা আমাদের শন্তির পথ দেখাতে জীবন সংশয় জেনেও ছুটে এসেছি। আর যুদ্ধ না করে কিভাবে নগরের অধিকার রক্ষা করতে পারবেন সে পথই আমরা বের করতে চেষ্টা করছি।

উভয়ে নাগরিকদের কথায় সম্মত হলে নাগরিকরা সমবেত কণ্ঠে বলে আপনারা জানেন লেডী ব্লান্স স্পেনের রাজকন্যা। রূপে গুণে তিনি যদি তাঁদের দুহাত এক করে দিতে পারেন তবে উভয়েই আমাদের রাজা হতে পারনে। তখন আপনাদের জন্য তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দেবো। উভয়ে বলুন আমাদের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কি না?

রাণী ইলিনর জনকে বললেন নাগরিকদের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বটে। সম্বন্ধটা পাকা করে ফেল। এতেই সিংহাসনের উপর তোমার দাবী আরও পাকা হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তখন এ যুবকের সিংহাসন লাভের আশা একেবারেই নির্মূল হয়ে যাবে।

নাগরিকরা বলল নগরের এবং আমাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করুন। আমাদের প্রস্তাবে দয়া করে সম্মত হয়ে যান।

যুবরাজ লুই বললেন মহারাজ, যুবতীর চোখে আমি যেন আমারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। আমি বিস্ময়াপন্ন।

যুবতী ব্লান্স বললেন আমার মতামত সম্পূর্ণ রূপে আমার কাকার মতামতের উপর নির্ভর করছে। তিনি যদি যুবরাজের শিষ্টতা বীরত্ব এবং অন্যান্য গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে থাকেন তবে আমার আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। তবে এ ব্যাপারে যুবরাজের সম্মতি অসম্মতি ব্যাপারটাও অবশ্যই থেকে যাচ্ছে।

ফিলিপ বললেন এ বিয়েতে আমারও পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। এরপর যুবরাজ ও রাজকুমারীর হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে বললেন তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হোক। তারপর নাগরিকদের সম্বোধন করে বললেন তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। এবার হাসিমুখে নগরীর তোরণদ্বার খুলে দাও।

জন বললেন সাময়িকভাবে কিছু আশাহতাশা আমাদের কারো কারো মধ্যে জাগলেও আশা করি অচিরেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের নিরসন ঘটবে। ব্রিষ্ট্রিয়িনার ডিউক পদে তরুণ আর্থারকে বসিয়ে দেব। আর আর্ল অব রিচমণ্ডের পদ গৌরবও তাকে দেওয়া হবে। আর সেই সঙ্গে ছবির মত সুন্দর লর্ডপদটিও তারই বরাতে জুটবে। লেডী কন্সট্যান্সকে ডাকুন। তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠিয়ে দিন তিনি যেন বিয়ের আসরে উপস্থিত থেকে বর কনেকে আর্শীবাদ করেন।

ফরাসীরাজের শিবির।

কন্সট্যান্স বললেন ফরাসীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। এবার তুমিই বল আর্থার, এর ফলে আমার পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াল? এরপর আবার স্যালিমবেরিকে উদ্দেশ্য করে কিছু মনে করবে না। আমার শরীর ও মন দুই-ই অসুস্থ। আপনি এখন আসতে পারেন। আমাকে এখন একটু স্বস্তিতে থাকতে দিন।

স্যালিমবেরি বললেন আপনি বোধহয় আমার উপর মিছেই রাগের অপব্যবহার করছেন। আমি আপনার এমন কি ক্ষতি করেছি, বুঝছি না তো!

কন্সট্যান্স বলেন ক্ষতি? মারাত্মক ক্ষতি!

এমনই মারাত্মক ক্ষতি করেছেন যে কথা আমার সামনে কেউ উত্থাপন করলে আমার গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকতো। আর সে আমার কাছে চরম অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আর্থার কাতর স্বরে বলে মা এবার শান্ত হও। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

কন্সট্যান্স বলেন শান্ত হব! আমাকে যদি শান্ত হতে বল তবে তার পরিণতি হয়ে দাঁড়াবে বিষবৎ। তোমার অদৃষ্ট মন্দ। অদৃষ্টের ফেরে আজ সবকিছু কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। তারা বিজয়লক্ষ্মীকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বলতো, ফরাসীরাজ কি ধরনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন? এবার স্যালিমবেরিকে বলেন আপনি অনতিবিলম্বে সেখানে গিয়ে তীব্র ভাষায় তাকে নিবৃত্ত করুন। যান দেরী করবেন না।

আমাকে ভুল বুঝবেন না, আপনাকে ছাড়া আমার পক্ষে রাজন্যদ্বয়ের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।

উপায় নয়, যেতেই হবে আপনাকে। আপনার সঙ্গে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

এমন সময় রাজা ফিলিপ, ব্লান্স, লুই, অবৈধ ফিলিপ ও অস্ট্রিয়ারাজ সেখানে আসেন। রাজা ফিলিপ বললেন কন্যা আমার। আজ বড় আনন্দের দিন। বড় সুন্দর দিন। আজ ফরাসীবাসী শুধু আনন্দ আর আনন্দ করুক।

লেডী কন্সট্যান্স বলেন শুভ? অবশ্যই শুভ দিন নয়। বরং চলে চরমতম অশুভদিন।

ফরাসীবাসীর বড়ই নিরানন্দের দিন আজ। বড়ই লজ্জাকর, অবমাননা আর প্রবঞ্চনার দিন। আর এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে জঘন্যতম কলঙ্ক। কেবলমাত্র বিশ্বাস জন্মানোর জন্যও আজকের দিনটিকে সপ্তাহ থেকে তুলে দেওয়া উচিত।

ফিলিপ বিষন্নমুখে বললেন এমন সুন্দর দিনটার আপনার অভিশাপ কুড়োবার দিন হিসাবেও গণ্য হওয়ার মত। তবে এ কথাও তো সত্যি আমি আমার রাজকীয় সার্বভৌমত্ব আপনার কাছে বাঁধা রাখিনি।

আমি বলব আপনি আমার সঙ্গে নিদারুণ প্রতারণা করেছেন। আপনি আমার হয়ে লড়াই করার জন্য এখানে এসে বিপরীত কাজ করতে বলেছেন। আত্মস্বার্থই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

অষ্ট্রিয়ারাজ কাতর স্বরে বললেন লেডী কন্সট্যান্স, আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি শান্ত হোন, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

মাথা ঠাণ্ডা? অসম্ভব। ঔদ্ধত্বের জবাব ঔদ্ধত্ব দিয়েই দেওয়া উচিত। আমিও তাই দেব। আমি যুদ্ধ চাই। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই ন্যায়-অন্যায় নির্ধারিত হোক। যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি লাভের প্রত্যাশী আমি। হায় অষ্ট্রিয়ার ডিউক! হায় লিমোজেম! এ অপবিত্র সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করে আপনারা বীরের রক্তকেই কলঙ্কিত করেছেন। মুখবুজে জঘন্যতম অন্যায় মাথা পেতে নিয়েছেন।

এমন সময় কর্ডিনাল প্যাণ্ডালফ অর্তকিতে সেখানে এসে কোনরকম ভূমিকা না করেই বললেন মহারাজা জন, আপনার জন্যই এতটা পথ ছুটে আসতে হল। মহামান্য পোপ ইলোমেণ্ড এবং সিলাম নগরের ন্যায়সম্মত কর্ডিনালের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে আমি আপনাকে এখানে ধর্মের নামে অভিযুক্ত করছি। সবার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কোন সাহসে আমাদের গীর্জার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ক্যান্টারবেরির আর্চ বিশপ ষ্টিফেন ল্যাঁনকেই বা কেন বন্দী করে গীর্জার অবমাননা করেছেন? তাঁকে পোপের কাছে যেতে না দেয়ার কারণই বা কি বুঝছি না।

জন বললেন শুনুন, কেবলমাত্র পোপ কেন অন্য কারো পক্ষেই রাজার উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয়। পোপকে দয়া করে বললেন, বলপূর্বক কোন নির্দেশই আমাদের দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, কারণ আমরা তো তাঁর প্রজা নই। ঈশ্বরই আমাদের রক্ষাকর্তা। আমরা তঁরই প্রজা। ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া অন্য কারো নিদের্শ মানতে বাধ্য নই।

প্যাণ্ডালফ এবার বললেন তাই যদি হয় তবে আপনাকে আমরা ঈশ্বরের নামেই অভিযুক্ত করছি। এবং সমাজচ্যুত করার আদেশ জারি করছি।

কন্সট্যান্স রীতিমত ক্ষোভ প্রকাশ করেই বললেন তবে তো ভালই হল। আমি তবে এবার রোমের সঙ্গে সন্ধি করে রক্তের নদী বইয়ে দেবার প্রস্তুতি নিতে পারি।

প্যাণ্ডালফ ফরাসীরাজ ফিলিপকে বললেন আপনি যদি ধর্মীয় শান্তি এড়াতে চান তবে ঐ রাজার সঙ্গে কোনরকম সন্ধি করবেন না।

ফরাসীরাজ ফিলিপকে রাণী ইলিনর বললেন আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে যে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তা থেকে সরে দাঁড়াবেন না।

ফিলিপ ধর্মগুরু প্যাণ্ডালফ-এর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যে সন্ধি করেছিলেন তা ছিন্ন করে নিলেন। ধর্মকেই তিনি প্রাধান্য দিলেন।

প্যাণ্ডালফ বললেন গীর্জা বিদ্রোহী রাজাকে যে শাস্তি প্রদান করছে তাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করুন ফিলিপ।

লুই যুদ্ধ শুরুর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কন্সস্টান্স রাজকুমার ডফিনকে নিজের দলে রাখার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে লাগলেন।

ব্লান্স নিরূপায়। তাঁর পক্ষে বিশেষ কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করা সম্ভব হল না। কারণ তিনি যে উভয় পক্ষেরই।

যুদ্ধ বেঁধে গেল। দ্বিতীয় দিনেই অস্ট্রিয়ারাজ অবৈধ ফিলিপের হাতে প্রাণ দিলেন।

চারদিকে কেবল মৃত্যু, রক্তপাত আর হাহাকার। জন ব্যস্ত কণ্ঠে যুবার্তকে বললেন, এই যুবককে দেখাশোনা করার দায়িত্ব আপনার উপর বর্তেছে। দেখবেন সে যেন কোন সমস্যায় না পড়ে।

এদিকে জন এবং ফিলিপ উভয়েই রাণী ইলিনর-এর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বন্দী হয়ে পড়েছেন আশঙ্কা করে তারা রাণীর তাঁবুর দিকে গিয়ে দেখলেন রাণী ইলিনর নিরাপদ। তার তাঁবুর কাছাকাছিও শত্রুপক্ষ পৌছতে পারেনি।

রাজা জন এবার ফিলিপকে বললেন, তোমাকে আর আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে না। তুমি বরং ইংল্যাণ্ডে যাও। সেখানে গিয়েই বন্দী সাধুসন্তদের মুক্তি দিয়ে দেবে।

রাজার আদেশে ফিলিপ ঘোড়ায় চেপে চলতে শুরু করল। এমন সময় সেখানে হুবার্ত দ্য বার্গ ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন। তাকে পেয়ে রাজা জন উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

যথোচিত সম্ভাষণ সেরে হুবার্ত রাজাকে বললেন, মহারাজের কাছে আমি যারপর নাই বাধিত।

তা আমার অজানা নয় হুবার্ত।

হুবার্ত বলে, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই আপনার আদেশে হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করব না।

এদিকে ফরাসীরাজের শিবিরে রাজা ফিলিপ বিষণ্ণ মুখে বললেন, যুদ্ধ যে আমাদের কোন দিকে টেনে নিয়ে যাবে বুঝে উঠতে পারছি না! কি যে হবে—

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই প্যাণ্ডালফ বললেন—মহারাজ, সাহস অবলম্বন করুন। যুদ্ধের পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে নয় সত্য তবু সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেলে কেলেঙ্কারী হবার সম্ভাবনা নেই। পরিস্থিতি আজ না হোক কাল পরিবর্তন হবেই।

কন্সট্যান্স বললেন, আমি এবার থেকে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার গুরুত্ব দেব। তাতে আমার যদি মৃত্যু হয় কারো পরামর্শ বা সাহায্যে প্রত্যাশী হব না। বলতে বলতে তার

চোখ ছলছল করে উঠল।

প্যাণ্ডালফ বললেন, আপনার চোখে জলের চেয়ে ক্ষোভই বেশী প্রকাশ পাচ্ছে। আপনি উন্মাদিনী প্রায়—

উন্মাদ হয়েছি? আমার নাম কন্সট্যান্স। বালক আর্থার-এর মা আমি। এত সহজে আমি উন্মাদ হব! উন্মাদ হতে পারলে ঈশ্বরকে দুহাত তুলে ধন্যবাদ জানাতাম ধর্মগুরু।

ফিলিপ বললেন, আপনি শান্ত হোন। বিপদের সময় মূহুর্তের মতিভ্রম যেন না হয়। আপনার চোখে জল দেখলে আপনার অনুগত দশ হাজার হিতাকাঙ্ক্ষী হতাষা আর হাহাকারে ভেঙে পড়বে।

কন্সট্যান্স বলে আমি বলছি, আপনি চাইলে এখনও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারেন। ভেবে দেখুন, কোন পথ বেছে নেবেন আপনি? আমার অদৃষ্ট বিড়ম্বিত পুত্র আর্থার আজ বন্দী, সে তো শুনতেই পেলাম। ঈর্ষা, হ্যাঁ ঈর্ষাতেই আজ আমি জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছি। আমার ছেলেকে তারা বন্দী করে রেখেছে। আমার হারানো ছেলের স্থান পূর্ণ করেছে শোক। চোখের জল মুছতে মুছতে কন্সট্যান্স বিদায় নিলেন।

ব্যাপারটা ফিলিপকে বড়ই ভাবিয়ে তোলায় ব্যস্ত পায়ে তিনি কন্সট্যান্সকে অনুসরণ করলেন।

ইংল্যাণ্ডের এক দুর্গে হুবার্ত দ্য বার্গ ঘাতকদের লক্ষ্য করে আদেশ করলেন এক কাজ কর তোমরা, লোহার শেকলগুলিকে খুব গরম করে নিয়ে এসো।

ঘাতকদের মধ্যে একজন বললেন তারপর?

তার পরের কাজ আমার।

দ্বিতীয় ঘাতক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। হুবার্ত বললেন কি ব্যাপার কিছুই বুঝছ না যেন। আমি এখানেই থাকব। সে হতচ্ছাড়া ছোড়াটা চৌকাট ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকামাত্র আমি মেঝেতে পা ঘষে খসখস আওয়াজ করব।

তারপর? আমরা কি করব?

হতচ্ছাড়াটাকে গরম শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলবে। বাঁধবে কার সঙ্গে তাই না?

হ্যাঁ এরকম প্রশ্নই আমাদের মনে জাগছে।

কেন? অন্য কোন—না অন্য কোন উপায়ে আমার মনের শান্তি দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এই চেয়ারের সঙ্গেই পিঠমোড়া করে বাঁধবে।

হুবার্ত-র নির্দেশ নিয়ে ঘাতকরা চলে গেলে অন্য দরজা দিয়ে আর্থার প্রবেশ করে হুবার্তকে সুপ্রভাত জানালেন।

হুবার্ত অভিনন্দন জানিয়ে ছোট যুবরাজকে চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

আর্থার হুবার্তের মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললেন, আপনাকে কেমন চিন্তাক্লিষ্ট দেখা যাচ্ছে! ব্যাপার কি, বলুন তো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হুবার্ত বললেন তা অবশ্য ঠিক। তবে এও সত্য যে, আমি একদিন সুখেই ছিলাম।

আমি তা জানি, পৃথিবীতে দুঃখী কেবল আমি একাই। হ্যাঁ, পৃথিবীর একমাত্র দুঃখী আমি। খ্রীষ্টধর্মের নামে শপথ করে বলতে পারি, যদি এ দুর্গের বাইরে ভেড়া চড়ানোর কাজ করতে পারতাম তবে খুশি হতাম।

হুবার্ত ভাবলেন আমি যদি সাজা দিই তবে এর মনটা দুর্বল হয়ে পড়বে।

আর্থার বললেন—হুবার্ত, আপনি কি সুস্থবোধ করছেন না? আপনাকে কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছে। আমি একটা কথা ভাবছি।

কি? কি কথা?

সত্যি বলতে কি আপনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেই আমার পক্ষে ভাল হতো।

হুবার্ত বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে আর্থার-এর মুখের দিকে তাকালে আর্থার বললেন, মানে একটু আধটু অসুস্থ—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হুবার্ত বললেন আমি অসুস্থ হলে আপনার পক্ষে ভাল হতো একথা আপনি বলতে পারলেন আর্থার। মানুষ তো জানি পরিচিতজনের সুস্থতাই কামনা করে। আর আপনি কিনা—

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। একটু আধটু অসুস্থ বোধ করলে আপনাকে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করতাম।

হুবার্ত-এর মনে আর্থার এর কথাটা রীতিমত সাড়া দিল, তার প্রতি সহানুভুতিতে মন গলে গেল। এবার একটা কাগজ তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন এটা পড়ে দেখুন যুবরাজ।

আর্থার কাগজটার ভাঁজ খুলে চোখের সামনে ধরলেন। হুবার্ত আপন মনে বলতে লাগলেন আশ্চর্য! একী আশ্চর্য ব্যাপার! আমি যেন নেহাৎই মূর্খ হয়ে গেলাম। নইলে আমার চোখে জলবিন্দু দেখা দেবে কেন? এটা তো মেয়েদের পক্ষেই শোভা পায়। আমার মত লোকের মন এত দুর্বল হওয়া তো উচিত নয়। আর্থার-এর পড়া শেষ হলে হুবার্ত বললেন, যুবরাজ এটার বক্তব্য পড়তে পেরেছিলে কি?

হুম!

হাতের লেখাটা খুবই খারাপ কিনা পড়তে কষ্ট হওয়ারই কথা।

খারাপ হলেও এরকম বক্তব্যের পক্ষে খুব উপযুক্তই বটে।

হুবার্ত ভ্রূ কুঁচকে বললেন, বুঝতে পারলাম না। একটু খোলসা করে বলুন।

খোলসা করে বলার আর কি আছে। আর আমার বক্তব্য আপনার মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে না বুঝারও তো কিছু নয়। না, মানে, চিঠির বক্তব্য, লোহা গরম করে সেটা আমার চোখে বিধিঁয়ে আমার চোখ দুটি কানা করা হবে। আপনিই বলুন, এরকম একটা নিষ্ঠুরতম বক্তব্য প্রকাশ করতে কি হাতের লেখার দরকার হয়?

হুবার্ত বলে, নিষ্ঠুরতম কাজটা সম্পাদনের দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তেছে।

আর্থার বললেন, আপনার ওপর বর্তেছে? এমন নির্মম নিষ্ঠুর কাজ আপনি করতে পারবেন হুবার্ত?

পারতেই হবেই। কাজটা যতই নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর হোক না কেন পারতে আমাকে হবেই।

তবু আমি বিশ্বাস করি না যে আপনার মত একজন কোমলপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই এমন পাষাণে বুক বাধা সম্ভব হতে পারে। মনে করেই আমি বিস্মিত হচ্ছি । কিছুদিন আগের এক ঘটনার কথা বলছি। আশা করি আপনার স্মৃতির পাতা থেকে সেদিনের সে ঘটনাটা আজও মুছে যায় নি।

আর্থার বললেন, এই যে সেদিন আপনি মাথা ব্যাথায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন; বিছানায় পড়ে দাপাদাপি করছিলেন। এক জরুরী কাজের তাগিদে অকস্মাৎ সেখানে এসে পড়লাম। আপনার কষ্ট লাঘবের জন্য আমি রুমাল দিয়ে আপনার মাথা বেঁধে দিয়েছিলাম, মনে নেই?

হুবার্ত নির্বাক। আর্থার-এর দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

আর্থার বলে চললেন কেবলমাত্র রুমালের বাঁধন দিয়েই আমি স্বস্তি পাইনি। মাঝ রাত্রে আপনার অসুস্থতা চরম রূপ নিল। আমি উপায়ন্তর দেখতে না পেয়ে সজোরে আপনার মাথাটা চেপে ধরে আপনার রোগ নিরাময় ও স্বস্তি দানে প্রয়াসী হলাম। আর সেই আপনি এরকম জঘন্যতম কাজ করতে পারবেন, একথা বিশ্বাস করতেই উৎসাহ পাচ্ছি নে। আপনার বুকটা যদি সত্যিই পাথরের চেয়ে কঠিন হয়ে থাকে তবে অবশ্য মনে করব, আপনার সম্বন্ধে আমার এতদিনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আর এটাই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়ে থাকে তবে আর কিছুই যে অসম্ভব নয়।

যুবরাজ আর্থার।

আর্থার বলে হ্যাঁ, ঐ যে বললাম, পরমপিতা যদি এরকমই নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে তা কিছুতেই খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

সে তো অবশ্যই যুবরাজ।

একটা কথা জানবেন, আপনার প্রতি আমার যে চোখ দুটো মূহুর্তের জন্যও বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়নি, ভবিষ্যতেও তা করবে না, এরকম নিষ্পাপ চোখ দুটোকে আপনি নিজে হাতে কানা করতে পারবেন না বলেই আমার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। আপনার হৃদয় যদি পাষাণ হয়ে থাকে তবুও না!

হুবার্ত বলে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। এটাকে আমার প্রতিজ্ঞা বলেও মনে করতে পারেন যুবরাজ।

আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, নিজে হাতে উত্তপ্ত লোহার শিক দিয়ে আমার চোখ দুটো কানা করে দেবেন। না, আমি বিশ্বাস করতে উৎসাহ পাচ্ছিনে, আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা—

অবশ্য এটাকে রসিকতা মনে করলেও আমার কিছুই করার নেই যুবরাজ। যা সত্যি তাই বললাম। বিশ্বাস করানোর দায়িত্ব তো আমার নয়।

তবে কি লোহার শিক থেকেও আপনার হৃদয় কঠিন বলেই আমি মনে করব?

দেখুন স্বর্গ থেকে কোন দূত এসেও যদি আমাকে বলে হুবার্ত তোমার চোখ দুটো উত্তপ্ত লোহার শিক দিয়ে কানা করে দেবে—কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। তাই বলছি কি, যা সত্যি—

আর্থার-এর মুখের কথা শেষ হবার আগেই বুটের গোড়ালি ঠুকে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারজন গাট্টা-গোট্টা ঘাতক একগাছা দড়ি ও টকটকে লাল একটা লোহার শিক নিয়ে ঘরে আসে। সবার চোখে মুখে হিংস্রতার ছাপ স্পষ্ট।

ঘাতকদের আকস্মিক উপস্থিতি আর্থার-এর মনে অবর্ণনীয় ভীতির সঞ্চার করল।

আর্থার ভয়ালদর্শন ঘাতকদের দিকে দেখে বারকয়েক ঢোক গিলে গলাটাকে ভিজিয়ে নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কে কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে বললেন—হুবার্ত, দেখছেনই তো, ভয়ে আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে একেবারে কাঠ। পা দুটো কেমন থরথরিয়ে কাঁপছে। আর বুকের মধ্যে যেন কোন্ অদৃশ্য দৈত্য অনবরত হাতুড়ি পিটে চলেছে। তুমি আমাকে রক্ষা কর হুবার্ত—রক্ষা কর! আমি তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। ভয়ালদর্শন ঘাতক আর তাদের হাতের উত্তপ্ত লোহার শিকটা দেখেই আমার চোখ দুটো যেন দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে। আমি অন্ধ হয়ে যেতে বসেছি। আমাকে বাঁচাও, রক্ষা কর হুবার্ত।

হুবার্ত ঘাতকদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, লোহার শিকটা আমার হাতে দাও। আর তোমরা দড়িটা দিয়ে একে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল! কোনরকম সহানুভূতির চিহ্ন যেন তোমাদের চোখেমুখে প্রকাশ না পায়।

ঘাতকরা প্রভু হুবার্ত-র নির্দেশে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আর্থার বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন, হুবার্ত বলছ কি? তুমি কি সত্যি আমার প্রতি এ নিষ্ঠুরতম আচরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নাকি আমার মন পরীক্ষা করছ?

হুবার্ত নীরবে ঘাতকদের কাজ দেখতে লাগলেন।

যুবরাজ আকূল স্বরে বললেন, এমন নিষ্ঠুরও তুমি হতে পারলে হুবার্ত। চমৎকার! আমি আর মিছে আবেদন করব না। মনকে শক্ত করে বাঁধছি। কিছুতেই বাধা দেব না। নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকব, কথা দিচ্ছি। কিন্তু তোমার এ ষণ্ডামার্কা লোকগুলোকে বল আমাকে যেন না বাঁধে। সামান্যতম বাধাও দেব না। ঘাতকরা বিদায় নিলে দেখবে, নিরীহ মেষশাবকের মত আমি আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমার একটাই অনুরোধ বাঁধবেন না, আর ষণ্ডামার্কা যমদূতদের এখান থেকে তাড়িয়ে দিন।

হুবার্ত যুবরাজের শেষ অনুরোধ মেনে ঘাতকদের স্থান ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। ঘাতকরা বিদায় নিলে হুবার্ত বললেন, আসুন যুবরাজ। আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি। আপনি এবার আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। মনকে শক্ত করে আমার সামনে এসে অচঞ্চল পাথরের মূর্তির মত হাঁটু গেড়ে বসুন।

যুবরাজ আর্থার বার কয়েক ঢোক গিলে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন আমার ব্যাপারটা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা যায় না। অন্য কোন শাস্তি প্রদান—

না, অন্য কোন শাস্তি আপনার জন্য বরাদ্দ করা যায় না। চোখ দুটো উপড়ে নেওয়াই আপনার কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি।

হুবার্ত, তোমার চোখে একটা পাথর তো দূরের কথা একটা ধূলিকণা যদি বাতাসে উড়ে এসে পড়ত তবেই বুঝতে পারতে কী মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। মুহূর্তকাল থেমে একটু দম নিয়ে আর্থার আবার বলতে শুরু করে ঐ ঐ দেখ টকটকে লাল লোহার শিকটা কেমন তামাটে হতে হতে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। ঐটা তোমার বাঞ্ছা পূরণ করতে পারবে না।

ম্লান হেসে হুবার্ত বললেন, এটা কিছুমাত্রও সমস্যার ব্যাপারই নয়। অনায়াসেই আবার গরম করে নেওয়া যেতে পারে।

আর্থার বলে, আবার গরম করবে? না, এমন কাজও করো না। আমার শোকে অভিভূত হয়েই ওটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

আপনার জেনে রাখা ভাল যুবরাজ, এক ফুঁয়ে আমি নিভে যাওয়া আগুনকে আবার জ্বেলে দিতে পারি। টকটকে লাল করতে পারি তামাটে লোহার শিকটাকে।

সত্যি যদি তাই হয় তবে বুঝব আমার বিড়ম্বিত ভাগ্যের জন্য তা আবার লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। তোমার কোন ক্ষমতাই এতে কাজ করছে না। একটা কথা হয়ত তোমার অজানা নয় যে, কুকুর যত প্রভুভক্তই হোক না কেন তাকে বার বার বিরক্ত করলে সে মনিবকেই দাঁত বসিয়ে দেয়। তেমনি পুনঃ প্রজ্জ্বলিত আগুন তোমাকেই দগ্ধে মারবে।

হুবার্ত কয়েকে মুহূর্ত আর্থারের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে কি ভেবে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন না, আমি হেরে গেছি যুবরাজ তোমার কাকা তাঁর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তিও যদি আমাকে দান করেন তবু তোমার চোখে উত্তপ্ত লোহার শিক কিছুতেই আমি—

হুবার্ত-এর কথা শেষ হবার আগেই আর্থার আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে এবার তোমার মধ্যে আবার সেই সদাশয় সজ্জন হুবার্ত ফিরে এসেছে।

হুবার্ত আর্থার-এর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন কিন্তু যুবরাজ, আমি যে মহাফ্যাসাদে পড়লাম। আপনার কাকাকে বলতে হবে আপনি মৃত। নইলে আমাকে হয় শূলে চড়াবেন, না হয় গর্দান নেবেন। মূহুর্তকাল নীরবে ভেবে বললেন—যান যুবরাজ আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। কিভাবে আপনার কাকার কাছে কথাটা উপস্থাপন করা যায়, ভেবে দেখি।

ইংল্যাণ্ড। রাজা জন-এর প্রাসাদ।।

রাজা জন-এর দ্বিতীয় অভিষেক উপলক্ষে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা উপস্থিত হয়ে রাজার প্রতি আনুগত্য ও শুভেচ্ছা জানালে রাজা জন হাসিমুখে অতিথিদের বললেন, আপনারা যে অমূল্য সময় ব্যয় করে অভিষেক উৎসবে যোগদান করেছেন, উৎসবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানি য়ে আপনাদের ছোট করতে চাই না।

অতিথিরা সমস্বরে বলে উঠলেন—মহারাজ, আমরা আজকের অভিষেক অনুষ্ঠানের আগে পারিষদ হিসাবে আপনার পাশাপাশি থেকে আপনাকে প্রজাপালনে সাহায্য

সহযোগিতা করে জীবন ধন্য জ্ঞান করেছিলাম। আজকের দ্বিতীয় অভিষেকেও আমাদের রাজসেবা ও প্রজার হিতসাধনে সুযোগ দেবেন, আশা করছি।

রাজা জন হাসি মুখে বললেন, আপনাদের আমি নিজের ডান হাত বলেই জ্ঞান করি, অতএব আজকের অভিষেকের পরও একই রকমভাবে আপনাদের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা প্রত্যাশা করব, আশ্চর্য কি?

পোসবেকের আর্ল বললেন, মহারাজ উপস্থিত সুধীজনের হয়ে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি—যুবরাজ আর্থার সম্মন্ধে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তাঁর মুক্তিদানের কথা কিছু ভেবেছেন কি? তাকে অন্ধকারে আটকে রাখার জন্য রাজ্যের সর্বত্র চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে অবহেলা করলে একদিন তা গৃহযুদ্ধের রূপ নিলেও কিছুমাত্রও আশ্চর্য হবার নয়। প্রজাদের জিজ্ঞাসা করুন। মহারাজ কেন তার বালক আত্মীয় আর্থারকে কারাগারে বন্দী রেখে তাঁর জীবনটাকে ধংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন? প্রজাদের বুকের আগুনকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে যদি এভাবে বন্দী করে রাখেন তবে তা অবশ্যম্ভাবী ভয়ঙ্কর রূপ নেবে, যার ফলে রাজ্য জুড়ে জ্বলবে অশান্তির আগুন। আমাদের তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেশের ও আপনার নিজের হিতসাধন করুন।

রাজা জন বললেন আমি মনে করি রাজ্য মানে আপনারাই। অতএব আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এক পা-ও অগ্রসর হতে উৎসাহী নই। আপনাদের ইচ্ছার মূল্য দিতে গিয়ে আমি আর্থারকে হাসি মুখে মুক্তি দিলাম।

এমন সময় হুবার্ত সেখানে এসে বিষণ্ণ মুখে জানালেন, যুবরাজ আর্থার ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

হুবার্ত-এর কথা শুনে রাজা জন বললেন, জন্ম আর মৃত্যুর ওপর মানুষের কোনই হাত নেই। মানুষ যতই চেষ্টা করুক অমোঘ মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারে না। হে পারিষদগণ, আমরা চেয়েছিলাম আর্থারকে বেঁচে থাকার অধিকার ভোগ করতে দেব। কিন্তু পারলাম কি? আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক আগেই সে ইহলোক ত্যাগ করেছে। বড়ই পরিতাপের সঙ্গে বলতেই হচ্ছে, হতভাগ্য আর্থারকে বাঁচাতে পারলাম না। আপনারা তো এঁর মুখে শুনলেনই আর্থার পরলোকে পাড়ি জমিয়েছে।

আর্থার মৃত্যুবরণ করেছে কঠিন রোগে ভোগার ফলে প্রচার করা হল।

রাজা জন স্বীকার করলেন না, তাঁর আদেশে আর্থারকে হত্যা করা হয়েছে।

হুবার্তও বললেন না যে তিনি তাকে হত্যা করেছেন। আবার প্রকৃত রহস্যটাও তিনি রাজার কাছে গোপন করলেন।

তাকে প্রাণে না মেরে তাঁরই ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

যুবরাজ আর্থার মারা গিয়েছেন সবাই জানলেন। আর্থার স্বয়ং এবং হুবার্ত কেউ-ই জানলেন না যে তাঁর মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা।

ব্যাপারটা অন্যদের মধ্যে কতখানি দাগ কাটল বোঝা না গেলেও স্যালিসবেরি কিন্তু ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক বলে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে

বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ মৃত্যুর পিছনে কোন না কোন গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে। আর এ-ও নিশ্চিত যে জঘন্যতম কাজটা মহান ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। ঠিক আছে, আমি যা ভালো বুঝছি করছি। স্যালিসবেরি ক্ষোভের সঙ্গে সেখানে থেকে বিদায় নিলেন।

স্যালিসবেরি বিদায় নিলে তাকে অনুসরণ করে পেসব্রোক তাকে সদর দরজার কাছে ধরে ফেলে বললেন আমিও ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি পুরো দস্তুর। আমি হয়ত যুবরাজ আর্থারকে খোঁজার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব, আর কিছু না হোক যদি সত্যিই তঁর মৃত্যু হয়ে থাকে তবে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে তাকে তা উদ্ধার করতে পারব।

রাজা জন-এর কাছ থেকে পারিষদগণ এক এক করে বিদায় নিলে রাজা আপন মনে বলতে লাগলেন, লর্ডগণ আমার উপর ক্ষিপ্ত। কৃতকর্মের জন্য আমিও তো কম অনুশোচনায় দগ্ধে মরছি না। কথা বলতে বলতে তিনি উদভ্রান্তের মত ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন।

এমন সময় অনুচর এসে রাজাকে জানালেন, সীমান্ত যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। শত্রুসৈন্য ফরাসীরা উল্কার বেগে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অনুচরটি এও বলে, গত তিনদিন আগে প্রায় উন্মাদিনী অবস্থায় লেডী কন্সট্যান্স মারা গেছেন। আর গত পয়লা এপ্রিল রাজা জন-এর মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে।

একের পর এক দুঃসংবাদ শুনে ক্ষিপ্ত রাজা অস্থিরচিত্তে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন। অন্তহীন হতাশা আর হাহাকার তার মনকে যারপর নাই বিষিয়ে তুলল। এমন সময় সন্ন্যাসী পিটার আর ফিলিপ এলে জন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তাদের বসতে দিলেন।

ফিলিপ উপযুক্ত সম্ভাষণ করে বললেন আপনার আদেশে গীর্জার অর্থ আদায় করতে গিয়ে সন্ন্যাসীদের পিছন পিছন ঘোরার সময় চোখকান খোলা রেখেছিলাম। প্রজারা আপনার উপায় খুবই ক্ষুব্ধ। চাপা গুঞ্জনও এ সন্ন্যাসী শুনেছেন, ভগবান যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পরদিনই মহারাজকে নাকি রাজমুকুট ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। প্রয়োজনে আগন্তুক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

কি হে সন্ন্যাসী, এমন সব আজগুবি কথা বলে তুমি প্রজাদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছিলে?

হ্যাঁ, আমি প্রচার করছিলাম বটে তবে আমি যা জানি, যা বাস্তবে পরিণত হবেই তা-ই প্রচার করছিলাম। তবে তা আজগুবি বা উদ্ভট হলেও তা সত্যি হবেই।

রাজা জন ক্রোধে ফেটে পড়ে প্রতিহারীকে ডেকে সন্ন্যাসীকে কারাগারে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে বললেন, যেদিন একে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব সেদিন আমি রাজমুকুট মাথায় তুলব, তার আগে নয়।

এক প্রতিহারী সন্ন্যাসীকে নিয়ে চলে গেল।

ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজা জন-এর সীমান্তে হাজির হলে হুবার্ত চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বললেন মহারাজ, প্রজাদের মধ্যে অদ্ভুত কথা প্রচার হয়েছে। কে বা কারা যে এমন একটা অবিশ্বাস্য কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে, উদ্দেশ্যেই বা কি কিছুই বুঝতে পারছি না।

উদ্ভট কথা। তোমার উদ্ভট কথাটা কি,বল তো?

আমার নয় মহারাজ। প্রজারা বলাবলি করছে।

যা-ই হোক, হুবার্ত বলে প্রজাদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আকাশের গায়ে নাকি পাঁচ পাঁচটি চাঁদের উদয় হয়েছে। অনেকেই দেখেছে চারটি নাকি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে! একেবারেই অচঞ্চল। আর পঞ্চমটি স্থির চাঁদ চারটিকে প্রবল বেগে অনবরত চক্কর মেরে চলেছে। বৃদ্ধরা ভেবে আকুল। এর ফল নাকি অশুভ, ভয়ঙ্কর। আর যুবরাজ আর্থার-এর মৃত্যুর ব্যাপারটা তো একেই ছাড়িয়ে গেছে।

হুবার্ত, আর্থার-এর মৃত্যুর কথা বার বার বলে, কেন আমার মনকে বিষিয়ে তুলছেন? আপনার হাত দিয়েই তো তার মৃত্যু হয়েছে, ঠিক কিনা?

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু প্ররোচনা তো অবশ্যই আপনার। আমি আপনার আদেশ পালন করেছি মাত্র। তার মৃত্যুর সম্পূর্ণ দায়ভার তো আপনারই।

ভুলে যাবেন না হুবার্ত, রাজাদের খামখেয়ালির মাশুল চিরদিনই তার অধীন কর্মীদের দিতে হয়। আমি যখন আপনাকে নিষ্ঠুরতম কাজটা করতে বললাম তখন যদি আপনি সে কাজ করতে আপত্তি করতেন, ভাবভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতেন আমার চিন্তাধারা ঠিক পথে ধাবিত হচ্ছে না, তবে হয়ত আমার আদেশের দায়ভার আপনার ওপর বর্তাতো না। আপনি মশাই আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে গা-বাঁচাতে উঠে পড়ে লেগে গেছেন। আপনি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যান।

হুবার্ত এবার বললেন—মহারাজ, চরমতম বিপদ দরজায় কড়া নাড়ছে। বিবাদের সময় এটা নয়। আমরা পরস্পরের দোষ গুণ খুঁজতে গেলে দেশের ও নিজেদের ভয়ঙ্করতম সর্বনাশই ডেকে আনব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, যুবরাজ আর্থার জীবিত।

রাজা জন উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, জীবিত। যুবরাজ আর্থার জীবিত! যাক—শীঘ্র গিয়ে উত্তেজিত লর্ডদের শান্ত করুন হুবার্ত। প্রজাদের সামনে তাকে হাজির করে উত্তেজনার অবসান ঘটাবার ব্যবস্থা করুন।

লর্ড প্রেসব্রোক এবং স্যালিসবেরি রাতের অন্ধকারে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে যুবরাজ আর্থার-এর সমাধি খুঁজতে বেরিয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের রাজাদের এবং রাজপরিবারের অন্যান্য মৃতব্যক্তিদের প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে সমাধিস্থ করা হয়ে থাকে। সদ্যমৃত যুবরাজকেও অবশ্যই সমাধিস্থল করা হয়েছে ভেবে তারা সেই সমাধিস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। সমাধিস্থলের চারিদিকে উঁচু প্রাচীর। একটা মাত্র দরজা।

এদিকে প্রাচীরের উপর উঠে যুবরাজ আর্থার আত্মহত্যার উদ্যোগ করছেন। হুবার্ত-এর দুর্বল মনের সুযোগ নিয়ে তখনকার মত প্রাণে বেঁচে গেলেও সবার চোখে ধূলো

দিয়ে দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে না ভেবে আর্থার আত্মহননকেই অন্যতম পথ হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

এদিকে লর্ড পেসব্রোক এবং স্যালিসবেরি আবছা অন্ধকার প্রাচীরের উপর আর্থারকে দেখে চমকে উঠলেন। তারা আচমকা বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন কে? কে ওখানে? যদি প্রাণে বাঁচতে চাও সাড়া দাও।

তাঁদের মুখের কথা শেষ হবার আগেই যুবরাজ আর্থার চোখে দুটো বন্ধ করে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে অন্ধকার সমাধিস্থলে লাফিয়ে পড়লেন উঁচু প্রাচীরের ওপর থেকে।

একটা ছায়ামূর্তির মত প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে থাকা আর্থারকে আর দেখতে না পেয়ে লর্ড পেসব্রোক আর স্যালিসবেরি খুবই ভীত হয়ে পড়লেন। আবার রহস্যজনক ব্যাপারটা সম্মন্ধে কৌতূহলও কম হল না। লর্ড পেসব্রোক হাতের মোমবাতিটাকে শক্ত করে ধরে লম্বা পায়ে এগিয়ে চললেন। স্যালিসবেরি তাকে অনুসরণ করলেন।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে লর্ড পেসব্রোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার সবকটা স্নায়ু সচকিত হয়ে উঠল। মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠল। মোমের আলোয় দেখলেন, যুবরাজ আর্থার-এর রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা প্রাচীরের গায়ে এলিয়ে পড়ে আছে।

এমন সময় হুবার্ত লর্ডদের কোথাও খুঁজে না পেয়ে শেষ সম্বল সমাধিস্থলে উপস্থিত হলেন।

হুবার্তকে দেখেই লর্ড পেসব্রোক ও স্যালিসবেরি যুবরাজ আর্থার-এর মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ী করলেন এবং পিশাচ, শয়তান ও নরঘাতক প্রভৃতি বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করে গালমন্দ করতে লাগলেন।

কিন্তু হুবার্তও নিতান্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপারটা সম্মন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। এক ঘন্টা আগেও যার সঙ্গে কথা বলে গেছেন, এখন তাঁরই রক্তাপ্লুত মৃতদেহ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে দেহটাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

ক্রোধোন্মত্ত পেসব্রোক ও স্যালিসবেরি হুবার্ত-র ওপর ঘৃণা ও ক্রোধ অন্তরে চেপে রেখে সমাধিস্থল থেকে বেরিয়ে এলেন।

এদিকে রাজা জন-এর প্রাসাদে প্রজাদের ধর্মীয় প্রতিনিধি কার্ডিনাল প্যাণ্ডালফ উপস্থিত হলে রাজ্য তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন এবং প্যাণ্ডালফের আকস্মিক আগমনের কথা জানার জন্য মানসিক চাঞ্চল্য বোধ করতে লাগলেন।

ক্যার্ডিনাল প্রজাদের অসন্তোষের কথা রাজা জনকে জানালেন। যুবরাজ আর্থার-এর মৃত্যু যে তাদের বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছে একথা তিনি বারবার রাজার কাছে ব্যক্ত করলেন।

সব কিছু শুনে রাজা জন-এর চোখে মুখে বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা ভেবে কার্ডিনালকে বললেন, আমার রাজগৌরবকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আপনি আমাকে এ গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিন। তাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, মহামান্য পোপের নামে, সম্পত্তি হিসাবে আমার রাজমুকুট এবং সিংহাসন ফিরিয়ে নিন। আর ফিরিয়ে নিন আমার রাজকীয় যাবতীয়

অধিকার।

আপনার বাঞ্ছা পূরণ করতে আমি সম্মত। কিন্তু সর্বাগ্রে আপনি আমার সঙ্গে চলুন। উত্তেজিত ফরাসীদের সঙ্গে কথা বলে যে কোন ভাবে তাদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করতে হবে। সবার আগে দেশের নিরাপত্তা ও প্রজাদের শান্তির কথা ভাবতে হবে। সত্যি বলতে কি আপনি বারবার মহামান্য পোপের বিরোধিতা করেছিলেন বলেই আমি আড়াল থেকে চাবিকাঠি নেড়ে এরকম জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলাম। এখন আপনি নিজেকে শুধরে নিয়েছেন ভেবে আনন্দিত। অচিরেই রাজ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে।

রাজা জন বললেন, আজ ভগবান যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন। সেদিন তো সন্ন্যাসী বলেছিলেন আজকের পবিত্র দিনে আমাকে রাজমুকুট হারাতে হবে। হ্যাঁ, বাস্তবেও তাই হল। তবে আমার এ কাজ আমাকে দিয়ে বলপূর্বক করানো হবে। কিন্তু এখন স্বেচ্ছায় করলাম।

এমন সমর ফিলিপ এসে রাজা জনকে জানলেন একমাত্র কেন্ট ছাড়া আর সর্বত্রই ইংল্যাণ্ডের পরাজয় হয়েছে। সবই হারাতে হয়েছে। আর রাজা জন-এর অনুগত লর্ডগণ হাসিমুখে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন?

রাজা জন সবিস্ময়ে বললেন, সে কী? আর্থার জীবিত জেনেও কি তাঁরা স্বদেশের পক্ষ ত্যাগ করে ফরাসীর পক্ষে যোগ দিয়েছেন?

আসলে তা নয়। আর্থার-এর মৃতদেহ পথের ধারে পড়ে রয়েছে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তারা কি করে বিশ্বাস করবেন আর্থার জীবিত?

কিন্তু দুবৃত্ত হুবার্ত যে আমাকে বলে গেল আর্থার জীবিত। তবে কি সে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে?

না, তাঁর প্রতি এরকম মনোভাব পোষণ করলে অবিচারই করা হবে মহারাজ। আর্থার আত্মহত্যা করেছেন। আর হুবার্ত-র অজান্তেই তা ঘটেছে। কিন্তু মহারাজ আপনাকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে যে, চোখে মুখে হতাশার ছাপ—শক্ত হোন। এখন সবার আগে দরকার অটুট মনোবল আর কঠোর প্রতিজ্ঞা।

না, এদের আর দরকার হবে না। পোপের প্রধিনিধি এখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ডফিন-এর সৈন্যদের নিবৃত্ত করার সার্বিক দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিয়েছেন।

ফিলিপ রাজার কথায় যেন আচমকা হোঁচট খেলেন। বিষণ্ণমুখে স্বগতোক্তি করলেন, এ কী করলেন মহারাজ! এ যে আত্মবিক্রয়ের সামিল। রীতিমত অপমানকর সন্ধি।

রাজা জন বিমর্ষমুখে আর্থার-এর পরিণতির কথা ভাবতে লাগলেন। এদিকে প্যাণ্ডালফ-এর উদ্যোগে রাজা জন রোমের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

সন্ধির কথা শুনেও লুই অস্ত্র পরিত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তাঁর মতে পরিস্থিতি তাকে এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে আর পিছু হাঁটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি না দেখে তিনি ফিরছেন না। সশস্ত্র লুই ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে চললেন। রক্তে তাঁর বইছে যুদ্ধের উন্মাদনা।

এদিকে রাজা জন যখন হুবার্ত-এর সঙ্গে পরামর্শ করছেন সেই সময় একজন দূত হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়ে রাজা জনকে বললেন, মহারাজ বীর যোদ্ধা ফ্যালকনব্রিজের কাছ থেকে জরুরী বার্তা নিয়ে ছুটে এসেছি।

বল, কি সে জরুরী বার্তা?

বীর যোদ্ধা ফ্যালকন ব্রিজের ইচ্ছা আপনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করুন।

কারণ? তাঁর এরকম নির্দেশের কারণ জানতে পারি কি?

সে তো আমার জানার কথা নয়। আমি তো বার্তাবাহক মাত্র।

ভাল কথা। তাঁর আর কোন নির্দেশ—

হ্যাঁ, নির্দেশ আরও একটা আছে বটে, তবে তা আপনার জন্য নয়, আমার জন্য।

ও, তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তিনি আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে আপনি কোনপথে এবং কোন দিকে গেছেন তা যেন সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করি।

ম্লান হেসে রাজা জন বললেন, তোমাকে এত কষ্ট করে আমার গতিবিধির উপর নজর রাখার দরকার নেই। তাকে গিয়ে তুমি বলবে, আমি সুইনস্টেডের গীর্জায় যাচ্ছি। সেখানেই অবস্থান করব।

এমন সময় আর এক বার্তাবাহক ব্যস্তভাবে রাজার কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মহারাজ খুবই শুভ সংবাদ । ডফিনের যে বিশাল নৌবহর আজই এসে পড়ার কথা ছিল তা আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বালির চড়ায় আটকা পড়ে গেছে। খবরটা রিচার্ডের কানেও দেওয়া হয়েছে। ফরাসী বাহিনী হতোদ্যম হয়ে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে।

রাজা জন বললেন, আমি সুইনস্টেড গীর্জায় যাচ্ছি। কথা বলতে বলতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চললেন।

রাজা জন সুইনস্টেড গীর্জায় অসুস্থ ও রোগশয্যায় শায়িত হয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে ফরাসীরাজ অভাবনীয় উপায়ে প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে হাত শক্ত করে নিয়েছেন।

এদিকে ইংল্যাণ্ডের যেসব লর্ড স্বদেশের পক্ষ ত্যাগ করে ফরাসীরাজের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং প্রাণপণ লড়াই করে রাজা জনকে প্রতিরোধ আত্মনিয়োগ করিয়েছিলেন তারা পড়লেন মহা ফাঁপরে। তারা জানতে পারলেন যুদ্ধ মিটে গেলে তাদের শিরোচ্ছেদের চিন্তা করা হয়েছে। ফরাসীরাজের বক্তব্য যাঁরা স্বদেশের মাটি ছেড়ে এসে হাসিমুখে শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন তাঁরা যে কোন সময় ফরাসীরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত করতেও দ্বিধা করবেন না।

এদিকে ইংল্যাণ্ডসহ ফরাসী শিবিরে যখন লুই ও তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধের গতিবিধি পর্যালোচনা করছেন তখন একজন বার্তাবাহক এসে জানাল কাউন্ট সেন্ট নিহত হয়েছেন। ইংরেজ লর্ডগণও বেকায়দায় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছেন। তাঁরাও পরাজিত।

এদিকে সুইনস্টেড গীর্জার অদূরবর্তী ও ফিলিপ-এর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। রাজা জন গীর্জার একটি ছোট ঘরে একান্তে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেই ক'দিন তিনি বাস

করছেন। হুবার্ত-এর মুখে একথা শুনে ফিলিপ বললেন, মৃত! কিভাবে তিনি মারা গেলেন?

স্বাভাবিক মৃত্যু না।

তবে? তবে কি তাকে হত্যা করা হয়েছে?

হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে রাজা জনকে।

কিভাবে? ছুরিকাবিদ্ধ না কি—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই হুবার্ত বললেন, না।

তবে?

বিষ প্রয়োগ করে রাজা জনকে মারার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হয়েছে? বিষ পেলেন কোথায়? পেলেনই বা কিভাবে, জানেন কিছু?

হুবার্ত চোখে জ্বলন্ত ঘৃণার ছাপ এঁকে বললেন, এক শয়তান সন্ন্যাসীর কাজ। তার পেট ফেটে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

আপনি পালিয়ে এলেন কেন?

আপনি তো জানেনই আমি তার বিরাগভাজন হয়েছিলাম ভুল বোঝাবুঝির জন্য। তাই এ সময়ে কাছে থাকলে আমার ওপর দোষ চাপা কিছুমাত্রও বিচিত্র নয়। মশাই, সাধু সন্ন্যাসীরা এমন নিষ্ঠুর হতে পারে ভাবতেও উৎসাহ পাই না।

ফিলিপ বললেন, এমন দুঃসময়ে মহারাজকে একা ফেলে চলে আসা হয়ত আপনর উচিত হয় নি।

লর্ডগণ ফিরে এসেছেন। তাঁরা সংবাদ পেয়ে ছুটোছুটি করে তাঁর ঘরে যাচ্ছেন দেখলাম। রাজা জন লর্ডগণকে ক্ষমা করেছেন।

আমি তো মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। আপনি কি অনুগ্রহ করে দেখিয়ে দেবেন, কোন ঘরে তিনি আছেন? আমার আশঙ্কা তিনি হয়ত আমি পৌঁছবার আগেই দেহ রাখবেন।

হুবার্ত শত আপত্তি সত্ত্বেও ফিলিপকে সঙ্গে নিয়ে গীর্জার দিকে ফিরে চললেন।

এদিকে সুইনস্টেড গীর্জার উদ্যানবাটিতে, স্যালিসবেরি, যুবরাজ হেনরি এবং লর্ডগণ রাজা জন-এর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার সময় যুবরাজ হেনরী কথাপ্রসঙ্গে বললেন পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন। রাজাকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে কি না কিছুই বলা যাচ্ছে না। তাঁর শরীরের সবকটা শিরা-উপশিরার রক্তই বিষাক্ত হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় পরিস্থিতি এখন চিকিৎসকের হাতের বাইরে চলে গেছে।

এমন সময় পেসব্রোক সেখানে এসে বললেন মহারাজকে মুক্ত বাতাসে নিয়ে এলে শ্বাসক্রিয়ার সুবিধা হবে। আপনারা একটু আগে যে অবস্থা দেখেছিলেন, এখন একটু সুস্থ বলেই মনে হল। হেনরি বললেন, রোগ ব্যাধি দীর্ঘ সময় দেহে আশ্রয় করে থাকলে ব্যাথা-বেদনা অনেকাংশে লোপ পায়। আমি কিন্তু দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, অন্তিম সময় আগত প্রায়। অচিরে তিনি চিরনিদ্রায় সমাহিত হবেন। যুবরাজ হেনরির চোখের কোলে জলবিন্দু দেখা দিল।

যুবরাজ হেনরিকে প্রবোধ দিতে গিয়ে স্যালিসবেরি বললেন মনকে শক্ত করুন যুবরাজ! মাথার উপর কাজের পাহাড়। মহারাজ যেসব কাজ অপূর্ণ রেখে গেছেন, যত কঠিনই হোক না কেন, সেগুলোর দায়িত্ব তো আপনার ওপরেই বর্তাবে। আপনি যদি এভাবে ভেঙে পড়েন তবে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা তো আপনার পূর্ণ করা সম্ভব হবে না। চলুন আমরা মহারাজের কাছে ফিরে যাই। কথা বলতে বলতে তাঁরা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত রাজা জন-এর ঘরে ফিরে গেলেন।

রাজা জন একটু দম নিয়ে কেটে কেটে মাতা মেরীর অপার করুণায় আমার জীবনীশক্তি অনেকাংশে ফিরে এসেছে সত্য, কিন্তু বুকের মধ্যে থেকে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছি। কোন অদৃশ্য হাত যেন সজোরে আমার কণ্ঠ শক্ত করে চেপে ধরেছে।

হেনরি সামান্য ঝুঁকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন মহারাজ, এখন কেমন বোধ করছেন?

রক্তে বিষক্রিয়া যদি শুরু হয় তবে কি আর নিস্তার দেয়? তোমরা আমাকে এখন মৃত বলেই মনে করতে পার।

হেনরি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মহারাজ আপনাকে শান্তি দেবার তিলমাত্র ক্ষমতাও যদি আমার থাকত তবে যত কঠিনই হোক সে কাজ, আমি অবশ্যই দ্বিধা করতাম না।

শোন আমার শিরায় শিরায় যেন নরকের আগুন দাউ দাউ জ্বলছে।

ফিলিপ বললেন মহারাজ, আপনাকে একবারটি চোখের দেখা দেখার জন্য এতটা পথ উদ্ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে এসেছি।

আর কি দেখবে ফিলিপ! আমার জীবনতরীর পাল এখন একটামাত্র সূতোয় এসে ঠেকেছে। একটা দমকা বাতাসে সেটুকুও গেল বলে।

মহারাজ বিশাল সেনাদল নিয়ে ডফিন এদিকেই আসছেন। আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা কিভাবে যে তাঁর মোকাবিলা করব, ঈশ্বরই জানেন। এমন দুঃসময়ে—

তাঁর কথা শেষ করার আগেই রাজা জন ঢলে পড়ে গেলেন। নিঃসাড় তার দেহ। ফিলিপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মহারাজ, আপনি তবে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলেই গেলেন। আমার ওপর দিয়ে গেলেন প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্বভার। আমি জানি না, আপনার অন্তিম ইচ্ছাকে কতখানি বাস্তব রূপ দিতে পারব। তবে আপনার নিঃসাড় দেহ স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করছি —যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপনার সেবা করে যেতে পারলে জীবন ধন্য জ্ঞান করব। পালন করব আপনার শেষ নির্দেশ।

জুলিয়াস সীজার

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোমের রাজপথ। তার কঠিন বুকে চঞ্চল জনস্রোত। একটু অপেক্ষা। ঐ আসছে, ঐ তো, ঐ তো সেই বিজয় বাহিনী। ঐ তো আকাশে জয়ের লাল সূর্য। বাতাসে একটা গর্জন। সেটা কার জন্যে? কার জন্যে আজ গৃহ ছেড়ে পথমাঝে অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত রোমের নাগরিক। কে সে?

অপেক্ষা করছে জনগণ। অপেক্ষা করছে রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র তথাকথিত আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবি অভিজাতদের দল। কিন্তু তাঁদের পৃথক পৃথক অপেক্ষার রঙ কি?

যে আসছে তাঁর অভিধানে লেখা আছে জনগণের স্বাধিকার। তাদেরই প্রতিনিধিরা তাই স্থান পেয়েছে সীনেটে। খর্ব করা হয়েছে ধনী সম্প্রদায়ের ক্ষমতা। ফলে আগত এক নায়কের সামনে গড়ে উঠেছে একটা বিরুদ্ধতার প্রাচীর।

জনতা জয়ধ্বনি করছে। অভিজাতদের মনে জ্বলছে ক্রোধের আগুন।

জনতার উল্লাসে নীরব আমলাতন্ত্র হঠাৎ সোচ্চার হয়ে ওঠে ট্রিবিউনের হৃদয়ে জনগণের প্রতি এতটুকু করুণা নেই।

দুই ট্রিবিউন ম্যারুল্ল্যাস ও ক্লোডিয়াস হঠাৎ এগিয়ে যায়। অদূরে দেখা যায় সেই বীর নায়ক। উল্লাস যত বাড়ে ট্রিবিউনদের মনে ক্রোধ তত বাড়ে। সম্মুখে বিশাল জনতা। তাদের উদ্যেশ্যে ছুঁড়ে দেয় ক্লেদভরা বক্তব্য। তাদের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ্য করে ক্লোডিয়াস বলেন কি ব্যাপার কাজ ফেলে অযথা ভিড় জমিয়ে চীৎকার করছিস কেন। কি করিস তুই।"

"আজ্ঞে আমি ছুতোর।"

ম্যারুল্লাস আগ বাড়িয়ে বলেন "তা তোর যন্ত্রপাতির তোরঙ্গ কোথায়? তার উত্তর পাবার আগে আরেকজনকে বলে এ্যাই শোন তোর পেশাটা কিরে?"

লোকটা রসিক। উত্তরের ভঙ্গীটা এমন হলো যাতে চামারও বলা যেতে পারে আবার পুরুতও বলা যায়। ম্যারুল্ল্যাসের চোখে ক্রোধের পূর্বাভাস। লোকটি তবু রসিকতা করতে ছাড়ে না। ম্যারুল্লাস এবার সত্যিই ক্রোধে ফেটে পড়ে।

বুদ্ধিমান মানুষ ক্লোডিয়াস। পরিবেশটাকে হাল্কা করে জিজ্ঞাসা করলেন "আজ কি তোদের দোকান বন্ধ?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে?"

সীজার আসছে যে, তাকে দেখবো, তার জয়ধ্বনি করবো।

সীজার। হ্যাঁ সীজার আসছে আজ রোমের পথ ধরে। সারা মুখে জয়ের উচ্ছলতা। পাশে সাথে এগিয়ে চলেছে নিযুথ বিজয়বাহিনী।

ম্যারুল্লাসের ক্রোধ যেন সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায়। চীৎকার করে বলেন "সীজার সীজার সীজার! সে আসছে তো হয়েছেটা কি! কি মণি মাণিক্য নিয়ে আসছে যার জন্য তোদের এই জয়োল্লাস। তোরা কি বীর পশীকে ভুলে গেছিস। মনে কি পড়ে না, তোদের এই প্রাসাদেই তোরা জয়ধ্বনি দিতিস? মনে কি পড়ে না তোদের সেই জয়ধ্বনিতে টাইবার কেঁপে উঠত? আজ—আজ সেই পশীর রক্তেই বসন রঞ্জিত করে সীজার আসছে। তোরা কিনা তাঁরই জয়ধ্বনি করছিস। ধিক্ ধিক্ তোদের। ওরে ক্ষমা চেয়ে নে এই বেলা দেবতার কাছে। না হলে সমূহ বিপদ সামনে।"

ক্লোডিয়াস চতুর। পরিস্থিতি উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে তাই শান্ত স্বরে বলেন "তোমরা অবুঝ, যে অপরাধ না জেনে করছো, তার জন্য সমগ্র দরিদ্রদের একত্রিত করে টাইবারের তীরে কাঁদো, তোমাদের চোখের জলে টাইবার আরো স্ফীত হোক। দুকূল ভাসিয়ে দিক সেই স্ফীত চোখের জলে।

মূর্খ জনতা নিমেষে হয় শান্ত। পথ নেয় ফিরে যাবার। ক্লোডিয়াসের মনে চাপা জয়োল্লাস। ম্যারুল্লাসকে, দেখলে তো ওরা কেমন নিজেদের অপরাধী মনে করেছে। ওরা এখন আমাদের মুঠোয়। আমি যাচ্ছি একদিকে রুমি বরং রাজধানীর দিকে যাও। এদিকে যাও দেখি মূর্তিগুলো সাজানো যদি হয়ে থাকে, তবে তার সজ্জা আমি নিজে হাতে ছিঁড়বো।

ম্যারুল্লাস শিহরিত, "না আজ এই লুপারকালিয়া উৎসবে সজ্জা বিনষ্ট করা আদৌ সম্ভব নয়।

"সম্ভব করতেই হবে। মুছতে হবে সীজারের বিজয় চিহ্ন। স্তব্ধ করতে হবে তাঁর জয়োল্লাস। রাজপথ থেকে আমি তাড়াবো ওই কুকুরদের। তুমিও থাকবে। তারপর দেখবে বিচ্ছিন্ন জনগণ ছাড়া কেমন ভাবে সীজার প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেই মূহুর্তে আমাদের কার্যসিদ্ধি করবো।"

জয়ের প্রারম্ভ থেকেই সীজারের বিরুদ্ধে শুরু হলো গোপন চক্রান্ত। এই মাত্র যার শিখাটি প্রজ্বলিত করলো দুই ট্রিবিউ ন আমলাতন্ত্রবাহক। সুদূরে এর পরিণাম নির্ণয় করবে কাল। জনান্তিক রইলো দর্শক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লুপারকালিয়া।

উর্বরতার দেবতা। নারী ও প্রকৃতি উভয়কেই উর্বরা করেন।

আজ সেই লুপারকালিয়া উৎসব। অর্ধনগ্ন পুরুতের দল কশা নিয়ে ছুটে চলে নগরের পথে। সামনে দাঁড়ায় বহু বন্ধ্যানারী। পুরুত কশা সমেত হাত উপরে ওঠায়—তারপর একটা শব্দ। একটা আর্তনাদ। ব্যাথায় না পুলকের কে জানে। তবে বন্ধ্যা নারী নাকি সেই

কশাঘাতের শব্দে সন্তানের পদধ্বনি শুনতে পায়।

এই রূঢ়তা সত্য না সংস্কার প্রশ্ন করতে পারবে না কেউ। কেননা এধারা প্রবাহিত হচ্ছে সুদূর অতীত থেকে। যার কোনো পরিবর্তন নেই। এর প্রতিবাদ নেই। হয়তো প্রতিবাদের সেই ভাষাটি তখনো আবিষ্কার হয় নি। এর প্রতিবাদ নেই। কুসংস্কারকে সত্য জেনে বন্ধ্যা নারীরা উলঙ্গ হয়ে সারা অঙ্গে পাপ নেয় কশাঘাতের। ভিন্ন স্বাদের এক কামনায় পুলকিত হয় মন। মনে মনে কল্পনা করে—ঐ তো স্বর্গ হতে নেমে আসছে দেবদূত— যার অদৃশ্য অবয়ব সন্তান হয়ে প্রবেশ করছে তাদের উদরে। আগামী প্রভাতে যে জন্ম নেবে রোমের মাটিতে। মা বলে ডাকবে— কিন্তু সত্যই কি তা। জনান্তিক কি বলে।

কল্লোলিত জনতা। উল্লসিত পবিত্র মানুষ। উদ্দাম বাদ্যধ্বনি। সম্মুখে সীজার। পাশে চতুর্থ স্ত্রী ক্যালপর্নিয়া। আছে ক্যাশিয়ান কাস্‌ক। আছে ব্রুটাস ও তার স্ত্রী পোর্সিয়া। সাথে অভিজাত বন্ধুগণ। পেছনে অযুত জনতা।

এরই মধ্যে সীজারের মুখে একটু মিহি শব্দ—ক্যালপর্নিয়া।

উল্লাস স্তব্ধ।

নিঃসন্তান সীজার। কিন্তু মিশরের রাণী ক্লিয়োপেট্রার পুত্র। যার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে সীজারের রক্ত। সে আজ টলেস্মি বংশের কুলরক্ষাকারী। তবুও সে সীজারের কেউ নয়। সীজার আজ সন্তানের জন্য আকূল। তার ইচ্ছা ক্যালপর্নিয়ার জঠরে আসুক বৈধ সন্তান। সে আগামীতে সীজারের উত্তরাধিকারী হবে।

মনের কথা খুলে বললেন তার একান্ত প্রিয় বন্ধু এন্টনীকে। সে যখন আসবে তখন সে ক্যালপর্নিয়া তার সামনে দাঁড়ায় লুপারকালিয়া উৎসবের চিরাচরিত প্রথা তাঁর উপরেও যেন আরোপ করা হয়। যদি তার আকাঙ্ক্ষিত আশার ফুলটি প্রকাশ্য সূর্যালোকে প্রস্ফুটিত হয়। এ্যান্টনী সীজারের আদেশ অনুগতের মতো গ্রহণ করে।

ক্রীড়াভূমির পথে সীজার অগ্রসররত। আবার বেজে ওঠে বাজনা, আনন্দের বাজনা, জয়ের বাজনা। আকাশে প্রতি প্রান্তরে বাতাস পৌঁছে দেয় তার তান। সেই ঐকতানের মাঝে হঠাৎ কে যেন তাঁর নাম ধরে ডেকে ওঠে—সীজার।

সীজার চমকিত—কে ডাকে, কে আমাকে ডাকে।

মূহুর্তে ঐকতান রূপ নেয় নীরবতায়।

সীজার আবার বলেন—কে ডাকে। কোথায় তুই। কি চাস? ঘন জনতার মাঝে সীজার তাঁকে খুঁজে পায় না। শুধু এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—সাবধান সীজার। পনোরোই মার্চ সাবধান।

সীজার চঞ্চল হয়। কে এমন নিয়তির নির্ঘোষের বাজনা বাজালো, কে তুই সামনে আয়।

কিন্তু কণ্ঠস্বর কণ্ঠস্বরই থেকে যায়। তার স্বরূপ দেখা যায় না।

সীজার কুসংস্কার মানে না। কিন্তু তবুও অজানা আশঙ্কায় তাঁকে বিচলিত করে। সে

দেখতে চায় কে শোনালো এমন বাণী।

ব্রুটাস বললেন— ও এক দৈবজ্ঞ। অদূর ভবিষ্যৎকে ও সম্পূর্ণ নির্ধারণ করতে পারে।

সীজারের অনুরোধে জনতার ভীড় ঠেলে সেই দৈবজ্ঞ এসে সামনে দাঁড়ায়।

তাকে দেখতে পেয়ে সীজার আবার প্রশ্ন করেন কি বলছিলে তুমি আবার বলো।

"আগামী পনোরোই মার্চ সাবধান সীজার"

সীজার অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। তুমি উন্মাদ .... তাঁর অট্টহাসির সাথে বোল তোলে দামামা। তুমি উন্মাদ ...তুমি উন্মাদ!

সীজার আবার এগিয়ে যায় ক্রীড়াভূমির দিকে। কিন্তু ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস দাঁড়িয়ে থাকেন। ক্যাসিয়াসের কাছে বিদায় চান ব্রুটাস। ক্যাসিয়াস যেতে চান ক্রীড়াঙ্গনে কিন্তু ব্রুটাস চলে যাবেন শুনে আ হত কণ্ঠে বলেন—আসলে তুমি আমায় ভালবাস না ব্রুটাস তাই না?

—না বন্ধু না। তুমি যা ভাবছো তা নয়। তুমি উপলব্ধি করতে পারছ না আমার অন্তরের সংগ্রাম। তাই তো তুমি ভুল বুঝছো।

ক্যাসিয়াস ব্রুটাসের কথা শুনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করেন—আচ্ছা তুমি কি তোমার মুখটাকে লক্ষ্য করেছো?

ব্রুটাস চমকে ওঠেন। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলেন—চোখ নিজের প্রতি। অন্যের অবয়বই তার লক্ষ্য বস্তু। —ভুল নয়, দুঃখ এই তোমার এমন কোনো মুকুর নেই যার মধ্যে নিজের সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি দেখবে। রোমের মানুষ আজ সীজারের অত্যাচারে জর্জরিত। তাঁরা তো পথে ঘাটে চিৎকার করে বলছে "ব্রুটাসের যদি এতটুকু উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকত।"

শিহরিত হন ব্রুটাস। সীজার তাকে বন্ধু বলে জানেন, তাই ব্রুটাস বলেন, যা আমার চোখের বাইরে, তাকে আমি দেখবো কিভাবে? তুমি আমায় অযথা বিপদে ঠেলে দিতে চাও কেন বন্ধু?

এতক্ষণ শুধু আকারে -ইঙ্গিতেই ক্যাসিয়াস তাঁর সীজার বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন। এবার সেই ইঙ্গিতের পর্দা উন্মোচিত করে বললেন তোমার সত্যিই কোনো মুকুর নেই। তাই আজ হতে আমি তোমার মুকুর। আমার কাছ থেকেই জানতে পারবে তোমার আশা আকাঙ্খা।

অদূর থেকে হঠাৎ ভেসে আসে সীজারের জয়ধ্বনি।

ক্যাসিয়াস এ জয়ধ্বনিতে কি মনে হচ্ছে না তার, সীজারকে রাজা বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। বললেন ব্রুটাস।

ক্যাসিয়াসের মনস্কামনা যে পূর্ণ হতে চলেছে। তাই তিনি উল্লসিত। ব্রুটাসের ভাবনাকে আরো গভীর করার অভিপ্রায়ে তিনি বললেন—শোনো বন্ধু, তোমাকে আমি চিনি। তোমার চরিত্রকে আমি জানি। তাইতো তোমাকেই বেছে নিলাম জনগণের স্বার্থে মহান

কর্তব্যবোধে। একই জলহাওয়া একই খাদ্যে বর্ধিত আমরা সবাই তবু সীজার সবার ওপরে কেন?

ব্রুটাসের চোখে বিস্ময়ের ছায়া। ক্যাসিয়াস বলে যেতে থাকে। আমি তুমি কেউ সীজারের অপেক্ষা কম কিছু নয়। আমরাও সীজারের মতো শীতের রাতে উন্মুক্ত দেহে দূর্বার প্রান্তর পারাপার করতে পারি। জানো ব্রুটাস মনে পড়ছে এক দুর্যোগ দিনের কথা। ঝঞ্ঝাময়ী সেদিন।

টাইবারের উত্তাল তরঙ্গ প্রবল গর্জনে আছড়ে পড়ছে দুই তীরে। সীজারের সাথে আমি টাইবারের তীরে। সীজারের কি খেয়াল হলো আমাকে বললেন, ক্যাসিয়াস তুমি কি আমার সাথে এই উত্তাল টাইবারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। যেতে হবে ঐখানে। উত্তরের আসা না রেখে সীজার ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমিও পিছু পা হলাম না। ওঃ সে কি গর্জন টাইবারের।

মূহুর্তে বুঝি তলিয়ে নিয়ে যায়। সীজার ও আমি পেশলবাহু মেলে ভেসে চলেছি। আমাদের পণ আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবই। আর দেরী নেই। সামনেই লক্ষ্য আর একটু ....এমন সময় সীজারের আর্তনাদ উত্তাল তরঙ্গ ছাপিয়ে ওঠে....ক্যাসিয়াস আমাকে বাঁচাও.....আমি ডুবে যাচ্ছি। আর আমি তখন রোম্যান বীর ইনিয়াস যেমন বহ্নিমান ট্রয়-এর মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ পিতাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে ক্লান্ত মৃত্যুমুখ যাত্রী সীরাজকে টাইবারের রাক্ষুসে তরঙ্গের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। যার ভার বহন করলাম আমি। আজ সেই আমি'র দেবতা সীজার। মনে পড়ছে স্পেনের কথা। সীজার তখন সেখানকার অধিকর্তা। একসময় তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে তাঁর দেহের উত্তাপ। নিষ্প্রভ চোখ। বিবর্ণ ঠোঁট। মুখের আর্তনাদ করুণ থেকে করুণতর। আজ যে মুখে তিনি রোমের মাটিতে জীবিত অবস্থার বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেই মুখেই একদিন তিনি করুণ স্বরে প্রার্থনা করেছিলেন— তিতিনিয়াস একটু জল। সেই সীজারই আজ হলেন অধীশ্বর। আমরা হলাম তাঁর অধীনস্থ।

ক্যাসিয়াস থামতে চান না। কিন্তু হঠাৎ আবার জনতার বিজয়োল্লাস তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে যায়।

ঐ আবার বুঝি নতুন সম্মানে সীজারকে অভিষিক্ত করা হলো।

ব্রুটাসের কথায় ক্যাসিয়াস উত্তেজিত হয়ে বললেন—তাইতো দেখছি। সীজার দেখছি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আর কি চান তিনি। তিনি চেয়েছিলেন রোডস্ দ্বীপের কালোঘাসের পিতল মূর্তির মত, দাঁড়িয়ে থাকতে। যার পাদদেশ দিয়ে যেমন জাহাজ চলে যেত, ঠিক তেমনিভাবে আমরাও আজ তার পাদদেশে। বন্ধু এ দোষ যেন আমাদেরই সৃষ্টি। দুটি নাম সীজার আর ব্রুটাস। দুটোই সুন্দর। উচ্চারণে একই সুন্দর ধ্বনিত হবে। গুরুত্বে কেউ কারোর অপেক্ষা কম নেই। ব্রুটাসকেও জনতা ভালবাসে। অথচ দেখ সীজার ব্রুটাসের কত তফাৎ। একজন হুকুম করবে আরেকজন পালন করবে।

ব্রুটাসের সমস্ত দেহমন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতে চায়। তবুও শান্ত ধীর স্বরে

বললেন, ক্যাসিয়াস আমি বুঝি তোমার মনের বেদনা। কিন্তু পরিস্থিতি বড় জটিল, সবদিক দেখেশুনে তবে তোমায় আমার কথা জানাব। শুধু মনে রেখ, ব্রুটাস জনগণের সেবায় জন্মেছে, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ছায়ায় সে থাকবে। তার জন্য রোম যদি তাকে পরিত্যাগ করতে হয় তাতেও দুঃখ নেই।

ক্যাসিয়াস এখন ধীর। ব্রুটাসকে যে নিজের স্বমতে টানতে পেরেছেন, এইজন্য সে পুলকিত। তিনি বললেন আমি সত্যিই আনন্দিত আমার ব্যথা যে তুমি উপলব্ধি করতে পেরেছো, এর জন্য সত্যিই আমি আনন্দিত।

উৎসব শেষ হয়ে গেছে। সীজার ফিরে যাচ্ছেন। বিজয়ের দামামা, জনতার জয়ধ্বনি যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না। অজানা এক আশঙ্কার কালো কুয়াশা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। চোখের কোণে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। জনতা নত মস্তকে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে। সীনেটে বক্তৃতা মঞ্চের সীজারের একি রূপ? তাঁর এই আকস্মিক ভাবান্তর ক্যাসিয়াসও ব্রুটাসের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। এমনি পরিস্থিতির মধ্যে সীজারের একান্ত পার্শ্বসহচর এ্যান্টনীকে মনে পড়ে—এ্যান্টনী?

—আমি এখানে সীজার।

—আমার পাশে কিছু মোটা মাথাওয়ালা মানুষ এনে দিতে পারো। যারা রাত্রে শিশুর মতো ঘুমোয়। ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে সময় পান না। ক্যাসিয়াসের মত যাদের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় না ক্ষুধার্ত হিংস্র নীল আলো। —সীজার ক্যাসিয়াসকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া উনি একজন রোমের সম্ভ্রান্ত নাগরিক, অনেক গুণের অধিকারী তিনি।

সীজার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—ভয় আমি করি না। কিন্তু এ্যান্টনীওতো তোমার মত আনন্দ করে না। ফুল ফুটলে হাসে না। বাজনা বাজলে চঞ্চল হয় না। আর হাসেও যদি তবে মনে হয় হাসি থেকে ঝরে পড়ছে সহস্র বিষাক্ত কীট। যার দংশনে রোমের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মানুষের মন বিষাক্ত করে তুলবে আমি বিজয়ী সীজার, ভয় আমার অভিধানে নেই। তবু বলো বন্ধু তার সম্বন্ধে তোমার কি মত?

জনস্রোত আরো শিথিল হয়ে আসে। সীজার আর অপেক্ষা করেন না। আছে শুধু কাস্‌কা। একটু আগে ব্রুটাস তাঁকে ইঙ্গিতে চলে যেতে বারণ করেছেন। ব্রুটাস কাসকাকে নিভৃতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন—বলো কাস্‌কা খবর কি!

রসিক প্রিয় মানুষ কাস্‌কা। তাই তিনি একটু সরস ভঙিতেই মুকুট শিরধানের বর্ণনা করলেন—বুঝলেন একবার নয়, দুবার নয়, তিন তিনবার সিজারের মাথায় মুকুট চাপিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু তিনবারই তিনি প্রত্যাখান করলেন। তাইতো বার বার জনতা জয়ধ্বনি করছিলো। সে এক দারুণ ব্যাপার। মার্ক এ্যান্টনী একটা বাজে শিরোপা, সেটা আদৌ মুকুট নয় সেটা এগিয়ে দিতেই সীজার বাধা দিলেন। দ্বিতীয় বারও তাই। মনে হচ্ছিলো সীজারের যেন মন চাইছে না মুকুট ফিরিয়ে দিতে। তৃতীয়বার সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। ওদিকে জনতার উল্লাস। করতালির বাঁধ যেন ভেঙ্গে পড়ে। জনতা তাদের

মাথায় টুপি খুলে শূন্যে উড়িয়ে দেয়। জনতার মুখের বদ গন্ধ আর টুপির তেলচিটে গন্ধ। বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। সেই বিষাক্ত বাতাস সীজারের পক্ষে গ্রহণ করা অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফলে—

—ফলে যা হবার তাই। সীজার ভূপতিত মানে মূর্ছিত

কাস্‌কা ততক্ষণ সীজারের মৃগী রোগের বর্ণনা করলেন। ব্রুটাস সে কথা উত্থাপন করতে ক্যাসিয়াস বাধা দিয়ে বললেন বলার মাঝে কেমন যেন বিদ্রুপের সুর—ভুল বন্ধু, সীজারের সেরকম কোন রোগ নেই। যদি থাকে তবে সেটা কাস্‌কার।

কাস্‌কা ক্যাসিয়াসের কথায় কর্ণপাত না করে নিজের কথা বলে যেতে থাকেন—মূর্চ্ছা যাবার আগে সীজার কিন্তু আরো কয়েকটা কথা বলেছিলেন—।

—কী? ক্যাসিয়াস উদ্‌গ্রীব।

—বললেন হে আমার প্রিয় জনগণ। তোমাদের জন্য রাজ মুকুট কেন-আমার জীবনটা পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারি। তখন মনে হচ্ছিলো তাঁর মাথায় এক মুগুরের ঘা বসিয়ে মহামান্য সীজারের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিই। কিন্তু পারলাম না, তার আগেই তিনি অজ্ঞান। তারপরেই দেখি সীজার মিট্‌ মিট্‌ করে চোখ মেললেন, আস্তে আস্তে বললেন, আমার অজান্তে যদি কোন ভুল আমার দ্বারা হয়ে থাকে, তবে তা যেন জনগণ ক্ষমা করেন। ব্যাস আর যায় কোথায়। অমনী যত কুমারী যুবতী বধূ সব নারীর দল একেবারে গলে মোম। আরে বাওবা সীজার বলে কথা। তিনি যদি কারো শিরচ্ছেদও করতেন তাহলেও ঠিক অমনি গলে মোম হয়ে যেত।

ক্যাসিয়াস হঠাৎ নাম করা বক্তা কিকেরোর সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

—আর বলবেন না কি যেন মাথামুণ্ড গ্রীক ভাষায় বললেন তা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এই সব কথার মাঝেই জানা গেল মূর্তিগুলোর সাজসজ্জা বিনষ্ট করার জন্য মারুল্লাস ও ক্লোডিয়াসকে সীজার বরখাস্ত করেছেন।

ক্যাসিয়াস কার্সকাকে রাত্রে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন। কাস্‌কা বললেন— ক্ষমা করবেন একটা অন্য জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে। তবে ভোজের মত ভোজ যদি হয়, তবে আগামীকাল মধ্যাহ্নভোজে আসতে পারি।

কাস্‌কা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু ক্যাসিয়াস, ব্রুটাস তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। একসময় ব্রুটাস বললেন—ও যখন পাঠশালার পড়ত, তখন বেশ চালাক চতুর ছিল। কিন্তু এখন কেমন যেন ভোঁতা বুদ্ধি।

তুমি যা ভাবছ আসলে তা নয়। ও এখনো চালাক চতুর। আর এই ভোঁতামিটা একটা আবরণ মাত্র।

ব্রুটাসও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ক্যাসিয়াস তখন একলা নিজের সাথে বলছেন।

—হায় ব্রুটাস! তোমার প্রতি করুণা হয়। যে ব্রুটাস সীজারের এত প্রিয় পাত্র সে কিনা আজ তারই বিরুদ্ধে। ব্রুটাসের মহত্ব আজ ক্যাসিয়াস হরণ করেছে? কিন্তু ক্যাসিয়াস

যদি তোমার স্থলে থাকত আর তুমি থাকতে আমার স্থলে। তাহলে এমনভাবে আমাকে অর্থাৎ ক্যাসিয়াসকে মহত্ব থেকে বিচ্যুত করতে পারতে না। ব্রুটাসকে এ পথে আনতেই হবে, সীজারের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করতে হবে। জনগণের নকল স্তুতি ব্রুটাস যখন নিজে হাতে সংযোজন করবে সীজারের মৃত্যুবান, তখনই শুরু হবে আসল নাটক। রোমের মাটিতে হয় ক্যাসিয়াস, নয় সীজার। রইলো জীবন পর্ব।

রোমের মাটিতে শুরু হলো চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের নতুন নাটক।

একদিকে সীজারের অকুণ্ঠ বিশ্বাস বন্ধুত্ব ভালবাসা ব্রুটাসের প্রতি, অন্যদিকে সেই ব্রুটাস ক্যাসিয়াসের মিথ্যা ছলনায় সীজারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ক্যাসিয়াসের চক্রান্ত আর হীনতার শিকার হয়ে সীজারের সামনে এক বিরূপতার প্রাচীর দাঁড় করাতে সচেষ্ট হলেন। মহৎ ব্রুটাস কখনো চান না এইভাবে সীজারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের আগুন জালাতে। কিন্তু তবু সেই চক্রান্তের আগুন জ্বলল। বুটাস কিন্তু বলতে চাইছেন কাল এসে তার বাক্য রোধ করছে।

জনান্তিক নির্বাক, নিঃশব্দ। সে ইতিহাসকে প্রশ্ন করে তারপর.............

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তারপর কেটে গেছে আরো দুই পক্ষ। আজ চোদ্দই মার্চ। দিনের সূর্য কখন যে চক্রান্ত করে রাত্রির আঁধারকে টেনে এনেছে বোঝা গেলো না। আর আঁধার এসেছে ঝঞ্ঝা। বিদ্যুৎ শিখা পলকে উঠছে চমকে। প্রকৃতি। প্রকৃতিও যেন জানিয়ে দিচ্ছে চক্রান্তের পূর্বাভাস।

আজকের রাতের বর্তমান জানে না আগামী কালের রঙ, রূপ, ওজন, গন্ধ কতটা। কাল কি হবে কে জানে। প্রকৃতি তার পূর্বাভাস জানালেও কেউ তা জানতে চাইছে না।

জনান্তিক তাই ইতিহাসের হাত ধরে। জনহীন অন্ধকার ঝঞ্ঝামুখর রাতে রোমের সর্পিল রেখা পথ এগিয়ে যায়। ফিরে ফিরে দেখে পথের দুধার। সারি সারি গৃহ। রুদ্ধ তার দ্বার। নেই দীপশিখা, নেই অভিসারিকা। রোমের পথে অবিরাম বৃষ্টির হানা। কিন্তু কোথায় শান্তি কোথায় শীতলতা। বৃষ্টিধারা যেন অগ্নিকণা, রাজজাগা কোনো পাখি হঠাৎ তার স্বরে চিৎকার করে ওঠে। শুধু কি চিৎকার না অশুভ কোনো ইঙ্গিতের শিখা? ইতিহাসও যেন মূহুর্তে থমকে পড়ে। কিন্তু রোমের মানুষের মনে নিশ্চিত ধারণা, প্রকৃতি আজ বয়ে নিয়ে আসছে আগামীর এক অশুভের বার্তা.........

কাসকা। রসিক কাস্‌কা। কিন্তু একি আজ তাঁর ভাব মূর্তি। উদভ্রান্ত কেন সে। চোখে কিসের আগুন? হাতে ওটা কি? তরবারি! কিন্তু কেন, কিসের জন্য উন্মুক্ত তরবারি হাতে আজ সে ঝঞ্ঝামুখর রাতে জনহীন এই পথে?

আকাশের বুক চিরে বিদুৎ হঠাৎ হেসে উঠলো। ওঃ কী বীভৎস তার হাসি। কাস্‌কাও হঠাৎ থমকে পড়ে। সম্মুখে আরেকজন।

—ইতিহাস চিনতে পারো ও কে?

—হ্যাঁ জনান্তিক। উনি প্রখ্যাত বক্তা কিকেরো। কাস্‌কার কাছে যিনি উপহাসের পাত্র। মুখোমুখি কিকেরো আর কাস্‌কা।

কিকেরো জিজ্ঞেস করলেন—এমনভাবে উন্মাদের মতো কোথায় ছুটে চলেছো?

কাস্‌কার মুখে আজ যেন বাগ্মিতা ঝরে পড়ে—দেখছো না প্রকৃতি কেমন আজ অন্তরলীলায় মেতে উঠেছে। পৃথিবীর আয়ু ফুরিয়ে আসছে বন্ধু। দেখছো না একটি ক্রীতদাসের সর্বাঙ্গে আগুন জলছে। কেমন যেন অভাবনীয় সব ঘটনা। চারিদিকে কেমন যেন একটা অশুভ সংকেত..... .....

—আচ্ছা একটা কথা, জানো কি সীনেটের সভায় আগামীকাল সীজার আসবেন কি না?

—আসবেন।

কিকেরো চলে যান। উপস্থিত হন আরেকজন। তবে উদ্‌ভ্রান্তের মতো নয়, লঘু পদক্ষেপ।

—ক্যাসিয়াস!

—হ্যাঁ বন্ধু।

—কি ভয়ঙ্কর রাত তাই না?

—না বন্ধু তোমার মন যদি নির্মল পবিত্র হয়। তবে এ রাত তোমার কাছে স্বপ্নময় সুন্দর।

—এরকম রাত তো রোমের জীবনে কোনদিন আসেনি।

ক্যাসিয়াস বললেন—যারাই পৃথিবীর অনাচারকে উপলব্ধি করতে পারে, তারাই এ রাতকে চিনতে পারবে। আমি রোমের প্রতিটি গলি, রাজপথে ঘুরে ঘুরে নিজেকে সমর্পণ করেছি, ঝড়ের সম্মুখে নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড় করিয়েছি। কাস্‌কা বললেন—অযথা দেবতাকে রুষ্ট করেছো ক্যাসিয়াস? দেবতার কাছে মানুষ তো চিরকালই পরাস্ত।

ক্যাসিয়াসের ঠোঁটের কোণে একরতি ওজনের হাসি। তোমার সাত্যই মাথা মোটা। রোমের প্রতিটি জীবনে যে স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন তার এক কণাও তোমার নেই। একটু যদি ভাবতে, তাহলে বুঝতে পারতে। আজকের এই অশনি সংকেত কেন।

মূহুর্তের জন্য ক্যাসিয়াস ভেবে নিলেন কিছু। তারপর আবার বললেন—জানো কাস্‌কা এমন একজন কেউ আছে যে এই দুর্যোগপূর্ণ রাতের মতোই ভয়ংকর। বিদ্যুতের মতো তার চোখের দৃষ্টি। বজ্রের মতো তার হুঙ্কার।

—আমি জানি তিনি হচ্ছেন সীজার তাই না?

—কেউ একজন হবেন। সেটা ভাববার নয়। ভাবছি আমাদের কথা। আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহদের কথা। যাদের একটুকু শৌর্য আজ আমাদের মধ্যে নেই।

কাস্‌কা বললেন, আগামীকাল সীনেটে সীজারকে রাজপদে অভিষিক্ত করার কথা উঠবে। সীজারের হাতে সব ক্ষমতা। কিন্তু রাজা নাম এখনো ধারণ করেন নি। যার জন্য আজ ব্রুটাসের, তোমার ও আরো অনেকের আপত্তি। তাঁদর রাজনীতির বিচক্ষণতা নেই। রাজা শব্দটা তাদের কাছে যেন জনতন্ত্রের পরিপন্থী। কাসকার কথা শুনে শুষ্ক তৃণে অগ্নি

সংযোগের মতো জ্বলে উঠলেন ক্যাসিয়াস—তাহলে একথাও জেনে রাখো, আমার ভয়ঙ্কর ছোরাটি কোথায় আমূল বিদ্ধ হবে। মনে রেখো মানুষের মনের শক্তির কাছে পৃথিবীর তাবৎ শক্তি তুচ্ছ।

কাস্কা বললেন—আমিও মানুষ আমিও পারি এমনি ভাবে নিজের জীবন নিজে ধ্বংস করতে। প্রতিটি দাসত্বের জীবন তা পারবে।

চক্রী ক্যাসিয়াস কাসকার কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁকে সে সীজারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করতে হবে। পৃথিবীর বুক থেকে সীজারের অস্তিত্ব বিলীন করতে হবে। আর সেই জন্যই কূটনৈতিক বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ক্যাসিয়াস শুরু করলেন সীজারের বিরুদ্ধে কুৎসা গাইতে—রোমের জনগণ সবাই নপুংসক। কাপুরুষ। সীজার গহীণ অরণ্যের সিংহ, আর আমরা সবাই ভেড়ার দল। আমরা যদি ভেড়া না হতাম তাহলে সীজার কি সিংহের আস্ফালন করতে পারতো। আগুন জ্বালাবার জন্য খড়ের প্রয়োজন। আমরা সেই খড়ের মতো। আমরাই তার অগ্নিতেজকে আরো উদ্দীপ্ত করেছি।

কাস্কার মনে উত্তেজনার জোয়ার আসে। তিনি তাঁর সবল হাতটি বাড়িয়ে বললেন—ক্যাসিয়াস আমি তোমার কাপুরুষ ঘৃণিত চাটুকার কাস্কা নয়। তাই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমার নামটাও যোগ করে নাও।

ক্যাসিয়াসের মনস্কামনা পূর্ণ। সীজারের বিরুদ্ধে কাস্কাও আজ তার সাথে।

ক্যাসিয়াস ধীরে ধীরে যেন সফলতার পথে এগিয়ে যান। এবার পরিকল্পনা। কিভাবে আগামী কার্যোদ্ধার হবে। পরিকল্পনা একটা চক্রান্তের, পরিকল্পনা একটা ধ্বংসের। আর তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করছে যেন প্রকৃতি।

ক্যাসিয়াস এবার চক্রান্তের পর্যালোচনা করলেন। কিন্তু কাস্কা হঠাৎ তাঁকে বাধা দিলেন—অপেক্ষা করুন কে যেন এদিকে আসছে।

ক্যাসিয়াসের দৃষ্টি আগত পথচারীর দিকে.... মনে হচ্ছে সীনা কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার পথে ছুটে যাচ্ছে। ক্যাসিয়াস তাঁকে বাধা দিলেন।

—কি ব্যাপার এমনভাবে ছুটছো কেন?

—তোমাকেই খুঁজছি। ও কে? মেটালাস সীম্বার?

—ও আমাদের দলের আরেকজন কাস্কা। ভালকথা তাঁরা কি অপেক্ষা করছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু ব্রুটাসতো দলে এলো না।

আসবে আসবে। শোনো এই ইশ বিচারপতি ব্রুটাসের আসনে ছড়িয়ে দিও, এমন ভাবে দিও যেন তাঁর চোখে পড়ে। আর এগুলো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেবে। আর এগুলো সুদূর অতীতের সেই বীর জুলিয়াস ব্রুটাসের মূর্তির অঙ্গে সেঁটে দিও। সব কাজ সেরে পম্পীর রঙ্গালয়ের সামনে, যেখানে আমরা জমায়েত হচ্ছি।

সীনা যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিলেন, ঠিক তেমন ভাবে আবার চলে গেলেন।

আবার দুটি চরিত্র রোমের পথে। রাত্রি যত গভীর হয়। চক্রান্তও যেন তত ঘনীভূত হয়।

আজ রাত্রেই আমি ব্রুটাসের কাছে যাবো। বলতে গেলে তিনি প্রায় রাজী। কাস্‌কা তুমি কি বলো? প্রশ্ন রাখলেন ক্যাসিয়াস।

—মহামান্য ব্রুটাস তো জনগণের হৃদয়ের গভীরে। আমরা যা পাপ মনে করি মহামান্য ব্রুটাসের পক্ষে মহত্ব সেটা। সাগর বেলার বালুকণাও কোন মন্ত্র বলে তার কাছে স্বর্ণরেণু হয়ে যায়।

—খাঁটি কথা বলেছো কাস্‌কা। চলো সকালের সূর্যের রঙ গায়ে মাখার আগেই ব্রুটাসকে ডেকে তুলি। তাঁর সমর্থন বিনা আমাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না।

ওরাও অদৃশ্য হয়ে যায় মূহুর্তে।

এখনো ১৪ই মার্চের উজ্জ্বল যৌবন মাতামাতি করছে। মধ্যরাতের অভিসারিণী হয়ে রোমের নাগরিক জীবন শুরু করেছে বেলাল্লাপনা। তার হিংস্র কামনা যেন করেছে রোমের মাটিকে উত্তপ্ত। কেমন যেন একটা নিয়ম ভাঙার পালা শুরু হয়েছে।

আর কিছু সময়। তার পরেই এগিয়ে আসবে ১৫ই মার্চ। জ্যোতিষীর গণনায় এক অশুভ লগ্ন।

সীজার চিরকাল কুসংস্কার থেকে দূরে। তবুও আজ যেন কেমন চিন্তিত। তমসাচ্ছন্ন রাত্রির মাঝে তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন একটা অশুভের দীপশিখা। সে এগিয়ে আসছে—কাছে.....কাছে আরো কাছে।

১৫ই মার্চ এখনো দূরে। আগামী কাল কি হবে কে জানে। এমনও হতে পারে সীজারের বলিষ্ঠ লগ্নের ভয়ে দূরে সরে যাবে অশুভ লগ্ন। সেই লগ্ন এসে গ্রাস করবে সিজারের কুচক্রীদের। তারপর—তারপর হয়ত দেখা যাবে। সীজার নিশ্চল নিশ্চিন্ত হয়ে রোমের সিংহাসনে শান্তির বাতাসের সাথে কথা বলছেন, আর কু-চক্রী যত হীন ষড়যন্ত্রকারীরা নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা করছেন। কিন্তু এ সবই কল্পনা, যা বাস্তব সে তো জন্ম নেবে আগামী কাল ১৫ই মার্চ।

এখন একটু বিশ্রাম নাও জনান্তিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৫ই মার্চ।

ভোরের সূর্য এখনো নিদ্রামগ্ন। প্রবল বর্ষণে দুয়ারে দাঁড়াতে তার যেন অনীহা। অশনি গর্জন তার নিদ্রাকে ব্যাঘাত করে। তবুও সে চোখ মেলে না।

কি ব্যাপার জনান্তিক এখনো তুমি বৃষ্টিতে ভিজছো।

—হ্যাঁ ইতিহাস। নাটকের সম্পূর্ণ যবনিকা না দেখে বিশ্রাম নিতে ভালো লাগছে না।

—এসো তবে। চলো ব্রুটাসকে দেখে আসি। আসন্ন ঊষা লগ্নে জেনে আসি তাঁর মনের অভিপ্রায়। তিনি সীজারকে ভালবাসেন। তাঁর আনুগত্য আছে। কিন্তু এই মূহুর্তে

তার অভিব্যক্তি কিরূপ হবে জানি না। চলো ব্রুটাসের ইন্দ্রিয়র মাঝে প্রবেশ করি।

দেখো জনান্তিক ঐ যে সামনে যে গৃহটা ওটাই ব্রুটাসের। এসো সন্তর্পণে দেখো ব্রুটাসের যেন নিদ্রাভঙ্গ না হয়।

কিন্তু একি ইতিহাস। সারা রোমবাসী যখন গভীর নিদ্রমগ্ন ব্রুটাস তখনও জেগে।

জেগে তো থাকবেন। ওঁর মনে যে এখন অর্ন্তদ্বন্দ্বের ঝড় বইছে।

ব্রুটাস?

একাকি উদ্যানে এক পদচারণায় ভ্রমণরত। নক্ষত্র বিহীন আকাশ। সময় বোঝা যায় না। তাঁর বালক ভৃত্য লুসিয়াসকে ডাকলেন। কিন্তু সাড়া নেই। হয়তো ঘুমিয়ে আছে। আবার ডাকলেন। তখনোও সাড়া নেই। আবার ডাকতে গিয়ে কেমন যেন থমকে পড়লেন। তাঁর মনে হলো—লুসিয়াসের মতো যদি অমনিভাবে ঘুমিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু ঘুম আসবে কোথা থেকে। ক্যাসিয়াস যে কথাগুলো বলে গেছেন, সেই কথাগুলো এখনো যেন মনের চারপাশে পেটা ঘড়ির ঘন্টার মতো ঢং ঢং করে বেজে চলেছে। সময়ের সীমা ছাড়িয়ে, নিয়মের বেড়া ডিঙিয়ে, ঘুম তো আসবে না। আবার ডাকলেন তাঁর ভৃত্যকে।

ঘুম জড়ানো চোখে লুসিয়াস এসে সামনে দাঁড়ালো।

—আদেশ করুন প্রভু।

—পাঠকক্ষের বাতিটা জ্বালিয়ে দাও।

—যে আজ্ঞে।

ব্রুটাস তখনো পরিক্রমা করছেন। আগামীকাল প্রভাতে সীজার ধারণ করবে রাজমুকুট। অর্থাৎ ওরা তাঁকে পরিয়ে দেবে বিষদাঁত। আর তখনই শুরু হবে সর্বনাশের পালা। মানুষ যখন মহিমময় হয়, তখনই অমঙ্গল এসে ভর করে।

না....কিছুতেই না। আচম্বিতেরাত্রির নীরবতাকে ভঙ্গ করে ব্রুটাস চিৎকার করে উঠলেন। যেমন করেই হোক সীজারকে ও পথ থেকে ফেরাতেই হবে। কিন্তু আবার একটা সংশয়, পরমূহুর্তেই আবার চিৎকার—না কিছুতেই না। আজ সীজারের অস্তিত্ব একটা সাপের ডিমের মধ্যে। কাল যে সেটা ফুটে সাপ হয়ে বেরিয়ে এসে কাউকে দংশন করবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অতএব প্রতিবাদ অনিবার্য।

হঠাৎ পাঠকক্ষের বাতি জ্বেলে দিয়েছি। কিন্তু জানলাতে একটা চিঠি পেলাম। এত গভীর রাতে.....!

চিঠির পাতায় ব্রুটাসের দৃষ্টি, প্রতিটি অক্ষর যেন এক একটা অগ্নিকণা। চোখে যেন উত্তাপ লাগে।

....হায় ব্রুটাস! তুমি কি এখনো ঘুমিয়ে। জাগো....দেখো জনগণ তোমার অপেক্ষার আছে। ওদের বাঁচাও ব্রুটাস......

এরকম চিঠি তিনি বহুবার পেয়েছেন। কিন্তু তবুও আজ এ চিঠি পড়ে রক্তে উন্মাদনা জাগছে। রোম কি তবে স্বৈরাচারীর কবলে শাসিত হবে? মন চলে গেলো সুদূর অতীতে....

জুলিয়াস ব্রুটাস.....অত্যাচারী টাকুইনকে তিনি পরাস্ত করেছিলেন।........আর আজকের সীজারেরও রক্তে জেগেছে অত্যাচারের নেশা। অতএব সীজারের ধ্বংস অনিবার্য। চিঠিটা আবার পড়লেন.....আবার.....বার বার। চিঠির ভিতর থেকে কে যে ব্রুটাসেকে উদ্দেশ্যে করে বলছে—

ব্রুটাস তুমি আঘাত হানো।

ব্রুটাস তুমি সোচ্চার হও।

হঠাৎ দ্বারে চঞ্চল করাঘাত। ব্রুটাসের মন বলে উঠলো কাল পনেরোই মার্চ। ক্যাসিয়াস যেদিন থেকে ষড়যন্ত্রে কথা শুনিয়েছেন, সেদিন থেকে তাঁর ঘুম নিয়েছে বিদায়। অহোরাত্র তাঁর মনে শুধু ষড়যন্ত্রের দামামা বাজছে। মনে সংঘাত। ইন্দ্রিয়ের সংঘর্ষ। উভয়ের মিলনই তো বিপ্লব জন্ম নেয়।

ব্রুটাস নিশ্চিত হলেন ধ্বংসের দিন সমাগত। কিন্তু মনের দ্বিধা এখনো তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। রাত্রির গভীরতায় চক্রান্তের ভ্রুন সৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্রুটাসের মনে যে চক্রান্তের ভ্রুন সৃষ্টি হয়েছে, প্রকাশ্য দিবালোকে সে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করবে? তখন তো শুধু আলো আর আলো।

ব্রুটাসের চিন্তার মাঝে প্রবেশ করেছেন চক্রান্তকারীর দল। ক্যসিয়াস সর্বাগ্রে আছেন সীনা, কাস্‌কা, মেটালাস, ডেসিয়াস, ট্রেবনিয়াস, সীম্বার প্রভৃতিরা। প্রত্যেকে নিজের স্বরূপকে ছদ্মবেশে আবৃত কবে রেখেছেন। ব্রুটাস জানতে চাইলেন এঁরা কি পরিচিত?

—হ্যাঁ। তারপর একে একে প্রত্যেকের সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন ক্যসিয়াস। একসময় নিভৃতে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস গোপন আলোচনায় মেতে উঠলেন।

ব্রুটাস সবাইকে ডেকে বললেন—প্রত্যেকের হাত একসাথে মিলিত করুন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যসিয়াস বললেন—এবার শপথ করুন। কিন্তু ব্রুটাস তার বিরোধিতা করে বললেন—শপথের কি প্রয়োজন। এগুলো দুর্বল চিত্তের জন্য। আজকের অত্যাচার অবিচার যদি আমাদের চিত্তে দূর্বলতার কারণ মনে হয় তবে আমাদের প্রতিরোধের প্রয়োজন নেই। আসুন যে যার অলস শয্যার সুখনিদ্রা যাপন করি। আর অবাধে চলতে দিন স্বৈরতন্ত্রের অত্যাচার। আমরা তার শিকার হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিই। যা শুকিয়ে যাওয়া মনের নদীতে সাহসের জোয়ার আনে। শক্তির তুফান ওঠে—তাহলে কি আর আমাদের শপথের প্রয়োজন আছে? জর্জরিত অনুতাপে, কিন্তু মন তো পবিত্র। আমাদের ব্রত কঠিন। আমরা কেন মিথ্যা শপথ করে সেই পবিত্র ব্রতকে কলঙ্কিত করবো। যারা কথা দিয়ে কথা রাখে না তারা তো জারজ সন্তানের নামান্তর। আলোচনা চলে চক্রান্তকারীদের—আসন্ন যজ্ঞে শুধু কি সীজারই বলি হবেন।

—তার একান্ত প্রিয় সহচর এ্যান্টনীকে এর মধ্যে আনবেন না। সীজার বলি হবেন আর্দশের জন্য। ব্যক্তিগত ক্রোধ বা বিদ্বেষ নয়। যারা বলি দেবেন তাঁরা তো পেশাদার নন। কশাই নন। তারা তো দেশমাতৃকার আদর্শ সন্তান। ব্রুটাস আরো বললেন—আমরা সীজারের লক্ষ্য ও আত্মার পরিপন্থী। আত্মার স্থূল দেহ নেই, তার রক্তপাত হয় না।

আমরা যদি সেই আত্মাকে বলি দিতে পারতাম তহলে বিনা রক্তপাতে সীজারকে ধ্বংস করতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়। আত্মাকে বলি দেওয়া যায় না। বলি দিতে হবে সীজারের দেহকে। সুতরাং তার রক্তপাত ঘটবেই। সাথীরা এসো, দেশের কল্যাণে আমরা সীজারকে ধ্বংস করি, তবে ক্রোধে নয়।

ক্যাসিয়াস কিন্তু এই সোজা কথাটা বুঝতে, চায় না। ব্রুটাস তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে, কেন বুঝতে চাইছো না ক্যসিয়াস। এ্যান্টনী একটা বিলাসী ভাবপরায়ণ। দূরের পেটা ঘড়িতে পর পর তিনটে গম্ভীর যান্ত্রিক শব্দ হয়। আসে বিদায় নেবার পালা। ক্যাসিয়াসের মনে তখনও উদ্যোগ আকুলতা। সীজার এখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। দুর্যোগরাতে যদি পনেরোই মার্চের ভবিষ্যত বাণী স্মরণ করায়, তাহলে নিশ্চয় তিনি সীনেটে আসবেন না। তখন কি হবে?

ডেসিয়াসের মনে কিন্তু অন্য ধারণা, তিনি বললেন, পৃথিবীতে সবাই প্রশংসায় নিজেকে মূহুর্তে বিলিয়ে দিতে পারে। তার ওপর একটু চাটুকারিতা করলে তো কথাই নেই।

ক্যাসিয়াস যেন একটু ভরসা পেলেন। ঠিক হলো সকালে আটটা ঘন্টা পড়ার কালে সীজার আসবে সভায়। ডেসিয়াস হবে তাঁর পথপদর্শক।

রাত শেষ হয়ে ভোর হলো। বিদায়ের মুহূর্তে ব্রুটাস বললেন —মনের শঙ্কা মুছে ফেলে মুখে উৎফুল্লের ভাব আনুন। রোমের রঙ্গমঞ্চে আজকে আপনারা প্রধান অভিনেতা। মনের সংকল্প মনে থাক, মুখে থাকুক সীজারের প্রতি আনুগত্যের ভাব।

বিদায় নিলেন সবাই। ব্রুটাস আবার একা। ভোরের স্বচ্ছ আলোয় লুসিয়াসের নিদ্রিত মুখখানা দেখে কেমন যেন একটা ঈর্ষার ভাব ফুটে উঠলো মুখে। কিন্তু তবুও তিনি ডাকলেন না। আবার তিনি চিন্তায় মগ্ন। বারবার প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পাইনি, উল্টে তুমি আমায় ইশারায় স্থান পরিত্যাগের নির্দেশ দিলে। এতে কি মনের উদ্বেগ বাড়ে না কমে, বলো জবাব দাও।

স্ত্রীর কথায় ব্রুটাস নিরুত্তাপ বললেন—আমি অসুস্থ পোর্সিয়া।

—বিজ্ঞ ব্রুটাস তাহলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন।

—নিয়েছি। এবার তুমি যাও প্রিয়ে। পোর্সিয়ার মন বলল ব্রুটাস যদি সত্যিই অসুস্থ হন তবে এই হিমমাখা ভোরে মলিন বসনে আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? মুখে বললেন, না প্রিয় এ তোমার মনের রোগ। আর তা জানবার অধিকার আমার আছে। আমার যে রূপে তুমি একদিন মোহিত হয়েছিলে, যে ভালবাসার অঙ্গিকার করেছিলে, সেই প্রেমকে সামনে রেখে আমার অনুরোধ—বল প্রিয় আজ তোমার মুখে এরকম বিষণ্নতার ছায়া কেন?

ব্রুটাস তবুও নিঃশ্চুপ। পোর্সিয়া বারবার অনুরোধ করলেন, অভিমানে কিছুটা ভারী হয়ে ওঠে, কণ্ঠে তারই সুর—এই বুঝি তোমার ভালবাসা। এই বুঝি তোমার অঙ্গীকার—

ব্রুটাসের বুকটা পোর্সিয়ার কথায় অধীর হয়—না প্রিয়ে না—ওকথা বোলোনা, সত্যিই তুমি আমার প্রিয় ধর্মপত্নী। আর তোমার ভালবাসার রক্তধারা একই ধারায় প্রবাহিত।

একে আমি অস্বীকার করতে পারি না পোর্সিয়া।

—যদি তাই হয় তবে তোমার এই অস্থিরতার কারণ কি? তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো সে কথা দ্বিতীয় কেউ জানতে পারবে না। আমি স্বেচ্ছায় নিজের উরুতে আঘাত করে তোমার বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছি। এর পরেও কি তুমি কোন প্রমাণ চাও?

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দে ব্রুটাস পোর্সিয়াকে বললেন—এবার তুমি ভিতরে যাও, সময় মতো সব কথা বলব।

লাইগেরিয়াসকে নিয়ে লুসিয়াস প্রবেশ করলেন। লাইগেরিয়াস অসুস্থ তবু তিনি ব্রুটাসের সব কথা শুনে বললেন—আমার অসুস্থতার কথা চিন্তা কোরো না, বল কি তোমার আদেশ।

—এ এমনি আদেশ যা জড় বস্তুতে প্রাণ সৃষ্টি করে।

—আমি জানি না আমার কাজ কি, আর জানতেও চাই না, ব্রুটাস আদেশ দিচ্ছে এই আমার যথেষ্ট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভোর হয়ে গেছে রোমের পথে, দুর্যোগ এখনও বিদ্যমান। আকাশে বজ্রনিনাদ, মাঝে বিদ্যুৎচমক, জাগেনী মানুষ, শুরু হয়নি কোলাহল। বৃষ্টি ছুটে চলে, বাজিয়ে তার উজ্জ্বল পায়ের মল। সীজার কি এখন জেগে? রাত্রিবাস কি তার অঙ্গে? হ্যাঁ, সীজারের চোখে আজ ঘুম নেই। সারা চোখে রাতজাগা পাখির ক্লিষ্টতা।

ক্যালপোর্নিয়া তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হাতের কাছে কামনার ধন। সীজার তবুও পলকে পলকে দুঃস্বপ্নে চমকে উঠছেন তিনি। চিৎকার করে বললেন—ওই কে যেন সীজারকে হত্যা করছে, বাঁচাও—কে আছো বাঁচাও। তাঁর এই দুঃস্বপ্ন ভরা আর্তনাদে সংস্কারবিহীন সীজারের মনেও কুসংস্কারের ডঙ্কা বেজে ওঠে। ভৃত্যকে ডেকে আদেশ দিলেন এখুনি যাও পুরোহিতের কাছে।—দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে জেনে এসো দিনের শুভ ও অশুভ বার্তা।

ভৃত্য চলে যায়, সীজার অস্থির চিত্তে পদচারণা করতে থাকেন, ক্যালপোর্নিয়া আসেন সীজারের পাশে, তিনি যোগ্য সহধর্মিণী নন। তাঁর মনে থাকতে পারে কোনো নারী সুলভ উচ্চাকাঙ্খা কিন্তু স্বামীর অনুপ্রেরণা যোগাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি সাধারণ নারী—বরনারী হওয়া অনেক দূরে। তাই তিনি সীজারকে বললেন—আজকে কি তুমি সিনেটে যাবে?

সীজার বললেন—আমি জানি অমঙ্গলের বিভিষিকা আমার পিছনে পঙ্গপালের মত ছুটে আসছে, কিন্তু তবুও আমি আজ সিনেটে যাব।

দুর্বলা নারী ক্যালপোর্নিয়া আতঙ্কে কম্পমান কণ্ঠে বললেন—শুভ অশুভ সূচনায় আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু তবুও যেন আজ মনে হচ্ছে কোন অশুভ প্রেতাত্মার দল আপনাকে ধ্বংস করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসছে। তাদের জ্বলন্ত চক্ষু হতে

রাশি অগ্নিবৃষ্টি যেন আপনার চলার পথে বহ্নিমান প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। আপনি যাবেন না প্রিয়, দয়া করে আপনি যাবেন না।

সীজার যেন আজ বিচলিত। ক্যালপোর্নিয়া উত্তরে বললেন, বিধির বিধান যদি তাই হয় তবে সীজার নিরুপায়।

—না, তা হয় না, অশুভ মহতের উপর এসে আঘাত হানে। ভিখারী যখন পথে পৃষ্ঠ হয়ে মারা যায় তখন আকাশে ধূমকেতু দেখা যায় না। কিন্তু ওই ওই ধূমকেতুরই বহ্নিমান পুচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কোন মহতের মৃত্যুতে।

সীজার বললেন, ক্যালপোর্নিয়া—ভীরু মরে বারবার, সাহসী মরে একবার। কিন্তু তবুও আমার আশ্চর্য লাগে কেন যেন—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি জেনেও আমরা তাকে ভয় করি, মৃত্যুকে সবার ভয়, কিন্তু সেই মৃত্যু একদিন সবাইকে গ্রাস করবে, একথা জেনেও আমরা মানতে পারি না।

—না ভীরু কাপুরুষরা মানবে পুরোহিতের ভবিষ্যতবাণী। আজ যদি ভীত হয়ে আমি ঘরে স্বেচ্ছাকৃত বন্দী হয়ে থাকি, তবে সেটা হবে আমার মনের দুর্বলতা, আমি যাবই।

ক্যালপোর্নিয়ার সুন্দর মুখটা কেমন শুষ্ক গোলাপের মত হয়ে যায়। আকুল হয়ে সীজারের কাছে প্রার্থনা জানায়।

—না প্রিয় আজ আপনি যাবেন না আপনার ক্যালপোর্নিয়ার একান্ত অনুরোধ। মার্ক এ্যান্টনিকে বরং আপনি আদেশ দিন। সিনেটে গিয়ে তিনি জানিয়ে আসুন। আজ আপনি অসুস্থ! আপনার পায়ে পড়ছি। দয়া করে যাবেন না।

অটল সীজার যেন মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠেন, স্থির করেন তিনি আজ যাবেন না।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করলেন ডিসিয়াস। তার উদ্দেশ্যে যেমন করে হোক ছলে বলে সীজারকে আজ সিনেটে নিয়ে যেতে হবে।

ডিসিয়াসকে দেখে সীজার বললেন—ঠিক সময়ে এসেছ তুমি। সিনেটে আজ জানিয়ে দাও সীজার আসছেন না।

ক্যালপোর্নিয়া বললেন—বলবেন তিনি আজ অসুস্থ।

সীজার বাধা দিয়ে বললেন—না, সীজার মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে নিজের বিজয়হস্ত নিজে সঙ্কুচিত করবেন না। তুমি শুধু গিয়ে বল, সীজার আজ আসবেন না।

ডিসিয়াস সরল মানুষের মত তার কারণ জানতে চাইলেন।

সীজার শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন—কারণ আমার ইচ্ছা। এর বেশী কিছু জানতে চেও না। তবুও তোমাকে ভালবাসি বলেই বলছি—আজ আমার প্রিয়া আমাকে গৃহবন্দী করে রাখতে চান। কেননা তিনি নাকি গতরাত্রে এক দুঃস্বপ্নে দেখেছেন আমার মূর্তির গাত্র হতে ফোয়ারার মতো রুধির নির্গত হচ্ছে। আর তারই সৌন্দর্যে রোমের জনগণ উল্লাসে আনন্দে উচ্ছল হয়ে সেই রুধির ধারায় নিজেরা সিক্ত হচ্ছেন। সেই জন্যে ক্যালপোর্নিয়ার অনুরোধ আজ যেন আমি সিনেটে না যাই।

চতুর ডিসিয়াস। সীজারকে আজ নিয়ে যেতে না পারলে সব প্রস্তুতিই বিফল। তাই

তিনি স্বপ্নের এক ভিন্ন ব্যাখা করলেন—এ স্বপ্ন অশুভ নয়। ক্যালপের্নিয়ার স্বপ্ন সত্য কিন্তু ধারণা ভ্রান্ত। ঐ স্বপ্নের অর্থ আপনার সহৃদয়তায় রোম আবার নবজীবন ফিরে পাবে।

মূহুর্তে সীজারের মন পরিবর্তন হয়। উদ্ভাসিত হয়ে বললেন—অপূর্ব! অপূর্ব ডিসিয়াস তোমার ব্যাখ্যা।

ডিসিয়াস এবার তাঁর চাতুর্যের অন্য এক বাণ ছুঁড়লেন-সিনেটে সবাই আপনাকে রাজমুকুট সহ দেখতে চান। আজ যদি আপনি না যান, তবে তাদের মনে আপনার সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। তাঁরা উপহাস করবেন, বলবেন—সীজার স্ত্রৈন, সীজার ভীরু। কিছুক্ষণ থেমে অপরাধ কণ্ঠে আবার বললেন—আমায় ক্ষমা করবেন সীজার।

সীজার যেন আরো দৃঢ় হলেন। ক্যালপোর্নিয়াকে বললেন—দেখ ক্যালপোর্নিয়া তোমার ভয়টা সত্যিই নির্বোধের মত। যার মধ্যে আমি নিজেকে সঁপে দিচ্ছিলাম, বল সেটা কি আমার লজ্জা নয়। যাও আমার পোশাক নিয়ে এসো। আমি সিনেটে যাবো।

ইতিমধ্যে ব্রুটাসের সাথে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরাও সীজারের সামনে উপস্থিত হলেন। সীজার সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সময় কত হলো।

ব্রুটাস জানালো সকাল আটঘটিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এসো জনান্তিক। দেখো রোমের পথে আছে নিযুত জনতা। তারা শুধু জানে সীজারই দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। গণতন্ত্রের একচ্ছত্র সম্রাট। তিনি তাদের খাদ্য দেবেন, বস্ত্র দেবেন, দেবেন মাথা গোঁজার ঠাঁই। আর এক মুঠো আনন্দের উপকরণ। তিনি হবেন মহান। আর জনতা তাঁর মহত্ত্বের পদতলে বসে তাঁর জয়গান করবে।

ঐ দেখ জনান্তিক। তোমার পাশে কে একজন মনে হচ্ছে কোনো উঁচুস্তরের ব্যাক্তি! তিনি ওই জনতার মধ্যে এক সাথে, কিন্তু তবুও তিনি তাদের স্বগোত্র নন। মনে হচ্ছে হাতে কোনো আবেদনপত্র, মুখে উদ্বেগের ছায়া। চলো, ওর পরিচয় সংগ্রহ করি।

ইতিহাস, আমি চিনেছি, ইনি আর্তেমিদোরাস। অলঙ্কার শাস্ত্রের পণ্ডিত। মনে হয় সেই শাস্ত্র থেকে সংগ্রহ করা সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারগুলো দিয়ে আজ সীজারকে অলংকৃত করবেন। কিন্তু তাঁর স্বার্থ কি?

তিনি যেন এই অবাধ্য কোলাহলের মাঝেও আপন মনে কি পড়ে যাচ্ছেন—সাবধান সীজার ব্রুটাস সাবধান! ক্যাসিয়াসকে বিশ্বাস করো না। সীজার ব্রুটাসের গতিবিধি লক্ষ্য রোখো। কাসকাকে কাছে আসতে দিও না। সীজার লেঠালাশ-এর সান্নিধ্য থেকেও দূরে থাকো। ভুলো না ডিসিয়াসের কথায়। ওরা তোমায় হত্যা করতে চায়। মুছে ফেলতে চায় তোমার নাম। কেননা তুমি কায়াস লাইগাবিয়াসকে ধ্বংস করেছ। এখনো সময় থাকতে নিজেকে বাঁচাও সীজার। তোমার যে কোন অসর্তক মূহুর্তে ওরা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়বে। সাবধান সীজার সাবধান।

শুনলাম ইতিহাস। শুনলাম ঐ অধ্যাপকের কথা। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা উনি কি করে আগে থেকে জানতে পারলেন। প্লুতার্ক বলেন—উনি নাকি এমনি বহু জ্ঞানের অধিকারী। উনি অনেক কিছু জানেন।

হ্যাঁ জনান্তিক সে কথা সত্যি। এখন দেখো উনি কি করেন? আর্তেমিদোরাস মনে মনে বললেন—সীজার আমি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সবার মত আমিও আমার এই পত্র তোমার হাতে দেবো। জানি তখন আমার মনে বাজবে এক বিষাদের বীণা। সীজার যদি তুমি এই পত্র পড় তবেই তোমার রক্ষা হবে। নচেৎ আজকেই তুমি হারিয়ে যাবে পৃথিবীর মাটি থেকে।

আর্তেমিদোরাস সেই স্থান থেকে বিদায় নিলেন। হয়তো এগিয়ে গেলেন। হাতে তুলে দিতে গেলেন সেই তার সাবধান বাণীপত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্রুটাসের গৃহ সম্মুখস্ত পথ। ওদিকে সিনেটের পথে জনতার কোলাহল। ব্রুটাস পত্নী পোর্সিয়া ব্যাকুল। তাই তিনি ছুটে আসছেন রোমের পথে। মন হচ্ছে আশঙ্কায় উদ্বেল। লুসিয়াসকে বার বার বলছেন—ওরে একবার ছুটে যা সিনেটে, ওখানকার অবস্থা আমাকে জানা।

—কিসের অবস্থা জানাবো মা?

দুর্বল হৃদয়া নারী বললেন—একটিবার সীজারকে দেখে আয়। তিনি কি করছেন, তাঁর পাশে কে আছে? হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। একটা শব্দ যেন তিনি শুনতে পেয়েছেন।

—কি জানি এ তার মস্তিষ্কের কল্পনা নয় তো।

দৈবজ্ঞ যাচ্ছিলেন পোর্সিয়া জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি জানো সীজার সিনেটে গেছেন কিনা?

দৈবজ্ঞ বললেন—এখনো নয়। আমি সেখানে তাঁর কাছে যাচ্ছি।

—তোমার কোন আবেদন আছে নাকি?

—আছে। আমার কথা তিনি যদি শোনেন তবে তাঁর মঙ্গল হবে।

পোর্সিয়া সন্দেহচিত্ত হয়ে বললেন—তবে কি তাঁর কেউ ক্ষতি করতে চায়?

—বলতে পারবো না। তবে সন্দেহ হয়। আচ্ছা চলি মা।

—দৈবজ্ঞ চলে যায়। পোর্সিয়ার মনে ঝড় আরো বাড়ে, চলে যান অন্তঃপুরে। দেবতার কাছে নতজানু হয়ে ব্রুটাসের জয়ের প্রার্থনা করলেন।

আচম্বিতে পিছন ফিরে দেখলেন ভৃত্য লুসিয়াস দাঁড়িয়ে আছে। ছলনাময়ী পোর্সিয়া স্বামীর স্বার্থে স্বামীর প্রেমের সম্মানে তিনি ছলনাও করতে পারেন। লুসিয়াসকে বললেন—তুই এখনি সিনেটে যা।দেখবি ব্রুটাস সেখানে সীজারের কাছে এক আবেদন করবেন।

মনে হয় সীজার তা মঞ্জুর করবেননা।পরিস্থিতিটা কি হয় আমাকে এসে জানিয়ে যা।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পনোরোই মার্চ, সোনালী সকাল। সূর্যঘড়িতে নটার সময় সঙ্কেত।

আজকের সভায় এসেছেন আর্তিমিদোরাস। এসেছেন দৈবজ্ঞ। আবার হয়তো জানাবেন—সাবধান সীজার ১৫ই মার্চ, সাবধান! আর্তিমিদোরাস প্রস্তুত। তিনি জানাবেন চক্রান্তের কথা।

ঐ যে দেখা যায় সীজারের রথের চূড়া। সীজার আসছেন। বেজে উঠলো দামামা। জনতার রব হলো আরো মুখর।

দীর্ঘজীবি হোন সীজার। জনতার উল্লাস। তাদের হর্ষধ্বনি।

রথ থামলো। ধীর পায়ে নেমে এলেন সীজার। পেছনে একে একে সব চক্রীর দল।

সীজারের প্রথম দৃষ্টি যেন দৈবজ্ঞের প্রতি। মুখের হাসিতে উপেক্ষার মুদ্রা—কই হে তোমার ১৫ই মার্চ তো সামনে দাঁড়িয়ে।

দৈবজ্ঞের গম্ভীর উত্তর—সময় এখনো আছে সীজার। তুমি সাবধান।

আর্তিমিদোরাস পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন কাছে। এগিয়ে দিলেন তাঁর ক্রোড় পত্রখানি। বললেন—মহামান্য সীজার, আপনার সম্বন্ধে লেখা পত্রখানি এখনি পড়ুন।

সীজার হেসে উঠলেন—যেহেতু এটা আমার সম্বন্ধে লেখা সেহেতু এর পঠনকাল সবশেষে।

চঞ্চল হলেন আর্তিমিদোরাস।—না, এখনি পড়ুন আপনার মঙ্গল হবে।

—তুমি পাগল হয়ে গেছ পণ্ডিত।

পাবলিয়াস ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন পণ্ডিতকে।

সীজার পর্বত সোপান বেয়ে উঠে এলেন সভাগৃহে। পপিলাস নামে এক সভ্য সীজারের কানে কানে সংগোপনে কি যেন বললেন। ব্রুটাস আর চক্রীদল ভীত হলেন। সব চক্রান্ত বুঝি প্রকাশ পেয়ে গেলো। ক্যসিয়াসের সংকল্প দৃঢ়। চক্রান্ত ব্যর্থ হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। বিজ্ঞ ব্রুটাস স্থির। তিনি দেখলেন পাবলিয়সের মুখ হাসিভরা। সীজারও স্থির অপরিবর্তনীয়। ক্যাসিয়াস যেন আশ্বস্ত হলেন।

ইতিমধ্যে পথের বড় বাধা এ্যান্টনীকে নিয়ে ট্রিবোনিয়াস সীজারের কাছ থেকে সরে গেলেন।

সীজার একা। মেটালাস সীম্বার এগিয়ে গেলেন।

সীম্বারের আবেদন—তার ভাইয়ের নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহৃত করা হোক। ব্রুটাস, সীনা অদূরে শুধু সঙ্কেতের অপেক্ষা দাঁড়িয়ে আছেন।

সীজারের পদতলে সীম্বার। ভাইয়ের জন্য করুণ আবেদন। সীজার দৃঢ়। দুহাত টেনে

তুলে সীম্বারকে বললেন—তোমার এই করুণ আবেদন আর পদলেহন সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। কিন্তু সীজার দুর্বল নয়। তোমার ভাই ন্যায়বিচারে দণ্ড পেয়েছে। সীজার ন্যায়ের প্রতীক। তার আদেশ কখনো রদবদল হতে পারে না।

সীম্বারের দৃষ্টি সভাগৃহের চতুর্দিকে—কেউ কি একজনও নেই যার কথায় সীজার আমার ভাইয়ের দণ্ডাদেশ প্রত্যাহৃত করবেন।

ব্রুটাস এগিয়ে আসেন। সীজারের হাত চুম্বন করে বললেন— কিন্তু সীজার আজকের দিনে সীম্বারের আবেদন মঞ্জুর করাটা মহতের নিদর্শন।

সীজার চমকে উঠলেন—ব্রুটাস তুমি?

পেছনে ক্যাসিয়াস। পলকে তিনিও ভূপতিত সীজারের পদতলে—ক্ষমা করো সীজার, ক্ষমা করো।

সীজার যেন দিশেহারা। কিন্তু তবুও তিনি কর্তব্য সম্মন্ধে সচেতন। তিনি বললেন—হায়! তোমাদের মত যদি আমি হতাম তাহলে সত্যিই বিচলিত হতাম।

সীনা আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা জানায়।

সীজারের কণ্ঠ কেঁপে ওঠে। শান্তস্বর হঠাৎ হুঙ্কারে রূপান্তরি ত হয়—সরে যাও এখান থেকে। সীম্বার পারবে কি তুমি ওলিম্পাপ পর্বতকে তুলে ধরতে। পারবে কি অসম্ভবকে সম্ভব করতে?

ডিসিয়াসও জানায় তার ব্যাকুল প্রার্থনা। কিন্তু সীজার আপন কর্তব্যে নিশ্চল।

চারিদিকে একটা ভারী ভাবগম্ভীর পরিবেশ সবার মনে একটা অপরিসীম কৌতূহল। এরপর.........

জনান্তিক প্রশ্ন করে—বল ইতিহাস এবার সীজার কি করবেন?

ইতিহাস বলে—কথা বলো না শুধু দেখে যাও।

—কেন ইতিহাস?

—দেখছো না, চক্রীর দল তার বক্ষ চুম্বনকালে স্পর্শ করে দেখে নিচ্ছে সীজারের বক্ষে কোনো বর্ম আছে কিনা। আঘাতকালে যদি তা প্রতিরোধ করে। দেখ সীজার অস্থির হয়ে পড়েছেন। দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন সবাইকে। ঐ দেখ কে একজন সীজারের পরিধান ধরে টান দিলো। দেখতে পাচ্ছো সীজারের সুবিশাল বক্ষটা। অসম সাহস আর দৃঢ়তা ভরা শ্বেত চর্ম বক্ষ। রোমের আগামীর আশা আগামীর প্রগতি যার মধ্যে নিবদ্ধ। হঠাৎ উদ্ধত কৃপাণ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাসকা। তার আঘাত ধ্বনিতহলো সীজারের মস্তকে। সীজার বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন কাসকার হাত। মূহুর্তে অন্যান্য চক্রীরা এলেন এগিয়ে। শানিত ছুরিকায় পুনঃ পুনঃ আঘাতে সীজারের দেহ হল রক্তাপ্লুত। সীজার নিস্তেজ হয়ে আসছেন। সভাগৃহে জেগেছে বিশৃঙ্খলা।

অবশেষে ব্রুটাস সীজারের সামনে। তাঁর হাতে উ ন্মুক্ত কৃপাণ উদ্ধত।

সীজার বিস্মিত হতবাক। হতাশার সুরে বলে উঠলেন—হায় ব্রুটাস! অবশেষে তুমিও?

ব্রুটাস যেন ক্ষণিকের তরে বিচলিত হলেন। ব্রুটাস তো শুধু সীজারের নন, অনেকে

বলেন তোমারই রক্তাক্ত ক্ষতমুখ তাদের রক্তাক্ত ওষ্ঠ খুলে নিঃশব্দ আবেদন করছে......সেই নিঃশব্দের জোয়ারে আমি গর্জে ওঠার ভাষার বাণ আনবো। তোমাকে স্পর্শ করে বলছি—সীজারের মৃত্যু বহন করে আনবে পৃথিবীর মানুষের অভিশাপ। ইতালী সাবধান। সর্বনাশ গৃহযুদ্ধ অচিরেই শুরু হচ্ছে। মানুষ ভুলে যাবে দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা। সীজারের আত্মা ধ্বংসের সম্রাজ্ঞীকে সাথী করে আক্রমণ করবে ইতালীকে। আগুন....আগুন জ্বলবে...............সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। প্রতিশোধ সে নেবেই। রক্তের প্রতিশোধ রক্ত দিয়েই।

এমন সময় এক অনুচর এসে জানায়, সীজারের ভাগনে আইভিয়াস আসছেন রোমে। পরক্ষণেই সীজারের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে অনুচর কেঁদে উঠলো।

এ্যান্টনী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কেঁদো না বন্ধু। এ বড় সংক্রামক রোগ। আপাততঃ এসো আমরা সীজারের মৃতদেহ ধরাধরি করে নিয়ে যাই।

সীজারের মৃতদেহসহ ওরাও চলে গেল। সভাগৃহ এখন সম্পূর্ণ নির্জন। না তই বা কেন। সাক্ষী রয়েছে তার মর্মর মূর্তি উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সভাগৃহে। আচ্ছা ইতিহাস একটা প্রশ্ন করবো? বলতে পারো শত্রুর এই শোচনীয় পরিণামে পম্পী কি তৃপ্ত হননি...... ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোমের সেই প্রসিদ্ধ বাজাব।

যেখানে প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। দোষীর বিচার হয়। সে সাজা পায়, হয় ব্যবসা বাণিজ্য।

পৃথিবীর প্রতি প্রান্তরে থেকে ছুটে আসে বণিকরা।

সূদূর চীন থেকে আসে চীনে মাটির পাত্র।

বঙ্গদেশ থেকে মসলিন।

যবদ্বীপ থেকে আসে সুগন্ধী মসলা। শুধু কি তাই, আসে দেশ বিদেশের গুপ্তচর। গুপ্ত কথাও এখানে ফেরি হয় তখন। বাজার হয় লোকে লোকারণ্য। একটুকরো রুটি আর একমুঠো আনন্দের উপকরণ এই পেলেই তারা খুশি।

সীজারের মাতার অবৈধ প্রণয়ের ফসিল এই ব্রুটাস।

শুধু এক মূহুর্ত। ব্রুটাস সমস্ত দ্বিধা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার কৃপাণটা বিদ্ধ করলেন সীজারের বক্ষে। শেষ আঘাত। সীজারের গর্বিত প্রাণবায়ু বিলীন হয়ে গেল। রোমের বাতাসে সীজার লুটিয়ে পড়লেন।

পৌর প্রধানরা স্তম্ভিত। বিশৃঙ্খলা চারিদিকে। সীনা, ক্যাসিয়াস মুক্তির আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন।

ব্রুটাস কিন্তু তবুও স্থির। পলায়মান প্রধানদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন—আপনারা অযথা শঙ্কিত হবেন না, সীজারের যে উচ্চাকাঙ্খা ছিলো তার আজ পরিশোধ হলো।

পৌর প্রধান, জনতা কিন্তু ব্রুটাসের কথায় কর্ণপাত না করে দিক্‌বিদিক ঊর্ধ্বশ্বাসে

পলায়ন করলেন।

সভাগৃহ প্রায় জনতা শূন্য। রইলেন শুধু চক্রীর দল। এমন সময় খবর পাওয়া গেল এ্যান্টনীকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দার্শনিক ব্রুটাস সে কথা শুনে আপন মনে বলে উঠলেন—হে বিধাতা। এবার জানতে পারবো তোমার ইচ্ছা কি? আমরা জানি মৃত্যু আমাদের দুয়ারে। তার জন্য আমরা ভীত নই। ভীত হচ্ছি সেই মৃত্যু আর কত দূরে এই ভেবে।

কাসকা বললেন—বছরের ভীতিও সেই সাথে সাথে চুরি করে। তাহলে মানুষ আরো বাঁচতে চায় কেন? এ পৃথিবী থেকে যত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

ব্রুটাস কাস্কাকে সমর্থন করে বললেন—তাহলে মৃত্যুকে হিতৈষী বন্ধু বলতে হয়। সেই বন্ধুর কর্তব্যে করেছি সীজারকে হত্যা করে। এস বন্ধু আমরা সেই সীজারের রক্তে নিজেদের হাত ধৌত করি। রুধিরলিপ্ত করি কৃপাণ। তারপর রোমের জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে কৃপাণ উত্তোলন করে বলি—এসো সাথীরা আমরা একসাথে গ্রহণ করি শান্তি মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ।

ওদিকে পম্পীর মর্মর মূতির পদতলে লুটিয়ে আছেন সীজার। সীজারের নিষ্প্রাণ দেহ। তেত্রিশটি ক্ষত হতে এখনো ঝরে পড়ছে রুধির ধারা। শ্বেত মর্মরের প্রাঙ্গণের কাছে সেই রুধির স্রোত। সেই স্রোতে ভেসে চলেছে আর্তিমিদোরাসের শেষ আবেদন পত্র।

চক্রীরা একে একে ফিরে যাবার উপক্রম করছেন। ঠিক সেই সময় এ্যাণ্টনীর এক অনুচর এসে জানালেন—মহান ব্রুটাসকে, এ্যাণ্টনী স্মরণ করেছেন, তিনি এখানে আসতে চান।

ব্রুটাস সানন্দে অনুমতি দিলেন। কিন্তু ক্যাসিয়াসের মন আশঙ্কায় দোলা দিলো। কিছুক্ষণ পরই এ্যান্টনী প্রবেশ করলেন সভাগৃহে।

বুটাস তাঁকে স্বাগত জানালেন।

এ্যাণ্টনী সভাগৃহমাঝে, তিনি যেন শুনতে পেলেন না বুটাসের সম্ভাষণ। বিরাট সভাগৃহে যেন শূণ্যতা বিরাজ করছে। মধ্যস্থলে শুধু পড়ে আছে তার প্রিয় সীজার। রক্তাক্ত সীজার। এ্যাণ্টনীর বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে....হায় সীজার! একি দশা আজ তোমার। ফিরে তাকান ব্রুটাস সহ চক্রীদের দিকে—আবেগ অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বললেন—হে মহান ভদ্রমহোদয়গণ, বলুন আর কার রক্ত চাই আপনাদের। আমিও তো বাকি আছি, তবে দ্বিধা কেন? এরকম শুভ মুহূর্ত আর পাবেন না। আসুন আপনারা যে কৃপাণ দিয়ে পৃথিবীর মহান পুরুষ সীজারকে হত্যা করেছেন তার আমূলটুকু বিদ্ধ করুন আমার বক্ষে। পূর্ণ করুন আপনাদের মনস্কামনা। এরকম স্থান, কাল আর কখনো পাবেন না। আর এই মুহূর্তে যদি আমার দেহটা সীজারের পাশে লুটিয়ে পড়তে পারে তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু নেই। হে ভদ্রমহোদয়গণ দয়া করে আমার মৃত্যু দিন। মৃত্যু—

এ্যাণ্টনীর কথায় ব্রুটাসের মরমী হিয়া কেঁপে ওঠে। এ যেন ভক্তের মুখ দেবতার

প্রতি গভীর শোকাচ্ছ্বাস। কিন্তু আপনার প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। আমরা যে কেন সীজারকে হত্যা করেছি তা যদি আপনি জানতেন। আপনি শুধু আমাদের রক্ত রঞ্জিত হাতই দেখেছেন, কিন্তু আমাদের বুকের ভিতরে যে ব্যাথা করুণা লুকিয়ে আছে তা আপনার অজ্ঞাত। আমরা সীজারকে হত্যা করেছি দেশমাতৃকার আদেশে। আপনাকে অযথা হত্যা করার কোনো অভিপ্রায়ই আমাদের নেই। আসুন ভদ্র আমরা আপনার কাছে ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। আপনি গ্রহণ করুন এ সখ্যতা। এর কারণ যখন জানতে পারবেন তখন আপনি যদি সীজারের পুত্রও হতেন তাহলেও মেনে নিতেন, সন্তুষ্ট হতেন সীজারের হত্যায়।

এ্যাণ্টনী বললেন—ওতেই আমি খুসি মহামান্য বুটাস। আসুন এই বাড়িয়ে দিলাম আমার হাত, আপনারা সবাই আসুন।

একে একে সবাই...বুট্রাস, ডিসিয়াস সীনা, মেটালাস, কাস্‌কা, ট্রেবিনিয়াস একসাথে করমর্দন করেন এ্যাণ্টনীর সাথে।

কিন্তু এ্যাণ্টনীর বুকের ভিতরে তখনও এক গভীর নিদারুণ ব্যথা চাড়া দিয়ে ওঠে। একবার রক্তাক্ত সীজার, আরেকবার রক্তলিপ্ত চক্রীদের হাতের দিকে চেয়ে বললেন—আপনারা হয়তো আজ আমাকে ভীরু কাপুরুষ চাটুকার ভাবছেন। আমার কোনো সম্ভ্রম রইলো না আপনাদের কাছে।

প্রাণহীন সীজারের দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখ সীজার তোমার বন্ধু এ্যাণ্টনী আজ শত্রু হাতে হাতে মিলিয়েছে। কি অদ্ভুত নিয়তি। কিন্তু সীজার তোমার ওই ক্ষতগুলো যদি আমার উজ্জ্বল চক্ষু হতো, তাহলে ঐ রজ নিস্রাবের মতই আমার চক্ষু রক্তসজল হয়ে উঠত।

ক্যাসিয়াস বললেন—আপনার যত ইচ্ছে আপনি সীজারের গুণকীর্তন করুন। কিন্তু তাই বলে কী আপনি আমাদের বন্ধু হবেন না?

এ্যাণ্টনী একদিকে কৌশলী। তিনি বললেন—বন্ধু হবার জন্যেই তো হাত বাড়ালাম। কিন্তু সীজারের দিকে চেয়ে আমি যে সব ভুলে যাচ্ছি বন্ধু। আমি অনুতপ্ত। শুধু আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে এই হত্যার প্রকৃত কারণ কি?

ব্রুটাস বললেন—আপনাকে তো বলেছিই এর প্রমাণ, কারণ সব জানাবো।

—ধন্যবাদ বন্ধু। আপাতত আমি কি সীজারকে বণিক চত্বরে জন সমীপে নিয়ে যেতে পারি? আমি তার মৃত দেহ নিয়ে অন্ত্যেষ্টি ভাষণ দিতে চাই।

ব্রুটাস এ্যান্টনীর আবেদন মঞ্জুর করলেন।

ক্যাসিয়াস কিন্তু অলক্ষ্যে বাধা দিলেন—ব্রুটাস তুমি কি করছো বুঝতে পারছি না, ওর কথায় যদি জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

—সেটা সামলাবার ভার আমার। কেননা সীজারের অন্ত্যেষ্টি ভাষণ আমি সর্বাগ্রে দেবো।

—জানিনা কি হবে। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।

ক্যাসিয়াসের মত কূট নন ব্রুটাস। তিনি বিজ্ঞ। তাই তিনি বললেন—মহান এ্যান্টনী আপনি সীজারের শবদেহ নিয়ে গিয়ে সীজারের সম্পর্কে মুখর হয়ে উঠুন তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু দয়া করে আমাদের দোষী করবেন না।

—মহানুভব আপনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

একে একে সকলেই সভাগৃহ ত্যাগ করলেন।

তখন এসে এ্যান্টনী ধীরে ধীরে সীজারের পাশে নতজানু হয়ে বসলেন। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমায় ক্ষমা করো বন্ধু। যে জহ্লাদরা তোমাকে হত্যা করলো, আজ তাদেরই সাথে আমায় মিত্রতা করতে হলো। তুমি মহান, তুমি বীর, তোমাকে যারা আঘাত করেছে তাদের আমি চিনি।

আজও জমায়েত হয়েছে জনতা। কিন্তু আজ তাদের—কোনও উল্লাস নেই। আছে শুধু ঘনীভূত শোক।

মহামান্য সীজার আর ইহজগতে নেই। তার স্থান আজ পূরণ করবেন ব্রুটাস ও তাঁর সাথীরা। তাঁরা জানিয়েছেন,—রোমে একনায়কতন্ত্রের অবসান হলো। এবার প্রতিষ্ঠিত হবে গণতন্ত্র।

রোমের জনতা শুধু এই কথাই জানেন। কিন্তু এর পেছনে যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র আছে তা তাদের অজ্ঞাত। ব্রুটাস তাই ঘোষণা করেছেন অন্তেষ্টিক্রিয়ার দিনে তিনি নিজে জানাবেন সীজার হত্যার কারণ।

জনতার সমারোহ তাই বাজার চত্তরে জনতা চীৎকার করে—সীজার হত্যার আমরা কারণ জানতে চাই.............

ব্রুটাস এগিয়ে গেলেন, জনতার উদ্দেশ্যে বললেন—প্রিয় রোমবাসী যারা আমার কথা শুনতে চাও তারা তার দিকে চলে যাও। আমরা তোমাদের সীজার হত্যার কারণ জানাবো।

জনতা যেন দুলে ওঠে। কোনদিকে যাবে তারা। ক্যাসিয়াস না ব্রুটাস। ব্রুটাস না ক্যাসিয়াস। দেখতে দেখতে দুটো ভাগ হয়ে গেল জনতার। ব্রুটাস এবারে বাজারের সুউচ্চ মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন।

স্তব্ধ জনতা। ব্রুটাস ধীরে ধীরে শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য।—হে আমার প্রিয় স্বদেশীয় বন্ধুগণ। তোমরা স্থির হয়ে শোনো। আমার প্রতি যদি তোমাদের এতটুকু আস্থা থাকে, তবেই আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে। তোমরা তোমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে দেখ, বিচার করো। হয়তো তোমাদের মধ্যে সীজারের প্রতি ব্রুটাসের ভালোবাসা কারো চাইতে কম নয়। হয়ত বন্ধুটি দাবি করতে পারে—তবে আমি সীজারের শত্রু হলাম কেন। আমার উত্তর—সীজারের চেয়ে ভালবাসি আমার রোমকে। সে সবার থেকে বড়। তোমরা কি চাও এই রোমের মাটিতে সীজার সবাইকে ক্রীতদাস করে রাখুক, চাওনা। তাইতো সীজারকে মৃত্যুবরণ করতেহলো। সীজার আমাকে ভালবাসতেন সত্যি। তাইতো আমি কাঁদি। তাঁর সৌভাগ্যে আমার আনন্দ। তার বীরত্বকে আমিও মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু

বন্ধুগণ! তিনি ছিলেন উচ্চকাঙ্খী বিলাসী। তাই তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হলাম। যদি এখনো কেউ তাঁর ক্রীতদাস হয়ে বাঁচতে আশা রাখে, তবে সামনে এসো। আমি অপরাধীর মতো ক্ষমা চেয়ে নেবো। বলো কেউ এমন আছো যে রোমকে ভালবাসেনা। বল উত্তর দাও....দাও—উত্তর.......

জনতার নিখুঁত কণ্ঠ যেন একসাথে ধ্বনিত হয়—না ব্রুটাস না। তেমন অভাগা এখানে কেউ নেই।

ব্রুটাস আবার বললেন—তাহলে আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি আমি অপরাধী নই। তবু মনে রেখো যে কারণে সীজারকে আমি হত্যা করেছি। সেই কারণ, যদি আমার দ্বারা ঘটেতবে তোমরা যেন আমায় ক্ষমা করো না। তাহলে রোমের প্রতি তোমাদের অবিচার করা হবে।

ফেটে পড়লো জনতার উল্লাস, তারা চীৎকার করে—ব্রুটাস তুমি সীজারের স্থান গ্রহণ করো। আমরা তোমায় রাজা বানাবো।

ঠিক সেই সময় প্রবেশ করলেন মার্ক এ্যান্টনী, সাথে সীজারের মৃতদেহ।

ব্রুটাস বললেন—সীজার বন্ধু এ্যান্টনী এসেছেন। এবার তিনি কিছু বলবেন। আশা করি আপনারা শুনবেন। ব্রুটাস স্থান ত্যাগ করলেন।

এগিয়ে এলেন মার্ক এ্যান্টনী। উঠে এলেন মঞ্চে। জনতার দিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আমার প্রিয় রোমবাসী—আমার প্রিয় রোমের বন্ধু—আপনাদের প্রথমেই বলি, আমি এখানে সীজারের মহিমা কীর্ত্তন করতে আসিনি। আমি এসেছি সীজারের অন্তেষ্টিক্রিয়া করতে। মানুষের পাপ তার মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকে। মিলিয়ে যায় তার সুকৃতি। ব্রুটাস মহানুভব। তিনি জানিয়েছেন—সীজার স্বৈরাচারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাই যদি হয় তবে তা মহাপাপ। আর সেই পাপের নিধন করেছেন ব্রুটাস নিজ হস্তে।

কিছুক্ষণ নীরবতার মাঝে এ্যন্টনী এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সীজারের রক্তাপ্লুত দেহের দিকে। তারপর একসময় বলে ওঠেন—সীজার আমায় স্নেহ করতেন। আমার প্রতি ছিল দারুণ মায়া। আমি তাঁর বন্ধু। তবুও ব্রুটাসের কাছে তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দিগ্‌বিজয় করে ফিরে এলেন সীজার, বন্দীদের মুক্তিপণে ভরে উঠলো জনতার ভাণ্ডার। ব্রুটাসের কাছে তবুও তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সাধারণের চোখের জলে তাঁর বুক ভেঙে যেতো, তবু ব্রুটাস বলেন তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ব্রুটাস নিজে মহানুভাব। আমি তাঁকে অসন্মান করি না। তাঁকে মিথ্যা প্রমাণিত করতেও আসিনি। শুধু বলতে এসেছি একদিন যাঁকে আপনারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, তাঁর জন্যে কি এতটুকু শোক করবেন না। মানুষ কি মানুষের বিবেক হারিয়ে ফেলেছে।

এ্যান্টনীর কথার জনতার মনে দোলা দেয়। তারা কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়ে। এ্যান্টনী আরো বললেন, মৃত্যুর বহু পূর্বেই জনগণের জন্যে ভবিষ্যত চিন্তা করে রেখেছিলেন। রেখে গেছেন এক দানপত্র। যার প্রাপ্যতা শুনলে আপনারা ধারণা করতে পারবেন না সীজারের অন্তর কতটা মরমী ছিলো। তিনি কত বড় মহানুভব ছিলেন।

জনতা চঞ্চল হয়। তারা জানতে চায় সীজারের দানপত্রের প্রাপ্যতা।

এ্যান্টনী সুচতুর। অপূর্ব তাঁর অভিনয় ক্ষমতা। ধীরে ধীরে নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। তারপর জনতার উদ্দেশ্যে বললেন—দানপত্র কথা শোনার আগে আপনারা একবার দেখুন সীজারকে। দেখুন আপনাদের প্রিয় সীজারকে ওই বিশ্বাসঘাতকের দল কেমন ভাবে হত্যা করেছে....এই দেখুন এইখানে বিদ্ধ হয়েছে ক্যাসিয়াসের কৃপাণ ....আর এইখানে আঘাত করেছেন কাস্‌কা। আর যে ব্রুটাসকে তিনি নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসতেন, সেই প্রিয়তম ব্রুটাস এইখানে হেনেছেন শেষ আঘাত। হয়তো এই আঘাতটার জন্যেই সীজারের নিঃশ্বাসটুকু বাকি ছিলো। ভাবুন এবার, ভাবুন। ভাবতে কি পারেন আপনাদের প্রিয় সীজার এইভাবে মুষ্টিমেয় কটা চক্রীদের হাতে প্রাণ দিলেন। অথচ আপনারা স্থানুর মতো সেই দৃশ্য লক্ষ্য করলেন। যে সীজারকে আপনারা ভালবাসতেন সেই সীজার—যে সীজার ভালবাসতেন আপনাদের। তাঁর নির্দেশন এই দানপত্রে, রাজভাণ্ডারের অর্থ রোমের প্রত্যেক নাগরিকের মাঝে বিতরণ করেছেন। একটা সমান অংশে রোমের মানুষদের জন্যে দিয়ে গেছেন টাইবারের তীরের প্রমোদভবনগুলো। সেগুলো ভোগ করবেন আপনাদের আগামী বংশধর। বলুন এবার, এহেন সীজারকে আর আপনারা ফিরে পাবেন। বলুন—জবাব দিন ? আমি যদি এতটুকু তাঁর মিথ্যা স্তুতি করে থাকি তবে যেন আমার অপঘাতে মৃত্যু হয়। আর যদি সত্যি হয়—

এ্যান্টনীর অর্ধ সমাপ্ত কথা জনতার উত্তেজনায় চাপা পড়ে যায়। তারা চিৎকার করে—এই প্রতিশোধ চাই। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি চাই।

এ্যান্টনী জনতার মন উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি নিশ্চিত যে জনগণের মনে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। ওরা শ্রুতিবাক্যে চিরকাল এইভাবে নিজেদের মেরে এসেছে। এই জনতাই পারে একটা রাজ্যের উত্থান করতে, একটা সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে। এদের নিজেদের শক্তি নেই কিন্তু আছে এদের সংহতির শক্তি। এ্যান্টনী জনতার উত্তেজনাকে স্তিমিত না করে অপূর্ব কৌশলে নাটকীয় ভঙ্গিতে আবার বললেন—প্রতিশোধ আপনারা নিশ্চয়ই নেবেন। কিন্তু তার আগে আসুন আমাদের মহান সীজারের শেষকৃত্য সমাপন করি। তারপর সেই আগুনে মশাল জ্বালিয়ে আসুন আমরা পুড়িয়ে মারি এই বিশ্বাসঘাতক ক্যাসিয়াস, কাস্‌কা, ব্রুটাস, সীনা যারা আমাদের প্রিয় সীজারকে যেমনভাবে পুনঃ পুনঃ আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে আমরাও পুড়িয়ে মারব ওদের। যাতে আগামীর ইতিহাস মনে রাখবে চিরকাল।

জনতা এবার সীজারের দেহকে তুলে নিয়ে এগিয়ে যায়। মুখে সীজারের জয়ধ্বনি। চোখে বিশ্বাসঘাতকের প্রতি অগ্নিরোষ আক্রোশ।

এ্যান্টনীর মনস্কামনা পূর্ণ। ঠোঁটের কোণে জয়ের হাসি—এবার শুরু হবে গৃহযুদ্ধ। আঃ! সীজার অমরলোক হতে দেখ তোমার এ্যান্টনী তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে।

জনতার দল চলে গেছে এমন সময় এক অনুচর এসে জানালো অক্টাভিয়াস এসেছে, সাথে লেপিদাস। আরো জানাল জনতার রোষের পূর্বভাস পেয়ে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস

আত্মগোপন করেছে।

এ্যান্টনী তাঁর আত্মপ্রাসাদে মহোৎফুল্ল। মুখে তৃপ্তির আভাষ। রোম এবার তার অধীনে। আঃ শান্তি অপূর্ব তৃপ্তি!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ্যান্টনীর অভিনয় হল সফল, তার দাগ কাটল জনতার মনে। দেখতে দেখতে তাদের মনের আগুন ছড়িয়ে পড়ল রোমের পথে পথে শুরু হল নির্বিচারে হত্যা। ভস্মীভূত হল অগণিত গৃহ।

শীকার হল রোমের শান্তিপ্রিয় নাগরিকের দল।

কবি সীনা সীজারের মৃত্যুর পর তিনিও যেন কেমন উন্মনা। দুঃস্বপ্নে নিদ্রাহীন অবস্থায় কেটেছে রাত। ভোর হতে পথে নামতেই পড়লেন উন্মক্ত জনতার সামনে। প্রশ্ন ছুটে এল তার দিকে—যাচ্ছেন কোথায়? নাম কি? নিবাস কোথায়? সীনা ভাবলেন জনতা বুঝি রসিকতা করছেন। তাই তিনিও সরলভাবে বললেন—ধীরে, ধীরে অত ঝটপট করে প্রশ্ন করলে উত্তর দেব কেমন করে। নিবাস, গমন, নাম কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। একটু ভাবল, হ্যাঁ মনে পড়েছে নিবাস—রোম, গমন—পথ, নাম—মানুষ।

জনতা চিৎকার করে ওঠে—ভনিতা কোরো না, সোজা জবাব দাও।

সীনা পরিস্থিতি দেখে সত্য কথাই বললেন—যাচ্ছি সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দর্শনে। থাকি সিনেটের কাছে, নাম—

—থমকে গেলে কেন বল।

—নাম সীনা

নির্মল আকাশে যেন বজ্রপাত। জনতা উঠলো গর্জে—পেয়েছি, পেয়েছি চক্রীদলের একজনকে পেয়েছি। হত্যা করো, হত্যা করো এই বিশ্বাসঘাতককে।

সীনা আত্মসমর্থন করে কিছু বলতে চায়। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। তার আগেই জনগণের সহস্র কৃপাণের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়। তিনি বলতে চেয়েছিলেন তিনি চক্রীদের সীনা নন। তিনি কবি সীনা। তবু সীনাকে মৃত্যুবরণ করতে হলো।

দেখ, জনান্তিক দেখ। কি অপূর্ব গণতন্ত্র। যে সংহতি আজ ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় মেতেছে, সেই জনতা যদি আজ সংহত হয়, তবে মহাশক্তি হয়ে বিরাজ করবে এক দিন। যার প্রমাণ পৃথিবীর প্রতিটি কোণায়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস, একটা বছর কেটে গেলো আবার কক্ষ পরিক্রমা করলো এই রোম। যে গণতন্ত্রের জন্য সীজারের মৃত্যু হলো, কই সে গণতন্ত্র রোমের নগর জীবনে। কোথায় গেল ব্রুটাস, কাস্কা। লাইগেরিয়াস কোথায় গেল, আর সব চক্রীদল। রোমের অন্তরাত্মা

কি চাইলো, আর কিই বা পেলো পরিনামে?

—ধীরে ধীরে, বন্ধু ধীরে। সব জানবে একটু ধৈর্য ধর। চলো আপাতত এ্যান্টনির বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। আর শোনা যাক তার পরিকল্পনা—কি সৌভাগ্য দেখ শুধু এ্যান্টনি নয় লেপিদাস অক্টেভিয়াসও আছে। এরাই আজ অতীতের পম্পী সীজার, ক্রাসাসের মত ত্রি নেতৃবৃন্দ। মনে পড়ে জনান্তিক ত্রি নেতৃবৃন্দের দুজন পম্পী আর ক্রাসাসের মৃত্যুর পর সীজার যখন একা, তখন রোমের দাবী নিয়ে এগিয়ে এলেন পম্পী পুত্ররা। সীজার তাদেরও বিনাশ করলেন, হলেন একনায়ক একছত্র সম্রাট। ধ্বংস হলো রোমের ত্রি নেতৃবৃন্দের সম্মান। আজও তার ছায়া বুঝি এদের মাঝে।

এ্যান্টনি বলে উঠলেন—সীজারের মৃত্যুর জন্য যারা এতটুকু দায়ী তাদের প্রত্যেককে মরতে হবে। মরতে হবে লেপিদাসের ভাইকে, এমনকি আমার ভাগিনেয়কেও আমি ক্ষমা করবো না। কি তোমরা এই শত্রু নিধন যজ্ঞে একসাথে হাত মেলাতে প্রস্তুত তো?

লেপিদাস, অক্টেভিয়াস দ্বিধাহীন চিত্তে সম্মতি জানান।

এ্যান্টনি বললেন—বেশ শুনে খুশী হলাম। এবার একটা কাজ করতে হবে, সীজারের দানপত্রের কিছু রদবদল করতে হবে। মূর্খ জনতাদের আশায় ছাই ফেলতে হবে। যাও লেপিদাস সীজারের গৃহ হতে সেই দানপত্রখানি নিয়ে এসো।

এ্যান্টনি মনের কথা খুলে বললেন—এই লেপিদাসকে ত্রি নায়কত্বের অংশীদার করা মানে আমাদের নিজেদের অপমান।

অক্টেভিয়াস বললেন—তুমিই তো ওকে সংগ্রহ করেছো।

—তা করেছি তবে রোমের ভাগীদার করার জন্য নয়।

—তবে?

—কলঙ্কের ভাগীদারের জন্য। তাছাড়া ও একজন সাহসী যোদ্ধা, সময় বিশেষে কাজে লাগবে। যাক্‌গে ওর চিন্তা আপাতত বাদ দাও। চিন্তা করো ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াসের কথা। ওরা এখন মরিয়া। শক্তি সংগ্রহ করে যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ঠিক কথা। আমরা এখনও শত্রু পরিবেষ্টিত, বন্ধুও আছে। কিন্তু তাদের অন্তরের কথা তো আমরা জানিনা। চলো মন্ত্রনা গৃহের দিকে এগোনো যাক।

এ্যান্টনি, অক্টেভিয়াস, লেপিদাস, ত্রিনায়ক। একদিন এদের মধ্যে থেকেই আবার কেউ হবে এক নায়ক। সময় বড় বেরসিক। স্বার্থ বড় নিষ্ঠুর। আর সাম্রাজ্য বড় ভয়ঙ্কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চলো জনান্তিক তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরিয়ে নিয়ে আসি রোমের বাইরে থেকে। সেখানে দেখতে পাবে কেমনভাবে ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস ত্রি নায়কত্বের হাত থেকে রোমকে ছিনিয়ে নেবার প্রস্তুতি করছে।

—চলো ইতিহাস—এটা তো এশিয়া-মাইনরের সার্ভিস শিবির দেখছি। আরে ঐ তো ব্রুটাস, সৈন্যদলসহ বেষ্টিত হয়ে আছেন। কি যেন শলাপরামর্শ করছেন। কিন্তু ওই

যে ওরা আসছে ওরা কে?

—ওরা ক্যসিয়াসের দুই মুক্তিদাস পিণ্ডারাস ও টিসিনিয়াস।

—ক্যাসিয়াস কোথায় তাকে তো দেখছি না!

—সব জানতে পারবে শোনো তাদের কথা। টিসিনিয়াস ও পিণ্ডারাস এসে জানালো—ক্যসিয়াস আপনাকে সম্ভাষণ জানি য়েছেন মহামান্য ব্রুটাস। জানিয়েছেন বন্ধুত্বের অভিবাদন আর দিয়েছেন এই পত্রখানি।

ব্রুটাস পত্র পড়ে জানালেন—লুসিয়াস তোমার প্রভু আজ কৈফিয়ৎ চাইতে আসছেন। বন্ধুত্বের ভালবাসা অপেক্ষা অর্থই তাঁর কাছে বড় হলো। অথচ দেখ কেমন সুন্দর মার্জিত ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ জানি য়েছে।

হঠাৎ শোনা গেলো একটা কোলাহল। সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিলো একটা চঞ্চলতা। ক্যাসিয়াস উপস্থিত হলেন।

প্রথাগতভাবে উভয়ে উভয়কে অভিবাদন জানালেন।

ক্যাসিয়াস বললেন—বন্ধু তুমি কিন্তু আমার ওপর ন্যায়বিচার করলে না।

ব্রুটাসের কণ্ঠে রুদ্ধস্বর—না ভাই আমি তা করিনি। ন্যায়বিচার তো একমাত্র দেবতারাই করতে পারে। আমি নিমিত্ত মাত্র, আমি কোনো অবিচার করিনি ক্যাসিয়াস।

ক্যাসিয়াস বিদ্রূপ করেন। ব্রুটাস ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু তিনি বিজ্ঞ তাই শান্তস্বরে বললেন—এখানে দাড়িয়ে তর্ক করলে আমাদের সবাই অকৃতজ্ঞ ভাববে। এসো শিবিরের ভিতরে যাই।

ক্যাসিয়াস ব্রুটাসের কথা মেনে নিলেন। মন্ত্রনার জন্য দুজনে প্রবেশ করলেন শিবিরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিবির প্রাঙ্গণ শান্ত। নিঃশব্দ পদচারণ সৈন্যদলের। শিবিরের অভ্যন্তরে দুই নায়কের মন্ত্রনাসভা বসেছে। একে অপরের প্রতি অভিযোগ হানছে। ভেসে আসছে চাপা উত্তেজনা।

ক্যাসিয়াস তুমি লুসিয়াসকে দণ্ড দিয়েছো কারণ সে সার্ভিসের জনগণের কাছে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলো বলে। আমি ওই দণ্ড শিথিলের জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তুমি উপেক্ষা করেছ। দণ্ড তোমারও হওয়া উচিত।

ব্রুটাস ক্রুদ্ধ। তবু শান্ত—একথা বলার আগে ভাবা উচিত ছিলো তুমি কোথায় কথা বলছো। এই মুহূর্তে সেই দণ্ড তোমার ওপর আঘাত হানতে পারে।

—ছোঃ তোমার দণ্ড!

—হ্যাঁ, ন্যায়ের জন্য যে হাত দিয়ে আমরা সীজারকে হত্যা করেছি সেই হাতই আমরা কলঙ্কিত করব সামান্য উৎকোচ গ্রহণ করে। ধিক ক্যাসিয়াস।

ক্যাসিয়াস উত্তেজনায় ফেটে পড়েন—দেখ ব্রুটাস শূয়োরের মত চিৎকার করো না। আমি সৈনিক, তোমার চেয়ে প্রধান। যোগ্য পদ কাকে দিতে হবে, তা আমার ভালভাবে জানা আছে।

ব্রুটাসও উত্তেজনার চরম শিখরে—স্তব্ধ হও নরাধম। মনে হচ্ছে তুমি ব্রুটাসকে ভুলে গেছ।

—না ভুলিনি।

—আলবৎ।

—দেখ ব্রুটাস আমাকে উত্তেজিত করো না।

—যাও বিদেয় হও এখান থেকে, তুমি নীচ। ওঃ ভগবান একি ক্যাসিয়াসের কথা সত্য।

—হ্যাঁ, ধ্রুবনক্ষত্রের মত সত্য। ভেবোনা তুমি উন্মাদ হলেও সাথে সাথে আমিও হবো।

উন্মাদ তুমি। চিৎকার করে উঠলেন ব্রুটাস।

—এও কি আমায় সহ্য করতে হবে।

হ্যাঁ। তোমার রক্তচক্ষু আমায় না দেখিয়ে তোমার ক্রীতদাসদের দেখাও গে।

ক্যাসিয়াসের মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেলো। ব্রুটাস তবু শান্ত হলেন না। —তোমার গর্ব আমার চেয়ে তুমি শ্রেষ্ঠ। ঠিক আছে প্রমাণ দাও তাহলে।

ক্যাসিয়াস ক্ষুব্ধ—ভুল করেছো বন্ধু, আমি আদৌ সেকথা বলিনি। আমি শুধু নিজেকে প্রধান বলেছি।

—কি বাকি রেখেছো। মোট কথা আমি সহ্য করতে রাজি নই।

—সীজার যে কথা বলতে পারেনি। তুমি আজ তা বললে।

—তোমার স্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো ক্যাসিয়াস।

—না ব্রুটাস। এখনো তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি হয়তো তার সম্মান রাখতে পারবো না।

—ভেবো না তোমার হুমকিতে আমি ভয় পাবো। মনে পড়ে, তোমার কাছে কিছু অর্থ চেয়েছিলাম। ইচ্ছা হলে নোংরাপথে সে অর্থ উপার্জন করতে পারতাম। তুমি কিন্তু সেই অর্থ দাওনি। আর সেই অর্থ ছিলো সেনাবাহিনীর জন্য। সেটা কি তোমার নেওয়া উচিত হলো। তোমার মতো হওয়ার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।

—তুমি ভুল করছো বন্ধু। আসলে তুমি আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করোনি। আর সেই ভুলই আজ তোমার ভালবাসা থেকে আমায় বঞ্চিত করেছে।

—না ক্যাসিয়াস, তোমাকে আজও ভালবাসি তবে তোমার অন্যায়কে নয়।

বেদনার্ত কণ্ঠে ক্যাসিয়াস বললেন—বন্ধু তো বন্ধুর অন্যায় ক্রটি দেখে না বন্ধু।

—তা সত্যি, কিন্তু সেটা চাটুকারের কর্তব্য।

—ঠিক আছে বন্ধু। তাই যদি হয়, তবে এই নাও আমার খঞ্জর। যেমনভাবে সীজারকে আঘাত হেনেছিলে সেই ভাবে আমার বুকে বসিয়ে দাও এই খঞ্জর। দেখবে এখানেই খুঁজে পাবে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান ধনরত্ন।

ব্রুটাস রোষে জ্বলে ওঠেন মুহূর্তের জন্য। কিন্তু অচিরেই আবার শান্ত হন। ক্যাসিয়াসের

কথা তাঁকে অভিভূত করে। তিনি আবার হয়ে ওঠেন নির্মল—ক্যাসিয়াস।

ক্যাসিয়াসেরও ব্রুটাসের এই পরিবর্তনে আবেগে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। মূহুর্তে একে অপরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিবাদের হলো পরিসমাপ্তি। ঠিক সেই মূহুর্তে প্রবেশ করলেন কবি। কিন্তু ব্রুটাস হঠাৎ আবার ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বিতাড়িত করলেন।

ক্যাসিয়াসের চোখে বিস্ময়ের ছায়া—একি করলে বন্ধু!

—কি করবো বলো। এখন যেখানে দরকার অস্ত্রের ঝনঝনানি, সেখানে ও নিরে এসেছে কাব্যের গুনগুনানি।

কিন্তু এরকম রূপ তো তোমার আগে দেখিনি, কি হয়েছে বলতো?

—তুমি কি বুঝতে পারবে আমার বুকের ব্যাথা।

—তবু বলো বন্ধু।

—শুনবে তবে, শোনো। পোর্সিয়া—পোর্সিয়া আমার বিরহে জ্বলন্ত অঙ্গার উদরস্থ কর মৃত্যুবরণ করেছে।

ক্যাসিয়াস স্তম্ভিত। সেই মূহুর্তে পরিচারিকা নিয়ে আসে সুরাপাত্র। এসো বন্ধু, এই মূহুর্তে এই সুরার সাগরে ডুব দিয়ে সব কিছু ভুলে যাই।

হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলো মেশালা। সংবাদ এনেছে—রোমে এখন স্বৈরাচারীদের অত্যাচার। নিহত হয়েছে কিকেরোও।

—কিকেরোও—বাগ্মী কিকেরোশ নেই। নেই পোর্সিয়া ওঃ ক্যাসিয়াস আমি ভাবতে পারছি না, কিছুতেই ভাবতে পারছি না।

কিছুক্ষণ নিরবতার পর ব্রুটাস আবার বললেন—মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তা না করে এসো আগামী জীবন্ত কাজের পানে ছুটে চলি।

ক্যাসিয়াস জানালেন—একটু অপেক্ষা করো বন্ধু। ওরা আমাদের যত অন্বেষণ করবে ততই ক্লান্ত হবে। আমরা তখন বিশ্রামের অবসরে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবো।

—তোমার কথা যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু তার থেকে যদি আরো ভালো যুক্তি দেখাতে পারি নিশ্চয়ই তুমি মেনে নেবে।

—বলো।

—একথা নিশ্চয়ই জানো ফিলিপি ও সার্ভিসের মাঝে যে সব মানুষ আছে তারা আমাদের স্বেচ্ছায় অর্থ দেয়নি। আজ আমাদের দুয়ারে শত্রু। এই মূহুর্তে আমরা যদি তাদের বাধা না দিই তবে এরা সেই শত্রু পক্ষে যোগ দিতে পারে। কিন্তু আমরা যদি ফিলিপিতে গিয়ে প্রথমেই বাধা দিই তবে ওই মানুষরা সে সুযোগ পাবে না।

ক্যাসিয়াস ব্রুটাসের যুক্তি নিয়ে ফিলিপি যেতে সম্মতি জানালেন।

রাত্রি গভীর হয়। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন ক্যাসিয়াস।

ক্যাসিয়াস চলে গেছেন। ব্রুটাসও নিদ্রা যাবার আগে অনুচরদের বিশ্রাম করার জন্য লুসিয়াসকে আদেশ দিলেন। শুধু ক্লডিয়াস ও দু-একজন অনুচরকে নিজের শিবিরে ডেকেপাঠালেন।

রাত্রি এনেছে আঁধারের দৃশ্যপট। সেজেছে তমসারূপে। ব্রুটাসের চোখে ঘুম

আসে না। ভৃত্য লুসিয়াসকে বললেন, তার বীণা বাজাতে।

ঘুমচোখে ভৃত্য লুসিয়াস কর্তব্য করে। ঘুমচোখে বাজায় বীণা....... তার ঝঙ্কার মৃদু তালে ধ্বনিত হয় বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে।

ব্রুটাস স্তব্ধ। কি অপূর্ব কি মিষ্টি সেই সুর। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে লুসিয়াস। তাকে দেখে ব্রুটাসের মনে করুণা জাগে। বীণাটি তার হাত থেকে নিয়ে নিষ্কৃতি দিলেন তাকে।

সবাই পড়েছে ঘুমিয়ে। ঘুম নেই শুধু ব্রুটাসের চোখে। এই সময়তার একমাত্র সাথী পুঁথি।

গভীর আরো হয় রাত্রি। সারা শিবিরটা আলো অন্ধকারের কুয়াশায় ঢাকা। কোনো এক অদৃশ্য অবয়ব তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ব্রুটাস চমকে ওঠেন........কে, কে?

অদৃশ্য থেকে ভেসে আসে একটা ভারী গম্ভীর স্বর—আমি সীজারের প্রেতাত্মা।

ব্রুটাস নিথর নিষ্পন্দ। তিনিও কুসংস্কারে আবদ্ধ নন। তবুও অজানা আশঙ্কায় মূহুর্তের জন্য তাঁর হিয়া কেঁপে ওঠে। অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে বললেন—এখানে আসার কারণ কি?

শুধু বলতে এসেছি। আমাদের আবার দেখা হবে।

—আবার?

—হ্যাঁ, ফিলিপিতে আবার দেখা হবে। আরো কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সেই ছায়ামূর্তি বিদায় নিলো।

ব্রুটাস চীৎকার করে সবাইকে জাগিয়ে তুললেন। সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোরা কিছু দেখেছিস?

প্রত্যেকেই জানালো—না তারা কিছুই দেখেনি।

ব্রুটাস চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি আদেশ দিলেন ক্যসিয়াসকে এখনি সংবাদ দাও তিনি যেন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ফিলিপিতে যান। আমিও দেরী করছি না।

আদেশ নিয়ে অনুচর চলে যায়। ব্রুটাস আবার অস্থির পদচারণায় মেতে ওঠেন। মূহুর্তের দুঃস্বপ্ন তাঁকে চিন্তিত করে তোলো। —চোখের সামনে ভেসে ওঠে সীজারের মুখটা, যে সীজার তাকে ভালবাসত, যে সীজার ভাবতে পারেনি তার পরম হিতৈষী ব্রুটাস তাঁকে চরম আঘাত হানবে.....না...না ব্রুটাস চীৎকার করে ওঠেন। তাঁর চীৎকারে রাত্রি হয় খান খান।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস, এ কোথায় নিয়ে এলে এবার।

—এটা ফিলিপি জনান্তিক। তুমি জান কি ফিলিপির নামকরণের কারণ? জাননা তবে শোন—বহুদিন আগে ম্যাসিডনের অধীশ্বর ছিলেন ফিলিপ। তাঁর স্বপ্ন ছিলো পৃথিবী দিগ্বিজয়ের। কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। এরপর এগিয়ে আসেন তার পুত্র আলেকজাণ্ডার.........

সেই ফিলিপই নিজের নামে নামকরণ করলেন থেস রাজ্যের সীমান্ত ফিলিপি।

আজ সেই ফিলিপও নেই। নেই আলেকজাণ্ডারও। কিন্তু সেই স্মৃতি বিজড়িত ফিলিপি আজও দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর মাটিতে। যাকে কেন্দ্র করে আজকের রণাঙ্গন। একদিকে এ্যান্টনী, অক্টেভিয়াস, লেপিদাস। অপরদিকে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস। দেখে যাও জনান্তিক।

এ্যান্টনীর রণস্থল সম্মন্ধে দূরদর্শিতা আছে, অক্টেভিয়াসের তা নেই। কে কোনদিকে যাবে এই নিয়ে বাধে তর্ক। ঠিক সেই সময় দূত এসে সংবাদ জানায়—সীমান্তে শত্রুসৈন্য জমায়েত হয়েছে।

এ্যান্টনী, অক্টেভিয়াস আর বিলম্ব করলেন না। দূর্বার বেগে এগিয়ে গেলেন রণস্থলে। ওদিকে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসও প্রস্তুত।

উভয় পক্ষ উভয়ের সম্মুখে। যুদ্ধের রীতি পূর্বে উভয় পক্ষকে সম্ভাষণ করে। তাই এই মূহুর্তে সবাই স্থির। এই সম্ভাষণ মানেই অস্ত্রযুদ্ধের পূর্বে বাক যুদ্ধ।

ব্রুটাস মনে মনে তারিফ করলেন এই পন্থাকে।

শুরু হল বাকযুদ্ধ। উভয় পক্ষের উভয়ে দোষারোপ করতে থাকে। অতীত, বর্তমানের সমস্ত ঘটনার কারণ নিয়ে সেই দোষারোপ। দোষারোপ চলতে থাকে, পরিস্থিতি হয়ে ওঠে উত্তেজনাপূর্ণ।

অক্টেভিয়াস বাক বিতণ্ডা বিশেষ পছন্দ করেন না। তাই সরাসরি তিনি এবার যুদ্ধের আহ্বান করলেন, আপন সীমানায়।

ক্যাসিয়াসের চোখে তখন অগ্নি ঝলক। প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে চীৎকার করে বললেন— জানিনা এই যুদ্ধের ফলাফল কি? তবু তার আগে তুমি নিয়ে এসো উন্মুক্ত বাতাস। আকাশ হতে ঝরাও অঝোর ধারায় বৃষ্টি । নদীতে নিয়ে এসো বান.......আমরা সেই অশান্ত নদীবক্ষে ভাসাই আপন আপন নাও। দেখি কে পৌছুতে পারে তীরে।

ওদিকে ব্রুটাস লুসিয়াসের সাথে কিছু পরামর্শ করছে। তাই মেশালাকে ডেকে ক্যাসিয়াস বললেন—জানো আজ আমার জন্মদিন। আজকের যুদ্ধ নিৎ৺ করছে আমাদের আগামী ভবিষ্যত। আমি যদিও কুসংস্কারে বিশ্বাসী নই, তবুও কেন জানিনা এক অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার হিয়া কেঁপে উঠছে। সার্ভিসের দিকে যখন এগোচ্ছিলাম তখন দুটো ঈগল ছিলো আমাদের সাথী। মাথার ওপর তারাও উড়তে উড়তে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ফিলিপিতে পৌছোনর আগেই তারা অদৃশ্য হয়। তখন থেকেই কেন জানিনা আমার মন বলছে আজকের যুদ্ধই বুঝি শেষ যুদ্ধ।

মেশালা এসব কথা বিশ্বাস করতে বারণ করলেন।

সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমি করি না। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, বাহুতে শক্তি আছে, ততক্ষণ আমি অজেয়।

ইতিমধ্যে ব্রুটাসও কাছে এলেন। তাঁকে দেখে ক্যাসিয়াস বললেন—ব্রুটাস আমাদের বন্ধুত্ব যেন চির অটুট থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এসে যদি আমাদের পরজিত করে যদি আসে মৃত্যু তাহলে এটাই আমাদের অন্তিম বাক্যালাপ। সেই চরম দশার কালে তুমি কি করবে ব্রুটাস?

—বিধির বিধান মেনে নিয়ে ধৈর্য ধরেই থাকবো বন্ধু।

—কিন্তু বন্ধু। একবার ভাবতো যখন ওরা বিজয়ী হয়ে রোমের পথে উল্লাস করবে। তখন তোমার মনের অবস্থা কি হবে?

—কি ছুই হবে না। ব্রুটাস বন্দী হবে না, পনোরোই মার্চ যে ব্রত নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন, ব্রুটাস তার যবনিকা দেখে যাবে। হয়তো আর দেখা নাও হতে পারে। যদি হয় আবার আমরা আসবো। আবার একসাথে সুরার পাত্র তুলে নেবো। না হলে আজকের বিদায়ই শেষ বিদায় বন্ধু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিলিপের প্রান্তরে বেজে উঠলো যুদ্ধের ডঙ্কা। যুদ্ধ শুরু। ঘোড়ার ওপর ব্রুটাস ও মেশালো। হাতে তাদের প্রচার পত্র। ব্রুটাস মেশালাকে সেই প্রচার পত্র সৈন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বললেন। অক্টেভিয়াসের সৈন্যদল এখন উদ্যমহীন। এই সুবর্ণ সুযোগ আর পাবো না। এই সুযোগেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। যাও মেশালো, ছুটে যা বিলম্ব করো না।

যুদ্ধ শুরু হলো।

অভাবনীয় দৃশ্য পরিবর্তন। ব্রুটাসের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েও তিনি ব্যর্থ হলেন। এর কারণ তিনি নিজে। আংশিক জয়লাভ যখন তাঁর অধীনে তখনই ঘটলো সর্বনাশ। ক্ষণিকের জয়লাভের উত্তেজনায় সৈন্যদল উন্মত্ত হয়ে শুরু করলো লুণ্ঠন আর স্বেচ্ছাচার। আর সেই মুহূর্তে আঘাত হানল বিপক্ষ।

ক্যাসিয়াস এখন শত্রু পরিবেষ্টিত। সীমান্তে এসে দেখলেন, পলায়ন ছাড়া কোনো গতি নেই। টিসিনিয়াস বললেন—ঐ দেখ, সবাই আজ পালাচ্ছে। এমনকি আমার প্রতীকচিত্র বহনকারীও তাই চেয়েছিল। কিন্তু আমার হাত থেকে সে নিস্তার পায়নি। এমন সময় পিণ্ডারাস এসে খবর দিলো—ক্যাসিয়াসের শিবির এ্যণ্টনীর দখলে।

ক্যাসিয়াস লক্ষ্য করলেন দূরে কোথাও অগ্নিশিখা টিসিনিয়াসকে তার প্রকৃত কারণ জানতে পাঠালেন। টিসিনিয়াস আদেশ পালন করে দ্রুত ঘোড়ায় চেপে রওনা হলেন। এবার পিণ্ডারাসকেও আদেশ দিলেন, পাহাড়ের ওপর উঠে রণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করতে।

এমন সময় হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে পিণ্ডারাস চীৎকার করে জানালো—সর্বনাশ হয়েছে, টিসিনিয়াস বন্দী হয়েছে মনে হচ্ছে।

—না! এ হতে পারে না। আমি জীবিত আর আমার বন্ধু বন্দী। নেমে এসো তুমি।

ক্যাসিয়াস তাকে বললেন—মনে পড়ে পিণ্ডারাস, পার্থিয়ার যুদ্ধে তুমি যখন বন্দী হলে তখন তোমায় ক্ষমা করেছিলাম।

—মনে পড়ে আর সেইদিন থেকে আপনার নামে আমি জীবন লিখে দিয়েছি। আপনার আদেশ আমার জীবনের চেয়ে বড়।

—আজও নিশ্চয়ই তাই ভাবো।

—হ্যাঁ।

—তবে এই নাও কৃপাণ, দ্বিধা না করে এই মুহূর্তে বিদ্ধ করো আমার বক্ষ। এই সেই কৃপাণ। যে কৃপাণ দিয়ে হত্যা করেছিলাম সীজারকে। প্রতিশোধ নাও বন্ধু, বিলম্ব করো না।

পিণ্ডারাস কঠিন আজ্ঞাবাহী। হৃদয়কে রুদ্ধ করে ক্যাসিয়াসের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করলেন সেই কৃপাণ। আজ সে মুক্ত। কিন্তু এ মুক্তি সে তো চায়নি। কেমন ধারা এ মুক্তি। আর সে এই রোমে থাকবে না। যেখানে রোমের গন্ধ নেই, নেই রোমের গল্প—চলে যাবে সেখানে। সেখানে থাকবে শুধু আজকের স্মৃতি, এই রক্তক্ষয়ী 'স্মৃতি'।

ইতিমধ্যে টিসিনিয়াসও মেশালো ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা নিয়ে এসেছেন জয়ের সংবাদ পিণ্ডারাস পাহাড়ের ওপর থেকে ভুল দেখেছিলেন। আসলে সেই মুহূর্তে টিসিনিয়াস ব্রুটাসের বিজিত সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়েছিল তারা টিসিনিয়াসকে পরিয়ে দিয়েছিলো জয়মাল্য। টিসিনিয়াস বললেন—উল্লাস করে বলেছিলেন, ব্রুটাস, এই জয়মাল্য যেন তার বন্ধু ক্যাসিয়াসের গলায় পরিয়ে দিই। আমি সেই শুভ সংবাদ আর আদেশ নিয়ে দুর্বার বেগে ছুটে এলাম। কিন্তু এ আমি কি দেখছি। কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার বললেন—আমার ভুলে ক্যাসিয়াসের এই গতি হলো, আমার এই ভুলের ক্ষমা নেই বন্ধু আমার ভুলের ক্ষমা নেই।

মেশালো বললেন—ভুলের জন্যই তো ইতিহাস সৃষ্টি টিসিনিয়াস কিন্তু পিণ্ডারাস কোথায় ? ঠিক আছে তুমি বরং তার সন্ধান করো, আমি চললাম ব্রুটাসকে সংবাদ দিতে। মেশালো অদৃশ্য হবেন নিমেষে।

টিসিনিয়াস যেন মৃত্যু প্রান্তরে একা। এ তিনি কি দেখছেন। ব্রুটাস যে আদেশ দিয়েছেন ক্যাসিয়াসকে জয়মাল্য পরিয়ে দেবার জন্য—আমি তা পালন করবো বন্ধু আমি তা পালন করবো। এসো ব্রুটাস তুমি এসো, দেখ আমি কিভাবে ক্যাসিয়াসকে অর্ঘ্য দিই।

ব্রুটাসও ছুটে এলেন মেশালোর সংবাদ পেয়ে। এসে দেখলেন ক্যাসিয়াস ভূলুণ্ঠিত মর্মমূলে সেই অভিশপ্ত কৃপাণের ক্ষত। আবার তারই বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে টিসিনিয়াস। মনে হয় কাঁদছেন—না টিসিনিয়াসও মৃত! ওঃ দেবতা আর কি চাও তুমি। দিগন্ত কাঁপিয়ে ব্রুটাস আর্তনাদ করে উঠলেন। আরো বললেন—ধন্য সীজার ধন্য তুমি মৃত হয়েও তুমি তোমার প্রতিশোধ নিতে ভুল করোনি, আর ক্যাসিয়াস তোমাকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। রোমের যোগ্য বীর তুমি। তোমার জন্য আমার চোখের জল, কিন্তু এই চোখের জলে কি তোমার বন্ধুত্বের 'ঋণ' শোধ হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্য প্রান্তে তখনও যুদ্ধের দামামা উচ্চনাদে বেজে চলেছে। যুদ্ধ চলছে অবিরাম। চারিদিকে অস্ত্রে ঝনাৎকার। অজস্র কোলাহল। রক্তের কল্লোল। এখন রাত্রি আসবে ছুটে। তার আগেই শেষ হবে দিনের জয় পরাজয়। সেনাদল যুদ্ধ করেছেন ব্রুটাস উৎসাহ দিয়ে তাদের মনে উদ্যম জাগিয়ে তুলেছেন। ব্রুটাসের পাশে রয়েছেন কোটার পুত্র আর অনুগত লুসিয়াস।

কোটার পুত্র উত্তেজিত। তিনি গণতন্ত্রের নির্ভিক পূজারী। উত্তেজনায় দ্বিধাহীন চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদের মাঝে। নিমেষেই শত্রু মাঝে হলেন অদৃশ্য। কিন্তু অচিরেই সহস্র আঘাতে তিনি পরাভূত হলেন। ব্রটাসও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনিও অদৃশ্য হলেন।

ওদিকে শত্রুবেষ্টিত কোটার পুত্র, লুসিয়াসেরও পাশে শত্রুসৈন্য ভাবল কোটার পুত্রই বুঝি ব্রুটাস। তারা তাকে বন্দী করতে ছুটলো। এ্যাণ্টনি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন—কিন্তু কোথায় ব্রুটাস?

লুসিয়াস অট্টহাসি হেসে বললেন—মহান ব্রুটাসকে বন্দী করা যায় না।

এ্যণ্টনি ক্ষুব্ধ। তবুও তিনি সৈন্যদের আদেশ দিলেন এদের হত্যা কর না, এদের বন্ধুত্ব আমাদের প্রয়োজন, নিয়ে যাও এদের।

ব্রুটাসের সমস্ত কিছু আজ ব্যর্থ। শত্রুর আক্রমণে পিছু হটতে হটতে তিনি আজ ফিলিপি শৈলমালার পাদদেশে এক গোপন নির্জন স্থানে। ব্রুটাস ভেঙ্গে পড়ে বললেন—বন্ধুগণ আজ আমরা পরাজিত। আমরা মাত্র এই ক'জন বেঁচে। আমাদের আত্মহত্যা ভিন্ন কোন গতি নেই।

ব্রুটাস একে একে সবাইকে অতি গোপনে ব্যক্ত করলেন নিজের অভিপ্রায়। কিন্তু প্রত্যেকেই শিহরিত হয়ে পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু ব্রুটাসের পরিকল্পনায় সমর্থন করলেন না। ব্রুটাস হতাশ হলেন। তাহলে কি শত্রুপক্ষ তাকে বন্দী করবেন; না অসম্ভব ব্রুটাসকে জীবিত বন্দী করার শক্তি কারোর নেই।

অনুচরেরা বার বার ব্রুটাসকে অনুরোধ করলো—এখানে শত্রু আসার আগে পলায়ন করুন।

কিন্তু ব্রুটাস স্থির। অদূরে ধ্বনিত হলো দামামার আর্তনাদ। অশ্বক্ষুরধ্বনি। বিজয়ের উল্লাস এগিয়ে আসে। অনুচরেরা আবার বলে—এখনো সময় আছে মহামান্য ব্রুটাস, আপনি এই স্থান ত্যাগ করুন।

ব্রুটাস স্থির কণ্ঠে বললেন—ঠিক আছে, তোমরা এগোও আমি আসছি।

সবাই চলে গেছেন। কিন্তু এখনো দাঁড়িয়ে আছে ব্রুটো।

ব্রুটাস বললেন—বন্ধু আসি, নিজের স্বার্থে এই যুদ্ধ করিনি। করেছি গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য। দেশের অগণিত জনগণের জন্য যদি প্রাণ দিতে হয় তাহলে তাতে আমর দুঃখ নেই। মৃত্যু তো একদিন আসবেই। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে মৃত্যু সে মৃত্যু যদি বার ধার আসে, কিন্তু তা তো আসবার নয়। ভগবান আমাকে বার বার জন্ম দিন।

ব্রুটোর নয়নে বাঁধ ভাঙ্গা অশ্রু। আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ। বহু কষ্টে যেন কটি শব্দ নির্গত হয় তার মুখে—আমি আপনার আদেশ মেনে নিচ্ছি মহামান্য। কিন্তু তার আগে একবার শেষবারের মত আলিঙ্গন করতে দিন। দিন হাতে হাত, নিতে দিন বিদায়।

ব্রুটাস শান্ত। অদ্ভুত স্বর্গীয় এক হাসি তার ঠোঁটের কোণে। হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

—বিদায় বন্ধু, বিদায় রোম। অপেক্ষা করো সীজার আমি আসছি। কিন্তু সীজার

আজ যে কারণের জন্য আমি আত্মহত্যা করছি, তোমাকে হত্যা করার জন্য তার অর্ধেক ছিলো কিনা সন্দেহে। বিদায় বন্ধু বিদায় রোম। বিদায় রোমের গণতন্ত্র..........

নিমেষে ব্রুটাস ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিষ্কাসিত কৃপাণ মালায়। মৃত্যু হলো ব্রুটাসের। তার আত্মা ছুটে চললো অচিন কোন স্বর্গলোকে। কোলাহল আরো স্পষ্ট হয়ে এলো। উপস্থিত হলেন এ্যান্টনি অক্টেভিয়াস মেশালো ও বাকি সৈন্যদল। ব্রুটো দাঁড়িয়ে আছেন নিথর নিষ্পন্দ হয়ে।

অক্টেভিয়াস প্রশ্ন করলেন—কে তুমি?

—আমি ব্রুটাসের দাস। তারপর মেশালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—মানুষ যে বন্ধনের দাস। আমার প্রভু আজ সেই বন্ধন থেকে মুক্ত মেশালা। আজ তোমাদের ওর প্রতি কিছুই করার নেই। একে হত্যা করার বীরত্ব থেকে তোমরা বঞ্চিত হলে। লুসিয়াস বললেন—কেউ জানে না ব্রুটাস কেমন—কেউ চিনতে পারলো না তাঁকে। তাঁর মহিমার নিদর্শন কেউ যাচাই করলো না, তুমি ধন্য প্রভু। তুমি তোমার কথার মান রেখেছো।

অক্টেভিয়াস বললেন—হায়, তোমরা যদি আমার অনুচর হতে আমি ধন্য হতাম।

মেশালা পেয়েছেন নতুন প্রভুকে। কিন্তু কিছুতেই তিনি পুরাতন প্রভুকে ভুলতে পারছেন না।

ব্রুটো বললেন—প্রভু কি করে এই আত্মহত্যা করলেন।

ব্রুটোর বর্ণনায় সবাই নীরব। নিথর নিস্পন্দ। সবাই নতমস্তকে ব্রুটাসের মৃতদেহের কাছে।

নাটুয়া এ্যান্টনি উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী তিনি। কিন্তু বীরের সম্মান তিনি দিতে জানেন। ব্রুটাসের বীরত্ব তাঁর হৃদয় বিগলিত করেছে। তিনি বললেন—ব্রুটাস অবশেষে তোমাকেও আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। সীজারকে অন্য সবাই আঘাত হেনেছিলো ঈর্ষায়। কিন্তু মহান ব্রুটাস তা করেন নি। তুমি ধন্য ব্রুটাস। তোমার জন্য, রোমবাসীর জন্য মৃত্যুতে তার প্রমাণ রেখে গেল। তুমি ইতিহাসের গর্বের চরিত্র, তুমি মহান।

অক্টেভিয়াসও এ্যান্টনির কথা সমর্থন করে মৃত ব্রুটাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। তিনি বললেন—এই বীরের আমরা সমারোহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করবো। আজকের রাত্রে থাকবে আমার শিবিরে। আগামীকাল হবে তাঁর শেষকৃত্য! আজ বন্ধুগণ চল ফিরে যাই আপন শিবিরে। এখন এসেছে বিশ্রামের পর্ব।

একি জনান্তিক। তোমার নয়নে অশ্রু কেন, অশ্রুপাত করো না বন্ধু। এই দেখ আমাকে, আমি ইতিহাস। এমনি কত ব্যথা, কত সুখের ঘটনা আছে আমার স্মৃতিতে। কই, আমি তো ক্রন্দন করছি না।—এস দেখ বন্ধু। দেখ ঘটনা শুধু দেখে যাও, যুগযুগান্তর ধরে। মন্তব্য করো না, উচ্ছ্বসিত হয়ো না, মনকে ব্যথাতুর করো না। শুধু প্রত্যক্ষদশীর মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি ইতিহাস, আমার সাথে।

দ্য টেমপেস্ট

সাগর। উত্তাল-উদ্দাম ভূমধ্যসাগর। বিকেল পড়তেই দেখা দিয়েছে ঝড়ের তাণ্ডব। ঝড়ের সঙ্গে মিতালী করে সমুদ্র যেন রুদ্ররূপ ধারণ করেছে।

সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশালায়তন এক জাহাজ এগিয়ে চলেছে। জাহাজের যাত্রীরা ঝড়ের কবলে পড়ে একেবারে নাস্তানাবুদ।

অনবরত শনশনানি শব্দ। বাজের আওয়াজের সঙ্গে রয়েছে বিদ্যুতের ঝলকানি। জাহাজে রয়েছেন যথাক্রমে নেপলসের রাজা অ্যালানেসো, রাজপুত্র ফার্দিনাণ্ড, রাজভ্রাতা সেবাষ্টিয়ান, মিলানের ডিউক অ্যান্টেনিও, বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো আরও অনেকে। সবার মনেই কি হয় কি হয় ভাব।

জাহাজের ক্যাপ্টেন ব্যাপার দেখে অধৈর্য্য হয়ে বড় মাঝিকে তাড়া দেন নাবিকরা যাতে খুব জোরে জোরে দাঁড় টানে। নইলে যে কোন মুহূর্তে সবাইকে তীরে আছড়ে পড়ে মরাও বিচিত্র নয়।

বড় মাঝি নাবিকদের সতর্ক করে, সাহসে ভর দিয়ে তাড়াতাড়ি টানতে, জাহাজের ওপর কোমর কসে পালটা তুলে ধরতে। নইলে তীর থেকে যদি জাহাজটা দূরে থাকে, তাহলে ঝড় যত আস্ফালন করুক না কেন, বিপদের কিছুমাত্রও কারণ থাকে না। তাই বারবার বলছে, জাহাজ মাঝ দরিয়ার নাও।

এদিকে রাজা অ্যালানসো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বড় মাঝিকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, লোকদের তাড়াতাড়ি কাজে লাগাও। এরপর তিনি ক্যাপ্টেনের খোঁজ করেন। অ্যান্টেনিও ক্যাপ্টেনের খোঁজে এলে সর্দার মাঝি দুজনকে অনুরোধ করে ডেকের নীচে যেতে। কারণ ঝড় স্বাধীন। সে রাজার অনুশাসন মানতে নারাজ। তাই কোন কথা না বলে কাউকে বিরক্ত না করে সোজা নীচে গিয়ে স্থির হয়ে থাকুন। অবস্থা সঙ্গীন, যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে।

গঞ্জালো তা শুনে বড় মালিককে বলতে থাকে আপনি জানেন আপনি কাকে জাহাজে করে নিয়ে যাচ্ছেন?

বড় মাঝি নরম স্বরে উত্তর দেয়, জানি রাজা কে, আর আপনি তাঁর বৃদ্ধ অমাত্য, তা-ও জানি। যদি আপনার ক্ষমতা থাকে ঝড় থামান। আমরা তবে হাত তুলে বসে থাকি। আর যদি অক্ষম হন, তবে আপনাদের ধন্যবাদ দিই এতক্ষণ বেঁচে থাকার জন্য। আর যদি দুর্ঘটনা ঘটেই তার মোকাবিলা করার জন্য তৈরী থাকুন। সমুদ্রের ঝড় তো আর রাজার প্রজার নয় যে, হুকুম তামিল করবে। তাই বলছি, দয়া করে নিজের ঘরে যান। আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে দিন।

গঞ্জালো তা শুনে আপন মনে বলতে থাকেন, বড় মাঝির যেমন বিকট চেহারা তেমনি ভাষাও কর্কশ। বেটার ভয়-ডর বলতে কিছু নেই। এ বেটা না মরলে আমাদের বাঁচবার আশা নেই, হায় ঈশ্বর কি হবে!

ক্রমে জাহাজে ত্রাসের সঞ্চার হতে সবাই আর্তনাদ করে ওঠে। বড় মাঝি জাহাজের মাস্তুল তুলে জাহাজকে বাতাসের অনুকূলে রাখতে হুঙ্কার ছাড়ে। সেবাষ্টিয়ান, অ্যান্টোনি ও গঞ্জালোকে ডেকের ওপরে আসতে দেখে বড় মাঝি এবার বেশ রাগতস্বরে বলে, এভাবে চীৎকার করে যদি অতীষ্ঠ করে তোলেন আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো। জাহজটাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। তাই একটি প্রাণীরও বাঁচবার আশা থাকবে না।

এবার সবাই নীচে এসে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, মরতেই যদি হয় তবে শুকনো জমিতে যেন প্রাণটা যায়। তারপর বাধ্য হয়ে ঝড় তুফানের মাঝে সবাই নিজেদের ভাগ্য ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিয়ে প্রার্থনারত অবস্থায় আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে।

এক সময় ঝড়ের বেগ কমল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বারো বছর আগেকার কথা। বারো বছর আগেকার মিলান। তখন প্রস্পেরো ছিলেন মিলানের ডিউক। তিনি ছিলেন একজন সর্বশক্তিমান মান্যকর ব্যক্তি। ভালবাসতেন তাঁর একমাত্র ছোট ভাই অ্যাণ্টনিওকে। কিন্তু পরে তাঁর একমাত্র ক[illegible] মিরান্দার জন্মের পর তার ভালবাসা কেড়ে নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। ডিউকের স্ত্রী মারা গেলে তিনি লেখাপড়া নিয়েই সর্বদা সময় কাটাতেন। ভাই অ্যাণ্টোনিওর হাতে জমিদারের সব ভার অর্পণ করে তিনি বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হন। কাজে ডুবে থাকেন। কিন্তু অ্যাণ্টেনিও তার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। মিলানের ডিউক বৃদ্ধ প্রস্পেরো ও তাঁর একমাত্র কন্যা মিরান্দা অ্যাণ্টেনিওর চক্রান্তের শিকার হন। ডিউক তখন বাধ্য হয়ে সরে আসেন সাধারণ জীবন থেকে। তিনি এবার পুরোপুরি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন গুহ্যবিদ্যা সাধনা আর মানসিক শক্তি অর্জনের সঙ্কল্পে। যে সব কর্মচারী ডিউকের অধীন ও আজ্ঞাবাহী ছিল অ্যাণ্টেনিও ক্রমশঃ তাদের পদোন্নতির মাধ্যমে নতুন করে সভা গড়ে তুললো নিজের মত করে। অ্যাণ্টোনিও একদিন আইভিলতার মত ডিউকের দেহে লুকিয়ে ছিল। সে সেখান থেকেই শোষণ করতে লাগল তাঁর জীবনের পরিপুর্ণ রস। জীবনকে পুরোপুরি ভোগ করতে লাগল। অ্যাণ্টোনিও নিজের বুদ্ধি-কৌশলে হাতে পেল রাজকর্মচারী আর রাষ্ট্রযন্ত্র। সে হল সর্বেসর্বা।

ডিউকের প্রতিনিধি তাঁর ভাই অ্যান্টেনিও নিজেকেই ডিউক বলে জাহির করতে লাগল।

আর সে নেপোলসের রাজার কাছ থেকে স্বাধীন রাজ্য খণ্ডকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিল। ফলে ডিউকের চিরশত্রু অ্যান্টোনিও বশ্যতা স্বীকারের বদলে তাকেই অর্পণ করলেন সুন্দরী মিলান। অ্যান্টোনিও খুশী।

এরকম একটা অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার অভিপ্রায়ে এক রাতে বিশ্বাসঘাতক সৈন্য সংগ্রহ করে মিলানের তোরণদ্বার খুলে দেয়। রাতের অন্ধকারে ডিউকের একমাত্র কন্যা মিরান্দা ও ডিউককে জোর করে বার করে নিয়ে এলো। তাঁরা ডিউক আর তার কন্যাকে হত্যা করতে পারেননি। কারণ, পাছে ডিউকের হিতৈষীগণ তাদের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তাই তারা অতি গোপনেও ক্ষিপ্ততার সঙ্গে দুজনকে একটা ভাসমান নৌকায় চাপিয়ে সমুদ্রে বেশ খানিকটা ভাসিয়ে নিয়ে এল। এবার আগে আগে থেকে ঠিক করে রাখা একটা গাছের পচা গুড়ির খোলের মধ্যে তাদের নামিয়ে দিয়ে নৌকো নিয়ে পালিয়ে এল।

এদিকে সেই পচা খোলে সাজসরঞ্জাম বলতে কিছুই ছিল না। এ দলে নেপলসবাসী একজন দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন যিনি দয়াপরবশ হয়ে আহার্য, পানীয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ও ডিউকের মহান প্রিয় সেই মহামূল্যবান বইগুলি দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের করুণায় ডিউক ও তার কন্যা এই দ্বীপের অধিবাসী। এই গুহাই তাদের আবাসস্থল।

এদিকে বারো বছর পরে মিরান্দা একদিন শোনে তার অতীত জীবনের করুণ কাহিনী। সে অপলক চোখে চেয়ে থাকে ডিউক প্রস্পেরোর বিষণ্ন মুখের পানে। করুণ তার দৃষ্টি।

সে এবার বলে, আমার বাবা ছিলেন মিলানের মহান ডিউক। আপনি তবে আমার পিতা নন? তবে কেমন— .

প্রস্পেরো সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলেন, তোমারই পিতা ছিলেন মিলানের ডিউক। তোমার মা বলেছিলেন তুমি আমার কন্যা। হ্যাঁ, আমারই কন্যা।

তখন মিরান্দা পিতার কোলে মুখ লুকিয়ে শিশুর মত বলতে লাগল, পিতা, আমার মনে এখন দুটি প্রশ্ন জাগছে। এক, দয়াবান গঞ্জালোকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। দুই, এই সমুদ্র ঝড় সৃষ্টি করার কারণ জানতে চাই।

হঠাৎ দূর থেকে আর্তনাদ ভেসে আসে। মিরান্দা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলে প্রস্পেরো কন্যার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে অশান্ত উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের দিকে তাকান। তারপর বলেন, আর বেশী কিছু জানতে চেয়ো না মিরান্দা। দৈবযোগে অতি আশ্চর্যভাবে আমার শত্রুদের এনে দেয় এই দ্বীপে। যাদুবিদ্যার বলে আমি জানতে পেরেছি যে, আমার চরম সৌভাগ্য নির্ভর করছে অতি শুভকর এক নক্ষত্রের ওপর। তা মোটেই আমি অবহেলা করবো না। তুমি এখন ক্লান্ত, নিদ্রা যাও—বিশ্রাম কর। বিশ্রামে ক্লান্তি দূর হবে।

এরপর প্রস্পেরো গুহার বাইরে এসে আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে হাত তোলেন। একটা হাওয়ায় কুণ্ডলী এসে হঠাৎ তাঁর সামনে ঘুরপাক খেতে থাকে। প্রস্পেরো সেই দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—ওগো, আমার প্রিয়তমা পত্নী এরিয়েল, অশরীরী—

আমি তোমাকে যা করতে আদেশ দিয়েছি তুমি কি ঝড়কে দিয়ে তা করিয়েছো? বল, করিয়েছো কি?

ঠিক তখনই বাতাসের কুণ্ডলী থেকে রূপসী এরিয়েলের মূর্তিধারণ করল। অপূর্ব মূর্তি। ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল হে স্বামী, প্রণাম। তোমার আদেশ মত আমি রাজপোতে চড়ে সামনে আর মাঝের পাটাতনে, কেবিনে কেবিনে বিস্ময় বিহ্বলতা জাগিয়েছি। আবার কখনো বিরক্ত হয়ে বহু জায়গায় আগুন ধরিয়েছি। জাহাজের মাস্তুল, আড়কাঠ আর পালের খুটিগুলো আলাদা আলাদা ভাবে জ্বালিয়েছি।

প্রস্পেরো এবার ভাবাপ্লুত কণ্ঠে অশরীরী আত্মা এরিয়েলকে জিজ্ঞাসা করেন—জাহাজের একটি প্রাণীও কি তখন প্রকৃতিস্থ ছিল? এমন কেউ ছিল যার বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি?

হে স্বামী, একটি প্রাণীও প্রকৃতিস্থ ছিল না। ওরা পাগলামির আবেশে তখন আচ্ছন্ন হয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তবে কারো কোনো ক্ষতিই হয়নি। তাদের কারো পোষাকে একটা কাদার দাগও লাগতে দেইনি। সবাই নিরাপদে তীরে গিয়ে পৌঁছেছে। আর রাজপোতটিকে বিক্ষুব্ধ বারমুডা-দ্বীপের নির্জন এক কোণে নাবিক সমেত লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নাবিকেরা পাটাতনের ফাঁকে গাদাগাদি হয়ে সম্মোহনে ও ক্লান্তিতে ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। এই দ্বীপে নিরাপদে যারা পৌঁছেছে আপনার আদেশ মত আমি তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে ছড়িয়ে দিয়েছি চারিদিকে। রাজপুত্র ফার্দিনান্দকে আমি তীরে তুলেছি। সে সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে খুবই ক্লান্ত।

এবার অশরীরী আত্মা প্রস্পেরোকে জিজ্ঞাসা করে কাজ দেবার সময় আপনি আমাকে যে কথা দিয়েছিলেন তা কিন্তু করেন নি। প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে কি?

প্রস্পেরো আশ্বাস দিয়ে বলেন—হ্যাঁ, কাজ এখনো বাকি। আমি মোটেই ভুলিনি তোমার যুক্তির কথা। বিদ্বিষ্টি সেই শক্তি ভুলে গেছো কি, কী যন্ত্রণা থেকে তোমাকে আমি মুক্ত করেছি? ভুলে গেছো কি সেই দৃষ্ট ডাইনী সাইকোরাক্সকে? কোথায় তার জন্ম জান? সে বিদ্বেষের ভারে কুঁজো হয়ে গেছিল। সব সময় তাই আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিই, কি ছিলে তুমি?

ডাইনী সাইকোরাক্সের জন্ম হয় আলজিয়ার্সে। সাংঘাতিক শয়তান। যাদুবিদ্যার কারণে সে মানুষের কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। তাইতো তাকে সেখানকার লোকেরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। শুধুমাত্র তার একটি কাজের জন্য হত্যা করেনি। এই ডাইনীর একটা সন্তান হয়েছিল। আর নাবিক দ্বারা সে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে তুমি সেই ডাইনীর ভৃত্য ছিলে। তার সেই সন্তান বিকৃত অঙ্গ ক্যালিবান আজ আমারই ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত।

এবার অশরীরী এরিয়েল দারুণ শিউরে গিয়ে ডাইনীর কথা মনে করে। তার লালসাপূর্ণ অসৎ কাজগুলো করতে না পারার জন্যে এত যন্ত্রণা দিয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত সেই ডাইনী যাদুবিদ্যাবলে ওকে একটা পাইন গাছের ফাটলের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল। দীর্ঘ বারো বছর ধরে বন্দী করে রাখে। যখন ডাইনী সাইকোরাক্স মারা গেল। বন্দীদশায় যেন শোনে নিজেরই কণ্ঠের আর্তনাদ। একদিন তার স্বামী হঠাৎ এলেন গাছের কাছে।

শুনলেন অশরীরী স্ত্রীর দুঃখ দুর্দশার কাহিনী। এবার যাদুবিদ্যাবলে পাইন গাছকে তিনি বিযুক্ত করে মুক্তি দিলেন।

অশরীরী এরিয়েলের এই সব কথা মনে পড়ে প্রাণ-মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। সে প্রস্পেরোর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, আর কোনদিন সে অবাধ্য হবে না। আদেশ মেনে অনুগত হয়ে এখন থেকে তার সকল শক্তিকে কাজে লাগাবে।

প্রস্পেরো অশরীরী এরিয়েলকে এবার আদেশ করেন, সমুদ্র পরীর রূপ ধারণ করে আমার কাছে চলে এস। তোমার রূপ আমি ছাড়া আর কারো কাছে কোনদিনই দৃষ্ট হবে না। আর মাত্র দু'দিন পরে তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করবো।

এরিয়েল গেল স্বামীর আদেশ পালন করতে। আর প্রস্পেরো পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা করেন।

ক্যালিবান বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, কাঠে আগুন জ্বালে আর ফাইফরমাশ খাটে। তার জন্ম হয় শয়তানের ঔরসে ও ডাইনী সাইকোরাক্সের গর্ভে। ভাষা ওর বড় রুক্ষ। প্রস্পেরোর সঙ্গে সব সময়ই কথা কাটাকাটি চলে। ক্যালিবান তাকে অভিসম্পাত দেয়। এই দ্বীপটি তার মা সাইকোরাক্স তাকে দিয়ে গেছে। প্রস্পেরো বলপূর্বক তা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু দিয়েছে কত না আশা। প্রস্পেরো এই দ্বীপের রাজা আর ক্যালিবান তার প্রথম প্রজা। আজ সে কঠিন পাথরে বিদ্ধ ও বঞ্চিত এই দ্বীপের অবশিষ্ট অংশ থেকে।

ক্যালিবান প্রথমে প্রস্পেরোর আস্থানে সস্নেহে স্থান পেয়েছিল। পরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল মিরান্দার পবিত্রতা নষ্ট করে এই দ্বীপ ক্যালিবানের বংশে ভরিয়ে তোলবার জন্য। প্রস্পেরো তাই তাকে মেরে আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দেন। প্রস্পেরো খুব চেষ্টা করেছিলেন ক্যালিবানকে মানুষ করে তুলতে। তিনি তাকে ভাষা শেখাতেন, সময় পেলেই বোঝাতে চেষ্টা করতেন কতসব ভাল কথা। কিন্তু তার নীচ বংশ, ফলে যা শিখলো তার খারাপ টুকুই সে গ্রহণ করলো। তাই তো বাধ্য হয়েই তাকে বন্দী করে রাখলেন পাহাড়ের মধ্যে অন্ধকার গুহায়।

ভাষা শেখানোর জন্য সে প্রস্পেরোকে খুব করে গালি-গালাজ করে। তার প্লেগ হোক ইত্যাদি আরও কত অভিশাপ দেয়। প্রস্পেরো তাকে রীতিমত ভয় দেখায় তার কথা না শুনলে পুরানো বাত রোগে একবারে পঙ্গু করে দেবে বলে। তার একঘেঁয়ে কাতরানিতে বনের বানর ও অন্য পশুরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। এবার ক্যালিবান ভয়ে শিউরে ওঠে। ও প্রতিশ্রুতি দেয় যে আর কখনো অবাধ্য হবে না। তার বদ্ধমূল ধারণা প্রস্পেরোর যাদুবিদ্যা এতই শক্তিশালী যে, তার মায়ের গুরুদেব সেষ্টেসকেও তাঁর চাকর করে রাখতে পারেন। অসীম ক্ষমতা না থাকলে তা সম্ভব নয়। তাই ভয় করতেই হয়।

এদিকে রাজকুমার ফার্দিনান্দ দ্বীপে দিন কাটাচ্ছে।

একদিন দ্বীপের বালুকাবেলায় যখন রাজকুমার নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে আছে তখন জলপরীরূপী সন্দরী এরিয়েলের সমধর সঙ্গীত শুনতে পায়। সে ভাবে কোথা থেকে

ভেসে আসছে এই সুমধুর সঙ্গীত। সে উঠে ধীরে ধীরে গানের স্বর অনুসরণ করে। পিতার মৃত্যুশোকে কাতর রাজকুমার ভুলে যায় সবকিছু। গানের স্বর যেন ক্রমে জলে গড়িয়ে গেল। সমুদ্রের বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়ে গেল। এবার যেন গান ভেসে আসে আকাশ পথ থেকে। রাজকুমার ভাবে এই গান তার ডুবে যাওয়া পিতাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। নিশ্চয়ই এ গান কোন জীবিতের নয়। অশরীরী আত্মার এটা।

প্রস্পেরো আর মিরান্দা গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

যার উদ্দেশ্যে এই সুন্দর গান বাতাসে ভেসে আসছিল তিনি সামনে দাঁড়িয়ে। সে সবিনয়ে বলে, আমার প্রার্থনা পূরণ করুন দেবী। আপনি কি তবে এই দ্বীপের দেবী? যদি দেবীই হন তবে আমি এখানে কিভাবে চলবো তার উপযুক্ত নির্দেশ দিন। মনে কৌতূহল হয় জানতে, আপনি কি পার্থিব না অশরীরী?

এবার মিরান্দা রাজকুমারের চোখ থেকে নিজের দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বলল। আমি সামান্য এক নারী, মানবী মাত্র।

রাজকুমার তখন আপন মনে বলল, হ্যাঁ ঈশ্বর! আমার ভাষা! এই ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মধ্যে আমি নিজেকে সেরা বক্তা বলে মনে করি। আর যে দেশে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়, সেই দেশেই আমার জন্ম।

এবার প্রস্পেরো সামনে এগিয়ে এসে বলল, তুমি কোথায় থাকবে গো? একথা যদি নেপলসের রাজার কানে ওঠে, তবে?

অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে ফার্দিনান্দ বলল, আমি একা। নিতান্তই একা। আপনার মুখে নেপলসের কথা শুনে আমি অবাকই হচ্ছি। নেপলসের রাজা, তার ভাই, আর মিলানের ডিউক, তাঁর দুই পুত্র, অমাত্য আর অপর পারিষদবর্গ সবাই এক সঙ্গে সলিল সমাধি লাভ করেছেন। আর আমি নেপলসের রাজার পুত্র। শুধু আমি একা আজ বেঁচে আছি।

প্রস্পেরো গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মিলানের ডিউক আর তার কন্যা তোমাকে চালনা করবে। অবশ্য যদি তুমি যোগ্য হও তবেই এটা সম্ভব।

মিরান্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—বাবা! নবাগতকে দেখছি তৃতীয় ব্যক্তিরূপে। আপনি কেন তাকে এরকম কটু ভাষায় বিদ্রূপ করছেন?

তা শুনে ফার্দিনান্দ বিনম্র চোখে মিরান্দার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি যদি অবিবাহিতা হন, যদি মন থেকে ভালবাসা না ফুরায়, আমি তবে আপনাকে নেপলসের রাণী করে দেব, কথা দিচ্ছি।

প্রস্পেরো বলেন, কিন্তু একটা কথা। তুমি এখানে বিনা অধিকারে নিজের যা পরিচয় দিচ্ছ, আসলে তা তুমি নও। তুমি এ দ্বীপে এসেছো চররূপে। তুমি এসেছো আমার মেয়েকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে।

এবার রাজকুমার ফার্দিনান্দ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বলে, নেপলসের রাজকুমার মিথ্যা বলতে জানে না। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন।

মিরান্দা তাকে বাধা দিয়ে বলে, এমন সুন্দর কান্তিতে কলঙ্ক তো থাকতে পারে না। আর অশুভ কোন শক্তিই আশ্রয় করতে পারে না এমন সুন্দর দেহে। আমি এরকমই বিশ্বাস করি।

প্রস্পেরো এবার গম্ভীর হয়ে মিরান্দাকে আদেশ করলেন, তুমি আর এই যুবকের হয়ে সালিশী না করে বরং আমাকে অনুসরণ করো। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিস্বরূপ ওর গলা আর পা আমি একসঙ্গে করে লোহার শিকলে বাঁধবো। আর ওর খাদ্যের ব্যবস্থা হবে নদীর ঝিনুক, শিকড় আর পানীয় হবে সমুদ্রের নোনা জল।

ফার্দিনান্দ হঠাৎ তার তরোয়াল কোষমুক্ত করে বলল, যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ থাকবে আমি এইরকম অসৎ ব্যবহার প্রতিরোধ করবোই করব।

তা শুনে মিরান্দা হঠাৎ দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কেঁদে বলল—বাবা, রাজকুমারকে এভাবে আপনি পরীক্ষা করবেন না। আমি নিশ্চিত জানি যুবক ভদ্র। গুপ্তচর মোটেই নয়।

এবার প্রস্পেরো ফার্দিনান্দ-এর উপর গর্জে উঠে বলে, তোমার তরোয়াল কোষবদ্ধ কর। বিশ্বাসঘাতক কোথাকার। শক্তির আস্ফালন করে মোটেই কিন্তু লাভ হবে না। আমার এই দণ্ডে আমি তোমাকে নিরস্ত্র করে দিতে পারি।

মিরান্দা এবার পিতাকে অনুনয় করে বলে যে, নিজেই যুবকের জামিন থাকবে। ক্ষমা করা হোক তাকে।

প্রস্পেরো এবার রাগতভাবে মিরান্দাকে বলে, একজন ভণ্ড যুবকের জন্যে তোমার কোন ওকালতিই আমি বরদাস্ত করছি না। তুমি ঐ চোখে একমাত্র পুরুষ দেখেছো ক্যালিবানকে। তাই তো তুমি ভাবছ দুনিয়ায় বুঝি এর চেয়ে সুন্দর কোন যুবকই আর নেই। বোকার মত তোমার ধারণা। ভুল, ভুল ধারণা।

তার কথা মিরান্দা স্বীকার করে নিয়ে বলে, আমার ভালবাসা অতি সাধারণ, তাই অপর পুরুষের সৌন্দর্য-লালসা আমার মনে নেই।

এবার প্রস্পেরো ফার্দিনান্দ-এর দিকে তাকিয়ে বলে, আমাকে অনুসরণ কর। তোমার স্নায়ুগুলো বর্তমান আবার বাল্যাবস্থায় ফিরে গেছে। তোমার যৌবনশক্তি লুপ্ত হয়ে গেছে আজ।

ফার্দিনান্দ দৃঢ় কণ্ঠে এবার বলে, হতে পারে! অসম্ভব নয়। তবে আমার উদ্যম আজও স্বপ্নের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে সত্য। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর জন্যই আমার এ মানসিক দুর্বলতা। আপনার রক্তচক্ষুতে আমি মোটেই ভীত নই। তাই যদি ক্ষণিকের জন্যই কারাগারে এই নারীকে দেখতে পাই, তবে জগতে যারা মুক্ত তারা ভোগ করুক। এই কারাগারেই আমি মুক্তির স্বাদ উপভোগ করতে চাই।

ফার্দিনান্দকে মিরান্দা বলল, তুমি জেনো, আমার পিতা যে অমানবিক আচরণ করেছেন তা অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী। কিছুদিন পর অবশ্যই তার মত পাল্টাবে। অদূর ভবিষ্যতে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এসব নিয়ে মিছে ভেব না।

এদিকে দ্বীপের অন্যদিকে নেপলসো রাজা অ্যালেনসো তাঁর ভাই সেবাষ্টিয়ান অ্যাণ্টেনিও, গঞ্জালো আড্রিয়ান ও ফ্রান্সিসকো আলোচনায় মগ্ন। মর্মাহত রাজাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হতে লাগল।

দ্বীপে জীবন ধারণের উপযোগী সবই রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! সবাই বলে এমন দুর্বিপাকে পড়েও আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ এতটুকুও মলিন হয়নি। যেন আমাদের পোষাকগুলো আফ্রিকাতেরাজার পরমা সুন্দরী কন্যা ক্লরিবেনের সঙ্গে টিউনিসের রাজার বিবাহে যখন আমরা প্রথম পরেছিলাম, ঠিক সেই রকমই নতুন ঝকঝকে মনে হচ্ছে। এটা একটা সুখের ব্যাপার যে, ফিরতি পথে আমরা ভালই আছি।

রাজা অ্যালনাসো বললেন, এসব কথা আমার মনে সায় দেয় না। আগে বুঝলে আমি এমন জায়গায় আমার কন্যার বিয়ে দিতাম না। আমার ছেলেকে হারাতে হলো। আর কার্যতও মেয়েকে নির্বাসনই দেওয়া হয়েছে মনে করছি।

তখন ফ্রান্সিসকো রাজাকে বলল, আমি যুবরাজকে তরঙ্গে ভাসতে দেখেছি। তিনি মাথা উঁচু করে তরঙ্গের ওপর ধরে রেখেছেন আর খুবই সাহসিকতার সঙ্গে সাঁতার কেটে তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন দেখলাম। সুতরাং তাই নিঃসন্দেহে বলতে পারি তিনি মরেন নি।

রাজা ব্যপারটা অবিশ্বাস করায় রাজভ্রাতা সেবাষ্টিয়ান তাঁকে এই ক্ষতির জন্য অভিযুক্ত করেন। নেপলসের রাজকন্যাকে একজন আফ্রিকাবাসীর কাছে নির্বাসন দেওয়া হল। এতে ইওরোপকে অবশ্যই সম্মানিত করা হয়নি। দুঃখটা ঐখানেই ক্লারিবেল অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার স্নেহকে অবজ্ঞা না করার জন্যই এই বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন।

এবার কিন্তু রাজার মুখের দিকে চেয়ে রাজভ্রাতা সেবাষ্টিয়ান এরকম বলার জন্য অনুতপ্ত হন। সবাই পরিশ্রান্ত। একসময় ডিউক অ্যাণ্টেনিও রাজভ্রাতা সেবাষ্টিয়ান ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

অ্যাণ্টেনিও এবার সেবাষ্টিয়ানের দিকে তাকিয়ে বলে—দেখুন, আপনার এখন কর্তব্য কি তা আপনার মাথায় রাজমুকুট উঠতে চলেছে। আমার এ কথাটাকে তুচ্ছজ্ঞান না করে বিশ্বাস করলে আপনার মর্যদা বাড়বে, কমবে না। তাই বলছি কি, আমায় মনে রাখবেন।

তা শুনে সেবাষ্টিয়ান অ্যাণ্টেনিওকে বললেন—ডিউক, আপনার কথায় মনে হচ্ছে আমি ঘুমন্ত লোকের মত বুঝি স্বপ্ন দেখছি।

এ কথায় অ্যাণ্টেনিও দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে বলেন, আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন? নিজেই জানেন না কিভাবে মনের বাসনাটি পালন করছেন আপনি। জলে ডুবন্ত লোক এমনি করেই তীরের কাছাকাছি এসেও দূরে সরে যায়। কিন্তু কেন? আপন স্বভাবগত ভয়ে, হতাশায় বা অকর্মন্যতায়। বৃথাই রাজাকে স্তোকবাক্য শুনিয়ে আপনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, যুবরাজ ফার্দিনান্দ জীবিত। আপনি কি মনে করেন রাজকুমার জীবিত? এটা কি আপনি নিজে বিশ্বাস করেন?

সেবাষ্টিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন। ফার্দিনান্দ তবে বেঁচে নেই। সত্যি কি সে—

একথা শুনে অ্যান্টেনিও অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বলেন, ভাল কথা! আপনিই বলুন, নেপলসের পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হতে পারে?

এবার সেবাস্টিয়ান নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন—ক্লারিবেল, আমার একমাত্র ভাইঝি ক্লারিবেল।

অ্যান্টেনিও অসম্মতি জানিয়ে বলেন না। একেবারেই অসম্ভব। ক্লারিবেল টিউনিসের রাণী। দূরদেশে তার বাস। ধরা ছোঁয়ার বাইরে তার ঠিকানা। আর যার জন্যে আমাদের বেশ ক'জন লোক সলিল সমাধি লাভ করেছে, যার জন্যে আমরা মুষ্টিমেয় ক'জন এরম চরম দুর্দশার মধ্যে পড়েছি। আমাদের কাছে এটা অতীত কোন ভূমিকা ছাড়া কিছুই নয়। তাই ভবিষ্যতকে গড়ে তুলতে হবে আমাদের দুজনকেই। আমরাই বর্তমান আর ভবিষ্যৎ।

এবার সেবাস্টিয়ান উত্তেজিত হয়ে বলেন, মহামান্য ডিউক এরকম কথা আপনার মুখে অন্ততঃ মানায় না। ক্লারিবেল রাণী হোক না কেন, দুই দেশের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকলেও সেই নেপলসের উত্তরাধিকারিণী। কথাটা তো মিথ্যা নয়।

অ্যান্টেনিও অবিচলিত শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনি কিন্তু ভুলই করছেন রাজভ্রাতা। একবারটি ভাল করে ভেবে দেখুন, সবার ঘুম হয়ে উঠেছে আপনার কৃতকর্মের সহায়ক।

সেবাস্টিয়ান নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, মনে পড়ছে, আপনি আপনার দাদা প্রস্পেরোকে যেভাবে সরিয়ে দিয়েছিলেন সিংহাসন থেকে। আপনার বিবেক কি তাতে সায় দেয়, বলুন?

বিবেক? ঐ শব্দটি কিন্তু আমার অভিধানে নেই। রাজা অ্যালনসো এখানে যে মাটিতে শয্যা নিয়েছেন মিলানের স্থানচ্যুত ডিউক প্রস্পেরো কিন্তু তার চেয়ে ভাল জায়গায় শুয়ে দিন কাটাচ্ছেন না। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে আমি তরোয়ালের সাহায্যে তাকে অবশ্যই খতম করে দিতে পারি। আপনিও ইচ্ছা করলে কিন্তু অনায়াসেই পারেন।

এবার সেবাস্টিয়ান অ্যান্টেনিওর দৃষ্টান্তকে নিজের ক্ষেত্রে তুলে ধরে বলেন—হে বন্ধু! আপনি যেভাবে মিলানের ডিউক হয়েছেন, আমি সেই পথেই নেপলসের রাজা হব। দেখে নেবেন, অবশ্যই হব। নেপলসের রাজাকে দেয় রাজস্ব থেকে আপনাকে মুক্তি দেব। আসুন আমরা হাত মিলাই। আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম।

এবার উভয়ে একসঙ্গে তরোয়াল কোষমুক্ত করে। অ্যান্টেনিও সহাস্যে তাকে সাবধান করে বলেন—বন্ধু, মনে যেন থাকে আমি যখনই হাত তুলবো সেই মুহূর্তে আপনার তরোয়াল যেন গঞ্জালের কাঁধে পড়ে। এক কোপে কাজ হাসিল।

তখনই প্রস্পেরোর অশরীরী স্ত্রী এরিয়েল অদৃশ্য অবস্থায় নিদ্রিত গঞ্জালোর কানে কানে বললেন, তোমরা ঘুমচ্ছো! আর যে দুজন জেগে রয়েছে তারা তোমাদের হত্যা করবার ফন্দি আঁটছে। তাই জেগে নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা কর।

অমাত্য গঞ্জালো আচমকা ঘুম থেকে উঠে রাজাকে ডাকলেন। দেবদূতগণ মহান রজাকে রক্ষা করুন। তাঁকে প্রাণে বাঁচান।

রাজা উঠে পড়ে তরবারি হাতে সেবাস্টিয়ান ও অ্যান্টেনিওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কি, ব্যাপার কি, বল তো? তোমাদের উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন?

উত্তরে সেবাষ্টিয়ান বিনীত স্বরে জানান, তারা জেগে পাহারারত ছিলেন। একটা বিকট চিৎকার আচমকা শুনে তরবারি অসিমুক্ত করে অপেক্ষা করছে বিপদে আত্মরক্ষা করবার জন্যে।

রাজা অ্যালানসো বাধ্য হয়ে জানান, কই কিছু শুনি নি তো।

গঞ্জালোও রাজার কথার পুনরাবৃত্তি করে, আপন মনে বলে মনে হল কে যেন কানে কানে আমাকে বলে গেল উঠে পড়তে। সাবধানতা অবলম্বন করতে।

রাজার নির্দেশে সবাই তখন সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে রাজপুত্রের খোঁজ করতে লাগলেন।

অশরীরী এরিয়েল অলক্ষ্যে থেকে প্রস্পেরোকে উদ্দেশ্য করে বলেন—স্বামী! আপনার আদেশ আমি যথাযথভাবে পালন করেছি। এখন নেপলসের রাজা অ্যালানসো তাঁর পুত্রের খোঁজে গমন করেছেন। আর কোন সমস্যা নেই। আমি পিছনে আছি। আর দেরী না করে যত শীঘ্র সম্ভব যাত্রা করুন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বজ্রনির্ঘোষ শুরু হয়ে যায়। ক্যালিবান এখন প্রস্পেরোকে অভিশাপ দিতে দিতে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে পথ চলে। বলে সংক্রামক রোগ যত আছে সবই সূর্যদেব গ্রহণ করে পঙ্কিল জলাশয় এবং সমতল ভূমি থেকে, সে সব রোগ ঐ প্রস্পেরোর মাথায় ঝরে পড়ুক। তার অশরীরী আমার কথা শুনে থাকলেও আমি অভিশাপ দিতে ছাড়ব না। সর্বদা অকারণে আমার ঘাড়ে ওদের প্রয়োগ করা হয়। আমাকে দুঃখ-যন্ত্রণায় পাগল করে তোলে। রাজার ভাঁড় ট্রিনকুলোকে আসতে দেখে ক্যালিবান ভাবে বুঝি বা প্রস্পেরোর নিয়োজিত কোন অপদেবতা আসছে। এই ভেবে সে কাঠের বোঝা মাটিতে ফেলে পথের ধারে অন্ধকারে শুয়ে পড়ে।

ঝড়ের বেগ সমান তালেই চলেছে। শুধু কালো মেঘ আর দূরের গাছগুলোকে ঝাপসা দেখা যায় বিদ্যুতের ঝলকানিতে। রাজার ভাঁড় ট্রিনকুলো আশ্রয়ের প্রত্যাশায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে সামনে শুয়ে থাকা ক্যালিবানকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। ভাবে এটা কি কোন মানুষ, না মাছ? মানুষের মত পা কিন্তু পাখনাগুলো মাছের মত। মাছ, মানুষ বা দৈত্য তার কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বজ্রপাতও ঘন ঘন হচ্ছে। এখানে লুকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এমন সময় সে পথে খানসামা ষ্টেকানো মদ টেনে মাতাল হয়ে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে টলতে টলতে আসে। ক্যালিবান এতক্ষণ মুখ বুজে সহ্য করছিল। আর পারল না। মাতালকে দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বলে, আমাকে আর কষ্ট দিও না। আর আমি পারছি না।

এবার ষ্টেকানো ক্যালিবানকে দেখে ভাবে বুনো আর রেড ইণ্ডিয়ানরা বুঝি বোকা বানাবার চেষ্টা করছে। ওরা জানে না এ বান্দা জলে ডুবেও মরেনি। আর একটা চার পা

ওয়ালা জীব দেখে ভয় পাবার আশঙ্কা করে? সেরা মানুষও যদি চার পায়ে হাঁটে তবু সে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না, এই প্রবাদ তো মিথ্যা হতে পারে না। তাই আবার প্রাণ থাকতে বেকায়দায় ফেলতে পারবে না দানবেরা আর মানুষ যেই হোক না কেন।

এবার ক্যালিবান কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে—অপদেবতা আমাকে নিদারুণ কষ্ট দিচ্ছে।

কথাটা শোনামাত্র ষ্টোকানো ক্যালিবানের দিকে তাকিয়ে ভাবে, এ কী! এ যে আমাদের ভাষায় কথা বলছে। এটাকে সুস্থ অবস্থায় পাকড়াও করে যদি নেপলসে নিয়ে যাওয়া যায় তবে পৃথিবীর যে কোন শাসনকর্তা সম্রাটের একটা অভিনব উপঢৌকনের সামিল হবে।

আবার ক্যালিবান কাতর কণ্ঠে বলে, আর যন্ত্রণা দিও না আমাকে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি মাথায় ক'রে কাঠ বয়ে নিয়ে যাবো। দেরী করব না।

ষ্টেকানো ভাবে দানবটার বোধ হয় ফিটের ব্যামো আছে। তাই খানিকটা মদ ওকে গিলিয়ে দেয়, ভাবে মাতাল হলেই ফিট রোগ সেরে যাবে। পরে বিচিত্র এই জীবটাকে নেপলসের কারো কাছে গছিয়ে দিয়ে মোটা পারিতোষিক লাভ করা যাবে।

ট্রিনকুলো এবার ষ্টেকানোকে দেখে মাতাল বন্ধুর মতিগতি ভাল নয় বুঝে অপেক্ষাকৃত জোর গলায় বলে, তুমি য়দি ষ্টোকানো হও তবে আমাকে ছুঁয়ে আমার সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বল। কারণ আমি ট্রিনকুলো কথা বলছি। শোন, আমি ওটাকে বজ্রাঘাতে মৃত বলে মনে করেছিলাম। ঝড়ের ভয়ে মরা মানুষটার পোষাকের আড়ালে লুকিয়েছিলাম। দেখছি তুমি আর আমি জাহাজডুবিতে মরে যাইনি। উভয়েই বেঁচে আছি।

এবার ক্যালিবান বলে এরা যদি অপদেবতা না হয়, তবে অবশ্যই স্বর্গের দেবতা। আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। মাথা নত করে বশ্যতা স্বীকার করি।

ষ্টেকানো তখন জানায় যে, জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া মদের বোতলের বাক্সের ওপর ভেসে ভেসে তীরে উঠছি। সেই বাক্স থেকে একটা বোতল নিয়ে এখানে এসেছি।

এবার ক্যালিবান হাঁটু গেড়ে ষ্টেকানোর সামনে বসলে ষ্টেকানো ক্যালিবানের কুশল জিজ্ঞাসা করে। ক্যালিবান বলে বোতলের নামে শপথ করে বলছি, আমি আপনার প্রজা হবো। এই সুধা পার্থিব নয়। আপনারা কি স্বর্গ থেকে আসেননি, বলুন স্বর্গচ্যুত দেবতা নন আপনারা?

ষ্টেকানো মজা করে বলল, ওসের দানব! আমরা চাঁদ থেকে আসছি। এক সময় আমি চাঁদের কেন্দ্রস্থলে থাকতাম।

ক্যালিবান বলে, চাঁদে মনে হচ্ছে আমি আপনাকে দেখেছি। আপনাকে আমি পূজা করতে চাই। আমার মা চাঁদে আপনাকে, আপনার পাপ ও কুকুরটাকে দেখিয়েছেন। আমিও আপনাকে এই দ্বীপের সবকিছু দেখাবো। আপনি আমার উপাস্য দেবতা হন। আমি আপনার কাছে সর্বদা নতজানু হয়ে থাকব।

এবার ষ্টেকানো তাকে ডেকে শপথ গ্রহণ করাচ্ছে দেখে ট্রিনকুলো হেসে ফেটে পড়ে

বলে, একটা মাতাল দানবকে নিয়ে কিসের এত বাড়াবাড়ি।

ষ্টেকানো গম্ভীর স্বরে বলে, আর বেশী কথা না বলে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আর দেরী করতে চাই না।

এবার ক্যালিবান নিজের মনে গান গাইতে গাইতে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

এদিকে রাজকুমার ফার্দিনান্দ মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে শুকনো কাঠ বয়ে নিয়ে আসে। সে ভাবে অনেক সময় ছোট কাজও মহৎ পরিণামের সূচনা করে। আমার কাছে কোন ছোট কাজ ঘৃণা বলে মনে হয় না। মিরান্দার আপনজনের মত আচরণ যেন নতুন জীবন দান করছে আমাকে। জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছে। যার বাবা এমন নির্দয় ও হৃদয়হীন তার মেয়ে এমন করুণাময়ী হয় কেমন করে ভেবে পাই না।

এদিকে প্রস্পেরোর গুহার মুখে দাঁড়িয়ে কাঠ বহনরত রাজকুমারকে দেখে মিরান্দা উন্মাদিনীর মত ছুটে আসে। রাজকুমারের কাঠের বোঝাটি নামাতে সাহায্য করে কাঁদো কাঁদো মুখে বলে এত কঠিন কাজ করো না। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। ঐ কাঠের গুড়িগুলো সব আমি পুড়িয়ে দেবো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে একটু বিশ্রাম করো। বাবা এখন পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা আমি ও তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

রাজকুমার হাসিমুখে জানাল—প্রিয়তমে, তোমার বাবার নির্দেশে আমাকে সন্ধ্যার আগেই এই কাজটি শেষ করতে হবে। তাই বিশ্রাম করে সময় কাটালে তার আদেশ তো প্রতিপালিত হবে না। তাই আমাক তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে।

মিরান্দা এবার চোখের জল মুছে এগিয়ে এসে বলে, আমিই তোমার সব কাজ সম্পূর্ণ করবো। তুমি এখন বিশ্রাম কর প্রিয়তম।

রাজকুমার মিরান্দার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি আজ পর্যন্ত অনেক রমণীকে দেখেছি। কারো কারো মধুর কণ্ঠ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তবে সম্পূর্ণ সত্তার বিকাশযুক্ত এমন রমণী এর আগে আর চোখে পড়েনি। তুমি এতই সম্পূর্ণ যে তুমি অনন্যা এবং অতুলনীয়া।

মিরান্দা ভাবাবেগে জানায়, আমার শ্রেণীর কাকেও যে আমি চিনি না, জানি না। দর্পণের মাধ্যমে দেখা নিজের মুখ ছাড়া আর কোন মুখই মনে আনতে পারি না। আমার পিতা ছাড়া অন্য কাকেও পুরুষ বলে জানতাম না। আজই মাত্র তোমাকে জানতে পেরেছি। তোমাকে ছাড়া আর পুরুষকে নিজের সঙ্গী হিসেবে কল্পনাও করতে পারি না। আর আমার পিতার কঠোর নির্দেশ ভুলে গেছি। তোমার কাছে আর আমার এখন গোপনীয় বলতে কিছুই নেই।

ফার্দিনান্দ বলে, মিরান্দা আমি যে একজন রাজপুত্র সে পরিচয় আমি এখানে দেবো না। তবে এ কাঠের বোঝা বওয়া আমি সহ্য করতে পারছি না। যে মুহূর্তে আমি তোমাকে দেখেছি সেই মুহূর্তেই আমার মনে হয়েছে আমার হৃদয় যদি তোমার সেবার সুযোগ

পেত। আর এই একটি কারণেই আমি কঠোর পরিশ্রম করতে কোন দিনই বিমুখ হইনি।

আমায় কি তুমি ভালবাসো?

পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি তোমায়।

আনন্দে মিরান্দায় দুচোখ জলে ভরে আসে। কিন্তু কিছু বলার আগেই প্রস্পেরোর কথা শোনা যায়। বলে দুজন প্রেমিকের শুভদৃষ্টি বিনিময়। উভয়ের হৃদয় বিনিময়ের ওপর স্বর্গ থেকে দেবতাদের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক।

ফার্দিনান্দ বলে—মিরান্দা, একি কাঁদছো তুমি?

মিরান্দা কান্না সামলিয়ে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলে, আমি যা দিতে চাই, তা দিতে পারছি না। যদি তুমি আমাকে বিয়ে কর তবে আমি কৃতার্থ হই। আর যদি তা না কর, আজীবন আমি তোমার সেবিকা হয়েই থাকবো।

ফার্দিনান্দ আবেগ মাখানো কণ্ঠে বলে, বন্দী হৃদয় দিয়ে চিরকাল যেমন মুক্তিকে কামনা করে তেমনি করেই আমি তোমার হৃদয়ে থাকবো।

এবার মিরান্দা চমকে উঠে বলে, বাবার অধ্যয়ন সম্পন্ন হয়েছে। বিদায় প্রিয়তম বিদায়।

এদিকে ষ্টেকানো, ট্রিনকুলো আর ক্যালিবান মদ পান করে ঘুরে বেড়ায়। আর বলে যতক্ষণ মদ থাকবে ততক্ষণ জল খাবো না।

ট্রিনকুলো নেশার ঘোরেই বলে ওই দ্বীপের পাঁচজন বাসিন্দার মধ্যে তিনজন আমরা আর দুজন যদি একই স্বভাবের হয় তবেই যে সব রসাতলে যাবে।

এদিকে ক্যালিবান মদে বুঁদ হয়ে আছে। ষ্টেকানোও কোন কথা না বলে কেবল মদ পান করারই ইচ্ছা। ট্রিনকুলো অস্থির হয়ে বলে, তোমরা শুধুই শুয়ে শুয়ে মদ গিলবে।

ষ্টেকানো টলতে টলতে ক্যালিবানকে কিছু বলতে অনুরোধ জানালে ক্যালিবান বলে, আমি আপনার পা চাটতেও রাজী, কিন্তু ঐ লোকটার সেবা করবো না, সে খুবই কাপুরুষ।

এই কথায় ট্রিনকুলো রেগে গিয়ে ক্যালিবানকে বহু অপমানসূচক কথা বলে। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে দেখে ষ্টেকানো ট্রিনকুলোকে সতর্ক করে দেয়।

ক্যালিবান নতুন প্রভুকে অনুনয় বিনয় করে বলে, এক সময় আমি দ্বীপের এক নির্দয় শাসকের সেবা করতাম। আপনি হবেন এই দ্বীপের স্বাধীন রাজা। সেই যাদুকরটা যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

অশরীরী এরিয়েলের চাতুরীতে ষ্টেকানো যেন শুনতে পায় ট্রিনকুলো তাকে মিথ্যুক বলছে। সে রাগতভাবে ট্রিনকুলোকে সাবধান করে বলে, এ ধরনের কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলে একটা মাছ বানিয়ে ছাড়ব তোমাকে। টুকরো টুকরো করে কাটবো।

ট্রিনকুলো তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, কোন কথা আমি তোমাকে বলিনি।

ষ্টেকানো বিশ্বাস করে না। ঠিক তখনই আবার এরিয়েলের চাতুরীতে সে শোনে ট্রিনকুলো তাকে দ্বিতীয়বার মিথ্যাবাদী বলছে। আর যায় কোথায়? ষ্টেকানো ট্রিনকুলোকে ঠেঙ্গিয়ে সেখান থেকে দূর করে দিল।

এরপর ক্যালিবান নির্ভয়ে বলতে থাকে যাদুকর বিকেলে ঘুমোয়। সেখানে গিয়ে প্রথমে ওর যাদুবিদ্যার বইগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে মাথাটা গুড়িয়ে দিতে হবে। তীক্ষ্ণ গোঁজ দিয়ে ভুঁড়িটা ফাঁসিয়েও দেওয়া যেতে পারে। নইলে শ্বাসননালিটাই টুকরো টুকরো করে দিলে হয়। যাদুকরটার মাথাটা আমার মতই মোটা। শুধু বইগুলো পুড়িয়ে দিতে পারলেই তার আর শক্তি থাকবে না। তখন—

একটু থেমে কি যেন ভেবে ক্যালিবান আবার বলতে শুরু করে, আমি জীবনে মাত্র দুটি মেয়েকে দেখেছি। একজন আমার মা ও দ্বিতীয়জন ওই শয়তান প্রস্পেরোর মেয়ে। মেয়েটা অসমান্য সুন্দরী। আমার কথা শুনুন, সে আপনার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে সুন্দর সন্তানের জন্ম দেবে।

তার কথায় ট্রিনকুলো সব ভুলে পাশটিতে এসে বসল। ষ্টেকানো আর কিছু বলল না। ক্যালিবানের কথা শেষ হলে ষ্টেকানো বলে, এই দ্বীপের রাজা আমিই হব। আর তুমি ও ট্রিনকুলো উভয়েই আমার প্রধানমন্ত্রী হবে। এবার ট্রিনকুলোর হাতে হাত মিলিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে অনুরোধ করল আর ভবিষ্যতে যেন তুমি এমন অভদ্র আচরণ করো না।

অশরীরী এরিয়েল বলে, আমি গিয়ে খবরটা আমার স্বামীকে দিচ্ছি।

তিনজনের কেউই একথা শুনতে পায় না। তারা আনন্দে গান ধরে। গান থামিয়ে একসময় কান পেতে শোনে। মনে হয় এটা সুর নয়, বিশেষ কোন যন্ত্র বাজছে।

ষ্টেকানো জানায় আমাদেরই সুর বটে এটা। অন্য কারা যেন অলক্ষ্যে থেকে গাইছে।

এবার ষ্টেকানো আর্তনাদ করে উঠে বলে, মানুষ হলে আমাদের সামনে এসো। আর যদি অশরীরী কেউ হও, যা খুশী তাই করতে পার।

ক্যালিবান বলে, ভয় পাবার কিছুমাত্র কারণ নেই। এই দ্বীপটা নানা শব্দে পরিপূর্ণ। আর এই বাতাসও সুমিষ্ট শব্দ আমাদের কোন ক্ষতি করে না, বরং আনন্দ দেয়। যন্ত্রসঙ্গীতের গুঞ্জনে আমরা জেগে উঠি। সুমিষ্ট সঙ্গীত আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বদমায়েস প্রস্পেরোকেখতম করার ভয়ে আপনারাও বিনা পয়সায় গান বাজনা শুনতে পাবেন।

এবার তিনজনে পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী হয়ে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলে। পথে যাতে কোন বাধা তাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করে না দেয় তার জন্য সতর্ক থাকে।

দীর্ঘ সময় পথ চলে প্রবীণ অমাত্য গঞ্জালো ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন আমরা ভুল পথে ঘুরে মরছি। নইলে পথের শেষ হয় না কেন?

রাজা অ্যালানসো ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হয়ে গঞ্জালোর কথা চিন্তা করে বিশ্রামের আদেশ দিয়ে বলেন যে, ধৈর্য সহকারে আমরা রাজপুত্রের অনুধাবন করছি। তাতে মনে হয় তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বৃথাই ঘুরে মরছি।

অ্যান্টেনিও, সেবাষ্টিয়ান এই কথা শুনে সবাই যখন বিশ্রামরত তখন সবার অগোচরে ফন্দী আঁটে, আজ রাতে ঘুমের সুযোগ নিয়ে আমরা কাজ হাসিল করবো।

ঠিক তখনই কোলাহল মুখরিত অদৃশ্য বীণার ঝঙ্কারিত সুমিষ্ট সঙ্গীত লহরী ভেসে আসে। কিম্ভুত কিমাকার কয়েকজন খাবার আনে। চারিদিকে ঘিরে নাচ-গান করে অভিবাদনের দ্বারা রাজাকে আমন্ত্রণ জানায়। ভোজনের পর সবকিছু আবার মিলিয়ে গেল।

সবাই বিস্ময়ে হতবাক। রাজা অ্যালানসো বলল, এই অনুষ্ঠান? কি উপলক্ষ্যে?

গঞ্জালো বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন কী সুন্দর গান। নেপলসে গিয়ে এই দৃশ্যের কথা বললে কেউ কি আর বিশ্বাস করবে? ঠিক দানবের মত দেখতে। কিন্তু তাদের আচরণ খুবই শিষ্ট। মানুষের চেয়ে এরা অনেক ভদ্র। মায়া মমতাও যথেষ্ট।

এবার অদৃশ্য থেকে প্রস্পেরো বলল, হে সজ্জন, কি বলছি শুনুন। আপনার কথাই ঠিক। আপনাদের মধ্যেও ক'জন এমন শয়তান রয়েছে বলুন তো?

রাজা অ্যালানসো সবিস্ময়ে বললেন, চমৎকার। কোন ভাষা নেই, এক অভিনব মুক অভিনয়। অভাবনীয় ব্যাপার।

প্রস্পেরো আবার বলে, বিদায় নেবার পর সুখ্যাতি পাবে, বুঝছি।

এ ব্যাপার দেখে গঞ্জালো বলেন, অবিশ্বাসের কিছুমাত্রও কারণ নেই রাজা। শৈশবে যেসব দৈত্য দানবের কথা শুনেছি, তার কিছু এমন সত্যও হতে পারে।

এই সময় বজ্রধ্বনীর সঙ্গে বিজলীর আলোকছটাও দেখা যায়। পৌরাণিক দানবী হারপি-র মতই অবিকল অর্ধনারী ও অর্ধপক্ষীর বেশে অশরীরী এরিয়েলকে দেখা গেল। দানবী এবার বলল, তোমরা তিনজন পাপী, যাদের নিয়তি এই পাতালের জগতে তোমাদের পাঠিয়েছে, শাস্তি ভোগ করতে, যাতে সমুদ্রও তোমাদের গ্রহণ না করে তোমাদের তাই এই নির্জন দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছে। মানুষের মাঝে তোমরা বাঁচার অযোগ্য বলেই এ ব্যবস্থা। তোমাদের আমি উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলবো যাতে তোমরা আত্মহত্যা করতে উদ্যোগী হও। অচিরেই তা ঘটবে। তোমরা এই যে তরবারি মুক্ত করছো কোন কাজই হবে না। কারণ, এগুলো চালনা করার মত শক্তি আমি কেড়ে নিয়েছি। তোমরা তিনজন মিলে মিলান শহর থেকে ডিউক প্রস্পেরো ও তাঁর একমাত্র কন্যা মিরান্দাকে বিতাড়িত করে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করেছো। ঈশ্বর কৃপা করে তাদের নিয়ে এসেছেন দ্বীপে। আজ সব প্রাণীই তোমাদের তিনজনের উপর বিক্ষুব্ধ। নিষ্পাপ প্রস্পেরোর অভিশাপে তোমাদের জীবন অবশ্যই দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। তাই অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে তোমরা বিশোধিত কর নিজেদের জীবন। এতে আমার কাজ হবে।

বিকট বজ্রধ্বনীর মাধ্যমে এরিয়েলের অশরীরী আত্মা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রস্পেরো তাঁর অশরীরী সহধর্মিনীকে বলে, আমার আদেশ অনুযায়ী এমন সুন্দর অভিনয়ের জন্য ধন্যবাদ। তোমার জন্যই আমার শত্রুপক্ষকে আজ বন্দী করা সম্ভব হয়েছে। তাদের প্রতি আমার আর দয়া মায়া কিছুমাত্রও থাকতে পারে না।

অ্যালানসো হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, বজ্রধ্বনীর মাধ্যমে শোনা যায় প্রস্পেরোর নাম। উচ্চারিত হলো আমার পাপের সব কথা। আজ আমি তাই পিচ্ছিল

কর্দমে শয্যাশায়ী। শব্দ যেখানে কঠিন আঘাত হানে তারও গভীর থেকে আমি পুত্রকে খুঁজে বের করবো। প্রয়োজনে আমি তার পাশেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করবো।

এই শুনে সেবাষ্টিয়ান বলে, যদি প্রতিবারে একজন করে দানব আসে তবে আমি অনায়াসে লিজিয়ন দানবের মোকাবিলা করতে পারি।

অ্যাণ্টেনিও-ও ওর কথায় ইন্ধন দিয়ে এগিয়ে যায় সঙ্গীতরূপে।

গঞ্জালো বিরস মনে ভাবে হতাশায় বেপরোয়া ঐ তিনজনকে তাদের মহাপাপ বিষের মত দংশন করতে শুরু করছে। তাদের নিরস্ত করাই এখন আমার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল

যুবরাজ ফার্দিনান্দ প্রেমে পড়েছেন।

প্রস্পেরো তাকে পরীক্ষা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি ভাবেন যুবরাজ সত্যিই মিরান্দাকে ভালবাসে কিনা তা আমাকে জানতেই হবে। মেয়ের ভবিষ্যৎ—কম কথা নয়। তার প্রেমের পরীক্ষা করবার জন্য কতই না কষ্ট তাকে দিয়েছি। এত অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেও সে মিরান্দার প্রতি কোনদিন এতটুকু অবহেলা করেনি। তাই আজ একদিকে আমি যেমন তৃপ্ত তেমনি তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য মর্মাহতও।

প্রস্পেরো এবার ফার্দিনান্দকে জানাল, আমার কন্যাকে তুমি গ্রহণ করো। আর যদি ইতিপূর্বেই তুমি আমার কন্যার কুমারীত্ব নষ্ট করে থাক, তবে শুভ পরিণয়ের আগেই এই প্রাক-উৎসব অনুষ্ঠানের জাঁকজমক নষ্ট হবে। তোমাদের মিলন শয্যায় নিয়ে আসবে অমঙ্গল। তাই বলছি কি সাবধান, পরিণয়ের মঙ্গলালোক যেন তোমাদের উদ্ভাসিত করে তোলে।

ফার্দিনান্দ অসংকোচে বলে, জানবেন, আমার শান্তিময় ভবিষৎকে। আমি অবশ্যই যোগ্য বংশধর আর দীর্ঘজীবন কামনা করি। এখন আপনার কন্যার সঙ্গে প্রেমের ঘনিষ্ঠতার অন্ধকার ঘরের কোণ। অনুকূল সুযোগ ও চরমতম লোভ অসৎ প্রবৃত্তি আমাকে টানবে না। পরিণয়ের দিনের সেই শুভক্ষণটিকে অবশ্যই অপবিত্র করবো না। কাম-গন্ধহীন আমার কামনা, জন্তু-জানোয়ারের মত আমার প্রবৃত্তি নয়।

প্রস্পেরো রাজকুমারের সততা আর স্পষ্ট উত্তরে যারপরনাই সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, তুমি এখন থেকে মন খুলে মিরান্দার সঙ্গে কথা বলতে পার। এবার তিনি গুহার কাছে গিয়ে এরিয়েলকে স্মরণ করেন। এরিয়েল এলে বলেন, শেষবারের মত তোমাকে অনুরোধ করছি, রাজা অ্যালানসোকে দলবলসহ এখানে নিয়ে এসো। এরিয়েল আদেশ পালন করতে রাজী হয়ে বলেন, অতি অবশ্যই, আমি তোমাকে বিলক্ষণ মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তোমাকে স্মরণ না করা পর্যন্ত কিন্তু এখানে এসো না।

প্রস্পেরো গুহাদ্বারে ফিরে এসে ফার্দিনান্দকে বলেন, ভুলে যেয়ো না কঠিন প্রতিশ্রুতিও কামনার আগুনে ভস্ম হয়ে যায়। সংযমের বাঁধ যদি কোনদিন ভাঙে তবে তোমার প্রাতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে।

আমার প্রতিশ্রুতি অবিচল। আমি কর্তব্যে অটল থাকব, কথা দিচ্ছি।

এবার প্রস্পেরোর ইন্দ্রজালের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। অশরীরী পুরুষ আইরিশ আর নারী সীরিসকে দেখামাত্র আইরিশ সীরিসকে লক্ষ্য করে বলে ওগো সুন্দরী, তোমার উর্বর ভূমি কতই না শস্যাদিতে পরিপূর্ণ। তোমার সবুজ ভূমিতে মেষ চরানো হয়। তারা সবুজ ঘাস খায় আনন্দে। তোমারই আদেশে এপ্রিল মাসে অনুপম পুষ্পে গুল্মে সুশোভিত হয়ে প্রকৃতিকে মনোলোভা করে তোলে। কী অপূর্ব রূপে সেজে ওঠে। আর পরীরা যেসব সুন্দর ফুলে তৈরী মুকুট মাথায় পরে নিজেদের সাজিয়ে তোলে। তারপর বলল, প্রেমিকা প্রত্যাখ্যাত রমণীগণ কুঞ্জবনে তোমার আশ্রয় কামনা করে। পরিতৃপ্ত গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষাফল শোভা বিস্তার করে। তোমার সমুদ্র সৈকত অতি উর্বর ও বন্ধুর। তুমি সুরভিত নিঃশ্বাস গ্রহণ কর। স্বর্গের রাণী, তুমি যার রামধনু ও বার্তাবাহিকা আমি তোমাকে বলছি, সেসব ছেড়ে দিয়ে সেই মহিষীর সাথে এই তৃণভূমিতে উপস্থিত হও। এইখানে এসে আনন্দের মাঝে নাচে-গানে মেতে ওঠো। তোমার সম্ভাষণ বিধানের জন্যে ময়ূরগণ শিখিপুচ্ছ সঞ্চারণ করবে। আনন্দে নাচবে। আনন্দ দেবে তোমাকে।

সীরিস এবার আইরিশকে বলল, ওগো সুসজ্জিতা সংবাদবাহিকা, তুমি কখনও ইন্দ্র বাঞ্ছিতার আদেশ অমান্য কর নি। তোমার জাফরানী পাখনা দিয়ে মধুর মতো একসময় মিষ্টি স্নিগ্ধ জলের ছিটে ছড়িয়ে দিতে আমার ফুলের গায়ে। তোমার সাতরঙা রামধনুর আশা আকাঙ্খায় আমার বনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দাও। তুমিই আমার পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ। বল রাণী কে এই ছোট্ট সবুজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বল, কে স্মরণ করেছেন আমাকে।

আইরিশ বলে, প্রকৃত প্রেমের উদ্বাহু বন্ধন আমাদের সংঘটিত করতে হবে। আর নবদম্পতির মঙ্গল কামনায় কিছু পুরস্কার দান করতে হবে আমাদের।

সীরিস বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে বলে, তুমি কি জান ভেনাস-এর অথবা তার ছেলে রাণীর পরিচর্যা করছে? তাদের ষড়যন্ত্রে বিষাদাচ্ছন্ন প্লুটোকে দিয়ে আমার আদূরে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেলে তার কানা ছেলে আর কদর্যতাপূর্ণ সান্নিধ্য আমি ছেড়ে চলে এসেছি।

আইরিশ অভয় দান করে বলে, মিছে এসব চিন্তা করে ভয় পাবার কিছুই নেই। আমি নিজের চোখে তাকে মেঘের ভিতর দিয়ে পাফোসের দিকে যেতে দেখেছি। সে বলে তার ছেলেটিও আছে দেখলাম। তাদের মতলব ভালো নয়। আমার মনে হচ্ছে, তাদের কপট সম্মোহনী শক্তি দিয়ে এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকাকে শুভ পরিণয়ের আগেই ব্যভিচারে লিপ্ত করে তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে দেবে। তা মোটেই হবার নয়। কেন না প্রেয়সী আর তার ছেলে ফিরে গিয়ে তার তীর ভেঙ্গে দিয়েছে। প্রতীজ্ঞা করেছে, জীবনে আর সে কোনদিন তীর ছুঁড়বে না। ভবিষ্যতে সে নাকি শান্তশিষ্ট বালকের মত শুধু চড়াই পাখি নিয়ে খেলায় মেতে থাকবে।

এবার সীরিস আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল দেখো, রাণীদের মধ্যে যাঁকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয় সেই জুনা নেমে আসছেন কারণ আমি তাঁর চলনভঙ্গিমা দেখেই চিনে নিতে ভুল হয় না।

কিছুক্ষণ পরে সম্রাজ্ঞী জুনা এসে কুশল জিজ্ঞাসা করে হেসে বললেন ওই, প্রেমিক-প্রেমিকাকে আশীর্বাদ করতে আমার সঙ্গে এসো যাতে করে ওরা সৌভাগ্যশালী ও সন্তান ভাগ্যে ভাগ্যবান হয়ে জীবন কাটাতে পারে।

কথা বলতে বলতে অদূরে দণ্ডায়মান যুবরাজ ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার কাছে এসে সম্রাজ্ঞী জুনা তাদের দুজনকে আশীর্বাদ করে বললেন—তোমাদের যুগলের ঐশ্বর্য, শুভ মিলন কামনা করি এবং সম্মান প্রতিপত্তিও দীর্ঘস্থায়ী হোক।

সীরিসও তাদের আশীর্বাদ করে বলল, ধনধান্যে ফলে ফুলে রাজ্য পূর্ণ হয়ে উঠুক।

যুবরাজ ফার্দিনান্দ মোহিত হয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও মধুর সঙ্গীতের সাথে জুনা ও সীরিসকে সামনে দেখে। তারপর বলে আঃ, কী চমৎকার সৌন্দর্য ও মধুর সঙ্গীত ধ্বনী। রক্তমাংসে গড়া মানুষ, নাকি অশরীরী? কিছুই বুঝতে পারিছ না।

প্রস্পেরো যুবরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, তারা অশরীরী। আমি আমার মনষ্কামনা পূর্ণ করবার জন্য যাদুবিদ্যাবলে তাদের ডেকে এনেছি।

ফার্দিনান্দ বলে, আপনি এ জায়গাটিকে স্বর্গে পরিণত করেছেন। ইচ্ছে হয় এইখানেই আমি সারাটি জীবন বসবাস করি।

প্রস্পেরো এবার বললেন রাণী জুনো এবং সীরিস এখন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মগ্ন। তারা আরও কিছু করবার জন্য পরামর্শ করছেন। তাদের আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করলে আমার সম্মোহন বিদ্যার কার্যকারিতা ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে কথা বলতে ধারণ করলেন।

মুকুটে সুসজ্জিতা নদীর উপদেবীদের পবিত্র দৃষ্টিভরা মুখের দিয়ে তাকিয়ে সীরিস বলে, দেবী জুনোর আদেশে তোমরা তরঙ্গবাস ত্যাগ করে এ সবুজ মাটিতে অবিলম্বে নেমে প্রকৃত প্রেমের উদ্বাহ বন্ধনে সাহায্য করো। এটাই আমার উপদেশ।

এদিকে তখন কয়েকজন জলপরীকে আসতে দেখে আইরিশ তাদের উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা রৌদ্রদগ্ধ শস্য কর্তন করে ক্লান্ত, এবার বিশ্রাম কর। তোমাদের রাইয়ের শুকনো ডাঁটার মুকুট পরে পরমানন্দে তরুণী পরীদের সঙ্গে গ্রাম্য নৃত্যে যোগদান কর। মন ভরে আনন্দ কর।

এবার কয়েকজন মাঝবয়সী নর্তকও সুসজ্জিত হয়ে এসে তরুণী পরীদের সঙ্গে গ্রাম্য নৃত্যে যোগদান করল। নাচ বেশ জমে উঠেছে। নাচ গান প্রায় শেষ হবার সময় সবাই বিষণ্ণ মুখে হঠাৎ বাতাসে মিলিয়ে গেল প্রস্পেরোর কথায়।

প্রস্পেরো সেদিকে চোখ রেখে বলেন, ক্যালিবান ও তার সঙ্গে যোগদানকারীরা যে আমার বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন ওদের ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করার সময় আসন্ন। অতএব তোমরা অদৃশ্য হওয়ায় ভালই হয়েছে। অন্যথায় বিপাকে পড়তে হত।

ফার্দিনান্দ এবার মিরান্দার দিকে তাকিয়ে বলে, বিচিত্র কাণ্ড! তোমার বাবাকে খুব ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে। তিনি বিশেষ বিব্রত মনে হচ্ছে।

মিরান্দা বিষাদক্লিষ্ট মুখে বলল, এর আগে বাবাকে এমন উত্তেজিত বা বিক্ষুব্ধ

কোনদিনই আমি দেখিনি।

প্রস্পেরো সব শুনে বলেন—মিরান্দা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুবই বিচলিত ও আতঙ্কিত। সেসব অতীতের কথা ভুলে আনন্দ কর। উৎসব এখন শেষ হয়ে গেছে। সবাই অশরীরী, তাই তারা বাতাসে মিশে গেছে। এ দৃশ্য অবশ্য ভিত্তিহীন প্রাসাদের মতই মনলোভা সৌধমালা। আলোকসজ্জা, পবিত্র দেবালয়, কেবল এসবই নয়। এই বিশাল পৃথিবী ও তার যা কিছু আছে এইভাবেই একসময় সর্ব শূণ্যে মিলিয়ে যাবে। নিশ্চিহ্নে হবে সবই। আমরা যে স্বপ্ন দিয়ে গড়া, আমাদের ছোট্ট দেহ ও জীবন সবই মৃত্যু দিয়ে ঘেরা। আমি আজ বয়সের ভারে নত, ভারাক্রান্ত মন। বিক্ষুব্ধ এই বৃদ্ধকে সহ্য করে নিও যেন। আমার দুর্বলতায় কোনদিন বিচলিত হলে, তোমরা গুহার ভেতরে চলে যেতে পারো। আমার অশান্ত মনকে জুড়োবার জন্যে আমি কিছুক্ষণ বাইরে পায়চারী করবো। দেখি, যদি একটু শান্তি পাই।

তারা গুহার ভিতরে চলে যেতে প্রস্পেরো অশরীরী এরিয়েলকে স্মরণ করতে সে এসে বলল, ক্যালিবান ও দলের সবাই মদে চুর হয়ে আছে। মত্ত অবস্থাতেও তাঁদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে ঠিক খেয়াল আছে। পথে আমি ঢাকের বুলি তুলতে সবাই মিলে বুনো ঘোড়ার মত কান খাড়া করে, চোখ মেলে, নাক উঁচিয়ে যেন গায়ের গন্ধ শোঁকবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি তাদের সম্মেহিত করে কাঁটা ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে টেনে আনলাম। এখন এই গুহার পাশে তারা আবর্জনা ভর্তি একটা খানার মধ্যে পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

শুনে প্রস্পেরো এরিয়েলের কাজে ভীষণ খুশি হল আর যাবতীয় রঙ্গিন খেলনা নিয়ে এসে বাতাবি গাছের ডালে ঝুলিয়ে ওদের সব ক'টাকে আটক করার ব্যবস্থা করল। এবার বলল এরিয়েল আপন্ কাজে যাও।

প্রস্পেরো ক্যালিবানের কথা মনে করে বলে, বেটা একটা বজ্জাত! কত পরিশ্রমই না করলাম ওটাকে মানুষ করবার জন্য। শুধুই মানবতার খাতিরে এত কিছু করলাম। কিন্তু সব ব্যর্থ হল। বয়সের সঙ্গে ওর দেহের কদর্যতাও খুব বেড়ে গেছে। আমি কিছুতেই ছাড়ছি না। শুধু ওকেই নয়, যারা যারা ওর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, ওদের সবাইকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আমি ক্ষান্ত হব।

এদিকে ক্যালিবান সঙ্গীদের বলে, সাবধানে চল। ওরা যেন গুহা থেকে পায়ের শব্দ শুনতে না পায়।

ষ্টেকানো বলে, ঐ অশরীরীটা ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে পারত।

ক্যালিবান এবার হাতজোড় করে অনুরোধ করে প্রভু আপনার কৃপা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। একটু ধৈর্য ধরুন। আমি যে পুরস্কার এনে দেবো, তাতে সবার দুঃখ মোচন হবে। এখন চুপিসাড়ে সবাই আমরা অনুসরণ করবো। টুঁ-শব্দটি যেন না হয়।

খানার মধ্যে মদের বোতলগুলো হারিয়ে যাওয়ায় ষ্টেকানো খানার জলে ডুব দিয়ে বোতলগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করে।

এদিকে গুহার মুখ সামনে পেয়ে ক্যালিবান বলে—চুপ করুন, মুখ বন্ধ করুন। আমার

পরিকল্পনাকে দয়া করে সার্থক করে তুলুন। চিরকালের জন্য আপনিই এই দ্বীপের মালিক হবেন। গোলাম হয়ে আমি আপনার আমৃত্যু সেবা করবো।

ক্যালিবান বলেন, হত্যাকাণ্ডটা আগে সেরে ফেলুন। যদি কোনক্রমে হতচ্ছড়া যাদুকরটা জেগে ওঠে তবে আমাদের আর রেহাই নেই।

কিন্তু ষ্টেকানো কোন কথা না শুনে টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে গাছের দিকে তাকিয়ে বলে, প্রিয়তমা মোর! ওগো লেবু গাছ! আমার জ্যাকেট কি এটা নয়? তুমি আছো গাছের নীচে শুয়ে। চুলগুলো হারিয়ে এখন টেকো জ্যাকেট হয়ে গেছ দেখছি।

এদিকে ট্রিনকুলো ষ্টেকানোকে রাজার সম্মান দান করে বলল—মহারাজ, তোমার ইচ্ছেমত আমর সবকিছু চুরি করবো, দানবটা আঙ্গুলে আঠা লাগিয়ে বাকি সব নিয়ে যাক।

ক্যালিবান ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে ষ্টেকানো জড়ানো গলায় আদেশ করে হাত বাড়িয়ে মদের বাক্সগুলো যেখানে, সেখানে আর পোষাকগুলোকে নিতে সাহায্য করো। অন্যথায় তোমায় এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবো।

তখনই অশরীরী শিকারীর সঙ্গে কতকগুলো অশরীরী কুকুরকে দেখা গেল। নেপথ্য থেকে এরিয়েল ও প্রস্পেরো আদেশ দিল, সবকটাকে তাড়া কর।

অশরীরী কুকুরগুলো সঙ্গে সঙ্গে ওদের ধাওয়া করল। কয়েক পা যেতে না যেতেই ওদের সবার দেহের গ্রন্থীগুলো যন্ত্রণায় ভরে ওঠে। জোরে কে বা কারা যেন সারা দেহে চিমটি কাটছে। কী যন্ত্রণা!

তাদের কাতর ধ্বনী শুনে এরিয়েল প্রস্পেরোর দিকে তাকালে প্রস্পেরো তাকে বলেন, তুমি তাদের অনুসরণ কর এরিয়েল, মুহূর্তের মধ্যে আমার শত্রুরা সব শেষ হবে। তুমি এবার মুক্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারবে।

প্রস্পেরো বলে, কবরে চিরনিদ্রাশায়ীদের খুঁড়ে বাইরে নিয়ে এসেছি। তাদের মূলে আছে আমার যাদুশক্তি। আর একটা পবিত্র কাজ বাকি। সেটা হলেই আমি আমার যাদুদণ্ড আর যাদুবিদ্যার বইগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেবো। সেগুলোর আর দরকারই বা কি?

এদিকে এরিয়েলের বুদ্ধি পরামর্শে রাজা সদলবলে একটা যাদু গণ্ডীর রেখার মধ্যে এসে দাঁড়াল। প্রস্পেরো এবার অমাত্য গঞ্জালোর উদ্দেশ্যে সমবেদনা জানিয়ে বললেন, ওহে সজ্জন গঞ্জালো, তোমার দুর্দশায় আমিও না কেঁদে পারছি না। আমার সম্মোহনী শক্তি এবার অপসারিত হতে চলেছে। দিনের আলো যেমন করে রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে সেইভাবেই তোমাদের লুপ্ত বুদ্ধি আর বিবেক ফিরে আসছে। আপনার ঋণ পরিশোধ করব, শপথ নিচ্ছি।

তারপর রাজা অ্যালানসোকে লক্ষ্য করে বললেন—শুনুন, আপনি আর আপনার ভাই—আমার আর মিরান্দার ওপর খুবই নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। তার জন্যে আপনাদের অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আরও বলে, আমার ভাই অ্যান্টেনিও ও আপনার ভাই সেবাষ্টিয়ান উভয়েই দোষী।

তারা চেয়েছিল আপনাকে ও আমাকে হত্যা করে কণ্টকশূন্য হবে। তাই তারা আজ বিবেকের দংশনে খুবই জর্জরিত, মর্মাহত। থাক্‌গে, আমি ঘৃণিত, জঘন্য কাজের জন্যও তোমাদের ক্ষমা করলাম। তারা কেউই আমার দিকে আজ চোখ তুলে দেখতে পারছে না।

তারপর প্রস্পেরো অশরীরী এরিয়েলকে তাঁর টুপি, পোষাক আর তরবারি আনতে বলে বললেন—আমি মিলানে যেমন ছিলাম, এখানে আবার সেই ডিউকের বেশে সজ্জিত হবো। যাদুকরের বেশ ছেড়ে দেব। তুমি রাজার জাহাজে যাও। পাটাতনের নীচে ঘুমন্ত মাঝিকে জাগিয়ে তোলে। ক্যাপ্টেন আর অন্য অনুচরদেরও ঘুম ভাঙ্গাবে। তারপর জাহাজখানা এই দ্বীপে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে।

এবার অশরীরী এরিয়েল প্রস্পেরোর সামনে ডিউকের মুকুট, তরবারি আর পরিচ্ছদ এনে আদেশ পালন করতে চলে যায়। প্রস্পেরা ডিউকের বেশে সজ্জিত হয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সেই ডিউক প্রস্পেরো। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানাচ্ছি।

রাজা অ্যালোনসোর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তিনি বলেন মাননীয় ডিউক, আপনার কাহিনী যারপরনাই বিস্ময়কর। আপনার জমিদারীর সত্ত্ব আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার ও আপনার কন্যার জীবন্ত অবস্থায় এই দ্বীপে অবস্থানের কাহিনী শোনবার জন্য আমি খুবই আগ্রহী। কেমন করেই বা এখানে এলেন? অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার সঙ্গে দেখাই বা কি করে হয়েছে? মাত্র ঘণ্টা তিনেক আগে সমুদ্রের বুকে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। আমাদের জাহাজখানা চোখের পলকে নিখোঁজ হয়ে গেল। আমরা এসে দ্বীপে উঠলাম। ভাবতেই পারছি না। আমার একমাত্র পুত্র ফার্দিনান্দকে হারিয়ে যে ক্ষতি আমার হয়েছে তা কিছুতেই পূরণ হবার নয়।

প্রস্পেরো তাকে সমবেদনা জানিয়ে বলেন—মহারাজ, আপনার ধৈর্যচ্যুতির জন্যই আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আপনার ও আমার ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখলে একই ব্যাপার দাঁড়ায়। কারণ আমিও আমার কন্যাটিকে হারিয়েছি।

রাজা অ্যালনসো দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে বলেন—ভগবান, যদি ওরা আজ জীবিত থাকতো তবে নেপলসের সিংহাসন অলংকৃত করতো। হায় ঈশ্বর! এ কী হয়ে গেলো!

প্রস্পেরো রাজা অ্যালনসোকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, আসুন মহারাজ। আসুন এই গুহাই আমার আশ্রয়স্থল। আপনি আমার জমিদারী ফিরিয়ে দিয়ে যে অমূল্য সম্পদ দান করেছেন তার বিনিময়ে আমিও আপনাকে অনুরূপ কিছু দান করতে চাই। রাজা অ্যালানসো এবার ফার্দিনান্দ ও মিরান্দাকে দাবা খেলতে দেখে অবাক হন। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাছা ফার্দিনান্দ, তোমার সঙ্গি নীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তিনঘণ্টার বেশী নয়। তবে কি উনিই সেই দেবী? আমাদের বিচ্ছিন্ন করে আবার মিলিত করলেন কি উনিই?

ফার্দিনান্দ বললেন, বাবা ঈশ্বরের কৃপায়ই আমি তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেয়েছি।

দেবী নয়, সে পার্থিবই। আপনি যে জীবিত আমি কল্পনাই করতে পারি নি। তাই আপনার অনুমতি নেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। ইনি মিলানের ডিউক প্রস্পেরোর কন্যা। আর ইনি আমাকে দিয়েছেন দ্বিতীয় জীবন। ডিউককেই করে তুলেছেন দ্বিতীয় পিতা। অশেষ করুণা এনার।

রাজা অ্যালানসো সব শুনে বললেন, আমি তবে এ কন্যারও পিতা হব।

প্রস্পেরো বাধা দিয়ে বলেন—মহারাজ, অতীত দুঃখের এখানেই অবসান হয়ে যাক। আপনি এবার ক্ষান্ত হোন।

অমাত্য গঞ্জালো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন, সমুদ্র যাত্রায় রাজকন্যা ক্লরিবেল টিউনিসে স্বামী পেল। আর ফার্দিনান্দ তার স্ত্রী পেল। প্রস্পেরো ফিরে পেলেন তাঁর হারানো জমিদারী।

এবার প্রস্পেরো, ক্যালিবান, ষ্টেকানো আর ট্রিনকুলোকে মুক্তি দিলেন একই সঙ্গে। অশরীরী এরিয়েলও মুক্তি পেল। প্রস্পেরো এবার প্রফুল্ল মনে রাজা অ্যালনসোকে বলেন—মহারাজ, আপনাকে আর আপনার পার্ষদগণকে আমি আমার প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার সব কাহিনী আপনাদের শোনাতে চাই। সকালবেলা আমি আপনাকে জাহাজে নেপলসে নিয়ে যাবো। সেখানেই আমাদের প্রিয় পুত্রকন্যাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হবে। তারপর আমি মিলনে ফিরে গিয়ে পরলোক চিন্তায় কাটিয়ে দেব।

শুভ অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি আমি অবশ্যই চাই। আশা করি আমাকে নিরাশ করবেন না।

আপনাদের উপস্থিতি আমার উৎসাহ বৃদ্ধি করবে আশা রাখছি।

রাজা জাহাজে উঠলেন।

ভিনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস

সূর্য তখন অস্তাচলে। বীর বিক্রমে অ্যাডোনিস মৃগয়ায় চলেছে। মৃগয়াই তার ধ্যান-জ্ঞান, ভালবাসা তার অজানা। সকলেই জানে ভালবাসা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। রূপসী তন্বী ভিনাস দেখলো অ্যাডোনিসকে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। মোহ-জাল সৃষ্টি করে মুগ্ধ করতে চায় অ্যাডোনিসকে। বাহুবন্ধনে বাঁধতে চায় তাকে। অ্যাডোনিসকে প্রশংসাবাক্যে ভরিয়ে দেয় ভিনাস। কী মাধুর্য অ্যাডোনিসের! রক্তিম গোলাপের শোভাও তার সৌন্দর্যের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। পারাবতের শুভ্রতার চেয়েও মনোহর তার শুভ্রতা। অ্যাডোনিসকে সোহাগে সম্ভোগে ভরিয়ে দিতে চায় ভিনাস। অ্যাডোনিসের কাছে সে চায় আলিঙ্গন, দীর্ঘ চুম্বনে বেঁধে রাখতে চায় অ্যাডোনিসকে। দীর্ঘতম দিন পলকে হ্রস্ব হয়ে যাবে তাদের মিলনে। অ্যাডোনিস যেখানে অশ্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভিনাস অগ্রসর হয় সেখানে। উষ্ণ প্রেমালিঙ্গনে বাঁধে অ্যাডোনিস। অ্যাডোনিস প্রেমহীন হৃদয়ে ঝড় ওঠে না, জ্বলন্ত ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু আশ্চর্য প্রেমের মহিমা। ভালোবাসার অত্যাশ্চর্য দহন-ক্ষমতা। ধীরে ধীরে অ্যাডোনিসের হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ভালোবাসার দহনে জ্বলে যাচ্ছে সে-ও। তবুও সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় না। ভিনাস তার কপালে প্রেম-স্পর্শ জাগায়, চুম্বনে সিক্ত করতে চায় ওষ্ঠাধর—অ্যাডোনিস ক্ষোভ প্রকাশ করে। অবাক হয় এই ভেবে যে, কুমারীত্ব রক্ষার্থে নারীরা কত সচেতন অথচ এই নারী স্বেচ্ছায় কুমারীত্ব হারাতে চায়। ক্ষুধার্ত শ্যেনপক্ষীর মতো এই নারীর আচরণ। মেদ-মজ্জা-অস্থি-চর্ম সকলই ভক্ষণ করতে চায় সে। তপ্ত শ্বাস বয় তার নাসারন্ধ্র দিয়ে। নিজের দেহ সে অ্যাডোনিসের দেহে মিলাতে চায়। সতৃষ্ণ নয়নে সে কুমারের দিকে তাকিয়ে থাকে। শিকারী যেমন ঈপ্সিত শিকার পেয়ে তৃপ্ত হয়, অ্যাডোনিসকে পেয়ে ভিনাসের মনোভাবও যেন তেমনই।

অ্যাডোনিস মুক্তি চায়। ক্রোধে তার মুখমণ্ডল রক্তিম আকার ধারণ করে। আজীবন সে নারী-বিদ্বেষী, আজ সেই নারীর প্রেমের কাছে তার হার মানতে হবে? তিরস্কার করে সে ভিনাসকে। ভিনাসের লজ্জা-ভয় কিছু নেই। সে কুমারকে প্রাণ-মন নিবেদন করেছে। কুমারের কাছে সে প্রতিশ্রুতি চায় তা আশা পূর্ণ করার তৃষ্ণার্ত পথিক যেমন জলের জন্য আকুল হয়, ভিনাসও প্রেম-তৃষ্ণায় অ াকুল হয়ে অ্যাডোনিসের দিকে অগ্রসর হয়। কুমার কিন্তু নির্লিপ্ত, পাষাণের মত কঠোর। ভিনাস তাকে ধিক্কার জানায়। উদাহরণ দেয় এক বীরের, যে যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করে ভিনাসের চরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। ভিনাসের কৃপাপ্রার্থী হতে সে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল অথচ প্রকৃতিতে সে ছিল নিষ্ঠুর। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে ভিনাস অ্যাডোনিসকে বোঝাতে চাইল যে, পৌরুষের গর্বে অ্যাডোনিস বৃথাই গর্বিত।

সব গর্ব চূর্ণ হবে ভিনাসের প্রেমবন্ধনের শক্তির কাছে। অ্যাডোনিসের মনে প্রেম জেগে উঠুক, ভিনাসকে আশাহত যেন সে না করে। ভিনাসের মতে অ্যাডোনিসের আচরণ অপরিণত, শিশুসুলভ। তাই সে এত প্রেম উপেক্ষা করছে। সুযোগ সহজে আসে না, সুযোগের পথ অতি পিচ্ছিল, যথাসময়ে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

ফুল পরিণত হলে চয়নেই তার সার্থকতা, চয়নের অভাব তার জীবনে ব্যর্থতা সূচিত করে। তবে কেন অ্যাডোনিস তাকে উপেক্ষা করছে? ভিনাস যদি ভ্রষ্টা, জরাতুর ও কর্কশকণ্ঠী হতো, তবুও অ্যাডোনিসের পক্ষে যুক্তি থাকতো তাকে উপেক্ষা করার। কিন্তু যার দেহে বসন্তের জোয়ার, পরিপূর্ণ যৌবন যার ঐশ্বর্য, তাকে অ্যাডোনিস উপেক্ষা করছে কেন? সকলে ভিনাসের রূপে মুগ্ধ, অ্যাডোনিস কেন নয়? বিবিধ আহার্য যেমন রসনাকে তৃপ্ত করে, ওষুধি-গুল্মাদি যেমন রোগের বিনাশ করে, তেমনই সৌন্দর্য রক্ষায় প্রয়োজন কামেচ্ছা পূরণের। বীজ থেকে যেমন নতুন বীজের জন্ম হয়, তেমনই সৌন্দর্য থেকে জন্ম নেয় সুন্দর। নিজেকে তৃপ্ত করতে না পারলে জন্ম সার্থক হয় না। প্রকৃতির বিধান মেনে নবজাতক সৃষ্টি করবে পুরুষ, উত্তরসূরীর মাঝেই সে বেঁচে থাকে।

ভিনাসের এত আকুলতা ও অ্যাডোনিসকে বিচলিত করে নি। ভিনাস বারবার তাকে প্রেমের আভাস দেয়, মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে যায় কুমারের মন। কুমার কর্তব্যকর্ম চিন্তা করে, সে প্রেমপাশে আবদ্ধ হতে চায়। ভিনাস কিন্তু কিছুতেই তাকে ত্যাগ করে না। কত স্বপ্ন দেখায় কুমারকে। সে প্রেম-তৃষ্ণা নিবারণ করার অনুরোধ জানায় কুমারকে। চারিদিক এত মধুময়, পরিবেশ এত অনুকূল যে কুমারের মন এতেও কেন দ্রব হয় না—এ এক বিস্ময়। এই পরিবেশে কুমারের অশ্ব পর্যন্ত ছুটে যেতে চায় তার প্রেমিকার কাছে। অথচ কুমারের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিনাসের মতে, প্রকৃতির বিরূদ্ধে যে যেতে চায়, তার কখনো ভালো হয় না। পুরুষ পাণিপ্রার্থী হলে নারী গর্ব অনুভব করে। এই মধুমাসে পশুপক্ষীও প্রেমের জোয়ারে ভাসে। অ্যাডোনিসের অশ্ব তো অ্যাডোনিসকে ত্যাগ করে ছুটে গেল প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে। ভিনাস অ্যাডোনিসের কাছে অনুরাগ ভিক্ষা করে। প্রেমোন্মাদ অশ্বকে দেখে অ্যাডোনিস অবাক। আবার ভিনাস তার কাছে আসে। জানতে চায়, কেন বৃথা বার বার অ্যাডোনিস তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে? অ্যাডোনিস ক্রুদ্ধ হয়ে ভিনাসকে পথ ছেড়ে দিতে বলে। অশ্ব হারিয়ে সে বিচলিত, বিরক্ত। অশ্ব ছাড়া সে এখন বাহন-বিহীন---আদৌ অশ্ব ফিরে পাবে কিনা সন্দেহ। এসবের জন্য অ্যাডোনিস দায়ী করে ভিনাসকে। ভিনাস যুক্তিপ্রদর্শন করে বলে—এ সময় অশ্বের আচরণ স্বাভাবিক, সে কামনাকে পরিত্যাগ করতে পারে নি। অ্যাডোনিস বরং অশ্বের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। প্রণয়ীকে অস্বীকার করার অর্থ প্রেমকে অস্বীকার করা এবং নিজেকে বঞ্চিত করা। হেলায় যে প্রেম হারায়, সে আপন দোষেই কষ্ট পায়। অ্যাডোনিস ভিনাসকে অবাক করে। এত কথার পরও অ্যাডোনিস নির্বাক, নিশ্চুপ—তার হৃদয়ে কোন আলোড়ন নেই।

ব্যর্থ হয়ে ভিনাস তৃণশয্যায় শয়ন করলো। অবোধ অ্যাডোনিস তাকে মৃত ভেবে তার কাছে গেল। ভিনাসের আঘ্রাণ নিল সে, তার শ্বাস ভিনাসের গায়ে ঘন ঘন পড়তে

লাগলো—ভিনাস পুলকিত হলো।

নাক দেখে, নাড়ী দেখে, গালে টোকা মেরে অ্যাডোনিস ভিনাসের প্রাণস্পন্দন পরীক্ষা করতে লাগলো। ভিনাসের ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্থাপন করে সে ভিনাসকে জাগাতে চাইলো। ভিনাস নিঃশব্দে কুমারের স্পর্শ উপভোগ করতে লাগলো। সকালে যখন সূর্যোদয় হল, ভিনাস তখনও কপট নিদ্রায় অভিভূত—সূর্যালোকে অ্যাডোনিস দেখে তার অপরূপ রূপলাবণ্য। মুগ্ধ হয়ে যায় অ্যাডোনিস। প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো ভিনাসের চক্ষুদ্বয়—বহুভাবে অ্যাডোনিস চাইলো চোখ খোলানোর, কিন্তু তা সফল হলো না। নানা উপায়ে সে চাইলো ভিনাসকে তুষ্ট করতে। অবশেষে ভিনাস চোখ মেলে চাইলো। ভিনাস বুঝতে পারলো, মৃত্যুই অ্যাডোনিসকে তার কাছে এনে দিয়েছে। অ্যাডোনিসেরও মনের দ্বিধা দূর হয়েছে। দুজনেই তৃষ্ণা মেটাতে দুজনে ব্যাকুল। তবে অ্যাডোনিস ভিনাসকে বলে যে, সম্পর্কেরও একটা রীতি আছে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য সময়ের দরকার। অপক্ক ফল যেমন আগে তুলে ফেললে যথার্থ স্বাদ পাওয়া যায় না, তেমনই সম্পর্কের পরিণতিও একটি বিশেষ সময়ে এসে পূর্ণরূপ পায়। ভিনাস অ্যাডোনিসকে ছাড়তে চায় না, তার প্রেমাবেগ অ্যাডোনিসের সাড়া পেয়ে তীব্রতর হয়ে ওঠে। কামনার আকাঙ্খা উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। অ্যাডোনিসও উপভোগ করে এই খেলা। সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে ভিনাসের কাছে। আকাঙ্খার বেগ বাড়তেই থাকে। অবশেষে কুমার ভিনাসের কাছে বিদায় চায়। তার কাছে মৃগয়া জরুরী, সে বরাহ শিকারে যাবে অপেক্ষারত বন্ধুদের সঙ্গে।

অ্যাডোনিস কথা শুনে তাকে নানাভাবে নিরস্ত করতে চায় ভিনাস। মৃত্যুর শঙ্কা জাগে তার মনে। সে জানে বরাহ আহত হলে ভয়ঙ্কর হয়। উত্তেজিত দন্ত বের করে সে হিংস্র হয়ে ওঠে। বরাহের হাতে অ্যাডোনিসের মৃত্যু সুনিশ্চিত বলে ভিনাস জানে। একান্তই যদি সে মৃগয়ায় যায়, তাহলে সে যেন এক শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে যায়। অবশ্যই যেন একটি বল্লম তার হাতে থাকে। একটি দ্রুতগতি বলিষ্ঠ অশ্বও যেন তার সঙ্গে থাকে। বিপদে যেন সে সুস্থির থাকে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল, শত্রুর ঘ্রাণ সে সহজেই পায়। শত্রুর গলা কামড়ে শত্রুনিধন করে শিকারীর প্রাণ রক্ষা করে সে। কাজেই কুকুরকে অ্যাডোনিস কখনও যেন নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন না করে। এই সময় দূর থেকে বরাহের ধ্বনি ভেসে আসে। উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে ভিনাস। বারংবার নিষেধ করে যেতে। ভালবাসার দাবীতে সে বারবার অ্যাডোনিসকে নিবৃত্তি করার চেষ্টা করে। যাবার আগে বার বার অ্যাডেনিসকে ভেবে দেখতে বলে।

অ্যাডোনিস কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—বরাহ শিকারে সে যাবেই। ভিনাসকে সে তার প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা জানালো। ভিনাসের প্রেম যেন ঝড়। তার লালসাপূর্ণ কথা যেন অগ্নি বর্ষণ করে। এবার অ্যাডোনিস তার কাছে থেকে বিদায় না নিলে বড়ই দেরি হয়ে যাবে।

একাকী অন্ধকারে এগিয়ে চলে অ্যাডোনিস। ভিনাস বিহ্বল হয়ে শুয়ে রইলো। কাছেই শূন্য এক গুহায় সে অবস্থান করলো। আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে হৃদয়, বাতাসে যেন নিজেরই

ক্রন্দন সে শুনতে পাচ্ছে। হতাশ মনে সে বাকী রাতটুকু কাটায়। অবশেষে পাখির কূজনে প্রভাত হয়, সূর্যকিরণে চারিদিক ঝলমল করে ওঠে। প্রেমিকের খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ভিনাস। কুকুরের ডাক কোথাও শোনা যাচ্ছে না, কোথায় গেল কুমার?

অকস্মাৎ একটি শব্দ শুনে মন তাঁর কেঁদে ওঠে। দৌড়ে যেতে চায় শব্দ লক্ষ্য করে। গুল্মলতায় পা বাধা পায় কিন্তু তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সামনে দেখে সাপ—তাকে ফেলে ছুটে চলে সে। অবশেষে এক গাছের তলায় এসে তার পা যেন আটকে গেলো। বীভৎস ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য সেখানে। রক্তাক্ত দেহে কুমার পড়ে আছে সেখানে—নিঃস্পন্দ, নিথর। তাড়াতাড়ি তার মাথার কাছে গিয়ে বসলো ভিনাস। কেঁদে উঠলো সে—ঝাঝালো বরাহের হাতে প্রাণ হারিয়েছে সে। অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো অ্যাডোনিসের দেহের পাশে। অ্যাডোনিসের ঘুম ভাঙ্গে না। মৃত অ্যাডোনিস জীবিত অ্যাডোনিসের মতই নির্মম, পাষাণ। কালের বিচারকে তিরস্কার করতে লাগলো ভিনাস। কালের গতিতে জ্ঞানীরা অজ্ঞানী বলে বিবেচিত হবে, বিত্তবান রিক্ত হয়ে যাবে, নবীন স্থবির হবে আর প্রবীণ অস্থির হবে। আশঙ্কার কারণ ছাড়াই আশঙ্কা দেখা দেবে, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূল ভেবে সবাই কাজ করবে, পিতা-পুত্রে বিদ্বেষ হবে, ভ্রাতারা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে—অসন্তোষ জুড়ে থাকবে লোকের হৃদয়ে। তার ভালোবাসা স্থায়ী হলো না—এ দুঃখ রাখার স্থান নেই তার। কুমারের দিকে চেয়ে দেখলো সে—কুমার মরণশয্যায় শায়িত। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছে, মুখমণ্ডল পাংশু হয়ে গেছে। ভিনাস তাকে ছাড়তে চায় না। সে ছাড়া ভিনাসের আপন যে আর কেউ নেই। চিরনিদ্রাভিভূত প্রেমিককে নিয়ে সে চলে শূণ্যমার্গে—বাহন হয় অপরূপ শোভায় মণ্ডিত দুটি পারাবত। পারাবত দুটি 'পেফোখে' তাদের নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। স্বেচ্ছায় ভিনাস সেখানে বন্দিনী হয়ে অবস্থান করে। অ্যাডোনিসের সঙ্গে সে চিরজীবন কাটিয়ে দিতে চায়। মৃত্যুর পরেও অ্যাডোনিস তার কাছেই থাকে—অপূর্ব মিলনের মহিমা তাদের ঘিরে থাকে। রচিতহয় এক আশ্চর্য প্রেমের উপাখ্যান।

কিং হেনরী দ্য এইটথ্

সূচনা

হেনরী দ্য এইটথ্ বা অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডের কুখ্যাত রাজা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কুৎসা নিয়ে সেদিনও রঙ্গদার চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে। আর সেটা আর্টের দিক থেকে কি রকম হয়েছিল, আমরা জানবার আগেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন তখনকার ইংরেজ সরকার অষ্টম হেনরী। তাই আমাদের কাছে কৌতূহলপ্রদ জীব।

তিনি পত্নীহন্ত্রী বলে খ্যাত। সেটা ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে অতি বিভৎস ঘৃণ্যতম পাপ। কিন্তু আজকের জীবনীকার হেনরীতে সেভাবে দেখেন না। তিনি লিখতে গিয়ে হেনরীর যুগকে দেখেন।

তিনি যে শতকের মানুষ সেই পটভূমিকাটি খতিয়ে দেখেন। তাই তাঁর হেনরী চরিত্র আমাদের কাছে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তিনি বলেন, হেনরী ছিলেন সমাজের সেই শ্রেণীর মানুষ, রাজনীতি যাদের সব, যারা তখন সমাজের শিখরে হেনরীকে সেই শ্রেণী থেকে আলাদা করে দেখলে চলবে না। তঁর শ্রেণীর স্বভাব তিনি পেয়েছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রেণীর রোগ।

তিনি যে শ্রেণীর মানুষ, সেই শ্রেণী ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাড়তি পথে। এখনো সেই শ্রেণী বহাল তবিয়তেই বর্তমান। এই শ্রেণীই টিন বংশ, ইস্পাত বংশ, রাবার বংশ আর কো টর বংশ স্থাপন করেছে ও করছে।

'রাজা'ও তাদের খেতাব, তবে বাণিজ্যিক সভ্যতা আর সংস্কৃতিতে সেটা বেতার বলে দেখালে ইস্পাতরাজ, মোটররাজ কথাটাই চালু। আবার শিল্পপতি বা ম্যাগনেটও তাদের বলা যায়।

হেনরী এদেরই পূর্বপুরুষ। তাঁকে খেলার তাসের উপরে আঁকা ছবির রাজা বললেই ভুল করাই হবে। আজকের ইস্পাতরাজ আর মোটররাজের পূর্বপুরুষ তিনি। তবে তিনি টাকা ঢালেন নি, টাকার বেসাতি করেননিও, করছেন ক্ষমতার বেসাতি।

আর সেই ক্ষমতার বেসাতি করতে গিয়ে পোপের অধিকারও কেড়ে নিতে চেয়েছেন। তাই হেনরীকে তাঁর যুগের পটভূমিতে নিক্ষেপ করেই বিচার করতে হয়। আর সে পটভূমি পনেরোশো শতক। তাহলে দেখা যায়, রাজা তিনি যত না বড়, তার চেয়ে বড় তিনি ম্যাগনেট।

আজকের যুগে ফোর্ড রকফেলার মরগ্যান স্বগোত্র, তিনি তাঁদেরই পূর্বপুরুষ। এই

হেনরীকেই রূপ দিয়েছেন মহাকবি।

কিন্তু তিনি যে কালের মানুষ, সেকালে এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয়নি। ইতিহাসের বৈজ্ঞানীক পরিপ্রেক্ষিতে যখন অজানা তখন ইতিহাস তো কাহিনী।

আর সেই ক্রনিকেল বা কাহিনীরই তিনি ছিলেন কথক।

কিন্তু নিজের আগের যুগের কাহিনী কথক সেও বলা যায়।

আর যেখানে নিজের যুগ, সেখানে তো শুধু কথকতা চলে না।

সেখানে সাবধানে অগ্রসর হতে হয়। কেউ কেউ বলতে পারেন, না হলেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি আছে বইকি?

পহেলী কথাঃ

ঐতিহাসিক নাটকের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া মহাকবির কালে এলিজাবেথের কাল রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে সম্রাজ্ঞী নয়। তিনি হেনরীর কন্যা। তাঁকে সন্তুষ্ট করাও এক কর্তব্য এবং তাঁর তুষ্টিতে তুষ্ট হওয়াও এক আনন্দ। তাই কবি এ কাজে হাত দিলেন। আড়ম্বর দিয়ে মুছে দিতে চাইলেন সবকিছু।

সিংহাসনের মহিমা কীর্তনই হল তাঁর সার কথা।

কিন্তু রাজার নিষ্ঠুরতা তবু সেই ঐশ্চর্যের ফাঁক দিয়ে দেখা দিলে, স্ত্রী কামী রাজা তাঁদের লাভ করেন। দুদিন ভোগ করে তিনি ক্লান্তিবোধ করেন। তারপর হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হন না।

এই যে বিষয়টি এটি প্রথম থেকেই আমরা দেখি। নাটকটি রাণী ক্যাথেরিনকে নিয়েই লেখা।

তিনি কেন্দ্রবিন্দু, রাণী আবেদন জানান ন্যায় বিচারের জন্য কিন্তু সে আবেদন নিষ্ফল হয়।

হবে না কেন, ন্যায়ের যিনি অধীন সেই রাজা তো নিষ্ঠুর।

রাজা নিষ্ঠুর, আর রাজাই যখন রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রও নিষ্ঠুর। তবে কোথায় যাবেন রাণী ক্যাথেরিন?

আছে ধর্মধিকার, আছে গীর্জা। সেই গীর্জার কাছেও আবেদন করা হল। কিন্তু গীর্জাও নির্মম।

গীর্জার যিনি কার্ডিনাল, তিনি ইপসউইকের এক কষাইয়ের পুত্র—কষাইগিরি করেন না। কিন্তু ওয়ারিশনসূত্রে পেয়েছেন কষাইয়ের নির্দয় মন। এই দুই বিরোধের মাঝখানে পড়লেন রাণী ক্যাথেরিন। তিনি চুরমার হয়ে গেলেন। ক্যাথেরিন অবিচারের বিচার প্রার্থনা করলেন, কিন্তু সে বিচার রাজার ভণ্ডামি আর কষাইপুত্র পাদ্রী উলসীর উচ্চাকাঙ্খার বিরোধ প্রাচীরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল—মহাকবি এই সংঘাতকেই করলেন নাটকের উপজীব্য।

নাটক শুরু করলেন, কিন্তু শেষ করা তো হল না। তাঁর তখন জীবনের শেষ পর্যায়। বুঝি স্তিমিত হয়ে এসেছে প্রতিভা। তবু তিনি তার প্রতিভার শেষ স্বাক্ষর ছড়িয়ে দিলেন

এখানে ওখানে।

আর সেই নাটক শেষ করার ভার পড়ল জন ফ্লেচারের উপর। জন ফ্লেচার মহাকবির কাব্যশক্তি কোথায় পাবেন? তাই নাটক কোথাও কোথাও সঙ্গতিহীন হল তবু মহাকবির স্বাক্ষর এতে রইল। আজও এটি মহাকবিরই নাট্যরাজীর অন্তর্ভুক্ত। এটিকে যদি বাদ দেওয়া যেত, তাহলে আমরা পেতাম না ঐ অমর বক্তৃতাবলী—ক্যাথেরিনের বিচার আর উলসীর পতনের সময় যা উৎসারিত হয়েছিল মহাকবির লেখনী থেকে।

তাই নাটক যতই অসার্থক হোক, এতে যে কীর্তির স্বীকার আছে একথা অনস্বীকার্য।

উলসীর পতনের কথা সবাই জানে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রথম পাঠ যারা নেয়, সেই পড়ুয়াদেরও তা জানা। কার্ডিনালের উচ্চাশা তাঁকে বহুদূরে নিয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর পতন হল। তিনিও ছিলেন রাজা অষ্টম হেনরীর মতই অস্থিরমতি মানুষ।

অষ্টম হেনরী রাজা, তিনি তাঁর পথ ছাড়বেন না। সার্বভৌম রাজার খেয়ালেও সার্বভৌমত্বের পরিচয়।

তাঁর অ্যানবোলেন আছে, আর কি চাই। যদিও অ্যানবোলেনও মাণিকের পত্নী কিন্তু সেই মাণিক তাই রাজার খেয়াল তাই রাজার তাই উলসীর পতন হল। উলসী মহিমার উত্তুঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি সর্বরিক্ত হলো বললেন।

বৃদ্ধ রাষ্ট্রের ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন ভগ্ন হয়েছে তোমাদের মাঝে তার ক্লান্ত অস্থির বিশ্রামের জন্যে তাকে দয়া করে একটু জমি দাও।

এই ভাবেই তাঁর মৃত্যু হল, আর দূর এক প্রান্তে, নিরালা নির্জনে আর একজনেরও মৃত্যু হল। রাণী ক্যাথেরিন মারা গেলেন, শেষ খবর পাঠালেন রাজাকে—

রাজাকে জানিয়ো, তিনি যেন
আমাকে মনে রাখেন।
আমার বিনিত প্রার্থনা
বোলো, তাঁর দীর্ঘদিনের
বিঘ্ন কেটে গেল। সেই বিঘ্নতো
আজ পৃথিবী ছেড়ে চলেছে।

দুইজনের মৃত্যু হল। অষ্টম হেনরী আর অ্যানবোলেন বেঁচে রইলেন। অ্যানবোলেন ভাবতে পারেননি স্ত্রী হন্তা হেনরী তাঁরও প্রাণ নেবেন।

এইখানেই মহাকবি সেক্সপীয়র ও নান্দকবি যশোপ্রার্থী জন ফ্লেচারের নাটকখানি সমাপ্ত হল।

প্রস্তাবনা

যবনিকা এখনো ওঠেনি। এরই মধ্যে মঞ্চের সম্মুখে এসে দাঁড়াল সূত্রধর। সূত্রধরকে একাধিকবার দেখা যায় না। সে নেপথ্যে থেকে বলে দেয়, কোথায় কোন দৃশ্য অভিনীত হবে। আবার কখনো কখনো তাকে মঞ্চেও দেখা যায়। সেটা বিশেষ সময়ে। প্রস্তাবনা

করতে তাকেই আসতে হয়। টেম্পেস্টে আমরা তাকেই দেখেছি, রোমিয়ো জুলিয়েতেও এবার সেই প্রস্তাবনাকারী সূত্রধরকে দেখা গেল। সূত্রধর এসে দর্শকদের সম্মুখে দাঁড়াল তারপর বললে।

আমি আপনাদের হাসাবার জন্য আসিনি। এবার আমার যে বিষয়, সেটি ওজনে ভারী, গুরু গম্ভীর বিষয় সেটি। এর কারণ সেটি রাষ্ট্রের ব্যাপার। আবার তাতে দুঃখও আছে, তাতে আপনাদের চোখ সজল হয়ে উঠবে। আমাদের বিষয়ে এটি কেউ যদি করুণা করতে চান, করুণাই করবেন দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলবেন। বিষয়টি তো তারই উপযুক্ত যারা অনেক আশা করে টাকা খরচ করে এখানে এসেছেন। তারা এখানে সত্যকে খুঁজে পাবে না। যাঁরা এসেছেন শুধু নাটক দেখতে, তাদের টাকার দাম আমরা দু-ঘন্টায় পুষিয়ে দেব। কিন্তু যারা আমোদ করতে এসেছেন, ইতর রঙ্গরসিকতা দেখতে এসেছেন, যাঁরা জোব্বা পরা ভাঁড় দেখতে চান, তাঁদের প্রতারিত হতেই হবে। কারণ, ঈশ্বর আমাদের সত্য কথা বলতে বলেছেন, আমরা সত্যই বলব। আপনারা এই শহরের অধিবাসী আমাদের প্রথম দর্শক। আমরা যদি আপনাদের চারিদিকে বিষণ্ণতার আবহাওয়া এনে দিই, আপনারা তাতেই ডুবে যাবেন আমাদের এই কাহিনী মহামহিমদের। আপনারা মনে করুন, তাঁদেরই জীবন্তরূপে দেখছেন। তাঁদের মহিমাও দেখতে পাচ্ছেন। জনতার ভিড়ে আপনারাও তাঁদের অনুসরণ করছেন, কিন্তু তারপর হঠাৎ এক লহমায় সব বদলে গেল। দেখবেন মহিমাকে গ্রাস করেছে দুঃখ, এই দুঃখে কি আনন্দ পাবেন? পেতে পারবেন? আমি বলব মানুষ, মানুষ নিজের বিবাহের দিনেও কাঁদে, বিবাহের দিনের স্মরণেও কাঁদে। কারণ আনন্দ আর বিষাদে তো তার চিরসঙ্গী আর তারা অভিন্নও।

সূত্রধর এই কথা বলে মাথা নুয়ে অভিবাদন জানায়, তারপর ধীরে ধীরে নেপথ্যে চলে গেল।

নেপথ্যে থেকে এবার তার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

প্রথম অঙ্ক

।। এক ।।

সংযোগস্থল লণ্ডন। রাজপ্রাসাদের বাইরের একটি কক্ষ, নরফোকের ডিউক একটি দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন। অন্য দরজা দিয়ে এসে ঢুকলেন বাকিংহামের ডিউক। এদের সঙ্গে লর্ড অ্যাবারগেণীকেও দেখা গেল।

একটি গোল টেবিল এখানে পাতা, সেই টেবিলের আশেপাশে চেয়ার ছড়ানো। সেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন তিনজনে, আলোচনা শুরু হল। আলোচনার বিষয় ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে ফ্রান্সের রাজার সাক্ষাৎকার। ওরা এই আলোচনা চালালেন।

ধর্মযাজক উলসীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল।

বাকিংহাম উলসীকে দুচোখে দেখতে পারেন না। তিনি সেকথা প্রকাশ করে

ফেললেন। নরফোক ওঁকে সাবধান করে দিলেন। ধর্মগুরু পোপের নীচেই এই কার্ডিনাল উলসী, তিনি বড়ই ঈষাপরায়ণ, আর তাঁর ক্ষমতাও অপ্রতিহত। তাঁকে চটানো ঠিক নয়।

কিন্তু বাকিংহাম ক্রুদ্ধ উলসী বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী বলবেন না।

হ্যাঁ বলব, আমি রাজার কাছে এই অভিযোগ করব।

এমন সময় কার্ডিনাল উলসী এসে প্রবেশ করলেন, তাঁর সঙ্গে দুজন শরীররক্ষী, দুজন সহকারী কাগজপত্র নিয়ে পেছনে আসছে।

কার্ডিনাল কক্ষের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাকিংহামের দিকে দৃষ্টি পড়ল।

বাকিংহামও তাঁর দিকে তাকালেন দুজনের মুখেই ঘৃণায় অভিব্যক্তি।

উলসী তাঁর সহকারীর দিকে তাকিয়ে শুধালেন। বাকিংহামের সম্বন্ধে কাগজ তৈরী?

সহকারী মাথা নাড়লো।

বেশ দেখা যাবে, বাকিংহামের ঐ দৃষ্টি তখন স্তিমিত হয়ে যাবে।

বাকিংহামের দিকে তাকিয়ে উলসী দীর্ঘ পদবিক্ষেপ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রক্ষী ও সহকারীরাও চলে গেল।

বাকিংহাম সেদিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, এবার বললেন, ঐ কষায়েরকুণ্ডী বিষে ভরা, ওকে যে আটকে রাখব সে শক্তি আমার নেই তাই ওকে ঘাঁটাব না, সয়ে যাব।

আপনি ওর উপর ক্রুদ্ধ কেন বাকিংহাম? নরফোক শুধালেন! আপনি ঈশ্বরের কাছে মিথ্যাচারী হবার প্রার্থনা করুন।

আপনার রোগের ঐ তো ঔষধ।

বাকিংহাম বললেন আমি ওর চোখেআমার বিরোধিতা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি, আমিই ওর লক্ষ্য, ও রাজার কাছে চলেছে।

আমিও যাব ওর ঐ দৃষ্টি আমার জলন্ত দৃষ্টির কাছে স্তিমিত হয়ে যাবে আমিই জয়ী হব।

নরফোক বুদ্ধিমান, তিনি বললেন,আপনি থাকুন। ভেবে দেখুন গিয়ে কি লাভ হবে? খাড়া পাহাড়ে উঠতে হলে প্রথমে ধীরে ধীরে উঠতে হয়, আমার মতো ইংলণ্ডে আর কেউ সুপরামর্শ দেবে না; আপনি স্থির হোন।

না, আমি রাজার কাছে যাব, ইপস্‌উইকের ঐ ইতরটার ঔধত্য আর আমার সহ্য হয় না। আমি রাজার কাছে জানাব ওর রাজদ্রোহের কথা। আমি প্রমাণ দেব। আমাকে আপনারা সাহায্য করুন, এই ধূর্ত কার্ডিনাল, নিজের ইচ্ছানুসারে ধর্মের কানুন তৈরি করেছে; সে সম্ভ্রান্ত, ভুল সে করতে পারে না।

এই তার ঘোষণা। কিন্তু আমি জানি ফ্রান্সের রাজা চার্লস, তাঁর মাসী রাণীকে

দেখার ছুতোয় এখানে এসেছিলেন। তিনি উলসীর সঙ্গে গোপনে কি পরামর্শ করে গেছেন। হয়তো দেখা যাবে, রাজা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করবেন, এখন রাজাকে একথা জানাতে হবে। তাঁকে বলতে হবে, ধূর্ত কার্ডিনাল ইংলণ্ডের সম্মান কিনছে আর বেচছে। আর তা ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য নয়, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

হয়তো এতে ভুল আছে, নরফোক বললেন।

না, একবর্ণও মিথ্যা নয়! আমি প্রমাণ দেব।

এমন সময় সার্জেণ্ট ব্রাণ্ডনও এসে রক্ষীসহ হাজির হল।

ব্রাণ্ডন নগর কোতোয়াল।

ব্রাণ্ডন এসেই সার্জেণ্টকে হুকুম দিলে, সার্জেণ্ট, তুমি তোমার কর্তব্য কর।

সার্জেণ্ট জানালে, বাকিংহাম, আপনাকে আমি রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করলাম।

আমাদের রাজার নামেই আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

বাকিংহাম নরফোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, জাল আমার উপর নিক্ষিপ্ত হল। আমাকে ঐ জালে আবদ্ধ হয়ে মরতে হবে।

ব্রাণ্ডন বললে, আপনি বন্দী তাতে আমি দুঃখিত, কিন্তু এ রাজার আদেশ আপনাকে টাওয়ারে যেতেহবে।

আমার নির্দোষিতার প্রমাণেও কিছু হবে না, আমার উপরে যে রঙ চাপানো হয়েছে তা-তে সাদা রঙ কালো হয়ে গেছে এ ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি এ আদেশ মেনে নিলাম। হে সম্ভ্রান্তগণ আপনাদের কাছে আমি বিদায় নিচ্ছি। লর্ড অ্যাভারগেণী, বিদায় নিল।

ব্রাণ্ডন বললে, উনিও আপনার সাথী হবেন বাকিংহাম।

অ্যাভারগেণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, রাজার ইচ্ছায় আপনাকেও টাওয়ার যেতে হবে। তারপরে কি আদেশ হয় সেখানেই জানতে পারবেন।

ডিউক যেমন বললেন, আমিও তেমনি বলি। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

রাজার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক আমি মেনে নিচ্ছি আদেশ। অ্যাভারগেণী নির্ভিক কণ্ঠে উত্তর দিলেন। বাকিংহাম বললেন, জানি এ মিথ্যা, আমার অভিযোগকারীরা কার্ডিনালের স্বর্ণে বশীভূত, আমার জীবন সীমিত। আমি তো এখন বাকিংহামের ছায়া মাত্র। মেঘে ঢেকে গেছে বাকিংহাম, তার সূর্য অস্তমিত, আমি নরফোক।

নগর কোতোয়াল শাস্ত্রীসহ বাকিংহাম ও লর্ড অ্যাভারগেণী চলে গেলেন। নরফোক দাঁড়িয়ে রইলেন।

দৃশ্য পরিবর্তিত হল।

।। দুই ।।

লণ্ডন নগরেই দৃশ্য উঠল। এও রাজপ্রাসাদ তবে সাধারণ কক্ষ নয়, মন্ত্রণাকক্ষ।

এবারেও গোল টেবিল পাতা দেখা গেল। তবে এ টেবিল মস্ত বড়। মধ্যযুগের উপকথার রাজা আর্থারের রাউণ্ড টেবিলের অনুকরণেই এই টেবিল তৈরি। মন্ত্রণার সঙ্গে এই টেবিলের ঐতিহ্য জড়িত। এখন পর্যন্ত কক্ষে কেউ নেই। শুধু সারি সারি চেয়ার পড়ে আছে। এবার পদশব্দ শোনা গেল। রাজার পদশব্দ।

উলসীর কাঁধে ভর দিয়ে রাজা অষ্টম হেনরী এসে প্রবেশ করলেন, তারপরে সম্ভ্রান্তগণ এসে প্রবেশ করলেন।

এঁদের মধ্যে আছেন স্যার টমাস লোভেল। রাজা আসনে আসীন হলেন। তাঁর দক্ষিণ দিকে নীচু আসেন বসলেন কার্ডিনাল।

রাজা আসনে বসলে আর সকলে বসলেন।

এবার রাজা বললেন, এবার আমরা বাকিংহামকে ডাকব। তাঁর স্বীকৃতি আমরা শুনব। তিনি পুংখানুপুংখরূপে বলবেন তাঁর অপরাধের কথা।

হঠাৎ নেপথ্যে শোনা গেল গোলমাল।

এই পথ ছাড়, রাণী আসছেন।

রাণীর আগে আগে পথ দেখিয়ে প্রবেশ করলেন নারফোক ও সরাফোকের ডিউক। রাণী আসতেই রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রাণীকে হাত ধরে নিজের আসনের পাশে এনে বসাতে চাইলেন। রাণী নতজানু হলেন।

রাণী বললেন, আমার তো নতজানু হয়ে বসাই উচিত। ও আসন তো আমার নয়, আমি প্রার্থী হয়ে এসেছি।

রাজা বললেন, এস আমার পাশে আসন নও। তুমি তো আমাদের অর্ধেক সিংহাসনের অধিকারী। তোমার কি আবেদন বল—সে তো মঞ্জুর হয়েই রয়েছে। রাণী ক্যাথেরিন জানালেন, আপনাকে ধন্যবাদ মহারাজ, আপনার এই মহামহিমান্বিত পদের মহিমা রাখাই আমার আবেদন।

বল রাণী।

আমি জানি, রাণী বলতে লাগলেন। আপনার প্রজাদের ভিতর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের হৃদয় বিদীর্ণ কার্ডিনাল, আপনাকেই তারা ভর্ৎসনা করছে, আপনি নাকি তাদের ওপরে কড়া কর চাপিয়েছেন। আমাদের যিনি রাজা, যাঁর সম্মান রক্ষা করছেন ঈশ্বর। তিনিও ভর্ৎসনা থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন না, তাদের রাজভক্তি উপে গেছে, তারা এখন বিদ্রোহী।

নারফোক জানালেন, এই কড়া কানুন, এই চরম কর-ব্যবস্থায় প্রজারা জর্জরিত। যারা তাঁতী তাদের তো চরম দুর্দশা উপস্থিত। তাঁরা তো অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারে না। তাই তারা ক্ষুধায় মরছে, সরগোল তুলছে।

কর-প্রথা? রাজা বিস্মিত হলেন, কিসের সে প্রথা? কি সে কর? কার্ডিনাল আপনাকে এর জন্য ওরা দোষী করছে। আপনি কি এই কর সম্বন্ধে কিছু জানেন?

উলসী বললেন, মহারাজ আমি এর কিছটা জানি। এও জানি, লাভের নির্ধারিত

অংশ রাজাকে দেয়, আর তারই নাম কর।

রাণী বললেন, আপনি সম্পূর্ণই জানেন কার্ডিনাল। আপনি আইন করেছেন, সে আইন সবাই জানে। সে তো স্বাস্থ্যকর নয়, সে তো উৎপীড়ন। সবাই বলে আপনিই এ আইনের প্রণয়নকর্তা। নয় তো আপনার বিরুদ্ধে এই যে নিন্দা—এ অন্যায়।

কর—কর, রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আমাকে ব্যাপারটা কি বলুন? কি সে কর—বল, বল।

আমি আপনার বুঝি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটালাম, রাণী বললেন। কিন্তু আমি আপনার প্রতিশ্রুতি অভয়ের বলে বলীয়ান হয়েছি। প্রজারা দুঃখে জর্জরিত। এক আইন করা হয়েছে, আপনার সমর অভিযানের খরচ যোগাতে হবে, এতে সুর তুলেছে রাজার প্রতি সম্মান। ভুলে গেছে; তাদের জিহ্বা, কর্তব্য ভুলে গেছে। তাঁদের আর সে বশ্যতা নেই। যেখানে রাজার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার ধ্বনি উঠত; সেখানে আজ উৎসারিত হচ্ছে অভিশাপ।

আমার আবেদন, মহারাজ আপনি সত্ত্বর বিবেচনা করে দেখুন। এ তো এক মহাসমস্যা। প্রথমতম কর্তব্য।

কিন্তু এ তো রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রাজা বললেন।

উলসী ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এবার আমার কথা। এ আইন তো আমার খামখেয়ালী নয়। এ আইন জ্ঞানী বিচারকদের দ্বারা অনুমোদিত। যদি মূর্খেরা আজ আমাকে নিন্দা করে, আমি বলব ওরা আমাকে চেনে না, আমার জ্ঞানবুদ্ধির কথা জানে না আমি জানি! সত্যকে এই নিন্দার ভিতর দিয়েই অগ্রসর হতে হয়।

কিন্তু মূর্খদের ভয়ে আমাদের কাজ তো বন্ধ থাকতে পারে না। ওদের অভিযোগের ভয়ে তো স্তব্ধ থাকতে পারে না। যদি আজ আমরা স্তব্ধ থাকি তাহলে ওদের বিদ্রূপ সইতে হবে। আমরা এইখানে শিকড় গড়িয়ে বসে থাকব। আমরা রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ হব না—আমরা হব রাষ্ট্রের নিশ্চল প্রতিমূর্তি।

রাজা উলসীর কথা শুনে রাজা বললেন, যদি এ কাজের উদাহরণ পূর্বে থেকে থাকে, তাহলে উত্তম কথা, কিন্তু যদি উদাহরণ না থাকে, তাহলেই ভয়। কার্ডিনাল, আপনি কি এর পূর্ব উদাহরণ দিতে পারবেন? আমরা আপনাদের আইন থেকে বিচ্যুত হব না—আমাদের ইচ্ছাই আইন হয়ে দেখা দেবে না। প্রতিজনের আয়ের ছয় ভাগ? এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার? আমরা গাছ থেকে ছাল শাখা-প্রশাখা কেটে নিচ্ছি, শুধু মূল আছে। কিন্তু এখন কোপ বসালে আর তো কিছুই থাকবে না, যেখানে যেখানে এর বিরুদ্ধে কলরব উঠেছে, সেখানে সেখানে পাঠানো হোক রাজকীয় পত্র। যে কর দিতে চায়নি, তাকে ক্ষমা করা হোক। কার্ডিনাল আপনি আমার এ আদেশমতো কাজ করবেন।

উলসী সহকারীকে ফিসফিস করে বললেন, শোনো, রাজার চিঠি পাঠিয়ে দাও, তাতে থাকবে ক্ষমার কথা। কিন্তু এ কথাও জানাবে, তোমাদের অনুনয়ে এই কর

তুলে নেওয়া হল। এবং ক্ষমা মিলল। আমি তোমাকে পরে এ সম্পর্কে আরো বলব।

সহকারী চলে গেল, অপরদিক দিয়ে একজন জরীপকারী আমিন এসে ঢুকল।

রাণী ক্যাথেরিন এবার রাজার কাছে এক আবেদন করলেন, মহারাজ, বাকিংহামের প্রতি আপনি বিরূপ হয়েছেন এও আমার দুঃখ।

রাজা বললেন, বহুজনই এতে দুঃখিত। তিনি জ্ঞানী, দুর্লভ বাগ্মী। কিন্তু এহেন জ্ঞানী যখন পাপী হন তখন তো দশগুণ হয়ে ওঠেন। এমন যে বাগ্মী, তিনি আজ পদপৃষ্ঠে পরিণত।

রাণী এবার উঠে এসে নিজের আসনে বসলেন।

উলসী এবার আমিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ওকে বল, বার্কিংহাম সম্পর্কে তুমি কি খবর সংগ্রহ করেছ?

হ্যাঁ, খোলাখুলি বল। রাজা বললেন।

আমিন বলতে লাগল, উনি তো সব সময়েই বলেন, রাজা যদি নিঃসন্তান মারা যান, তাহলে তিনিই রাজদণ্ডের অধিকারী হবেন।

একথা তিনি তাঁর জামাতা লর্ড অ্যাভারগণীকে বলেছিলেন, আমি নিজের কানে শুনেছি। আর কার্ডিনালের সর্বনাশ করবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

রাণী ক্যাথেরিন কথা শুনে বললেন, তোমাকে তো বার্কিংহামের জমিদারীর আমিন বলেই জানি।

প্রজাদের অভিযোগে তোমার চাকরী যায়। সাবধান, প্রতিশোধ নিতে উন্মত্ত হয়ে তুমি অভিযোগ এনো না। এতে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেই অভিযুক্ত করা হবে। তোমার মহান আত্মাও বিষাক্ত হবে। তুমি সে সম্পর্কে সতর্ক হও।

আমিন হলপ করে বলল, আমি সত্য বই মিথ্যে বলব না।

আমি প্রভু বার্কিংহামকে বলেছিলাম, একথা বলা বিপজ্জনক। তিনি আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, যদি রাজা গতবারের অসুখে আরাম না হতেন, কার্ডিনাল আর টমাস লোভেলের মুণ্ড দেহে থাকত না।

রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কি এত বড় কথা? বিশ্বাসঘাতক! আরো কিছু বলতে পার?

পারি মহারাজ! আমিন উত্তর দিলেন। তাহলে বল!

আমিন বার্কিংহামের বিরুদ্ধে আরো বিলোপগার করলে। যখন রাজা ডিউককে ভৎর্সনা করেন, ডিউক একথা বলেছিলেন, তার পিতা যখন জবরদখলকারী রিচার্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও তেমনি বিদ্রোহী হবেন। তিনি রিচার্ডকেও ছুরিকাঘাতে অলসবেরীর প্রান্তরে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি বলেই তো ঘটে ওঠে নি।

ঘোর বিশ্বাসঘাতক! রাজা চিৎকার করে উঠলেন।

উলসী এবার ক্যাথেরিনের দিকে বক্র কটাক্ষে বললেন, মহারাণী, এই লোকটি কি

এখন বন্দীশালা থেকে মুক্ত হতে পারে।

ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হবে। ক্যাথেরিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রাজা এবার গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, ওর বিচার হোক। যদি আইন ওকে করুণা করে ও করুণা পাবে। যদি আইন নিষ্করুণ হয় সে তো আমাদের করুণা থেকেও বঞ্চিত হয়। ঐ বার্কিংহাম বিশ্বাসঘাতক, ঐ বার্কিংহাম রাজদ্রোহী!

এই বলে রাজা উঠে দাঁড়ালেন, মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হল।

।। তিন ।।

লর্ড চেম্বারলেন ও লর্ড স্যানডেকে প্রাসাদের এক কক্ষে দেখা গেল। তাঁরা এই বলে আলাপ করছেন। ফ্রান্সের রাজা আর ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে হয়েছে দেখা, তার ফলে ফরাসী হাওয়া এসে ইংলণ্ডে ঢুকেছে। আর সে হাওয়া এখন প্রবল। এই তাদের আলোচনার বিষয়। ফরাসী আদব-কায়দা ফরাসী পোশাক-আশাক কিছুই তাঁদের পছন্দ নয়। এমন সময় টমাস লোভেল এসে প্রবেশ করায় তাঁদের আলোচনায় ছেদ পড়ল। কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য। তিনিও দ্বিগুণ উৎসাহে এই আলোচনায় লেগেগেলেন।

।। চার ।।

লণ্ডনেই আমরা আছি। তবে রাজপ্রাসাদের আবহাওয়া ছেড়ে এসেছি, এখন ইয়র্ক প্রাসাদে। এটি এখন কার্ডিনাল উলসীর বাসস্থান। সেখানে এক মুখোস নাচের আসর বসেছে। কার্ডিনালের জন্য একটি ছোট টেবিল, বড় টেবিলটি অতিথিদের জন্য।

কক্ষ শূন্য, এবার সুন্দরী অ্যানবোলেন ও অন্যান্য মহিলারা এসে প্রবেশ করলেন। অন্য দরজা দিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও এসে ঢুকলেন। আর এক দরজায় দেখা গেল স্যার হেনরি গিল্ডফোর্ডকে। তিনি কার্ডিনালের সহকারী। তিনি সম্বোধন করে বললেন।

হে ভদ্র মহোদয়গণ, আমাদের পবিত্র প্রভু আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা এখানে যেন কোন ভাবনা এসে না দেখা দেয়। সবাই এখানে পাবেন আনন্দ—এই তাঁর কামনা।

এমন সময়ে লর্ড চেম্বারলেন, লর্ড স্যানডি ও স্যার টমাস লোভেল এসে প্রবেশ করলেন। এরা তরুণ, একটু উদ্দাম। এরা ভদ্রমহিলাদের পাশেই গিয়ে বসলেন, স্যানডি এসে বসলেন অ্যানবোলেন আর একজন ভদ্রমহিলার মাঝখানে।

বসেই বললেন, আমি যদি একটু এলোমেলো কথা বলি, মাপ করবেন। ওটা আমার পিতৃদণ্ড।

অ্যানবোলেন বিস্মিত হয়ে বললেন, পাগল নাকি?

স্যানডি অমনি উত্তর দিলেন, পাগল বলে পাগল, জবর পাগল। প্রেমে পাগল।

কিন্তু কামড়াবে না। বরং তোমাকে চুমু খাবে। এই বলে অ্যানবোলেনকে চুমু খেলেন।

চেম্বারলেন বললেন, বাঃ চমৎকার।

এমন সময় ঘোষণাকারী জানালেন, মহাধর্মাধিকার কার্ডিনালের আগমনবার্তা। মশালধারীদের মশালের আলোকে আলোকিত হল কক্ষ। কার্ডিনাল উলসী এসে নিজের আসনে বসলেন। পান-ভোজন শুরু হল। উলসী লক্ষ্য করলেন, ভদ্র লোকদের মতো ভদ্র-মহিলারা তেমন উৎফুল্ল নন। তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে শুধালেন।

ভদ্রমহিলারা আনন্দে উৎফুল্ল হন—এ কার দোষ?

স্যানডির মুখে সব সময়েই উত্তর যোগায়। তিনি বললেন, যখন লাল মদিরা ওদের সুন্দর গণ্ডে রক্তাভ প্রলেপ মেখে দেবে, তখন ওঁরা আমাদের কথা বলে নীরব করে দেবেন।

অ্যানবোলেন বললেন, লর্ড স্যানডি, আপনি দেখছি আমুদে শিকারী।

এমন সময়ে নেপথ্যে কোলাহল শোনা গেল। একদল মুখোসপরা লোক এসে হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরে। এদের মধ্যে মেষপালকের বেশে রাজাকে দেখা যায়। দলটি কার্ডিনালের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন জানালো।

লর্ড চেম্বারলেন জানালেন, এঁরা বিদেশী, এঁরা ইংরেজী জানেন না।

এঁরা এই আসরের কথা শুনতে পেয়ে এসেছেন, আপনার কাছে অনুমতি চাইছেন। যাতে সুন্দরীদের সৌন্দর্য প্রাণ ভরে দেখতে পারেন, তাঁদের নিয়ে ঘণ্টাখানেক আনন্দে কাটিয়ে যেতে পারেন।

উলসী একথা শুনে বললেন, ঐ অতিথিরা তো আমার বিষণ্ণ-গৃহের শোভা বর্জন করেছেন, এই জন্যই আমি তাঁদের সহস্র ধন্যবাদ দিচ্ছি। তাঁরা নিজের নিজের সঙ্গি নী বেছে নিন, চলুক নাচ!

ছদ্মবেশী রাজা ও তাঁর সঙ্গীরা এক একজন নৃত্য-সঙ্গিনী বেছে নিলেন। রাজার সঙ্গিনী হলেন সুন্দরী অ্যানবোলেন।

রাজা অ্যানবোলেনকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বললেন, এমন সুন্দর হাত তো কখনো ছুঁইনি। সুন্দরী তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি।

বাজনা বেজে উঠল নৃত্য শুরু হল। জোড়ায় জোড়ায় নাচছেন মুখোসধারী রাজা ও তাঁর সঙ্গীদল।

উলসী দেখছেন, তাঁর টেবিলে বসে তিনি লর্ড চেম্বারলেনকে ডাকলেন, শুনুন!

বলুন প্রভু! ছুটে এলেন লর্ড চেম্বারলেন।

উলসী বললেন, শুনুন, আমার চেয়ে ওদের মধ্যে যদি কেউ শ্রেষ্ঠ থাকেন, তাহলে আমি সাদরে তাকে আমার আসন ছেড়ে দেব—একথা তাদের বলতে পারেন।

চেম্বারলেন গিয়ে মুখোসধারীদের কানে কানে কি বললেন, তারপরে ফিরে এলেন।

কি বললেন ওঁরা। উলসী শুধোলেন।

ওঁরা স্বীকার করলেন, ওদের মধ্যে একজন আছেন বটে। কিন্তু তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে।

উলসী রাজাকে চিনেছেন। তাই চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন, চলুন, খুঁজে বার করি!

তিনি আসর ছেড়ে উঠে এলেন, সমবেত অতিথিদের সম্বোধন করে বললেন, আজকের আসরের শ্রেষ্ঠ অতিথিকে আমি বরণ করছি। এই বলে ছদ্মবেশী রাজার সম্মুখে গিয়ে নতজানু হয়ে বসলেন।

রাজা তাড়াতাড়ি মুখোস ফেলে বললেন, হ্যাঁ কার্ডিনাল, আপনি তাঁকে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু সুন্দর আপনার আসর, আপনি গীর্জার মানুষ। নইলে আপনার প্রতি হয়তো অবিচারই করতাম।

উলসী হেসে বললেন, প্রভু যে সুখী এতেই আমার সুখ।

রাজা এবার লর্ড চেম্বারলেনকে ডাকলেন, অ্যানবোলেনের দিকে দেখিয়ে বললেন, ঐ সুন্দরীটি কে?

চেম্বারলেন জানালেন। প্রভু, উনি স্যার টমাস বোলেনের কন্যা।

রচফোর্দের ডাইকাউণ্ট স্যার টমাস।

কন্যাটি রাণীর সহচরী।

সুন্দরী, অপূর্ব সুন্দরী, মধুমতী! আমি তো চুম্বন না করে ভুল করেছি!

আসুন সবাই আবার নাচি।

উলসী বললেন, স্যার টমাস লোভেল, ভোজ প্রস্তুত?

হ্যাঁ, প্রভু, লোভেল উত্তর দিলেন।

উলসী রাজাকে বললেন, প্রভু মনে হয় নৃত্যের পরে খানিকটা উত্তপ্ত হয়ে আছেন।

হ্যাঁ, বড়ই উত্তেজনা হয়েছে, রাজা বললেন। অপর কক্ষে চলুন, সেখানে বিশুদ্ধ বায়ু পাবেন।

তাহলে, মহিলাদেরও নিয়ে চলুন কার্ডিনাল। কার্ডিনাল ঐ মহিলাদের জন্য বহুবার আমাকে স্বাস্থ্য পান করতে হবে। তারপর আবার ওদের সঙ্গে নাচব। তারপরে স্বপ্ন দেখব, কাকে আমাদের ভাল লাগে। বাদ্য বেজে উঠুক, চলুক নাচ।

বাদ্য বেজে উঠল। রাজা এসে অ্যানবোলেনের হাত ধরলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

।। এক ।।

ওয়েষ্টমিনিস্টার অঞ্চলের একটি পথ। সেই পথে ভিড় নেই। দু-চারজন মানুষ যাওয়া-আসা করছে। এদের মধ্যে দুটি পরিচিত মানুষে দেখা হয়ে গেল। প্রথম দ্বিতীয়কে শুধালে।

আরে এতো তড়িঘড়ি ছুটছ কোথায়?

যাচ্ছি আদালতে, সেখানে গিয়ে জানব, আমাদের বার্কিংহামের কি হল?

তোমাকে আর ছুটতে হবে না, আমি তোমার পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিচ্ছি।

শোনো, ডিউক তো আদালতে এলেন, এসে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন। আইন বিধানকে হারিয়ে দিলেন যুক্তি দিয়ে। আর রাজপক্ষের উকিল অমনি সাক্ষীদের জেরা প্রমাণ আর স্বীকৃতির জোরে সেগুলি নাকচ করে দিতে চাইলেন। ডিউক সেগুলি খণ্ডন করবার চেষ্টা করেও পারলেন না। তাই হাকিমেরা তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করলেন।

জীবন বাঁচাবার জন্য অনেক বললেন, কিন্তু কিছুই হল না।

কিন্তু কেমন ছিল তাঁর ভাবখানা?

দ্বিতীয় শুধালে।

যখন মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনলেন, দর-দর করে তাঁর ঘাম ঝরতে লাগল।

তিনি উত্তেজিত হয়ে কি যেন বললেন।

কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য। তিনি এবার হলেন ধীর সহিষ্ণু।

মৃত্যুকালে তিনি তাহলে ভয় পাবেন না?

না! তিনি কখনো তেমন নন। হয়তো একটু দুঃখই তাঁর হবে।

কার্ডিনালটিই নাটের গুরু।

তাইতো মনে হয়।

সাধারণ মানুষ সবাই তাকে ঘৃণা করে। আমি তো চাই ও ডুবে মরুক সাগরের জলে। এই ডিউক তো ছিলেন দাতা, তিনি ছিলেন বিনয়ের অবতার—

প্রথম বললে, ঐ দেখ—যাঁর কথা বলছ সেই হতভাগ্য মানুষটি আসছেন।

বার্কিংহামকে নিয়ে রক্ষীরা প্রবেশ করল, তাঁকে বদ্ধভূমিতে নিয়ে চলেছে।

রাণীদের সঙ্গে আছেন স্যার টমাস লোভেল, স্যার নিকোণ্ড ভন, স্যাণ্ডো। আর আছেন জনসাধারণ।

—এস কাছে গিয়ে দেখি—দ্বিতীয় বললে।

বার্কিংহাম নতমস্তকে কি যেন ভাবতে ভাবতে আসছিলেন। তিনি এবার মাথা তুলে বললেন।

—ভাইসব, তোমরা সৎ মানুষ—আমার এই দশায় তোমরা করুণা করেই এবার

আমার কথা শোনো। তারপরে বাড়ী ফিরে গিয়ে আমাকে ভুলে যাও আমি রাজদ্রোহী প্রমাণিত হয়েছি বিচারে, আর রাজদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি বিশ্বাসী। যারা বার্কিংহামকে ভালবাসে, তারা যেন তার জন্য প্রার্থনা করে—আমার আত্মার স্বর্গকামনা যেন করে।

লোভেল কাছে এসে বললেন, আমার বিরুদ্ধে যদি কোন বিদ্বেষ আপনি করে থাকেন বার্কিংহাম, আজ তার জন্য ক্ষমা চাই।

বাকিংহাম বললেন, স্যার টমাস, আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম, আবার আমাকেও ক্ষমা করবেন। সবাইকেই ক্ষমা করলাম। আমার বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্যতম অভিযোগ আমি তো সেগুলি নিয়ে মরতে চাইনা। কৃষ্ণ কুটিল ঈর্ষা তো আমার সমাধিতে স্বাক্ষর রাখবে না। মহারাজকে আমার কথা বোলো, তিনি দীর্ঘজীবী হোন।

স্যার টমাস এবার বললেন, আমি আপনাকেই নদী পর্যন্ত নিয়ে যাবার ভার পেয়েছি। এবার আপনার ভার নেবেন স্যার নিকোলাস।

—স্যার নিকোলাস বললেন—না, স্যার নিকোলাস আমার জাঁকজমক তো এখন বিদ্রূপ হয়েই দেখা দেবে। আমি ছিলাম ডিউক, এখন আমি হতভাগ্য এডওয়ার্ড আমার পিতা বিনা বিচারে প্রাণ দিয়েছিলেন।

আমার বিচার হয়েছে, এতে আমি আমার পিতার চেয়ে কিছুটা ভাগ্যবান।

কিন্তু দুজনেই নিজেদের অনুচরদের দ্বারা প্রতারিত হলাম। অথচ তারা ছিল আমাদের সবচয়ে প্রিয় অনুচর।

এতো এক বিশ্বাসঘাতকতার চরম দৃষ্টান্ত—আমার একটা কথা আপনার শুনুন আমার জন্য প্রার্থনা করুন।

আমার ক্লান্ত জীবনের শেষে আমি উপনীত। আজ তাই বিদায় চাই। যখন আপনারা কোনো দুঃখের কথা বলবেন। আমার এই পরিণতিই যেন আপনাদের মনে পড়ে আমার দিন ফুরিয়েছে। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

বাকিংহামকে নিয়ে রক্ষীর চলে গেল। স্যার টমাস লোভেল ও স্যার নিকোলসও তাঁদের সঙ্গে গেলেন, রইল শুধু জনতা আর দুই ভদ্রলোক।

প্রথম বললে, বড়ই দুঃখের কথা। যারা এ কাজের কাজী, তাদের উপর পড়ুক অভিশাপ!

দ্বিতীয় মন্তব্য করলে, ডিউক যদি নির্দোষ হন, তাহলে এ বড় দুঃখের কথা। আমি তোমাকে এর চেয়েও বড় এক সর্বনাশের কথা বলতেপারি।

না, না, ঈশ্বর সর্বনাশ থেকে বাঁচান। কি ব্যাপার বল তো?

রাজা আর রাণীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা শুনছি—তুমি শোননি?

পোপের প্রতিনিধি কার্ডিনাল ক্যাম্পাস এসেছেন।

বোধ হয় এই ব্যাপারেই।

প্রথম বললে, এসব তাহলে কার্ডিনাল উলসীরই কারসাজি।

তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু রাণীকে সইতে হল কেন? কার্ডিনালের অভিসন্ধি পূর্ণ হবে। কিন্তু রাণীর তো সর্বনাশ!

বড় দুঃখের কথা, কিন্তু প্রকাশ্যে তো এর আলোচনা হতে পারে না। চল গিয়ে আলোচনা করি।

তারা দুজনে জনতার ভিড়ে মিশে গেল।

।। দুই ।।

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে লর্ড চেম্বারলেন, নরফোক আর সাফোকের ডিউক বসে আলাপ করেছিলেন।

রাজার কথাই শুধালেন, দুই ডিউক, লর্ড চেম্বারলেন রাজার সরকারের কাজ করেন। রাজপুরীর সব ভার তাঁর উপরে।

তিনি তাই রাজার মর্জিরও খবর রাখেন। তিনি বললেন—

তিনি মনমরা।

কারণ কি?

লর্ড চেম্বারলেন জানালেন, নিজের ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করে তাঁর বিবেক বড় চঞ্চল।

না, তা নয়। সালোক বললেন, তাঁর বিবেক এখন অন্য মহিলার কাছে ছুটছে।

হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি, নরফোক বললেন। এ কার্ডিনালের কাজ।

রাজা একদিন তাকে চিনতে পারবেন।

তাই যেন চিনতে পারেন, সাফোক বললেন, তাছাড়া নিজেকেও তিনি চিনতে পারবেন না।

নরফোক বিস্মিত। কি অসম সাহসেই না কার্ডিনাল কাজ করে চলেছেন। রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্রাটের সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ এনেছেন।

শুধু তাই নয়, এবার রাজার আত্মায় বুনে দিচ্ছেন সন্দেহ, হতাশা, ভীতি আবার এসবের কারণ যে বিবাহ তাও জানাচ্ছেন। এখন বিবাহ বিচ্ছেদই ঐ কার্ডিনালের কামনা। যে রাণী আজ বহু বছর ধরে রাজার কণ্ঠের মণি হয়েছিলেন, কখনো যাঁর জ্যোতি ম্লান হয়নি যিনি রাজাকে দেবীর মতই ভালোবাসেন, সেও রাণীকে আজ ত্যাগ করবার জন্য প্রণোদিত করছেন উলসী—এই হচ্ছে উলসীর ধর্মের পথ।

অমন পরামর্শ থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেন, চেম্বারলেন বললেন। খবর সত্য,সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে খবর। সবাই আলোচনা করছে, আর সবাই কাঁদছে। ঈশ্বর একদিন রাজার চোখ খুলে দেবেন। উনি কতদিন আর ঘুমিয়ে থাকবেন? কতদিন আর ঐ লোকটার মায়ায় বদ্ধ থাকবেন?

আহা তাই যেন হয়, আমরা যেন দাসত্ব থেকে মুক্তি পাই।

নরফোক বললেন, আমাদের মুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করাই উচিত।

ঐ লোকটা নয়তো আমাদের ডিউক থেকে দাসে পরিণত করে দেবে।

কারো সম্মানই তার কাছে সম্মান নয়। চলুন, এবার আমরা রাজার কাছে যাই, তাঁর এই বিষণ্ণতা থেকে তাঁকে চাঙ্গা করে তুলি। লর্ড চেম্বারলেন, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।

লর্ড চেম্বারলেন জানালেন, রাজা আমাকে অন্য কাজে পাঠিয়েছেন।

আর আপনাদের দেখা করার পক্ষে এটা অসময়।

লর্ড চেম্বারলেন চলে গেলেন। কক্ষের পর্দা সরে গেল। দেখা গেল রাজা বই পড়ছেন বসে। মুখ তাঁর ম্লান।

সাফোক ফিসফিস করে বলে উঠলেন, দেখুন, দেখুন। কি ম্লান ওঁর মুখ। উনি মনে বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন।

রাজা এতক্ষণ দেখেন নি, এবার মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কে?

নরফোক বলে উঠলেন, আমাদের উপর কুপিত হবেন না মহারাজ!

রাজা বলে উঠলেন, কে তোমরা? আমার নিভৃত চিন্তায় বাধা দিতে এসেছ?

নরফোক এগিয়ে এসে বললেন, মহান রাজা তো সমস্ত দোষই ক্ষমা করেন। আমরা রাজকার্যেই এসেছি।

যাও—চলে যাও! রাজকার্যের সময় আছে, এই কি সে সময়? রাজা বলে উঠলেন।

এমন সময় উলসী ও ক্যাসিয়ান এসে হাজির হলেন। রাজা তাদের দেখে বলে উঠলেন—কে? কার্ডিনাল! আমার বিবেক ক্ষত-বিক্ষত, তুমি তো তাকে শান্তির প্রলেপ দিতে এলে? কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, স্বাগত কার্ডিনাল! আসুন।

উলসী জানালেন, মহারাজ, আমাদের এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে। আমাদের কিছু পরামর্শ আছে।

রাজা নরফোক আর সাফোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা ব্যস্ত। আপনারা চলে যান।

নরফোক ও সাফোক চলে গেলেন।

উলসী বললেন, আপনি সারা খ্রীষ্টান পৃথিবীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন মহারাজ। রোম বিচারের কর্তা। আপনারই অনুরোধে রোম থেকে মহান ধর্মগুরু পাঠিয়েছেন এই কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াসকে—আমি মহারাজের সঙ্গে আর একবার কার্ডিনালের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

আমিও আবার তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি, রাজা হাত বাড়িয়ে দিলেন। ধর্মজগৎ যে আমার কাছে এমন একজন জ্ঞানীকে পাঠিয়েছেন, এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

ক্যাম্পিয়াস উত্তর দিলেন, মহারাজ, আপনি মহামানী। আপনি অপরিচিতের।

রোম আমাকে পাঠিয়েছেন প্রতিনিধি হিসাবে, এই বিচারের ভার আমার হাতে

সঁপে দিয়েছেন। তাঁরা চান পক্ষপাত শূণ্য বিচারক।

রাজা বললেন, আপনি যে কারণে এসেছেন, সেকথা রাণীকে এখুনি জানানো হবে।

উলসী চতুর। তিনি বললেন, মহারাজ, মহারাণী আপনার প্রিয়তমা পত্নী। তাঁকে আপনি নিশ্চয়ই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবেন।

তার চেয়ে বহু বহু অংশে হীনতমা নারীরাও তাঁদের সমর্থনের জন্য বিদ্বানদের সাহায্য পেয়ে থাকেন। সেই বিদ্বানেরা তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেন।

রাজা বললেন, রাণীও তাদের সাহায্য পাবেন।

রাজা কার্ডিনালকে ডেকে পাঠালেন। কার্ডিনাল তাঁর সহকারী এবং প্রিয়। কার্ডিনাল রাণীর পক্ষের উকিল হবেন, এই সাব্যস্ত হল। কিন্তু কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াস হঠাৎ উলসীকে শুধালেন, কার্ডিনালের পূর্বে যিনি এইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি নাকি উলসীর ব্যবহারে পাগল হয়ে যান।

উলসী উত্তর দিলেন, লোকটা ছিল নির্বোধ।

রাজা রাণীর কক্ষে কার্ডিনালকে পাঠালেন।

বিচার শুরু হবে, উলসী তার ব্যবস্থা করবেন।

রাজা এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মধুরা পত্নী, মধুরাভাষিণী রাণী তাঁকে ছাড়তে কি দুঃখ হয় না? কিন্তু বিবেক, বিবেক! এ-বড় কোমল স্থান—বুক চেপে ধরলেন রাজা। তারপর অত্বার বলে উঠলেন, তাঁকে ত্যাগ করতেই হবে।

।। তিন ।।

প্রাসাদ। অন্তঃপুর, অ্যানবোলেন ও একটি বৃদ্ধা এসে প্রবেশ করলেন কক্ষে। এরা দুজনেই রাণী ক্যাথেরিনের সহচরী। তাই এদের ক্ষোভের আর সীমা নেই।

অ্যান বললেন, অমন রাণী, যাঁর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না, যিনি কারো কোন অনিষ্ট করতে জানে না—আজ তাকে কিনা ত্যাগ করতে হবে? আহা এমন কথা শুনলে যে রাক্ষসেরও করুণা হয়।

হ্যাঁ, বৃদ্ধা বললেন, যার যত কঠিন হৃদয় হোক, রাণীর জন্য কাঁদবে।

এর চেয়ে এই রাণীগিরি না পেলেই হোত। অ্যানবোলেন বলে উঠলেন, নীচু ঘরে জন্মানো ভাল, সামান্য অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা আরো ভাল। এই তো দুঃখ, এ দুঃখ তো পেতে হয় না। এ যে সোনার দুঃখ, সোনা মাখা দুঃখ। আমি তো অমন রাণীগিরি কখনো চাইনে।

বৃদ্ধা বললেন, তোমার তো রাণী হওয়াই উচিত। তুমি সুন্দরী, তুমি বুদ্ধিমতী, দয়াবতী, এহেন নারীর কাছে সম্মান, ঐশ্চর্য, রাজা মহিমা তো আশীর্বাদ!

না, না, চিৎকার করে উঠলেন অ্যানবোলেন।

তুমি রাণী হবে না?

না, না, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্চর্য পেলে না। আবার আমি হলপ করে বলছি কিছুতেই রাণী হব না।

দেখ—দেখ—কে আসছে, বৃদ্ধা নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লর্ড চেম্বারলেন এসে প্রবেশ করলেন। তিনি ভদ্রমহিলাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনাদের মন্ত্রণার কথা জানতে হলে কত মূল্য দিতে হবে জানতে পারি কি?

অ্যান উত্তর দিলেন, আমরা আমাদের মহারাণীর ভাগ্যের কথা বলাবলি করছিলাম।

যাঁরা সৎস্বভাবা, তাঁরাই তো করবেন। কিন্তু আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাই যেন হয়। অ্যান বললেন।

চেম্বারলেন বললেন কোমল হৃদয় আপনার। যাঁর অমন হৃদয় তাঁর উপরে তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ে। মহারাজেরও আপনার সম্মন্ধে মতামত ভাল, তিনি আপনাকে নেমব্রোকের মার্সিয়নেস উপাধিতে সম্মানিত করতে চান। ঐ উপাধির সঙ্গে বার্ষিক এক হাজার পাউণ্ড ভাতাও বরাদ্ধ হল।

অ্যান সংবাদ শুনে অভিভূত। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, জানিনা কি করে আপনাকে আনুগত্য জানাব। লর্ড চেম্বারলেন, আপনি আমার হয়ে মহারাজকে ধন্যবাদ জানাবেন।

এক লজ্জাশীলা দাসীর প্রভু মহারাজকে এই ধন্যবাদ।

আমি মহারাজকে জানাব, এই বলে লর্ড চেম্বারলেন চলে গেলেন।

অ্যানবোলেন এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বিস্মিত, উচ্ছ্বসিত। তিনি বলে উঠলেন, আমার রাজা, আমার প্রভু।

বৃদ্ধা অমনি বললেন, এই তো, এই তো ভাগ্যের সিঁড়ি—ভাগ্যের সড়ক। দেখ দেখ—আজ ষোলো বছর দরবারে আছি। ভিক্ষাজীবী হয়েই কাটছে, কিন্তু ভাগ্য যাকে দেয় তাকে এমনি করেই দেয়। না চাইতেই সে পায়।

আমার কাছেও যে এ এক বিস্ময়, অ্যান বলে উঠলেন।

কেমন লাগছে গো? বৃদ্ধা বিদ্রূপ করে বললেন, তেতো লাগছে না কি? এক গল্প শোন। এক ছিলেন সম্ভ্রান্ত মহিলা, তিনি বলতেন কস্মিনকালেও রাণী হবেন না। রাণীগিরিতে তাঁর আস্থা নেই। শুনেছ সে গল্প?

যাক, যাক। ও গল্প থাক।

তা বটে, তোমার গল্প তারচেয়েও খাসা। নেমব্রোকের মার্সিয়নেস, আবার হাজার পাউণ্ড বরাদ্দ। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তার মানে, আরো অমন হাজার হাজার আসবে।

অ্যান এবার গম্ভীর স্বরে বললেন, দেখুন আপনি যত ইচ্ছা কল্পনার রাশ ঢিলে দিয়ে ছোটাতে পারেন, কল্পনায় মশগুল হয়ে যেতে পারেন কিন্তু আমাকে বাদ দিন।

রাণীর কথা ভেবেই আমি চিন্তিত।

তাঁর তো সান্ত্বনা নেই, আমরা তাঁর সহচরীরা তাঁর সম্পর্কে উদাসীন।

আমার একান্ত অনুরোধ, এখানে যা শুনলেন, তা তাঁকে জানাবেন না।

তুমি আমাকে কি ভাব? বৃদ্ধা বলে উঠলেন।

দুজনে এবার কক্ষ থেকে চলে গেলেন, দৃশ্যেরও পরিবর্তন হল।

।। চার ।।

ব্লাকফ্লায়ারের একটি বিরাট হলঘর সেখানে বসেছে বিচারসভা।

রাজা, কার্ডিনাল, দুজন ক্যান্টারবারীর মহাধর্মযাজক, চারজন বিশপ ও অভিজাত ব্যক্তিরা আসীন। কিছু পাদ্রী এবং ঘোষণাকারীদেরও দেখা যাচ্ছে। রাণী ক্যাথেরিনও আছেন সভায়। তাঁর সম্পর্কেই বিচার। রাজা ও রাণীর বিবাহ ঠিক কিনা বহু বৎসর পরে আজ সেই প্রশ্নই উঠেছে। তাঁরই সমর্থনের জন্য এখানে তাঁরা সববেত।

রাণী তার আসনে পাথরের মূর্তির মতো বসেছিলেন। চারিদিকে গুঞ্জন উঠছে। এবার উলসী দাঁড়িয়ে বললেন, রোম থেকে এসেছে অনুজ্ঞা, সে অনুজ্ঞা পাঠের পূর্বে আমি নীরবতাই কামনা করি।

রাজা বললেন, তার প্রয়োজন কি কার্ডিনাল? সর্বসাধারণের সমক্ষে তা পড়া হয়েছে—অযথা সময় নষ্ট করবেন না, বিচার শুরু হোক।

বেশ তাই হোক। উলসী বসে পড়লেন।

ইংল্যাণ্ডের রাজা হেনরী হাজির? ঘোষণাকারী শুধালে।

হাজির, হেনরী উত্তর দিলেন।

ইংল্যাণ্ডের রাণী ক্যাথেরিন আদালতে হাজির।

রাণী নিরব। শুধু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আদালত গৃহে ঘুরতে ঘুরতে রাজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পদতলে পড়ে বললেন।

মহারাজ, আমি ন্যায় বিচার প্রার্থনা করি। আমার প্রতি করুণা করুন মহারাজ! আমি দীণহীনা, আমি তো বিদেশিনী, ন্যায়ের সমতা তো আমি পাব না। আমার কি অপরাধ বলুন, কেন আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন? আমি তো আপনার পতিব্রতা পত্নী, আপনার ইচ্ছারই আমি দাসী, আপনার ক্রোধের ভয়ে ভীত। কবে আপনার বিরুদ্ধাচারণ করেছি প্রভু? আপনার কোন বন্ধুকে শত্রু জেনেও অনাদর করিনি? প্রভু মনে রাখবেন, বিশ বছর ধরে আমি আপনার সঙ্গিনী। আপনার বহু সন্তানের আমি জননী। এই দীর্ঘকালে কখনো যদি আপনার বা আপনার সম্মানের হানি করে থাকি, তাহলে আমায় দূর করে দিন। নিন্দায় দেশ মুখর হয়ে উঠুক, আমাকে ত্যাগ করুন। বিচারের অমোঘ ন্যায়দণ্ড আমার উপর আপতিত হোক। আমার পিতা ফার্দিনাণ্ড স্পেনের রাজা।

তিনি একজন জ্ঞানী নরপতি বলেই খ্যাত। তিনি এবং আপনার খ্যাতনামা পিতা

যখন এই বিবাহ সম্বন্ধ করেছিলেন, তখন তাঁরা জ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়েই করেছিলেন—আর সে বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়েছিল। আমাকে সময় দিন, আমি আমার স্পেনের বন্ধুগণের সাহায্য চাই। যদি সাহায্য না পাই, তাহলে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

উলসী বললেন, ভদ্রে! এখানে আপনার পছন্দ মতো বিখ্যাত যাজকদের আমরা এনেছি—এরা যেমন বিদ্ধান তেমনি চরিত্রবলে বলীয়ান। আপনার পক্ষ সমর্থনেই তাঁরা এসেছেন, তাই সময় চাওয়ার কথা উঠতেই পারে না।

ক্যাম্পিয়াস রোমের প্রতিনিধি। তিনি বললেন, আমাদের কার্ডিনাল ঠিকই বলেছেন। তাই ভদ্রের এখানে আপনার পছন্দ মতো বিখ্যাত যাজকদের আমরা এনেছি—এরা যেমন বিদ্বান তেমনি চরিত্র বলে বলীয়ান। আপনার পক্ষ সমর্থনেই তাঁরা এসেছেন। তাই সময় চাওয়ার কথা উঠতেই পারে না।

রাণী ক্যাম্পিয়াসের কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, লর্ড কার্ডিনাল, আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলছি।

বলুন ভদ্রে? উলসী শুধালেন।

ভদ্রে, আমার কান্না ঠেলে উঠছে কিন্তু আমি যে রাণী, আমি যে রাজকন্যা, আমার চোখ তো কাঁদতে জানে না, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরায়।

ভদ্রে, আপনি শান্ত হোন! উলসী বললেন, আপনারা যখন শান্ত হবেন তখন আমিও হব। আমার মনে হয় কোনো ঘটনায় আপনি আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছেন, ক্যাথেরিন বললেন। কিন্তু আপনি তো আমার বিচারক হতে পারেন না।

আপনিই রাজা আর আমার মধ্যে এই বিদ্বেষের বীজ উপ্ত করেছেন?

আমি আপনাকে ঘৃণা করি। আপনি তো আমার বিচারক হতে পারেন না। আমি আপনাকে আমার সবচেয়ে বিরোধী শত্রু বলে মনে করি। আপনি সত্যের সহায় নন, সত্য সঙ্গী নন, আপনি মিথ্যার সঙ্গী।

উলসী বিচক্ষণ কূটরাজনীতিজ্ঞ; তিনি মৃদু হেসে বললেন, ভদ্রে আপনি প্রকৃতিস্থ নন, তাই একথা বলছেন। ভদ্রে, আমার প্রতি এ আপনার অবিচার। আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো বিদ্বেষই নেই, আপনার কাছে আমি কোনো অন্যায় করিনি। রোম বিধান পাঠিয়েছেন। আমি জানতাম, আপনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, এই ঘটনার মূলে আমি, আমি তা অস্বীকার করছি। মহারাজ এখানে উপস্থিত। তিনিই সব জানেন। তিনিই আপনার এই অন্যায় অভিযোগ থেকে আমাকে অব্যাহতি দেবেন। আপনার আমার বিরুদ্ধে এই চিন্তাও মুছে দেবেন, তাই আপনাকে আমার অনুরোধ, এ কথা বলবেন না।

ক্যাথেরিন আর্তনাদ করে উঠলেন, প্রভু প্রভু! আমি একা স্ত্রীলোক। আমি দুর্বলা—আপনাদের এ ধূর্ততার বিরুদ্ধে আমি অসহায়। কার্ডিনাল আপনি নম্র ধীর। কিন্তু ঐ নম্রতার ভিতরে রয়েছে ধূর্ততা। আর সেই ধূর্ততা পরিপুষ্ট হয়েছে রাজার অনুগ্রহে।

আপনি সৌভাগ্যের উত্তুঙ্গে উঠেছেন। এখন ক্ষমতাই আপনার অনুচরী, আপনার কথাই এখন অনুজ্ঞা, আদেশ। কিন্তু একথা আপনাকে বলি, আপনি আধ্যাত্মিক 'জগতের মানুষ—আপনি তো আমার বিচারক নন।

আমি এখানে দাঁড়িয়ে ধর্মজগতের গুরু পোপের কাছে আবেদন জানাই—তিনি আমার বিচার করুন।

রাণী ক্যাথেরিন এই বলে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে সভা থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

ক্যাম্পিয়াস বলে উঠলেন, মহারাণী অবাধ্য হচ্ছেন, তিনি বিচার চান না। তিনি বিচার সভাকে অভিযুক্ত করছেন, তিনি এই সভাকে অমান্য করছেন। তিনি চলে যাচ্ছেন।

তাঁকে ডাকা হোক! রাজা বলে উঠলেন।

রাণী চলে যাচ্ছেন। এবার ঘোষণাকারী চিৎকার করে উঠল।

ইংলণ্ডের রাণী ক্যাথেরিন, আপনি আদালত গৃহে আসুন।

রক্ষী বললেন, মহারাণী, আপনাকে বিচারসভা আহ্বান জানাচ্ছেন।

রাণী হলঘরের ভিতর দিয়ে দৃপ্তা সিংহীর মতো চলে যাচ্ছেন। তিনি পেছন ফিরে বললেন,

কি প্রয়োজন? তোমরা পথ ছাড়ো আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে ঐ বিচারসভা। আমি এখানে আর এক মূহুর্তেও থাকব না।

রাণী এই বলে দীর্ঘপদক্ষেপে মিলিয়ে গেলেন হলের প্রান্তে। তাঁর অনুচরীরাও চলে গেল।

সভাগৃহে সবাই নীরব, এবার রাজা অষ্টম হেনরী বলে উঠলেন, যাও রাণী, যাও!

কিন্তু বিচারের কি হবে মহারাজ? উলসী বললেন, আমাকে অব্যাহতি দিন।

তাই দিলাম কার্ডিনাল। রাজা বললেন, কিন্তু আপনাকে এক কাজ করতে হবে ধর্মজগতের প্রতিনিধি। আমাদের এই বিবাহকে আইনতঃ সিদ্ধ প্রতিপন্ন করতে হবে।

ক্যাম্পিয়াস বললেন, মহারাজ, রাণী এখন অনুপস্থিতা তাই আজ বিচার মুলতুবী থাক। ইতিমধ্যে রাণী যে পোপের কাছে আবেদন করেছেন, সে আবেদন হয় প্রত্যাহার করতে হবে, নয়তো আবেদনের কি উত্তর আসে তারজন্য বিলম্ব করতে হবে।

রাজা উত্যক্ত হয়েছেন; তিনি আপন মনে বললেন, কার্ডিনালরা দেখছি আমাকে তুচ্ছ করছে। আমি রোমের এই চাতুর্য ঘৃণা করি। সভা ভঙ্গ হোক।

বিচারসভার প্রহসন শেষ হল। রাজা অষ্টম হেনরী বিবাহ-বিচ্ছেদ চান। এ বিচ্ছেদ তাঁকে দিতেই হবে। রোম আছেন তাঁর সাহায্যে। উলসী আছেন ধর্মজগতের প্রতিনিধি। রাজার ইচ্ছাই পূর্ণ করতে হবে। তাই রাণীর মর্মন্তুদ আবেদন বৃথা হল। রাণী চলে গেলেন অন্তঃপুরে। রাজা আবার হয়তো উলসীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসবেন।

তৃতীয় অঙ্ক

।। এক ।।

দুঃখিনী রাণী ক্যাথেরিন আছেন অন্তঃপুরে রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিতা। নিজের মনে মনে কাঁদেন। আবার কখনো বুনতে বসেন। সেদিন একজন অনুচরীর সঙ্গে বসে বুনছিলেন। হঠাৎ সেলাই রেখে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওলো বোনা রাখ! বীণা নিয়ে বাজা। আমার হৃদয় দুঃখে ভারী, গান গেয়ে শোনা!

যদি পারিস তো আমার এ-ভার লাঘব কর। নাও বোনা রাখ। অনুচরী সেলাইয়ের সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে বীণা নিয়ে বসল। বীণার ঝংকার উঠল, কণ্ঠে তান।

অরফিউস, সেই বাদক অরফিউস
বীণায় ঝংকার তোলেন তিনি
কণ্ঠে তোলেন তান।
তাঁর সুরের বন্যায় গাছের শাখা
নুয়ে নুয়ে পড়ে।
উদ্ভিদ চোখ মেলে, ফুল ফোটে,
এমন কি গর্জমান সমুদ্র তরঙ্গ
মন্ত্র শান্ত হয়ে থাকে, এলিয়ে পড়ে সুরে বিবশ হয়ে।
গান তো এমনি, এমনি মধুর ঃ
তার মধুরিমায় তো ভাবনা দূরে যায়
হৃদয়ের দুঃখ ঘুমিয়ে পড়ে,
লোপ পায়।

একজন অনুচর এসে প্রবেশ করল। রাজ-অন্তঃপুরের অনুচরীরা যেমন অভিজাতবংশীয় অনুচরেরাও তাই। অনুচর এসে জানালে, দুই কার্ডিনাল মহারাণীর দর্শণপ্রার্থী। বুকের ব্যাথা সঙ্গীতে লাঘব হয়েছিল, আবার তা জেগে উঠল। রাণী শুধালেন, ওঁরা কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?

মহারাণী, তাঁরা সেই ইচ্ছাই জানিয়েছেন।

বেশ তাঁদের আসতে বল। রাণী বললেন।

অনুচরটি চলে গেল।

রাণী আপনমনে বললেন, আমার সঙ্গে তাঁদের কি কথা থাকতে পারে?

আমি তো দুঃখিনী, রাজার অনুগ্রহে বঞ্চিতা। ওঁদের আসাটা তো আমার ভাল লাগছে না। টুপী মাথায় দিলেই সন্ন্যাসী হয় না!

কার্ডিনাল উলসী ও ক্যাম্পিয়াস এসে এবার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

মহারাণীর শান্তি কামনা করি, হাত তুলে জানালেন কার্ডিনাল উলসী।

আপনাদের কি অভিপ্রায়ে আগমন? রাণী শুধালেন।

উলসী অনুচরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা কক্ষান্তরে যাও। মহারাণীর সঙ্গে আমাদের জরুরী কথা আছে।

এখানেই বলুন! রাণী জানালেন, আমার বিবেক এখনো বিশুদ্ধ, এমন কোনো পাপ আমি করিনি, যার জন্য নিভৃত স্থান চাই?

আপনাদের কি বক্তব্য বলুন! সত্য খোলাখুলিই চাই, মিথ্যার জন্য চাই গোপনতা।

উলসী লাতিন ভাষায় বলে উঠলেন। যাতে রাণীর সহচরীরা না বোঝে।

রাণী বাধা দিলেন, না, না, লাতিন নয়। ঐ বিদেশী ভাষা, আমার ব্যাপারকে আরো অদ্ভুত করেই তুলবে। তাতে সন্দেহের উদ্রেক করবে। ইংরেজী ভাষায় বলুন কার্ডিনাল, যদি সত্য কথা বলেন, আমার অনুচরীদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে ধন্যবাদ দেবে। তাদের দুঃখিনী সখীর জন্য তবু কথা বলার মানুষ আছে বলেই ভাববে। কার্ডিনাল বিশ্বাস করুন, বহু অবিচার এই দুঃখিনী সয়েছে। আমার পাপের ফিরিস্তি ইংরেজীতেই অনুবাদ করে দিন।

উলসী একটু বিচলিত। তবু সংযত স্বরে বললেন, ভদ্রে, আমাকে রাজার এই কাজ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমরা তো আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসিনি। আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও আমাদের কাম্য নয়। শুধু আমরা জানতে চাই, রাজার সঙ্গে আপনার যে বিরোধ, সেটা কতখানি গভীর। আর তার উপরেই আমাদের মতামত নির্ভর করবে।

আপনারা সৎ লোকের মতো কথা বলছেন, রাণী বললেন। আপনাদের ধন্যবাদ! আপনাদের সততা যেন অপ্রমাণিত হয়, ঈশ্বরের কাছে এই আমার প্রার্থনা। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ কথার উত্তর তো চট করে দেওয়া চলে না। এতে যে আমার নিজের সম্মান নিহিত, আমার জীবনের যে এর উপরই ভিত্তি। আমি কি করে এমন প্রশ্নের উত্তর আপনাদের মতো জ্ঞানীগুণীর কাছে দেব জানি না। আমাকে সময় দিন, আমি পরামর্শ করি। আমি স্ত্রীলোক, সহায়সম্বলহীনা। আমায় কোন আস্থা নেই, ভরসা নেই।

মহারাণী, আপনি আপনার এই ভীতি দ্বারা রাজার প্রতি অবিচার করছেন। আপনার আশা অসীম, আপনার বন্ধু অগনন, উলসী বললেন।

রাণী বললেন, কিন্তু এমন কোন ইংরেজ আছেন, যিনি আমাকে পরামর্শ দেবেন? তাঁর কি সে সাহস হবে? রাজার বিরুদ্ধে এমন কোন বন্ধু আছেন যে আমার হয়ে বলবেন? তিনি যতই সৎ হোন না কেন, কেন, তিনি তো রাজারই প্রজা। না না, আমার এখানে কোনো বন্ধু নেই। তাঁরা এখানে কেউ নেই। তাঁরা যদি থাকেন তো দূরদেশে আছেন, আমার পিতার দেশ, স্পেনে আছেন।

ক্যাম্পিয়াস বলে উঠলেন, মহারাণী, দুঃখ করবেন না। আমার পরামর্শ শুনবেন?

কি সে পরামর্শ? রাণী শুধালেন।

রাজার উপর নির্ভর করুন। তিনি মহাশয়, তিনি স্নেহশীল। এতে আপনার সম্মান অক্ষুণ্ণই থাকবে। যদি বিচারে আইন আপনাকে দণ্ড দেয়, আপনাকে হতমান হয়েই বিদায় নিতে হবে।

রাণী ক্যাম্পিয়াসের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আপনারা আমার সর্বনাশ চান—তাই একথা বললেন। এই কি আপনাদের মহান খ্রীষ্টধর্মের উপদেশ? আপনারা চলে যান! এখনো ঈশ্বর আছেন, আছেন বিচারক—যাঁকে রাজা বশীভূত করতে পারেন না।

আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন? ক্যাম্পিয়াস বলে উঠলেন। আপনার এ অহেতুক ক্রোধ।

আপনারা নির্লজ্জ! কেটে পড়লেন রাণী ক্যাথেরিন। আপনাদের আমি পবিত্র যাজক ভেবেছিলাম। আপনাদের ভেবেছিলাম মহান ধর্মের প্রতীক, কিন্তু আপনারা মহাপাপের প্রতীক। এতে আপনাদের কি আনন্দ জানি না। এক দুঃখিনীকে আপনারা অপমান করছেন! আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, ঈশ্বরের দিকে তাকান, হয়তো আমার দুঃখের বোঝা আপনাদের উপর পতিত হতে পারে।

কিন্তু আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন। আমাদের মঙ্গলকামনাকে আপনি বিদ্বেষ ভাবছেন, উলসী বললেন।

রাণী গর্জে উঠলেন, আর আপনারা আমাকে মঙ্গলকামনায় নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছেন! আপনাদের ধিক—মিথ্যাবাদীদের ধিক! যদি তোমাদের ন্যায়বোধ থাকত, তোমরা কি তাঁর হাতে আমার বিচারের ভার তুলে দিতে পারতে—যিনি বহুদিন আগেই আমাকে হৃদয় থেকে নির্বাসিত করে দিয়েছেন? আমি পৌঢ়া, এখন তাঁর সঙ্গে আমার তো প্রেমের বন্ধন নেই, আছে বাধ্যতার বন্ধন। এর চেয়ে আর আমার দুর্ভাগ্য কি আছে? আমি পতিব্রতা পত্নী হয়ে এতদিন বাস করছি। আমি গর্বভরে বলতে পারি, আমার বুকে কোন সন্দেহ স্থান পায়নি। এখনো কি আমার তাঁর প্রতি প্রেম আছে? আমি ঈশ্বরের পরেই তাঁকে ভালোবাসি। আমি তাঁর বাধ্যকিনী, আমি তাঁর একান্ত অনুগতা।

আমি তাঁর সেবায় প্রার্থনার কথাও ভুলে যাই। আর তার কি এই পুরস্কার?

উলসী বললেন, কিন্তু আপনি আমাদের কথাই বুঝতে চাইছেন না।

আমি আপনাদের কথা কি জানি? রাণী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আমি তো স্বেচ্ছায় আমার মর্যাদা ছেড়ে দিয়ে অপরাধিনী হতে পারব না। আপনাদের প্রভু বিবাহের সময় এই মর্যাদা দিয়েছিলেন, আমি তো তা হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দেব না। আমার এই মর্যাদা থেকে একমাত্র মৃত্যুই আমাকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে।

আমার কথা শুনুন। উলসী রাণী ক্যাথেরিনের উচ্ছ্বাসে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু রাণী তখন উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন, রাণীর মর্যাদার সঙ্গে মিশেছে স্বামীপ্রেম, পতিব্রতা, তিনি তাই বলে উঠলেন।

হায়, ইংল্যাণ্ডের এই জমিতে যদি জীবনে পদার্পণ না করতাম। এখানকার তোষামোদে যদি না ভুলতাম? তোমাদের দেবদুতের মতো মুখ, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে কি আছে ঈশ্বর জানেন!

হায়রে, আমি যে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা দুঃখিনী!

অনুচরীদের দিকে তাকিয়ে রাণী বললেন, ওলো, তোরা কাঁদ! তোদের ভাগ্য তো গেল! এক রাজ্যের সিংহাসনের পাদমূলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এখানে তো তাঁদের প্রতি করুণা নেই, বন্ধুত্ব নেই। কেউ তো আমাদের জন্য কাঁদবেও না! আমার সমাধির স্থানটুকুও এখানে নেই। আমি যেন লিলি ফুল ছিলাম। প্রস্তরের রাণী। কিন্তু সেদিন তো আর নেই! এখন ঢলে পড়েছি, এবার মৃত্যু আসবে ঘিরে।

উলসী ধীর কণ্ঠে বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য সৎ। একথা যদি আপনি বুঝতেন তাহলে শান্ত হোতেন। আপনার প্রতি কেন আমরা অবিচার করব? কারণ কি? আমাদের পেশাই তো অবিচারের বিরুদ্ধে! আমরা দুঃখ থেকে মানুষকে আরোগ্য করি; দুঃখের বীজ তো বুনে দিইনি। আপনার ব্যবহার আপনাকে নিজেকেই আঘাত করছে। রাজার হৃদয় বাধ্যতায় গলে কিন্তু অবাধ্যতায় তো স্ফীত হয়ে ওঠে ক্রোধ। সে তো ঝটিকার আবেগে ফেটে পড়ে। আমি জানি, উন্মুক্ত আপনার মন, আপনি ধীর স্থির। আপনার আত্মা শান্ত, ধীর। আপনি আমাদের আপনার বন্ধু বলেই জানবেন। আমরা শান্তি সৃষ্টি করি, আমরা শান্তির দাস।

ক্যাম্পিয়াসও এ কথায় সায় দিলেন, আপনি তাঁর প্রমাণ পাবেন ভদ্রে? আপনার রমণীয় স্বভাব-সুলভ ভীতি দিয়ে আপনার সৎগুণগুলিকে আচ্ছন্ন করে রাখছেন। আপনার মহান আত্মা সন্দেহে আকুল—এ যেন সত্যকারের ছাঁচে জাল চাকা নির্মিত হচ্ছে। রাজা আপনাকে ভালোবাসেন, আপনি সে ভালোবাসা হারাবেন না। আমাদের আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। আপনার সেবায় আমরা নিজেদের নিয়োজিত করবার জন্য প্রস্তুত।

রাণী বললেন, আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করুন। যদি আপনাদের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করে থাকি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি নারী, বুদ্ধি আমার নেই। আমি তো কাকে কি বলতে হয় জানি না। আমার কথা রাজাকে জানাবেন, তিনি এখনো আমার হৃদয়ের রাজা। তিনি আমার প্রার্থনার বিষয়। আমার জীবন যতদিন আছে, ততদিন তিনি তাই থাকবেন। আসুন, আমাকে পরামর্শ দিন। রাণী তো আপনাদের কাছে সুপরামর্শই চান—তিনি তো তার মর্যাদাকে মহামূল্য বলেই মনে করেন।

কার্ডিনাল দুজন বিদায় নিলেন, রাণীও কক্ষান্তরে চলে গেলেন।

।। দুই ।।

প্রাসাদের এক কক্ষের দৃশ্য উঠল। নরফোক, সাফোক, সারের আর্ল ও লর্ড চেম্বারলেন মিলে আলোচনা করছেন। উলসীর অবিচারের বিরুদ্ধেই তাঁদের এই আলোচনা।

নরফোক বললেন, যদি আপনারা সবাই একত্র হোন, কার্ডিনাল কখনোই আমাদের বিরুদ্ধবাদীতা করতে পারবেন না। আর যদি আপনারা আমার কথা না শোনেন, তাহলে আরো কত অপমান সহ্য করতে হবে তার ইয়ত্ত নেই।

আমি চাই আমার শ্বশুরের অপমানের প্রতিশোধ, সারে বললেন।

সাফোক বললেন, ঐ কার্ডিনাল তো নিজের মর্যাদা ছাড়া আর কারো মর্যাদা বোঝেন না।

কিন্তু কি কর্তব্য, লর্ড চেম্বারলেন গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন। আমি ওকে ভয় করি। যদি রাজার কাছে যাওয়ার বাধা দিতে না পারেন। তাঁর কোনো ক্ষতি করতে চাইবেন না। ওর জিভে যাদু আছে, উনি রাজাকে জাদু করে রেখেছেন।

না, না, সে ভয় করবেন না, নরফোক বললেন, সে যাদু কেটে গেছে। রাজা ওঁর বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ পেয়েছেন, তাতে আর জিভের মাধুর্য ওর নেই।

একথা প্রতি মূহূর্তে যদি শুনতে পাই আমার আনন্দের আর অবাধ থাকবে না, সারে জানালেন। বিশ্বাস করুন, একথা সত্য, নরফোক বললেন, এই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় ওর অভিসন্ধি বেরিয়ে পড়েছে।

কি করে বার হল!

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

কি ব্যাপার?

পোপের কাছে কার্ডিনাল যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি তার ঠিকানায় গিয়ে হাজির হয়। রাজা সেগুলি নিজের চোখে দেখেন। সেখানে কার্ডিনাল পোপকে অনুরোধ করেন যাতে বিবাহ-বিচ্ছেদে বিলম্ব না হয়। আর দেরী তো ঘটেছেই। তিনি আরো লেখেন, রাজা রাণীর সহচরী অ্যানবোলেনের প্রেমে উন্মাদ।

রাজা এ চিঠি পড়েছেন?

হ্যাঁ।

রাজা তো ইতিমধ্যে অ্যানবোলেনকে বিয়ে করে ফেলেছেন। তাঁর অভিষেকের ঘোষণাও হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয়, তিনি রাণী হলে দেশের মঙ্গল, সাফোক বললেন।

তা তো হল, সারে বললেন, কিন্তু রাজা কি কার্ডিনালের পোপের কাছে লেখা ঐ চিঠি হজম করে যাবেন? ঈশ্বর যেন তা না করেন।

না, না, বোলতা ভনভন করছে কার্ডিনালের নাকের ডগায়। এখন কামড়ে দিলেই

হল, সাফোক হাসলেন। কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াস তো রেগে উন্মত্ত হয়েছেন। বিদায় নিয়েও যাননি।

রাজার ব্যাপারের কোন সুব্যবস্থা হয়নি। তিনি যে আমাদের কার্ডিনালের সহযোগী একথা রাজা টের পেয়েছেন।

এখন তাহলে ঈশ্বর তাঁকে উত্তেজিত করলেই হয়, লর্ড চেম্বারলেন বলে উঠলেন।

কিন্তু ক্রামার কি বলেন? তিনি ফেরেন নি?

তিনি ফিরেছেন, রাজার বিবাহ বিচ্ছেদের সমর্থনও জানিয়েছেন সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্মমণ্ডলী। তাঁর এই দ্বিতীয় বিবাহ শীঘ্রই প্রকাশ্যে ঘোষিত হবে। ক্যাথেরিন আর রাণী থাকবেন না, তিনি এখন হবেন রাজকুমার আর্থারের বিধবা পত্নী।

তাহলে ক্রামার যোগ্য লোক, নরফোক মন্তব্য করলেন। রাজার এই ব্যাপারে যথেষ্ট কেরামতি দেখিয়েছেন।

হ্যাঁ, এখন তিনিই প্রধান ধর্মযাজক হবেন, সাফোক হাসলেন।

উলসী ও ক্রমওয়েল এমন সময় এসে প্রবেশ করলেন। ক্রওয়েল তাঁর সহকারী।

নরফোক ফিসফিস করে বলে উঠলেন, দেখুন কার্ডিনাল কি যেন ভাবছেন?

উলসীর দিকে তাকিয়ে আছেন, উলসী ধীর পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করে সহকারীকে বললেন।

ঐ পুলিন্দাটা রাজাকে দিয়েছিলে ক্রমওয়েল?

হ্যাঁ, তাঁর হাতে দিয়েছি, ক্রমওয়েল উত্তর দিলেন।

উনি কি পুলিন্দা খুলে দেখেছেন?

তখন—তখনিই দেখেছেন। তিনি সীলমোহর খুললেন, তারপর গম্ভীর ভাবে কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখছেন বলে মনে হল। আপনাকে আজ সকালে এখানে আসতে বলেছেন।

তিনি কি তৈরি?

বোধহয়!

আচ্ছ তুমি একটু অন্তরালে যাও।

ক্রমওয়েল চলে গেল।

উলসী আপন মনে বললেন, ফরাসী রাজার ভগ্নী অ্যালেনগলের ডাচের্সের ব্যাপারই হবে। অ্যানবোলেনকে বিয়ে করবেন। কিন্তু তা হবে না। না, না, বোলেন নয় আমি রোমের উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

নরফোক ফিসফিস করে বললেন, কার্ডিনালকে অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে। হয়তো রাজার ক্রোধের সংবাদ পেয়েছেন।

উলসী তাঁদের দেখতে পাননি। তিনি আপন মনে বললেন, পূর্বতন রাণীর সহচরী, সে হবে প্রভুপত্নীর কর্ত্রী। রাণীর রাণী! না, না, মোম তো ভাল ক,রে জ্বলছে না, আমি নিবিয়ে দেব। নিবিয়ে দিলেই সব শেষ। জানি ঐ নারী গুণবতী, যোগ্যা কিন্তু

ও লুথারের ধর্ম্মন্দিরের মানুষ। ঐ ক্রামার, ঐ ভণ্ড, ও রাজার অনুগ্রহ পেয়েছে।

উলসী উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পায়চারী করতে লাগলেন। অন্তরালে দাঁড়িয়ে সভাসদেরা দেখছেন আর নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছেন। এমন সময় রাজা আর লোভেল প্রবেশ করলেন। রাজা একখানি দলিল পড়লেন।

সাফোক চাপা স্বরে বলে উঠলেন, রাজা! রাজা!

সবাই নীরব।

রাজা এগিয়ে এলেন, এসে দলিলখানা থেকে চোখ তুলে বললেন।

উঃ কত ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছে! তারপর এদিক ওদিক তাকালেন। অভিজাতদের দিকে নজর পড়ল, এখনো কার্ডিনালকে তিনি দেখতে পাননি। তিনি দূরে পায়চারি করছেন।

কার্ডিনালকে আপনারা দেখেছেন? রাজা শুধালেন।

নরফোক উত্তর দিলেন, প্রভু, আমরা তো এখানে দাঁড়িয়েই ওকে দেখছি ওর মগজে বোধ হয় এক আলোড়ন উঠেছে। উনি ঠোঁট কামড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে চমকে উঠছেন আবার মাথায় হাত দিচ্ছেন। আবার জোরে পায়চারি করছেন। উর্ধ্বে চাঁদের দিকে ওর দৃষ্টি, অদ্ভুত ওঁর ভাবভঙ্গী।

হয়তো ওঁর মনে চলেছে বিদ্রোহ, রাজা বললেন। আজ সকালে তিনি রাজ্য সংক্রান্ত দলিল আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমি তাঁর ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছি। তা তো রাজাকেই সাজে, প্রজাকে তো নয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়তো কোন দেবদূত ঐ পুলিন্দায় গোপনে দলিল পুরে দিয়েছিলেন আপনার দেখার জন্য নরফোক বললেন।

রাজা বিদ্রুপ করে বললেন, আমরা যেন মনে না করি। উনি উর্ধ্বে তাকিয়ে স্বর্গের কথা ভাবছেন, আমার তো মনে হয় উনি এই চন্দ্রের নীচে এই পৃথিবীর কথাই চিন্তা করছেন। রাজা কক্ষে আসন গ্রহণ করলেন। লোভেল সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন কার্ডিনালের কাছে।

এবার উলসী রাজাকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি তাড়াতাড়ি রাজার কাছে এসে বললেন।

ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, তিনি মহারাজকে আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

সাধু, সাধু কার্ডিনাল, রাজা বললেন, আপনি হয়ত স্বর্গের কথা ভাবছেন, আপনার তো স্বর্গের ব্যাপার ছেড়ে পৃথিবীর ব্যাপারে মন দেয়ার সময় নেই। আপনাকে এদিক দিয়ে কিন্তু আমি গৃহী হিসেবে নিকৃষ্ট বলেই মনে করব। আমার মনে হয় আপনি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গী।

উলসী এ বিদ্রূপে টললেন না। তিনি ধীর স্বরে বললেন, ধর্মের ব্যাপারে আমার সময় আছে। রাজকার্যের জন্যও সময় আছে।

আপনি সাধু কথাই বলেছেন, কিন্তু কথাই তো কাজ নয়। আমার পিতা আপনাকে

ভালোবাসতেন, আমিও আপনাকে ভালবাসি। আপনার উপরে আমি আমার অনুগ্রহ বর্ষণ করেছি।

এর মানে কি? আপন মনে বলে উঠলেন উলসী।

রাজা বললেন, আমি কি আপনাকে রাজ্যের প্রধান রূপে নিযুক্ত করিনি? আপনি কি আমাদের নন? রাজার সঙ্গে কি আপনার গভীর সম্পর্ক নয়? কি বললেন?

উলসী বললেন, প্রভু, আপনি আমার উপর যে রাজকীয় দাক্ষিণ্য বর্ষণ করেছেন, তার তো তুলনা নেই। আমার প্রয়োজনের চেয়েও সে তো ঢের ঢের বেশি। আমি রাজভক্ত, মৃত্যু অবধি তাই থাকব।

রাজা বললেন, উত্তম উত্তর দিয়েছেন। এই তো রাজভক্ত বাধ্য প্রজার মতো উত্তর। যেমন কাজ তেমন তার সম্মান। আমার কর্তব্য অবহেলায় তো শাস্তি। আমি অকাতরে আপনার উপর দান বর্ষণ করেছি, আমার হৃদয়ে দিয়েছে ভালোবাসা, আমার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে সম্মান। আর কারোর উপর তো এমনভাবে কখনো করেনি। আমিও তো তেমনি চাই আপনার এই হস্ত আর আপনার ঐ হৃদয়, আপনার ঐ সমাজ আমার প্রয়োজনে নিযুক্ত হবে, আমার বন্ধু হবে।

উলসী বিনীত স্বরে বললেন, আমিও বলি, মহারাজের জন্য আমি আমার নিজের চেয়েও বেশি করেছি।

উত্তম কথা। অভিজাতমণ্ডলী আপনারা শুনুন, উনি রাজভক্ত, কিন্তু পড়ে দেখুন এই দলিল?

রাজা উলসীর হাতে দলিলখানি দিয়ে বললেন।

তারপর প্রার্থনায় গিয়ে বসলেন। রাজা উলসীর দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন।

উলসী বিস্মিত, বিভ্রান্ত। তিনি বললেন, এর কারণ কি? আকস্মিক এই ক্রোধ কেন? কি করে এই ক্রোধের কারণ হলাম? উনি আমার দিকে কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন, মনে হয় ওঁর চোখে আমার ধ্বংস যেন উৎসারিত হল। অমনি দৃষ্টি তো ক্রুদ্ধ সিংহের, যে শিকারী তাকে ক্রুদ্ধ করেছে, তার দিকে সে অমনি করে তাকায়। এই কাগজগুলি আমাকে পড়ে দেখতে হবে। ঐ কাগজগুলিই আমার সর্বনাশের কারণ। এ তো এই-ই সেই দলিল, যেখানে আমি আমার ঐশ্চর্যের হিসেব রেখেছিলাম। এ তো সেই কাগজ! এমনি করে আমি পোপের অধিকার চেয়েছিলাম—রোমে আমার বন্ধুদের যুক্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সামান্য অবহেলায় সর্বনাশ হল। রাজার পুলিন্দায় ভুলে এগুলি পুরে দিলাম। শয়তান আমাকে এ কি প্ররোচনা দিলে? এখন এর থেকে কি নিষ্কৃতি মেলে? রাজার মগজ থেকে একে কি কোন কৌশলে মুছে দেওয়া যায়? জানি তিনি ক্রুদ্ধ তবু পথ আছে। যদি যে পথে পোপকে লিখেছি চিঠি, আমার মহত্বের উত্তুঙ্গে উঠেছি, এখন তো অস্তমিত হতে হবে। আমি উল্কার মত পতিত হব, আর আমাকে কেউ দেখতে পাবে না।

রাজার সঙ্গে অভিজাত মণ্ডলী চলে গিয়েছিলেন, আবার তাঁরা ফিরে এলেন।

নরফোক উলসীর কাছে এসে বললেন, কার্ডিনাল, আপনাকে রাজার অভিপ্রায় জানাচ্ছি। তিনি আপনাকে রাজকতৃর্ত্বের সীলমোহর সমর্পণ করতে বলেছেন। অবিলম্বে তা আমাদের হাতে সমর্পণ করুন।

আপনাদের আদেশপত্র কোথায়? উলসী শুধালেন এ ক্ষমতার ওজন সে তো শুধু মুখের কথায় সমর্পণ করা চলে না। এখন বুঝতে পারছি, তোমরা কি হীন ঈর্ষার ছাঁচে ঢালা। আমার সর্বনাশেই তোমাদের আনন্দ। আমার সর্বনাশে তোমরা তৎপর। পাপ বুদ্ধি তোমাদের প্রণোদিত করুক, এর ফল তো পাবেই। যে সীলমোহর তোমরা চাইছ, তোমাদের প্রভু স্বয়ং রাজা আমাকে তা নিজের হাতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন কার্ডিনাল গ্রহণ কর এই সম্মান, আজীবন ভোগ কর। আর তিনি স্বহস্তে সেই যাবজ্জীবনের শর্ত লিখে দিয়েছিলেন। এখন কে তা গ্রহণ করবে?

যিনি দিয়েছিলেন সেই রাজাই গ্রহণ করবেন, সারে বললেন।

তাহলে তাঁকে স্বয়ং গ্রহণ করতে হবে, উলসী বললেন।

সারে জ্বলে উঠলেন, বিশ্বাসঘাতক পুরোহিত, তুমি গর্বিত।

উলসীও তীব্রস্বরে বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী, ঐ জিহ্বা তোমার স্তব্ধ হবে।

সারে উত্তর দিলেন, পাদ্রী, তুমি আমার শ্বশুর বার্কিংহামকে হত্যা করেছ। তোমাদের মতো কার্ডিনালদের একত্র করলেও তাঁর জুড়ি মেলে না। তোমার রাজনীতির চাল চুলোয় যাক। তুমি আমাকে আয়ারল্যাণ্ডে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলে। আমি ছিলাম দূরদেশে, আর সেই সুযোগে কুঠারের আঘাতে তাঁকে তুমি নিশ্চিহ্ন করে দিলে।

উলসী সারের অভিযোগ শুনে উত্তর দিলেন, এসব মিথ্যা কথা। আইন বিধান দিয়েছে, ডিউকের প্রাণদণ্ড হয়েছে। আমার তো ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না, আমি তো নিষ্পাপ। বিচক্ষণ জুরী আর সাক্ষীরা তাঁর মৃত্যুদণ্ড বিধান করেছেন। আর্ল আপনাকে যদি বেশি কিছু বলতে হয়, তাহলে একথাই আমার বলা উচিত, আপনাদের সততাও নেই সম্মানও নেই।

সারে উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, আমার আত্মার নামে শপথ করেই বলছি, আপনার ঐ জোব্বা, আপনাকে রক্ষা করছে যাজক। তা না হলে আপনার জীবনীশক্তির উৎসে আপনি আমার তরবারির স্পর্শ অনুভব করতেন। মহামান্য অভিজাতমণ্ডলী, আপনার তো পাদ্রীর এই উদ্ধতবাণী শুনেছেন? আপনারা বলুন, এই ধৃষ্টকে আমি কি উত্তর দেব?

এই রক্তবর্ণ আঙরাখাপরা পাদ্রী কি এমনি করে আমাকে হেয় করবে?

হ্যাঁ, ঐ বিষাক্ত সততাই তোমার সৃষ্টি ধর্মযাজক। দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য নিজের হাতে নিয়ে তুমি কার্ডিনাল মহা-ঐশর্য্যবান হয়ে উঠেছে। এখন যদি তোমার লজ্জা

হয়, যদি নিজেকে দোষী বলে ঘোষণা কর, তাহলে তোমার সততার কিছু নমুনা পাওয়া যাবে।

উলসী ক্রুদ্ধ; শুধু ধীরস্বরে বললেন, যদি আমি লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠি, তাহলে জানবে, একজন অভিজাতের ব্যবহারে নীচতায়তাই করেছি।

এইবার শুরু হল উলসীর বিরুদ্ধে অভিজাত মণ্ডলীর অভিযোগ। অভিযোগের তীর বর্ষিত হতে লাগল।

সারে বললেন, পোপের কাছে তুমি রাজার বিরুদ্ধে আবেদন করেছ। তুমি তো যাজকরূপী পাপী। আমার সন্তানদের জাত-সংস্কার করেছ তুমি, তারা তো পাপী হবেই।

উলসী জানালেন, রাজা আমার নির্দোষিতার কথা জানতে পারবেন। তুমি শিষ্টচার জানো না সারে!

তুমি পোপের সহকারী হতে চেয়েছিলে? তুমি সমস্ত বিশপদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলে—এই কি তোমার শিষ্টচার কার্ডিনাল? সারে চেঁচিয়ে উঠলেন।

নরফোক বললেন, তুমি রাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, তুমি বিদেশী রাজাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছ। তুমি রাজাকে গীর্জার ভৃত্য বানাতে চেয়েছিলে।

তারপরে নরফোক, সাফোক, সারে সবাই মিলেই অভিযোগ করতে লাগলেন। উলসী রাজক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন, রাজাকে না জানিয়ে রাষ্ট্রদূত হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। রাজনামাঙ্কিত মোহর যদৃচ্ছাই ব্যবহার করেছেন, তিনি বিদেশীর সঙ্গে মিত্রতা করেছেন। রাজার মুদ্রায় নিজের নাম অঙ্কিত করেছেন। তাছাড়া রোমে পাঠিয়েছেন উপঢৌকন—সে তো উৎকোচেরই নামান্তর।

এই অভিযোগের কলরব থামিয়ে দিতে চেষ্ট করলেন লর্ড চেম্বারলেন। তিনি বললেন।

অভিজাতগণ, যে মানুষের পতন হয়েছে তাকে আর আঘাত করবেন না। এখন তাঁর দোষগুণের বিচার করবে আইন, তাঁকে সংশোধনের ভার আপনাদের হাতে নয়, আইনের হাতে। হায়, হায় মহত্ত্বের এই দুর্দশায় আমার চোখে জল ঝরছে?

সারে অভিযোগ ছেড়ে এবার কাজের কথায় এলেন। তিনি বললেন, লর্ড কার্ডিনাল। রাজার আদেশ—আপনার বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা জারী হোক, যাতে আপনার সমস্ত ধনদৌলত, আপনার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

নরফোক বললেন, আর আপনি যে রাজকীয় সীলমোহর হাতে সঁপে দিতে চাননি একথা আমরা রাজাকে জানাব। এবার আমরা বিদায় হই।

বিদ্রুপভরে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে সভাসদেরা একে একে চলে গেলেন। উলসী শুধু একা। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন।

বিদায়! বিদায় আমার মহান মর্যাদা! এই তো মানুষের দশা।

আজ আশার কচিপাতা দেখা দেয়, কাল ফোটে ফল; দেখে মর্যাদা এসে স্তূপীকৃত

হচ্ছে। আর তৃতীয় দিবসে তুষারপাত—মৃত্যু সে আনে।

যখন মর্যাদা উত্তুঙ্গে ওঠে, তখনি তো তার পতন। মূল সে ছিঁড়ে নেয়, আর তার পতন হয়।

যেমন আমার হল।

দুর্দান্ত চালকেরা যেমন হাওয়ার বেলুনে ভর করে সাঁতরায়। আমিও তেমনি। মহত্ত্বের সাগরে কেটেছি সাঁতার; কিন্তু আমার ক্ষমতা তো অতিক্রান্ত হয়েছে। হায়রে ভাগ্য!

ক্রমওয়েল এসে প্রবেশ করল, সে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

উলসী বলে চলেছেন।

যে রাজার কৃপা পেতে চায়। সে তো হতভাগ্য রাজার কৃপায় আছে হাসি। অন্য প্রান্তে সর্বনাশ। আর সেই সর্বনাশেই তো পতন।

লুসিফারের মতো পতন।

আর তো আশা নেই।

হঠাৎ ক্রমওয়েলের দিকে দৃষ্টি পড়ল, তিনি শুধালেন।

কি খবর ক্রমওয়েল?

আমার উত্তর দেবার সাধ্য নেই, ক্রমওয়েল জানালেন।

উলসী হাসলেন, আমার দুর্ভাগ্য বিস্মিত হয়েছ ক্রমওয়েল?

মহতের পতনে তুমি বিস্মিত?

প্রভু!

আমি তো ভালই আছি ক্রমওয়েল। আমি তো সুখী। এখন নিজেকে চিনতে পেরেছি। আমার মন শান্তিতে ছেয়ে গেছে, আমার বিবেক শান্ত। রাজা আমার অস্থিরতার ব্যাধি আরোগ্য করে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন গুরুভার। এ ভারে তো গোটা নৌবাহিনী ডুবে যায়। এই যে বড় বেশি। মর্যাদা মহৎ সম্মান, এ তো গুরুভারই বটে যে মানুষ ঈশ্বরকে চায়, তার পক্ষে তো বটেই।

ক্রমওয়েল মৃদুস্বরে জানালেন, আপনি যে দুভার্গ্যকে এমনি করে গ্রহণ করেছেন, এও আমার আনন্দ।

হ্যাঁ, আমার মনে হয় গ্রহণ করেছি, আমার কি মনে হয় জানো ক্রমওয়েল। আমার ঐ দুর্বলচেতা শত্রুরা যতখানি দুভার্গ্য আমার উপরে বর্ষণ করেছে। তার চেয়েও বেশি আমি সইতে পারি। আমার আত্মায় আমি তা অনুভব করছি ক্রমওয়েল, তারপরে বাইরের কি সংবাদ?

ক্রমওয়েল জানালো, সবচেয়ে বড় খবর রাজার আপনার প্রতি ক্রোধ। আর আপনার স্থানে স্যার টমাস সুর লর্ড চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছেন।

এটা আকস্মিকই বলতে হবে, উলসী বললেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানী। তিনি যেন

রাজার অনুগ্রহ দীর্ঘদিন লাভ করেন। তার সত্যের নামে তিনি যেন ন্যায়ের দণ্ড গ্রহণ করেন এই আমার কামনা। তাঁর যেন শান্তিতে মৃত্যু হয়। অনাথ বালকের জন্য মন তাঁর যেন কাঁদে। আর কি খবর বল?

ক্রামার ফিরে এসেছেন, তিনি এখন ক্যাণ্টারবেরীর প্রধান ধর্মযাজক।

এটা একটা সংবাদ বটে।

আর সবচেয়ে শেষ সংবাদ, লেডী অ্যানবোলেনকে গোপনে বিবাহ করেছিলেন রাজা। সেই গোপন বিবাহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি আজ রাণী হিসেবে গেছেন উপাসনা মন্দিরে এখন তাঁর অভিষেকের কথায় নগর মুখর।

ঐ তো ঐ গুরুভার, ঐ গুরুভারেই তো আমার পতন, উলসী বলে উঠলেন। ক্রমওয়েল, রাজা আমাকে ছাড়িয়ে গেছেন। ঐ একটি নারীর জন্য আমি আমার সমস্ত মহিমা হারিয়েছি। আর তো আমার সে মহিমা আমি ফিরে পাব না। আমার সে মহিমার জ্যোতিতে তো উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে না আমার অনুচরদের মুখ।

যাও ক্রমওয়েল, আমাকে ছেড়ে চলে যাও! আমি পতিত মানুষ, অযোগ্য, অক্ষম, আর তো আমি তোমার প্রভু নই। রাজার অনুগ্রহ কামনা কর। ঐ যে সূর্য সে তো কখনো অস্তমিত হবে না। আমি তাঁকে বলেছি, তুমি বিশ্বাসী, তুমি সৎ।

তিনি তোমাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবেন, আমার স্মৃতি হয়তো তাঁকে সাহায্য করবে। আমি তো জানি, তিনি উদার। ক্রমওয়েল, রাজাকে অবহেলা কোরো না। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে তৈরী কর।

ক্রমওয়েল কেঁদে উঠল, প্রভু, সত্যিই কি আপনাকে ছেড়ে যেতে হবে? যাদের হৃদয় এখনো লৌহ কঠিন হয়নি, তারা তাকিয়ে দেখে যাও, দুঃখে ক্রমওয়েল তার প্রভুকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। প্রভু, আপনার কথাই আমি রাখব। আমি রাজার সেবাই করব। কিন্তু আমার প্রার্থনায় আপনারই নাম ধ্বনিত হবে।

উলসী তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললেন, ক্রমওয়েল, আমি তো আমার দুর্ভাগ্যে কাঁদিনি। কিন্তু তুমি আমাকে নারীর মতো কাঁদতে বাধ্য করেছ। এস, আমরা চোখ মুছে ফেলি। ক্রমওয়েল শোন, আমাকে যখন সবাই ভুলে যাবে, যখন সমাধি মন্দিরের শীতল মর্মর প্রস্তরের উপর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে থাকব, তখন তুমি এই শিক্ষা পাবে, সংসারে বড় হতে হলে উচ্চাকাঙ্খাকে দূরে নিক্ষেপ করবে—ঐ পাপে দেবদূতেরও পতন হয়। তাহলে মানুষ কি করে তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে। নিজেকে ভালবাসবে সবচেয়ে মুখর, তাকে শান্ত করবে। ন্যায় পথে চলবে, নির্ভিক হবে। তোমার সংকল্প হবে দেশের মঙ্গল, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য সত্যের প্রতি কর্তব্য। যদি না পার তাহলে তো তুমি নিষ্ফল হলে ক্রমওয়েল। যাও, রাজার সেবা কর।

একটু থেমে আবার বললেন আর শোনো, যত উৎসাহে আমি রাজার সেবা করেছি, তার অর্ধেক উৎসাহে যদি ঈশ্বরের সেবা করতাম, তিনি তো আজ আমাকে শত্রুর হাতে সঁপে দিতেন না।

কেঁপে উঠল কার্ডিনালের স্বরও, তিনি আবেগে কাঁপছেন।

ক্রমওয়েল বললে, প্রভু স্থির হোন!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার স্থির হলেন উলসী। বললেন আমি স্থির হব। আমার দরবারের আশা নির্মূল, এখন ঈশ্বরই আমার একমাত্র ভরসা।

উলসী মাথা নোয়ালেন, পর্দা নেমে এল।

চতুর্থ অঙ্ক

।। এক ।।

আবার সেই ওয়েস্টমিনিস্টারের এক জনবহুল পথ। আবার সেই দুজন নাগরিককে দেখা যাচ্ছে। এদের আমরা আগেও দেখেছি। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার যেখানে উপজীব্য, সেখানে সাধারণ মানুষের কি প্রতিক্রিয়া তা দেখবার জন্যই মহাকবি এদের মাঝে মাঝে আমদানী করেছেন।

জনতার স্রোত চলেছে, সেই স্রোতের মধ্যে দুজন পরিচিতের আবার দেখা হয়ে গেল।

প্রথম দ্বিতীয়কে বললে, এই যে আবার দেখা হল।

দ্বিতীয় বললেন, হ্যাঁ দেখা হয়ে ভালই হল।

প্রথম বললেন, ভাল সময়েই এসেছ। এখানে দাঁড়ালে এখুনি লেডিয়্যানের অভিষেকের শোভাযাত্রা দেখতে পাওয়া যাবে। উনি অভিষেকের শোভাযাত্রা দেখতে পাবেন। উনি অভিষেকের পরে এই পথ দিয়েই ফিরবেন।

গতবারে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন বার্কিংহাম বিচারালয় থেকে ফিরছিলেন।

হ্যাঁ, তা ঠিক! কিন্তু তখন ছিল দুঃখ, এখন তো আনন্দ।

তা বটে! আজকের দিনের এই উৎসবে নাগরিকেরা নিশ্চয়ই আনন্দিত।

হ্যাঁ, আনন্দ বলে আনন্দ। এমন আনন্দ বহুদিন দেখা যায়নি।

কিন্তু রাণী ক্যাথেরিনের খবর কি? তাঁর কি দশা?

তাও বলতে পারি, প্রথম বললে। ক্যান্টবেরী প্রধান ধর্ম যাজক এক সভা ডেকেছিলেন পাদ্রীদের। তার সেই সভা বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় দিয়েছেন। রাণী ক্যাথেরিন এখন রাজকুমারদের বিধবা পত্নী, রাজা হেনরির ভ্রাতৃবধু, রাণী নন।

হায় অভাগী! দ্বিতীয়া বলে উঠল।

এমন সময় বাদ্যযন্ত্র শোনা গেল।

দ্বিতীয় বললে, ঐ রাণী আসছেন।

বাদ্যধ্বনি নেপথ্যে বাজছে, প্রথমও দ্বিতীয় জনতার সঙ্গে মিছিলের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা বলাবলি করছে নানা কথা। একজন বললে, রাণী অ্যানের অভিষেকের সমারোহের কথা। আর একজন জানালে, বিশপ ক্রামারের পদোন্নতির

কথা। টমাস ক্রমওয়েলেরও ভাগ্যের উন্নতি হয়েছে সে কথাও জানলাম। সবাই উলসীকে ভুলে গেছে, তার প্রতি কারো সমবেদনা নেই। তুমুল উল্লাসের কলরবে কে ভাবে হতভাগ্যদের কথা।

বাদ্যধ্বনি এগিয়ে আসতে আসতে মোড় ঘুরল।

একজন বলে উঠল, এবার দরবারের দিকে চলেছে মিছিল, এই পথে চল।

সবাই চলে গেল, দৃশ্যেরও পরিবর্তন হল।

।। দুই ।।

কিম্বোলিয়ানে আছেন হতগৌরব রাণী ক্যাথেরিন। তাঁর সঙ্গে আছে অনুচরীরা। তাদের নাম গ্রিফিত আর পেশেন্স।

রাণী আজ কেমন আছেন? গ্রিফিত শুধালে।

রাণী অসুস্থা, শয্যায় শুয়ে আছেন। তিনি বললেন, গ্রিফিত, আমি মৃত্যুর পথে চলেছি। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার কাছে বোস। তুমি না আমাকে কার্ডিনাল উলসীর মৃত্যুর কথা জানিয়েছো?

হ্যাঁ ঠাকুরাণী, গ্রিফিত বললেন, কিন্তু আপনি অসুস্থ বলে কান দেননি।

বল, কি করে তাঁর মৃত্যু হল?

লোকে বলে ইয়র্কে নর্দামবারল্যাণ্ডের আর্ল তাঁকে গ্রেফতার করেন। তাঁকে নিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

হায়রে অভাগ্য! রাণী ক্যাথেরিন বলে উঠলেন।

গ্রিফিথ বলে চলল, লিষ্টারে এলেন অতি কষ্টে। এসে মঠে আশ্রয় নিলেন। সেখানে মঠের অধ্যক্ষ তাঁকে সসম্মানে আশ্রয় দিলেন। উলসী সেখানকার মঠাধ্যক্ষকে বললেন, এই মঠাধ্যক্ষ, আমি বৃদ্ধ। রাজকীয় ঝড়ে আমি ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন। তোমাদের কাছে আমি আমার শেষ অস্থি ক'খানা নিয়ে বিশ্রাম করতে এসেছি। আমাকে দয়া কর।

এই বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। রোগ বাড়তে লাগল। তিন রাত পরে আটটার সময় তিনি নিজে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, তখনি তাঁর মৃত্যু হবে। ঠিক সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হল।

তিনি যখন অনুতাপে দগ্ধ, সারাক্ষণ প্রার্থনা করছেন, কাঁদছেন তারপর তিনি শান্তির কোলে ঢলে পড়লেন।

আহা, শান্তিলাভ করুন কার্ডিনাল। রাণী বলে উঠলেন। তিনি ছিলেন লোভী, তিনি রাজপদ অভিলাষী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মতই ছিল আইন। তিনি চাটুকারীতার আশ্রয়ও নিতেন। যাকে ধ্বংস করবেন তাঁর জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র অনুকম্পা ছিল না। তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু একাজে তিনি কিছুই করতেন না। তিনি ছিলেন ধর্মযাজক হিসেবে অযোগ্য।

গ্রিফিথ বললে, মানুষের কু-কাজ তো পিতলের ফলকে খোদাই হয়ে থাকে। কিন্তু

তাঁর সৎ কাজ যেন জলে লিখন। আপনার তাঁর কু-কাজের কথা বলছেন, আমি এবার তাঁর সৎগুণের কথা বলব।

বল! আমি তো ঈর্ষান্বিত।

ঐ কার্ডিনালের নীচকুলে জন্ম হয়েছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন জ্ঞানী। তিনি বুদ্ধিমানও কম ছিলেন না। তাঁর মত মিষ্টিভাষী খুব কমই ছিল। যাঁরা তাকে পছন্দ করে না, তিনি ছিলেন তাঁদের প্রতি নিষ্ঠুর, কিন্তু যাদের তিনি ভালোবাসতেন তাদের প্রতি তিনি ছিলেন গ্রীষ্মের মতোই মধুর। তিনি অকাতরে তাদের দান করতেন। তিনি ইনস্উইচ আর অক্সফোর্ডের সৃষ্টিকর্তা, একটি তো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তো অমর হয়ে থাকবে। তাঁর সৃষ্ট জগত তাঁর কথা বলবে।

ক্যাথেরিন বললেন, গ্রিফিথ, আমার মৃত্যুর পর তোমার মতো কাহিনীকারকেই তো আমি চাই, আমার ভাষণকেই তুমি সম্মানিত করবে। গ্রিফিথ, বাদ্য বাজাতে বল। আমার এই বিষাদকে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনিতে পরিণত কর। আমি বসে বসে ধ্যান করি ঈশ্বরের।

বাদ্য বেজে উঠল। আর সেই বাদ্যে করুণ সুর বেজে উঠল, রাণী সেই বাদ্য ধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

গ্রিফিথ রাণীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, উনি ঘুমিয়ে গেছেন। সে অপর অনুচরীকে ডেকে বললে, আমরা এখন চুপ করে থাকব, শব্দ হলে উনি জেগে উঠবেন।

নিস্তব্ধ চারিদিক। অনুচরীরা নীরব। ক্যাথেরিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন।

সাদা আঙরাখা পরা দুজন দীর্ঘদেহ সৌমকান্তি পুরুষ এসে প্রবেশ করলেন। তাদের মুখে সোনালী মুখোস, হাতে ফুলের মালা। প্রথম এসে নাচলেন তার সম্মুখে। তারপর তারা সবাই নাচতে লাগলেন, নাচতে নাচতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ক্যাথেরিনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ক্যাথেরিন জেগে উঠে বললেন, শান্তির আত্মা তোমরা কোথায় গেলে? সবাই কি চলে গেলে? আর এই অভাগীকে রেখে গেলে দুঃখের মধ্যে?

আমরা তো এখানেই আছি, গ্রিফিথ বললে।

ক্যাথেরিন বললেন, আমি তো তোমাকে ডাকিনি? আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম কাউকে ঢুকতে দেখনি?

না, বিস্মিত হয়ে বললে গ্রিফিথ, না না, কাউকে তো দেখিনি?

দেখনি? ঐ দেখ, ওঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। ওদের মুখে দেখনি দীপ্তি? যে দীপ্তি সহস্র ধারায় আমার ওপর বর্ষিত হল। যেন সে সূর্যেরই দীপ্তি। আমাকে চিরন্তন সুখের সন্ধান দিয়ে গেল। ওঁরা মালা নিয়ে এসেছিলেন, সেই মালার তো আমি যোগ্য নই।

আপনার ঐ সুখস্বপ্নের জন্য আমি সুখী।

কিন্তু ঐ বাদ্য তো চলবে না। থামা, থামা! ও তো কর্কশ, ও তো গুরুভার চাপিয়ে দেয়।

পেশেন্স গ্রিফিথকে বললে, দেখছো, রাণী কেমন বদলে গেছেন? মুখ শীর্ণ, ম্লান—চোখ দুটি দেখ!

ক্যাথেরিনের দিকে তাকালো গ্রিফিথ, সে মৃদুস্বরে বললে, ওঁর অন্তিমকাল উপস্থিত।

আহা, ঈশ্বর ওঁকে শান্তি দিন।

এমন সময় একজন দূত ব্যস্ত হয়ে এসে প্রবেশ করল। সে রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে বলে, আমি যদি অপরাধ করে থাকি ক্ষমা করুন। রাজার কাছ থেকে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

তাঁকে নিয়ে এস গ্রিফিথ! রাণী আদেশ দিলেন।

ক্যাম্পিয়াসকে নিয়ে এসে প্রবেশ করলে গ্রিফিথ।

রাণী ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি আমার দৃষ্টি আমাকে বিভ্রান্ত না করে থাকে, তাহলে আপনাকে আমি চিনেছি, আপনি আমার সম্রাট ভাতার দূত, আপনার নাম ক্যাম্পিয়াস।

ক্যাম্পিয়াস অভিবাদন করে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

আমি ক্যাম্পিয়াস, আপনার দাস।

আপনি কি চান? রাণী শুধালেন।

প্রথমে চাই আপনার সেবক হতে, তারপর আছে রাজার অনুরোধ—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। তিনি আপনাকে সান্ত্বনার বাণী পাঠিয়েছেন।

কিন্তু, রাণী ক্ষীণস্বরে বললেন, সে বাণী তো বড় দেরী করে এল! এ যেন প্রাণদণ্ড হয়ে যাবার পরে এল মুক্তির আদেশ। ঐ বাণী যদি আগে আসত, আমি বোধ হয় আরোগ্য হতাম। কিন্তু এখন তো সান্ত্বনার অতীত। শুধু এখন প্রার্থনারই সময়।

মহারাজ কেমন আছেন?

তিনি কুশলে আছেন। ক্যাম্পিয়াস উত্তর দিলেন।

তিনি যেন চিরদিনই কুশলেই থাকেন। তাঁর যেন চির শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমি যখন কীটদের সঙ্গে বাস করব, যখন এই হতভাগিনীর নামও মুছে যাবে, তখনও যেন চির দেদীপ্যমান হয়ে থাকেন।

পেশেন্স, আমি যে চিঠি তোমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম, সে চিঠি কি পাঠিয়েছ?

না ঠাকুরণ, পেশেন্স জানালে, সে চিঠি পাঠানো হয়নি। সে ক্যাথেরিনের হাতে চিঠিখানি দিল।

ক্যাথেরিন ক্যাম্পিয়াসকে বললেন, আমার প্রভু রাজাকে এই চিঠিখানি আপনি দেবেন—এই আমার প্রার্থনা। এই চিঠিতে আমাদের ভালোবাসায় যার জন্ম সেই

কন্যার কথা বলেছি। তাঁর উপরে আশীর্বাদ যেন স্বর্গের শিশিরের মতো ঝরে পড়ে। তাঁকে যেন তিনি ধার্মিকভাবেই পালন করেন। তার অল্প বয়স, স্বভাবটি উদার, সে শিক্ষার যোগ্য। আর তার মার জন্যই তাঁকে একটু ভালোও বাসেন, মার এই দাবি ভালোবাসার দাবি—তার মা যে রাজাকে কত ভালোবাসতেন তা ঈশ্বরই জানেন। তার পরেও আমার ভিক্ষা আছে। আমার এই হতভাগ্য সহচরীদের উপর তিনি যেন কৃপা করেন, তারা তো সঙ্গী ছিল সুখে দুঃখে। তাদের যেন যোগ্য অভিজাত পাত্রে তিনি সম্প্রদান করেন। তাদের যাঁরা পতি হবেন, তাঁরা সুখীই হবেন। তারপরে আমার অনুচরদের কথা। তারা গরীব। কিন্তু দারিদ্র্য তাদের আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে নি। তাদের যেন বেতন দেওয়া হয়; তারা যেন আমাকে মনে রাখে। ঈশ্বর যদি আমাকে দীর্ঘ জীবন দান করতেন, আমার যদি সঙ্গতি থাকত, তাহলে আজ ওদের কাছ থেকে তো এভাবে বিদায় নিতে হত না। ক্যাম্পিয়াস, আপনি এই গরীব বেচারাদের বন্ধু হবেন, এই আমার অনুরোধ। রাজাকে বলবেন, তিনি যেন আমার অনুরোধ রাখেন।

ক্যাম্পিয়াস জানালেন, তিনি রাণীর কথা রাখবেন

রাণী ক্যাম্পিয়াসকে ধন্যবাদ দিলেন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কথা তার ফুরায় না। তিনি আবার বললেন।

রাজাকে বলবেন আমার কথা। বলবেন তাঁর বিরক্তির কারণ তো চলে গেল। আমি মৃত্যুর মুখে তাঁকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি। আমার দৃষ্টিশক্তি তো নিষ্প্রভ হয়ে এল। বিদায় ক্যাম্পিয়াস, বিদায় গ্রিফিথ। না, না, পেশেন্স, তোমাকে তো এখন বিদায় দেব না! আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেবে, অনুচরীদের ডেকে দেবে, আমার যখন মৃত্যু হবে, আমার সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। ফুল বিছিয়ে দেবে, সারা পৃথিবী যেন জানতে পারে আমি আমরণ ছিলাম সাধ্বী পত্নী। আমার দেহে সুগন্ধী লেপে দিয়ো, তারপরে আমাকে শুইয়ে দিয়ো শেষবারে। আমি আজ আর রাণী নই; কিন্তু তবু তো রাণীর মতোই আমার মর্যাদা। আমি তো রাজকন্যা তেমনি সমারোহেই আমাকে বিদায় দিয়ো। আর তো পারছি না। রাণী এলিয়ে পড়লেন।

রাণীকে বয়ে নিয়ে চলল অনুচরীরা। ক্যাম্পিয়াস দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে।

পঞ্চম অঙ্ক

।। এক ।।

নাটক শেষ হয়ে এল। উলসীর মৃত্যু হয়েছে, রাণী ক্যাথেরিনও মৃতা। অ্যানবোলেকে পাশে নিয়ে রাজ্য শাসন করছেন রাজা অষ্টম হেনরী। মহাকবি এখানেই হয়ত নাটক শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য জন ফ্লেচার তা চাইলেন না। তিনি এইখানে পঞ্চম অঙ্কের উদ্ভাবন করলেন, তা ছাড়া শেষকালে

অ্যানবোলেনের কন্যা এলিজাবেথকেও দেখতে হবে। কেননা মহিমাময়ী এলিজাবেথ রাণীর পৃষ্ঠপোষিকা—পালিকা। হয় তো মহাকবিও তাই চেয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন ফ্রেচার।

আমরা পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখছি দরবারে ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া। সেই আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে রাজার প্রিয় পাত্র ক্রামারের বিরুদ্ধে। রাজপ্রাসাদে এসেছেন উইনচেষ্টারের বিশপ গার্ডিনার তাঁর সঙ্গে টমাস লোভেলের দেখা হয়ে গেল।

টমাস লোভেলকে দেখে বিশপ গার্ডিনার শুধালেন, এত দেরী হল যে?

লোভেল পাল্টা শুধালেন, আপনি কি রাজার সঙ্গে দেখা করে এলেন?

হ্যাঁ, সাফোকের ডিউক এখন সেখানে আছেন। আমাকে আবার যেতে হবে, আচ্ছা আসি।

সেকি লোভেল, ব্যাপার কি? আপনি এত ব্যস্ত কেন? যদি কোন ক্ষতি না হয় আপনি বলুন, এ ব্যস্ততার কারণ কি?

লোভেল বললেন, বিশপ, আপনাকে আমি ভালবাসি, তাই আপনার কানে কানে বলছি, রাণীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেছে, এবং সবাই বলছে তাঁর মৃত্যু হবে।

গার্ডিনার বললেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফলটিও যাক। এই আমাদের কামনা।

লোভেল বললেন, আমাদেরও সায় দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাণী বড় ভাল, তিনি আমাদের শুভ কামনাই পাবার উপযুক্ত।

কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলি, বিশপ বললেন, যে পর্যন্ত না ক্রামার আর ক্রমওয়েল তাঁরা দুজন কবরে না শোবেন, আমাদের ভালোই নেই।

লোভেল বললেন, আপনি রাজ্যের দুজন প্রধানের নাম উল্লেখ করছেন। ক্রমওয়েল এখন রাজার সহকারী। আর ক্রামার প্রধান বিশপ ওরা রাজার হাত আর জিভ, ওঁদের বিরুদ্ধে কে কি বলবে? কার অতখানি সাহস?

গার্ডিনার মাথা নেড়ে বললেন, সাহস আছে বৈকি! এই তো আমারই সাহস আছে। ওরা তো বিধর্মী, ওদের সমূলে উৎপাটিত করাই আমাদের কর্তব্য। শুভরাত্রি বন্ধু, এবার আসি!

গার্ডিনার তাঁর ভৃত্যকে নিয়ে চলে গেলেন। অন্য দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন রাজা ও সাফোকের ডিউক।

আজ আর খেলব না, রাজা বলতে বলতে ঢুকলেন। আজ আমার খেলায় মন নেই। আজ তোমার কাছে আমি পরাজিত।

কিন্তু আমি তো আর কখনো আপনার কাছে জিতি নি। সাফোক উত্তর দিলেন।

কখনো জিতবেও না, রাজা এবার লোভেলকে দেখতে পেয়ে শুধালেন। রাণীর কি খবর?

আপনার সংবাদ তাঁকে পাঠিয়েছি মহারাজ, লোভেল জানালেন।

রাণী আপনাকে তাঁর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছেন।

তাঁর জন্য প্রার্থনা? কেন, তিনি কি যন্ত্রণায় অধীর?

তাঁর অনুচরীরা তো তাই বললেন। এ যে মৃত্যু যন্ত্রণা।

আহা! রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শীঘ্রই তিনি ভারমুক্ত হোন, এই আমাদের কামনা। সাফোক বলে উঠলেন তিনি আমাদের মহারাজকে একটি উত্তরাধিকারী প্রদান করুন।

চার্লস, রাত দ্বিপ্রহর। রাজা বললেন, যাও শুয়ে পড়গে। তোমার প্রার্থনায় যেন আমাদের রাণীর কথা থাকে।

সাফোক উত্তর দিলেন, আপনার শুভরাত্রি কামনা করি মহারাজ! আমাদের রাণীর জন্যে আমি প্রার্থনা করব।

সাফোক চলে গেলেন, আর একদিক দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন এ্যণ্টনী ডেনী।

রাজা শুধালেন, কি সংবাদ?

আপনার আদেশে প্রধান বিশপকে নিয়ে এসেছি। ডেনী উত্তর দিলেন।

কে, ক্যাণ্টারবেরী?

হ্যাঁ প্রভু।

কোথায় তিনি? তাঁকে নিয়ে এস।

ডেনী চলে গেলেন, কিছুক্ষণ পরেই ক্রামারকে নিয়ে এসে প্রবেশ করলেন।

রাজা লোভেল আর ডেনীকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

ক্রামার রাজার দিকে তাকিয়েছিলেন, তিনি আপন মনে ভাবছেন। আমি ভীত—কেন অমন ভ্রূকুটি করছেন রাজা? তাহলে সংবাদ শুভ নয়?

রাজা ক্রামারকে শুধালেন, কেমন আছেন বিশপ? আপনি কি জানতে চান কেন আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি?

ক্রামার হাঁটু গেঁড়ে বসলেন, আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় থাকাই তো আমার কর্তব্য প্রভু!

চলুন, আমরা চলতে চলতে কথা বলি। রাজা বললেন, আপনাকে অনেক কথা বলব। হাতে হাত দিন। আপনার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আমি শুনেছি। তাই আমিও আমার পরিষদ এই আদেশ দিয়েছেন। আপনাকে ভোরবেলা আমাদের সম্মুখে হাজির হতে হবে। আপনার জবাব আমরা চাই।

আমিও তাই চাইছিলাম, ক্রামার বললেন। আমিও চাই আমার যা ত্রুটি বিচ্যুতি সব চেপে থাক, আমার স্বরূপ প্রকাশিত হোক। জানি, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ মুখর হয়ে উঠেছে, আমি তো হতভাগ্য মানুষ।

হাতে হাত দিন ক্যাণ্টরবেরী। রাজা হাত বাড়িয়ে দিলেন। আপনি কেমন মানুষ? আপনি তো আমার কাছে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে কোন আর্জি পেশ করলেন না?

আমি আমার সত্য আর সততার উপর নির্ভর করে আছি। ক্রামার বললেন, যদি তা নিষ্ফল হয়, আমি আমার শত্রুদের সঙ্গে এক হয়েই আমার নিজের উপর আপতিত হয়। আমি তো আমার অভিযোগকারীদের ভয় পাইনে।

আপনি জানেন না, রাজা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আপনার কি অবস্থা? আপনার বহু শত্রু, আপনার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে ঈর্ষা। আপনি যদি চান তো এক উত্তুঙ্গ পর্বতকে আশ্রয় করতে পারেন, আপনার নিজের ধ্বংস নিজেই আনতে পারেন।

ক্রামার জানালেন, ঈশ্বর এবং রাজা আমাকে রক্ষা করবেন। আমি তো নিষ্পাপ, তা যদি না করে, আমি ফাঁদে ধরা পড়ব। ফাঁদ তো আমার জন্য পাতা।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা হাসলেন, সবলে এসে দাঁড়ান আপনার অভিযোগকারীদের সম্মুখে, আপনি তাদের অভিযোগের উত্তর দিন। আপনাকে আমি পরামর্শ দেব, কি করতে হবে? আমি যা বলব, তাই করবেন।

ক্রামার চলে গেলেন, এমন সময় অন্তঃপুরিকা এক বৃদ্ধা এসে প্রবেশ করল।

রাজা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি কি সংবাদ? রাণী কি প্রসব করেছেন? পুত্রসন্তান তো?

হ্যাঁ, এক সুন্দর পুত্রসন্তান। বৃদ্ধা জানালে, না, না, এক কন্যা। কিন্তু কি সুন্দর! তারপরে তো পুত্রের প্রতিশ্রুতি দেবেন রাণীমা। রাণীমা আপনার দর্শন চাইলেন, আপনি এই আগন্তুককে এসে দেখুন।

লোভেল, রাজা ডাকলেন।

লোভেল অন্তরালেই ছিলেন, বেরিয়ে এলেন।

মহারাজ।

এই বৃদ্ধাকে একশত মুদ্রা দাও, আমি রাণীর কাছে যাচ্ছি।

রাজা চলে গেলেন।

না, না, আমি একশো টাকার চেয়ে বেশি পাব—আমি এখুনি সময় থাকতে থাকতে আরো বেশি আদায় করব।

এই বলে বৃদ্ধা চলে গেল।

।। দুই ।।

সভাগৃহের প্রবেশ পথে ক্রামার এসে প্রবেশ করলেন।

ক্রামার অভিযোগের উত্তর দিতেই এসেছেন। তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করবেন।

তিনি আপন মনে বললেন, আমার নিশ্চয়ই বেশি দেরী হয়নি?

আমাকে যে লোকটি খবর দিতে এসেছিল, তাড়াতাড়ি করতেই বললে, এর মানে কি? ওখানে কে?

রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে, তিনি রক্ষীর কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে তুমি নিশ্চয়ই

চেনো?

রক্ষী জানালে। প্রভু, আমি তো আপনাকে কোনো সাহায্যই করতে পারব না। আপনার যখন ডাক পড়বে, তখনি আপনি ভিতরে ঢুকতে পারবেন।

এমন সময় ডাক্তার বাট্‌সকে দেখা গেল।

ডাক্তার আপনমনে বলতে বলতে ঢুকলেন, এ ঈর্ষারই ব্যাপার রাজা শীঘ্রই তা বুঝতে পারবেন।

তিনি চলে গেলেন।

ক্রামার তাঁর কথা শুনে বললেন, বাট্‌স রাজবৈদ্য, আমার দিকে তাকিয়ে তিনি চলে গেলেন। তিনি কি আমার অপমানের কথা শুনেছেন। দেখা যাক, কি হয়। আমাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে।

এমন সময় রাজা আর বাট্‌সকে একটি জানালায় দেখা গেল। ও কি বাট্‌স? রাজা শুধালেন।

মহারাজ। ও দৃশ্য তো আপনি বহুবার দেখেছেন।

ক্যাণ্টারবেরী কোথায়? রাজা চারিদিকে তাকিয়ে শুধালেন।

উনি তো রক্ষীর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই কি ওরা পরস্পরকে সম্মান দেখাচ্ছে? রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে শুধালেন, ওদের উপরে যে বিধানদাতা একজন আছেন, এও মঙ্গল। ওদের তো ভদ্রতা থাকাও উচিত ছিল। ওদের অনুমতি প্রার্থী হয়ে প্রধান ধর্মযাজক অপেক্ষা করছেন দরজায়—এ তো যেন পুলিন্দাহীন ডাকের দশা। আমি মেরীমাতার দোহাই পেড়ে বলতে পারি, এ শঠতা। তুমি পর্দা ফেলে দাও বৈদ্য। আমরা অন্তরালে থেকে শুনতে পাব ওদের কথা।

।। তিন ।।

সভাগৃহ। টেবিল, চেয়ার, টুল সাজানো হল। এবার লর্ড চ্যান্সেলার এসে প্রবেশ করলেন। তিনি টেবিলের বাঁদিকে গিয়ে বসলেন, তাঁর পাশেই ক্যাণ্টরবেরীর শূন্য আসন সাফোক, নরফোক, সারে, লর্ড চেম্বারলেন, গার্ডিনার এবার এসে দুপাশে নিজেদের আসনে বসলেন। ক্রমওয়েল সেক্রেটারী হিসাবে একপাশে আসন নিলেন। রক্ষী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। চ্যান্সেলার ক্রমওয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন, সম্পাদক, আপনি এবার কাজ শুরু করুন। আমরা কেন আজ এই সভায় সমবেত সেকথা জানিয়ে দিন।

ক্যাণ্টরবেরীর বিচারের ব্যাপারে আমরা সমবেত। সেক্রেটারী ক্রমওয়েল জানালেন।

তিনি কি একথা জানেন? গার্ডিনার শুধালেন।

হ্যাঁ, ক্রমওয়েল উত্তর দিলেন।

নরফোক শুধালেন, বাইরে কে অপেক্ষা করছে?

আমাদের প্রধান বিশপ, রক্ষী অভিবাদন করে জানালে। উনি প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করছেন।

তাঁকে আসতে দাও।

রক্ষী নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি এখন আসুন।

ক্রামার ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করে টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন।

চ্যান্সেলার তাঁকে আসতে দেখে বলে উঠলেন, আমার পাশের আসন শূন্য, এতে আমি দুঃখিত। আমরা এখানে সবাই পাপ করতে পারি। দেবদূত এখানে কেউ নেই। আপনি আমাদের পাপ থেকে রক্ষার উপায় বলে দেবেন, কিন্তু আপনি সে কতর্ব্য না করে এক ভয়াবহ মতামত পোষণ করছেন। সে তো ধর্মদ্বেষ। আজ যদি তাকে বাধা দেওয়া না হয় সে তো আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

আমরা যদি আজ আপনাদের বাৎসল্য করুণার দুর্দশা ভোগ করি। গার্ডিনার বললেন, সে তো সংক্রামক রোগের মত আমাদের পেয়ে বসবে। তাহলে এই সমাজদেহের স্বাস্থ্য তো চলে যাবে, কি হবে তখন? শুধু কলরব তাণ্ডব, সারা রাজ্য পাপে পরিপূর্ণ হবে। পূর্বে আমাদের প্রতিবেশী জার্মানী তো এরই জন্য আমাদের প্রতি করুণায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

ক্রামার ধীর স্বরে বললেন, মহামান্য প্রধানগণ, আমার জীবন এবং কাজে আমি এই কথাই চিরদিন ভেবেছি, আমি সকলের মঙ্গলকামি হব। আমি সেই মতোই কাজ করেছি। আমি আপনাদের কাছে এই প্রার্থনাই করি, আমার অভিযোগীরা আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ান। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করুন।

না, তা হয় না, সাফোক বললেন। আপনি নিজে পরিষদের সদস্য, আপনাকে কারো অভিযুক্ত করার সাহস হবে না, এ পদের মর্যাদা তো ঐখানে।

আমাদের কাছে আরো কাজ আছে। গার্ডিনার বললেন, তাই আপনার ব্যাপারে আমরা সংক্ষেপেই সারব। লর্ড চ্যান্সেলার এবং আমাদের নিজেদের অভিপ্রায় আপনাকে আমরা টাওয়ারের রক্ষীদের হাতে সঁপে দেব, সেখানে আপনার পদমর্যাদা অন্তর্হিত হবে। আপনি সামান্য ব্যক্তি হিসেবে অভিযুক্ত হবেন। তখন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ বোধ হয় আরো তীব্র হয়ে উঠবে।

আপনাকে ধন্যবাদ, ক্রামার বলে উঠলেন। আপনি চিরদিনই আমার বন্ধু। আপনি হয়ত আমার বিচারক, জুরীও হবেন—আপনি যে দয়ালু হবেন তা আমি জানি। উচ্চাকাঙ্খার চেয়ে প্রেম আর নিঃস্বার্থতাই তো পাদ্রীকে শোভা পায়। ধর্মযাজক তো বিভ্রান্ত আত্মাকে আবার জয় করে নেয়, কাউকেই দূরে নিক্ষেপ করেন না। আমি নিজেকে নিষ্পাপ বলে প্রমাণ করব। আমি আরো বলতে পারতাম, কিন্তু আমি ধর্মযাজক বলেই নীরব হলাম।

গার্ডিনার চিৎকার করে উঠলেন, আপনি দুর্বল, আপনার যাজকত্বের পালিসের

নীচে আপনার দুর্বলতা আমরা লক্ষ্য করছি।

উইনচেষ্টারের ধর্মযাজক গার্ডিনারের দিকে তাকিয়ে ক্রামার বললেন, মানুষ যতই দোষ করুক, তারা যা ছিল তার জন্য তাদের বোঝা চাপানো তো নিষ্ঠুরতা।

আপনি নতুন সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। গার্ডিনারের তীব্র স্বর ঝরে পড়ল, আপনি প্রকৃতিস্থ নন ক্যাণ্টারবেরী?

প্রকৃতিস্থ নই? ক্রামার বিস্মিত।

না, প্রকৃতিস্থ নন।

আপনি যদি সৎ হতেন, ক্রামার বললেন, মানুষেরা আপনাকে প্রার্থনা জানাতে ভয় পেত না।

এই ভাষা আমার মনে থাকবে।

আপনার জীবনের কথাও মনে রাখবেন।

লর্ড চ্যান্সেলার এই বিতর্কে বাধা দিয়ে বললেন, আপনাদের লজ্জিত হয়ে নীরব হওয়াই উচিত।

আমি নীরব হলাম, গার্ডিনার বললেন।

আপনার সম্পর্কে আমাদের এই সিদ্ধান্তই স্থির রইল, লর্ড চ্যান্সেলার বললেন। আপনাকে অবিলম্বে টাওয়ারে প্রেরণ করা হবে বন্দীরূপে—রাজার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনি সেখানে থাকবেন।

সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা রাজী তো?

সকলেই সমর্থন জানালেন লর্ড চ্যান্সেলারকে।

তাহলে কি কেউ দয়া করবে না? দয়ার কি কোনো পন্থাই নেই? ক্রামার কম্পিত স্বরে বলে উঠলেন, আমাকে কি বন্দী রূপে টাওয়ারেই যেতে হবে?

তাছাড়া আর উপায় কি? আপনি বিপজ্জনক শত্রু। রক্ষীরা প্রস্তুত হও—গার্ডিনার বলে উঠলেন।

রক্ষী প্রবেশ করল।

আমার জন্য? ক্রামার চিৎকার করে উঠলেন। তবে কি আমি বিশ্বাসঘাতকের মতোই টাওয়ারে যাব?

রক্ষী গার্ডিনার আদেশ দিলেন, ওকে বন্দী কর। ওকে টাওয়ারে নিয়ে যাও।

ধীরে ক্রামার বললেন, ধীরে বিশপ। আমার এই অঙ্গুরীয় দেখছেন, এই অঙ্গুরীয়বলে আমি এই নিষ্ঠুর বিচারকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব—আমার বিচারক রাজার হাতে আমি নিজেকে সমর্পন করলাম।

চ্যান্সেলার বিস্মিত হয়ে বললেন, এ যে রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়?

হ্যাঁ, নকল নয়, জাল নয়, ক্রামারের স্বরে বিদ্রুপ।

সাফোকও চিনেছেন, তিনি বলে উঠলেন, এবার বিপদ আমাদেরই উপর আপতিত হবে।

আপনাদের কি মনে হয়, এই এক তুচ্ছ বিশপের জন্য রাজা একটা আঙ্গুলও তুলবে না। নরফোক বলে উঠলেন।

নিশ্চয়। লর্ড চ্যান্সেলার জানালেন, এর থেকে নিষ্কৃতি পেলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব।

হ্যাঁ, তোমরা আগুন জ্বেলেছে, ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়েছ। ক্রামার হেসে উঠলেন, এবার সেই আগুনে তোমরাই পুড়বে।

এমন সময় রাজা এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখে ভ্রূকুটি। তিনি এসে তাঁর নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন।

গার্ডিনার রাজার স্তুতি শুরু করলেন। আমরা নিত্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, তিনি আমাদের এহেন রাজাকে দিয়েছেন। তিনি শুধু প্রজার হিতকামী আর জ্ঞানীই নন, ধার্মিকও বটে। গীর্জাকে তিনি তাঁর অসম্মানের অংশীদার করেছেন। তিনিই আজ এই মহাপাপীর বিচার করবেন।

আমি তো এই তোষামোদ শুনতে আসিনি বিশপ, রাজা বললেন, আর ঐ তোষামোদে পাপ তো চাপা পড়বে না। আমি জানি তোমরা স্নানিয়েল কুকুরের মতোই নিষ্ঠুর।

ক্রামারের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি সাধু। আপনি বসুন।

তিনি জনগণের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার আমি দেখতে চাই কে এমন মদগর্বী আছে, যে তার জিহ্বা দিয়ে অভিযোগ উচ্চারণ করতে চায়?

সাফোক বললেন, মহারাজ!

না, না, বাধা দিলেন রাজা অষ্টম হেনরী। আমি ভাবতাম আমার পরিষদে জ্ঞানী আছেন। কিন্তু এখন দেখছি তা নেই, এই যে সৎ মানুষটি এর এই সৎ অভিধানযোগ্য তোমরা কেউ নও। আমি তোমাদের উপর ক্রামারের বিচারের ভার দিয়েছি, কিন্তু আমি তো সামান্য সহিসের মতো তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে বলিনি।

লর্ড চ্যান্সেলার বললেন, ওঁকে আমরা বন্দী করবার আদেশ দিয়েছিলাম ওর বিচারের জন্য। আমরা ঈর্ষায় প্রণোদিত হয়ে এ আদেশ দিইনি।

হ্যাঁ, রাজা মাথা নেড়ে বললেন, তাঁকে সম্মান করুন। তাঁর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করুন। তিনি তো তার যোগ্য। আমি ক্রামার সম্পর্কে এই কথাই বলতে পারি। আপনারা তাঁকে আলিঙ্গন করুন। ক্যান্টরবেরী, আমার একটা প্রার্থনা আছে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। একটি সুন্দরী কুমারী আছেন। তাঁর এখনো জন্ম সংস্কার হয়নি। আপনি হবেন তাঁর ধর্মপিতা, আপনিই তার শুভাশুভের ভার নেবেন।

ক্রামার অভিভূত; তিনি বললেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা রাজাও এ সম্মানে গৌরব বোধ করতেন। আমি তো দরিদ্র প্রজা, আমি এর যোগ্য হব কি করে?

আসুন আপনার সঙ্গী পাবেন বৃদ্ধা নরফোকের ডাচেস আর লেডী ডায়াসেটকে। আপনি কি এ সংবাদে সুখী হলেন? রাজা হেনরী এই কথা বলে গার্ডিনারের দিকে

তাকালেন।

উইনচেষ্টার, আমি আপনাকে আবার অনুরোধ করছি। এই মানুষটিকে ভালোবাসুন, আলিঙ্গন করুন।

গার্ডিনার আলিঙ্গন করলেন ক্রামারকে, রাজা খুশী হলেন। তারপর ক্রামারকে নিয়ে চলে গেলেন।

।। চার ।।

রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে দৃশ্য উঠল।

একজন দারোয়ান ও তার সঙ্গে তার সহকারীকে দেখা গেল।

ওরে, দারোয়ান বললে গোলমাল থামাতে। দরবার কি পরীর বাগান? চুপ, চুপ!

এমন সময় নেপথ্যে একজন বললে, ওগো দারোয়ান মশাইগো, আমি ভাঁড়ারের লোক গো। এসেছি গো, তুমি ফাঁসিকাঠের লোক গো, যাও ফাঁসিকাঠ বোলগে। দারোয়ান খেঁকিয়ে উঠল।

সহকারী বললে, কর্তা একটু শান্ত হোন। ওদের তাড়িয়ে দিতে হলে এখন তোপ চাই।

তাহলে ওরা ঢুকে হল্লা করুক?

এমন সময় লর্ড চেম্বারলেন এসে প্রবেশ করলেন। তিনিও ভিড় দেখে এসেছেন। বললেন, প্রতি মুহূর্তেই ভিড় বাড়ছে। যেন এখানে আমরা মেলা বসিয়েছি। কোথায় গেল দারোয়ান পাজীগুলো? এই যে তোমরা তো মস্ত কাজের লোক। পরে মহিলারা ফিরবেন, তাঁদের জন্য নিশ্চয়ই জায়গা হবে—কি বল।

দারোয়ান বললে, হুজুর আমরা মানুষ, একালে ফৌজ যা করতে না পারে, আমরা তাই করছি। আমরা এতক্ষণ ভিড় ঠেকিয়ে রেখেছি।

রাজা যদি এর জন্য আমাকে দোষেন, তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে পেড়ে ফেলাব। তোমাদের জরিমানা করব। যতসব কুড়ের দল, কাজের সময় এখানে বসে লম্বা চওড়া গল্প ফাঁদছ—ঐ শোন।

নেপথ্যে ভেরী বেজে উঠল।

লর্ড চ্যান্সেলার আবার বলে উঠলেন, ঐ শোন! ওঁরা উপাসনা মন্দির থেকে ফিরছেন অনুষ্ঠান শেষে। যাও, ভিড় সরিয়ে ওদের ঢোকার পথ করে দাও।

আমরা রাজকুমারীর আসার পথ করে দেব হুজুর, দারোয়ান বললে।

তারা এবার চলে গেল, লর্ড চেম্বারলেনও ব্যস্ত হয়ে অন্যদিক দিয়ে প্রস্থান করলেন। ভেরীর আওয়াজ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে, আর জনতার হর্ষধ্বনি।

।। পাঁচ ।।

রাজপ্রাসাদ।

ভেরী বাজাছে, ঘন জনতার উল্লাস দুজন অল্ডারম্যানকে দেখা গেল। এঁরা দুই

পৌরপ্রধান। তারপরে এলেন মেয়র বা সেবা পৌর প্রধান, তারপরে নরফোক আর সাফোকের ডিউক, তাঁদের পেছনে অভিজাত সম্প্রদায়। দুটি অভিজাতের হাতে এক বিরাট পরুত, তাতে নবজাতার উপহারের সামগ্রী। এবার চারজন অভিজাত একটি চাঁদোয়া ধরে আসছেন। সেই চাঁদোয়ার তলায় নরফোকের ডাচেস, সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। শিশুর অঙ্গে মহামূল্যে পরিচ্ছেদ, একজন অভিজাত মহিলা তার জোব্বার লুণ্ঠিত প্রান্ত ধরে আছেন। তাঁদের পরে ওরচেস্টারের মার্সিনেসকে দেখা গেল। ইনিও নরফোকের বৃদ্ধা ডাচেসের মতোই আর একজন ধর্মমাতা। তারপরে অভিজাত মহিলাগণকে দেখলেন। তারপরে সেনাদল।

ঘোষণাকারীর স্বর এবার ঝরে পড়ল।

ঈশ্বর, আপনার অসীম দয়া, আপনি ইংল্যাণ্ডের মহান রাজকুমারী এলিজাবেথকে দীর্ঘ মঙ্গলময় জীবন দান করুন।

আবার বাদ্য বেজে উঠল, এবার রাজা রক্ষীসহ প্রবেশ করলেন। ক্রামার রাজার সম্মুখে এসে নতজানু হয়ে বললেন—মহারাজ, আমরা রাজকুমারীর কল্যাণে প্রার্থনা করছি। ধর্মযাজক প্রধান আপনাকে ধন্যবাদ।

কি নাম হল রাজকুমারীর?

এলিজাবেথ, ক্রামার উত্তর দিলেন।

রাজা শিশুকে চুম্বন করে বললেন, এই চুম্বনে তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর রাজকুমারী। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তাঁর হাতেই তোমার জীবন আমি সঁপে দিলাম।

শান্তি! শান্তি! স্বস্তিবচন আওড়ালেন ক্রামার।

আমরা মুক্ত হস্ত হয়েছি, এর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ! এই রাজকুমারীও ইংরেজ। ইনিও মুক্তহস্ত হবেন। রাজা বললেন।

ক্রামার উত্তর দিলেন, আমি কটু বাক্য বলছি বলে কেউ কিছু মনে করবেন না। এই রাজকুমারীকে স্বর্গের জ্যোতি যেন ঘিরে আছে। এঁর রাজত্বে স্বর্গের শত সহস্র আশীর্বাদ ঝরে পড়বে। রাণী সবার চেয়েও উনি গুণবতী হবেন। তিনি সত্যে পালিত হবেন। পবিত্র যাঁরা তাঁরাই তাঁকে পরামর্শ দেবেন। তিনি ভালোবাসা যেমন পাবেন, তেমনি ভীতির কারণও হবেন। শত্রুরা কম্পমান হবে তাঁর প্রতাপে। তাঁর রাজত্বে মানুষ সুখে থাকবে, যা সে নিজের ক্ষেতে বুনবে, তাতেই তার চলে যাবে। সবাই মিলে তারা গাইবে শান্তির গান। ঈশ্বরের স্বরূপ তখনি প্রকাশিত হবে। মানুষ শিখবে তার মর্যাদাবোধ। তিনি যেদিন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হবেন, সেদিনেও ইংল্যাণ্ডের এই শান্তি ধ্বংস হবে না। তাঁর ঐ ভস্মরাশি থেকে আর এক উত্তরাধিকারী দেখা দেবেন, তিনিও হবেন তাঁরই মতো মহান। ঈশ্বর এই মেঘময় অন্ধকার থেকে যখন তাঁকে ডেকে নেবেন, তখন তাঁর উত্তরাধিকারী নক্ষত্রের মতো শোভা পাবেন। তাঁর মহান নাম ছড়িয়ে পড়বে। শান্তি, সমৃদ্ধি, প্রেম, সত্য হবে এই সদ্যজাত শিশুর ভূষণ। আর

সেই ভূষণ হবে তাঁর উত্তরাধিকারীরও, তাঁরা নতুন জাতি গড়বেন। পর্বতের দেবদারু গাছের মত শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেবেন—আমাদের সন্তানগণ তা দেখবে, আনন্দে হর্ষধ্বনি করবে।

ধর্মযাজক প্রধান, আপনি যে অপূর্ব কাহিনী বললেন।

রাজা বিস্মিত, আনন্দে নন্দিত।

ক্রামার বলে চললেন, তিনি হবেন ইংল্যাণ্ডের সুখ-শান্তির জন্যই বৃদ্ধা। বহুদিন তিনি বাঁচবেন, প্রতিদিনই তিনি মহান কার্য করবেন। তাঁর যখন মৃত্যু হবে সারা পৃথিবী তার জন্য শোক পালন করবে।

রাজা বলে উঠলেন, ধর্মযাজক প্রধান, আপনি আমাকে আবার সজীব করে তুললেন। আমি তো এই শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে জীবনে কিছুই পাইনি। আজ এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে আনন্দ হল। আমি যখন স্বর্গে চলে যাব, তখন এই শিশুর কার্যকলাপ দেখাই আমার ইচ্ছা হবে, আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেব। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ! আপনাদের উপস্থিতিতে আমি মহাসম্মানিত। অভিজাতমণ্ডলী, আপনারা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন, আমরা আমাদের রাণীকে দেখতে যাব। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের ধন্যবাদ দেবেন, নচেৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কাজ আর কাজ নাকি! আমাদের এই শিশুই আজ পবিত্র দিন, অবসরের দিন এনে দিয়েছে।

সবাই চলে গেলেন।

উপসংহার

আবার সূত্রধরকে দেখা গেল। তিনি এসে বললেন, আমি দশ টাকায় এক টাকা বাজী রাখতে পারি, এই পালা আপনাদের খুশী করতে পারে নি। আপনারা কেউ কেউ আরাম করতেই এখানে এসেছেন। হয়তো দু-একটি অঙ্ক ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ভয় হবে ভেরীর নিনাদে হয়তে তাঁদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। একথা স্পষ্ট যে তারা বলবেন এ নাটক কিছুই হয়নি। অন্যরা আবার নিন্দা শুনে তারিফও করবেন, বলবেন চমক আছে নাটকের সংলাপে। আমরা কিন্তু দুটোর একটার দায়-দায়িত্ব নেব না। আমরা এই নাটকে একটি ধর্মশীলা সুশীলা নারীর প্রথম বিকাশ দেখাচ্ছি মাত্র। যদি আমাদের দর্শক এতে সন্তুষ্ট হন, তাহলে বলব আমরা তাঁদের সহানুভূতি পেয়ে ধন্য হয়েছি। কারণ, তাঁদের সহধর্মিনীরা যখন তাঁদের হাততালি দিতে বলবেন, তখন তাঁরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তাহলে তো তা ভাল দেখাবে না।

সূত্রধর এই বলে সকলকে অভিবাদন করে চলে গেলেন।

দ্য মেরি ওয়াইভস অব উইণ্ডসর

বিচারপতি স্যালো বৈঠকখানায় বসে আইনসংক্রান্ত বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। এমন সময় গ্রাম্য যাজক স্যার হিউ ইভান্স এবং গ্রাম্য যুবক শ্লেণ্ডার কথা বলতে বলতে প্রবেশ করলেন।

স্যালো মুচকি হেসে তাদের বসতে অনুরোধ করলে স্যার হিউ ইভান্স এবং শ্লেণ্ডার তাঁর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে চেয়ার টেনে বসলেন।

বিচারপতি স্যালো আগন্তুকদের দুঃখ সব কিছু শুনে মুচকি হেসে বললেন, স্যার জন ফলস্টাফ কিন্তু মোটেই সঙ্গত কাজ করেন নি।

আগন্তুকরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালে স্যালো বলে চললেন, মোটেই একাজ করা তাঁর উচিত হয় নি। স্যার জন ফলস্টাফ যত শক্তিধরই হন, যদি একা একশও হয়ে থাকেন তবু তার পক্ষে স্যার রবার্ট স্যালোকে এমন করে অপমান করা মোটেই সঙ্গত হয়নি।

স্যার হিউ ইভান্স বললেন, এখন কি করা উচিত?

উচিত একটাই, বিচারসভা ডাকতে হবে।

শ্লেণ্ডার একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, দেখছি গ্লস্টারের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

স্যার হিউ ইভান্স বললেন, আমারও তাই ইচ্ছা।

বিচারপতি স্যালো গম্ভীর মুখে বললেন, শুনুন মশাই, অমি যদি যুবক হতাম, আজ যদি সে বয়স আমার থাকত তবে আর আদালতের অপেক্ষায় অবশ্যই বসে থাকতাম না।

শ্লেণ্ডার মুখের দিকে তাকালে বিচারপতি স্যালো পুনরায় বলে চলেন হ্যাঁ—হ্যাঁ, আদালতের অপেক্ষায় বসে না থেকে তরবারির মাধ্যমেই অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়তাম। মুহূর্তে সব মীমাংসা হয়ে যেত মশাই।

স্যার ইভান্স বললেন, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।

মতলব? কিসের মতলব? স্যালো বললেন, বলুন তো শুনি কোন্ মতলব আপনার মাথায় খেলছে?

মতলবটা হচ্ছে জর্জ পেজ-এর একটা মেয়ে আছে, আশা করি শুনে থাকবেন।

শ্লেণ্ডার বললেন, তার নাম অ্যানি পেজড, ঠিক কিনা?

হ্যাঁ ঠিকই। অ্যানি পেজড তার নাম। পরমা সুন্দরী। যাকে বলা চলে একেবারে ডানাকাটা পরী। এবার বিচারপতি স্যালোকে বলে, আপনি চাইলে মেয়েটাকে দেখিয়ে

দিতে পারি। এক নজর দেখলে চোখ ফেরানো সম্ভব নয়।

বিচারপতি স্যালো বললেন, ফলস্টাফ এখন তাঁর বাড়িতেই আশ্রিত নাকি?

হ্যাঁ, তারই আশ্রয়ে আছেন।

বিচারপতি স্যালো স্যার ইভান্স-এর প্রস্তাব শুনে গম্ভীর মুখে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর বিচারপতি স্যালো স্যার ইভান্স-এর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, জর্জ পেজ-এর মেয়েকে আমি একবার স্বচক্ষে দেখবো।

এবার স্যার ইভান্স বিচারপতি স্যালো এবং স্লেণ্ডারকে সঙ্গে করে নিয়ে জর্জ-এর বাড়ির দরজায় উপস্থিত হলেন।

জর্জ পেজ সবাইকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসতে দিয়ে বললেন, আপনারা কি মিঃ ফলস্টাফ-এর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন?

স্যার ইভান্স বললেন, হ্যাঁ, একবারটি যদি তাকে অনুগ্রহ করে আমাদের কথা বলেন—

স্যার ইভান্স-এর কথা শেষ হবার আগেই জর্জ পেজ বলে উঠলেন, তিনি বাড়িতেই আছেন। আমি এখনি ডেকে দিচ্ছি। আপনারা ধৈর্য্য ধরে বসুন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গৃহকর্তা বাড়ির ভিতর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফলস্টাফ তাঁর ভৃত্য বার্ডলফ পিস্তল ও সহচর নাইসকে নিয়ে বৈঠকখানায় এলে স্যালো বললেন, আমার বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিলেন। শুধু তাই নয় বাড়ির লোকজনদের বেদম মারধোর করেছেন।

ফলস্টাফ চোখে মুখে অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে বললেন, অস্বীকার করার উপায় নেই। ঘটনা সত্যি।

কেবলমাত্র বাড়ির লোকদের মারধোর করে ক্ষান্ত হননি, আমার হরিণটাকেও মেরে ফেলেছেন।

বিদ্রূপের স্বরে ফলস্টাফ এবার বললেন, আর যা-ই করি না কেন, আপনার দারোয়ানের মেয়েটাকে তো আর চুম্বন করিনি মশাই।

স্লেণ্ডার বললেন, আপনার ঐ আহাম্মক চাকরগুলোর কীর্তি জানেন কি?

কেন? করেছে কি?

কি করেনি তাই বলুন মশাই। শয়তানগুলো আমাকে সরাইখানায় নিয়ে গেছে। তারপর আমাকে জোর করে মদ গিলিয়েছে। মত্ত অবস্থায় সর্বস্ব নিয়ে গেছে।

সব কিছু শুনে গ্রাম্য যাজক ইভান্স বললেন, ঠিক আছে, আমার ডায়েরীতে সব টুকে নিচ্ছি। পরে যা হয় বিচার করে কিছু একটা করে নেয়া যাবে'খন।

এমন সময় মিসেস ফোর্ড এবং মিসেস পেজ সেখানে উপস্থিত হলে স্যার জন ফলস্টাফ মিসেস ফোর্ডকে দেখে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে ওঠেন, মিসেস

ফোর্ড, কী সৌভাগ্য আমার! আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় কী যে খুশী হয়েছি তা আর বলবার নয়।

জর্জ পেজ স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি অতিথিদের অভ্যর্থনা করে ভিতরের ঘরে নিয়ে যাও। আর অতিথিদের সম্মানার্থে আজ আমার বাড়িতে ভোজসভার আয়োজন কর। হরিণের মাংস দিয়ে সবাইকে আপ্যায়ণ কর। যান, আপনারা দয়া করে ভিতরের ঘরে গিয়ে বসুন।

ইভান্স, স্যালো আর স্লেণ্ডার বাদে সবাই ভেতরে চলে গেলে পেজ-এর মেয়ে কুমারী অ্যানী এসে বললেন, আপনারা ভেতরে গেলেন না যে? চলুন, বাবা অপেক্ষা করছেন।

স্যালো আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, ওগো রূপসী তন্বী যুবতী, তোমার জন্যই। একমাত্র তোমার জন্যেই আমার আবার হৃত যৌবন ফিরে পেতে ইচ্ছে করছে। আহা! সেটা যদি সম্ভব হত।

ইভান্স, স্যালো আর স্লেণ্ডার হাসিমুখে অ্যানি পেজ-এর সঙ্গে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন।

এদিকে স্যার জন ফলস্টাফ মিসেস ফোর্ড-এর সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলায় মেতেছেন। তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে সাধমত সুন্দর করে দুটো প্রেমপত্র লিখে ফেললেন তাদের দুজনের নামে। পত্র দুটো আবেগের সঙ্গে বারকয়েক পড়ে বললেন, হ্যাঁ, মনের মতই হয়েছে বটে, ঠিক যেমনটি লিখতে চেয়েছিলাম ঠিক তেমনি করেই লিখতে পেরেছি।

সদ্য লেখা পত্র দুটোকে আলাদা আলাদা দুটো খামে ভরে এক ভৃত্যকে দিয়ে গোপনে মিসেস পেজ এবং মিসেস ফোর্ড-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ভৃত্য পত্র দুটো নিয়ে চলে গেলে স্যার জন ফলস্টাফ আপন মনে বলতে লাগলেন, মিসেস ফোর্ডকে বঁড়শীতে গাঁথতেই হবে। যে করেই হোক ডাঙায় তুলতেই হবে। প্রেমের খেলাটা জমিয়ে না তুলতে পারলে সব বৃথা হয়ে যাবে। আমি কি তার জন্যে কিছু কম করেছি নাকি? এমনকি টুপি চুরি করে তাঁকে উপহার দিয়েছি। তবেই না তিনি এখন আমার প্রতি অনুরক্তা।

এতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে স্যার জন ফলস্টাফ-এর সহচর নাইস সবকিছু দেখছিল। এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, কি ব্যাপার, নোঙর দেখছি মাটির অনেক গভীরে ঢুকে গেছে।

শুনুন, আমি মিসেস পেজ আর মিসেস ফোর্ড উভয়কেই চিঠি লিখে পাঠিয়েছি।

সে তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম।

মিসেস ফোর্ড তো আছেনই। মিসেস পেজও কিন্তু কম যান না।

আমার দেহের প্রতি তাঁর কাম পিপাসা আমার সর্বাঙ্গে কালনাগিনীর জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তবে আমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য টাকা, দুজনের কাছ থেকেই মোটা টাকা

হাতিয়ে নেওয়াই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

এদিকে স্যার জন ফলস্টাফ-এর সহচর নাইস এবং পিস্তল ঠিক করে রেখেছে। তাঁর গোপন পত্র পরিকল্পনার কথা পেজ-এর কানে তুলে দেবেন। সম্ভব হলে তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিটা পত্রবাহকের হাত থেকে কৌশলে আদায় করে পেজ-এর হাতে তুলে দেবেন।

তারা এই আলোচনা করার সময় নাইস বলেছিল এ গোপন প্রেমের ব্যাপারটা আমি মিঃ পেজকে জানিয়ে দেব।

পিস্তল বলেছিল ঠিক আছে। আমিও তবে মিঃ ফোর্ড-এর কানে কথাটা তুলব। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে গ্রাম্য যাজক ইভান্স ডাক্তার কেয়াস-এর বাড়িতে স্লেণ্ডার ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ডাক্তার কেয়াস-এর পরিচারিকা কুইকলি মিঃ পেজ-এর মেয়ে অ্যানি পেজ-এর পরিচিত। মাঝে মধ্যে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হয়। স্লেণ্ডার সম্পর্কে অ্যানি পেজ কি মনোভাব পোষণ করেন এটা তাকে আগে জানতে হবে।

ডাক্তার কেয়াস-এর পরিচারিকা কুইকলি স্লেণ্ডার-এর ভৃত্যের মুখে সবকিছু শুনে কয়েক মিনিট নীরবে ভেবে বললেন তোমার মনিবকে বোলো, তাঁর হয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমার উপর সম্পূর্ণ আস্থা তিনি রাখতে পারেন।

এদিকে ডাক্তার কেয়াসও কিন্তু অ্যানি পেজ-এর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। কিন্তু অ্যানি তাকে দুচোখে দেখতে পারে না।

অ্যানি পেজ এখন মক্ষীরাণী প্রেমিক কেন্দ্রবিন্দু। তার রূপের জালে কতজন যে জড়িয়ে পড়েছে সে খবর অ্যানি পেজ নিজেও জানে না।

এদিকে আবার ফেলটন নামে এক যুবক কুইকলি-র পিছনে ঘুর ঘুর করছে। কুইকলি-র পিছনে ঘুরলেও তারও লক্ষ্য অ্যানি পেজ-এর একটু চপল চাহনি। দুটো প্রেমের কথা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা। তাই তো সে কুইকলির পিছু নিয়েছে অ্যানি পেজ এর সঙ্গে একটিবারের জন্য মোলাকাত করিয়ে দিতে।

কুইকলি আগন্তুক যুবকের কথা ধৈর্য্য ধরে শুনে একটু মুচকি হেসে বলল, আপনার কথাও তাঁকে বলব। দেখি, আপনার জন্য কতটুকু কি করতে পারি।

স্যার জন ফলস্টাফ ভৃত্যকে দিয়ে মিসেস পেজকে প্রেমপত্র পাঠিয়েছেন। পত্র পাওয়া মাত্র সে কালনাগিনীর মত ফোঁস করে উঠলেন। স্যার জন ফলস্টাফ-এর সঙ্গে স্বাভাবিক সৌজন্য প্রকাশ করতে গিয়ে হেসে হেসে কথা বলেছিলাম। আর সব কথার জবাব দিয়েছিলাম। আর তার বিনিময়ে ভদ্রলোকে একেবারে প্রেমপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

স্যার জন ফলস্টাফ লিখেছেন, কেন এমন কথা বলছ কেন? তোমাকে যে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এরকম প্রশ্ন উথাপন কেরো না। আমি যুবক নই। অনেক

আগেই যৌবন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে সত্য। আবার এও সত্য যে, তুমিও আজ আর অল্পবয়স্কা যুবতী নও। তাই তো আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে আমার উভয়ে সঁপে দিয়েছি। প্রেয়সী আমার, তুমিও আমাকে ভালবাস। প্রতিনিয়ত আমরা কাছাকাছি অবস্থান কর।

চিঠি পড়ে মিসেস পেজ-এর ক্ষোভ আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে মিসেস পেজ বারকয়েক ঘরময় পায়চারি করে অধোমুখে দাঁড়িয়ে থাকা স্যার জন ফলস্টাফ-এর ভৃত্যটিকে কঠোর স্বরে বললেন, লোকটা আমাদের কি ভাবেন? এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে প্রেম প্রেম খেলার সখ জন্মের মত ঘুঁচে যায়।

এমন সময় মিসেস ফোর্ড রাগে গর্জন করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর ক্রোধের কারণ স্যার জন ফলস্টাফ তাঁকেও ঠিক একই ভাষায় একটি প্রেমপত্র পাঠিয়েছেন।

পরিস্থিতি ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে দেখে স্যার জন ফলস্টাফ ভৃত্য কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে গুঁটি গুঁটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিসেস পেজ আগের মত রাগত স্বরে মিসেস ফোর্ডকে বললেন, আপনিও আমার মত ভুক্তভোগী—অপমানিতা। অতএব ভেবে-চিন্তে একটা অস্ত্র বের করুন তো, নচ্ছারটিকে যাতে সেই অস্ত্রে চিট করা যায়।

মিসেস ফোর্ড গম্ভীর স্বরে বললেন, আমিও ভাবছি নচ্ছারটিকে গোড়াতেই একটু শাসন না করলে তার সাহস দিন দিনই বেড়ে যাবে।

শুধুমাত্র আমাদের দুজনকেই নয়। এরকম প্রেমপত্র লোকটি নির্ঘাৎ হাজার হাজার বিলিয়েছেন, বর্তমানেও বিলোচ্ছেন।

কী শয়তান, লক্ষ্য করেছেন? নামের জায়গা ফাঁকা, কিছুই লেখেন নি। যাকে বলে ঘাঘু শয়তান।

ছিঃ—ছিঃ! এরকম চিঠি আমার স্বামী মিঃ ফোর্ড-এর হাতে পড়লে কী কেলেঙ্কারী হবে বলুন তো?

আমারও তো একই চিন্তা। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই মিসেস পেজ ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠলেন, এই রে! আপনার আর আমার উভয়ের স্বামীই বাড়ির দিকেই আসছেন। চলুন, আমরা সেই কোণার ঘরে যাই। তাঁদের দূরে সরে গিয়ে নচ্ছার নাইটটির কথা আলোচনা করি গে।

তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে অন্য একটা দরজা দিয়ে ফোর্ড আর পেজ পিস্তল আর নাইসকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

পিস্তল ফোর্ডকে লক্ষ্য করে বললেন, আর বলবেন না মশাই, স্যার জন ফলস্টাফ যা শুরু করেছেন তা ভদ্রসমাজে মুখ ফুটে বলা যায় না। বয়সের বাছবিচার নেই। নয় থেকে নব্বই যাকে পাচ্ছেন দুহাতে প্রেমপত্র বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। আপনার স্ত্রীর

ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকবেন, সর্বদা চোখ-কান খোলা রাখবেন। নইলে কিন্তু একেবারে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

পিস্তল বিদায় নিলে নাইস এবার সক্রীয় হলেন। তিনি মিঃ পেজ-এর দিকে সামান্য সরে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন, স্যার জন ফলস্টাফকে আপনি কতটুকু চেনেন জানি না। আমি বলে রাখছি মশাই, আপনার স্ত্রী সম্বন্ধেও একটু সতর্ক থাকবেন। হতচ্ছাড়াটি কিন্তু আপনার স্ত্রীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করেছেন। একটু ফাঁক ফোকর পেলেই কেলেঙ্কারী করে ছাড়বে, বলে গেলাম।

পিস্তল ও নাইস বিদায় নিলে মিসেস ফোর্ড ও মিসেস পেজ আবার বৈঠকখানায় ফিরে এলেন।

মিঃ ফোর্ড বললেন, মিঃ পেজ বলতে পারেন শয়তান নাইট মশাইয়ের দেখা কোথায় পাওয়া যেতে পারে? তিনি কি এখন মিঃ গার্টার-এর সরাইখানায় সশরীরে অবস্থান করছেন? এখন কোথায় গেলে শয়তানটির.......

শুনেছি সরাইখানাতেই আছেন। শুনুন মিঃ ফোর্ড, আমার সাফ কথা, নচ্ছাড়টা যদি আমার স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ান তবে তাঁর পিছনে আমার স্ত্রীকেই লেলিয়ে দেব। গালাগালির চোটে একেবারে ভূত ছাড়িয়ে দেবে।

দেখুন মশাই, আমার স্ত্রীর ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে। খুবই সত্য, তবু আমি চাই না যে, ঐ শয়তানটির মুখোমুখি হোক। অন্য পথে তাঁকে উচিত শিক্ষা দেব মনস্থ করেছি।

মিঃ ফোর্ড এবং মিঃ পেজ যখন স্যার জন ফলস্টাফকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে পরস্পরের মধে শলাপরামর্শে লিপ্ত ঠিক তখনই সেখানে এলেন সরাইখানার মিঃ গার্টার।

মিঃ ফোর্ড এবং মিঃ পেজ কেউই স্যার জন ফলস্টাফ সম্বন্ধে কোনরকম কটুক্তি করলেন না।

পরমুহূর্তেই রীতিমত হাঁপাতে হাঁপাতে গ্রাম্য স্যালো সেখানে এসে একটু দম নিয়ে মিঃ ফোর্ড ও মিঃ পেজকে বললেন, আজ ডাক্তার কেয়াস আর ফাদার হিউ দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হবেন।

এদিকে গার্টার-এর সরাইখানায় একটি ছোট্ট কক্ষে স্যার জন ফলস্টাফ আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছেন।

এমন সময় ডাক্তার কেয়াস-এর পরিচারিকা কুইকলি এসে বলল, মিসেস ফোর্ড আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার চিঠি পেয়ে তিনি যারপরনাই খুশি হয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কুইকলি স্যার জন ফলস্টাফ-এর হাসিমাখা মুখ দেখে আরও বলে, আর একটা কথা, তিনি যেজন্য আমাকে চুপি চুপি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, আজ রাত্রি দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত তাঁর স্বামী বাড়ির বাইরে থাকবেন।

স্যার জন ফলস্টাফ কথাটা শোনামাত্র একলাফে উঠে বসে আনন্দে অভিভূত হয়ে বললেন, কি বললে, রাত্রি দশটা—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কুইকলি বলল, হ্যাঁ, রাত্রি দশটা থেকে এগারোটা।

তারপর? আর কি বললেন?

আর বললেন, সে সময় আপনি গিয়ে তাঁর ছবিটা দেখে আসতে পারেন। অবশ্য আপনি যদি উৎসাহী হন। এবার কৃত্রিম চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে সুন্দরী ভদ্রমহিলা বড়ই মর্মযন্ত্রনার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। আসলে তার অপদেবতা স্বামীরত্নটি বড়ই কুচক্রী। মেজাজ খুবই খিটখিটে—সব সময় তিরিক্কিভাব।

স্যার জন ফলস্টাফ-এর মুখে সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেন, রাত্রি দশটা থেকে এগারোটা—ভাল কথা, তাঁর এমন দুঃসময়ে অবশ্যই তাঁকে হতাশ করব না।

আপনার জন্য আরও একটা সুসংবাদ রয়েছে। মিসেস পেজও তো দেখছি আপনার ভাবে একেবারে বিভোর। তিনিও আপনাকে খবর দিতে বলেছেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বাড়ির বাইরে খুব বেশী থাকেন না। তবু সুযোগ ঠিকই এসে যাবে। একটু নজর টজর রাখবেন।

আনন্দে আত্মহারা স্যার জন ফলস্টাফ এবার বললেন, আমার কথা দুজনকেই বোলো। আর বোলো তাঁদের শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ পাঠিয়েছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সম্প্রতি আমাকে টাকার ধান্ধায় ঘুরতে হচ্ছে। পকেট একেবারে শূন্য। তার ওপর পাওনাদারদের তাগাদা তো আছেই।

স্যার জন ফলস্টাফ এবং কুইকলি যখন কথোপকথনে মগ্ন ঠিক সেই সময় মিঃ ফোর্ড ছদ্মবেশে ব্রুক পরিচয় দিয়ে সেখানে এলেন। স্যার জন ফলস্টাফ চোখে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে ব্রুক নামধারী মিঃ ফোর্ডকে বললেন, আপনার আগমনের কারণ জানতে পারি কি?

ছদ্মবেশী মিঃ ফোর্ড বললেন, আপনার গুণের কথা অনেকের মুখেই শুনেছি। আর আপনার মততাও নাকি অতুলনীয়। দেখুন, আমার এ টাকার থলেটা নিয়ে বড়ই সমস্যায় পড়েছি। দয়া করে যদি এটা গচ্ছিত রেখে আমাকে ভারমুক্ত করেন, তবে বড়ই উপকার হয়। আর একটা কথা, এ শহরে মিঃ ফোর্ড নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক। তাঁর জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেছি, বহু মূল্যবান উপহারও দিয়েছি বহুবার। পরিতাপের বিষয় তিনি প্রতিদানস্বরূপ কোনদিনই আমাকে কিছু দেননি।

আপনার প্রেমিকার কাছ থেকে পরিতৃপ্তির কোন ইঙ্গিত কোনদিন পেয়েছেন কি? ফলস্টাফ জিজ্ঞাসা করলেন।

তিলমাত্রও না মশাই। কেবল বলে আমি তোমারই, কিন্তু তলে তলে আবার কা[illegible] অনুরক্ত হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। আপনি তার সঙ্গে প্রেমের

অভিনয় করে সে জায়গা থেকে তার মনকে সরিয়ে এনে দিতে পারলে বড়ই উপকার হয়। তবে এসব টাকাকড়ি সবই আপনার হয়ে যাবে। পারবেন?

গলা নামিয়ে স্যার জন ফলস্টাফ এবার বললেন দেখলেন মশাই, কারো কাছে আবার আবেগের বশে কথাটা বলে ফেলবেন না যেন?

কথা দিচ্ছি, কাকপক্ষীও টের পাবে না। কিন্তু কথাটা কি?

আজ রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। গোপনে দেখা করব। তাঁর স্ত্রৈণ স্বামীটি তখন বাড়িতে থাকবে না। আপনিও তখন চলে আসুন, পাকা কথা হয়ে যাবে।

ফোর্ড কোন জবাব না দিয়ে রাগে ভেতরে ভেতরে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে মনে মনে বললেন, শয়তানটা তবে আজ রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে নষ্টামী করতে যাচ্ছে? ঠিক আছে, একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলতে হবে।

এদিকে উইণ্ডসরের মাঠে ফাদার হিউ এবং ডাক্তার কেয়াস-এর লড়াই হওয়ার কথা ছিল।

কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে দর্শক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে মাঠে পৌঁছে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিলেন। তারপর ফাদার হিউ-এর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও ফাদার হিউ এলেন না।

এদিকে স্লেণ্ডার, স্যালো এবং সরাইখানার মালিক লড়াইয়ের খবর পেয়ে সেখানে এসে ফাদার হিউকে অনুপস্থিত দেখে তাঁরাও হতাশ কম হলেন না।

তাঁরা হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরার সময় ডাক্তার কেয়াস-এর সঙ্গে দেখা করে বললেন, সাবাস ডাক্তার কেয়াস! সাবাস!

সরাইখানার মালিক বললেন, আপনার কব্জির জোর দেখতে এসেছিলাম ডাক্তার কেয়াস। বরাত মন্দ, ফাদার হিউ, না আসায় বিষণ্ণ মনেই ফিরে যেতে হচ্ছে।

ডাক্তার কেয়াস বাঘের মত গর্জে উঠে বললেন, শয়তানটাকে একবার বাগে পেলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম। জানেন মশাই, শয়তানটা আমার কন্যা অ্যানিকে কি সব বাজে বাজে কথা বলেছে। শুনলে আপনাদেরও রক্ত টগবগ করে ফুটবে। আর আমি তার বাপ, আমার তো—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সরাইখানার মালিক বলে উঠলেন, আপনি ফাঁকা মাঠে তর্জন গর্জন করছেন মশাই। আর ওদিকে আপনার কন্যা অ্যানির সঙ্গে ওই মোড়ের ধারের একটা বাড়িতে আপনার সে শয়তানটা ভোজ খাচ্ছে।

শয়তানটাকে আমি জ্যান্ত কবর দেব, আমার অ্যানি-র সঙ্গে প্রেম করবে। এমন শিক্ষা দেব যাতে জীবনে আর কোনদিন কোনো মেয়ের দিকে না তাকাতে পারে। এই কথা বলে ডাক্তার কেয়াস অ্যানি-র খোঁজে ছুটলেন।

এদিকে মিসস পেজ সদর রাস্তা ধরে হাঁটছেন। তার সঙ্গে স্যার জন ফলস্টাফ-

এর বালক ভৃত্য রবিন রয়েছে। এই সময় পথে মিঃ ফোর্ড-এর সঙ্গে দেখা।

মিঃ ফোর্ড বললেন, কি ব্যাপার? এমন হন্তদন্ত হয়ে চললেন কোথায়?

আপনাদের বাড়িতেই যাচ্ছি। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবারটি দেখা করব।

তা বেশ তো। কিন্তু এমন হন্তদন্ত হয়ে! কি ব্যাপার বলুন তো?

খুব দরকার, দেরী হয়ে যাচ্ছে, কিছু মনে করবেন না, চলি। বলতে বলতে মিসেস পেজ এগিয়ে গেলেন।

মিঃ ফোর্ড আপন মনে বলতে লাগলেন, যা রটে তার কিছু নয়, দেখছি পুরোটাই বটে। প্রেম-প্রেম খেলা তবে সত্যই জমে উঠেছে। আজ, হ্যাঁ, আজই আমার স্ত্রীকে আমি ধরছি। আর মিসস পেজ? তাঁর সতীত্বের মুখোশটাও আমি খুলে যদি না দিতে পারি তবে আমার নাম—

কথাটা শেষ করার আগেই মিঃ ফোর্ড দেখলেন কেয়াস, স্যালো, স্লেণ্ডার ও সরাইখানার মালিক আসছে।

তাদের দেখে মিঃ ফোর্ড বলে উঠলেন, আমি আপনাদের কথা মনে মনে ভাবছিলাম। আমার বাড়ি চলুন, দেখবেন সেখানে অনাবিল আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে চলেছে।

স্লেণ্ডার বললেন, আমাকে মাফ করবেন, আমি আপনাদের সঙ্গ দান করতে পারলে ভালই হত, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাকে এখনই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আজ আমার অ্যানি পেজ-এর সঙ্গে নৈশভোজ খাবার কথা।

কেয়াস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হায় ঈশ্বর! অ্যানি পেজ তো আমাকেই ভালবাসে। কুইকলি বহুবার একথা আমাকে বলেছে।

মিঃ ফোর্ড বললেন, আপনারা ইচ্ছা করলে আমার বাড়িতে আসতে পারেন। কথা দিচ্ছি এক ভয়ঙ্কর শয়তানকে সেখানে দেখতে পাবেন।

শয়তান দেখার আগ্রহে সবাই মিঃ ফোর্ড-এর সঙ্গে তাঁর বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

এদিকে মিসেস পেজ মিঃ ফোর্ড-এর বাড়িতে পৌঁছালে মিসেস ফোর্ড তাঁকে বসতে দিয়ে বাইরে গিয়ে সব পরিচারিকাদের ডেকে এক জায়গায় জড়ো করে বললেন, ঐদিকে সবাই তাকা।

উঠোনের একপাশে কতকগুলি খালি ঝুড়ি পড়ে থাকতে দেখে পরিচারিকাদের একজন সবিস্ময়ে বলল, কি ব্যাপার! সবই তো খালি ঝুড়ি।

হ্যাঁ, সবই খালি, এখন সবাই নিজের নিজের কাজে চলে যাই। কান খাড়া রাখবি। আমি ডাকামাত্র ছুটে আসবি। আর আমার আদেশের অপেক্ষায় না থেকে ওগুলোকে বয়ে নিয়ে টেমসের কাদা গোলা জলে ফেলে দিয়ে আসবি, মনে থাকে যেন।

পরিচারিকাদের বিদায় দিয়ে মিসেস ফোর্ড এবার মিসেস পেজ-এর কাছে এসে সবে গল্প শুরু করেছেন ঠিক তখনই স্যার জন ফলস্টাফ-এর ভৃত্য দরজায় এসে

দাঁড়িয়ে বলল, আমার প্রভু স্যার জন ফলস্টাফ এসেছেন।

রবিন এবার মিসেস পেজকে দেখে বলে উঠল, আরে ম্যাডাম, আপনিও এখানে রয়েছেন দেখছি। কী সৌভাগ্য—

সৌভাগ্যের খবরটা আবার তোমার প্রভুর কানে তুলে দিও না যেন। আমি যে এখানেই রয়েছি ভুলেও তাঁকে বোলো না। আমি পাশের ঘরে গিয়ে বসছি।

মিসেস পেজ পাশের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে মিসেস ফোর্ড রবিনকে বললেন, কি হে! তোমার প্রভুকে ভেতরে নিয়ে এসো। দেখ দেখি, কী লজ্জার কথা। ভদ্রলোককে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ।

রবিন তাড়াতাড়ি গিয়ে স্যার জন ফলস্টাফকে নিয়ে আসে। স্যার জন ফলস্টাফ হাসিমুখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, আহা শেষ পর্যন্ত আমার অভিলাষ দেখছি সত্যিই পূর্ণ হল। তোমাকে এভাবে একা পেয়ে কী যে আনন্দ।

স্যার জন, তোমার সব কিছু আমার কাছে সুন্দরতম।

আশা করি তুমি নিজেও বুঝতে পারছ, তোমার সঙ্গে নিভৃতে মিলনের প্রত্যাশায় আমি আজও প্রাণটাকে ধরে রেখেছি।

স্যার জন তুমি যে আমার চোখে কী সুন্দর তা বলে বোঝাতে পারব না।

স্যার জন ফলস্টাফ ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকটা দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, সুন্দরী, আমি তোমাকে আমার নিজের করে পেতে চাই। তোমার স্বামী একাজে প্রধান কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিসেস ফোর্ড সচকিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালে স্যার জন ফলস্টাফ বলে চলেন, তুমি একমাত্র আমারই হয়ে থাক, তোমার স্বামীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে তোমাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ায়.....

তাঁকে কথাটা শেষ না করতে দিয়েই মিসেস ফোর্ড বলে উঠলেন, আমার মত সামান্য এক মহিলা কি আর তোমার স্ত্রী হবার যোগ্য।

কি যে বল! নিজেকে এমন নগণ্যা কেন যে ভাব সুন্দরী, ভেবে পাইনা। এমনকি ফরাসী রাজপ্রাসাদেও তোমার মত রূপসীর দেখা পাওয়া যাবে না। তোমাকে ছাড়া অন্য কারো কথা আমি ভাবতেই পারি না।

আমার কিন্তু অন্য ধারণা।

কি? সে কী কথা? অন্য ধারণা বলতে কি বুঝতে চাইছ? সচকিত হয়ে স্যার জন ফলস্টাফ বললেন।

না, মানে মিসেস পেজ-এর কথা বলছিলাম।

মিসেস পেজ? কেন, কি হয়েছে?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিসেস পেজকেই তুমি আমার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী ভালবাসো।

ধুৎ! কি যে বল সুন্দরী! তোমার সঙ্গে মিসেস পেজ-এর তুলনা। ইচ্ছে করছে

গলা ছেড়ে হাসি। মূহুর্তের জন্য ভেবে এবার বললেন, তবে হ্যাঁ, লোকে অবশ্য আমার সম্মন্ধে কুৎসা প্রচার করে, আমার নাকি ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে যাতায়াতেই বেশী উৎসাহ। অস্বীকার করবো না। এক সময় আমার একটু-আধটু এরকম দোষ ছিল বটে; তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চরিত্রের দোষ-গুণ কম বেশী বদলায়। কিন্তু ওসবকে এখন আমি খুবই ঘৃণার চোখে দেখছি।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস ফোর্ড এবার বললেন, শোন, আমি যে তোমাকে কতখানি ভালবাসি তা একদিন না একদিন তুমি উপলব্ধি করতে পারবেই। নারীর মন সব সময় সবকিছু খুলে বলতে পারে না।

এমন সময় রবিনকে দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখে মিসেস ফোর্ড বললেন, কি রে! কি ব্যাপার, কিছু বলবি?

মিসেস পেজ দরজায় অপেক্ষা করছেন, ওনাকে কি ভেতরে—

মিসেস ফোর্ড কৃত্রিম ব্যস্ত স্বরে বললেন, তাই নাকি? স্যার জন ফলস্টাফ যে এখানে রয়েছেন বলেছিস নাকি?

আমি ভাল-মন্দ কিছুই বলিনি।

স্যার জন ফলস্টাফ উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘরময় পায়চারি করতে করতে বললেন, কি যে এখন করি ছাই ভেবে পাচ্ছি না। কী সর্বনেশে কাণ্ড? মিসেস পেজ, আমি তবে আড়ালে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকি।

স্যার জন ফলস্টাফ পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকোলে মিসেস পেজ এসে স্যার জন ফলস্টাফ যাতে শুনতে পান এরকম করে কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে বললেন, কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটতে চলেছে মিসেস ফোর্ড।

কেন? হয়েছে কি?

আপনার স্বামী উইণ্ডসরের গণ্যমান্য সব লোকজন জড়ো করে বাড়ির দিকেই আসছেন।

গণ্যমান্য লোকেদের নিয়ে বাড়ির দিকে আসছেন? কারণ জানেন কিছু।

পাশ দিয়ে আসতে আসতে টুকরো টুকরো কথা যেটুকু আমার কানে এল তাতে করে মোটামুটি বুঝলাম তাঁরা এমন একজনের খোঁজে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন যে আপনার এখানেই এসেছে।

মিসেস ফোর্ড কৃত্রিম হতাশ কণ্ঠে বললেন, কী সর্বনেশে কাণ্ড! এখন উপায় কি করি! আমার এক প্রিয় বন্ধু যে আমার এখানে এসেছেন। কি করি, যা হোক কিছু বুদ্ধি তাড়াতাড়ি বের করুন। পারিবারিক শান্তি, ইজ্জত সব যে যেতে বসেছে।

এক কাজ করতে পারেন, ঐ যে বড়সড় ঝুড়িটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে কাজে লাগালে সবদিক রক্ষা হতে পারে।

বলুন, যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন মিসেস পেজ। তিনি লোকজন নিয়ে পৌঁছে গেলে—

ঐ যে বললাম, ঝুড়িতে আপনার প্রিয় ভদ্রলোকটিকে বসতে বলুন। তারপর তার ওপরে কিছু ময়লা জামা-কাপড় চাপা দিয়ে দিন।

তারপর কি করতে হবে তাড়াতাড়ি বলুন।

আপনার চাকরদের বলুন, পিছনের দরজা দিয়ে ঝুড়ি সমেত ভদ্রলোকটিকে নিয়ে বাড়ির বাইরে অন্ধকারে কোথাও লুকিয়ে রেখে আসুক।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভদ্রলোকটি একটু মোটাসোটা তার ওপর কষ্টটষ্ট করতে তেমন অভ্যাস নেই। পারবেন কি—

তার কথা শেষ হবার আগেই স্যার জন ফলস্টাফ পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, পারব, খুব পারব। আপনি পরিচারকদের ডাকুন, পিঠ আর ইজ্জত কোনরকমে ঠেকাই।

তাকে দেখেই চোখের সামনে বাঘ দেখছেন এমন ভাব করে মিসেস পেজ বললেন, আরে স্যার জন ফলস্টাফ যে! এ কী কেলেঙ্কারী আজ। আপনি এখানে যে বড়!

না, মানে—কথাটা শেষ না করেই স্যার জন ফলস্টাফ মিসেস পেজকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলেন। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, বুঝতে পারছেন না, এটা নিছকই অভিনয়। আসলে আমি আপনারই। একমাত্র আপনাকেই অন্তর দিয়ে ভালবাসি মিসেস পেজ।

তা কি আমার অজানা?

এখন আমাকে এ নরকপুরী থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করুন। এই বলে অনেক কষ্টে গুটিসুটি হয়ে ঝুড়ির মধ্যে গিয়ে বসলেন। তারপর উপরে পুরানো জামা-কাপড় চাপিয়ে পরিচারকদের ডেকে মিসেস ফোর্ড বললেন, এ ঝুড়িটাকে তাড়াতাড়ি ধোপার বাড়ি দিয়ে আয়।

পরিচারকরা ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবে এমন সময় মিঃ ফোর্ড সবাইকে নিয়ে বাড়ি ঢুকে পরিচারকদের উদ্দেশ্যে বললেন, কি ব্যাপার রে! এটা নিয়ে সবাই চললি কোথায়?

পরিচারকেরা কিছু বলার আগেই মিসেস ফোর্ড বললেন, কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে তোমারই বা কি দরকার?

সে কি কথা! আমার বাড়ি থেকে জিনিস বেরিয়ে যাচ্ছে, খোঁজ নেব না।

কী আমার সংসারী লোক রে! বলি আজকাল কি জামা-কাপড় ধোলাই, টোলাইয়ের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ নাকি! মিছিমিছি কাজের লোকগুলোকে দাঁড় করিয়ে সময় নষ্ট করা।

এবার পরিচারকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে সবাই কি দেখছিস। ধোপার বাড়িতে ঝুড়িটা পৌঁছে দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরবি। অনেক কাজ এখনও পড়ে রয়েছে। যা, দেরী করিস নে।

মিঃ ফোর্ড এবার আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা তবে কাজে লেগে যান। একেবারে চিরুনি-তল্লাসী চালাবেন। নচ্ছার শেয়ালটাকে যে করেই হোক গর্ত থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করা চাই।

মূহুর্তের মধ্যেই মিঃ ফোর্ড-এর বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সারা বাড়ি তোলপাড় করে খোঁজ করে মিসেস ফোর্ড ও মিসেস পেজ ছাড়া একটা ইঁদুরকেও খুঁজে বের করতে পারলেন না।

হতাশ মনে, ব্যজার মুখ করে সবাই বৈঠকখানায় ফিরে এলে মিঃ ফোর্ড অপরাধীর মত মুখ করে বললেন, আমি নিজের আচরণের জন্য—

মিঃ পেজ বিদ্রূপাত্মক স্বরে বললেন, মিঃ ফোর্ড, অহেতুক নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন! আমি বলছি মিসেস ফোর্ড খুবই সতী লক্ষ্মী। তাঁকে অপমান—

মিঃ ফোর্ড বললেন, আমি লজ্জিত। আপনারা অনুগ্রহ করে যদি আমাকে অতিথি সেবার সুযোগ দেন তবে বড়ই আনন্দিত হব। আজ আমরা এখানে একসঙ্গে আহার করব। আপত্তি করবেন না আশা করি।

মিঃ পেজ-এর বাড়ি।

বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মিস অ্যানি পেজ ও ফেলটন গা-ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপে মগ্ন।

ফেলটন অ্যানি পেজকে ভালবাসে। অ্যানিও তাকে ভালবাসে। তারা বিয়ে করে ঘর বাঁধতে আগ্রহী। কিন্তু মিঃ পেজ ফেলটনকে জামাই হিসাবে মেনে নিতে রাজী নন।

অ্যানি তাঁর প্রেমিককে মন-প্রাণ সঁপে দিলেও বাবার মতের বিরুদ্ধে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অ্যানি বিষণ্ণ মুখে বললেন, তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করছ না কেন?

না, আমি বুঝছি না, বুঝতে চাই-ও না।

লক্ষ্মীটি, আমাকে ভুল বুঝো না। মাথা ঠাণ্ডা করে আমার অসহায় অবস্থার কথা একবারটি বোঝাবার চেষ্টা কর।

আমাকে তুমি কি করতে বলছ?

তুমি চেষ্টা করে দেখ বাবার মন কোনক্রমে জয় করতে পার কিনা।

তোমার বাবা তো আমাকে কাছাকাছি দেখলেই একেবারে মারমুখী হয়ে ওঠেন। তবুও ঠিক আছে। আমি তোমার পরামর্শ মত কাজ করব। দেখি তোমার দুর্বাশা বাবাকে বলে কোনক্রমে যদি বাগে আনতে পারি।

ফেলটন বিদায় নিলে অ্যানি চুপিচুপি বাড়ি ঢুকলেন।

এমন সময় স্যালো আর স্লেণ্ডার মিঃ পেজ-এর বাড়ি ঢুকলেন। অ্যানি স্লেণ্ডারকে মোটেই পছন্দ করেন না। কিন্তু তাঁর বাবা-মায়ের ইচ্ছা তার হাতেই মেয়েকে তুলে দেন।

বাবা-মায়ের মন রক্ষা করতে অ্যানি বৈঠকখানায় তাদের সামনে এসে বসলে স্যালো বললেন, অ্যানি তুমি তো ভালই জান। আমার এ আত্মীয় যুবক তোমাকে খুবই ভালবাসে।

অ্যানি ম্লান হেসে বলল, মিঃ স্যালো, আপনার আত্মীয় তো নিজের কথা নিজেই বলতে পারেন। ভালবাসার কথা কখনও তৃতীয় পক্ষের মুখ থেকে শুনতে কার ভাল লাগে আপনিই বলুন?

স্যালো আবার কিছু বলতে যাবেন এমন সময় মিঃ ও মিসেস পেজ এসে উপস্থিত হলো। কুশল বিনিময় করে মিঃ পেজ বললেন, অ্যানি, তুমি স্লেণ্ডারকে পতিত্বে বরণ করে নেবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছ কি? আমার ইচ্ছা তুমি একেই ভালবাস।

অ্যানিকে নির্বাক দেখে মিঃ পেজ আবার বললেন, স্লেণ্ডার, তুমি অ্যানিকে বিয়ে করতে যখন সম্মতই আছো তখন আমরা উভয়ে একদিন বসে দিণক্ষণ ঠিক করে ফেলি। কি বল?

সে বিষয়ে আমি আর কি বলব, আপনি ভাল বুঝে যা হোক কিছু করুন।

মিঃ পেজ এবার অ্যানিকে বললেন, নিজের ভাল-মন্দ বোঝার মত যথেষ্ট বয়স তোমার হয়েছে। স্লেণ্ডারকেই যখন বরমাল্য দিয়ে পতিত্বে বরণ করে নিতে যাচ্ছ তখন আর হতচ্ছাড়া ফেলটন-এর সঙ্গে মেলামেশা করে বদনাম কুড়াতে যাচ্ছ কেন?

অ্যানি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, মা, তোমরা এমন একটা বোকার হদ্দকে নিয়ে সারাজীবন কাটাতে বলছ আমাকে!

এদিকে মিসেস ফোর্ড-এর পরিচারকরা স্যার জন ফলস্টাফকে ঝুড়ি সমেত টেমস নদীর কাদা গোলা জলে ফেলে দিয়ে মনিবের বাড়ি ফিরে এলো।

স্যার জন অতি কষ্টে, পেট ভরে কাদা জল খেয়ে ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে উঠে এলেন।

পরদিন স্যার জন ফলস্টাফ-এর কাছে গার্টার-এর সরাইখানায় কুইকলি এসে বলল, মনিব পত্নী মিসেস ফোর্ড তাকে পাঠিয়েছেন।

মিসেস ফোর্ড-এর কথা শুনে স্যার জন ফলস্টাফ ভয়ে ও রাগে গমগম করতে করত কুইকলিকে বললেন, তোমার মনিবানির কথা বলে আমার মধ্যে আর মিছে আতঙ্কের সৃষ্টি কোরো না। তোমার মনিবানির চরণে শতকোটি প্রণাম। আমার পেট এখনও কাদা জলে ঢোল হয়ে রয়েছে।

কিছু মনে করবেন না স্যার। বিচ্ছিরি সে ঘটনাটার জন্য মিসেস ফোর্ড খুবই মর্মাহত। নানাভাবে দুঃখ প্রকাশও করছেন। আসলে চাকর-বাকরগুলো যেন কানে কালা। মিসেস ফোর্ড যা বলেন, তারা এক শোনে আর এক বলে।

স্যার জন ফলস্টাফ একটু নরম হয়ে বললেন, তোর কর্ত্রী কি বলে পাঠিয়েছেন?

আজ তাঁর স্বামী মিঃ ফোর্ড বাড়ি থাকবেন না। পাখী শিকার করতে যাবেন। রাত্রি আটটা থেকে দশটার মধ্যে আপনাকে যাওয়ার জন্য অবশ্যই খুব অনুরোধ জানিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন।

তাই বুঝি?

তবে আর বলছি কি, নিশ্চয়ই আসবেন। কি আসছেন তো?

ঠিক আছে, তাকে গিয়ে বলবে রাত্রি আটটা থেকে দশটার মধ্যে আমি অবশ্যই যাচ্ছি।

কুইকলি বিদায় নিয়ে মিঃ ফোর্ড ব্রুক-এর ছদ্মবেশে সেখানে এসে বললেন, সেদিনকার ঘটনা কি ঘটেছিল বলুন তো মশাই?

সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার! লোকের কাছে আর বলবার মত নয়।

তবু কি ব্যাপার? এমন কি ঘটেছিল যে—

সেদিন আমি মিসেস ফোর্ড-এর গোপন আমন্ত্রণে রাত্রিবেলা তাদের বাড়ি যাই। দশটা থেকে এগারোটা বাড়ি খালি থাকবে বলে তিনি জানিয়েছিলেন।

আপনি সময় পার করে যান নি তো?

না, মোটেই না। তার চিঠির কথার সঙ্গে ঘটনার মিলও ছিল সত্য। সময়মত তার বাড়ি গিয়ে বাড়ি খালিই পেয়েছিলাম। যাক, সেদিন আমি গিয়ে সবে আলিঙ্গন চুম্বন সেরে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মনকে তৈরী করছিলাম। তখন বিপর্যয়—

বিপর্যয়! বিপর্যয় মানে মিঃ ফোর্ড কি বাড়ি ফিরে এলেন?

আরে একা ফিরলে তো তবু চলত। শয়তানটা শহরের দশ-বারোজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ হাজির। আমার খোঁজ করতে লাগল।

খুঁজে পেয়েছিল কি শেষ পর্যন্ত?

মিসেস পেজ বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ময়লা কাপড়-জামার ঝুড়িতে ভরে দিয়েছিলেন। অ্যাক্! সে কী দুর্গন্ধ! একে আবর্জনা ফেলার ঝুড়ি তার ওপর ময়লা ছেঁড়া কাপড়-জামা। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

ছ্যাঁঃ, ছ্যাঁঃ, ছ্যাঁঃ! এ এক বিশ্রী কাণ্ড।

আরে সে আর বলার নয়। আর এমনই বরাত এক জোড়া ময়লা মোজা আমার ঠিক নাকের কাছে আটকে গেল। নড়াচড়ার উপায় নেই। ঠেলে বমি আসতে চাইছিল, তারও উপায় নেই।

ছ্যাঁঃ! ছ্যাঁঃ! ছ্যাঁঃ! এ এক বিশ্রী কাণ্ড।

এখানেই কি শেষ নাকি? একগাদা কাপড়-জামা গায়ে-মাথায় নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে দর দর করে ঘাম পড়ছে। মুছবো যে তারও উপায় নেই। ভাবলাম, আমি বুঝি সাবানের মত গলেই গেলাম।

কী সাংঘাতিক কাণ্ড!

এ আর এমনকি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড মশাই। শেষ পর্যন্ত শুনুন। এখনই হল কি! সবে তো শুরু। কেলেঙ্কারীর হাতে খড়ি হল যবে।

আরও আছে? এরপরেও আর কি দুর্ভোগ থাকতে পারে বুঝছি না তো।

এবার চরমতম দুর্গতির কথা বলছি। চরম পরিস্থিতির মধ্যে যখন আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল ঠিক তখন নচ্ছারগুলো আমাকে সমেত ঝুড়িটাকে দিল দুম করে টেমসের কাদা গোলা জলে ছুঁড়ে ফেলে।

ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! একী অমানবিক কাণ্ড রে বাবা! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমিও নিজেকে নির্দোষ বলতে পারব না। আমিই তো আপনাকে ওখানে ভিড়িয়ে ছিলাম। ক্ষমা করে দেবেন। যাক, অনেক দুর্ভোগ ভুগেছেন। আর কোনদিন মিসেস ফোর্ড বা মিসেস পেজ ডাকলেও ওমুখো হবেন না।

স্যার জন ফলস্টাফ অধিকতর মিইয়ে গিয়ে বললেন, আপনি যেতে বারণ করছেন মশাই।

একশ'বার বারণ করছি। ওরকম ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মেয়েছেলেদের ছায়াও—

কিন্তু ভদ্রমহিলা যে আবারও আমাকে—

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই মিঃ ফোর্ড বলে উঠলেন, ডেকে পাঠিয়েছেন? কী সাঙ্ঘাতিক চরিত্রের।

এমনও হতে পারে মিসেস ফোর্ড বা মিসেস পেজ-এর কোন দোষই নেই। কাদা জলের ব্যাপারটা নচ্ছার পরিচারকগুলোর শয়তানী।

ঠিক আছে শুনি, কখন যেতে বলেছেন বলুন তো?

রাত্রি আটটা থেকে দশটার মধ্যে।

আপনি যখন ভাবছেন পরিচারকদের কারসাজির জন্যই আমার দুর্ভোগ হয়েছে তবে আর বাধা দেব না।

তাই ভাল, আমি তবে এখন যাচ্ছি। পরে একদিন মন খুলে গল্পগুজব করা যাবে।

কথা বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাধ্য হয়ে ব্রুক বেশী মিঃ ফোর্ডও তাঁর পিছন পিছন বেরোলেন।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে মিঃ ফোর্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে অন্য পথ ধরলেন।

স্যার জন ফলস্টাফ মিঃ ফোর্ড-এর বাড়ির রাস্তা ধরে লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন আটটা থেকে দশটা। এরই মধ্যে আমাকে যা হোক সেরে নিতে হবে।

এদিকে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আপন মনে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, ময়লা জামা-কাপড়ের ঝুড়িতে তবে এ নচ্ছারটাই ছিল। আমার চোখে ধুলো দিয়ে নির্বিবাদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। শয়তানটা আবার এখন আমার বাড়ি গেল। আমি কি জেগে, নাকি স্বপ্ন দেখছি! নচ্ছারটাকে আজ হাতে নাতে ধরে আচ্ছা করে রগড়ে না দিলে হচ্ছে না। ঝুড়ি তো দূরের কথা, কোন কিছুর মধ্যে ঢুকিয়েই শয়তানটাকে আজ আর পালাতে দিচ্ছি না! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।

এদিকে মিসেস ফোর্ড সব ব্যাপার খোলাখুলি চিঠিতে লিখে মিসেস পেজ-এর কাছে কুইকলিকে পাঠালেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁদের বাড়ি আসার জন্য অনুরোধ করলেন।

স্যার জন ফলস্টাফ হন্তদন্ত হয়ে মিসেস ফোর্ড-এর কাছে হাজির হয়ে তাঁকে চুম্বন করে বললেন, প্রিয়তমা, সেদিনের বিশ্রী ঘটনাটার জন্য তুমি ব্যথিত-মর্মাহত হয়েছ তাতেই আমার রাগ-দুঃখ সব গলে জল হয়ে গেছে। আমি জেনে খুশী হলাম, প্রেমের ব্যাপারে তুমি সব পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে পার।

আমার সাধ থাকলেও তোমার সঙ্গে মন খুলে একটু প্রেম করতে পারি না! তুমি বরং পাশের ঘরেই চলে যাও। আপদগুলোর কে কখন এসে পড়ে বলা মুশকিল।

কে? কার কথা বলছ প্রিয়তমা? তোমার স্বামী, মিঃ ফোর্ড-এর কথা বলছ কি?

না, তিনি দশটার আগে আর এমুখো হচ্ছেন না। সমস্যা হচ্ছে মিসেস পেজটাকে নিয়ে। হতচ্ছাড়িটা আবার দাঁত বের করে হাসতে হাসতে কখন এসে পড়বে ঠিক আছে কিছু!

স্যার জন ফলস্টাফ আতঙ্কিত হয়ে একলাফে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস পেজ বৈঠকখানায় এসে মিসেস ফোর্ডকে দেখে বললেন, আবারও সর্বনাশের চূড়ান্ত ঘটতে চলেছে দেখছি।

কেন? এমন কি ঘটল যে একেবারে সর্বনাশ মাথায় করে এলেন?

সর্বনাশ আমার নয়। আপনার কথা ভেবেই আমার আত্মা খাঁচাচাড়া হয়ে পড়ার যোগাড়।

ধানাই-পানাই রেখে ব্যাপারটা কি বলুন তো?

আপনার স্বামী মিঃ ফোর্ডকে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির দিকেই আসতে দেখলাম।

সত্যিই তো কেলেঙ্কারী ব্যাপার! তবে কি আবার তাকে ঝুড়িতেই বসাবো? কি করে যে তাঁকে রক্ষা করি। ঝুড়ি ছাড়া যে আর কোনো উপায়ও দেখছি না।

কথাটা কানে যেতেই স্যার জন ফলস্টাফ একলাফে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আতঙ্কিত মুখে বললেন, না—না, অসম্ভব। আমি আর ঝুড়িটুড়িতে বসছি না। খুব শিক্ষা হয়েছে, মরতে হলেও না। ওরে বাপরে! আমি বরং এক দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিই।

সে কী মশাই! বাড়ি থেকে বেরোবেন বলছেন কি? ফোর্ডের ভাইরা অন্ধকারে পিস্তল হাতে ঘোরাফেরা করছেন। গুলি ছুঁড়ে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবেন।

তবে? তবে কি আমি চিমনির মধ্যে ঢুকে যাব? কেউ-ই দেখতে পাবে না।

মিসেস ফোর্ড বললেন, ছ্যাঁঃ। চিমনির মধ্যে তো পশুপাখীর বিষ্ঠা আর ছাল চামড়ায় ভর্তি। উৎকট গন্ধ। তার চেয়ে বরং মেয়েছেলের ছদ্মবেশে বাইরে বেরিয়ে যান। সবদিক থেকেই নিরাপদ।

কিন্তু আমার চেহারায় মেয়েছেলের পোশাক—

আছে, দাঁড়ান এনে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি ওপরতলায় গিয়ে বুড়ি দাসীর এক মাসীর একটা ইয়া বড় গাউন এনে পরিয়ে দিলেন। মাথায় পরিয়ে দিলেন মেয়েদের টুপি।

এমন সময় রাস্তায় ফোর্ড-এর গলা শোনা গেলে মিসেস ফোর্ড ফলস্টাফকে ওপরের ঘরে চালান করে দিলেন।

এমন সময় মিঃ ফোর্ড চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকে বললেন, কই গো, গেলে কোথায়?

মিসেস ফোর্ড পাশের ঘর থেকে এসে বললেন, কি? কি হয়েছে কি? এমন চেঁচাচ্ছ কেন?

মুখে তো বল, তোমার মত সতীসাধ্বী রমণী আর দ্বিতীয় একজন নেই। আমি সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত পুরুষমানুষ। মনটা খুবই নীচু, তাই না?

তুমি সত্যি, শুধু আমাকে সন্দেহ করে আমার মনে কষ্ট দাও, নিজেও ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মর।

ফোর্ড এবার সঙ্গীদের বললেন, আপনারা খুঁজে পেতে দেখুন তো নচ্ছারটাকে একতলায় দোতলায় কোথাও পান কিনা?

মিসেস পেজকে এবার মিসেস ফোর্ড বললেন, আপনি দয়া করে ওপরের ঘর থেকে আমাদের দাসীর মাসী বুড়িটাকে নামিয়ে নিয়ে আসুন তো। মিঃ ফোর্ড ঐ ঘরে যেতে চাচ্ছেন।

কি? কি বললে? দাসীর সেই বুড়ি মাসীটা? ঐ ডাইনীটাকে আবার বাড়ীতে ঢুকতে দিয়েছ। তোমার ঐ এক রোগ। বুড়ো হাবড়া দেখলেই দয়া-মায়া একেবারে উথলে ওঠে। আসুক নেমে, মেরে ঠ্যাঙ্ খোড়া করে দেব।

মিনিট খানেকের মধ্যে মিসেস পেজ গাউন পরিহিতা স্যার জন ফলস্টাফকে বৈঠকখানায় নিয়ে এলে মিঃ ফোর্ড রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে মিসেস ফোর্ড কিছুকে বলার আগেই তার পিঠে ঘা কতক কিল বসিয়ে দিয়ে বললেন, হারামজাদী বুড়ী! ডাইনী কোথাকার! মেরে তোর ডাইনীগিরি ছুটিয়ে দেব। বেরো-বেরো বলছি আমার বাড়ি থেকে। আর কোনো দিন যদি আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় তোকে দেখি তো মেরেই ফেলব—

মিসেস ফোর্ড বলে উঠলেন, করছ কি? মেয়েছেলের গায়ে হাত। কেলেঙ্কারী ঘটাবে দেখছি।

বেশ করেছি। আমার বাড়ীতে ডাইনী! কিলিয়ে একেবারে—রাগের চোটে কথাটা শেষ করতে পারলেন না। ঘাড় ধরে বুড়ির বেশধারী স্যার জন ফলস্টাফকে বাড়ির বাইরে বার করে দিলেন।

স্যার জন ফলস্টাফ পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে অন্ধকার পথে চলতে গিয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, বাব্বা! জোর বাঁচা বেঁচে গিয়েছি। ময়লা ফেলার ঝুড়ির ঐ বোটকা গন্ধর থেকে দু'ঘা কিল খাওয়া বরং অনেক ভাল।

স্যার জন ফলস্টাফ চলে গেলে ইভান্স-এর মুখে চিন্তার ছাপ দেখে মিঃ ফোর্ড বললেন, মিঃ ইভান্স, দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি? ঘরগুলো খুঁজে—

তার কথা শেষ হবার আগেই ইভান্স চিন্তান্বিত মুখে বললেন, আমার যে কেমন কেমন মনে হল মিঃ ফোর্ড।

কেন? কোন ব্যাপারে?

আপনার দাসীর ঐ বুড়ি মাসী না কি, যাকে মারধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন, তার কথা বলছি।

কেন? ডাইনী বুড়ীকে বাড়ি ছাড়া করে দিয়েছি—

হ্যাঁ, তা যদি হয় তবে তো ঠিকই করেছেন। কিন্তু—

কিন্তু কি? এর মধ্যে আবার কিন্তুর কি আছে বুঝছি না তো।

না, মানে—আমার মনে হল তার গলাবন্ধনীর তলায় দাড়ির মত কি যে দেখলাম।

অ্যাঁঃ, বলছেন কি মশাই! দাড়ি? তবে কি নিজে হাতে সর্বনাশটা করলাম? ঐ শয়তানটা নয় তো মশাই?

মিসেস পেজ গাল টিপে টিপে হাসতে লাগলেন দেখে মিঃ পেজ বললেন, তুমি আবার মিটমিট করে হাসছ কেন?

মিসেস পেজ এবং মিসেস ফোর্ড এবার তাঁদের কাছে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলায় মিঃ ফোর্ড বেলুনের মত চিপ্‌সে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ভুল বুঝে তোমাকে সন্দেহ করাটা সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আসলে শয়তানটার কাণ্ডকারখানা আমাকে উত্তেজিতও, আমার মাথাটাকে খারাপ করে দিয়েছিল। আমার ভুল আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। এবার থেকে তুমি নিজের খেয়াল খুশীমত চলবে। কিচ্ছু বলব না আমি।

কিন্তু মিং ফোর্ড আমার তো এতে মন ভরল না।

কেন? আবার কি হল?

শয়তান ফলস্টাফকে এবার আমরা একটু হেনস্থা করি, কি বলেন?

তা মন্দ হয় না। একটু ভাল করে শিক্ষা না দিতে পারলে আমারও কেমন আক্ষেপ থেকে যাবে।

একবার বাগে পেলে খুব করে অপমান—

মিসেস ফোর্ড তাঁর কথার মাঝখানে বললেন, কিভাবে নচ্ছার ভুড়িওয়ালাটাকে ঘায়েল করা যাবে, পরিকল্পনাটা সেরে নেয়া যাক। আসুন সবাই গিয়ে পাশের ঘরে বসি।

মিসেস ফোর্ড এবার পরিচারিকাকে ডেকে কয়েক কাপ কফি করে নিয়ে আসতে বলে পাশের ঘরের দিকে গেলেন।

এদিকে গবেষণা চলাকালীন অনেক ভেবেচিন্তে মিসেস পেজ বললেন, আমার

মাথায় একটা বেড়ে মতলব এসেছে!

সবাই সমস্বরে বললেন, কি? মতলবটা কি?

তাঁকে আসতে বলা যাক, উইণ্ডসরের বনরক্ষক থার্ণের ছদ্মবেশে এখানে যেন আসেন। মাথায় ইয়া বড়ি শিং লাগিয়ে হতচ্ছাড়াটা আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। আর চারটে ছেলেমেয়েকে রাখাল আর তাদের স্ত্রী সাজিয়ে রাখব।

তারপর? তারপর কি হবে?

ঐ চারজন আচ্ছা করে তাকে হেনস্থা করবে। এমনকি তাঁর গায়ে জ্বলন্ত মোমবাতির ছ্যাঁকা পর্যন্ত দিতে কসুর করবে না।

পরিকল্পনা পাকা করে আবার কুইকলিকে পাঠানো হল স্যার জন ফলস্টাফ-এর কাছে। তাকে দেখে ফলস্টাফ রীতিমত খেঁকিয়ে উঠে বললেন, কি ব্যাপার হে! আবার নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। মিসেস পেজ আর মিসেস ফোর্ড—

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠলেন, তোমার মনিবানীদের একজনকে পেয়েছে সাক্ষাৎ শয়তানে আর দ্বিতীয় জনকে পেয়েছে শয়তানের চেলায়। উঃ কী সাঙ্ঘাতিক মেয়েছেলেরে বাবা!

আপনি তো জানেন না হুজুর, সেদিন মিসেস ফোর্ড কী মারটাই না খেয়েছেন।

মার? কেন?

সে অনেক কথা হুজুর।

তুমি খুব ভাল গল্পকার হে! জান, আমাকে ডাইনী ভেবে কী মারটাই না মেরেছে। সারা গা একেবারে মালভূমির মত ঢিবি হয়ে গেছে। তার উপর রঙের বাহার তো রয়েছেই। দোহাই বাবা, আর আমাকে প্রেম-ট্রেমের লোভ দেখিও না।

কুইকলি এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। সে একথা-সেকথার পর স্যার জনকে বুঝিয়ে বলল, আমার মনিবানী তাঁকে বাস্তবিকই মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। আপনাকে মন-প্রাণ সর্বস্ব সঁপে দিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছেন। কিন্তু ভাগ্যের ফের যে মনিব হঠাৎ বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন। তবে এবার আর বাড়িতে নয়, বাড়ির অদূরবর্তী বনে। রাত্রে মোটা ওকগাছের আড়ালে মিসেস ফোর্ড আর মিসেস পেজ অপেক্ষা করবেন। আপনি সেখানেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন। রক্ষক থার্ণ-এর ছদ্মবেশ ধারণ করে গেলে কেউ আর আপনাকে চিনতে পারবে না।

রাত্রির অন্ধকারে স্যার জন ফলস্টাফ কপালের দু'পাশে দুটো শিং লাগিয়ে উইণ্ডসরের বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

এদিকে আর এক পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। মিঃ পেজ পাকাপাকি ঠিক করে রেখেছেন স্লেণ্ডার অ্যানিকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে রাত্রের মধ্যেই বিয়ের পাট মিটিয়ে ফেলবেন। অ্যানি সাদা পোশাক পরে থাকবে।

মিসেস পেজ কিন্তু স্লেণ্ডারের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে চান না। তার ইচ্ছা

মেয়ে ডাক্তার কেয়াসকে বিয়ে করুক। সেইমত তিনি ডাক্তার কেয়াসকে বলে রেখেছেন, রাত্রে তার স্বামী ফলস্টাফকে শায়েস্তা করতে উইণ্ডসরের বনে গেলে তিনি যেন সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। অ্যানি সবুজ পোশাক পরে থাকবে।

স্লেণ্ডার আর কেয়াস অ্যানিকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য ওঁত পেতে রয়েছেন।

এদিকে উইণ্ডসরের বনে ইভান্স বনদেবতা সেজে এবং অন্য কয়েকজন ছেলে-মেয়ে পরীর সাজে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছেন।

কিছুক্ষণ বাদে ফলস্টাফ কপালের দু'পাশে দুটো শিং লাগিয়ে ধীর পায়ে ওক-গাছের কাছে এলে মিসেস ফোর্ড গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মধুর স্বরে বলে উঠলেন, প্রিয়তম হরিণ আমার।

ফলস্টাফ বললেন, তুমি ডেকে পাঠিয়েছ। আর আমি কি না এসে পারি, তুমিই বল? আমার মন-প্রাণ যাকে সঁপে দিয়ে নিজেকে নিঃস্ব-কথাটা শেষ না করেই তিনি মিসেস ফোর্ডকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন।

মিসেস ফোর্ড নিজেকে ফলস্টাফ-এর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করতে বললেন, আরে আরে, করছ কি প্রিয়তম! আমার সঙ্গে যে মিসেস পেজও রয়েছেন। ছাড়! ছাড়!

এমন সময় বিকট স্বরে সিঙ্গা বেজে উঠলে মিসেস ফোর্ড সচকিত হয়ে বললেন, কারা আসছে যেন! কী সর্বনাশ! পালাই বাবা!

স্যার জন ফলস্টাফ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিসেস ফোর্ড ও মিসেস পেজ বনের অন্ধকারে চলে গেলে শরীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে ছেলেমেয়েরা ফলস্টাফ-এর কাছে এল।

অ্যানিও এসেছেন, তিনি পরী সেজেছেন।

সবাই ফলস্টাফ-এর কাছে এসে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে লাগল, এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে নানারকম অত্যাচার করতে লাগল। আর থেকে থেকে জ্বলন্ত মোমের ছ্যাঁকা লাগাতে লাগল।

পরীর বেশধারী অ্যানির নির্দেশে ফলস্টাফকে কিল-চড় মারতে লাগল। মাঝে মাঝে খামচী মেরে মাংস উঠিয়ে দেবার যোগাড় করল।

অ্যানি রাগত স্বরে বললেন, মার! হতচ্ছাড়াটাকে! এর মধ্যে পাপ জমে আছে—পাপের পাহাড়। পাপ-বাসনা গলা পর্যন্ত। মার! খুব করে মার!

এমন সময় স্লেণ্ডার সেখানে দৌড়ে এসে সাদা পোশাক পরা পরীকে ধরে নিয়ে গেলেন।

সে চোখের আড়ালে যেতে না যেতে কেয়াস এসে সবুজ পোশাক পরা পরীকে ধরে নিয়ে চলে গেলেন।

এদিকে ফেলটন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি এদিক-ওদিক কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে এক দৌড়ে এসে অ্যানিকে নিয়ে গা ঢাকা দিলেন।

এবার ফলস্টাফ একা। রাগে, অপমানে আর জ্বালা-যন্ত্রণায় রীতিমত ফুঁসছেন। ভাবলেন অন্ধকার বনভূমিতে আমি একেবারেই একা। একেই গতদিনের গায়ের ব্যাথা এখনও জানান দিচ্ছে, তার ওপর আবার আজ কিল-চড় থেকে শুরু করে জ্বলন্ত মোমের ছ্যাঁকা পর্যন্ত দিয়েছে।

স্যার জন ফলস্টাফ অস্থির হাতে শিংজোড়া খুলে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

এমন সময় দারুণ হৈ হৈ করতে করতে মিসেস ফোর্ড, মিসেস পেজ এবং তাঁদের স্বামীরা সেখানে এলে ফলস্টাফ বেগতিক দেখে পালাতে চেষ্টা করলেন।

মিঃ ফোর্ড তার পথ আগলে বিকট স্বরে গর্জে উঠে বললেন, পালাচ্ছো কোথায় শয়তান!

পেজ দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, আজ তোমাকে হাতে নাতে ধরতে পেরেছি। এত সহজেই রেহাই দেব, ভেবেছ হতচ্ছাড়া!

ফোর্ড বললেন, এর আগে দুদিন চোখে ধুলো দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছ। আজ আর রেহাই নেই।

মিসেস পেজ বিদ্রুপাত্মক স্বরে বললেন, মহামান্য স্যার জন ফলস্টাফ, উইণ্ডসরের মহিলাদের কি ভেবেছেন আপনি। আশা করি আজ আপনার ধারণার আমূল পরবির্তন ঘটেছে।

আমি বুঝছি, আমি একটা বোকার শিরোমণি। বোকা-গাধা ছাড়া নিজেকে আর কিছুই—

গাধা? কেবল গাধা? না মশাই, আরও কিছু! একটা বলদও বটে। না না বলদ নয় ষাঁড়।

ইভান্স বললেন, স্যার জন আর কেন? আপনার সময় তো ঘনিয়ে আসছে। বয়স তো কম হল না, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করুন।

স্যার জন ফলস্টাফ শিশুর মত ঘাড় কাৎ করলে ইভান্স বললেন, এবার এখন থেকে কামনা-বাসনা দূর করে ঈশ্বরীয় কাজকর্মে মন দিন।

কাতর স্বরে স্যার জন ফলস্টাফ বললেন, আমার ওপরই দেখছি আপনাদের সবার আক্রোশ। ধরা যখন পড়েই গেছি, তখন আমাকে নিয়ে আপনাদের যা কিছু করার মন চায় করতে পারেন।

পেজ বললেন, হ্যাঁ, আমরা যা খুশী তা-ই করব। আমার নির্দেশ আজ রাত্রে আপনাকে আমাদের বাড়িতে নৈশভোজ সারতে হবে। আর খেতে খেতে আমার গিন্নির দিকে তাকিয়ে নির্দ্ধিধায় হাসি-তামাসা করতে হবে। বলুন, রাজী?

এমন সময় ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে স্লেণ্ডারকে সেখানে আসতে দেখেই পেজ বললেন, কি হে, তোমাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে যেন? সবকিছু ঠিক ঠাক আছে তো? ভাল কথা, অ্যানিকে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?

হ্যাঁ, নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হয়নি বটে, তবে—

তবে কি?

সেটা অ্যানি নয়। পোষ্টমাস্টারের মেয়ে। পোশাক বদলাতেই ব্যাপারটা ধরা পড়ল। কী ঝকমারিতেই যে—

তার কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তার কেয়াস কাঁদো কাঁদো মুখে সবার সামনে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আনন্দ করতে করতে অ্যানিকে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে আলোর সামনে দাঁড় করাতেই দেখি তার মুখে ইয়া মোটা গোঁফ। অন্ধকারে বুঝতেই পারিনি, ভুল করে অ্যানির পরিবর্তে একটা ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

এবার অ্যানি পেজ ও ফেলটন এলেন। অ্যানি মা-বাবার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। আমি দীর্ঘদিন ফেলটনকে ভালবাসছি। আমরা বাগদত্তা। কিছুতেই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

পেজ আবেগ ভরে বললেন, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন। সুখে ভবিষ্যৎ জীবন-যাপন কর।

কোরিওলেনাস

অমিত সম্পদের আকর রোম সাম্রাজ্য। সম্রাটের সুশাসনে প্রজারা এতদিন সুখেই ছিল। হঠাৎ অনাবৃষ্টির জন্য দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ফলে মানুষের দুর্দশার সীমা রইল না।

দেশের মানুষ শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কথা ভাবে। প্রজারা না বাঁচলে সম্রাটের দরকার কি?

তখন বাধ্য হয়ে পাঁচজন টিবিউন জনগণের অভাব খতিয়ে দেখার জন্য নিযুক্ত করা হল। প্রজারা বিদ্রোহ করলে সমূহ ক্ষতি।

একদিন দূত এসে খবর দিল টাল্লাসওফিডিয়াস-এর নেতৃত্বে ভাল্সেবা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

শাসকেরা কোরিওলেনাস, কমিনিয়াসটে ও লায়াটয়াসকে সেনানায়ক করে-বিদ্রোহ দমন করতে পাঠায়। বিশেষ করে কোরিওলেনাসের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

রোমান সৈন্যদের আগমনের সংবাদ পেয়ে সেনাপতি ওপিডিয়াসও বাধ্য হয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে থাকে। সৈন্য ও অস্ত্র সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রোমান সৈন্য ও ওপিডিয়াসের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ওপিডিয়াসের

সৈন্যের হাতে মার খেয়ে রোমান সৈন্যরা পিছু হটলে কোরিওলেনাস তাদের উদ্দেশ্যে বলে, তোমরা সব কাপুরুষ, মরতেও জান না। দেশকে শত্রুর কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না তো যুদ্ধ করতে এসেছ কেন? যুদ্ধ মানেই তো মৃত্যু, আর জয় বা পরাজয়।

রোমের কথা চিন্তা করে তোমরা শত্রুর পথ আটকাও। শত্রুপক্ষকে পাল্টা আঘাত হেনে ওদের ভেতরে ঢুকি। এবার কোরিওলেনাসের কথায় বেশ কাজ হয়। পাল্টা আঘাত হেনে ওপিডিয়াসকে পরাজিত করল। সৈন্যদের নিয়ে শহরে প্রবেশ করে কোরিওলেনাস সেই সঙ্গে লারটিয়াসও। শহর থেকে বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শহরের বাইরে দেখা হয় ওপিডিয়াসের সঙ্গে। কোরিওলেনাস তাকে বলে—'শহর দখল করার পর তোমাকেই খুঁজছিলাম। তাই পেয়ে ভালই হল। এস আমরা উভয়ে আমাদের লড়াইটা সেরে ফেলি। দেখি কার কব্জিতে কত জোর!

ওপিডিয়াস রাজী হয়ে যায়। দুজনের মধ্যে তুমুল লড়াই হয় আবার মিটেও যায়। ওপিডিয়াস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বাঁচে। যুদ্ধে জয়ী কোরিওলেনাস সঙ্গীদের নিয়ে রোমে ফেরার প্রস্তুতি নিতে থাকে। যুদ্ধ জয়ের জন্য সবাই সাবাস সাবাস করতে থাকে। কিন্তু দুজন টিবিউন ভেলুটাস আর ব্রুটাস কোরিওলেনাসকে মোটেই সহ্য করতে পারল না। ভেলুটাস বলে—'কোরিওলেনাস এমন যুদ্ধই করেছে যাতে শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে হত্যা বা বন্দী কিছুই করতে পারেনি। এটা আবার কি রকম যুদ্ধ। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ছাড়া কিছুই নয়।

এবার কোরিওলেনাস রোমান সৈন্য নিয়ে ফিরে আসে। সরকারী ঘোষক শহরবাসীদের উদ্দেশ্যে বলে, আমাদের সেনানায়ক কোরিওলেনাস ভলদের পরাজিত করে কোরিওলি শহর মুক্ত করেছে। বিদ্রোহ নির্মূল করে সর্বপ্রথম শত্রুব্যূহ ভেদ করে সদলবলে শহরে ঢোকে। তাই জনগণকে কোরিওলেনাসকে সম্মান দেখাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। লুম্নিরা এগিয়ে গিয়ে পুলকিত হয়ে কোরিওলেনাসকে স্বাগত জানাল। সে বলল—তোমার যুদ্ধ জয়ে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। সর্বত্র তোমার জয় হোক।

এবার কোরিওলেনাস তার মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম জানায়। কোরিওলেনাসের শোভাযাত্রা বহু পথে ঘুরে জুপিটারের মন্দিরের সামনে এল। বিশাল জনতার সামনে তার বীরত্বের কথা সবিস্তারে সবার সামনে বললে তারা ভূয়সী প্রশংসাই করল।

শুনে সেনাপতি কমিনিয়াস একজন সিনেটার মন্তব্য করে—তা কোরিওলেনাসকে তবে বীরের সম্মান দেওয়া হোক। কমিনিয়াস তখন বলে—'লুটের মালের এক দশমাংশ তাকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে তো নেয়নি। শুনে এগিপ্পা বলে—তবে ওকে বীরের সম্মান স্বরূপ কন্সাল করা হোক। আমরা চাই ওকে যথাযোগ্য সম্মান জানান হোক।

আমরা আজ কোরিওলেনাসকে কিছুতেই চুপ করে থাকতে দেব না। ওকে কিছু

বলতেই হবে। কোরিওলেনাস তখন উঠে বলে—'ভাষণ দেবার অভ্যাস আমার ছিল না কোনদিন আজও নেই। আমি শুধু জানি যে, নিজের দেশ আর দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতেই হবে। আর এটাকে আমি কর্তব্য বলেই মনে করি। আর এজন্য আমাকে কম কঠিন আঘাত সহ্য করতে হয়নি, তা নিয়ে আমি গর্ব করছিও না দেশ আমার কাছে মাতৃতুল্য।

এবার এগ্রিপ্পা বলে—কোরিওলেনাস তোমাকে সম্মান জানাতে পেরে কিন্তু আমরা খুবই আনন্দিত। তুমি ধন্য, তোমার জয় হোক।

কিন্তু ভেলুটাস আর ব্রুটাস রেগে বলে—আমি ভেবেছিলাম হতভাগা এবারকার যুদ্ধে মরবেই-মরবে। শেষ পর্যন্ত আর তা হল না। আহত অবস্থাতেও যুদ্ধ জয় করে দেশে ফিরে এল।

দেশবাসীরা তার সুখের কথা শোনার জন্য আকুল হলে এগ্রিপ্পা তাকে কিছু ভাবার জন্য অনুরোধ জানায়।

এগ্রিপ্পার অনুরোধে কোরিওলেনাস বলে—বন্ধুগণ আপনারা জানেন যে তিনজন সেনানায়ককে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠান হয়েছিল, তার মধ্যে আমিও একজন। যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হলে সৈন্যরা পিছু হটতে থাকে। আমি তাদের সংঘবদ্ধ করে বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে কোরিওলি শহর দখল করি।

কোরিওলেনাস চলে গেলে তাকে বিদ্রূপ করে কেউ কেউ বলল—একটিবার কন্সাল হলে দেশের লোকের বরাতে কি দুঃখ আসবে তা ওপরওয়ালাই জানে।

জনগণের মধ্যে কেউ কেউ এই ব্যাপারটাকে সমর্থন করে। ব্রুটাসও তাতে যোগ দেয়।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জনগণকে উত্তেজিত করে ব্রুটাস। এবার বলে—'তবে সকলে এক সঙ্গে বলবে কোরিওলেনাসের মত বর্বরকে কন্সাল করতে রাজী নও তোমরা। ব্রুটাসের কথায় সায় দিয়ে তারা বলে—আমরা শাসনকর্তাদের কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব, প্রয়োজনে আন্দোলনে নামব।

ব্রুটাস এবার কোরিওলেনাসের কাছে এসে বলে—দেশের লোক আপনাকে কন্সাল হিসাবে পেতে রাজী নয়। কারণ দেশে যখন দুর্ভিক্ষ চলছিল তখন খাদ্যদ্রব্য জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছিল। তখন আপনি তাদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ করেছিলেন। তারা কি মিথ্যা বলেছে?

কোরিওলেনাস দম্ভের সঙ্গে উত্তর দিল, এখনও আমার মনে দেশের জনগণ সম্বন্ধে একই ধারণা রয়েছে। আমি কোনদিন কাউকে মন রাখার জন্য কথা বলে প্রতারণা করিনি। যাদের জন্য জীবন পণ করে লড়াই করেছি, এখন সেই বেইমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব। জানেন তো দেশের জন্য আমি নির্মম হতে কুণ্ঠিত নই।

ব্রুটাস বলল—আপনিও তো একজন জনগণের প্রতিনিধি তাই না?

—আমার সেজন্য বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও নেই। ভোটের জন্য কাপরুষের মত কাজ

করতে পারব না।

এবার ভেলুটাস বলে—আপনার কথাগুলো কিন্তু দেশদ্রোহীদের মত শোনাচ্ছে। ভেবে দেখুন কি বলছেন!

জনগণ এসে সিনেটরদের জানাল—কোরিওলেনাসকে আমরা কোনমতেই কন্সাল বলে মানতে পারব না। আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন!

উপস্থিত সিনেটররা জনগণকে শান্ত করে। বলে—উত্তেজিত হয়ে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। তোমরা মাথা ঠাণ্ডা করে বিচার কর।

শুনে ব্রুটাস বলে ওঠে—বিচার বুঝি না আমরা। কোরিওলেনাসকে কনসাল হিসাবে পেতে চাই না ব্যস।

ভেলুটাস এর বক্তব্য—'আমরা তার মৃত্যু চাই। মৃত্যু যে মৃত্যু হবে নিষ্ঠুর নির্মম ভাবে।'

শুনে কোরিওলেনাস তরোয়াল বের করে বলে—'আমি এখানে সবার চোখের সামনে মরতে চাই। কে আমাকে মারতে চাও চলে এস সামনে?'

এরকম উগ্র মূর্তি দেখে সবাই ঘাবড়ে যায়, কিন্তু কোন অপ্রীতিকতর ঘটনা ঘটল না। সঙ্গে সঙ্গেই কোরিওলেনাস স্থান ত্যাগ করে।

ব্রুটাসের পরিকল্পনা বানচাল হতে দেখে সে রেগে চিৎকার করে বলে—চলে গেল। তোমরা ওকে বাড়ী থেকে টেনে এনে হত্যা কর।

এবার এগ্রিপ্পা এগিয়ে এসে বলে—এটা বলতে তোমাদের লজ্জা করল না বেইমানের দল। তোমাদের জীবন যে রক্ষা করে তাকেই হত্যা করবে নাকি?

ব্রুটাস গলা চড়িয়ে বলে—সে কি এমনি যুদ্ধ করে? টাকা লোটার জন্যই যুদ্ধ করতে যায়।

—তোমাদের কোন অভিযোগ থাকলে তোমরা তার বিচার প্রার্থনা কর। এগ্রিপ্পা বলল।

—ঠিক আছে তাই হবে। জনতা চিৎকার করে ওঠে। এগ্রিপ্পা কোরিওলেনাসের কাছে গিয়ে সব কথা বলল এবং ব্রুটাস ও ভেলুটাসকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য কোরাসের সভায় নিয়ে এল।

ভেলুটাস উত্তেজিতভাবে বলল, তোমার বিরুদ্ধে জনগণের প্রধান অভিযোগ এই যে তুমি রোমের শাসন-ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে চাইছো।

—মিথ্যে কথা।

'দেশবাসীকে ঘৃণা কর তুমি। কর্মাধ্যক্ষের ওপর দৈহিক অত্যাচার কর তুমি। ঠিক কিনা?

—বেশ করি। একশ' বার করব।

—'তোমাকে আমরা নির্বাসনে পাঠাতে চাই।'

সেনাপতি কমিনিয়াস জনগণের উদ্দেশ্যে বলে—ওই কোরিওলেনাসই রোমের

স্বার্থে অনেক লড়েছেন। আজ অস্বীকার কর তোমরা। তার দেহে ক্ষতের সংখ্যা কম নয়। এটাও একবার বিবেচনা করবেন। আশা করি জনগণ ও সিনেটররা সহৃদয়তার সঙ্গে ভেবে দেখবেন।

কোরিওলেনাস বলে—আমি এর জন্য কোনও করুণা চাই না সেনাপতি।

জনগণ চিৎকার করতে থাকে—আমরা নির্বাসন চাই, ওর নির্বাসন।

কোরিওলেনাস অধৈর্য্য হয়ে বলে—তোমাদের অবিবেচক আদালত আমি মানি না। আমি চললাম। মা ভল্যুমনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেল সে।

ব্রুটাস ও ভেলুটাসের সঙ্গে ভল্যুমনিয়ার দেখা রাস্তায়। তিনি বলেন—আমার ছেলে আবার রোম আক্রমণ করবে। সাবধানে থেকো।

ভেলুটাস বলে—করুক, ভয়ের কি আছে?

স্ত্রী ভল্যুনিয়া বলে—তোমাদের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ভলসিয়ানরা। খবর পেয়েছে কোরিওলেনাসকে রোম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরাজয়ের প্রতিশোধ এবার সুদে-আসলে তোলার সময় হয়েছে।

কোরিওলেনাস ঘুরতে ঘুরতে বিদ্রোহী ওপিডিয়াসের বাড়ি আসে। প্রহরীরা তাকে ঢুকতে না দিলে তাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। ঝগড়া শুনে ওপিডিয়াস বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ায়।

কোরিওলেনাসকে বলে—কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন? এখানে গণ্ডগোল কিসের?

—আমাকে চিনতে পারছেন না?

দেখেও চিনতে পারল না, জিজ্ঞাসা করল—কি নাম তোমার?

কোরিওলেনাস বলে—'আমার নাম ক্যায়াসা মর্সিয়াস কোরিওলেনাস। রোমবাসীরা আমাকে শহর থেকে তাড়িয়েছে। তাই আজ অপমানের শোধ নিতে চাই।

ওপিডিয়াস তাকে স্বাগত জানায়, বলে—এক সময় আমার শত্রু ছিলেন, এখন মিত্র হলেন। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যা চাইবেন তাই পাবেন।

কিছুদিন পরেই রোমের গুপ্তচররা খবর দেয় কোরিওলেনাস আর ওপিডিয়াস ভলসিয়ান সৈন্য নিয়ে রোম আক্রমণ করতে এগোচ্ছে।

যারা কোরিওলেনাসকে দেশ ছাড়া করেছিল তারাই রাতারাতি পাল্টে গেল। বলল—আসলে লোকটা ভালই ছিল। আমরা তাকে অপমান করার কথা কল্পনাই করিনি কোনদিন।

পরিস্থিতি জটিল বুঝে রোমের জনগণ ক্যাপিটলে জমা হয়। অনেক বিচারবিবেচনা করে ঠিক করা হল সেনাপতি কমিনিয়াস তার কাছে যাবে। সন্ধি করার জন্য আবেদন জানাতে

এবং সেইমতো সন্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয় কোরিওলেনাসকে।

কোরিওলেনাস জানায়—রোমের জনগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেই।

এগ্রিপ্পা বন্ধু বলে জনগণ ও সিনেটররা বলল, কোরিওলেনাসের কাছে গিয়ে অনুরোধ করতে।

এগ্রিপ্পার অনুরোধ রাখল না কোরিওলেনাস।

এগ্রিপ্পা ফিরে এসে সিনেটদের সব কথা বলে। সে সঙ্গে এও বলে তার মাথায় রোমের ধ্বংসের নেশা চেপেছে। সে নেশা আর দূর হবার নয়। যুদ্ধ সে করবেই।

সিনেটররা শেষ চেষ্টা করে তার মা ও স্ত্রীকে পাঠাল।

মা-কে বলে—আমার সিদ্ধান্ত থেকে দূরে সরে যেতে বল না।

কোরিওলেনাসের মা তাকে বলে—তোমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলে দেখতে হবে রোমের ধ্বংস। জানি তুমি যুদ্ধে জয়ী হবে। তোমার পায়ের তলায় পড়বে তোমার মা স্ত্রী ও ছেলের মৃতদেহ। এছাড়া রোম যদি ধ্বংস কর তবে রোমের জনগণ কোনদিনই তোমাকে ক্ষমা করবে না। তুমি আমাকে অগ্রাহ্য কর না। যুদ্ধের পথ ছাড়।

মুহূর্তের জন্য মায়ের দিকে তাকায়। বলে—তবে তাই হবে মা। তোমার জন্যই রোম আজ মুক্তি পেল। তুমি নিশ্চিত হয়ে বাড়ী যেতে পার।

রোমবাসীরা বুঝতে পারে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আজ তারা মৃত্যুর মুখোমুখি। কোরিওলেনাস শান্ত না হলে রোমবাসীদের বিপর্যয়।

দেশের অবস্থা চিন্তা করে ভেলুটাস ভয়ে কাঁপতে থাকে। আপন মনে বলে এখন একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের রক্ষা করতে পারেন।

এগ্রিপ্পা ভেলুটাসকে বলে—কোরিওলেনাসকে নির্বাসনে পাঠাবার আগে এসব চিন্তা করেন নি কেন? সেই অপরাধে ঈশ্বর আপনাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে কোরিওলেনাসকেই সাহায্য করবে। অতএব রোম ধ্বংস হবেই। কোন উপায় নেই।

তখনই দূত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। বলে—'সুসংবাদ আছে।' কোরিওলেনাস তার মার অনুরোধ শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারেনি। তাই সসৈন্যে ফিরে গেছে।

ভেলুটাস লাফিয়ে উঠল—ব্যাপারটা তো সত্যি! তবে এবারের মত প্রাণে বাঁচা গেল।

এগ্রিপ্পার দূতকে বলে—মা ভলুম্‌নিয়া কোথায়? একমাত্র শুধু রোমকে রক্ষা করলেন।

এক সিনেটর বলল—রোমে এত গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকতে এই ভদ্রমহিলা রোমকে রক্ষা করেছেন? এঁকে সম্মানিত করা উচিত। নইলে নিজেদের কাছেই দোষী হব।

জনগণ ভলুম্‌নিয়ার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে আকাশ মুখরিত করে তুলল।

রোমে যখন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে ঠিক তখন কোরিওলি শহরে চরম

বিপর্যয় ঘটে।

সেনাপতি ওপিডিয়াস শহরে ফিরেছে। ভীষণ উত্তেজিত। সবাইকে বক্তৃতার মাঠে জড়ো হতে বলা হয়। কারণ কোরিওলেনাসকে সবার সামনে অভিযুক্ত করা কেননা সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে মাত্র একটি মহিলার চোখের জলে।

জনগণকে ওপিডিয়াস বলে—আমি সৈনিক হয়েও যুদ্ধ না করে ফিরে এসেছি এটা অবশ্যই দুর্ভাগ্য।

কোরিওলেনাস সেখানে উপস্থিত হয়ে ওপিডিয়াসের কথার সমর্থন জানায়। বলে—আমরা যুদ্ধ না করে ফিরে এসেছি। তবে খালি হাতে অবশ্য নয়। রোমকে আমাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে সন্ধি করিয়েছি। আমার ধারণা এতে আমাদের সম্মান বেড়েছে বই কমেনি।

ওপিডিয়াস বলে—কোরিওলেনাস বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

—বিশ্বাসঘাতকতা! কিভাবে?

—একজন মহিলার চোখের জলে আমাদের যৌথ পরিকল্পনা নষ্ট হল। আমরা তোমাকে বুঝতে পারিনি হয়ত এটা তোমার পূর্বপরিকল্পনা। এরপরও কি বলবে বিশ্বাসঘাতকতা করোনি?

উপস্থিত জনতা চিৎকার করে বলে—বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি। এটাই আমরা চাই।

কোরিওলেনাস বলে—'বেশ আমাকে তোমরা মেরে ফেল, আমার তরফ থেকে কোন বাধা আসবে না।'

এবার অবস্থা দেখে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ব্যাপারটা হাতে নেয়। বলে—আমরা কিন্তু একতরফা বিচার করছি। কোরিওলেনাস একজন নামকরা সেনাপতি, তারও কিছু, বলার অধিকার আছে। সেই অধিকার তাকে দেওয়া উচিত। জনতা কোন কথা না শুনে তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে মারতে থাকে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে কোরিওলেনাসের মৃত্যু হয়।

ওপিডিয়াস বলে—ওরকম মাতৃভক্ত লোকের মৃত্যু হওয়াই ভাল। ও যদি না মারা যেত আমাদের ক্ষতি হত।

এ ব্যাপারে সভায় সব বলব। তাতে সকলের মনের দ্বিধা দূর হবে।

—যার সম্মন্ধে বললে, তিনি তো স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করলেন। আর তাঁকে টানা হ্যাঁচড়া করে কী লাভ। তার চেয়ে তাঁর প্রাণহীন দেহটাকে সম্মান দেখানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

কথামত ওপিডিয়াস লোকজনদের দিয়ে কোরিওলেনাসকে সেখান থেকে নিয়ে যায় সমাধি দেওয়ায় জন্য।

টাইটাস এ্যান্ড্রোনিকাস

ইতিহাস বিখ্যাত রোম নগরীতে সম্রাটের সুশাসনে সুখে বাস করছে।

বর্তমান সম্রাট সুশাসক, সুপুরুষও বটে। রোম সম্রাটের স্যাটার্নিনাস ও ব্যাসিয়ানাস নামে দুটি ছেলে ছিল। স্যাটার্নিনাস যুবক।

সম্রাটের মৃত্যুর পর পারিষদদের মধ্যে সমালোচনা হয় সম্রাট কে হবেন? কে দেশ শাসন করবেন?

বড় ছেলেই প্রকৃত দাবীদার। কিন্তু ছোট ছেলে ব্যাসিয়ানাস তার প্রতিবাদ করে সেও সম্রাট হতে চায়।

ঠিক হয় জুপিটারের মন্দিরে গিয়ে রোমের সিনেটরা বিচার করে সাব্যস্ত করবে তাই দুই পুত্রকে মেনে নিতে হবে, কোন প্রতিবাদ চলবে না।

জুপিটারের মন্দিরে বসে দীর্ঘ বিচারসভা, কিন্তু স্যাটার্নিনাস ধৈর্য্য ধরতে পারে না। সে সক্রোধে বলে ওঠে—'আমি রোমের মৃত সম্রাটের বড় ছেলে। নিয়মমত আমি রোমের সিংহাসনে বসার যোগ্য অধিকারী। আমিই সিংহাসনের প্রকৃত দাবীদার।'

এদিকে স্যাটার্নিনাস-এর কথা শেষ না হতেই ব্যাসিয়ানাস গর্জে ওঠে যদি তা হয় আমি লড়াই করে রোমের সিংহাসন দখল করব।

প্রবীন সিনেটার দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ থামিয়ে বলে—'উপস্থিত সকলে ঠিক করেছেন রোমের সিংহাসনে বসার যোগ্য দুই পুত্রের কেউই নয়।'

রোমের সিংহাসনে বসবে বীর যোদ্ধা টাইটাস এণ্ড্রোনিকাস। সে রোমের হয়ে যুদ্ধ করতে গেছে। খবর এসেছে সে জয়ী হয়ে ফিরে আসছে।

টাইটাস এণ্ড্রোনিকাস জুপিটার মন্দিরে এসেছে, সঙ্গে একটি কফিন আর গথ দেশের বন্দিনী রাণী ট্যামোরা ও তাঁর তিন ছেলে।

সকলকে অভিবাদন জানিয়ে টাইটাস বলে, আমার পঁচিশটা ছেলের মধ্যে একুশ জনকে যুদ্ধে পাঠিয়ে হারিয়েছি। এ আমার বাইশতম সন্তান।

এই পুত্রও বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে। অন্য কোথাও তো একে কবর দেওয়া চলে না তাই এখানে নিয়ে এলাম ভাইদের পাশে।

টাইটাসের আর এক ছেলে লুসিয়াস এগিয়ে এসে সিনেটরদের বলে—আমার ভাইয়ের আত্মার শান্তির জন্য বন্দীদের মধ্য থেকে একজনকে আহুতি দিতে হবে।

আপনারা কী বলেন?

এবার টাইটাস বলে—''রাণী ট্যামোরার বড় ছেলেকে নিয়ে যাও। দেরী করো

না, বন্দীদের মধ্যে ওই সবচেয়ে ভাল। এবার রাণী ট্যামোরা আর্তনাদ করে ওঠে—তোমাদের পায়ে পড়ি আমার ছেলেকে হত্যা করো না। আমি ওর জীবনভিক্ষা করছি, ওকে ফিরিয়ে দাও।

টাইটাস ধমক দেয়—সেনাকে রক্ষা করতে গিয়ে যে মৃত্যুবরণ করেছে তার আত্মার শান্তির জন্য একজন ভাল বন্দীকে উৎসর্গ করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

টাইটাসের কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে তার ছেলেরা বন্দী এর্লাবাসকে ধরে নিয়ে যায় বল প্রয়োগ করে। রাণী ট্যামোরা চিৎকার করতে থাকে—তোমরা কি নিষ্ঠুর, তোমাদের প্রাণ কি পাষাণ।

কিন্তু তাঁর আর্তনাদ কারও মনে রেখাপাত করে না। এরপর টাইটাসের ছেলেরা ফিরে এসে জানায় এর্লাবাসকে আহুতি দেওয়া হয়ে গেছে। অবশ্যই মৃত ভাই এবার শান্তি পাবে। এরপর তারা কফিনটা কবরস্থ করার ব্যবস্থা করে।

এরপর টাইটাসকে যুদ্ধজয়ের জন্য সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। টাইটাস রোম সম্রাটের শূন্য আসন পূর্ণ করার কথা জানালো, তাকেই এ পদ দিতে তারা যে ইচ্ছুক একথা সিনেটররা জানান।

কিন্তু যুবরাজ স্যাটির্নিনাস প্রতিবাদ করে ওঠে বলে, সিংহাসন সে অন্য কাউকে ছেড়ে দেবে না। প্রয়োজনে লড়াই করতেও প্রস্তুত। যদি জীবন যায় তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সিংহাসন ছাড়া যাবে না।

কথাটা শুনেই ছোট ছেলে ব্যাসিয়ানাস সিনেটরদের সমর্থন জানায়। বলে, টাইটাসই সিংহাসনে বসুক। কিন্তু টাইটাস সঙ্কোচ বোধ করে। সে বলে—আমি রোমের একজন সেবক এর বেশী কিছু নয়। আমার মতে মৃত সম্রাটের বড় ছেলেরই সিংহাসনে বসা উচিত। আপনাদেরও সেই বিবেচনা করা উচিত। সিনেটরদের পক্ষ থেকে মার্কোস বলে—আপনার যখন এই ইচ্ছে তখন মৃত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই সম্রাট করা যাক। এতে কারও দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

এই কথায় স্যাটার্নিনাস আনন্দিত হয়ে বলে ওঠে, তবে আপনার কন্যা ল্যাভেনিয় হবে রাজ্যের সম্রাজ্ঞী।

স্যাটার্নিনাসের কথায় জয়ধ্বনি করলেও ব্যসিয়ানাস বিরুদ্ধাচারণ করে। সে বলে—না কিছুতেই হতে পারে না। কারণ ল্যাভিনিয়া আমার বাগদত্তা স্ত্রী। তার ওপর অন্য কারও দাবী নেই। এই বলে ল্যাভিনিয়ার হাত ধরে তীব্রগতিতে সভা ত্যাগ করে।

ব্যসিয়ানাস-এর ব্যবহারে টাইটাস অসন্তুষ্ট হয়। সে বলে—এরকম ব্যবহার রাজদ্রোহিতার সামিল। রাজদ্রোহিতা আমি সহ্য করতে পারি না। তাই যে করেই হোক আমার মেয়েকে ব্যাসিয়ানাসের কাছ থেকে নিয়ে আসব। টাইটাস এগেলে তার ছোট ছেলেটি বাধা দেয়। নিভাটিযাস বলে—বাবা ব্যাসিয়ানাস ঠিকই করেছে!

অযথা তার কোন ক্ষতি কোরো না।

টাইটাস মূহুর্তে তরোয়াল বের করে ছেলেকে আঘাত করলে প্রচণ্ড রক্তপাত হতে থাকে।

টাইটাস বলে—বিদ্রোহ কিংবা রাজদ্রোহিতাকে আমি কোনদিন প্রশ্রয় দিইনি, আজও দেব না। কথা শেষ করে ব্যাসিয়ানাসকে ধরার জন্য ছুটতে থাকে।

সভায় তখন তুমুল হৈ-চৈ। অবাঞ্ছিত ব্যপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে, কেউ বুঝতেই পারেনি। সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

গোলমাল কমলে স্যাটার্নিনাস বলে, ল্যাভিনিয়াকে আমার আর প্রয়োজন নেই। আমি পথের বন্দী রাণী ট্যামোরাকে ভালবেসে সম্রাজ্ঞী করব। আর টাইটাসও তার ছেলেদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করব।

এমন সময় টাইটাস ফিরে আসে। তাকে দেখে মার্কাস দুঃখিত হয়ে বলে—'সম্রাট স্যাটার্নিনাসের স্বার্থে তোমার প্রাণাধিক ছোট ছেলেকে আহত করলে।

টাইটাসের উত্তর—'রোম সম্রাটের জন্য বহুবার আমি ঝুঁকি নিয়েছি। তবে দেশদ্রোহীকে কোনদিন সহ্য করিনি। আজকেও সেই পথে চলার জন্য প্রিয় সন্তানকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। অন্যায় সবার ক্ষেত্রেই অন্যায়।'

এবার মার্কাস টাইটাসকে বলে—মাটিয়াস দেশদ্রোহী ছিল না। সে কেবল নিজের দেশের সম্মান রক্ষা করতে চেয়েছিল। ব্যস আর কিছুই না।

তখন ব্যাসিয়ানাস সভায় এসে বলে—সম্রাট আমি ল্যাভিনিয়াকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। যাবার সময় দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের জন্য বেচারা মাটিয়াস আহত হল।

ব্যাসিয়ানাসের কথায় টাইটাস রেগে যায়। বলে দেশদ্রোহী একজন আহত হওয়াতে দুঃখের কিছু নেই। রোম সম্রাটের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছি। তাই তার বিরুদ্ধে কোন বদনাম দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিছুতেই আমি পারব না।

এদিকে রোমের সাম্রাজ্ঞী হবার সম্ভাবনা থাকায় গথের রাণী ট্যামোরা পুত্রশোক ভুলে যেতে চেষ্টা করে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বলে—যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ঝগড়া করে কী লাভ? এখন চেষ্টা করা উচিত দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনা, দেশের স্বার্থই বড়।

রাণীর ইচ্ছায় স্যাটার্নিনাস ব্যসিয়ানাসকে ক্ষমা করে। রোমের সম্রাট হওয়ায় আনন্দে স্যাটার্নিনাস মৃগয়ার ব্যবস্থা করে।

সম্রাট সবাইকে নিয়ে মৃগয়া করতে বনে গেলে সেখানে আরণ নামে এক পার্শ্বচর ট্যামোরা ও তার ছেলেদের পরামর্শ দেয় এখানে সুবিধামত রাজকুমার এর্লাকাসের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে। চেষ্টা করতে হবে। তবে গোপন থাকে যেন ব্যাপারটা।

কিছুক্ষণ বাদেই সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ আসে। একসময় সম্রাটের লোকজন জঙ্গ

লের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাজ্ঞী ট্যামোরাও অনুচরটি যে পরামর্শ করতে ব্যস্ত তা ব্যাসিয়ানাস ও ল্যাভিনিয়ার চোখে পড়ে যায়।

নিভৃতে অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে ব্যসিয়ানাস ধিক্কার দিয়ে বলে—আপনি এখন রোম সম্রাজ্ঞী। সামান্য এক পার্শ্বচরের সাথে নির্জনে আলাপ করছেন এতে আপনার অমর্যাদা হয় না। ভেবে দেখুন তো ব্যাপারটা?

ল্যাভিনিয়া ব্যসিয়ানাসকে সমর্থন জানায়। বলে—এটা তো দৃষ্টিকটুও লাগে। কী যে করেন নিজেও জানেন না।

ট্যামোরা উত্তর দিতে যাচ্ছিল তার আগেই তাঁর দুই ছেলে চিরন ও ডিমিস্ট্রীয়াস সেখানে এল। সাম্রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করে—তোমাকে এত বিব্রত দেখাচ্ছে কেন মা? কী হয়েছে বল?

ট্যামোরা ছলছল চোখে বলে—তোমরা এসেছ ভালই করেছ। এই দুজন আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন গথ বলে আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলে গালাগালি দিচ্ছে। এতেও সন্তুষ্ট হয়নি বলেছে এখানে বেঁধে ফেলে রাখবে। কী জঘন্য ব্যাপার তোমরাই বল।

ছেলেরা গর্জে ওঠে—'কি এত বড় সাহস তাদের, তোমাকে মারতে চায়, বলেই আচমকা ডিমিস্ট্রীয়াস ব্যসিয়ানাসকে ছুরি মারে। চিরণ তা দেখে আনন্দে বলে ওঠে—শুভ কাজে আমিও আর পিছিয়ে থাকি কেন—বলে সেও ছুরি মারে।'

এই বীভৎস দৃশ্য দেখে ল্যাভিনিয়া আর্তনাদ করে ওঠে। আর্তস্বর শোনা যায়—বাঁচাও বাঁচাও।

এবার চিরণের দৃষ্টি ল্যাভিনিয়ার ওপর পড়ে। ল্যভিনিয়ার মুখ বন্ধ করে হাত ধরে টানতে টানতে অন্যত্র নিয়ে যায়। আর ব্যসিয়ানাসের দেহটা গর্তে ফেলে দেয়।

আরণ এদিকে জঙ্গলের ধারে ঘোরাঘুরি করে টাইটাসের দুই ছেলেকে ধরে ফেলে। বলে একটা চিতাবাঘ গর্তে ঘুমিয়ে আছে। শিকার করতে চান তো চলুন আমার সাথে কুইন্টাসও মার্টিয়াস আরণের সঙ্গে চলে আসে। অন্ধকারে একটা বড় গর্তে মার্টিয়াস পড়ে যায়। পড়েই আরণকে উদ্দেশ্যে করে বলে—গর্তের মধ্যে নরম কি যে পায়ে ঠেকছে। ব্যাপারটা কি? দেখতো আরণ এগুলো কি? আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

ইতিমধ্যে আরণ আবার সরে পড়েছে। কুইন্টাস এবার গর্তের উপর ঝুঁকে বসে। সে বলে—মানুষ নয় তো? ভাল করে গর্তের ভেতরটা দেখ। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে ভাল করে দেখে বলে—মানুষ মনে হচ্ছে। হাতে হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছে। কী কাণ্ড! এ যে মানুষ।

ভাল করে দেখে সে বলে—যুবরাজ ব্যাসিয়ানাস যে। সে বলল, দাদা আমার খুব ভয় করছে। আমাকে গর্ত থেকে বার করে নাও। কিন্তু গর্তের মধ্যে পা হড়কে পড়ে যায় কুইন্টাস।

এবার আরণ স্যাটার্নিনাসকে গর্তের কাছে নিয়ে এসেছে। গর্তের মধ্যে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে জিজ্ঞাসা করে—'গর্তে কে আছ। জবাব দাও।'

মার্টিয়াস বলে—'আমরা টাইটাসের ছেলে। গর্তে দেখি আপনার ছোট ভাইকে হত্যা করে কারা যেন এখানে ফেলে রেখেছে। এতক্ষণ সম্রাজ্ঞী সব লক্ষ্য করছিল গাছের আড়াল থেকে। এবার বেরিয়ে এসে ব্যঙ্গের সুরে বলে—সম্রাটের ভাই খুন হয়েছে। তা তোমরাই খুন করে ফেলে দিয়েছ নাকি হে?'

একটা চিঠি সম্রাটের হাতে ধরিয়ে দিল ট্যামোরা। তাতে লেখা—বনের মধ্যে ব্যাসিয়ানাসকে খুন করবে। খুন করে গর্তে ফেলে দেবে। মোহরের থলে পাবে। চিঠি পড়ে স্যাটার্নিনাসের মুখে একটা কথা নেই।

এবার ট্যামোরাকে প্রশ্ন করে—এ চিঠি তোমার হাতে কি করে এল?

সম্রাজ্ঞী মৃদু হেসে বলে—তোমার প্রিয় পাত্র টাইটাস তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে লিখেছিল। আমি চালাকি করে এটা হস্তগত করি।'

এবার আরণ গর্তের পাশ থেকে একটা মোহরের থলে বার করলে স্যাটার্নিনাস ছেলে দুটিকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেয়। এদিকে মার্কাস আবিষ্কার করে ল্যাভিনিয়াকে বনের অন্য প্রান্ত থেকে।

ল্যাভিনিয়ার অবস্থা খুব খারাপ তার হাত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা। সেই অবস্থায় শহরে নিয়ে যায় তাকে মার্কাস।

রোমে কুইন্টাস ও মার্টিয়াসের বিচার হলে শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড।

টাইটাস কাতর নিবেদন করে—আমার ছেলেরা এর কম কাজ করতে পারে না। আমার তেইশটা ছেলে এই সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে। আমিও এর সম্মান রাখার চেষ্টা করেছি। এখন আমি বৃদ্ধ। আমার লোকের প্রয়োজন। তাই আমার ছেলে দুটোকে মাফ করে দিন। আমি সকলের কাছে ছেলে দুটোর প্রাণভিক্ষা চাইছি।

টাইটাসের অনুরোধে কেউই সাড়া দেয়না দেখে লুসিয়াস বাবাকে বৃথা অনুরোধ করতে বারণ করে। কারণ নির্দোষ মানুষকে যারা নিজেদের স্বার্থে হত্যা করে তাদের মানুষ বলে গণ্য করা যায় না। পাষাণ তারা। এরা চোখের জলের দাম দিতে জানে না।

মার্কস টাইটাসকে বলে—তোমার দুঃখ এখানেই শেষ নয়। আরও ভয়ঙ্কর দুঃখ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

তখনই মার্কাস ল্যাভিনিয়ার অর্ধমৃত দেহটা সভার মাঝখানে উপস্থিত করে। তার বীভৎস চেহারাটা দেখে টাইটাস সচকিত হয়ে ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে থাকেন।

জিজ্ঞাসা করেন—কে তোর এই অবস্থা করেছে? কে বল আমাকে?

মার্কাস বলল—ও কেমন করে বলবে? জিভ কেটে নেওয়া হয়েছে ওর।

লুসিয়াস উত্তেজিত হয়—কে এই নরাধম!

মার্কাস বলে—জানিনা। বনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে এখানে নিয়ে এলাম।

টাইটাস আর চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, খুনের দায়ে তোদের দুই ভাইয়ের ফাঁসি হবেই। আর তোর এই অবস্থা। সব আমার কাছে পরিষ্কার হল। যারা ব্যাসিয়ানাসকে হত্যা করেছে তারাই নির্মমভাবে তোর জিভ কেটে নিয়েছে তুই যাতে ওদের নাম বলতে না পারিস।

টাইটাস মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলে আরণ তাদের বাড়ীতে এল। দেখা করে বলল—সম্রাট আমাকে পাঠিয়েছেন।

'কেন? টাইটাস প্রশ্ন করে।'

—সম্রাট বলে পাঠিয়েছেন আপনি যদি আপনার বন্দী পুত্রদের জামিন হিসাবে আপনার একটা হাত কেটে সম্রাটের কাছে পাঠান, তবে সম্রাট আপনার ছেলেদের ক্ষমা করতে রাজি। অন্যথায় যা ভাল বুঝবেন করবেন।

তখনই মার্কাস টাইটাসকে কিছু বলল না। টাইটাসের পরিবর্তে অন্য কেউ যদি হাত কেটে দেয় তবে কি সম্রাট ওঁর ছেলেদের ফিরিয়ে দেবেন? জিজ্ঞাসা করলেন টাইটাস।

লুসিয়াস বলে—না না, আপনি নন। আমি আমার একটা হাত দিই।

টাইটাস কোন কথা না শুনে নিজের একটা হাত কেটে আরণের হাতে তুলে দিল। বলল—হয়ত সম্রাটের আর আমার ছেলেদের ক্ষমা করা অসুবিধা হবে না।

আরণ চলে গেলে টাইটাস তার ছেলেদের আসার অপেক্ষায় বসে থাকে নিজের হাতের যন্ত্রণাকে গুরুত্ব না দিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে একজন জল্লাদ আসে। তার হাতের পাত্রে টাইটাসের দুই ছেলের মাথা ও তার নিজের কেটে দেওয়া হাতটা।

এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখে সবাই হকচকিয়ে যায়। কারও মুখে কোন কথা নেই।

জল্লাদ বলল—সম্রাট আপনাকে এগুলি উপহার পাঠিয়েছেন।

কথা শুনে টাইটাস ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। পাগলের মত বিকট স্বরে হাসতে থাকে।

বড় ছেলে লুসিয়াসকে ডেকে বলে—আর কাঁদব না। কাঁদলে জ্বালা কমে যাবে। আমি জ্বালা রাখতে চাই যতদিন না প্রতিশোধ নিতে পারি।

—সময় নষ্ট কোর না লুসিয়াস। এ পাপ রাজ্য থেকে পালাও। গথদের দেশে চলে যাও। সেখানকার রাজার সহায়তায় সৈন্য সংগ্রহ করে প্রতিশোধ নাও।

লুসিয়াস কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। টাইটাসের আর্তনাদে সম্বিৎ ফিরে আসে। টাইটাসকে আশ্বাস দিয়ে সে বলে—বৃথা চিন্তা করো না বাবা! একদিন আমাদের ওপরে অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলব। তার আগে স্থির হতে পারব না।

লুসিয়াস কথামতো গথের রাজ্যে চলে যায়। এখানে টাইটাসের মেয়ে ল্যাভিনিয়া ও লুসিয়াসের ছেলেকে নিয়ে দিন কাটায়। তাকে বেঁচে থাকতে হয়। লোকে বলে—টাইটাস শোকে পাগল হয়ে গেছে।

লুসিয়াসের ছেলে একদিন একটা বই নিয়ে এলে ল্যাভিনিয়া তার হাত দেখে কিছু বলার চেষ্টা করে।

ল্যাভিনিয়ার কষ্ট বুঝতে পারে মার্কাস। বলে—'তোমার হাত দুটো কাটা না হলে তুমি মনের কথা লিখে জানাতে পারতে। একটা বুদ্ধি আসে তার মাথায়, যে একটা কাঠি দাঁত দিয়ে চেপে কাটা হাত দিয়ে ঠেলে মাটির ওপর লিখতে বলে।

ল্যাভিনিয়া সমস্ত ঘটনা জানায়। এবার টাইটাস, মার্কাস তাদের ওপর কে অত্যাচার করেছে জানতে পারল।

এদিকে সম্রাটের চর খবর দেয় লুসিয়াস গথ সৈন্য নিয়ে রোম আক্রমণ করতে এগোচ্ছে।

সম্রাট স্যাটার্নিনাস চিন্তায় পড়ে। বলে—টাইটাসকে ওর ছেলের কাছে পাঠান। দেখাই যাক না ব্যাপারটা কী?

সম্রাজ্ঞী ট্যামোরো সম্রাটকে বলল—শোন, মিষ্টি কথায় আগে বাধ্য করাতে হবে। তারপর সুযোগ মত কাজ করবে।

সম্রাজ্ঞী দুই ছেলের সঙ্গে ছদ্মবেশ ধারণ করে টাইটাসের বাড়ী যায়। টাইটাসকে বলে—আমিই জ্বলন্ত প্রতিহিংসা। আমার সঙ্গে রয়েছে, 'অনাচার' এবং 'হত্যা'। আমরা তোমার মনের ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা দূর করতে ইচ্ছুক।

টাইটাস সম্রাজ্ঞী ট্যামোরা ও দুই ছেলেকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তাদের ছদ্মবেশ সে ধরে ফেলেছে।

তারা টাইটাসকে বলে—'তুমি তোমার শত্রুদের আমায় দেখিয়ে দাও। আমি তাদের ওপর প্রতিশোধ নেব। দেখাও কে তারা?

টাইটাস বলে—'আমার শত্রু তোমারই মত দেখতে সেও এক দেশের রাজার ছেলে। আদরের রাজপুত্র।'

—আগে তাকে শেষ কর। তার মত যাকেই দেখবে তাকেও খুন করবে। দয়ামায়া মোটেই দেখাবে না বুঝেছ।

—'তোমার কিছু বলার আছে? সম্রাজ্ঞী প্রশ্ন করল।'

—আছে আরও আছে। আপনি রাজপ্রাসাদে যান। সেখানকার সম্রাজ্ঞী আপনারই মত দেখতে। তাকে আগে শেষ করুন, তারপর অন্য চিন্তা।

সম্রাজ্ঞী চিন্তা করে বলে—'একটা কাজ করলে সব দিক রক্ষা হয়।'

—কি? বলুন কি করতে হবে? আপনার আদেশ পালিত হবে। তবে তোমার শত্রুদের হত্যা করার প্রয়োজন নেই। একটা কাজ করতে পার, তোমার ছেলে নাকি গথ সেনা নিয়ে রোম আক্রমণ করতে আসছে?

—'তাই তো শুনেছি।'

—তাহলে তোমার ছেলেকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ কর। তখন রোমের সম্রাজ্ঞী আর তার ছেলেরাও সেখানে থাকবে। সবার চোখের সামনে তোমার শত্রুদের

আমি হত্যা করে প্রতিশোধ নেব। কি বুঝেছ? ঠিক বলেছি? প্রতিশোধ আমি নেবই।

টাইটাস এমন ভাব দেখায় যে ছদ্মবেশী ট্যামোরার প্রস্তাবে সে ভীষণ খুশী এবং আশ্বাস দেয় তার কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তার চাতুরী কেউ ধরতে পারল না।

টাইটাস বলে—বেশ, আপনি যান। আপনার সঙ্গে দুজনকে রেখে যান। আমি ওদের কাজে লাগিয়ে দেব। চিন্তা করবেন না।

ট্যামোরা আর রাগাতে চাইল না। তাই কথা না বাড়িয়ে ছেলেদের তার কাছে রেখে দ্বিধাভরে বিদায় নিল।

এবার মার্কাস তার ছেলে পাবলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে টাইটাসের কাছে এল।

টাইটাস মার্কাসকে বলে—সম্রাজ্ঞী ট্যামোরা তার দুই ছেলেকে নিয়ে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে এসেছিল। দুই ছেলেকে আমি আটকে রেখেছি, ওদের আগে বাঁধ।

এই কথা শুনে চিরণ বলে—তোমাদের সাহস দেখে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি। এর পরিণাম কি হবে আশা করি তোমাদের বলতে হবে না।

'পরিণাম দেখতেই তো তোমাদের বাঁধছি।' পাবলিয়া বলল—টাইটাস এরপর দুই ছেলেকে হত্যা করে।

ট্যামোরার পার্শ্বচর আরণ বেগতিক দেখে পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু লুসিয়াসের হাতে ধরা পড়ে যায়।

আরণকে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখতে যাবে। কিন্তু তখন একটা গোপন কথা বলতে চায় সে। বলে—আপনার ভগ্নিপতি ব্যাসিয়ানাকে চিরণ ও ডিমিস্ট্রীয়াস হত্যা করে। ল্যাভিনিয়ার হাত, জিভ তারাই কেটেছে।

ইতিমধ্যে রোম থেকে রাজদূত এসে জানায়, সম্রাট স্যাটার্নিনাস লুসিয়াসকে রোমে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

কিন্তু লুসিয়াস আমন্ত্রণে সাড়া দেয় না। বলে—আমার বাবা টাইটাস আর কাকা মার্কাস আমাকে যদি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বলেন তবেই করব। সম্রাটের অনুরোধে নয়।

রোমের দূত ফিরে গেল। পরদিনই টাইটাসের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এলে লুসিয়াস আরণকে নিয়ে সেখানে এল।

টাইটাসের বাড়ীতে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। সম্রাট, সম্রাজ্ঞী সহ, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত। এক সময় পাচকের পোষাকে ভোজ সভায় হাজির হয় টাইটাস। কেউই চিনতে না পারলেও রোম সম্রাটের তাকে চিনতে কষ্ট হয় না।

সবিস্ময়ে তাকে প্রশ্ন করে—'এখন এ ধরনের পোষাক পরার মানেটা কি?'

তা শুনে টাইটাস বলে—'আজ আমি নিজে হাতে রান্না করে আপনাদের খাওয়াব বলে স্থির করেছি।'

তার কিছু পরেই টাইটাস ল্যাভিনিয়াকে হত্যা করে। সবাই চমকে ওঠে। বাক্‌রুদ্ধ

হবার উপক্রম। সম্রাট বলেন—একী করলে তুমি টাইটাস? নিষ্ঠুর ভাবে একমাত্র মেয়েকে হত্যা করতে তোমার বিবেকে বাধল না?

—সম্রাট, যারা ওকে পঙ্গু করেছিল তারাও কিন্তু বাদ যায়নি। সেই বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে চিরণ ও ডিমিস্ট্রীয়াস। আর তাদের হত্যা করে সে মাংসই আপনাদের খেতে দিয়েছি। সবাই পরমানন্দে খেয়েছেন, আর ল্যাভিনিয়ার শেষ ইচ্ছে এরকমই ছিল।

কথা বলতে বলতেই টাইটাস ট্যামোরাকে হত্যা করে। সাম্রাজ্ঞীর অবস্থা দেখে স্যাটার্নিনাস টাইটাসকে ছুরিবিদ্ধ করে।

লুসিয়াস বীরবিক্রমে সেখানে এসে দাঁড়ায়। বলে—আমার চোখের সামনে সম্রাট তুমি আমার বাবাকে ছুরি মেরেছ। তোমার আর রেহাই নেই, নিজের হাতেই তোমার হত্যা করব।—ছুরিটা সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দেয় সম্রাটের বুকে।

মুহূর্তে ভোজসভায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ে সবাই চিৎকার করতে থাকে।

লুসিয়াস বাড়ীর বারাদায় এসে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলে—রোমের সম্রাটের ভাইকে খুন করেছে গথবাসী চিরণ ও ডিমিস্ট্রীয়াস। নিমর্ম খুন, এর কোন ক্ষমা নেই।

আর আমার একমাত্র বোনের হাত ও জিভ কেটে নেয় তারাই। আমার বাবা আজ অতীতের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। তাই সম্রাট তাকে হত্যা করেছেন। আমিও সেই হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি তাঁকে হত্যা করে। আমি নির্দোষ।

মার্কাস সবার উদ্দেশ্যে বলে—রোম সম্রাজ্য আজ সত্যি রাহুমুক্ত! আজ রোমের সম্রাট নিহত, রোম সিংহাসন শূন্য। তাই আপনারা এই লুসিয়াসকে রোমের শাসনকর্তা হিসেবে বেছে নিন।

সম্রাট স্যাটার্নিনাসের অত্যাচারে বিরক্ত প্রজারা লুসিয়াসকে সিংহাসনে বসানোর প্রস্তাব সমর্থন করল। তাকে সিংহাসনে সম্রাট হিসেবে বসি... দেশের মানুষ আনন্দের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিল।

টুয়েলফ্‌থ নাইট

ইলিরিয়া বন্দরের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছে এক বিশাল যাত্রীবাহী জাহাজ। সেবাস্টিয়ান আর ভায়োলা—এই দুটি যমজ ভাই-বোনও চলেছে এই জাহাজে। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে প্রতিবেশীদের দয়ার বড় হয়ে উঠেছে তারা। মাথার ওপর কেউ নেই। তাই খেয়াল খুশীমত দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে কাটাতে কোনও বাধা নেই তাদের। এই দুটি ভাই-বোনের চেহারার বৈশিষ্ট্য হোল, এদের চেহারা একেবারে হুবহু একরম! দুজনেই যদি পুরুষ হতো বা দুজনেই রমণী হোত তবে এদের আলাদা করে চেনার কোন উপায়ই থাকতো না।

তিনদিন ধরে বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলছিল জাহাজটা। তৃতীয় দিন বিকেলে আকাশের কোণে একটুকরে কালো মেঘ দেখা গেল। অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন বুঝলেন গতিক সুবিধের নয়, তিনি বন্দরে পৌঁছবার জন্য জাহাজের গতি দ্রুততর করে দিলেন।

কিন্তু প্রকৃতি আরও তৎপর। দেখতে দেখতে কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। সমুদ্রের জলে প্রতিবিম্বিত হলো কালো ছায়া। সহসা তুমুল ঝড় উঠলো। মনে হলো সৃষ্টি নাশ করার জন্যই উঠেছে এই প্রলয়ংকরী তুফান। সমুদ্রের জল যেন রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠছে। আকাশচুম্বী ঢেউগুলো একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে জাহাজটিকে। তুফানের সঙ্গে প্রায় একঘণ্টা লড়াই করার পর জাহাজের মাস্তুলটি মাঝখান থেকে ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল। প্রমাদ গুণলেন ক্যাপ্টেন। দাঁতে দাঁত চেপে জাহাজটিকে বন্দরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছেন তিনি। আর মাত্র আধঘণ্টার পথ। এটুকু সময় টিকে থাকতে পারলে এতগুলো প্রাণ রক্ষা পায়। কিন্তু শেষরক্ষা করা গেল না কিছুতেই। আচমকা বিকট আওয়াজ করে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল জাহাজটা। যাত্রীরা খড় কুটোর মত ভেসে গেল উত্তাল তরঙ্গপ্রবাহে। অন্ধকারে কে কোথায় ছিটকে গেল, তার হদিশ পাওয়া গেল না। মাস্তুলের একটি কাঠ সম্বল করে ভায়েলাও সমুদ্রের তরঙ্গে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চললো। ভাই সেবাস্টিয়ানের জন্য আশংকায় জর্জরিত হয়ে উঠলো তার মন। এমনি করেই একসময় দুর্যোগের রাত পোহালো। সকাল হোল। ভায়োলা দেখলো, তারই কাঠটির অন্যপ্রান্ত আঁকড়ে ভাসছেন জাহাজের ক্যাপ্টেন। একসময় ইলিরিয়াসের তীরে ঢেউ-এর ধাক্কায় আছাড় খেয়ে পড়লেন তারা। এতক্ষণ ধরে ঢেউ-এর সঙ্গে লড়াই করে শ্রান্ত ক্লান্ত ভায়োলা আচমকা ঢেউ-এর ওপর আছাড় খেয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

অনেকক্ষণ পরে ক্যাপ্টেনের শুশ্রূষায় চোখ মেলে তাকালো সে। চোখ খুলে ক্যাপ্টেনকে দেখেই প্রথম প্রশ্নটি করলো ভায়োলা।

—সেবাস্টিয়ান! আমার ভাই সেবাস্টিয়ান কোথায়? সে কি বেঁচে আছে?

ক্যাপ্টেন সান্ত্বনা দিলেন।

—তাকে আমি একপলকের জন্য দেখেছিলাম ম্যাডাম। আমাদের মতই একটা কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরে ভাসছিল। হয়তো আমাদের মতই কোনও বালির চড়ায় পৌঁছে গেছে সে।

কিন্তু ভায়োলার মন মানে না। গ্রীসের সেই মেসালিনা নগরে অনাথ দুই ভাই-বোন এতদিন একে অন্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে বেঁচে ছিল। আজ তাকে কাছে না দেখতে পেয়ে অজানা আশংকায় ছেয়ে যাচ্ছে মন। আশেপাশে বালির চড়ায় যতটা সম্ভব খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু কোথায় সেবাস্টিয়ান? কান্নায় ভেঙে পড়লো ভায়োলা। বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাকে শহরে নিয়েএলেন ক্যাপ্টেন। এ শহরের কাছেই তাঁর বাড়ী। তাই ইলিরিয়া শহরের অনেককেই চেনেন তিনি। এখন ভায়োলার থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো।

ভায়োলা ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে জানলো, এখানকার ডিউক অতি সজ্জন ব্যক্তি। বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলও এখনও তিনি অকৃতদার। তার কারণ অলিভিয়া বলে অভিজাত পরিবারের একটি মেয়েকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু মেয়েটি তাঁকে মোটেই আমল দেয় না। অলিভিয়া এখন পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর প্রায় অসূর্যস্পর্শা হয়ে উঠেছে। কারো সঙ্গে দেখা করে না। তার শরীর মনও ভালো নেই।

সব শুনে ভায়োলা বললো, ক্যাপ্টেন যদি অলিভিয়ার কাছে বা সেটা সম্ভব না হলে ডিউকের কাছে তার জন্য কোন কাজের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে সে নিশ্চিত হতে পারে।

ক্যাপ্টেন একটু ভেবে বললেন, ডিউকের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে বটে, তাঁকে বলে দেখতেও পারেন। কিন্তু ডিউক কি কোন মহিলাকে কাজ দেবেন?

ভায়োলার ইচ্ছে পুরুষের ছদ্মবেশে ডিউকের কাছে কাজ নেয়। এছাড়া তো আর কোন উপায়ও নেই তার।

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে পুরুষের বেশ নিয়ে সেই সাজে সজ্জিত হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উঠলো ভায়োলা। ক্যাপ্টেনও আশ্চর্য হয়ে বললেন, চমৎকার মানিয়েছে তাকে, একেবারে ভাই সেবাস্টিয়ানের মতই লাগছে।

ভাই-এর কথায় আবার চোখে জল এসে গেল ভায়োলার। ঐ ভাইকে খুঁজে বার করবার জন্য দরকার হলে সে দপ্তরী বা ভৃত্যের কাজ করেও অর্থ উপার্জন করবে।

পুরুষবেশী ভায়োলা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ডিউক অর্স্টিনোর কাছে কর্মপ্রার্থী হয়ে গেল। ডিউক একটি কর্মঠ ছেলের খোঁজ করছিলেন। ক্যাপ্টেন তাঁকে বললেন—

ছেলেটি আমার বিশেষ পরিচিত। খুবই আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে একটা যেমন তেমন চাকীরর ব্যবস্থা করে দিলে বড়ই উপকৃত হবে।

ডিউক পুরুষবেশী ভায়োলাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে বললেন.....

—তোমার নাম কি?

—সিজারিও।

—মন দিয়ে কাজ করবে তো? নাকি দু'দিন করেই ভাল লাগছে না বলে ছেড়ে দিয়ে পালাবে?

—পেটের জ্বালায় কাজ খুঁজছি, নিতান্ত বিপদে পড়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। কাজেই হঠাৎ করে কাজ ছাড়বো না এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। হাসলেন ডিউক।

—ঠিক আছে, তোমাকে চাকরীতে বহাল করলাম। খুব একটা পরিশ্রমের কাজ কিছু নয়। এই সবসময় আমার পাশে পাশে থাকবে, ছোট খাট কাজে আমাকে সাহায্য করবে, এই সব।

ডিউক অর্সিনো অনুরোধ রক্ষা করায় ক্যাপ্টেন ও তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানালেন। এর পেছনের নাটকটা ডিউক ধরতেই পারলেন না। সিজারিওর ছদ্মবেশের আড়ালে যে একটি রমণী লুকিয়ে আছে, সেকথা একমাত্র ক্যাপ্টেন আর স্বয়ং সিজারিও ছাড়া আর কেউ জানে না।

ছদ্মবেশী ভায়োলা মহানন্দে ডিউকের কাছে কাজ করতে লাগলেন। সর্বরকমে ডিউকের সন্তুষ্টিবিধান করার কাজে লেগে গেল সে। ডিউকও এই সুদর্শন সপ্রতিভ ছেলেটিকে বেশ পছন্দ করে ফেললেন।

তার সেবায় ডিউকও খুব খুশী।

সিজারিও ডিউকের সঙ্গেই রোজ তাঁর অফিসের কাজের শেষে তাঁর বাড়ীতে যায়। কোন কারণে ডিউককে মনমরা দেখলে নানারকম মজার মজার কাহিনী শুনিয়ে তার মন ভাল করে দেবার চেষ্টা করে। ডিউকও ক্রমে তার সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মতই মিশতে লাগলেন। এমনকি মন মেজাজ ভালো থাকলে তার সঙ্গে নিজের প্রেমিকা অলিভিয়ার গল্প করতেও দ্বিধা করেন না। তাঁর প্রেমিকা যে তাঁর প্রেমের মর্যাদা দিচ্ছে না, এ দুঃখও জানান।

এদিকে মুশকিল হলো, ডিউকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে এই উদারচেতা ন্যায়নিষ্ঠ মানুষটিকে কখন অজান্তে ভালবেসে ফেলেছে ভায়োলার কুমারী হৃদয়। কিন্তু এ প্রেম তো প্রকাশ করা যাবে না কিছুতেই। ভায়োলার প্রেম তার মনের সঙ্গে াপনে গুমরে মরতে লাগলো।

এইভাবে কিছুদিন কাটার পর ডিউক একদিন তাকে ডেকে একটি বিশেষ কাজের ভার দিলেন, মিস অলিভিয়ার কাছে একটি চিঠি পৌঁছে দিতে হবে। সিজারিওর কর্মনিষ্ঠার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে, তাই তাঁর প্রেমের দৌত্যের ভার সিজারিওকেই দিতে চান।

—কিন্তু স্যার। তিনি যে আপনার নাম শুনলেই চটে যান—

—আমি জানি সেকথা। তবু তুমি চিঠিটা তার কাছে পৌঁছে দেবে। তোমাকে তো বলছি। তাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা। সে যতই আমাকে প্রত্যাখ্যান করুক, আমি তাকে পাবার প্রয়াস চালিয়েই যাবো। তুমি বাক্‌চতুর, বুদ্ধিমান ছেলে। তার কাছে গিয়ে আমার প্রশংসা করবে, আর আমি যে তাকে কত ভালবাসি, সে কথা তাকে বুঝিয়ে বলবে। তাকে ছাড়া সে আমার জীবন যৌবন কিভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে সেকথাও জানাবে।

পুরুষবেশী ভায়োলা নীরবে মাথা কাত করে তার সম্মতি জানালো। কিন্তু তার বুকের মধ্যে ঝড় বইতে লাগলো। যাকে সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তারই প্রেমপত্র নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে অন্য এক রমণীর কাছে? শুধু তাই নয়, তার মনকে ডিউকের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে হবে।

নিজের বুকের দুঃসহ যন্ত্রণাকে গোপন করে সিজারিও চিঠি নিয়ে কর্তব্য পালনের জন্য অলিভিয়ার বাড়ী গেল। কিন্তু সেখানেও এক বিরাট বাধা। অলিভিয়া অসুস্থ, সে কারো সঙ্গে দেখা করে না। ডিউকের নাম পর্যন্ত সে সহ্য করতে পারে না এতসব কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলো অলিভিয়ার পরিচারিকা।

কিন্তু সিজারিও তো ফিরে যাবার জন্য আসেনি। কাজ না করে ফিরে গেলে বিমুখ হবেন ডিউক, তার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন, সেটা তো হতে দেওয়া যায় না। অলিভিয়ার ঘুম ভাঙার পর তার সঙ্গে দেখা না করে সে কিছুতেই যাবে না জানালো।

ঘুম থেকে উঠে সব শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হল অলিভিয়া। তবে ছেলেটি একেবারে নাছোড়বান্দা শুনে দেখা করতে রাজী হোল।

ঘরে ঢুকে অভিনন্দন জানিয়ে সিজারিও বেশী ভায়োলা অলিভিয়াকে ডিউকের চিঠিটি নিয়ে তাকে ধন্য করতে অনুরোধ জানালো।

অলিভিয়া কিন্তু বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে সিজারিওর দিকে চেয়েই রইল অপলকে।

সিজারিও এবার আর্জি জানালো, ডিউকের নির্দেশে সে একান্তে অলিভিয়ার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়।

অলিভিয়ার নির্দেশে পরিচারিকারা ঘর ছেড়ে চলে গেলে সিজারিও বললো।

—ডিউক বলেছেন, তিনি রূপসী যুবতী অলিভিয়াকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন। তাঁকে অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে নিঃস্ব রিক্ত জীবন্মৃত অবস্থায় দিনযাপন করছেন। কি বলবো ম্যাডাম, ডিউকের মনে আপনার প্রতি যত ভালবাসা আছে তার এককণাও যদি আমার থাকতো, তবে আপনার বাড়ীর দরজা কুটীর তৈরী করে আমি ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতাম।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো অলিভিয়া। তার মুখের বিরক্তির ভাব মিলিয়ে গেছে, দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

উৎসাহ পেয়ে সিজারিও আবার বলতে শুরু করলো,

—আমি যদি আপনাকে আমার প্রাণ সঁপে দিতে পারতাম, তবে আপনার অন্তরে নিজের স্থায়ী আসন পেতে নিতাম। কিন্তু আমার মনিব ডিউক আপনার ভালবাসার কাঙাল হয়েও বারবার আপনার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন। তাঁর আশাহত অবস্থা আমার যুবক মনকে ব্যাথায় ভরিয়ে তুলেছে।

যুবকবেশী ভায়োলার কথায় আত্মম্ভরী অলিভিয়া মুগ্ধ হলেন। একজনের হয়ে প্রেমের ওকালতি করতে এসে কোন যুবক কোন যুবতীর মনে এমন করে দাগ কাটতে পারে, একথা অলিভিয়া আগে কখনও ভাবতে পারেনি।

প্রেমের দেবতার কি বিচিত্র খেয়াল। একজন সর্বজনমান্য ডিউক দীর্ঘ প্রয়াসেও যার মন জয় করতে পারেননি, একজন সামান্য ভৃত্য সামান্য ক'টি মিষ্টি কথা বলেই সে কাজটি করে ফেললো।

আরো কিছুক্ষণ সিজারিওর সঙ্গে আলাপ করার পর তাকে আবার আসার আহ্বান জানালো অলিভিয়া।

মনিবের প্রয়োজনেই তাকে আবার আসতে হবে, একথা জানিয়ে বিদায় নিল সিজারিও।

সে চোখের আড়ালে চলে যেতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো অলিভিয়া।

—কি সুন্দর সুঠাম যুবকটি। আর বাচনভঙ্গীই বা কি চমৎকার। তার সুরেলা কণ্ঠের মিষ্টি মধুর শব্দগুলি যেন আমার মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। আর কিছুক্ষণ যদি তাকে কাছে পেতাম, আমার শরীরের সব অবসাদ দূর হয়ে যেতো।

এরপর পরিচারিকাকে দিয়ে বারবার সিজারিওকে ডেকে পাঠাতে লাগলো। অলিভিয়া। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়ালো যে ভায়োলা মনে মনে না হেসে পারলো না। তাকে পুরুষ সিজারিও ভেবে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে অলিভিয়া। কিন্তু কি করে ভায়োলা তাকে বোঝাবে যে, কোন রমণীকে প্রিয়তম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ডিউককে আশ্বস্ত করার জন্য সিজারিও তাঁকে জানালো অলিভিয়া তাঁর প্রেম গ্রহণ করেনি বটে, তবে তার মন একটু নরম হয়েছে। সেই রাগ আর অহংকার অনেক কমে গেছে।

এই অবসরে ভায়োলা ডিউককে জিজ্ঞেস করলো, যদি তিনি অলিভিয়াকে যতটা ভালবাসেন ততটাই অন্য কোন মেয়ে ডিউককে ভালবাসে, তার প্রেমের প্রতিদান না পেলে সে কি করবে?

ডিউকের ধারণা তাঁর মত বা তার চেয়ে বেশী ভালবাসা এ জগতে কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আর কথা না বাড়িয়ে সিজারিও যেন এই মুহূর্তে তাঁর প্রেমিকা অলিভিয়াকে একটি হীরের আংটি তাঁর পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে দিয়ে আসতে

বললেন।

অলিভিয়া কিন্তু ডিউকের নাম শুনেই আবার জ্বলে উঠলো। আংটিটা ছুঁয়েও দেখলো না। মুখ ফুটে জানালো ডিউক নয়, সিজারিওকেই সে চায়।

সিজারিও তাকে জানালো, তার পক্ষে কিছুতেই অলিভিয়ার প্রেম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তিনি যেন তাকে ক্ষমা করেন। এই বলে দ্রুত বিদায় নিলো সে।

ভায়োলার ভাই সেবাষ্টিয়ান সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে ইলিরিয়া নগরীর অন্য প্রান্তে ওঠে। অদৃষ্টবলে এক হতভাগ্য নাবিকের দেখা পায়। একই নগরে দু'ভাই বোন আছে কিন্তু কেউ কারো খোঁজ জানে না। অদৃষ্টের কি পরিহাস। সেবাষ্টিয়ান ক্যাপ্টেন এণ্টিনিওর সঙ্গে বন্দরের কাছে এক সরাইখানায় উঠেছিল।

এক সকালে এ্যাণ্টিনিয়ো সেবাষ্টিয়ানকে নিয়ে ইলিরিয়া নগরটিকে ঘুরে দেখাতে নিয়ে গেলেন। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু তিনি থমকে দাঁড়ালেন, বললেন—

—আমার পক্ষে এ নগরীতে বেশি ঘোরাঘুরি করা নিরাপদ নয়। কিছুদিন আগে এক নৌযুদ্ধে এখানকার ডিউক অর্সিনোর ছোট ভাইপো আমার হাতে প্রাণ দিয়েছিল। এখন আমাকে দেখলে ডিউক হয় আমাকে গুলি করবেন নয়তো কারারুদ্ধ করবেন। তুমি একাই ঘুরে দেখে এসো। আর এই টাকাগুলো রাখ, দরকার হলে কিছু কিনে এনো।

ক্যাপ্টেন সেবাষ্টিয়ানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরাইখানায় ফিরে গেলেন। সেবাষ্টিয়ান একাই চললো নগর পরিদর্শনে।

এদিকে অলিভিয়ার কাকা স্যার টোবি তাঁর এক মহামূর্খ বন্ধু এণ্ড্রুকে উৎসাহিত করলেন তাঁর ভাইঝি অলিভিয়ার মন জয় করে তাকে বিয়ে করে অঢেল সম্পত্তির মালিক হতে। একটু মজা দেখার জন্যই এটা করেছিলেন তিনি।

এণ্ড্রু তো মহা উৎসাহে কাজে লেগে পড়লো। প্রথমেই তার নজর পড়লো সিজারিওবেশী ভায়োলার ওপর। সে দেখেছে এই যুবকটিকে একটু বেশীই পছন্দ করে অলিভিয়া। পথের কাঁটা সরানোর জন্য সে সিজারিওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বন করলো।

ভায়োলা পড়লো মহাবিপদে। আদতে তো সে রমণী, অস্ত্রশিক্ষাই করেনি কখনো। ভয়ে কাতর হয়ে সে স্যার টোবির কাছে সাহায্য চাইতে গেল।

টোবি খুব মজা পেলেন। এণ্ড্রুকে গিয়ে বললেন, সিজারিওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে খুব ভুল করেছে সে। কেননা সিজারিও একজন সুদক্ষ যোদ্ধা।

শুনে এণ্ড্রু তো ভয়ে কম্পমান। কিন্তু কথা তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। স্যার টোবিও এই দুই ভীতু যোদ্ধার লড়াই দেখার জন্য উৎস্যুক হয়ে উঠলেন।

এদিকে সেবাষ্টিয়ান নগর দেখে ফিরতে দেরী করতে দেখে চিন্তিত হয়ে তাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন ক্যাপ্টেন এ্যাণ্টিনিও। নিজের বিপদের কথা ভুলে নগরে চলে এলেন তিনি।

কিছুদূর গিয়ে দেখেন, পথের একপাশে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে, আর সেবাষ্টিয়ান-এর দিকেই তরোয়াল উঁচিয়ে ধরেছে একটি লোক। দেখেই মাথায় আগুন জ্বলে গেল ক্যাপ্টেনের। নিজের খোলা তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধক্ষেত্রে। একটা অনর্থ ঘটেই যেতো, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কয়েকজন সৈনিক ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেয়ে গ্রেপ্তার করে ফেললো। সিজারিও একজন অপরিচিত পুরুষের কাছ থেকে অযাচিত সাহায্য পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল ভায়োলা।

হাতকড়া পরিহিত ক্যাপ্টেন বললেন—ভাই সেবাষ্টিয়ান। তোমার বিপদ দেখে নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল। তোমাকে যে টাকা দিয়েছিলাম তার সব খরচ না হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাকে দিয়ে দাও। এই বিপদে হয়তো কিছু সাহায্য হতে পারে।

অবাক হয়ে গেল ভায়োলা—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মহাশয়, আমার প্রাণ বাঁচিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন আপনি। কিন্তু টাকার কথা কি বলছেন, বুঝতে পারলাম না। আমার কাছে প্রভুর দেওয়া সামান্য কিছু টাকা আছে, তাই নিয়ে ধন্য করুন আমাকে।

ক্যাপ্টেন সেবাষ্টিনায়কে অনেকগুলি টাকা দিয়েছিলেন এখন তার কথা শুনে এবং এই সামান্য টাকা ফেরৎ পেয়ে ভাবলেন সেবাষ্টিয়ান নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছে, আর ঝামেলায় না জড়াবার জন্যই তাকে না চেনার ভান করছে। তিনি রেগে আগুন হয়ে সেবাষ্টিয়ানের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে গালি দিতে দিতে সৈনিকদের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

এই গোলমালে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারটিও চাপা পড়ে গেল। একটি নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভায়োলা বাড়ীর দিকে রওনা দিল। ক্যাপ্টেনের কথা শুনে তার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে তার ভাই সেবাষ্টিয়ান নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, এবং এই নগরের আশে পাশেই আছে। সে ভাই-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

এদিকে শহর দেখা শেষ করে ধর্মশালায় ফেরার পথে সেবাষ্টিয়ান সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের জায়গায় এসে হাজির হোল। ইতিমধ্যে ভায়োলা সেখান থেকে চলে গেছে। একটুর জন্য বোনের সঙ্গে দেখা হোল না। কেবলমাত্র স্যার এন্ড্রু তখনও যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে একটি উইলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটি নিয়ে ভাবছিল। সেবাষ্টিয়ানকে নিশ্চিতভাবে এদিকে আসতে দেখে সে যথারীতি সিজারিও বলে ভুল করলো। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে সে তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেল তার দিকে। কিন্তু কুশলী যোদ্ধা সেবাষ্টিয়ান তার আকস্মিক আঘাতটা এড়াতে পারলো। তারপর বেঁধে গেল রীতিমত যুদ্ধ। এন্ড্রু বুঝতে পারলো খুব শক্ত পাল্লায় পড়েছে সে।

ঠিক সেই সময় পরিচারিকার মুখে যুদ্ধের খবর শুনে অলিভিয়া তার মনের মানুষ সিজারিওকে বাঁচানোর তাগিদে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। সেবাষ্টিয়ানকে দেখে সিজারিও বলে ভুল করে টেনে নিয়ে গেল নিজের ঘরের নিরাপত্তায়।

সেবাষ্টিয়ান তো হতবাক। এ শহরের মেয়েগুলো এমন বিচিত্র কেন? বিনা পরিচয়েই পুরুষ মানুষের হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়। এরকম তো সে নিজের শহরে কখনো দেখে নি। তার জীবনের জন্য মেয়েটির এত মায়া দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। মেয়েটি রূপসী, তার ওপর ঘরবাড়ী ও চালচলন দেখে মনে হচ্ছে বেশ ধনবতী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা। সেবাষ্টিয়ানের বেশ ভাল লেগে গেল অলিভিয়াকে।

এই অপরূপা তাকে প্রেম নিবেদন করে চলেছে দেখেও খুব খুশী হোল সেবাষ্টিয়ান। সেও সমানে তাল দিয়ে চললো অলিভিয়ার সঙ্গে। একটু অবাক হেলো অলিভিয়া, এই সিজারিওই না মাত্র দু'দিন আগে তাকে বলে গেছে কিছুতেই অলিভিয়াকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন মেয়েকে বিয়ে করে কোনদিনই সে ঘর বাঁধতে পারবে না। আজ সে-ই কিনা তার সঙ্গে মধুমাখা স্বরে কথা বলছে। তার মনের মানুষ এতদিনে তার প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়েছে ভেবে মনে মনে পুলকিত হোল অলিভিয়া।

সিজারিও দীর্ঘ সময়ের জন্য তার কাছে বসে কথা বলছে, কোন কিছুতেই আপত্তি করছে না। দিব্যি পান ভোজন করছে দেখে অলিভিয়া ভাবলো প্রেমের দেবতা যখন একবার মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন এ সুযোগ আর হাতছাড়া করা উচিত নয়। বিশেষ করে সিজারিওর মত এমন একজন সুদর্শন পুরুষ মানুষের মন বিগড়ে যেতে কতক্ষণ।

তাকে পাবার জন্য নিশ্চয়ই অনেক মেয়েই সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। অলিভিয়া ঠিক করে ফেললো আজই গীর্জার পুরোহিতকে এনে সিজারিওর সঙ্গে নিজেকে বিয়ের গাঁটছড়ায় বেঁধে ফেলবে। বিয়ের কথা শুনে সেবাষ্টিয়ানও মত দিয়ে ফেললো। ব্যস, আর কোন বাধাই রইল না।

গীর্জার বৃদ্ধ পাদরীমশাই অলিভিয়ার চিঠি পেয়েই তাদের বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন করে দেবার সম্মতি জানিয়ে তিনি লোক মারফৎ অলিভিয়াকে চিঠি দিলেন। চিঠি পাওয়ার পর অলিভিয়া সেবাষ্টিয়ানকে নিয়ে গীর্জায় উপস্থিত হোল। বৃদ্ধ পুরোহিত আন্তরিক যত্নসহকারে তাদের বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন করলেন। অলিভিয়ার আনন্দ আর ধরে না। তার বহুদিনের সযত্নপোষিত যৌবন আজ সার্থক হোল বিয়ের মধ্যে দিয়ে।

সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে বাসররাত্রি যাপন করে সেবাষ্টিয়ান একটি বার সরাইখানায় যাওয়ার জন্য তৈরী হলো। তাকে ফিরতে না দেখে ক্যাপ্টেন এ্যান্টনিও নিশ্চয় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে গেলে হয়তো যাবার অনুমতি না-ও পাওয়া যেতে পারে, তাই তাকে কিছু না জানিয়েই রাস্তায় নামলো সেবাষ্টিয়ান।

এদিকে অলিভিয়া যে ডিউক অর্সিনোর প্রেমে কিছুতেই সাড়া দেবে না এটা সিজারিওর কাছ থেকে জেনে ডিউক খুবই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছেন। সিজারিওর মত চালাক চতুর বাক্‌পটু যুবকও যে তাকে রাজী করাতে পারলো না এটা জেনে

হতাশও হয়েছেন ডিউক। তিনি সিজারিওকে বলে দিলেন, সে যেন আর কোনদিন অলিভিয়ার বাড়ীতে না যায়। তিনি দেখতে চান স্বর্গ থেকে কোন দেবদূত নেমে এসে অলিভিয়াকে বিয়ে করে।

সারারাত ছট্‌ফট্ করে কাটালেন ডিউক। সকালে উঠেই সিজারিওকে বললেন, তিনি নিজে একবার অলিভিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াতে চান। একদল সৈন্য নিয়ে সিজারিওর সঙ্গে অলিভিয়ার বাড়ীর দিকে চললেন ডিউক। পথে আর একদল সৈন্যের সঙ্গে দেখা। তারা ক্যাপ্টেন এ্যাণ্টনিওকে বন্দী করে নিয়ে আসছে।

যে সৈন্যটি এ্যাণ্টনিওকে হাতকড়া পরিয়েছিল সে ডিউককে অভিবাদন করে বীরবিক্রমে বললো—হুজুর এর নাম ক্যাপ্টেন এ্যাণ্টনিও। নৌ-যুদ্ধে এই লোকটিই আপনার ভাইপোকে হত্যা করেছিল।

সিজারিও তার প্রাণ রক্ষাকারী এ্যাণ্টনিওকে দেখে চিনতে পারলো। সে ডিউককে সব কথা খুলে বললো। লোকটি যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে একথাও বলতে ভুললো না। ডিউক তো এসব কথা শুনে কি করবেন ভেবে পেলেন না।

এ্যাণ্টনিও বললেন—

—ব্যাপারটি যে কি কিছুই বুঝতে পারছি না। আজ সকালেই আমি এ যুবকটিকে অনেকগুলো টাকা দিয়েছিলাম। ইলিরিয়ার থাকছে, অথচ নগরটা ভাল করে না দেখেই ফিরে যাবে? তাই তাকে কিছু টাকা দিয়ে নগর দেখতে পাঠিয়ে দিলাম। আমি আপনার ভয়েই এর সঙ্গে যাইনি। তারপর তার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভাবলাম নতুন জায়গা, তার ওপর ছেলেটির বয়স কম। হয়তো কারো সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। নিজের বিপদের কথা ভুলে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর সিজারিওর দিকে দেখিয়ে বললেন—দেখি, যুবকটি অসি নিয়ে অন্য একজনের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না, ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওকে বাঁচাতে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই আপনার সৈন্যরা ধরে ফেললো আমাকে। আমি আমার সঙ্গী এই যুবকটির কাছ থেকে আমার দেওয়া টাকাগুলো চাইলাম, কিন্তু সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। আমাকে যেন জীবনে প্রথম দেখছে, এরকম ভাব করলো। জীবনে এত আশ্চর্য আর কখনো হইনি আমি।

ডিউক বললেন, ব্যাপারটি তাঁর কাছে খুবই রহস্যজনক মনে হচ্ছে। তারপর সিজারিওকে দেখিয়ে এ্যাণ্টনিওকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যুবকটিকে তিনি কতদিন ধরে চেনেন।

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন—

প্রায় তিনমাস। ইলিরিয়া উপকূলের কয়েকটি জায়গা ঘুরে আজ থেকে চারদিন আগে এখানকার এলিফ্যাণ্ট নামক সরাইখানায় এ যুবকটি ও আমি একটি ঘর নিয়ে আছি।

—নির্ঘাৎ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। তুমি হয়তো জানো না এই ছেলেটি গত তিনমাস ধরে আমার কাছেই চাকরী করছে। এক রাতের জন্য আমার চোখের আড়াল হয়নি। অথচ তুমি বলছো মাত্র তিনদিন আগে তোমরা এখানে এসেছো? বাজে কথা বলবার আর জায়গা পাওনি?

ভায়োলা বললো—

—পাগল হোক আর যাই হোক লোকটি যে পরোপকারী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। উনি না থাকলে আজ আমার ভবলীলা সাঙ্গ হোত।

এই সব আলাপ আলোচনা চলছিল অলিভিয়ার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। উত্তেজিত কথাবার্তার শব্দ শুনে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো অলিভিয়া। বহুবাঞ্ছিত মুখটি দেখতে পেয়ে ডিউকের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি সৈনিকদের বললেন—তোমরা বন্দীকে নিয়ে প্রাসাদে যাও। আমি ফিরে এসে এ সম্বন্ধে আমার অভিমত দেবো।

সিজারিওবেশী ভায়োলাকে নিয়ে অলিভিয়ার বাড়ীতে ঢুকলেন। অলিভিয়াকে দেখে তাকে অভিবাদন জানালেন ডিউক। কিন্তু দায়সারা ভাবে তার সঙ্গে দু-চারটি কথা বলে অলিভিয়া তার সব মনোযোগ ঢেলে দিল সিজারিওর ওপর।

অলিভিয়া সাগ্রহে তার সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলো। এখন তো সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। সিরাজিও তো এখন তার আইনসঙ্গত স্বামী। ডিউক জানতে পারলেই বা কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তার স্বামীকে তো আর সে ডিউকের কাছে ভৃত্য হিসেবে চাকরী করতে দেবে না।

অলিভিয়ার আচরণে ডিউক খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, অসন্তুষ্ট হোলেনও খুব। এ কিররকম ব্যবহার অলিভিয়ার? তাঁকে এভাবে অবহেলা করে একজন ভৃত্যের সঙ্গে এত কিসের ঘনিষ্ঠতা? রাগে কাঁপতে কাঁপতে সিজারিওকে নিয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন।

এবার দেখা দিল আরও কঠিন সমস্যা। অলিভিয়া তো সিজারিওকে তার স্বামী সেবাস্টিয়ান বলে মনে করছে। সে তাকে যেতে দেবে কেন?

কিন্তু ভায়োলার এসব বরদাস্ত করতে বয়েই গেছে, সে ডিউকের সঙ্গে চলে যাবেই। এই মহিলা কি পাগলের মত আচরণ করছেন, সে কি করে ওঁর স্বামী হবে? কোনও মহিলার স্বামী হওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব?

এই সব অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা দেখে তো ডিউকের চক্ষুস্থির। তার হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে নিজেই অলিভিয়াকে অধিকার করেছে সিজারিও। আবার বিয়ে পর্যন্ত ঘটিয়েছে ব্যাপারটা?

তিনি বেশ উত্তেজিত হয়েই ভায়োলার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তবল করলেন।

ভায়োলা তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলো—বিশ্বাস করুন, আমি এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না। বিয়ে তো দূরের কথা, কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম

করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ একেবারে অবাস্তব।

অলিভিয়া ডিউককে মিনতি করে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। গির্জার যে পুরোহিত তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকেই ডেকে আনতে পাঠাচ্ছে সে।

অগত্যা নিরুপায় হয়ে অপেক্ষা করতেই হলো ডিউক ও সিজারিওকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গীর্জার পুরোহিত অলিভিয়ার বাড়ী এসে পৌঁছলেন। সব শুনে তিনি বললেন, আগের দিনই এই ছেলেটির সঙ্গে অলিভিয়ার বিয়ে দিয়েছেন তিনি। এত তাড়াতাড়ি ছেলেটি সেকথা ভুলে গেল কি করে?

বৃদ্ধ পাদরীর মুখ থেকে সব শোনার পর সন্দেহের আর অবকাশ রইল না ডিউক অর্সিনোর। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সিজারিওকে বললেন—বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক কোথাকার! ডুবে ডুবে জল খেয়েছো, আর ভেবেছো অস্বীকার করে পার পেয়ে যাবে? আমার খেয়ে পরে, আমার বুকেই ছুরি বসালে? তোমার কাছ থেকে আমি এটা অবশ্য আশা করিনি।

ভায়োলা কাতর কণ্ঠে বললো—

—আপনি আমার ওপর অবিচার!

—অবিচার আমাকে নিজের ওপর করতে হবে সিজারিও। তোমার যোগ্য শাস্তি প্রাণদণ্ড, কিন্তু তা আমি তোমাকে দিতে পারছি না অলিভিয়ার কথা ভেবে। তাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবেসে ছিলাম। তার স্বামীকে হত্যা করে চিরদিনের জন্য তার মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারবো না।

কথা ক'টি বলেই ডিউক অর্সিনো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হঠাৎ পিছন ফিরে ভায়োলাকে দেখে গর্জন করে উঠলেন।

—তুমি আমার পেছন পেছন কোথায় যাচ্ছ শুনি? ভবিষ্যতে আর আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না, এই আমার আদেশ।

মনিবের কাছে এমন নির্মম আচরণ পেয়ে ভায়োলা কেঁদে আকুল। অলিভিয়া কিন্তু ডিউকের আচরণে খুব খুশী। তবে স্বামীর মতিগতি সে কিছুই বুঝতে পারছে না। এক রাত্রেই স্ত্রীর প্রতি সব আকর্ষণ চলে গেল তার।

ঠিক এমনি সময় ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ডিউক অলিভিয়ার বাড়ী থেকে বেরোতেই মুখোমুখি পড়ে গেলেন রক্তাক্ত স্যার এণ্ড্রুর। এন্ড্রু ডিউকের কাছে নালিশ করলো যে, তাঁর ভৃত্য সিজারিও মাত্র কয়েক মিনিট আগে তার ওপর তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ডিউকের চোখ কপালে উঠে গেল। কয়েক মিনিট আগে সিজারিও তো তাঁর চোখের সামনেই ছিল, তার পক্ষে কি করে এসব করা সম্ভব? তিনি দৃঢ়ভাবে জানালেন, কয়েক মিনিট কেন? গত কয়েকঘণ্টা ধরে সিজারিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আছে, কোথাও যায়নি।

এণ্ড্রুকেও দোষ দেওয়া যায় না। তার অবস্থার জন্য দায়ী সেবাস্টিয়ানকে সে

সিজারিও বলে ভেবেছে।

ডিউক যখন এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতির জট ছাড়াতে ব্যস্ত তখনই সেখানে আবির্ভাব ঘটলো সেবাষ্টিয়ানের। স্ত্রী অলিভিয়াকে তার বাড়ীর সামনে জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দৌড়ে তার কাছে এলো সে।

—কি ব্যাপার প্রিয়তমে, তুমি এখানে কি করছো? এরাই বা—

উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একেবারে হুবহু সিজারিওর মত দেখতে একটি যুবক। এ কি সম্ভব? সিজারিওবেশী ভায়োলা এতক্ষণে বুঝতে পারলো যত গোলামালের মূলে আছে তার এই ভাইটি। গুটি গুটি সেবাষ্টিয়ানের দিকে এগিয়ে গেল সে, নিচুস্বরে বললো—

—ভাই, তুই যে এই শহরেই আছিস আমি তা অনুমান করতে পেরেছিলাম। জাহাজডুবির পর তুই বাঁচলি কি করে?

—কে তুমি? আরে, তুই তো ভায়োলা। তাই বা কি করে হবে, আমার বোন ভায়োলার মত দেখতে হলেও তুমি তো পুরুষ মানুষ দেখছি।

ভায়োলা তখন জাহাজডুবি থেকে শুরু করে তার জীবনের এই তিনমাসে যা যা ঘটেছে সবই বললো ভাইকে।

এরপর সব জটিলতা মুক্ত হয়ে জীবন নিজের গতিতে তরতর করে এগিয়ে চললো। ক্রমে ডিউক অর্সিনোও বুঝতে পারলেন তাঁর প্রতি ভায়োলার প্রেম কত আন্তরিক। সিজারিওর প্রতি ডিউকের স্নেহ, ভায়োলার প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হলো। পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তাঁরা।

কিং রিচার্ড দ্য সেকেণ্ড

লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ।

ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড আসীন।

রাজা রাজসভায় উপস্থিত সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন।

রাজা বললেন, সামন্তরাজ গণ্টের জন ভাল করে ভেবে বলুন তো, পুরানো কোন হিংসার বশবর্তী হয়ে আপনি আবার নরফোকের ডিউক টমাস-এর নামে অভিযোগ করেননি তো? একটু থেমে বললেন, ঠিক আছে, আপনার পুত্রকে ডাকুন। আমার সামনে তার বক্তব্য পেশ করুক।

গণ্টের জন আদেশ পালন করতে চলে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোব্রের ডিউক এবং গণ্টের জন-এর পুত্র বোলিংব্রোক রাজসভায় আসেন।

যথোচিত অভিবাদন জানিয়ে তারা আসন গ্রহণ করলে রাজা বলেন, আপনারা পরস্পরকে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন।

এবার বোলিংব্রোককে উদ্দেশ্য করে রাজা বললেন, নরফোকের ডিউক মোব্রের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ কি বলুন তো! আশা করি প্রতিহিংসা বশে কিছু বলবেন না।

ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমার বক্তব্যে কোনরকম প্রতিহিংসা বা মিথ্যার লেশমাত্র থাকবে না।

এবার টমাস মোব্রের দিকে তাকিয়ে বোলিংব্রোক বললেন, আপনার সম্বন্ধে মহারাজের সামনে আমি যে বক্তব্য পেশ করব তার মধ্যে যদি সামান্য মিথ্যার আশ্রয়ও আমি নিয়ে থাকি তবে যেন নরকেও আমার ঠাঁই না হয়। এবার মহারাজকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, মোব্রে একজন চরম বিশ্বাসঘাতক। সে এমনই দুর্মতি যে, এ-পৃথিবীতে তার আর এক মূহুর্তও বাঁচার অধিকার নেই। মহারাজের যদি সম্মতি থাকে তবে এ-মুহূর্তেই আমার সুতীক্ষ্ণ অসির দ্বারা এর মুণ্ডটাকে ধড় থেকে নামিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিয়ে নিই।

মোব্রে এবার মহারাজকে বললেন, আমি কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করেই আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জবাব দিচ্ছি। তবে কেউ যেন মনে না করেন যে আমার মধ্যে পুরুষোচিত তেজ অনুপস্থিত।

মোব্রে বলেন, মহারাজ এটি মেয়েদের পারিবারিক ঝগড়া নয় যে আজ না হোক

কাল মিটে যাবেই। আমাদের উভয়ের টগবগ করে ফোটা রক্ত শীতল করার জন্যই হয়ত মহারাজ আমাদের উভয়কে রাজসভায় ডেকে এনেছেন।

মোব্রে বলে চলেন মহারাজ, আমার কথায় অবশ্যই এমন কোন ভাব প্রকাশ পাচ্ছে না যাতে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটার কোন উত্তর না দিয়ে আমি পাশ কাটিয়ে যাব।

এবার বোলিংব্রোককে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি শুনে আপনার প্রতি আমার আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার জন্যই আমার যা কিছু বক্তব্য খোলাখুলিভাবে মহারাজকে বলতে পারছি না। নইলে আপনার মত একজন বিশ্বাসঘাতককে রাজবংশীয় বলেও ক্ষমা করতাম না। আমার চোখে আপনি একজন বিশ্বাসঘাতক, সাক্ষাৎ শয়তান ও কাপুরুষ।

বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক কোথাকার! রাজার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নয়, ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। আপনার মধ্যে যদি কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা হয়ে থাকে তবে আত্মসমর্পণ করুন। নতুবা আপনার নাইট উপাধি কেড়ে নেওয়া হবে। আমি বলছি, বোলিংব্রোক বলেন আপনি এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাধির অনুপযুক্ত।

আমি সর্বান্তকরণে এবং নির্ভয়ে আপনার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছি। আমি যে ঘোড়ায় চেপে রাজসভায় এসেছি সে ঘোড়ার পিঠে বসেই যেন মৃত্যুবরণ করতে পারি।

উভয়ের মধ্যে যখন তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে তখন রাজা বললেন, বোলিংব্রোক, বঁলুন তো মোব্রের বিরুদ্ধে আপনার প্রকৃত অভিযোগটা কি? তাঁর বিরুদ্ধে বড়রকম কোন অভিযোগের কথা আমি ভাবতেও পারছি না।

বোলিংব্রোক বললেন, মহারাজ, মোব্রে আপনার সৈন্যদের দেবার নাম করে, আট হাজার টাকা নিয়ে পুরোটাই আত্মসাৎ করেছেন। এর উপযুক্ত প্রমাণ আমি দেব। আমি আরও প্রমাণ করতে পারি দীর্ঘ আঠারো বছরের মধ্যে সমগ্র ইংল্যাণ্ডে যত বিদ্রোহ ঘটেছে সবার নাটের গুরু এই মোব্রে। গ্লসেস্টারে ডিউকের মৃত্যুর পরিকল্পনাও তার করা। যে পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে তার প্রতিপক্ষ অনায়াসে কাজ হাসিল করেছিল। দৃঢ়তার সঙ্গে বোলিংব্রোক বলেন, আমি আমার বংশমর্যদার খাতিরে মহারাজের কাছে ন্যায় বিচারের দাবী রাখছি। অন্যথায় আমি অসির মাধ্যমে এর প্রতিকার করে রাজা ও রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করব।

মোব্রে বললেন, মহারাজ, আমি বলছি আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর আনীত অভিযোগকে উপেক্ষা করে চলুন। তিনি যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমার নামে এরকম জঘন্য অভিযোগ এনেছেন তা আমি অবশ্যই প্রমাণ করব।

মোব্রে, আশা করি আপনি জানেন যে বোলিংব্রোক আমার খুড়তুতো ভাই। তবু আমি তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে আপনার প্রতি অবিচার করব না। আপনি এবং বোলিংব্রোক উভয়েই আমার কাছে সমান। কারণ আপনারা দুজনেই আমার প্রজা।

মোব্রে বোলিংব্রোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি অত্যন্ত নীচ বলেই এরকম একটা জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে পেরেছেন। যে টাকার কথা তুলে আপনি অভিযোগ করেছেন তার এক তৃতীয়াংশ আমি সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। আর অবশিষ্টটুকু রাজার অনুমতি নিয়েই আমি আমার কাছে রেখেছি। কারণ ফরাসীদেশ থেকে রাণীকে নিয়ে আসার জন্য যে অর্থ আমার খরচ হয়েছিল তা রাজার কাছে আমি পেতাম। তাহলে টাকার ব্যাপারে আমার নামে যে অভিযোগ এনেছেন তা সত্য নয় স্বীকার করছেন?

আবার বলেন, আর একটি অভিযোগ আমি গ্লসেস্টারকে হত্যা করেছি।

তাঁকে আমি হত্যা করিনি যেমন সত্য ঠিক তেমনি সত্য এ ব্যাপারে আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। এটা অবশ্য আমার অন্যায়ই হয়েছে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি।

মোব্রে এবার বললেন, আমার শত্রুর মহামান্য পিতা ল্যাঙ্কাস্টারের সামন্তরাজ, আমি সত্যি একবার আপনার মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করেছিলাম। যে কথা মনে পড়লে দুঃখ ও লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাই। তবে এ-ও সত্যি আমি তখন স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সে কাজের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করায় আপনি তখন আমার মার্জনা করেছিলেন।

এবার মহারাজকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার কথা তো শুনলেন। তবে আমি এও বলে রাখছি, কোন শয়তান আমার নামে অপযশ গাইলে আমি অবশ্যই তা সহ্য করব না।

এও বললেন, আমার রাজভক্তি কত প্রগাঢ় এবং নিখাদ তা প্রমাণ করার জন্য আমি আমার উপাধির প্রতীক চিহ্নটি এ-বিশ্বাঘাতকের পায়ের কাছে রাখলাম।

মহারাজ, আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি আমাদের বিচারের দিনক্ষণ ঠিক করলে বাধিত হব।

রিচার্ড উভয়কে শান্ত করতে গিয়ে বললেন, আপনারা উভয়েই ক্রোধে মত্ত হয়ে উঠেছেন। আমি চাচ্ছি বিনা রক্তপাতে এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হোক। এবার গণ্টের জনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কাকা, আমি নরফোকের ডিউককে সামলাচ্ছি। আপনি আপনার পুত্রকে শান্ত করুন।

পুত্র, মাথা ঠাণ্ডা কর, শান্ত হও। নরফোকের ডিউকের উপাধির প্রতীকচিহ্ন তাঁর হাতে তুলে দাও।

রাজা নরফোকের ডিউককে বললেন, আপনিও তাঁর উপাধির প্রতীকচিহ্ন ফিরিয়ে দিন।

মহারাজ, আমি নিজেকে আপনার পদতলে লুটিয়ে দিতেও দ্বিধা করব না। কিন্তু তাই বলে আমার মর্যাদাবোধকে লুটিয়ে দিতে পারব না। আমি কেবল অপমানিতই নই, অভিযুক্তও বটে। আমার আত্মা আজ ক্ষতবিক্ষত। একমাত্র তাঁর হৃৎপিণ্ডের রক্তের দ্বারাই আমার এ রোগ সাবতে পারে।

তবুও আমি বলছি, ক্রোধকে প্রশ্রয় দেয়া মোটেই ঠিক নয়। তাঁর উপাধির প্রতীক চিহ্নটা আমার হাতে দিন তো।

মহারাজ আমি আমার যথাসর্বস্ব, এমনকি আমার উপাধিটা পর্যন্ত হাসি মুখে ত্যাগ করেছি, কিন্তু অনুগ্রহ করে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে বলবেন না। নিষ্কলঙ্ক সম্মানই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় কাম্য। সম্মানই আমার জীবন, এটুকু আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার অর্থই হচ্ছে আমাকে হত্যা করা।

রাজা এবার বোলিংব্রোককে বললেন, এক কাজ করুন, আপনিই বরং তাঁর উপাধির প্রতীক চিহ্নটা তাঁর হাতে তুলে দিন।

আমি আমার পিতার চোখের সামনে এভাবে অপমানিত হব?

রাজা বললেন, শুনুন, আমি রাজা। নির্বাক দর্শকের মত অন্যের ঔদ্ধত্য দেখে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় উচিতও নয়।

এরপর উত্তেজিত কণ্ঠে রাজা বলেন, যেহেতু আমি আপনাদের বিবাদ মিটিয়ে পুর্নমিলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছি, সেইহেতু আপনারা জীবন দিয়েই এর মীমাংসা করুন।

উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ল্যাম্বার্টের জন্মদিনে চার্চে উপস্থিত থেকে তরবারির সাহায্যে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করবেন।

এদিকে ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের প্রাসাদের গণ্টের জন তাঁর পত্নীকে পুত্র বোলিংব্রোক সম্বন্ধে বললেন, আমি এবং রাজামশাই বহুভাবে চেষ্টা করেছি ওদেরকে শান্ত করার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাই বাধ্য হয়েই ব্যাপারটা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে ন্যায় ধর্মকে রক্ষা করুন।

তোমার মত একজন প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির কথা শুনেও বাঁচার প্রবৃত্তি তার জাগল না। তার থেকে বড় কথা তুমি তার পিতা। তোমার চেয়ে বড় হিতাকাঙ্খী তার আর কে থাকতে পারে! তবুও তার মধ্যে এতটুকু বাঁচার ইচ্ছা জাগল না।

বোলিংব্রোক তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আগে কভেণ্ট্রিতে এসে হাজির হলেন। এখানেই তাঁর চরমতম শত্রু মোব্রের সঙ্গে অসিযুদ্ধের মাধ্যমে উভয়ের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মোব্রেও তার দলবল নিয়ে এসে হাজির হলেন।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাজা রিচার্ড এসে প্রতিদ্বন্দ্বীতার জায়গায় উপস্থিত হয়ে পরিষদদের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডেকে রাজা বললেন, শুনুন, আমরা আলোচনার মাধ্যমে এটাই স্থির·করেছি যে, কোন বীরের রক্তে আমাদের রাজ্যের মাটি রঞ্জিত করতে দেব না। আমরা এও সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আপনাদের উচ্চাভিলাষই এমন জঘন্য কাজে আপনাদের উভয়কে লিপ্ত করেছে।

রাজা বলেন, আমরা আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আপনাদের উভয়কে এরাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। আপনাদের আমি নির্বাসনদণ্ড

দিলাম।

বিষণ্ণ মুখে বোলিংব্রোক বলেন, মহারাজের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি যেখানেই থাকি না কেন মহারাজের প্রতি আমার আনুগত্যের এতটুকুও ঘাটতি হবে না।

রাজা রিচার্ড এবার মোব্রেকে বললেন, আপনার প্রতি আরও কঠিন নির্দেশ দান করছি। আপনার নির্বাসনকালের কোন নির্দিষ্ট সীমা থাকবে না। আপনি কোনদিনই দেশের মাটিতে পা দেবেন না। যদি আমার আদেশ ভুলেও কোনদিন লঙ্ঘন করেন তবে মনে রাখবেন মৃত্যুদণ্ডাদেশ আপনার প্রতি প্রয়োগ করা হবে।

এ কী কথা মহারাজ! আমার প্রতি আপনি এমন কঠোর হবেন না। এ যে আমি কোনদিনই ভাবতেই পারি না। আমি কি সত্যি এমন কঠিন শাস্তির যোগ্য?

আর কোন কথা নয়। আমার আদেশ প্রত্যাহার হবে না আর তা সম্ভবও নয়। কোনরকম অভিযোগও শুনতে চাই না।

রাজা এবার দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের প্রতি এ নির্দেশও থাকছে যে, কেউ কারো প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি কোনরকম ষড়যন্ত্র করতে বা প্রজাদের রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজে উৎসাহিত করতে পারবেন না।

বোলিংব্রোক বললেন, মহারাজ, আমি শপথ করছি, যখন যেখানেই থাকি না কেন, ভুলেও রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হব না।

আমিও ঈশ্বরের নামে শপথ করছি মোব্রে বললেন, মহারাজের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

মোব্রে, নির্বাসনদণ্ড আমাদের দুজনকেই দেওয়া হয়েছে। আমাদের দুজনকেই বহুদূরে চলে যেতে হবে। যাবার আগে একটা বারের জন্য কৃতকর্মের কথা আপনার নিজের মুখে স্বীকার করে যান।

বোলিংব্রোক মোব্রে বললেন, আমি মুহূর্তের জন্যও কোনদিন রাজার বিরুদ্ধাচারণ করিনি। আমার দ্বারা রাষ্ট্রের কোন অমঙ্গল হোক এরকম চিন্তাও কোনদিন আমার মাথায় আসেনি। যাক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি উপস্থিত সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

রাজাকে অভিবাদন করে মোব্রে বিদায় নিলে রাজা গণ্টের জন-এর দিকে ফিরে বললেন, খুল্লতাত, অনেক চিন্তা ভাবনা করেই বোলিংব্রোক-এর প্রতি নির্বাসনদণ্ড দান করা হয়েছে। তাকে তো মাত্র ছয় বছরের জন্য নির্বাসনদণ্ড দান করলাম। ছয়টা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা বলেন, আমি নিরুপায়।

রাজা চলে গেলেন।

গণ্টের জন পুত্র বোলিংব্রোককে চোখের জলের মধ্য দিয়ে বিদায় দিলেন।

লণ্ডনের রাজপ্রাসাদের এক সুসজ্জিত ঘরে রাজা রিচার্ড যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন রাজার অনুচর বুশি ঘরে এসে বলল, গণ্টের জন হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে

পড়েছেন। আপনাকে যত শীঘ্র সম্ভব যাবার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি এখন এলিভবনে অবস্থান করছেন।

রাজা তার খুল্লতাত গণ্টের জন-এর অসুস্থতার খবর পেয়ে উল্লসিত হয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, ঈশ্বরের কাছে এ মুহূর্তে আমার একটাই প্রার্থনা অচিরেই যেন তার মৃত্যু ঘটে। তাহলে তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পত্তি আমি আইরিশ যুদ্ধে ব্যয় করতে পারব।

রাজা এলিভবনে অসুস্থ গণ্টের জন-এর কাছে হাজির হলে তিনি বলেন, মহারাজ আপনার কথা ভাবতে গিয়েই আমি অকালে বৃদ্ধ হয়েছি। আমার অসুস্থতার কারণও আপনি। মৃত্যু এখন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আপনি অসুস্থ। বেশী কথা বললে আপনার রোগের উপশম তো হবে না বরং বৃদ্ধি পাবে।

মহারাজ, আমিও কিন্তু আপনাকে পীড়িতই দেখছি। আপনার নিজের হাতই যে আমার মৃত্যুশয্যা এ যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আপনার কর্মদোষই আপনার রোগসৃষ্টির কারণ। আর আপনার চিকিৎসার ভার তুলে দিয়েছেন আপনারই কিছু শত্রুর হাতে। হাজার হাজার তোষামোদকারী চাটুকাররা আপনার চারদিক সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার পিতামহ যদি ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারতেন যে, তাঁর পুত্রদের আপনি নিজহাতে হত্যা করবেন তবে কি আপনার মাথায় রাজমুকুট তুলে দিতেন? অবশ্যই না, সিংহাসন দখল করে থাকলেও প্রকৃত রাজা কিন্তু আপনি নন। সিংহাসনে বসে থাকা কাঠের পুতুলমাত্র।

রাজা উষ্মাভরে বললেন, একজন শয়তান স্বার্থগৃধ্ন জ্যোতিষের ভান করে আপনার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। আর তারই ফলে আপনি আমাকে ডেকে এনে মিছে তিরস্কার করে চলেছেন।

রাজা এবার বললেন, আপনি যদি আমার পিতা মহান এডোয়ার্ড-এর ভাই না হতেন তবে আপনার জিভটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম আর মুণ্ডটাকে ধড় থেকে নামিয়ে দিতাম।

আপনাকে আর কিছু বলার নেই মহারাজ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গণ্টের জন বললেন, আমার সহজ সরল ভাই গ্লসেস্টারের রক্তে নিজের হাত দুটোকে তো অনেক আগেই রাঙিয়েছেন। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। বাঁচতে হলে প্রকৃত ভালবাসা ও সম্মান নিয়েই বাঁচা উচিত।

এমন সময় ইয়র্কের ডিউক এলে রাজা বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান।

রাজার কাছে ফিরে এসে বিষণ্ণমুখে ইয়র্কের ডিউক জানালে, গণ্টের জন কবরে যাবার জন্য প্রস্তুত। এর পরই হয়ত আমার পালা।

দেখুন, যিনি যেতে চাইছেন তাকে মিছে আটকাবার চেষ্টা করা নিষ্ফল। তার জন্য দুঃখ করতে বসলে কেবল মনই ভারাক্রান্ত হবে। মৃত্যু যাকে ডাকছে সেখানেই সে

যথার্থ সুখের সন্ধান পাবে। অতএব—

তাকে যেতে দেওয়াই উচিত। এতে তার শান্তি আর যারা রইল তাদের স্বস্তি।

এবার রাজা রিচার্ড ও ইয়র্কের ডিউক ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলেন গণ্টের জন পরলোকে চলে গেছেন। রাজা ইয়র্কের ডিউককে লক্ষ্য করে বললেন, তিনি চলেই গেলেন! এটাই বিধির বিধান। ফল থাকলে একদিন না একদিন গাছ থেকে ঝরে পড়বেই।

হ্যাঁ, সত্যি তিনি আমাদের ছেড়ে অনন্ত সুন্দর জগতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন।

এখন আমাদের আইরিশ যুদ্ধের কথা ভাবা দরকার। দেশের যত অলস আর অপদার্থ লোক রয়েছে তাদের জোর করে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিন।

আইরিশ যুদ্ধ।

এখন আর তো টাকার সমস্যা রইল না। সদ্য পরলোকগত আমাদের খুল্লতাত গণ্টের জন যে ধন-সম্পত্তি রেখে গেছেন তা আমাদের রাজকোষেই স্থান পাবে। আইরিশ যুদ্ধের জন্য—

কিন্তু মহারাজ, এ সম্পত্তি তাঁর পিতার কাছ থেকে পাওয়া। তিনি এর একটা কানাকড়িও নষ্ট করেন নি। বরং নিজের কর্মতৎপরতা ও বৈষয়িক বুদ্ধির দ্বারা তাকে দ্বিগুণ করে তুলেছেন। আর তার বুকে করে আগলে রাখা সম্পত্তি আপনি আইরিশ যুদ্ধে ব্যয় করতে চাইছেন? বৃদ্ধের গণ্টের জন মৃত ঠিকই কিন্তু তাঁর পুত্র বোলিংব্রেক তো জীবিত। তাকে কি তার পিতার বৈধ উত্তরাধিকারীত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে?

একটু ভেবে আবার ইয়র্কের ডিউক রাজাকে বলেন, যদি মৃত গণ্টের জন-এর সব সম্পত্তি আপনি বাজেয়াপ্ত করতে চান তবে এ্যান্টনি জেনারেলকে ডেকে তার সাহায্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন মহারাজ।

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে রাজা রিচার্ড তাঁর মুখের দিকে তাকালে তিনি বলে চলেন মহারাজ, আপনি যা করতে চলেছেন তাতে কিন্তু হাজারো বিপদকে ডেকে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে চাইছেন। মিত্রকে চরমতম শত্রুতে পরিণত করছেন।

রাজা রিচার্ড দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আপনার স্বাধীন ভাবনায় হস্তক্ষেপ করার কিছুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। তাঁর যাবতীয় ধনসম্পত্তি আমি হস্তগত করবই। আপনি বরং একবার উইল্টারশায়ারের কাছে যান। তাকে বলবেন কাল সকালেই তিনি যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন। এখানকার কাজ মিটিয়ে আমি সোজা আয়ারল্যাণ্ডে যাব।

ইয়র্কের ডিউক যাবার জন্য পা বাড়ালে রাজা তাঁকে ডেকে দাঁড় করিয়ে বলেন, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ। আমার অবর্তমানে মানে আমি যুদ্ধে অবস্থানকালে আপনি রাজ্যের সার্বিক দায়িত্বগ্রহণ করবেন। আশা করি আমার অনুরোধ রক্ষা করতে অসম্মত হবেন না। আপনি আমার খুল্লতাত। আপনি ছাড়া এ গুরুদায়িত্ব অন্য কাউকে অর্পণ করে নিশ্চিন্তে রাজধানী ত্যাগ করা আমার পক্ষে

সম্ভব নয়।

ইয়র্কের ডিউক রাজার কথায় মুচকি হেসে বিদায় নিলেন।

এদিকে রাজার কাজে তাঁরা কেউই সন্তুষ্ট নন। লর্ড রস, নর্দামবারল্যাণ্ড এবং লর্ড উইলগেরির রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করার সময় এই মতও প্রকাশ করেন যে, রাজা রিচার্ড নির্বাসিত বোলিংব্রোককে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে উচিত কাজ করেন নি। বোলিংব্রোক-এর প্রতি অবিচার করেছেন।

তাঁরা এও বলেন, বোলিংব্রোক-এর প্রতি রাজার এই অবিচার আমাদের মেনে না নিয়ে বাধা প্রদান করা উচিত। রাজা এখন নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে কিছু তোষামোদকারীর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

নর্দামবারল্যাণ্ড বললেন, যুদ্ধের দোহাই দিয়ে বোলিংব্রোক-এর সম্পত্তি হস্তগত করার ধান্ধা। যুদ্ধ যুদ্ধ করছেন যে তিনি, কিন্তু কোন যুদ্ধে তাঁর অগাধ অর্থ ব্যয় হয়েছে শুনি? যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তা কি তিনি কোনদিন করেছেন? আসলে অন্যায় আপোষ মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি খুইয়েছেন। কেবলমাত্র নিজের শান্তির জন্য, রাজ্যের বা প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অবশ্যই নয়। এখন রাজকোষ একেবারে শূন্য। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তার ভাগ্যে কেবল ভর্ৎসনা আর ধ্বংস আছে।

লর্ড রস বললেন, অপরিহার্য বিপদ আর ধ্বংসের তাণ্ডব আমাদের সহ্য করতে হবে।

আপনার মত আমি আশাবাদী।

নর্দামবারল্যাণ্ড, আমরা তিনজনেই এক এবং অভিন্ন। যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীনই হই না কেন আমরা সাহসিকতার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করব। এখন আপনিই বলুন, আমাদের কি কর্তব্য?

অতি সম্প্রতি আমি পোর্ট ব্লা থেকে খবর পেয়েছি যে, বোলিংব্রোক, লর্ড কলহ্যাম, রেনল্ড, স্যার রবার্ট ওয়াটারটন, স্যার জন র‍্যামটন, স্যার টমাস আপিংহাম এবং স্যার জন নরবেরি প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্রিটানির ডিউকের সহযোগিতার তিন হাজার সৈন্য এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আটটি বড় বড় জাহাজে ভর্তি করে এদিকেই আসছেন। তিনি হয়ত রাজার আইরিশ যুদ্ধ গমনের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন।

যদি ঘটনা সত্য হয় তবে আমাদের দাসত্বের বন্ধন শীঘ্রই মুক্ত করতে পারব। আমাদের দেশের রাজমুকুট আবার কলঙ্কমুক্ত হবে। দেশে নেমে আসবে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। চলুন, ঘোড়া নিয়ে আমরা র‍্যাভেন্সবার্গের দিকে যাই। প্রাণে ভয় থাকলে থেকে যেতে পারেন। তবে কোনো কথা যেন ফাঁস না হয়। তাহলে আমি একাই যাব।

শেষ পর্যন্ত তিনজনেই ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করলেন।

উইণ্ডসরের রাজপ্রাসাদের এক সুসজ্জিত ঘরে রাণী বিশ্রাম করছেন।

রাজা রিচার্ড আইরিশ যুদ্ধে গমন করেছেন।

এই সময় রাজা রিচার্ড-এর অনুগৃহীত ব্যক্তি গ্রীণ দরজায় উপস্থিত হলে রাণী তাকে ভেতরে আসতে বলেন।

তিনি ভিতরে এসে যথোচিত সম্ভাষণ করে গ্রীণ বলল, লর্ড নর্দামবারল্যাণ্ড, তাঁর পুত্র পার্সি, লর্ড উইলোগোবি, লর্ড রস, রীচমণ্ড প্রমুখ ব্যক্তিরা নির্বাসিত বোলিংব্রোক-এর পাশে গিয়ে বন্ধুরূপে দাঁড়িয়েছেন।

রাণী উৎকণ্ঠিত মুখে বলেন সে কি কথা! আর? আর কেউ?

হ্যাঁ রাণীমা, আরো আছে। নর্দমাবারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য পলাতক লর্ডদের বিদ্রোহী ঘোষণা করা হয়েছে।

হ্যাঁ, ঠিক কাজই করেছ বটে।

তার ফলে ওরসেস্টারের আর্ল তাঁর সব লোকজনদের নিয়ে বোলিংব্রোক-এর দলে যোগ দিয়েছেন।

রাণী ক্রুদ্ধ স্বরে বলে ওঠেন, নরাধম! যতসব হীন চাটুকারের দল।

এমন সময় বৃদ্ধ ইয়র্কের ডিউক ঘরে এলে রাণী তাঁকে সব কিছু জানাল।

সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়র্কের ডিউক বলেন, এত সহজে ভেঙে পড়লে তো চলবে না মা। এ বিপদের দিনেই তোষামোদকারীদের স্বরূপ প্রকাশ পাবে।

এমন সময় দূত এসে ইয়র্কের ডিউককে বলল, আপনার পুত্র অনেক আগেই যাত্রা করেছেন।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, যাক, একে একে সবাই চলে যাক, যত সব স্বার্থপরের দল! এখন সবচেয়ে বড় ভয় দেশের সব লোক গোপনে বোলিংব্রোক-এর দলে ভিড়ে না যায়।

এবার হতাশ স্বরে ইয়র্কের ডিউক স্বর্গতোক্তি করলেন, সবাই এক এক করে নিজের নিজের ভাগ্যকে খুঁজতে বেরোচ্ছে। আমি এখন করি কি? উভয় পক্ষই আমার আত্মীয়। আমি অশীতিপর বৃদ্ধ। কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারি না। এখন শত্রুর মোকাবিলা করি কি করে? আমার মত বৃদ্ধের ওপর জোর করে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা হোক কিছু একটা উপায় তো বের করতেই হবে। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে শত্রুপক্ষকে এগোতে দেব না।

গ্রীণ বললেন, রাজার মহানুভবতার জন্যই যারা আজও রিচার্ড-এর নিন্দা কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছে তারা এক এক করে বোলিংব্রোক-এর দলে যোগ দিয়েছেন।

এদিকে বোলিংব্রোক তাঁর সহযোগীদের নিয়ে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিলে ইয়র্কের ডিউক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সরাসরি বললেন, তুমি ইংল্যাণ্ড থেকে নির্বাসিত। তবে কোন সাহসে আবার ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছ। তোমার নির্বাসনকাল শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। আশা করি এটা তুমি জান।

তিনি আরও বলেন, শোন বোলিংব্রোক, এমন আরও অনেক প্রশ্নেরই জবাব তোমাকে দিতে হবে। শান্ত ইংল্যাণ্ডকে অশান্ত করে তুলেছ কোন সাহসে? রণসাজে সজ্জিত হয়ে, অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজন নিয়ে এসে ইংল্যাণ্ডের মানুষের বুকে ত্রাসের সঞ্চার করেছ। এত সাহস তোমার।

রাজা এখন দেশে অনুপস্থিত। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই তুমি হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে পড়েছ।

শোন অবুঝ বালক, ইয়র্কের ডিউক বলেন, তোমার উল্লাসের কোন কারণ নেই। রাজা না থাকলেও তিনি আমার ওপর রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

একদিন তোমার পরলোকগত পিতা আর আমি কয়েক হাজার সশস্ত্র ফরাসীদের কবল থেকে ব্ল্যাক প্রিন্সকে উদ্ধার করে ইংল্যাণ্ডবাসীর বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলাম।

বোলিংব্রোক মুখ তুলে মুহূর্তের জন্য ইয়র্কের ডিউকের মুখের দিকে তাকালে ইয়র্কের ডিউক আবার বলেন শোন অবিবেচক যুবক! তোমাকে এ মুহূর্তে আমি হাতকড়া পরিয়ে তোমার অন্যায় ও দুঃসাহসিক আচরণের শাস্তি দিতে পারি?

বোলিংব্রোক মুখ তুলে সৌজন্যবশতঃ ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, পিতৃব্য, আপনার আকস্মিক উষ্মার কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমার অপরাধ কোথায় তা আমাকে বলুন।

দোষ? অপরাধ? মারাত্মক অপরাধে তুমি অপরাধী। তুমি জান তুমি একজন নির্বাসিত ব্যক্তি। অথচ নির্বাসনকাল শেষ হবার আগেই তুমি সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ। এটা কি ন্যায়সঙ্গত কাজ বলে তোমার মনে হয়?

আমি স্বীকার করছি আমি নির্বাসিত। কিন্তু আমি তো নির্বাসিত হয়েছিলাম বোলিংব্রোক নামে তাই না।

বোলিংব্রোক আবার বলে, কিন্তু আমি সসৈন্যে দেশের মাটিতে কেন পা দিয়েছি এই তো? নির্বাসিত অবস্থায় আমার সসৈন্যে দেশের মাটিতে পা দেবার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমার ল্যাঙ্কাস্টার উপাধিটা উদ্ধার করা।

পিতৃব্য, আপনি আমার পরম পূজনীয়। আশা করি আমার ব্যাপারটি আপনি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবেন। পিতৃব্য ও পিতার মধ্যে কিছুমাত্র তফাৎ আছে বলে আমি মনে করি না। পিতৃব্যের মধ্যে পিতার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। আমি আপনাকে সে দৃষ্টিতেই দেখি।

বোলিংব্রোক বলেন আপনি যদি আমাকে আমার পিতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন তবে কি আপনি চাইবেন যে আমাকে আমার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কেউ হাতে ভিক্ষাপাত্র তুলে দিক। বলুন, এরকম কোন অবিচারকে আপনি অন্তর থেকে মেনে নিতে পারবেন?

ইয়র্কের ডিউককে বলেন, আমি ইংল্যাণ্ডের রাজবংশেরই তো সন্তান। আমার পিতৃব্য যদি কোনদিন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসে থাকেন তবে আমিও তো

ল্যাঙ্কাস্টারের আইনসম্মত ডিউক। ঠিক কিনা?

এবার নিরপেক্ষ চিন্তাধারা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে বলুন তো আপনার পুত্র আর্মালের কাছ থেকে যদি এরকম বিনা বিচারে তার প্রাপ্য উপাধি ও যাবতীয় অধিকার কেড়ে নেওয়া হত, তবে কি সে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত না? আপনি কি তাকে কাজটা অন্যায় বলে দমন করার জন্য বলপ্রয়োগ করতেন?

আশা করি আপনার এ-ও অজানা নয় যে, আমার পিতার মৃত্যু হতে না হতেই তাঁর বিষয়-সম্পত্তির একটা বড় অংশ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আর যেটুকু বাকি তা রাজা তাঁর নিজের কাজে লাগিয়েছেন।

এবার বোলিংব্রোক বললেন, আপনাকে আমার যা কিছু অভিযোগ সবই জানালাম, এবার আপনিই বলুন, আমার কি করা উচিত? আমি ইংল্যাণ্ডের একজন প্রজা। অন্য দশজনের মত আমিও এর আইনসম্মত প্রতিকার চাইছি। আশা করি প্রার্থনা অমূলক নয়।

আবার বলেন, আপনি এও জানেন আমায়, আমার পক্ষ থেকে উকিল দাঁড় করানোর সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই আমি আমার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও সমস্ত অধিকার ফিরে পেতে বিনীতভাবে দাবি পেশ করছি।

নর্দামবারল্যাণ্ড বিবর্ণমুখে বললেন, আমি স্বীকার করছি ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক বোলিংব্রোক-এর প্রতি দারুণ অবিচার করা হয়েছে।

লর্ডরস বললেন, তাই যদি হয় তবে বোলিংব্রোক-এর প্রতি ন্যায়বিচার করা হোক।

আমিও নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি বোলিংব্রোক-এর ওপর একাধিক বার অন্যায় অবিচার করা হয়েছে। ইয়র্কের ডিউক বলেন, সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। তাই আরও বেশী করে আমি প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রাজার ক্ষমতার কাছে আমার সে চেষ্টা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ফলে সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

বোলিংব্রোক উৎসাহিত হয়ে বলে, রাজার এরকম জঘন্য ঔদ্ধত্যের জবাব আপনি কিভাবে দিতে বলেন?

অন্যায়-অবিচার করা হয়েছে সত্য কিন্তু এভাবে অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা বা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া, নিজের দাবী আদায়ের জন্য নিজেই সচেষ্ট হওয়া মোটেই সঙ্গত নয়।

তবে উপায় কি?

বোলিংব্রোক-এর পক্ষ অবলম্বনকারীদের দিকে একঝলক তাকিয়ে ইয়র্কের ডিউক বলতে লাগলেন বোলিংব্রোক আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে যে অন্যায় করেছে আর আপনারা যারা পাশে থেকে তাকে সাহায্য করেছেন তারা কেউই কিন্তু রেহাই পাবেন না। আপনারা সবাই বিদ্রোহী বলে আখ্যাত হবেন।

আমরা বোলিংব্রোককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। নর্দামবারল্যাণ্ড বললেন এখন আমরা যদি নিজেদের বিপদের কথা চিন্তা করে পিছিয়ে যাই, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে নিজেদের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করার মতও কোনো বক্তব্য থাকবে না।

ভাল কথা আপনাদের অভিযোগের কথা আমার শোনা থাকল। আর এ-ও চোখের সামনে দেখলাম আপনারা রণসাজে সজ্জিত হয়ে রাজধানীতে এসেছেন। আমি অতিবৃদ্ধ। আপনাদের যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজনকে দমন করার মত সাধ্য আমার নেই। তবে এ-ও সত্য যে, ঈশ্বর যদি হঠাৎ ডিউককে অমিত শক্তি দান করতেন তবে আমি এ মুহূর্তে আপনাদের বিদ্রোহ দমন করে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়াতে বাধ্য করতাম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়র্কের ডিউক আবার বলেন, যেহেতু আমি অতীব ক্ষীণ, আর সামরিক শক্তিও আমার নেই তাই আমি আজ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছি।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, এবার আপনাদের বিদায় জানাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, যদি প্রাসাদে গিয়ে রাত্রিটুকু বিশ্রাম নিতে আপত্তি না থাকে তবে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

বোলিংব্রোক এবার বিনয়ের সঙ্গে বলল, পিতৃব্য আপনার এ প্রস্তাবে আমরা রাজি হতে পারি, তবে আমার একটা প্রস্তাব আপনাকে মেনে নিতে হবে। আপনি একবার আমাদের সঙ্গে ব্রিস্টল দুর্গে চলুন। বেগট, বুশি এবং তাদের সৈন্যরা সেখানকার দুর্গটা অধিকার করে রেখেছে, সেটা আমি দখল করব, প্রতিজ্ঞা করেছি।

ভাল কথা, আপনাদের সঙ্গে যেতে আমার আপত্তি নেই। তবে ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে একটু ভাববার সুযোগ দিন। যান, এখন বিশ্রাম করুন অনেক রাত হয়েছে।

ব্রিস্টলের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বোলিংব্রোক-এর শিবির গড়ে তোলা হয়েছে।

বেগট ও বুশীকে বন্দী করে বোলিংব্রোক-এর সামনে হাজির করা হলে তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য। তবে মৃত্যুর আগে তোমাদের অপরাধ আমার পক্ষে জানিয়ে দেওয়া উচিত। তোমাদের অপরাধ হচ্ছে, তোমরা একজন যুদ্ধবিদ্বেষী রাজাকে ভ্রান্ত এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছ।

একমুখী ও সদানন্দময় রাজপুত্রের জীবনে এনে দিয়েছ দুঃখ আর হতাশা।

আরও আছে। বোলিংব্রোক বলেন, রাজা, রাণীর পবিত্র দাম্পত্য জীবনে টেনে এনেছ মিথ্যাচার আর নোংরামি।

রাজা রিচার্ড-এর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। তোমাদের কুপরামর্শ এবং ষড়যন্ত্রের ফলেই রাজা আমার ওপর নির্বাসনদণ্ড চাপিয়ে দিয়েছেন। আমি দেশত্যাগ করলে আমরা যাবতীয় ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কৌশলে তোমরাই রাজার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এসব অন্যায় অপরাধের জন্যই আমি তোমাদের

মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি।

রাজা রিচার্ড আবার স্বদেশে নিজ রাজ্যে ফিরে এসেছেন।

কার্লিসলের বিশপ বললেন, মহারাজ, আপনি আজ নিজেকে সবদিক থেকে সুখী ভাবতে পারেন। যে শক্তি আপনাকে রাজাসনে বসিয়েছে সে শক্তিই আপনার পাশে পাশে থেকে সবদিক থেকে রক্ষা করবে। তবে ঈশ্বর প্রদত্ত উপায়গুলিকে আমরা—

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আর্মালে বললেন তবে কি আপনি বলতে চাইছেন, আমরা কাজে ঢিলে দিয়েছি। আর সে সুযোগের বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছেন বোলিংব্রোক?

রাজা রিচার্ড বললেন, এর জন্য মিছে পরিতাপ করার কোন কারণ নেই। সূর্য যখন মেঘে ঢাকা থাকে তখন কীট-পতঙ্গের আস্ফালন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সূর্য প্রকাশিত হলে সবাই গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেরকম সূর্যরূপ রাজশক্তির অবর্তমানে বোলিংব্রেক নিজের ক্ষমতা জাহির করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। আমার উপস্থিতি সে সহ্য করতে পারবে না। বাধ্য হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত শেয়ালের মত লেজ গুটিয়ে সে গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেবে। রাজার অধিকার রক্ষা করতে স্বয়ং ঈশ্বরই সতর্ক থাকেন।

এমন সময় স্যালিসবেরির আর্ল হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রাজাকে বললেন আপনার রাজ্য শত্রুর কবলে। ওয়েলেসের যেসব মানুষ আপনার পক্ষে ছিল তারা সবাই প্রাণপণ লড়াই করেছিল। কিন্তু হঠাৎ তাদের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল আপনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ব্যস, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেছে। এ-ও খবর পাওয়া গিয়েছে, যে, তারা এখন বোলিংব্রোক-এর দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে।

হায় ঈশ্বর! একী অঘটন ঘটে গেল। কুড়ি হাজার সৈন্য আমার অবশ্যম্ভাবী জয় এনে দিতে পারত। আর আজ তারা আমারই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। এর চেয়ে বড় বিপর্যয় আর কি হতে পারে।

আর্মালের আর্ল বললেন, মহারাজ, এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন। আপনার তো ভুলে গেলে চলবে না, আপনি কে? ধৈর্য ধরুন, সাহস অবলম্বন করুন।

রাজা রিচার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি কে আমি নিজেই তা ভুলে গেছি। সত্যি তো, কে আমি? আমি কি ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ড নই? একজন রাজা কি কুড়ি হাজার লোকের সমান নয়? হে বীর ওঠ, জাগ, সাহস অবলম্বন কর।

উদভ্রান্তের মত পায়চারী করতে করতে আবার বললেন অসম্ভব! কিছুতেই এটা হতে দেওয়া যায় না! সামান্য এক প্রজা আমার গৌরবে আঘাত হেনেছে। আমার গৌরবকে ম্লান করতে সে বদ্ধপরিকর। আমার গায়ে একবিন্দু রক্ত থাকতেও আমি তা বরদাস্ত করব না।

রাজা রিচার্ড এবার পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন। কে আছ আমার অস্ত্র দাও, ঘোড়া তৈরী কর। আমি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হব।

এমন সময় স্যার স্টিফেন স্ক্রুপ রাজার কাছে এসে অভিবাদন করে বললেন মহারাজ, আমাদের চরমতম শত্রু বোলিংব্রোক এখনও জীবিত। আর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত।

আর কিছু?

মহারাজ, রাজ্যের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র আর বালক-বৃদ্ধ সবাই আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি এতই সঙ্গীণ হয়ে পড়েছে যে আমার পক্ষে তা মুখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

উইন্টশায়ারের আর্ল কোথায়? বুশি আর বেগটই বা কোথায়? বীরযোদ্ধা গ্রীণ কি করছে? এতগুলো বীরযোদ্ধা থাকতে শত্রুরা যে কি করে এগিয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

নির্বাক স্ক্রুপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলে রাজা রিচার্ড গর্জে উঠে বললেন, চুপ করে রইলেন কেন স্ক্রুপ? আমার বীরযোদ্ধারাও কি বোলিংব্রোক-এর সঙ্গে সন্ধি করেছে নাকি?

হ্যাঁ মহারাজ, তারা সবাই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

বিশ্বাসঘাতকের দল! বিষধর সাপের চেয়েও হিংস্র তারা। আমার ছত্রছায়ায় থেকে আমারই বুকে হাসিমুখে ছুরি বসিয়ে দিতে এতটুকু লজ্জা তাদের হল না।

রাজা আক্ষেপ করে বলেন, হায় ঈশ্বর! কাদের নিয়ে আমি এতদিন অহঙ্কার করছিলাম। কাদের আপন ভেবেছিলাম। এতদিন বিশ্বাসঘাতকদের রেখেছিলাম আমার রাজসভায়! বেগট, গ্রীণ, বুশি এরাও শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল।

স্ক্রুপ এবার ইতস্ততঃ করে বললেন, মহারাজ যে তিনজনের নাম এইমাত্র করলেন তাদের ওপর থেকে আপনার ঘৃণা আর ক্রোধ উঠিয়ে নিন। তারা তিনজনই পরলোকে। মাত্র কয়েকদিন আগেই ব্রিস্টলে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

তারা ইহলোক ত্যাগ করে গেছে? যাক গে যেখানে খুশি যাক।

এবার স্ক্রুপ-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, শুধু বিশ্বাসঘাতকতা, মৃত্যু আর ধ্বংসের কথাই শোনাচ্ছেন লর্ড। কোনো সুসংবাদ যদি থাকে এবার বলুন।

হায়! আজ আমাদের শুধু মৃতদেহই সম্বল। রাজা বলেন, আমার রাজ্য সিংহাসন সবই বোলিংব্রোক হস্তগত করেছে।

সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। ভয়ের পরিবর্তে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলুন।

মহারাজকে উদ্দেশ্য করে কার্লিসলের আর্ল এবার বলেন, আপনি আমাদের সাহস অবলম্বন করতে, মনকে শক্ত করতে উপদেশ দিচ্ছেন বটে কিন্তু আপনার

মনই তো দেখছি অপ্রত্যাশিত রকমের দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমার কথা শুনুন মহারাজ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিন্তু চরমতম মুহূর্তের সময়ও কপাল চাপড়ায় না। বরং বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সচেষ্ট হন।

তাই বলছি কি মহারাজ, কার্লিসলের আর্ল বলেন, আপনি যদি বিপদে মুষড়ে পড়েন তবে তাতে আপনার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধিই হবে।

কার্লিসিল এবার বললেন, মহারাজ, আপনার শত্রুদের শক্তি যোগাচ্ছে কে বলতে পারেন?

রাজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালে কার্লিসিল রাজার সাহস ফেরাতে মরিয়া হয়ে বললেন, আপনি নিজে। হ্যাঁ মহারাজ, আপনার বোকামিই আপনার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী শত্রুতাচারণ করছে। যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ক্ষতি মৃত্যু। মৃত্যুভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েও মানুষের মৃত্যুকে পরাজিত করে প্রাণদান অনেক বেশী গৌরবের।

লর্ড আর্মালে বললেন, মহারাজ, আমার পিতার অধীনে বেশ কয়েক হাজার সৈন্য রয়েছে। সাহায্য চেয়ে পাঠান, এরকম সব ছোট-বড় শক্তিকে এক করে আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিন।

আপনারা আমায় মিষ্টি কথায় তিরস্কার করে আমার উপকারই করেছেন। আপনাদের কথাতেই আমার মন থেকে ভয়-ভীতি সব মুছে গেছে।

রাজা বলেন, আজ এ-মূহূর্তে আমি এটুকু বুঝেছি। মানসিক দৃঢ়তা থাকলে যুদ্ধে জয়লাভ কোন সমস্যার ব্যাপার নয়।

স্ক্রুপ বললেন, মহারাজ, আঘাত যত কঠিনই হোক, তা আপনার গোচরে আনা আমার কর্তব্য। এখন আর একটা দুঃসংবাদ আপনাকে জানাচ্ছি, আপনার পিতৃব্য ইয়র্কের ডিউক বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগদান করেছেন। আর আপনার প্রাসাদের কর্মীদের প্রায় সবাই তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

প্রায় সবাই কেন, বাকিদেরকেও বোলিংব্রোক-এর চরণে আত্মনিবেদন করতে বলুন।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলেন, আপনারাও আমার সংসর্গ ছেড়ে চলে যান। রাজা রিচার্ড-এর সুখের দিন অস্তমিত। এখন দুঃখের রাতে আপনারা যে বা যারা আমার সঙ্গে থাকবেন তাদের সবাইকে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে হবে। আপনারা বরং অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাবিত বোলিংব্রোকের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলুন।

ওয়েলেসের ক্লিট দুর্গের সম্মুখস্থ দরজায় রাজা রিচার্ড-এর সঙ্গে বিশপ কার্লিসলে, লর্ড আর্মলে এবং স্যালিসবেরির আর্ল অবস্থান করছেন।

দুর্গের অন্য প্রান্তে অবস্থানরত বোলিংব্রোক নর্দমবারল্যাণ্ডকে বললেন দুর্গের কাছে গিয়ে রাজাকে আপোশ মীমাংসার প্রস্তাব দিন। তিনি আরও বলেন, আপনি

গিয়ে বলুন বোলিংব্রোক আত্মসমর্পণ করতে রাজী আছেন যদি রাজ্য তাঁর ওপর থেকে নির্বাসনদণ্ড তুলে নেন।

বোলিংব্রোক নর্দামবারল্যাণ্ডকে বলেন, আপনি গিয়ে রাজাকে এ প্রস্তাবও দিন যে রাজা যদি আমার প্রস্তাবে রাজী না হন তবে ইংল্যাণ্ডের মাটিকে আমি রক্তে রাঙিয়ে দেব।

নর্দামবারল্যাণ্ড রাজা রিচার্ডকে একথা জানালে দুর্গপ্রাকারের ওপর থেকে রাজা বললেন, আমরা বহুদিন ধরে আপনাদের ত্রুটি স্বীকারের অপেক্ষায় রয়েছি। আমিই ইংল্যাণ্ডের বৈধ রাজা। আমার রাজদণ্ড একমাত্র ঈশ্বরই কেড়ে নিতে পারেন। কারণ, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। আপনারা আমার বৈধতার কথায় বিস্মৃত হয়ে কেন যে ধৈর্য ও কর্তব্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন?

রাজা বললেন, নর্দামবারল্যাণ্ড, আপনি বোলিংব্রোককে জানিয়ে দিন তাঁর প্রতিটা পদক্ষেপ অনধিকার চর্চা, তাঁর কাজ রাজদ্রোহীতার পরিচয় বহন করছে।

যিনি প্রতি পদক্ষেপে অনধিকার চর্চা করে চলেছেন, তিনিই কিনা আমাকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা শোনাচ্ছেন।

নর্দামবারল্যাণ্ডকে বললেন, তাঁকে আমার হয়ে একথাও বলে দেবেন, যে রাজমুকুটের দিকে তিনি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন সে রাজমুকুটের পতন যেদিন হবে সেদিন ইংল্যাণ্ডের মাটি মানুষের রক্তে পিচ্ছিল হয়ে যাবে।

মহারাজ, ঈশ্বর যেন আমাদের আক্রমণ করা থেকে আপনাকে বিরত রাখেন। নর্দামবারল্যাণ্ড বললেন, এখন বোলিংব্রোক-এর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করছি। আপনি অনুগ্রহ করে তার ওপর থেকে নির্বাসনদণ্ড তুলে নিলেই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন ঠিক করেছেন।

চমৎকার। আপনি গিয়ে বলুন তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিনা প্রতিবাদে তাঁর সব দাবি মেনে নিতে আমি রাজি।

রাজার বক্তব্য নর্দামবারল্যাণ্ড বোলিংব্রোককে জানালে রাজার সামনে এসে অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ, আমি আমার নিজের স্বার্থের জন্যই আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছি।

হাসিমুখে রাজা বললেন আপনি আপনার স্বার্থের তাগিদে এলেও আমি যে আপনারই। আমি আপনারই। আমি আপনার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখব না।

মহারাজ!

আসুন বোলিংব্রোক, আমরা আমাদের দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে রাজ্যের মঙ্গল বিধানে ব্রতী হই।

প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে রাণী যখন পরিচারিকাদের সঙ্গে বৈকালিক ভ্রমণ করেছেন এমন সময় দূত এসে বলল, বোলিংব্রোক রাজাকে সুযোগ বুঝে বন্দী করেছেন।

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে রাণী কান্নায় ভেঙে পড়েন।

তিনি লণ্ডনে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করার মনস্থ করলেন।

এদিকে এই সময় ওয়েস্টমিনিস্টার হলের পরিষদ হলে বোলিংব্রোক তার হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহকর্মী বীর লর্ড ও জ্ঞানীগুণি ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন।

আলোচনা চলাকালীন বোলিংব্রোকের নির্দেশে বেগটকে সভাস্থলে হাজির করা হল।

এদিকে এই সময় নরফোকের ডিউক-এর পরলোকে গমনের সংবাদ পেয়ে বিস্মিত এবং মর্মাহত বোলিংব্রোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হে ঈশ্বর! তাঁর আত্মা সাধু আব্রাহাম-এর অন্তরের অন্তঃস্থলে চিরশান্তি লাভ করুক।

মর্মাহত বোলিংব্রোক সভার আলোচনা সেদিনকার মত স্থগিত করে দিলেন।

এই সময় সেখানে অনুচরদের সঙ্গে ইয়র্কের ডিউক এসে অভিবাদন জানিয়ে বোলিংব্রোককে বললেন, সিংহাসনচ্যুত রাজা রিচার্ড আপনাকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে মেনে নিয়ে রাজদণ্ড ও রাজমুকুট পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি এগুলো গ্রহণ করে দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার ভার নিন।

কয়েক মূহুর্ত নীরব থেকে বোলিংব্রোক বললেন, রিচার্ডকে আমি সবার সামনে হাজির করার প্রস্তাব রাখছি।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, আপনি যা আদেশ করবেন আমি সেভাবেই কাজ করব। বলুন আমি কি তবে—

তাঁর মুখের কথা শেষ না করতে দিয়ে বোলিংব্রোক বললেন, হ্যাঁ তাকে এখানেই হাজির করুন। এখানে মান্যবর বিশপ কার্লিসলে, অন্যান্য লর্ড এবং উপস্থিত গুণীজনদের সামনে উপস্থিত হয়ে তিনি আত্মসমর্পন করুন। পরবর্তীকালে কারো মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখতে আমি চাই না।

ইয়র্কের ডিউক কিছুক্ষণের মধ্যে রিচার্ডকে নিয়ে সভাস্থলে হাজির হয়ে বললেন, হেনরি বোলিংব্রোক-এর হাতে রাজ্যভার দেওয়ার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন তার জন্য আপনার করণীয় কাজ করতেই আপনাকে এখানে কষ্ট দিয়ে আনা হয়েছে।

রাজমুকুটটাকে আমার হাতে দিন।

ইয়র্কের ডিউক রাজমুকুটটা রিচার্ড-এর হাতে দিলে তিনি বললেন বোলিংব্রোক, এদিকে এস ভাই। রাজমুকুটটাকে একটা গভীর কূপ বিশেষ মনে করতে পার। এতে যেন দুটো বালতি রয়েছে। তাদের একটা জলভরা একটা শূন্য। জলভরা বালতিটাকে আমার চোখের জলে পূর্ণ মনে করতে পার। দুঃখের কূপে ডুব দিয়ে চোখের জলে আমি এটাকে পূর্ণ করে তুলেছি। সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি এ রাজমুকুট বোলিংব্রোকের মাথায় তুলে দিচ্ছি।

রাজমুকুট বোলিংব্রোকের মাথায় পরিয়ে দিয়ে শূন্য দুটো হাত তুলে বললেন, সিংহাসনচ্যুত রাজা রিচার্ড করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, ঈশ্বর

বোলিংব্রোক তথা রাজা হেনরিকে রাজা করুন। প্রজারা যেন তাঁর ছত্রছায়ার থেকে সুখে ও নিশ্চিন্তে দিন যাপন করতে পারে। রাজা হেনরি সুখী হোন।

সবশেষে আমার সামান্য একটা অনুরোধ রাখার জন্য রাজার কাছে আবেদন করছি।

আবেদন? কি আবেদন বলুন? আমি অবশ্যই তা রক্ষা করতে চেষ্টা করব।

আমাকে এমন একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিন যেখানে আমি নিরিবিলিতে বাকি দিনগুলো কাটাতে পারি।

আমি আপনাকে টাওয়ারে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

চমৎকার! চমৎকার ব্যবস্থা। তাই করুন। টাওয়ারে দুর্গকারার অন্ধকার ঘরই হোক আমার জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবার নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল।

বোলিংব্রোক-এর নির্দেশে কয়েকজন রক্ষী রিচার্ডকে নিয়ে টাওয়ারের দুর্গকারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে বোলিংব্রোক ঘোষণা করলেন, আগামী বুধবার আমার রাজ্যাভিষেক হবে। আপনারা তার আয়োজন করুন।

এদিকে রক্ষীরা রিচার্ডকে নিয়ে বেশ কিছুটা চলে গেছে তখন নর্দামবারল্যাণ্ড ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের ধরে ফেলে রিচার্ড-এর পথ আটকাল।

বিস্মিত রিচার্ড বলেন, কি ব্যাপার? আমার প্রতি কোন নির্দেশ—

রিচার্ডকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নর্দামবারল্যাণ্ড বলেন, বোলিংব্রোক মত পরিবর্তন করেছেন। আপনাকে টাওয়ারের যেতে হবে না।

টাওয়ারে যেতে হবে না তো আমায় কোথায় যেতে হবে?

আপনি পমফ্রেটে চলে যান। আর ম্যাডামের প্রতি নির্দেশ তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব ফরাসী দেশে চলে যান।

রাজা বোলিংব্রোক-এর নির্দেশ মত কাজই করব আমরা। .কন্তু যাবার আগে আপনাকে দুটো কথা বলার ছিল নর্দামবারল্যাণ্ড।

বলুন।

বোলিংব্রোক-এর সিংহাসন লাভ থেকে আমার পদচ্যুতি, সব ব্যাপারেই আপনার প্রধান ভূমিকা ছিল। কিন্তু এতে আপনারা কি ভাবছেন, সুখী হতে পারবেন কোন দিন?

নর্দামবারল্যাণ্ড বিবর্ণ মুখে রিচার্ড-এর দিকে তাকিয়ে থাকলে রিচার্ড আবার বলেন, আপনি কি ভেবেছেন বোলিংব্রোক আপনাকে রাজ্যের অর্ধেকটা দিয়ে দেবেন? তা যদি দেনও তবু সেটা আপনার কাজের যোগ্য পুরস্কার হবে না।

রিচার্ড নর্দামবারল্যাণ্ডকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলেন, আপনি তাঁকে অন্যায়ভাবে সিংহাসন পাইয়ে দিয়েছেন একথা কেউ না জানলেও বোলিংব্রোক জানে। এর পরিণতি কি হতে পারে আপনি কি একবারের জন্যও ভেবে দেখেছেন?

কি আবার হবে? আমি যা কর্তব্য মনে করেছি তাই-ই করেছি।

বেশ তো! আপনার মতে ঠিক না হলে আপনি তা অবশ্যই করতেন না। পরিণামের কথা যা বলেছিলাম শুনে রাখুন, আপনি আমাকে যেভাবে সিংহাসনচ্যুত করেছেন একদিন তাকেও সেভাবেই সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারেন এই ভয় তার মনে সবসময় কাজ করবে। আর তার থেকেই ঘৃণার উদ্রেক হবে তার মনে আপনার প্রতি। আর তার পরিণতি আপনার মৃত্যু। আমার তো যা হবার হয়েই গেল, নিজের দিকটা এবার একটু ভেবে দেখবেন।

বিরক্তি প্রকাশ করে নর্দবারল্যাণ্ড বললেন, আমার যা কিছু অপরাধ আপাততঃ তোলা থাক। আগে নিজেদের কথা ভাবুন। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন নিজেদের থেকে আলাদা হয়ে যান।

রাণী সচকিত হয়ে বললেন, তবে সত্যি সত্যিই আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হবে?

হ্যাঁ, রাজার আদেশ। প্রজাকে তো পালন করতেই হবে। কাজটা যতই দুঃখজনক হোক না কেন তা আমাদের মাথা পেতে নিতেই হবে।

এ কী বিচার! এটা কেমন অবিবেচকের মত আদেশ।

তোমার আমার দৃষ্টিতে আদেশটা অবিবেচকের মত হলেও তা মাথা পেতে নিতেই হবে। আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যেতেই হবে।

এমন কি হতে পারে না, আমরা দুজনই নির্বাসনে—

না তা হবার উপায় নেই।

তুমি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে ফরাসীদেশে গিয়ে বাস করলে আপত্তির কি থাকতে পারে?

অনন্যোপায় নর্দামবারল্যাণ্ড বললেন, না, তা হবার নয়। এতে ভালবাসা মর্যাদা পেলেও কাজটা বুদ্ধিমানের হবে না। আপনি দয়া করে ফরাসীদেশে চলে যান। আমি ওনাকে পমফ্রেটে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

সমুদ্রের গা-ঘেঁষে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু পুরানো পমফ্রেট দুর্গকারা।

রাজা রিচার্ডকে প্রথমে টাওয়ারে দুর্গকারায় রাখা ঠিক হলেও পরে কেন যে মত পরিবর্তন করে তাকে পমফ্রেট দুর্গে পাঠানো হল তা রিচার্ড অনেক ভেবেও স্থির করতে পারলেন না।

রাজার আদেশে বাধ্য হয়ে তাই পমফ্রেট দুর্গে আসতে হয়েছে রিচার্ডকে।

রিচার্ড দুর্গের এক প্রায়ন্ধকার ছোট ঘরে পায়চারি করতে করতে আপন মনে বললেন, কারাগার! পমফ্রেট দুর্গকারা! কারাগারের অন্ধকার কুঠরিটার সঙ্গে বাইরের সুবিশাল পৃথিবীটার তুলনা করার চেষ্টা করছি। আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে এদের মধ্যে। বাইরের পৃথিবীটা মানুষে একেবারে গিজগিজ করছে। আর এ জায়গাটা জন-মানব শূণ্য। একমাত্র আমি ছাড়া এখানে জন-মানবের চিহ্ন নেই। অতএব এদের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না।

রিচার্ড নীরবে অন্যমনস্কভাবে কিছুটা পায়চারি করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার আপন মনে বলে চলেন না, এত সহজে হাল ছাড়লে তো আমার চলবে না। উভয়ের মধ্যে তুলনা আমি বার করে তবে ছাড়ব। আমার মস্তিষ্ক আর আমার আত্মা যেন পিতা-মাতা। যাদের মিলনের ফলে চিন্তারূপ বহু সন্তান জন্ম নেবে যে সব উত্তপ্ত চিন্তারাশি অগণিত বিক্ষুব্ধ মানুষের মত আমার এ ছোট্ট জগৎটাকে ছেয়ে রেখেছে।

মানুষের মধ্যে যেমন তেমন চিন্তার মধ্যেও ভাল-মন্দ দুরকমই আছে। দুরকম চিন্তাই মানুষের মস্তিষ্কে আশ্রয় নেয়।

ঈশ্বরচিন্তা পবিত্র। কালো কুণ্ঠার সঙ্গে পবিত্র ঈশ্বর চিন্তা মিলেমিশে এক হয়ে আছে।

সূঁচের মধ্য দিয়ে একটা উটকে গলাবার চিন্তা উদ্ভট খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয় তেমনি কারাগারের এই অভেদ্য প্রাচীরের ভেতর কোন উচ্চাভিলায প্রবেশ করতে পারে না। এরকম কোন কথা ভাবাও যায় না।

এমন সময় রক্ষী এসে দাঁড়ালে রিচার্ড নীরবে রক্ষীর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রক্ষী নীরবতা ভেঙে বলল, মহারাজ, আপনি কি মরতে আগ্রহী?

রিচার্ড গর্জে উঠে বললেন, মৃত্যু? তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হতে চাও? কিন্তু জেনে রেখো শয়তান, আমাব আগে তোমাকেই যেতে হবে।

ভীত সন্ত্রস্ত রক্ষী বলল, আমার ওপর মিছেই রাগ করছেন মহারাজ। আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমি কিছুতেই আপনাকে মারতে পারব না। আমার সে সাহস হবে না। নতুন রাজার কাছ থেকে একজন এসেছে। তার মুখেই আপনার মৃত্যুর কথা শুনেছি।

রাজা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন, শয়তান কোথাকার, বোলিংব্রোক শয়তান তোকে গ্রাস করুক। অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আমি ধৈর্যের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছি।

এমন সময় কয়েকজন সশস্ত্র ঘাতক ও এক্সটনের স্যার পিয়ার্সকে দরজায় দেখে রিচার্ড গর্জে উঠে বললেন, কি ব্যাপার বলতো? তোমরা কি এভাবে আমার ওপর চড়াও হয়ে আমাকে হত্যা করতে চাও?

রিচার্ড কথা বলতে বলতে আচমকা ঘাতকদের একজনের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সজোরে আঘাত করায় সে বোঝার আগেই তার মুণ্ডটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল।

পরক্ষণেই হাতের অস্ত্রটা রিচার্ড অন্য একজন ঘাতকের বুকে বসিয়ে দিলেন।

পরিস্থিতি সঙ্গীণ দেখে এক্সটন পিছন থেকে হাতের অস্ত্র দিয়ে রিচার্ড-এর মাথায় আঘাত করলেন।

বাঁ হাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হওয়া ক্ষতস্থানটাকে চেপে ধরে রিচার্ড দাঁত চেপে কোনভাবে বললেন, তোমার যে হাতটা আমার গায়ে আঘাত হানল সেটা

নরকে গিয়ে চিরকাল দগ্ধ হবে। ভুলে যেয়ো না এক্সটন, তুমি রাজার বুকের তাজা রক্তে নিজের হাতকেই কলঙ্কিত করে তুললে।

একটু দম নিয়ে আবার বললেন, হে আমার পবিত্র আত্মা। তুমি ওপরে, অনেক ওপরে উঠে যাও। আমার মরদেহটা শুধু এখানে পড়ে থাক। তুমি অনেক ওপরে, শয়তানদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাও।

কথা বলতে বলতে রিচার্ড-এর দেহটা মাটিতে লুটিয়ে বারকয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করে চিরকালের মত নিস্তেজ হয়ে গেল। রিচার্ড-এর আত্মা নশ্বর দেহ ছেড়ে অনন্ত সুন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ওথেলো

।। এক ।।

ভেনিসের রাজপথ। পথের দু'ধারে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছোঁয়া সারিবদ্ধ অট্টালিকা। ঘড়ির কাঁটাও তার ছকবাঁধা পথে এগিয়ে চলেছে, ক্রমে বেশ রাত বেড়েছে। জনবিরল পথটা এবার লোকশূণ্য হয়ে এল।

আধো আলো আধো অন্ধকার জনবিরল এই পথের মধ্যে ভেসে উঠল দুটি ছায়ামূর্তি। আলোর মুখোমুখি হতেই রডারিগোর মুখ নজরে পড়ল। ভেনিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবক, পরিচিত মহলে সকলে তাকে ভাঁড় বলে। কিন্তু আসলে সে ভাঁড় নয় বেশ আমুদে, একটু স্ফূর্তিবাজ, প্রেমিকপ্রবর বলেই তাকে সকলে মনে মনে ভাবে।

রডারিগোর পাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ঐ দ্বিতীয় মুখটা কার? তার পোষাক পরিচ্ছদই প্রমাণ করে দিচ্ছে ইয়াগো নৌবাহিনীর এক সেনাধ্যক্ষ তাঁর আপাদমস্তক নৌবাহিনীর পোষাক, কাঁধে ও বুকে নৌবাহিনীর পতাকা ঝুলছে।

ইয়াগোর পদমর্যাদা সহকারী সেনাপতির সমতুল্য না হলেও ভেনিসের পতাকাবাহী এ বিশেষ পদটির যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইয়াগো ও রডারিগো পরস্পর ফিসফিসিয়ে কথাবার্তা বলছিল। কান দুটোকে সচেতন করে উপলব্ধি করতে বোঝা গেল যে, রডোরিগো রূপসী যুবতী ডেজডিমোনার প্রতি প্রেমাসক্ত। প্রেমিকবর দু'হাতে পয়সা বিলিয়েছে ইয়াগোকে। আজ তার সব আশা ভরসা বিফল করে ডেজডিমোনা নৌবহরের সেনাপতি কৃষ্ণকায় মূর ওথেলোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। এমন কি বিয়েও হয়ে গেছে।

এ খবর ভেনিসবাসীরা এখনও জানে না। এমনকি ডেজডিমোনার পিতা সিনেটর ব্রাবানসিয়োরের কানেও যায়নি এ দুঃসংবাদটা। কিন্তু কোন এক গোপন সূত্রে রডারিগো এ কথা আজ জানতে পেরেছে।

রডারিগো ইয়াগোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কৈফিয়ৎ চাইছে—'দেখ ইয়াগো, অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা করো না। দু'হাত ভরে আমার প্রচুর অর্থ গ্রহণ করেছ—অথচ বলতে চাও ডেজডিমোনার আকস্মিক পলায়ন তোমার অজ্ঞাত ছিল, এটাও কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?'

—'আচ্ছা তুমি কি আমার কোন কথাই শুনবে না? তুমি আমায় বিশ্বাস কর, এ

খবরটা ঘৃণাক্ষরেও আমি জানতে পারিনি—

—'দেখ ইয়াগো, আমি মনে ভেবেছিলাম তুমি অন্ততঃ ঐ কালো লোকটাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করবে। কিন্তু আজ আমি অবাক হচ্ছি যে—'

—'ওকে আমি ঘৃণা করি না, যদি তোমার মনে এ ধারণা হয় তবে তুমি আমাকেই ঘৃণা কর। তোমার কি অজানা নেই যে, এক সময় আমাকে সহকারী সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করতে নগরের তিন-চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেনাধ্যক্ষ ওথেলার কাছে যথেষ্ট ওকালতি করেছিলেন। কিন্তু অহঙ্কারী দাম্ভিক ওথেলো আমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে

ফ্লোরেন্সের মাইকেল কেশিয়োকে ঐ পদমর্যাদায় বহাল করেছেন। যুদ্ধবিদ্যায় যার সামান্যতম জ্ঞান বুদ্ধি নেই, সে কোন লড়াই-এ পল্টন চালায় নি, এমন কি সামান্য বূহ্য তৈরী করার মত জ্ঞান বা বুদ্ধিও যার নেই, তারই ভাগ্যে জুটল সহকারী সেনাপতির এই পদমর্যাদা। আর আমি যেমনকে তেমনি? আমার ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা একবার ভেবে দেখ? আমি এই কালো ভূত সেনাপতি মশায়ের চোখের সামনে প্রাণের মায়া ভুলে মরণপণ সংগ্রাম করে রোডস্, সাইপ্রাস আরও কত লড়াইয়ে ক্রিস্তান আর কাফেরদের পর্যুদস্ত করে জয়মাল্য পরিয়ে দিলাম ঐ বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির গলায়। কিন্তু এখনও আমি রইলাম সেই তিমিরেই কোণঠাসা হয়ে। আজও পতাকাবাহীর খেতাব গলায় ঝুলিয়ে মহাপ্রভুদের পদসেবা করে করে বেড়াচ্ছি। এসব আর সহ্য করতে পারছি না।'

আমি হলে পতাকা ধরার আগে তার ফাঁসির দড়ি ধরতাম। এমন গোলামির কপালে ঝাঁটা মেরে অন্য কোথাও চলে যেতাম।

ধৈর্য্য ধর ভাই। ইয়াগো বলে আমার মতলব হাসিল করার জন্যেই গোলামী করছি। মনিব হওয়া কি সবার ভাগ্যে থাকে? এই যে সেলাম ঠুকছি তা নিজের কাজ হাসিল করব বলে। তারা আমাকে যেমন দেখছে আমি কিন্তু তেমন নই।

সে যাই বল না কেন ওথেলোর বরাত খুব ভাল। নাহলে ঐ কিম্ভুত কিমাকার অমন সুন্দরী ডেজডিমোনার প্রেম লাভ করে।

তুমি মুখ বুজে সহ্য না করে তার বাপকে এনে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও। চেঁচামেচি করে রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে তর মেয়ে পালিয়ে গেছে বলে হৈ হট্টগোল শুরু করে দাও। নচ্ছারটা টের পাবে যে মধু খেতে গেলে মৌমাছির হুলও সহ্য করতে হবে।

রডারিগো দুপা এগিয়ে একটা বেশ বড় বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এটাই তো তার বাপের বাড়ি। আমি চেঁচিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিই কি সকলের, কি বল?

রাত্রে বাড়িতে আগুন লাগলে মানুষ যেমনভাবে চেঁচায় তেমনি গলা ছেড়ে জোরে জোরে চেঁচাও। রডারিগো চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আগুন! আগুন

লেগেছে তাড়াতাড়ি উঠুন সব পুড়ে গেল। এদিকে চোর চুরি করে নিয়ে গেল।

বাড়ির বারান্দার আবছা অন্ধকার থেকে বৃদ্ধ ব্রাবান জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? কার বাড়িতে আগুন লেগেছে? কোথায় কোন বাড়ীতে? কোন বাড়ী থেকে কি চুরি করে নিয়ে গেল?

রডারিগো বললেন, খুব তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বলি বাড়িতে সবাই যে যার ঘরে আছে তো, নাকি কোন খবর রাখেন না সে সবের।

বৃদ্ধ ব্রাবান বললেন, তোমরা কারা হে ছোকরা?

'মশায় তো আমার স্বরের সঙ্গে সুপরিচিত। আমি রডারিগো।'

'রডারিগো তোমার সাহস তো দেখছি কম নয়? তোমাকে না বারবার নিষেধ করেছি; আমার দরজা মাড়াবে না। আমার মেয়ে ডেজডিমোনা তোমার মত অপদার্থের জন্য নয়। এখন আবার মাতলামি করে আমার ঘুম ভাঙাচ্ছো! তোমার আস্পর্দা তো কম নয় দেখছি?'

—'মশায়, কি ধৈর্য্য ধরে আমাদের কথা—'

—'দেখ, আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিও না। আমার এই শহরে পদমর্যাদা রয়েছে—বুড়ো হয়ে গেলেও তোমাকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা আমার এখনও আছে।'

—'মশায়, আমি এখনও আপনাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করি।'

'তা চুরির কথা কি সব বলছিলে মনে হল? এটা ভেনিস শহর ভুলে যেয়ো না, আর আমার বাড়িটাও যে গ্রামের বাইরের কোন খামার বাড়ি নয়, তাও তুমি ভালভাবে জান।'

—'আমার কথা বিশ্বাস করুন, এক বর্বর ঘোড়া আপনার স্নেহের আদুরে মেয়েকে চুরি করে পালিয়েছে—আপনার মেয়ের ধর্মহানি করেছে। শীঘ্রই মূর-বংশের নাতি-নাতনী কোলে করে আমোদ আহ্লাদ করতে পারবেন।'

ইয়াগো বলল, রডারিগো লোকটা নীচে নেমে আমাদের সাক্ষী করতে চাইবে। সেনাপতির বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক নয়। তাকে তো বরখাস্ত করবে না, দু-চারটে ধমকবাচক দিয়ে ছেড়ে দেবে। সাইপ্রাস দ্বীপে যুদ্ধ বেঁধেছে, সেনাপতিকে সেখানে পাঠাতে হবে। তার মত দক্ষ যোদ্ধা কেউ নেই। তাই যত আক্রোশই থাক ওপরে ওপরে সদ্ভাব রাখতে হবে। বুড়োটা নেমে এলে সবাইকে জড়ো করে বড় সরাইখানার দিকে নিয়ে যাবে। তারা ওখানেই আছে। আমি ধারে কাছেই থাকব, সময় মত আসব।

এই কথা বলে ইয়াগো চলে গেল।

চাকরবাকরদের নিয়ে মশাল হাতে নিচে নেমে রডারিগোর কাছে এসে বুড়ে ব্রাবান বলল, ঠিক বলেছ আমার মেয়ে ঘরে নেই। রডরিগো বলল, কোথায় গেছে বলতে পারছি না।

রডারিগোর কথায় বৃদ্ধ বলল, কি বললে? সেই কালো লোকটার সঙ্গে গিয়েছে।

মেয়ে যে আমার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে বুঝি নি। একটু থেমে আবার বলে, একটা কথা বাবা তোমার কি মনে হয়, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, আমার তা-ই মনে হয়।

—'হা ঈশ্বর! এ দুঃখ আমি কাকে জানাব? নিজের রক্তে যার জন্ম তার কাছ থেকে এ বিশ্বাসঘাতকতা! ইচ্ছে করছে পৃথিবীর সব পিতাকে ডেকে সাবধান করে দিই। বৃদ্ধ রডারিগোর হাত দু'টি ধরে সজোরে ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন—'রডারিগো, এমন কোন ওষুধের কথা তোমার জানা আছে কি, যাতে কুমারীর কৌমার্য বশ করা যায়?'

রডারিগো মাথা ঝঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

—'তা হলে আমার ভ্রাতাকে শীঘ্র ডাক। হা ঈশ্বর! কেন রডারিগোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিলাম না।'

উদ্‌ভ্রান্ত ব্রাবানসিয়ো সবাইকে চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন—'আর দেরী নয়, চল, সকলে এগিয়ে গল, এক দল এক এক দিকে চল। রডারিগো তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চল আমাদের। ভেনিসের প্রতিটি ঘরে ওর খোঁজ করব। যেখানে থাক, পাতালে লুকিয়ে রাখলেও তাকে আমি চাই।' বৃদ্ধ ব্রাবানসিয়ো ছুটলেন কন্যার সন্ধানে—মশালধারী অনুচরের দল চলেছে তাঁর সঙ্গে—পথ প্রদর্শক রডারিগো।

ভেনিস নগরীর কর্মচঞ্চল এক রাস্তার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে ইয়াগো কৃত্রিম ক্ষোভের

সঙ্গে বলল, দেখুন যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেক মানুষ মেরেছি কিন্তু বন্দী খুন করতে মন ওঠে না। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় বুড়োটাকে একেবারে খতম করতে পারলে গায়ের জ্বালা মিটত। নচ্ছারটা মুখ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে আপনার নিন্দে করে। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি বিয়ে করে ফেলেছেন? আসলে আপনার শ্বশুর মশাই খুব গণ্যমান্য ও রাজার মত প্রভাবশালী ব্যক্তি তো। উনি আপনাকে সহজেই জব্দ করতে পারেন।

তাচ্ছিল্যের স্বরে ওথেলো বললেন, ওনার যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন, তা নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি জানি যত প্রভাবশালী তিনি হন না কেন, কোন অভিযোগই ধোপে টিকবে না। রাজবংশে আমার জন্ম, এ রাজ্যের জন্য বহুবার আমি আমার বুকের রক্ত দিয়েছি। আমি তার যোগ্য হয়েই তাকে লাভ করেছি। আর ডেজডিমোনাকে মনে-প্রাণে ভালবাসি বলেই বিয়ের আসরে যেতে হয়েছে আমাকে।

এই সময় মশালের আলো নজরে পড়তে সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, মশাল নিয়ে কে যেন আসছে।

মনে হচ্ছে আপনার শ্বশুর মশাই আলো নিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে আসছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের সন্দেহকে দূর করে দিয়ে কেশিয়ো এসে বললেন, সেনাপতিমশায়, সামন্তরাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। মনে হচ্ছে সাইপ্রাস দ্বীপের সমস্যা নিয়ে কোন আলোচনা করবেন। নৌ-বাহিনী থেকে দশ-বারজন দূত এসেছেন, বহু সভ্য মন্ত্রণা সভায় জড়ো হয়েছেন। আপনি এখনই একবার চলুন।

ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা কর। কেশিয়ো আমি এক্ষুনি তোমার সঙ্গেই যাত্রা করব।

ওথেলো সরাইখানার ভিতরে গেলে কেশিয়ো ইয়াগোকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ভায়া, সেনাপতি মশাই এখানে এই সরাইখানায় কি করছেন বলতে পারেন কি?

ভায়া, তোমার সেনাপতিমশায় বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছেন।

বিয়ে? কাকে? কবে বিয়ে করছেন জানি না তো?

ওথেলো ব্যস্তভাবে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ডেজডিমোনার বৃদ্ধ পিতা ব্রাবান সেখানে হাজির হলেন, সঙ্গে রডারিগো।

রডারিগো ওথেলোকে দেখিয়ে ব্রাবানকে বললেন, এই সেই মেয়ে চোর। এই আপনার মেয়েকে চুরি করেছে।

ব্রাবান বললেন, পাজী, ছুঁচো কোথাকার, বেটা আমার বাড়িতে দিনে ডাকাতি করেছিস। আমার মেয়েকে তুই তুক করে বশীভূত করেছিস। নাহলে বিয়ের ব্যাপারে যার এত আপত্তি ছিল সে তোর মত একটা কদাকার যুবকের গলায় বরমাল্য দিয়ে সবার মুখে এমন করে চুনকালি দেবে। তোর মত বানরের গলায় মুক্তোর মালা শোভা পায় কখনও। তোর আচরণে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কুৎসিত যাদু দিয়ে তুই আমার মেয়েকে বশীভূত করেছিস। তোর জেনে রাখা উচিত ছিল যে কুৎসিত যাদুবিদ্যার প্রয়োগ, আইনে নিষিদ্ধ। প্রহরীগণ, বন্দী কর এই মুহূর্তে এই যুবককে।

ওথেলো শান্তভাবে প্রহরীদের বলল, তোমরা শান্ত হও।

এবার ব্রাবানকে বললেন, আমাকে বন্দী করে কোথায় নিয়ে যেতে চান এটুকু অন্তত বলুন।

কারাগারে। কারাগারের অন্ধকার কুঠরীতেই আপাততঃ তোর স্থান হবে। তারপর আইনসঙ্গত বিচার হবে তোর।

উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু সামন্তরাজ কি এই কাজে তুষ্ট হবেন? এই দেখুন বিশেষ জরুরী কাজে আমাকে নিতে দূত পাঠিয়েছেন।

দূতের দিকে একবার তাকিয়ে ব্রাবান বললেন, সে কী, এত রাত্রে সামন্তরাজের দূত? ঠিক আছে আমি আমার অভিযোগ সামন্তরাজার কাছেই জানাব। আশা করি আমার এ সর্বনাশকে রাজামশায় ও সভাসদরা নিজেদের সর্বনাশ জ্ঞান করবেন। ঠিক আছে চল, আমিও সেখানেই যাচ্ছি তোমার সঙ্গে এখনি।

।। দুই ।।

ভেনিস নগরের মন্ত্রণাসভায় সভাসদ পরিবেষ্টিত হয়ে সামন্তরাজামশায় বসে আছেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে সবাই বর্তমান সমূহ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় সমাধা করতে চাইছেন। এমন সময় দূতদের সঙ্গে ওথেলো ও পিছনে বৃদ্ধ ব্রাবান এসে আসন দখল করে বসলেন।

সামন্তরাজ ওথেলোকে দেখে আবেগপূর্ণ গলায় বলে উঠলেন, এই যে আসুন, বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ওথেলো। আশা করি আপনি সুস্থ আছেন। এই মুহূর্তে আপনার অভিজ্ঞতা পরামর্শ ও সহযোগিতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করে বসে আছি।

এই সময় বৃদ্ধ ব্রাবান বললেন, সহযোগিতা আমার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য বলে মনে করি। দেশের ও দশের নয়, রাত্রের ঘুম নষ্ট করে আমি আমার নিজের তাগিদে এখানে ছুটে এসেছি। আমার বুকের আগুন নেভাতে, আপনারা এর বিচার করুন।

কি হয়েছে কেউ মারা গেছে নাকি?

সামন্তরাজের প্রশ্নের জবাবে ব্রাবান বললেন, আমার পক্ষে তা-ই বটে। আমার মেয়েকে যাদুবিদ্যার দ্বারা ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছেন মহারাজ।

দৃঢ়তার সঙ্গে সামন্তরাজ বলে, আপনার মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে যত বড় দুবৃর্ত্তই হোক আর যত আপনারই হোক শাস্তি সে পাবেই। আমি কথা দিচ্ছি আপনি তাঁকে নিজে শাস্তি দেবেন তাঁর বিচারও করবেন আপনি। যুবরাজও যদি অপরাধী হয় তো রেহাই পাবে না।

অভয় যখন পেলাম তখন বলছি মহারাজ, যে অপরাধী এই কেলেভূত কদাকার ওথেলোই। এই তুকতাক করে আমার মেয়েকে ভুলিয়ে বিয়ে করেছে।

নীরবে কয়েক মুহূর্ত থেকে সামন্তরাজ ওথেলোকে বললেন, ইনি তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, নিজপক্ষ সমর্থনে তুমি কিছু বলবে কি এ বিষয়ে?

ওথেলো ধীর স্বরে বলতে লাগলেন, মহারাজ, ইনি ঠিক কথাই বলেছেন। ওনার মেয়েকে ভালবাসার মর্যাদাস্বরূপ পত্নী রূপে আমি গ্রহণ করেছি। বছরের পর বছর যুদ্ধ-

বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় সংসারের আমি নিয়ম-কানুন ঠিকঠাক জানি না। আপনি জানতে চাইলে আমি সংক্ষেপে এ বিষয়ে আপনাকে অবগত করাতে পারি। উনি যে কথা বলছেন—আমি কোন যাদু বলে—

কথা শেস করতে না দিয়ে ব্রাবান বলে উঠলেন, মহারাজ আমার মেয়ে স্বেচ্ছায় এ কেলেভূতটার গলায় কোনমতেই মালা পরিয়ে দেয়নি মনে করি। অনুমান করতে পারি আমি, নিশ্চিত কোন মন্ত্রপুত ওষুধের দ্বারাই এ আমার মেয়ের মাথাটা গুলিয়ে খেয়েছে। মেয়ে আমার বাধ্য হয়ে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছে।

সামন্তরাজ ধমকে উঠে বললেন, বাজে কথা ছাড়ুন। প্রমাণ ছাড়া অপরাধের সত্যতা বিচার কোন দিন করা হয় না।

ওথেলো এবার বললেন, আমি অনুরোধ করছি আমার স্ত্রীকে এখানে এখনই ডেকে আনা হোক। তার কথায় আমার অপরাধ প্রমাণ হলে আমি যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নেব। কুমারী হৃদয় যাদুমন্ত্রে নয়, ভালবাসা দিয়েই আমি জয় করেছি। তাই বলছি কি—

ব্রাবান আবার বাধা দিয়ে বললেন মিথ্যা কথা। এসব মনগড়া গল্প মহারাজ, ওর মন্ত্রঃপুত ওষুধ আমার মেয়ের রক্ত পর্যন্ত বিষিয়ে দিয়েছে আমি হলফ করে বলতে পারি। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ থাকতে পারে না।

সামন্তরাজ বললেন, প্রমাণ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

ওথেলো বললেন, আপনারা আমার স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসুন। আমাদের বিয়ের আগে আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাই আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন, আমাকে ভালবাসতেন। প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন বাড়ি নিয়ে গিয়ে আগ্রহ সহকারে আমার মুখে যুদ্ধের বিশদ কাহিনী শুনতেন। তাঁর মেয়েও সে সময় আগ্রহ দেখাতেন। ওনার মেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রায়ই বলতেন, খুব ভাল হত যদি ভগবান আমাকে পুরুষ মানুষ করে ওর মত বীর পুরুষ করে পাঠাতেন তবে আমিও বীরযোদ্ধা হতাম, এমনি নাম করতাম।

আমিও ওথেলোর মত বীরযোদ্ধা হয়ে খুব নাম করতাম সকলে আমাকে ভালবাসত সম্মান করত।

সত্যি বলতে তাঁর এইসব ইঙ্গিত পেয়েই আমি প্রেম নিবেদন কবতে দ্বিধা করিনি। ক্রমে আমরা একে অপরের কাছে টেনে অন্যের ব্যাথায় ব্যাথী হতে থাকি। মহারাজ, আপনি বলুন এর মধ্যে কোন মায়া-মন্ত্রের ব্যাপার আছে বলে মনে হচ্ছে কি? যদি মনে হয় তবে শাস্তি দিন।

এমন সময় পরিচারিকার সঙ্গে ডেজডিমোনা সেখানে হাজির হতে ব্রাবন সামন্তরাজকে বলেন, মহারাজ আমার একমাত্র মেয়ে এসে হাজির হয়েছে, সে কি বলে আপনারা শুনুন এর কথা।

এবার মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, বলতো বাছা, এখানে যাঁরা রয়েছেন তার মধ্যে কার প্রতি সবচেয়ে তোমার কর্তব্য বেশী।

এখন আমার কর্তব্য দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। ডেজডিমোনা বললেন,

তুমি আমার জন্মদাতা। শিক্ষা দিয়ে মানুষ করেছ আমায়। এতদিন আমি শুধু তোমার কন্যা ছিলাম, আজ আমার পতিদেবতা উপস্থিত রয়েছেন। ওথেলোকে

দেখিয়ে আবার বললেন, তাই আজ নীরব ধর্ম পালন করতে গিয়ে তাঁকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে করি। যে কোন নারীর কাছেই স্বামী বড়। স্বামীর ইচ্ছাই আমার একমাত্র ইচ্ছা। স্বামীই আমার আজ সব। মহারাজ আমি আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি নিজের সন্তানের চেয়ে পোষ্য সন্তান তাহলে অনেক ভাল। এবার ওথেলোকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওহে কালোবীর! আমার অজ্ঞাতে তুমি যে অমূল্য রত্ন পেয়েছ, আমি তা আজ থেকে স্বেচ্ছায় তোমার হাতেই তুলে দিলাম। এবার মহারাজের দিকে ফিরে বললেন, এখন আমার আর কিছু বলার নেই মহারাজ। আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় আমার জন্যে নষ্ট হল বলে আমি বিশেষ দুঃখিত। এর জন্য ক্ষমা করুন।

ব্রাবানকে সামন্তরাজ বললেন, আপনারা সকলেই জানেন তুর্কীরা বীর বিক্রমে সাইপ্রাস দ্বীপের দিকে ক্ষীপ্রবেগে এগিয়ে চলেছে। সেনাপতি ওথেলো, রাজ্যের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে এই মুহূর্তে তোমার অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তাদের এ অভিযান একমাত্র তুমিই পার ব্যর্থ করতে। আর কারোরও ক্ষমতা নেই এই অভিযান ব্যর্থ করার।

মহারাজ অবগত আছেন যে সুখ শয্যার চেয়ে সংকটময় মুহূর্ত আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমার উপর ন্যস্ত এই গুরুদায়িত্ব আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আমার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের দাবী করছি।

ডিউক সানন্দে ঘোষণা করলেন, 'তিনি চাইলে তিনি তাঁর পিতৃগৃহে অবস্থান করতে পারেন।'

ডেজডিমোনা বললেন, 'না, তা হয় না। আমার উপস্থিতি পিতার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

ডিউক যথোচিত স্নেহের সুরে বললেন, 'তবে তুমি কি চাও?'

ডেজডিমোনা সলজ্জ নয়নে জবাব দিলেন, 'আমি মূর-এর জন্যই সর্বত্যাগিনী, তাঁকে আমি মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছি। তিনি যাবেন যুদ্ধে আর আমার পক্ষে এখানে অবস্থান করা কল্পনাতীত। আমাকে তাঁর সহগামিনী হতে অনুমতি দিন।'

ওথেলো সবিনয়ে নিবেদন করলেন, 'আমার সহধর্মিনীর ইচ্ছা পূর্ণ হোক এই আমার প্রার্থনা। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর সাক্ষী—আমার ক্ষুধা মেটাবার জন্য বা কামনার আবেগে এ কথা বলছি না। যৌবনের কামনা আমার প্রায় স্তিমিত, ডেজডিমোনের সাধ পূর্ণ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমি শপথ করছি স্ত্রী সঙ্গে থাকলেও যে গুরুদায়িত্ব আমার মাথার উপর অর্পণ করেছেন প্রাণ থাকতে সে দায়িত্ব থেকে যে কোন বিপদে সরে যাব না। মদনদেবের ক্রীড়াপুত্তলী হয়ে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে আমার কর্মশক্তি যদি ক্ষয় হয়, তবে আমার শিরোস্থানে যেন গৃহিণীদের রন্ধনশালা তৈরী হয়। আর কলঙ্কে যেন অপযশে আমার সযশ আহত হয়।

সামন্তরাজ হাসিমুখে বললেন, ওথেলো, তোমার কর্তব্যজ্ঞানের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। স্ত্রীকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার অনুমতি আমি দিলাম। যাত্রার জন্য শীঘ্র প্রস্তুত হও অবিলম্বে। নাহলে ক্ষতির সম্ভাবনাই খুব বেশী বলে মনে করছি।

ওথেলো সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানিয়ে সামন্তরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজপথে ইয়াগোকে দেখতে পেয়ে বললেন, বন্ধু ইয়াগো, তোমার ওপর আমি একটা গুরুদায়িত্ব দিতে চাই। বড় ভাল হয় তুমি যদি দয়া করে আমার স্ত্রীকে সাইপ্রাসে পৌঁছে দিতে পার। এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। তাড়াতাড়ি না করলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

ওথেলো ডেজডিমোনাকে নিয়ে চলে গেলে রডারিগো আড়াল থেকে সামনে এল। তাকে দেখে ইয়াগো শয়তানের মত হেসে বলল, বন্ধু, সুযোগ এবার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এখন শুধু প্রচুর টাকার দরকার। আর তা হলেই কাজ হাসিল করতে পারবো অবশ্যই। এবার আমার কথা মন দিয়ে শোনো।

টাকা! বিস্মিত রডারিগো বলে টাকা দিয়ে কি কাজ হবে বুঝিয়ে বলতো দেখি।

টাকা হলেই তুমি বাজিমাৎ করতে পারবে। তোমার ঐ রূপসী চিরদিন কেলেভূতটার ওপর আস্থা রাখতে পারবে না। তুমি দেখে নিও একদিন তার মোহভঙ্গ হবেই। বুদ্ধির পাল্লা ভারী করতে হলে প্রচুর টাকার দরকার। তোমাকে নিজের বলে ভাবি বলে তোমার উপকার করতে চাই। তাই বলছি বেশ কিছু টাকা যোগাড় করে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে চল। তুমি তো জানই ঐ নচ্ছার কালো ভূতটার ওপর আমার খুব রাগ আছে। আমি আবার বলছি ডেজডিমোনার মত মেয়ে চিরকাল ওর সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে কোনদিন পারে না। তুমি সর্বদা তার কাছাকাছি থেকে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকবে।

উল্লসিত রডারিগো বললে, আমি তাহলে আমার সব সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে আসি?

যা করবে তাড়াতাড়ি। সম্পত্তি গেলে তা আবার ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু এ সুযোগ চলে গেলে আর ফিরে পাবে না।

রডারিগো বিদায় নিয়ে চলে গেলে ইয়াগো আপন মনে বলেন, আমার কাছে ওথেলো আর রডারিগো দুটোই সমান অপদার্থ ও ঘৃণার পাত্র। আমি চাই রডারিগোর টাকার থলিটাকে। যা এ মুহূর্তে আমার কাছে খুব বেশী প্রয়োজনীয়। আমি ভালবাসি ডেজডিমোনাকে। নচ্ছার ওথেলা আমার কাছ থেকে প্রেয়সীকে কেড়ে নিয়েছে। সেনাপতি ওথেলো আবার রডারিগোকে সৎ ও বন্ধুবৎসল বলে ভালভাবে জানে। সেই বিশ্বাস কাজে লাগাতে হবে আমাকে। ডেজডিমোনার কাছে থাকার এ এক অপূর্ব সুযোগ। রডারিগোর প্রতি ডেজডিমোনার আসক্তির কথাটা একবার রটিয়ে দিতে পারলে হয়। সাধাসিধে ওথেলার মনে সন্দেহের সঞ্চার করতে কোন অসুবিধে হবে না। সাধুকে শয়তান বানিয়ে আমি আমার কাজ হাসিল করে

নেবো। দেখি কতদূর এগোতে পারি এর শেষ না দেখে ছাড়ছি না।

ঘটনা অস্থির—চঞ্চল। এঁকেবেঁকে হেলেদুলে সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলেছে ঘটনা প্রবাহ।

আসন্ন তূর্ক অভিযানে উদ্গ্রীব সাইপ্রাস।

দ্বিতীয় সেলিমান আসছেন সাইপ্রাস অভিযানে। এই আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনায় ভীত-সন্ত্রস্ত সমস্ত নগরবাসী।

মন্তানো সাইপ্রাসের বর্তমান শাসনকর্তা। তাঁর কার্যকাল ও ক্ষমতা প্রায় শেস। ওথেলোর আগমন প্রতীক্ষায় রয়েছেন। ওথেলোর হাতে কার্যভার সঁপে দিয়ে তিনি দায়মুক্ত হবেন এখন থেকে।

মূরের জাহাজ এখনও উত্তাল সমুদ্রের বুকে ভাসমান।

মন্তানো তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ওথেলোর আগমনের প্রতীক্ষায়।

মন্তানের এক সহকর্মী এসে সংবাদ দিলেন, 'ভেরোনা থেকে একটা জাহাজ এসে বন্দরে নোঙ্গর করেছ। খবর এনেছে, তুর্কী নৌবহর বিধ্বস্ত, ফলে সাইপ্রাস জয়লাভ হয়েছে। ওথেলোর সহকর্মী কেশিয়োও এসে পৌঁছে গেছেন।'

মন্তানো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'মূর এখনো সমুদ্র বক্ষে—তিনি শাসনকর্তার পদাধিকার গ্রহণ করতে আসছেন।

সেনাপতি কেশিয়ো এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মন্তানোকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, মূরের আগমন প্রতীক্ষায় সাইপ্রাসবাসী যেমন উদ্বিগ্ন আমার মানসিক অবস্থাও ততোধিক চঞ্চল। উত্তাল প্রায় সাগরের বুকে মূরকে ছেড়ে এসেছি। ঈশ্বর নিরাপদে তাঁকে পৌঁছে দেন তবেই মঙ্গল।'

সহস্র-সহস্র নগরবাসীর উৎকণ্ঠা কাটিয়ে দূর-সমুদ্রবক্ষে ভেসে উঠল জাহাজের মাস্তুলের শীর্ষদেশ। উল্লসিত নগরবাসী শত-সহস্র কণ্ঠে মূরের জয়ধ্বনি করতে লাগল।

এমন সময় পর পর তোপধ্বনী করে আস্তে আস্তে একটা জাহাজ এসে তীরে নোঙর করল। সেনাপতির পতাকাধারী ইয়াগোর পিছু পিছু ডেজডিমোনোকে নেমে আসতে দেখে সবাই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন জাহাজের কাছে।

কেশিয়ো ডেজডিমোনাকে অভিবাদন করে বললেন, 'সাইপ্রাসবাসী বন্ধুগণ, তোমরা এই মহিলাকে নতজানু হয়ে সম্বর্ধনা কর। ইনি তোমাদের সকলের নমস্য।'

'ডেজডিমোনা বিষণ্ণ বদনে কেশিয়োর পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—আমার স্বামী ওথেলোর খবর আপনারা কি পেয়েছেন?'

মুহূর্তের মধ্যে কোলাহলমুখর জনতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'দেখা গেছে, ঐ-ঐ দেখুন জাহাজের পাল।' মুহূর্তের মধ্যে শোনা গেল মুহূর্মুহূ তোপধ্বনি।

মন্থর গতিতে তীরমুখী জাহাজটা ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে উঠল সকলের চোখে।

দামামা বেজে উঠল। সমস্বরে আকাশ-বাতাস মথিত করে জনতার জয়ধ্বনি

শোনা গেল,—'জয় সেনাপতি ওথেলোর জয়।'

জাহাজের দরজায় ওথেলোর মুখ ভেসে উঠল। অনুচর পরিবৃত হয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলেন তিনি। উদ্বিগ্ন ডেজডিমোনা ছুটে গেলেন ওথেলোর পাশে। ওথেলো প্রিয়তমা পত্নীর হাত দুটি ধরে মৃদু ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন, 'আমার প্রিয়া—আমার প্রিয়া—

আমার রূপসী প্রিয়া ডেজডিমোনা।

ডেজডিমোনা অস্থিরভাবে ওথেলোর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'এই যে আমার চির আকাঙ্খিত প্রিয়তম প্রাণেশ্বর ওথেলো, তুমি ভালো আছ তো?

—প্রিয়তমে, তোমাকে ইয়াগোর সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম, আমার আগেই তুমি নির্বিঘ্নে এখানে এসে পৌঁছোতে পেরেছে এই তো আমার পরম আনন্দ, এত সুখ আমি কোথায় রাখি বলতো!

ডেজডিমোনার চোখের কোণে আনন্দাশ্রু জল জমে উঠল। স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে বললেন, 'আমাদের এই সুখ যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আমি সারাটা জীবন তোমার পাশে তোমারই হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।'

ইয়াগো কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ওথেলো ও ডেজডিমোনাকে বার বার দেখছিলেন। তিনি প্রেমের মাধুর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবুও এই কেলেভূত, তোমার শাস্তির ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছি।

এরপর ওথেলো উপস্থিত সকলকে বললেন, বর্তমান আমাদের যুদ্ধ শেষ। এখন চল দুর্গের দিকে যাই।

দুর্গের দিকে সবাই চলে গেলে ইয়াগো রডারিগোকে বললে, আজ রাত্রে কেল্লায় পাহারায় থাকবেন সহকারী সেনাপতি। মেয়েরা চিরকাল সুন্দরের একমাত্র পূজা করেন। তাই ওই কেলেভূতটার রূপ বেশীদিন তাকে মুগ্ধ করতে পারে না। একদিন তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবেন ওথেলোর প্রতি। তোমায় যখন দেশ থেকে এনেছি তখন সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও। আজ রাত্রে তুমি সেনাপতির সহকারিকে পাহারা দেবে। আমি কাছেই থাকব। তোমার কাজ যে কোন ছুতোয় তাকে রাগিয়ে দেওয়া। সে হঠাৎ মাথাগরম করে তোমাকে মারতেও পারে কয়েক ঘা। আমি তার সেই অশোভন আচরণটুকুকে কাজে লাগাব। স্থানীয় লোকদের তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে তোমার বাঞ্ছা পূরণ সহজ করে দেব। এখন তুমি আসতে পার। কেল্লায় আমার সঙ্গে দেখা করার কথা মনে রেখো।

রডারিগো চলে গেলে আপন মনে ইয়াগো বললেন, রূপ-সৌন্দর্যের আকার ডেজডিমোনাকে আমি পাশে পেতে চাই। চাই তাকে আমার শয্যাসঙ্গিনী করতে। আর তোমার এই নির্বুদ্ধিতাটুকু মূলধন করেই আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করব।

যুদ্ধ শেষ বলে সবাই খুশী। দুর্গের মধ্যে তাই সারারাত্রি নাচ-গান হয়েছে। ওথেলো পত্নীকে নিয়ে ঘরে যেতে গিয়ে কেশিয়োকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, সৈন্যরা আনন্দ করছে ঠিক আছে, কিন্তু খেয়াল রেখো তা যেন মাত্রা না ছাড়িয়ে যায়। ভালকথা বিকেলে একবার দেখা কোরো প্রয়োজন আছে। সজ্জন ইয়াগোর পরামর্শ মেনে কাজ কোরো।

ওথেলো স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের দিকে চলে গেলে ইয়াগো এসে আক্ষেপ করে বললেন, কী দুভার্গ্য দেখ। এমন একটা স্ত্রীরত্ন পেয়েও কর্তমশাই একটা রাত্রিও স্ত্রীর পাশে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারলেন না।

ডেজডিমোনার রূপের কথা বলতে গেলে বলতে হয় একটা হীরের টুকরো খোদাই করে তাঁর দেহলতাটা যেন গড়ে তোলা হয়েছে।

ইয়াগো বললেন, তার চোখ মনে হয় সন্ধি করার জন্য ডাকছে। যাক্‌গে এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী হয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।

তাই নাকি! তাকে ভেতরে নিয়ে এসো, কি ভেবে বললেন, আমিই গিয়ে দেখি কি ব্যাপার।

কেশিয়ো চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে তুমুল হট্টগোল শুনে আশান্বিত ইয়াগো আপন মনে বলেন, সাবান রডারিগো, আর দেরী না করে বিদ্রোহ বলে চিৎকার শুরু করে দাও।

এবার ব্যস্ত পায়ে বাইরে গিয়ে দেখেন কেশিয়ো আর রডারিগো একে অপরকে চীৎকার করে গালাগালি করছে। ইয়াগো চীৎকার করে বলেন, আরে সহকারী মশাই, আপনারা এসব কি শুরু করেছেন। কী চমৎকার পাহারাদারই না নিযুক্ত করা হয়েছে। দোহাই আপনাদের, থামুন আপনারা। মণ্টালো, হন্দদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

এদিকে প্রায় একই সময়ে ওথেলো পরিচারকদের নিয়ে এসে ধমকে বললেন, কি ব্যাপার! এসব কি করছ তোমরা? প্রজারা যদি জানতে পারে তবে মুখ দেখানো যাবে না তাদের কাছে। ইয়াগো, এদের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হলো?

আমিও তো তাই-ই ভেবে পাচ্ছি না হুজুর। একটু আগেও এরা বন্ধুর মতো হাসি-ঠাট্টা করছিল। আর পরক্ষণেই হাতাহাতি রক্তারক্তি কাণ্ড।

ওথেলো বললেন, কেশিয়ো, তোমার এ কী বর্বরের মত আচরণ।

অপরাধ নেবেন না মহারাজ। আমি কিছু বলার আগেই ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মত কিল-চড়-লাথি মারতে লাগল।

মহারাজ আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তাই বলছি, ইয়াগো বললেন, হঠাৎ শুনি খুন খুন চীৎকার আর সহকারী মশাই সঙ্গে সঙ্গেই তরবারি হাতে দাপাদাপি করছেন।

এ কী হোল, চোখের পলকে আমার সুনাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ইয়াগো সহানুভূতির সুরে বললেন, এত মুষড়ে পড়লে কি চলে। সুনাম নষ্ট হবার

কি আছে। হঠাৎ একটা অন্যায় করে ফেলেছে। হুজুরের কাছে ক্ষমা চাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার কৃতকর্ম ক্ষমার যোগ্য নয়। আমার মত মদ্যপ অসৎ কর্মচারীকে ক্ষমা করলে প্রভুর নিজের অসম্মান হবে।

লোকটাকে তরবারি নিয়ে তাড়া করছিলে কেন? কে সে?

কিছু গোলমেলে এলেমেলো কথা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারছি না। দুর্বুদ্ধির বশে এ আমি কী করলাম!

নেশা কাটিয়ে সুস্থ হলে কি করে?

সুরা শয়তানির কাঁধে ভর দিয়ে ক্রোধ এসে আমার ওপর ভর করেছিল। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ নেই আমার।

শোন, সেনাপতি মশায়ের স্ত্রীকে সব কিছু বলা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা তোমার নেই।

দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাওগে। সেনাপতি মশাই তাঁর স্ত্রীর কথামত চলেন। আমি তোমার ভাল চাই বলেই একথা বললাম।

তোমার পরামর্শ মত আমি এক্ষুণি গিয়ে সব দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সেনাপতির স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তোমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে দিলে ভাল হয়।

অবশ্যই আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে গিয়ে সেনাপতির স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবেন।

কেশিয়োকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে যেতে ইয়াগো নিজের মনে ভাবেন কেশিয়ো আমাকে হত্যা হিতাকাঙ্খী ভাবছে। নাটক তো সবে শুরু হল। যে কোন ভাবে কাজ হাসিল করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। দেখি এবার কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে ইয়াগো আগেই তাঁর স্ত্রীকে সব কিছু বুঝিয়ে রেখেছেন।

।। তিন ।।

চারদিকে চক্রান্তের বেড়াজালে সমাচ্ছন্ন। এখন কেবল শিকারের প্রতীক্ষা। দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার শক্ত সূতো দিয়ে বোনা এ জাল। শিকার এলেই এ জাল ছিন্ন করে তা থেকে অব্যাহতি পাবার সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। শিকারী অভিজ্ঞ দৃষ্টি মেলে অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত। সবই নিয়তির খেলা। নিয়তির শিকার টেনে এনে এখন হাজির করবে। সুযোগ বুঝে শিকারী ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার চেষ্টা করবে। ছলনাময়ী নিয়তি অলক্ষে থেকে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

শুরু হল নিয়তির পরবর্তী এক নতুন পদক্ষেপ। হতভাগ্য কেশিয়ো ধীর, মন্থর গতিতে এগিয়ে এসে প্রাসাদ দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হলেন, উদ্দেশ্য ডেজডিমোনার মনোরঞ্জন করে তাঁকে নিজের বশে আনা।

নিকটেই হুকুম-বরদার স্থূলদেহী ভাঁড়মশায়কে দেখে কেশিয়ো হাত তুলে অভিবাদন জানালেন। ভাঁড়মশায় সুপ্রভাত জানিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। কেশিয়ো অনুরোধর স্বরে তাঁকে বললেন—'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে পারবেন কি?

—'বলুন, আপনার জন্য এই সকালে অধমের দ্বারা কি কাজ হবে?'

—সেনাপতি মশায়ের পত্নী যদি গাত্রোত্থান করে থাকেন তবে তাঁকে আমার কথা বল—'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক।'

ভাঁড় সম্মত হয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন।

ইয়াগো নিকটেই কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। ভাঁড় চলে গেলে হাসিমুখে কেশিয়োকে সুপ্রভাত জানিয়েপাশে এসে দাঁড়ালেন।

ইয়াগোর কাঁধে হাত দিয়ে হতভাগ্য কেশিয়ো বললেন, বন্ধু, তোমার পরামর্শই আমার ভাগ্য ফেরানোর অস্ত্র হিসাবে কাজ করবে ভেবে এখানে এসেছি।'

—'আপনার এ শুভমতির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তারপর কি হল—কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছেন কি?'

হ্যাঁ, ভাঁড়মশায়কে দিয়ে আপনার স্ত্রীকে খবর পাঠিয়েছি। তিনিই আমায় ডেজডিমোনার কাছে নিয়ে যাবেন—তাঁর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবেন।

—'আপনি উপযুক্ত পাত্রীকেই এ কাজের নির্বাচন করবেন। আমার স্ত্রী—এমিলিয়া সহজেই আপনাকে ডেজডিমোনার কাছে নিয়ে যেতে পারবে। আর আপনারা যাতে নিরিবিলি স্বচ্ছেন্দে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের সিদ্ধান্তে আসতে পারেন তার ব্যবস্থার ভার আমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আমি কৌশলে মূর ওথেলোকে ডেজডিমোনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব। তখন আর কি—থাকবেন কেবল আপনি আর ওথেলো-পত্নী ডেজডিমোনা।

ইয়াগো বিদায় নিয়ে চলে গেলে সেখানে পুনরায় উপস্থিত হলেন এমিলিয়া।

কেশিয়ো অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'আমি বিশেষ একটা কাজের জন্য আপনার সাহায্যপ্রার্থী, যদি অভয় দেন—'

এমিলিয়া কেশিয়োর মুখে সব শুনে বললেন, সমস্যা বড় কঠিন। তবে ব্যাপারটা আমি আগেই শুনেছি। একটু আগেও সেনাপতি মশাইকে স্ত্রীর কাছে এ ঘটনা নিয়ে দুঃখ করতে শুনেছি। তারা দুজনেই আপনার এ ঘটনায় অনুতপ্ত। এদিকে আপনি এখানকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির গায়ে হাত দিয়েছেন। তারা অবশ্য জানে যে আপনি সেনাপতি ও তার স্ত্রীর প্রিয়পাত্র। আর সেনাপতি মশায়ের স্ত্রী আমাকে বলেছেন সুযোগমত তিনিই আপনাকে নির্জনে ডেকে নেবেন।

তবু আমি অনুরোধ করছি একবার সেনাপতি মশায়ের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন।

ঠিক আছে তবে চলুন।

কেশিয়োকে নিয়ে ডেজডিমোনার ঘরে গিয়ে এমিলিয়া বললেন, মহাশয়া, ইনি আপনার ক্ষমাপ্রার্থী। আমার স্বামী ও এর কাজের জন্য অনুতপ্ত।

ডেজডিমোনা বললেন, কেশিয়ো তুমি মিছে মন খারাপ করছ কেন। আমি তোমার প্রভুকে বুঝিয়ে বলব। তুমি আগের মতই তাঁর প্রিয়পাত্র থাকবে। সেনাপতি মশায়ের প্রতি তোমার আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা আমি জানি। আমি কথা দিচ্ছি আমার মুখে তোমার কথা বারবার শুনতে শুনতে তাঁর মনে তোমার প্রতি যে বিতৃষ্ণা আছে তা অবশ্যই থাকবে না।

কেশিয়ো এবার আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিলেন।

এদিকে সন্ধ্যার পর ওথেলো কাজ সেরে ঘরে ফিরলে ডেজডিমোনা বললেন প্রভু তুমি আমাকে ভালবাসলে তোমার সহকারী কেশিয়োকে ক্ষমা করে দাও। তিনি তাঁর কাজের জন্য অনুতপ্ত। পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঘটনাটা ঘটে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

মুচকি হেসে ওথেলা বললেন, ব্যাপারটাতে বড়ই ভাবিত হয়েছ দেখছি। ঠিক আছে আমি একসময় তাকে ডেকে—

এক সময় নয়, এখনই ডাকো।

তোমার মত উকিল পেয়ে আসামীর আবার ভয় কিসের?

তুমি কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ। বল কখন তাকে ডেকে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবে।

আজ ডাকার অসুবিধা আছে। আর কালও হবে না কারণ সৈন্যধক্ষের কাল আসার কথা।

তাহলে কাল রাতের খাবার সময় বা পরশু যে-কোন সময়? তুমি জান না সামান্য অপরাধের পর সে কতটা অনুতপ্ত। তার অপরাধ সামান্য তিরস্কার পাবার মতও নয়। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এত ভাবছ কেন? তুমি যদি গুরুতর কোনো ব্যাপারেও আমাকে এভাবে অনুরোধ করতে আমি কি মুখ ফিরিয়ে থাকতাম। ইতিপূর্বে যখনই তোমার কোন দোষের কথা তাকে বলেছি সে তোমার হয়ে সবসময় আমায় বুঝিয়েছে। তাই আমার অনুরোধ ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়ে তাকে কাজে বহাল কর।

. প্রিয়ে তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আর কেশিয়ো তার যেদিন ইচ্ছা কাজে লাগতে পারে।

আমি ভিক্ষা চেয়ে তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করাচ্ছি। তোমার ভাল খারাপ যে আমারও ভাল মন্দ প্রভু।

ডেজডিমোনা চলে যান। অন্য দরজা দিয়ে ইয়াগো এসে বললেন, প্রভু, যদি অনুমতি করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। কর্ত্রীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়

কেশিয়োর কোনো ভূমিকা ছিল কি?

হ্যাঁ ছিল। সে আমাদের দুজনের দূতের কাজ করেছে কখনও কখনও। কিন্তু হঠাৎ এ-কথা?

ভ্রূ কুঁচকে ইয়াগো শুধু বললেন, বটে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ওথেলো ইয়াগোকে বললেন, তোমার চোখে গূঢ়রহস্যের আভাস পাচ্ছি। কি ব্যাপার? কেশিয়ো বিয়ের আগে আমার সব কথা জানত শুনে তোমার ভাবান্তর লক্ষ্য করছি। তোমার মধ্যে কোন কদর্য ভাব যেন কাজ করছে মনে হচ্ছে। তুমি সৎ আমি জানি। তাই তোমার মত লোকের মধ্যে—

তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে ইয়াগো বললেন, কেশিয়ো প্রকৃতই সৎ এবং মহৎ আমি হলফ করে বলতে পারি। যার চেহারা ভাল তার ভেতরটাও ভাল হওয়া দরকার। কেশিয়োর ভেতর-বাইরে সমান বলেই আমি বিশ্বাস করি।

আমার যেন কিরকম লাগছে ইয়াগো। আমার অনুরোধ কিছু বলার থাকলে গোপন না করে খুলে বল।

আমাকে কিছু বলতে আদেশ করবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি স্বীকার করছি আমার পাপ মন সবসময় অপরের ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ায়, নির্দোষীকে দোষী ভাবে। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়ে আমার মত লোকের কথা শুনবেন না। এতে আমার শিষ্টতা ও আপনার শান্তি দুই-ই রক্ষা পাবে।

এসব কথার অর্থ খুলে বল ইয়াগো। আমার মনের সংশয় দূর করো।

প্রভু আমি জানি মানুষ জীবনে শুধু সুনামই কামনা করে।

তোমার মনের কথা আমাকে বল ইয়াগো।

না, সে অনুরোধ আমাকে করবেন না প্রভু। সংশয় দাম্পত্য জীবনের ক্ষতি করে। কুলটার প্রতি ভালবেসে দেউলিয়া হলেও দুর্বিষহ যন্ত্রণায় দগ্ধে মরে।

এ কথা বলে তুমি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছ? কিসের সংশয়? কে প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে খুলে বল। তুমি তো জান আমি ভীত বা সন্দিগ্ধ কোনোটাই নই। প্রেম বা ঈর্ষার যে কোনো একটাকে প্রয়োজনে চিরতরে নির্বাসন দেব আমি।

আঃ! আপনার এ কথায় আমি হাঁফ ফেলে বাঁচলাম। আমি যা জানি বলছি। তবে এ মুহূর্তে কোনো প্রমাণ দিতে পারবো না। শুধু এটুকুই বলছি কর্ত্রী মহাশয়ার দিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি রেখে দেখবেন যে তিনি কেশিয়োর সঙ্গে কেমন মেলামেশা বা আচরণ করেন। তবে খেয়াল রাখবেন আপনার আচরণে সন্দেহ প্রকাশ যেন না পায়। আমি আমাদের দেশের নারীদের চরিত্র ভাল জানি। কথায় আছে দেবতারাও নারী চরিত্র বুঝতে পারেন না। তারা স্বামীদের চোখে সব সময় ধূলো দেবার চেষ্টা করে। তাদের কাছে কোনো কাজই পাপ কাজ নয়। তাই বলছি আমার কথায় বিশ্বাস না করে গোপনে লক্ষ্য করে এর সত্য মিথ্যা যাচাই করুন।

এ কী ভয়ঙ্কর কথা তুমি আমাকে শোনালে ইয়াগো। এ স্বপ্ন বা সত্যি?

একটা কথা ভাবুন, আপনাকে বিয়ে করে তিনি বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তারপর এমন ভাব দেখালেন যেন আপনাকে দেখলেই তাঁর শরীরে কম্পন জাগে, বিতৃষ্ণায় মন বিষিয়ে ওঠে।

তুমি ঠিকই বলেছ। তার এরকম আচরণ আমি লক্ষ্য করেছি।

তাহলে ভাবুন। আপনার শ্বশুরমশাইতো বলেছেন যে আপনি যাদুবিদ্যার দ্বারা তাঁর কন্যাকে বশ করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে আপনার কিম্ভুত কিমাকার চেহারার দিকে তাকালে তার আত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে আসে। প্রভু আমি দেখছি আপনি ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আপনি বিশ্বাস করুন আপনার প্রতি অনুরাগবশতঃ এ কথা বললাম। আমার একান্ত অনুরোধ নিজে চোখে কিছু না দেখে হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। ভগবান করুন তিনি চিরকাল আপনার বিশ্বাসের পাত্রী হয়ে সবসময় আপনার পাশে পাশে থাকতে পারেন।

কিন্তু এমন অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির কথা আমি যে ভাবতেও উৎসাহ পাচ্ছি না ইয়াগো।

ঠিকই বলেছেন, এমন অসামঞ্জস্য অস্বাভাবিক ভাব—আমাকে ক্ষমা করুন আমার পক্ষে আর বলা সম্ভব নয়। তিনি আবেগবশতঃ আপনার গলায় বরমাল্য দিয়ে এখন অনুশোচনায় ভুগছেন বলে আমার মনে হয়।

আমি তো লক্ষ্য রাখবই, তুমিও ব্যাপারটার দিকে নজর রাখ। তোমার স্ত্রীকেও একটু লক্ষ্য রাখতে বলো।

ইয়াগো বিদায় নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলে ওথেলো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, হায়! কেন আমি বিয়ে করলাম। আজ তাই কী অসহনীয় যন্ত্রণায় দগ্ধে মরতে হচ্ছে আমাকে।

ইয়াগো যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, প্রভু আমার অনুরোধ, ব্যাপারটা নিয়ে তুলকালাম বাঁধিয়ে দেবেন না। নিজের চোখে সব দেখে তারপর যা কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন। আর অন্ততঃ কিছুদিন কর্ত্রীর সঙ্গে আপনার আচরণ যেন নির্দোষীর মত হয়।

ঠিক আছে অশালীন কিছু নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আমার আচরণের কোনো হেরফের হবে না।

ইয়াগো বিদায় নিল, ওথেলো একা ভাবতে লাগলেন আমি স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়ে চলে যাব। আমার পবিত্র প্রেমরাজ্যে এতটুকুও অধিকার কাউকে দেব না। দারিদ্র্যের ঘরেও এমন ব্যভিচার দেখা যায় না। আমার স্বেচ্ছাচারী কামদগ্ধা নারী আমাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের ভজনা করছে। আমি এতদিন কুলটার পতি সেজে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। কী দুঃসহ যন্ত্রণা আমার হৃৎপিণ্ডটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এই সময় ডেজডিমোনা পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, এই নির্জনে একা বসে

কি ভাবছ প্রিয়তম?

কই কিছু না তো? কি খবর? ডেজডিমোনার গলার রুমালের দিকে তাকিয়ে বললেন, এতটুকু রুমাল গলায় বেঁধেছ? ভাল রুমাল নেই?

রুমালটা খুলে হাতে নিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলে সেদিকে খেয়াল না করে ডেজডিমোনা বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে? চল, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করলে সুস্থ হয়ে যাবে।

স্বামীকে নিয়ে ডেজডিমোনা শোবার ঘরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে এমিলিয়া ডেজডিমোনার গলার রুমালটা কুড়িয়ে পেয়ে ভাবলেন কর্তা অনেকদিন ধরে এটাকে চুরি করার কথা আমাকে বলছেন। এতদিনে কাজটা হাসিল হলো। জানি না এটা দিয়ে তাঁর কি উদ্দেশ্য সফল হবে। এটা তাকে দিয়ে খুশী করতে পারলেই আমার হল।

কথাগুলো আপন মনে বলতে বলতে এমিলিয়া ইয়াগোর কাছে গিয়ে রুমালটা হাতে দিয়ে বললেন, তোমার বহু, আকাঙ্খিত রুমালটা আজ পেয়েছি। কি বকশিশ দেবে আমায়?

কি করে পেলে? চুরি করেছ কি?

চুরি করব কেন, বারান্দায় কুড়িয়ে পেয়েছি। কর্ত্রীর হাত থেকে হয়ত পড়ে গেছিল, সুযোগ পেয়ে নিয়ে এসেছি।

রুমালটা আমার অনেক উপকারে লাগবে। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

এমিলিয়ার কাছ থেকে রুমাল নিয়ে ইয়াগো কেশিয়োর ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। কেশিয়োর ঘরে গিয়ে রুমালটা এমনভাবে তার পোশাকের মধ্যে গুঁজে রাখলেন যাতে সেটা অনায়াসে তার চোখে পড়ে। সংশয়ী ওথেলোর চোখে প্রমাণস্বরূপ হয়ে যে তা ধরা দেয়। যেমন গোপনে ঘরে ঢুকেছিলেন তেমনই গোপনে কাজ হাসিল করে ইয়াগো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অস্থিরচিত্ত ওথেলো দুর্গের সামনে একাকী পায়চারী করতে করতে আপন মনে বলতে লাগলেন, আমি যদি না জানতে পারতাম যে আমার পত্নী পাপ আচরণে প্রবৃত্ত তাহলে আমার এত যন্ত্রণা হত না। অজ্ঞতার আঁধারে সুখেই থাকতাম। শত্রুনাশ যার ব্রত সেই যোদ্ধা ওথেলো আজ দুঃসহ অর্ন্তজ্বালায় দগ্ধে মরছে। আমার জীবনের ব্রত এতদিনে সাঙ্গ হল মনে হয়।

এমন সময় ইয়াগো সামনে এলে ওথেলো ক্রোধে গর্জে উঠে বললেন, তুমিই আমার স্ত্রীকে কুলটা বলে আমার শান্তি বিঘ্নিত করেছ। একটা কথা মনে রেখো, নিশ্চিত প্রমাণ যদি না দিতে পার তবে আমার ক্রোধাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে মরবে তুমি। অকাট্য নয় আমি চাই চাক্ষুষ প্রমাণ।

প্রভু, ইয়াগো বললেন, আপনার সুখ-শান্তি ফিরে আসুক। আর কখনও কাউকে বন্ধু ভেবে উপকার করতে যাব না। যথেষ্ট শিক্ষা আমার হয়েছে।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলে ওথেলো ইয়াগোকে বাধা দিয়ে বললেন, না, যেয়ো না। আমি তোমাকে সজ্জন বলেই জানি। মনে রেখো, যদি তুমি অলীক কুৎসার দ্বারা আমার শান্তি নষ্ট করে থাক তবে কঠিন শাস্তি তুমি পাবে। কাউকে বন্ধু বলে মনে করা উচিত নয়। প্রেম-প্রীতি সব মিথ্যা।

প্রভু, আমি একটা মহামূর্খ দেখতে পাচ্ছি। যার জন্য আমি চুরি করলাম সেই আমাকে চোর অপবাদ দিচ্ছে। সর্বনাশা ক্রোধে আপনি উন্মত্ত হয়ে পড়েছেন। প্রভু, স্বচক্ষে তাদের প্রেমালাপ দেখে কি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান? আপনার আন্তরিকতার টানে এগিয়ে পড়ে আর পিছিয়ে যেতে পারছি না বলেই বলছি একদিন আমি আর কেশিয়ো তাঁর বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছিলাম। ঘুমের ঘোরে তাকে আমি স্পষ্ট বলতে শুনেছি ডেজডিমোনা, আমার প্রিয়তমে, আমাদের এই গুপ্ত প্রেমের কথা যেন গোপন থাকে। হায়রে! অভিশপ্ত নিয়তি তোমাকে কেলেভূতটার হাতে তুলে দিয়ে বড়ই নির্মম, নিষ্ঠুর কাজ করেছেন।

চুপ কর ইয়াগো। ওঃ কী নির্মম। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। স্বপ্ন হলেও এ যে সত্যেরই পুনরাভিনয়। আর তা মনে ঘোর সন্দেহ জাগাচ্ছে।

এরপর সামান্য প্রমাণ পাওয়া গেলে তার সত্যতা যাচাই করা যাবে।

সামান্য প্রমাণও যদি আমি পাই তো তুমি দেখে নিও ইয়াগো, সে কুলটাকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব।

এমনও হতে পারে তাঁর কোন দোষ নেই। তাই চাক্ষুষ প্রমাণ পাবার পরই যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আপনার স্ত্রীর কাছে লতাপাতা আঁকা কোনো রুমাল কোনোদিন আপনি দেখেছেন?

আমিই সেরকম একটা রুমাল তাকে উপহার দিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এ-কথা?

কেশিয়ো ঠিক সেরকম একটা রুমাল দিয়ে আজ সকালে দাড়ি সাফ করছিল। ভারী সুন্দর চোখে লাগার মত রুমাল। আপনার স্ত্রীর অন্য কোন রুমাল হলেও স্বীকার করতেই হবে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

বন্ধু, আমার মনে আর তিলমাত্র সংশয় নেই। সে কুলটার প্রতি আমার মনে বিদ্বেষ সঞ্চারিত হোক।

ধৈর্য্য ধরুন, উত্তেজিত না হয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেছে ইয়াগো। তোমার অনুরাগে মুগ্ধ হয়ে আমি তোমাকে একটা বিশ্বস্ত কাজের দায়িত্ব দিতে চাই। আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে আমি তোমার কাছ

থেকে খবর পেতে চাই যে সে বিশ্বাসঘাতক মৃত।

প্রভু আপনি চাইলে অবশ্যই দেব। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন নারী বধ গৌরবের নয়।

উত্তেজিত ওথেলো বললেন, কুলটা রমণীর উচ্ছন্নে যাওয়াই দরকার। চল, নিরালায় গিয়ে আমরা আমাদের কর্তব্য ঠিক করি। আজ থেকে তোমাকে আমার পরামর্শদাতা নিযুক্ত করলাম।

আমি তো চিরদিনই আপনার ক্রীতদাস।

ওথেলো ইয়াগোকে সঙ্গে নিয়ে পাশের বাগানের দিকে গেলেন।

এদিকে ডেজডিমোনা পরিচারিকাকে ডেকে বললেন, তুমি গিয়ে কেশিয়োকে বল, তিনি যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে এও বোলো যে তাঁর হয়ে আমি সেনাপতি মশায়ের কাছে তদ্বির করেছি। তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

পারিচারিকা চলে গেলে ডেজডিমোনা বারান্দায় এমিলিয়াকে ডেকে আক্ষেপের সুরে বললেন, রুমালটা যে কোথায় ফেললাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না। কি করে যে এটা হলো। এটা যে উনি আমাকে ওনার প্রেমের প্রথম উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। আমাকে খুব ভালবাসেন তাই ভরসা, তা না হলে অন্য কেউ হলে নানারকম সন্দেহ করত। তাঁর জন্মস্থানে সর্বপাপহর সূর্যদেবের প্রখর প্রভাবে তাঁর নির্মল কিরণ তাঁকে নির্মলতর করে তুলেছে। তাই তো তাঁর মন এমন পবিত্র।

এমন সময় দূরে ওথেলোকে আসতে দেখে এমিলিয়া ডেজডিমোনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ওথেলো কাছে আসতে ডেজডিমোনা বললেন, আসুন, আপনার শরীর এখন কেমন আছে? কেশিয়োকে ক্ষমা না করলে আমি আপনাকে ছাড়ছি না। তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। সে এসে নিজের মুখেই আপনাকে তার কথা বলবে।

প্রিয়তমা, তোমার রুমালটা দাও তো, আমার ভীষণ সর্দি করেছে।

বিব্রত ডেজডিমোনা বললেন, রুমাল? কোন্ রুমাল—

কোন রুমাল আবার? আমার প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ যেটা তোমায় উপহার দিয়েছিলাম।

ডেজডিমোনাকে নীরব থাকতে দেখে বললেন চুপ করে আছ কেন? কোথায় গেল রুমালটা? এক বৃদ্ধা রুমালটা আমার মাকে দিয়ে বলেছিলেন, যতদিন ওটা কাছে থাকবে ততদিন স্বামী সোহাগিনী হয়ে থাকবে। মৃত্যুকালে মা ওটা আমার হাতে দিয়ে আমার যে স্ত্রী হবে দিতে বলেছিলেন। তোমাকে দেবার সময় আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম। তুমি জান না প্রিয়া রুমালটার প্রতিটি সুতোয় কুহক জড়িয়ে আছে। দু'শ বছরের কুহকিনী বৃদ্ধার ওপর দেবতার ভর হলে সে সেটা বুনেছিল। সেটা তার মৃতা মাতার হৃৎপিণ্ডের রসে ভেজানো। তাই আবারও বলেছিলাম সাবধানে রেখ ওটা হারিয়ো না।

বিস্মিত ডেজডিমোনা বললেন, তুমি এত কেন উত্তেজিত হচ্ছ বুঝছি না? রুমালটা হয়ত হারায় নি আর যদি হারিয়েই থাকি—

তার কথা কেড়ে নিয়ে ওথেলো বললেন, হারিয়ে না থাকলে নিয়ে এস দেখি।

রুমালের কথা ছাড়, পরে দেখা যাবে। কেশিয়োর কথা কি ভাবলে, তাকে কাজে নিযুক্ত করছ তো?

কেশিয়োর ব্যাপারে থেকেও এ মুহূর্তে রুমালের ব্যপারটাই আমার কাছে বড়।

বললাম তো রুমালের কথা পরে ভাবব। কেশিয়োকে—

কেশিয়োর কথা আমি পরে ভেবে দেখব, রুমালটার খোঁজ কর।

ওটার কথা ছেড়ে কেশিয়োর কথা বল।

থাক, তোমার কেশিয়োর কথা নিয়ে। বলে ওথেলো উত্তেজিতভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

এই সময় এমিলিয়া এসে বললেন, প্রভু রুমালের ব্যাপারটা নিয়ে বড়ই চিন্তিত মনে হচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডেজডিমোনা বললেন, কেন যে রুমালটা হারালাম। আর একটা সামান্য রুমালের জন্য এমন আচরণ করলেন আমার সঙ্গে। কথায় আছে সারাজীবন ঘর করেও মানুষ চেনা যায় না। আমরা যেন তাদের হাতের পুতুল। তাই তারা সামান্য ঘটনাতেও আমাদের অপমান করতে পিছপা হয়না।

এমন সময় ইয়াগো কেশিয়োকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আসতে বললেন, ঘাবড়িও না, কর্ত্রীদের দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে। এবার ডেজডিমোনাকে দেখে ইয়াগো আবার বললেন, তোমার বরাত ভাল যে তাঁকে হাতের কাছেই পাওয়া গেছে।

ডেজডিমোনা এগিয়ে এসে কেশিয়োকে জিজ্ঞেস করল আর নতুন খবর আছে?

দেবী, নতুন যা কিছু খবর তা আপনিই দেবেন। আমার অনুরোধ আমাকে ক্ষমা করে পূর্বপদে বহান করুন। আমি যদি কোনোদিন আপনাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে সেবা করে থাকি তবে আমাদের অনুগ্রহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

কেশিয়ো, তোমার বিনম্র আচরণে আমি প্রীত। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি নিজেকে কিছুটা অসহায় বলে মনে করছি। তোমার প্রভুর ওপর আমার আগেকার আধিপত্য নেই বলেই মনে হচ্ছে। তোমার হয়ে যতটুকু বলার আমি প্রভুকে বলেছি সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আবার বলব। তাছাড়া তুমিও দেখেছ হয়ত যে রাগে গজগজ করতে করতে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন।

ইয়াগো বললেন, আমি লক্ষ্য করেছি সামান্য কারণে তিনি তো কখনও এত রেগে যান না।

ডেজডিমোনা বললেন, তুমি এবার খোঁজ নাও তো কি কারণে তিনি এত রেগে গেলেন।

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের লাগছে না।

ইয়াগোকে অনুসরণ করে এমিলিয়া ও ডেজডিমোনা চলে গেলেন। কেশিয়ো নীরবে দাঁড়িয়ে কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন।

এমন সময় কেশিয়োর বান্ধবী বিয়াঙ্কা সেখানে এলে কেশিয়ো বললেন, তুমি

হঠাৎ এখানে? তোমাকে পেয়ে ভালই হল, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

এই কথা বলে কেশিয়ো পকেট থেকে বিশেষ রুমালটা বার করে বিয়াঙ্কাকে দেখিয়ে বললেন, তোমাকে এ রুমালটার মত করে আর একটা রুমাল বানিয়ে দিতে হবে।

দুষ্টু হেসে বিয়াঙ্কা বললেন, ব্যাপার কি, নতুন কোথায় আবার টোপ ফেলছ না কি? নতুন কোন প্রণয়িনী বুঝি এটা উপহার দিয়েছে? তাই ভাবি, ক'দিন একদম দেখাটি পর্যন্ত নেই কেন?

তুমি মিছেই সন্দেহ করছ প্রিয়ে। ঠিক আছে তুমি এখন যাও, আমি একবার সেনাপতি মশায়ের সঙ্গে দেখা করব।

আমাকে একটু এগিয়ে দাও অন্ততঃ।

সেনাপতি মশাই এখানে আসবেন বলে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এখন যাও আমি পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

ওথেলো এবং ইয়াগো মন্ত্রণাকক্ষে কথা বলছেন। চতুর ইয়াগো বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা ওথেলোর মনে পাকা জায়গা করে নিয়েছেন। দিনের পর দিন কেশিয়োর বিরুদ্ধে তার কানে বিষ ঢেলে চলেছেন।

সুযোগ বুঝে ইয়াগে বললেন, প্রভু, কেশিয়ো আপনার কদর্য চেহারার সুযোগ নিয়ে আপনার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। এই সব পাষণ্ডেরা স্ত্রীলোকের মন পেতে নাছোড়বান্দার মত ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কাজ নেই যা তারা করতে পারে না। কেশিয়োও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে গিয়ে একটু আধটু যে নীচতার পরিচয় দেবেই এ আর আশ্চর্য কি?

যা বলবে পরিস্কার করে বল ইয়াগো।

প্রভু, পরিস্কার করে কি আর বলব। ওদের নির্জন আমোদ-প্রমোদ কথা বলছিলাম।

কি বললে? নির্জনে তাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ?

ব্যাপারটা আপনি সন্দেহ বলুন আর যাই বলুন, আসলে সেটা একই।

উদ্‌ভ্রান্ত ওথেলো পায়চারী করতে করতে বললেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ। আগে ফাঁসি কাঠে ঝুলুক, পরে প্রমাণের চিন্তা করা যাবে। পাপিষ্ঠ কেশিয়োকে আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে মনের জ্বালা মেটাব।

ক্রুর হাসি হেসে ইয়াগো আপন মনে বলে উঠলেন, ওষুধে কাজ হয়েছে। শিরায় শিরায় গরল ধারা বইয়ে দিয়েছি। সরল বিশ্বাসী নির্বোধগুলো এমনি করেই অপরের শিকার হয়।

এবার ওথেলোর দিকে ফিরে বললেন, প্রভু!

প্রভু! ওথেলো গর্জে উঠলেন। কিম্ভুত-কিমাকার চেহারা আমার, আমি কুলটা নারীর পতি। কুলটার পতিকে প্রভু বলে সম্বোধন করলে অপমান করা হয়। আচ্ছা,

কেশিয়ো কি সব কথা স্বীকার করেছে?

প্রভু, নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেবেন না। আপনার মত অনেকেই কলঙ্কিত শয্যাকে পবিত্র ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করছে। ইয়াগো বললেন, আমি কিন্তু এমন স্ত্রৈন হচ্ছি না। সবার আগে জানতে চাইবে আমার স্ত্রী সতী কি অসতী। আর আমার সঙ্গে যে যেমন আচরণ করবে আমিও তার সঙ্গে তেমনি আচরণ করব।

তুমি বিচক্ষণ ইয়াগো।

প্রভু কেশিয়োর এক্ষুণি আমার কাছে আসার কথা আছে। আপনি আড়াল থেকে তার কথাবার্তা ভাবভঙ্গী ভাল করে লক্ষ্য করুন। কোথায় কখন, কেমন করে, কতবার সে আপানর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছে। আবার কবে দেখা হবে সবই আমি কৌশলে তার কাছ থেকে জেনে নেব। আপনি শুধু ধৈর্য্য ধরে অন্তরালে থেকে তাকে লক্ষ্য করুন। অধৈর্য্য হলে বুঝব প্রতিহিংসায় আপনার বিবেক-বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

ইয়াগোর পরামর্শ মত ওথেলো অন্তরালে চলে গেলে ইয়াগো আপন মনে বলে উঠলেন, কেশিয়ো এলে তার সঙ্গে তার সেই রক্ষিতার কথা পাড়ব। মেয়েটা আবার কেশিয়োর জন্যে পাগল। তাদের দোষ এটাই যে তারা অনেককে নাচিয়ে বেড়ালেও মজে একজনের জন্য। কেশিয়োও তার কথায় আহ্লাদে গদ্গদ হয়ে পড়ে। সে যত হাসবে, ঢং করবে, বেকুব সেনাপতিটা অন্তরালে থেকে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরবে।

এই সময় পূর্ব পরিকল্পনামত কেশিয়ো এলে ইয়াগো তাকে দেখে বললেন, এসো বন্ধু এসো। তারপর, কাজ কতদূর? কেশিয়োকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, কর্ত্রীর সঙ্গে এত মাখামাখি করেও কাজটা হাসিল করতে পারছ না। তোমার পুনঃবহালের দায়িত্ব যদি তোমার প্রণয়িনীর ওপর থাকত তবে কেমন হত বলতো? কত সহজেই ঝামেলা চুকে যেত।

সে হতচ্ছাড়ীর কথা বোলো না আর।

কোনো মেয়ে যে পুরুষকে তলে তলে এমন মন উজাড় করে ভালবাসতে পারে আগে দেখিনি।

শুধু তাই-ই নয়। কত সোহাগ, কান্না, হাসাহাসি, জাপ্টাজাপ্টি হাঃ হাঃ হাঃ সে বলে বোঝানো যাবে না।

ওথোলো অন্তরালে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে লাগলেন, ওকে নিয়ে আমার ঘরে গিয়েছিল, ওরে দুর্বৃত্ত পামর!

কেশিয়ো এবার বললেন, ওর সঙ্গ এবার আমাকে ছাড়তেই হবে।

এই সময়ই বিয়াঙ্কা কেশিয়োকে খুঁজতে খুঁজতে রুমাল হাতে হাজির হয়ে বিশেষ রুমালটা কেশিয়োর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, যমরাজ চাইলে সগুষ্টি তিনি তোমার পিছনে ঘুরুন। আমার বয়েই গেছে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরতে। তোমার প্রেমিকার উপহার তুমি রেখে দাও। আমাকে বোকা পেয়ে বললে কার রুমাল এটা

তুমি তা জান না। কুড়িয়ে পাওয়া রুমাল নিয়ে কেউ আদিখ্যেতা করে না এমন, যার রুমাল তাকে দাও, আমি পারব না আর একটা এরকম রুমাল তৈরী করে দিতে।

রুমালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগে গজগজ করতে করতে বিয়াঙ্কা চলে গেলে ওথেলো রুমালটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, এই তো আমার সেই রুমাল। কুলটা নারী তাহলে কেশিয়োকেই রুমালটা দিয়েছে। নারী ছলনাময়ী, পণ্ডিতদের কথাটা খুবই সত্যি।

ইয়োগো কেশিয়োকে বললেন, এখন না হয় তাঁর প্রতি তোমার প্রেমে ভাঁটা পড়েছে, কিন্তু একসময় এ-ই তোমার চোখের মনি ছিল। যাও দেখ গিয়ে, রাগ করে চলে গেল। পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব। কিছু জরুরী কথা আছে।

প্রায় জোর করেই ইয়াগো কেশিয়োকে পাঠিয়ে দিলে ওথেলো অন্তরাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ইয়োগো বললেন, প্রভু, কিরকম বুঝলেন?

তুমি শুধু বল আমি কিভাবে বিশ্বাসঘাতককে বধ করব।

প্রভু রুমালটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আর কোন সন্দেহ নেই। আপনার স্ত্রীর ওপর হতচ্ছাড়াটার ভাবভঙ্গীটা লক্ষ্য করেছেন? আপনার আহাম্মক স্ত্রী রুমালটা তাঁর প্রেমিককে দিলেন আর সে সেটা তাঁর প্রেমিকাকে দিল।

তুমি দেখে নিও ইয়াগো, তিলে তিলে দুরাত্মাকে মৃত্যু আস্বাদন করাবো। আর সুধার আধার নারীরত্ন আমার পত্নী?

ওনার কথা তুলে মিছে মনটাকে বিষিয়ে তুলবেন না প্রভু।

ঠিকই বলেছ, জাহান্নামে যাক সে কামান্ধ নারী, তিলে তিলে পচে মরুক সে নরকে। রাজদ্বারে দাসত্ব করার যোগ্য, সে কি সম্রাটের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে খুশী হতে পারে। কিন্তু অমার্জনীয় অপরাধ করলেও তাকে যে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না।

প্রভু, তাই যদি হয় তবে তাঁকে নিঃসর্ত পরোয়ানা লিখে দিয়ে তাঁর সমস্ত দোষ হাসিমুখে মেনে নিন। তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

এ কী কথা তুমি বলছ ইয়াগো! পাপীয়সী ব্যাভিচারিণীকে নিয়ে আমি ঘর করব।

না হলে বিষ প্রয়োগ করে—

না, বিষ নয়, তার কলঙ্কিত করা শয্যাতেই তাকে গলা টিপে মারব।

অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি। এবার আমার ওপর কেশিয়োর দায়িত্ব ছেড়ে দিন। দুপুর রাত্রে এসে আপনাকে সব কথা জানিয়ে যাব।

দুর্গের অভ্যন্তরে ওথেলো উদভ্রান্তের মত পায়চারী করছেন, এমন সময় এমিলিয়া এসে বলল, প্রভু, আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ, একটা বিশেষ প্রয়োজনেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার কর্ত্রীর ব্যাপারে চারিদিকে কানাঘুষো হচ্ছে শুনেছ নিশ্চয়! তুমি কখনও কিছু দেখেছে?

না প্রভু। আমার চোখে কখনও সন্দেহজনক কিছু পড়েনি।

তাদের একসঙ্গে দেখেছ তো তুমি?

তা দেখেছি বটে কিন্তু কোন দৃশ্য দেখিনি।

কখনও কোনো কাজের বাহানা করে নির্জনতা পাবার আশায় তোমাকে ঘরের বাইরে যেতে বলেনি।

তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না। প্রভু ঠাকুরাণী নিষ্পাপ। কোনো সন্দেহ হলে মন থেকে সরিয়ে দিন। যে দুর্জন এসব কথা আপনাকে বলেছে সে নরকগামী হোক।

ঠিক আছে, তুমি একবার তোমার কর্ত্রীকে পাঠিয়ে দাও।

এমিলিয়া চলে গেলে ওথেলো অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলে ডেজডিমোনা এসে বললেন, আমাকে ডেকেছ?

হ্যাঁ, কাছে এসো। তুমি নিজের মুখে আমাকে বল, তুমি নিরপরাধিণী।

প্রভু, আমার অন্তর্যামী জানেন আমি কোন অপরাধ করছি কিনা।

হ্যাঁ, তোমার অন্তর্যামী জানেন তুমি ভ্রষ্টা, ব্যভিচারিণী।

তুমি একথা বলতে পারলে? কার সঙ্গে? তুমি মিছে এমন করে কেন কষ্ট দিচ্ছ নিজেকে?

মিছে কষ্ট পাচ্ছি আমি? বিধাতা যদি আমাকে কঠোর দুঃখ-যন্ত্রণা দিতেন, দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জরিত করতেন তাতে আমি অধৈর্য্য হতাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণা—

প্রভু, আমি কি পতিব্রতা নই? আমি কি তোমায় ভালবাসী না?

তোমার মত পতিব্রতা আর কেউ নেই তা আমি জানি।

আমি অজ্ঞাতে এমন কি অপরাধ করেছি যার জন্যে তোমার উষ্মার কারণ হয়েছি আমি?

কুৎসিত কুলটা বলে আমার কি অপরাধ? তোমার [illegible]র্তির কথা বলে এমন সুন্দর সকালটা আমি নষ্ট করব না। তাতে সূর্যের প্রভা ম্লান হয়ে যাবে। নির্লজ্জ গণিক কিনা বলে কি করেছি?

ধর্মসাক্ষী, এসব মিথ্যা দোষারোপ করছ তুমি আমায়।

কি বললে, তুমি কুলটা নও? গণিকা নও?

ধর্মসাক্ষী করে আমি আবার বলছি, আমি কখনও দ্বিচারিণী হইনি। তোমার নামে শপথ করে বলছি, তুমি ছাড়া আর কারো প্রতি আমি আসক্তা নই। নিজের অজান্তে মূহুর্তের জন্যই যদি কখনও কোনো পরপুরুষকে মনে ঠাঁই দিয়ে থেকে থাকি, তবে আমার স্বর্গ-পথ রুদ্ধ হোক।

হ্যাঁ, তুমি তো স্বর্গের লোভেই লালায়িত। স্বর্গ থেকে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য রথ এলো বলে।

ওথেলো ঘর ছেড়ে চলে গেলে অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ইয়াগো বললেন আমাকে ডেকেছেন মহাশয়া।

ডেজডিমোনা তাঁর দিকে তাকালে চোখের কোণে জল দেখে কৃত্রিম বিস্ময়ে

ইয়াগো বললেন, দেবী কি হয়েছে? আপনার চোখে জল?

চোখ মুছে ডেজডিমোনা বললেন আমার পতিদেবতা আমাকে দ্বিচারিণী বলে সোহাগ করে গেলেন এতক্ষণ।

তাই নাকি? কি কারণে হঠাৎ এরকম সম্ভাষণ?

আমি কেবল জানি যে আমি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক।

চোখ মুছুন দেবী কাঁদবেন না।

বুড়ো বাপকে ছেড়ে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিদেশের মাটিতে আসার ফল আজ পেলাম। আমি বুঝতে পারছি না, ওনার মাথায় এরকম খেয়াল হল কি করে?

একটু থেমে ইয়াগোকে বললেন, প্রভুর বিরাগ দূর করার কিছু একটা ব্যবস্থা কর। তুমি আমার সুহৃদ। এখন কিছু একটা কর যাতে স্বামীর মন থেকে সন্দেহের বিষ দূর হয়। জানি না আমার কি অপরাধ তাকে এমন রুষ্ট করে তুলেছে আমার প্রতি। আমার দেহমন মূহুর্তের জন্যও পতি ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে ভালবাসি নি। আমার প্রেম তার প্রতি চিরদিনই অবিচ্ছেদ্য থাকবে।

দেবী, আপনি একটু শান্ত হন। ক্ষণিকে ও ভ্রান্তি শীঘ্র দূর হবে। সেনাপতি মশাই অন্য কোনো কারণে উত্তেজিত হয়েই আপনার ওপর এরূপ ব্যবহার করেছেন। দুদিনেই সন্দেহের মেঘ কেটে গিয়ে শান্তি ফিরে আসবে। অতিথিরা সবাই অপেক্ষা করছেন, চোখ মুছে ভোজসভায় যান।

ডেজডিমোনা এমিলিয়াকে নিয়ে ভোজসভায় চলে গেলে রডারিগো সেখানে এসে ইয়াগোকে দেখে গর্জে উঠলেন তোমার ব্যাপার কি বলতো? ডেজডিমোনাকে পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে আমায় বিদেশে নিয়ে এসে টাকাকড়িগুলো সব জলের মত উড়িয়ে দিলে। এখন আমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে তুমি ঠগ, প্রবঞ্চক। আমার হীরেজহরৎগুলো আমাকে দিয়ে দাও, আমি দেশে ফিরে যাব। নাহলে তোমার দুরভীসন্ধির কথা আমি ফাঁস করে দেব।

রডারিগোর কথায় ইয়াগো আমতা আমতা করে বললেন, তোমার মনে মিথ্যা সন্দেহ হওয়াটা কিছু আশ্চর্য না। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি সোজা পথেই চলেছি। কাজটা হাসিল করতেই একটু দেরী হচ্ছে, এই যা। আসল কথাটা হল সামন্ত রাজের হুকুমে কেশিয়ো এখনকার শাসনকর্তা হচ্ছেন। ওথেলো ফিরে যাবেন দেশে। যদি এ মূহুর্তে কোনভাবে কেশিয়োকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তবে ওথেলো এখানে থেকে যাবে।

বলছ কি তুমি?

ঠিকই বলছি। তুমি যদি নিজের ভাল চাও, নিজের ন্যায্য অধিকার লাভ করতে চাও, তবে তোমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে শাসনকর্তা হবার দায় থেকে কেশিয়োকে অব্যাহতি দেবার। আজ মধ্যরাত্রে তার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা আমি করব। বাকি কাজটা তুমি সুযোগ বুঝে করে ফেলবে। আমার কথা শোন, রাজী হয়ে যাও।

কেশিয়োকে সরানো দরকার।

ঠিক আছে, আমি রাজি। তুমি শুধু ব্যাপারটা আমাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও।

তার জন্যে কিছু ভেব না। সে সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। তুমি বাড়ি গিয়ে তৈরী হয়ে নাও।

রাত্রের অন্ধকারে ইয়াগো সাইপ্রাস দুর্গের সামনে রডারিগোকে নিয়ে এসেছেন কোশিয়োকে হত্যা করার জন্য। ইয়াগো বললেন, যাও, ঐ অন্ধকার কোণটায় গিয়ে ওঁৎ পেতে থাক। ভয় নেই, আমি কাছেই থাকব। একটা কথা মনে রেখো, হয় জয় করবে না হয় দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করবে।

রডারিগোকে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে ইয়াগো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বসে ভাবছেন ছোকরাটা বেশ তেতে গেছে। কাজ তো শুরু হোক, ফল যা হয় পরে দেখা যাবে। কেশিয়ো মরলেও আনন্দ, আর রডারিগো মরলে পরিতাপের কিছু নেই। আর সবচেয়ে ভাল হয় দুজনেই মরলে। কিন্তু জীবিত থাকলে আমাকে চিরদিন হীন, ঘৃণ্য হয়ে থাকতে হবে। অতএব তাকে শেষ করা খুব দরকার।

এমন সময় পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে কেশিয়োকে আসতে দেখে রডারিগো হাতের অস্ত্র শক্ত করে ধরে দুপা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। কেশিয়ো কাছে আসতেই রডরিগোর আচমকা আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে চীৎকার করে কেশিয়ো বলতে লাগলেন, বাঁচাও! কে আছো আমাকে বাঁচাও!

চীৎকার চেঁচামেচিতে লোকজন ছুটে এল। সুযোগ বুঝে ইয়াগো অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে চীৎকার করতে লাগলেন খুন! এই দিকে খুন হয়েছে।

ইয়াগোকে দেখতে পেয়ে কেশিয়ো বলে উঠলেন, কে যেন অন্ধকারে আঘাত করে আমাকে জখম করেছে।

ইয়াগো চমকে উঠে বললেন, কোন দুর্বৃত্ত এ কাজ করল?

কেশিয়ো অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ঐ যে অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে।

ইয়াগো ছাড়া সকলে রডারিগোকে ধরতে ছুটল। জনতার আক্রমণে রডারিগো মারা গিয়েছে শুনে ইয়াগোর মুখে হাসি ফুটল।

ওথেলো শয়নকক্ষে প্রবেশ করে প্রদীপের হাল্কা আলোয় দেখলেন ডেজডিমোনা নিদ্রিত। মুহূর্তকাল নিদ্রিত স্ত্রীর মুখের দিকে দেখে আপন মনে বলতে লাগলেন, হে আমার অন্তর্যামী, তুমি জান কেন আমি এ কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছি। আজ সে মরবেই। আগে প্রদীপের আলোটা নিভিয়ে দিই পরে তার জীবন-প্রদীপ নেভাব। বলতে বলতে স্ত্রীর ওষ্ঠে পর পর তিনবার বিদায় চুম্বন দিলেন।

ওথোলোর স্পর্শে ঘুম ভেঙে তাকালে ওথেলো ডেজডিমোনাকে বললেন, আজ শোবার আগে ঈশ্বরকে স্মরণ করেছিলে? সামান্য অপরাধও যদি করে থাক। মার্জনা ভিক্ষা চেয়ে নাও। তারপর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আমি চাই মৃত্যুর পর তুমি উর্ধ্বগতি লাভ কর।

মৃত্যু? এ তুমি কি বলছ প্রভু! নিষ্পাপ আমার এ দেহ-মন। এ অধীন তোমাকে

মনে- প্রাণে ভালবাসে। এটাই যদি অপরাধ হয়—

মরতে না চাইলেও মরতে তোমাকে হবেই। অপরাধের দণ্ড মৃত্যু।

ভালবাসার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হয় কোথাও শুনেছ কি?

ঘোরতর প্রবঞ্চনা করেছ তুমি আমার সঙ্গে। আমি ভালবেসে যে রুমাল তোমায় দিয়েছিলাম তা তুমি প্রণয়োপহার হিসেবে কেশিয়োকে দিয়েছ।

তুমি ভুল শুনেছ প্রিয়তম। বিশ্বাস না হয়—

আর প্রতারণার চেষ্টা কোরো না। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে অকপটে পাপ স্বীকার কর।

ধ্যানে জ্ঞানে তোমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে জানি না। আমার একটাই অনুরোধ আমাকে ভুল বুঝো না।

আমি নিজের চোখে তার হাতে রুমালটা দেখেছি। এখনও কি বলবে তুমি নিষ্পাপ?

অন্য কোনও ভাবে পেতে পারে। আমি দিইনি বিশ্বাস কর।

তোমার সঙ্গে তার পাপ ব্যবহারের বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি।

ঠিক আছে, তাকে ডেকে আনো। সে বলুক আমার সামনে।

সে সুযোগ আর পাবে না। বিশ্বস্ত ইয়াগো চিরদিনের মত তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছে।

তুমি তার সঙ্গে প্রতারণা করলে, সে সঙ্গে আমারও সর্বনাশ করছ।

নির্লজ্জ কুলটা কোথাকার! আমার সামনে প্রাণ-পুরুষের জন্য শোক করতে এতটুকু আটকালো না।

ডেজডিমোনা কাতর মিনতি জানালেন, আমাকে চির বিদায় দাও, প্রাণে মেরো না।

অনেক সহ্য করেছি। আবদ্ধ ক্রিয়ার বিলম্ব সহ্য হয় না। দ্বিচারিণী তুই। মৃত্যুই তোর একমাত্র প্রাপ্য।

কথা বলতে বলতে অস্থিরচিত্ত ওথেলো স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দৃঢ় হাতে গলা টিপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে দিলেন। ডেজডিমোনার নিঃসাড় দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

অন্ধকার এমন সময় এমিলিয়া এল দরজার সামনে। দাঁড়িয়ে বলল, স্যার আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে নিয়েই একটা জঘন্য খুন হয়ে গেল স্যার, কেশিয়ো রডারিগো নামে এক তরুণ ভেনিসবাসীকে হত্যা করেছে।

ওথেলো বললেন, রডারিগো নিহত? আর কেশিয়ো নিহত? কেশিয়ো মরেনি। হা ভগবান!

এমন সময় এমিলিয়া দেখতে পেল, ডেজডিমোনার নিঃসাড় দেহ বিছানায় গোঁ গোঁ শব্দ করছে। গোঁঙানি দেখেই চিৎকার করে বলল 'মা' তোমার এমন দশা কে করল?

ডেজডিমোনা আস্তে আস্তে বলল, কেউ না, আমি নিজে নিজে। বিদায় আমার প্রিয় দয়ালু স্বামী, যদি কিছু দোষ করে থাকি ভগবান যেন আমাকে ক্ষমা করেন মৃত্যু—

দেখলে এমিলিয়া নিজে নিজে মারা গেছে বলে চলে গেল। আমার কোন দোষ নেই নিজের কানে শুনলেতো? কেশিয়ো ওকে কলুষিত করেছে। তোমার স্বামী আমাকে বলেছে। ডেজডিমোনা আমার প্রিয় রুমালটা কেশিয়োকে দিয়েছে। ওতে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেছে।

এমিলিয়া বলল, প্রভু কি করেছেন? ও রুমাল আমার, স্বামী বার বার অনুরোধ করতে আমি মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমার স্বামীকে দিয়েছিলাম। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি মা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। এখন বুঝতে পারছি আমার স্বামীই ষড়যন্ত্র করে আপনার মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। ওর উপযুক্ত শাস্তি হওয়াই দরকার। এতদিন আমি আমার স্বামীর কথামত চলতাম। ভালবাসতাম কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এ যে ভীষণ ষড়যন্ত্র তা এতদিন পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। প্রভু, আমার স্বামী মিথ্যে কথা বলে আপনার মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। ভগবান আমাকে শাস্তি দাও।

এমন সময় ইয়াগো ঢুকে স্ত্রীর কথা শুনে বলল, শাস্তি ভগবান না আমিই দেব বলেই ছুরি মেরে ছুটে পালিয়ে গেল। চিৎকার-চেঁচামেচিতে এমিলিয়া মাটিতে পড়ে গেল এবং আস্তে আস্তে বলল, আমাকে গিন্নিমার কাছে শুইয়ে দাও। প্রভু কিন্তু আমার স্বামীকে যেন কোনদিন ক্ষমা না করা হয়। আর এও জেনে রাখুন আমার গিন্নিমার মত সতী স্ত্রী আর পাবেন না।

মোতানো, গ্রাসিয়ানো অন্যান্যরা ইয়াগোকে ছুটে পালাতে দেখে সবাই ধরার জন্য পিছন ছুটল এবং ইয়াগোকে বন্দী করে নিয়ে এল।

লোডোরিগো, বলল আচ্ছা স্যার একদিন আপনি কত ভাল ছিলেন, সেই আপনি কি করে পরের কথায় বিশ্বাস করে এমন স্ত্রী রত্নকে হত্যা করলেন নিজের হাতে। লোকে কোন কাজ করার আগে অনেক ভেবে-চিন্তে করে। আপনি এমন মহৎ উদার যে সবচেয়ে ভালবাসতো তাকে হত্যা করলেন সন্দেহের বশে।

ইয়াগোকে সমস্ত কথা খুলে বলার জন্য বলা হল কিন্তু ইয়াগে কোন মতেই দোষ স্বীকার বা ষড়যন্ত্রের কোন কথা বলল না।

লোডোরিগো বললেন, স্যার আপনি হয়ত সব জানেন না। কি ষড়যন্ত্রের জাল বোনা চলছিল। নিহত রডারিগোর পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেছে, সে চিঠিতে কেশিয়োকে হত্যা করার কথা লেখা আছে। ইয়াগোই রডারিগোকে হত্যা করেছে।

হত্যা না করলে ইয়াগোর সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যেত। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় তা হওয়ার আগেই সব শেষ। ইয়াগো রডারিগোকে কেশিয়োকে হত্যা করার জন্য পত্র দেয় কিন্তু রডারিগো হত্যা করতে চেষ্টা করেও পারেনি। ইয়াগো ওকে

শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছে। মরার আগে ও সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা বলে গেছে নিজ মুখে।

ওথেলো কেশিয়োকে জিজ্ঞাসা করলেন কি করে আমার স্ত্রীকে দেওয়া আমার প্রিয় রুমাল তোমার কাছে গেল।

কেশিয়ো সোজা সরলভাবে উত্তর দিল রুমালখানি আমার ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ ফেলে রেখেছিল কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। ওটা আমি সরল মনেই তুলে নিয়েছি। ইয়াগোই যে ফেলেছে এখন সব বোঝা যাচ্ছে।

ওথেলো এবার দুঃখ করে বললেন।

আমিই বোকা, আমার বোকামির জন্য আজ আমার পতিব্রতা স্ত্রী মরার আগে বার বার অনুরোধ করেছিল আজকের দিনটা আমাকে বাঁচতে দাও। কাল না হয় আমাকে মৃত্যু দাও, কিন্তু ভগবান আমার মাথায় শয়তানকে ভর করে পাঠিয়ে ছিলেন বলেই আমি আমার বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে আমার স্ত্রী রত্নকে গলা টিপে হত্যা করেছি শুধু এই শয়তান ইয়াগোর জন্য। আমার স্ত্রীর অনুগত এমিলিয়াকেও হারিয়েছি। হে ভগবান, আমার পৃথিবীতে স্ত্রী ছাড়া বাঁচার কোন অধিকার নেই, এমনও দিন গেছে, সেদিন যদি কোন লোক ভেনিসবাসীকে এতটুকু অপমান করেছে শুনতে পেতাম ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরতাম। আজ এই শয়তান ইয়াগোর জন্য। দু'-দুটি প্রাণ চলে গেল। তবুও শুনে যা শয়তান ইয়াগো তোমাকে আমি ক্ষমা করলেও নিজের হাতে হত্যা করব না। ভগবানই এর বিচার করবেন এই বলে কোমর থেকে ছুরি বের করে নিজের বুকে বসিয়ে দিল। বিদায় আমার ভেনিসবাসী প্রিয় বন্ধুরা তোমরা আমাকে আমার স্ত্রীকে ও প্রভুভক্ত এমিলিয়াকেক্ষমা কর। আমার অনেক কাজ বাকী ছিল। অনেক পরিকল্পনা ছিল কিন্তু ভগবান তা শেষ করতে দিলেন না।

তোমাকে হত্যা করার আগে আমি তোমায় চুম্বন করেছিলাম এখন আমি নিজেকে মেরে তোমায় আবার শেষ চুম্বন করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর প্রিয়তমে। তোমাহীন জীবন আমি বহন করতে পারবো না।

এবার সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বিদায়—বন্ধু—বিদায়। এই বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন স্ত্রীর মৃতদেহের উপর।

তৃতীয় খণ্ড

উইণ্টার্স টেল

পুরাকালে ইংল্যাণ্ডে সিসিলি নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। তার রাজা ছিলেন লিয়েন্তাস। সৎ, ধার্মিক প্রজাপালক হিসেবে তাঁর খুব সুনাম ছিল। সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে জীবনযাপন করতো সে দেশের রাজা থেকে প্রজা, সকলেই।

যৌবনে পদার্পন করে রাজা লিয়েন্তাস তার প্রতিবেশী রাজ্যের রাজকন্যা হার্মিয়োনকে বিবাহ করলেন। হার্মিয়োন ছিলেন যেমন আলোকসামান্যা রূপবতী, তেমনি অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্না।

স্বামী স্ত্রী নিরবিচ্ছিন্ন দাম্পত্য-সুখের মধ্যে দিয়ে কাল কাটাচ্ছিলেন। এমন সময়, রাজার এক বন্ধু প্রতিবেশী বোহিমিয়া রাজ্যের রাজা পলিস্কেনিস-এর পত্নী বিয়োগ ঘটলো। একটি শিশুপুত্র রেখে অকালে চলে গেলেন রানী। স্ত্রীর মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়লেন পলিস্কেনিস। রাজকার্য বা সদ্যোজাত শিশুটি, কিছুই তার মনে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাতে পারলো না। শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাকে এক বৃদ্ধা আয়ার হাতে তুলে দিয়ে নিজের বিষাদমগ্নতা নিয়েই দিনযাপন করতে লাগলেন বোহিমিয়ার রাজা।

রাজা লিয়েন্তাসও বন্ধুর এই বেদনার শরিক ছিলেন। পলি[illegible]সের মন একটু সুস্থ করার আশায় তিনি বন্ধুকে নিজের রাজ্যে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন।

লিয়েন্তিস হার্মিয়োনকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুর প্রতি যেন হামিয়োন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখেন, তার সেবা যত্নের কোনও ত্রুটি যেন না হয়। আর হামিয়োন যেন বোহিমিয়ার রাজার সঙ্গে বন্ধুর মত স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করে তার মনোরঞ্জন করে। পরপুরুষের প্রতি সংকোচের বশে দূরে ঠেলে না রাখে।

হার্মিয়োন অক্ষরে অক্ষরে মেনেছিলেন স্বামীর কথা। আদর যত্ন রহস্যালাপে বোহিমিয়া রাজের মনের বেদনা অনেকটাই লাঘব করতে পেরেছিলেন তিনি।

আরামে আলস্যে দিন কাটাতে কাটাতেও মাঝে মাঝেই শিশুপুত্র ও নিজের রাজ্যের জন্য মন চঞ্চল হয়ে ওঠে পলিস্কেনিসের। বাড়ী ফিরে যেতে চান তিনি। কিন্তু বন্ধু ও বন্ধুর পত্নী কিছুতেই ছাড়তে চান না তাকে। শেষে একবার বন্ধু পত্নীর মিনতিতে নিজের বেঁধে নেওয়া মালপত্রও খুলে ফেলতে হোল তাকে।

বিচিত্র মানুষের চরিত্র। এই থেকেই লিয়েন্তিসের মনে নিজের স্ত্রীর প্রতি একটা

সন্দেহর জন্ম নিল। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় রওনা দিয়েছিলেন পলিস্কেনিস, অথচ বন্ধুপত্নীর অনুরোধে ঠেলতে পারলেন না? লিয়েন্তিসের সন্দেহ হোল, বন্ধুত্বের বাইরে অন্য একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছে এদের দুজনের। আড়াল থেকে এদের কথাবার্তা শুনতে শুরু করলেন তিনি। হার্মিয়োন কথার ছলে কখনো পলিস্কেনিসের প্রশংসা করলে ঈর্ষায় জ্বলে যেতেন মনে মনে।

হার্মিয়োন কিন্তু আগের মতই সহজ সরল বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে চলেছেন স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে। তাঁর মনে তো কোনও পাপ নেই। স্বামীর মনের ভাব পরিবর্তন তিনি বুঝতে পারলেন না।

লিয়েন্তাস স্ত্রীকে আজকাল বন্ধুর সঙ্গে সামান্য পরিহাস করতে দেখলেই ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু মুখ ফুটে স্ত্রীকে বা বন্ধুকে কিছু বলেন না। মনে মনে প্রিয়বন্ধুকে এখন সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক, সবচেয়ে ঘৃণার পাত্র বলে মনে করেন তিনি।

একদিন রাজা তাঁর বিশ্বস্ত রাজ-কর্মচারী ক্যামিলোকে ডেকে বললেন সবকথা। বললেন নিজের স্ত্রীর ও বন্ধুর অবৈধ-সম্পর্কের কথা। এ বিষয়ে একটা বিচার করতে চান তিনি। বোহেমিয়ার রাজাকে হত্যা করতে বললেন ক্যামিলোকে।

ক্যামিলো বহুদর্শী মানুষ রানী হার্মিয়োনকেও তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। তাঁর মত গুণবতী সতী রমণী এ পৃথিবীতে খুব বেশী নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, অহেতুক ঈর্ষার শিকার হয়েছেন রাজা। মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে তাঁর। রাজাকে বোঝালেন অন্য এক দেশের রাজাকে হত্যা করার ঘটনা কখনই গোপন রাখা যাবে না। এর ফলে দু'দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে আসবে। যুদ্ধ হবে অনিবার্য। রাজা কিন্তু কোনও কথাই কানে নিতে রাজী নন। কি করেন এখন ক্যামিলো? নিজে পালিয়ে গিয়ে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন, কিন্তু রাজা তো তাহলে অন্য কারোর ওপর এ ভার দিয়ে দেবেন। অনিষ্ঠ তো ঠেকানো যাবে না।

অনেক ভেবে তিনি গোপনে বোহিমিয়ার রাজার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। বাধ্য হয়ে গোপনে সিসিলি ত্যাগ করে নিজের দেশে পালিয়ে গেলেন পলিস্কেনিস। ক্যামিলোকে রাজার রোষের সামনে ফেলে যেতে পারলেন না। তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন; নিজের জীবন বাঁচানোর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ক্যামিলোকে নিজের প্রধান পরামর্শদাতা রূপে নিয়োগ করলেন।

এতে কিন্তু রাজা লিয়েন্তিসের মনের সন্দেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এই প্রথম রানী হার্মিয়োনকে সরাসরি ভ্রষ্টা, কুলটা বলে অভিযোগ করলেন রাজা। হার্মিয়োনের ব্যাপারটা বুঝতে বেশ খানিকটা সময় লাগলো, তারপর ধীর স্থির ভাবে রাজার সন্দেহ মোচনের জন্য নানা ভাবে প্রচেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু তাতে রাজার ক্রোধ বেড়েই গেল। প্রহরীকে ডেকে অন্ধকার কারাকক্ষে নিক্ষেপ করতে বললেন রানীকে।

প্রহরী নিরূপায়। রাজাদেশ তাকে পালন করতেই হোল। রাজার শিশুপুত্র মেনিলুয়াস মায়ের কাছ-ছাড়া হয়ে কেঁদে কেটে অসুস্থ হয়ে পড়লো, কিন্তু রাজা তাতেও টললেন

না।

রানীর স্বভাব-চরিত্রের ওপর প্রজাদের ছিল অগাধ বিশ্বাস। হার্মিয়োনকে দেবী বলে মনে করতো তারা। পারিষদরা রাজাকে বোঝাতে বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু সব প্রয়াসই নিষ্ফল হোল।

অনেক যুক্তিতর্কের পর স্থির হোলো, গ্রীসের ডেলফি শহরে দুজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে পাঠানো হবে। সেখানে এক প্রাচীন মন্দিরে সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর জাগ্রত বিগ্রহ আছে। বহু দূর দেশ থেকে সেখানে পুণ্যার্থীরা আসে। মন্দিরের পুরোহিত একজন বৃদ্ধ সিদ্ধপুরুষ। তার মুখের কথায় ভক্তদের অগাধ বিশ্বাস। তাঁর কথাকে দেববাণী বলে মনে করে সবাই। রাজা লিয়েন্তাসও ভক্তি করেন তাঁকে। সিসিলির ঐ দুই পদস্থ রাজকর্মচারী গ্রীসে গিয়ে ঐ সিদ্ধপুরুষের কাছ থেকে রানী ও পলিস্কেনিস-এর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিনা, সে বিষয়ে সত্যি কথাটা জেনে আসবে।

শুভদিনে শুভমুহূর্তে সিসিলের রাজকর্মচারী দুজন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো গ্রীসের দিকে।

এদিকে কারাগারে অন্তঃসত্ত্বা রানী হার্মিয়োন এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন। অদৃষ্টের পরিহাসে যার জন্ম রাজ্য জুড়ে আনন্দ উৎসব হওয়ার কথা, সেই সদ্যোজাতা কারাগৃহের অন্তরালে দুঃখিনী মায়ের কোলে শুয়ে রইল। রাজ্যের প্রজারা রানীর দুঃখে চোখের জল ফেলতে লাগলো, আর মনে মনে রাজাকে অভিসম্পাত করতে লাগলো।

রানী কারাগারে নিজের শিশুসন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা পেতে চাইলেন। কিন্তু অদৃষ্ট তাতেও বাদ সাধলো।

রানীর প্রিয় সহচরী পলিনা এসে রানীর কাছে প্রস্তাব করলো, সে যদি শিশু কন্যাটিকে রাজার কাছে নিয়ে যায়, তাহলে রাজা হয়তো সন্তানের মুখ দেখে সব রাগ ভুলে যাবেন। এ ব্যাপারে রানীর একটুও বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু পলিনার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হলেন কন্যাকে পলিনার কাছে দিতে।

কিন্তু রাজসকাশে কন্যাটিকে নিয়ে যাবার ফল হেলো ঠিক বিপরীত। কন্যাটির পিতৃত্বই অস্বীকার করলেন রাজা। পলিনার ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হলেন খুব। ঠিক করলেন, পলিনার অন্যায়ের জন্য তার স্বামী এণ্টিগোনাসকে শাস্তি দেবেন।

কি শাস্তি? এণ্টিগোনাসকে নিজের হাতে ঐ শিশুকন্যাটিকে নির্জন সমুদ্রতীরে বালির চড়ায় শুইয়ে দিয়ে আসতে হবে। সেখানে বন্যপশুরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে তাকে। আর একাজ করতে হবে গোপনে। প্রজারা যেন জানতে না পারে।

বহু কাকুতি মিনতি করেও কাজের হাত থেকে রেহাই পেলে না এণ্টিগোনাস। রাজা কঠোর, নির্মম। তাঁর আদেশ পালিত না হলে শুধু এণ্টিগোনাস নয়, তার স্ত্রীরও চরম শাস্তি হবে।

রাতের অন্ধকার সবে একটু একটু করে কাটতে শুরু করেছে। কারাগারের পাশে

ঝাঁকড়া উইলো গাছ থেকে কিচিরমিচির শব্দ শোনা যেতে লাগলো সূর্যের রক্তিম আভার ছোপ লাগলো আকাশের পূর্ব কোণে। এণ্টিগোনাস রানীর শিশুকন্যাটিকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। স্ত্রীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছে সে

এদিকে অস্থিরচিত্ত রাজা লিয়েন্তিস সূর্য মন্দিরের পুরোহিতের দৈববাণীর জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না। রাজদরবারে রানীকে ডাকিয়ে এনে সকলের সামনে তার ওপর অকথ্য অন্যায় দোষারোপ করলেন। এতে প্রজারা আরও লজ্জিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। রানী কিন্তু স্থির দীপশিখার মত সমস্ত অপবাদের উত্তর দিলেন।

তিনি বললেন, আমি আজও বলবো পলিক্সেনিস আর ক্যামিলো সম্পূর্ণ নিরপরাধ। যদিও আমি জানি আমার জন্য মৃত্যুদণ্ডই অপেক্ষা করছে, তবু আমি সত্য গোপন করবো না। বিনা বিচারে আমাকে অন্ধকার কারাগারে ফেলে রাখা হচ্ছে, বিনা দোষে আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার সদ্যোজাত শিশুকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এত কিছুর পরে মন্দিরের পুরোহিতের দৈববানী শোনার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে সেই কথা শোনার জন্যই আমি এত অপমানের মধ্যেও বেঁচে আছি, না হলে কবেই আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে সব জ্বালা জুড়াতাম।

এমন সময় সূর্যমন্দির থেকে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এলো সংবাদ বাহকরা। রাজা শুনলেন, পুরোহিত বলেছেন, রানী হার্মিয়োন নিষ্পাপ। কোনও কলঙ্কের কালিমা লাগেনি তাঁর চরিত্রে। রাজা পলিক্সেনিসও সম্পূর্ণ নির্দোষ। আর ক্যামিলো ন্যায়ের পূজারী। লিনেন্তিস একজন অত্যাচারী অবিবেচক ও ঈর্ষাপরায়ণ রাজা। রানীর সদ্যোজাত শিশুকন্যাটিকে যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হয়, তবে রাজা নির্বংশ হবেন। তার বংশে বাতি দেবার মত আর কেউ থাকবে না।

এতকথা শোনার পরেও কিন্তু রাজার মনের মেঘ কাটলো না। তিনি এর মধ্যেও ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন। ভাবলেন পুরোহিত যে দৈববাণী লিখে পাঠিয়েছেন, তার পেছনেও রানীর সহচরী পলিনার হাত আছে। তা না হলে সব কিছু এমন করে রানী ও পলিক্সেনিসের পক্ষে যেত না।

রাজা গর্জে উঠলেন—সব মিথ্যে কথা, আমি এর একবর্ণও বিশ্বাস করি না। আমি আবার সূর্যমন্দিরে লোক পাঠিয়ে সত্য যাচাই করবো।

এমন সময় প্রাসাদের এক কর্মচারী এসে জানালো মার দীর্ঘ অদর্শনের শোকে রাজপুত্র মেসিলিউস মারা গেছেন।

রাজসভা শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল। রানী হার্মিয়োন পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনে আর্তনাদ করে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন।

এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে রাজা লিয়েন্তিস সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। এই আঘাত তাঁকে যেন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলো। রানীকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করার আদেশ দিয়ে একান্তে বসলেন রাজা।

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ রাজার বুকে শেলের মত বিঁধছে। এই প্রথম নিজের যন্ত্রণা দিয়ে হার্মিয়োনের যন্ত্রণাকে বুঝতে পারলেন। অনুভব করলেন, কি জঘন্য অপরাধই না করেছেন তিনি নিরপরাধিনী স্ত্রীকে অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ করেছেন। নিজের শিশুকন্যাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। অনুতাপের অনলে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগলেন রাজা লিয়েন্তিস।

এমন সময় রানীর অভিন্ন হৃদয়া সহচরী পলিনা আর একটি দুঃসংবাদ বহন করে আনলো—পুত্রশোকের আঘাত সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেছেন রানী হার্মিয়োন।

যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন রাজা। পলিনা বিদায় নিলে, একা-একাই নিজের মনে বলতে লাগলেন, অন্যায় করেছি আমি, অমার্জনীয় অন্যায়। সূর্যদেবতার পুরোহিতের সত্য ভাষণে অবিশ্বাস করেছি। তার কথাই সত্যি হোল। আমার বংশে বাতি দিতে আর কেউই রইলো না।

এদিকে এণ্টিগোনাস শিশুকন্যাটিকে নিয়ে আগে ঠিক করে রাখা একটি ছোট জাহাজে করে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে চললেন। প্রায় একঘণ্টা পরে এক নির্জন বনের ধারে জাহাজটি থামলো, শিশুটিকে বুকে নিয়ে এণ্টিগোনাস জাহাজ থেকে নেমে একটু দূরে একচিলতে ফাঁকা জায়গায় তাকে শুইয়ে দিলেন। তার পাশে রাখলেন মণিমুক্তো ভরা একটি পুঁটলী। তাতে একটি চিরকুটে লেখা রইল—"এই মেয়েটির নাম পার্ডিটা। এর জন্ম অতি সম্ভ্রান্ত বংশে। অদৃষ্টের পরিহাসে এখানে পরিত্যক্ত হয়েছে। যিনি একে গ্রহণ করবেন, তিনি এই মণিমুক্তার সাহায্যে এর লালন-পালন করতে পারবেন।"

মেয়েটিকে আচমকা কোল থেকে নামিয়ে দিতেই সে আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো। চোখে জল এসে গেল এণ্টিগোনাসের। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে জাহাজের দিকে পা বাড়ালেন তিনি, কিন্তু সে জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না। পথের মধ্যেই সহসা এক ভাল্লুকের আক্রমণে প্রাণ হারালেন। জাহাজটি অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে ফিরে যেতে শুরু করলো। কিন্তু আচম্‌কা শুরু হোল সামুদ্রিক ঝড়। তীরে পৌঁছানোর আগেই ছিন্নভিন্ন হয়ে মাঝি মাল্লা সমেত ডুবে গেল জাহাজটি। কাজেই শিশুটির শেষ পরিণতি কি হোল, তা জানাবার জন্য কেউ-ই রইল না। রাজা লিয়েন্তাস স্ত্রী-পুত্রকে হারালেন। কন্যাটির সংবাদ জানার জন্য পিপাসিত চিত্তে এণ্টিগোনাসের প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু তার কোনও খবরই পাওয়া গেল না।

এদিকে শিশুকন্যাটিকে সমুদ্রের ধার থেকে পরদিন ভোরে উদ্ধার করলো এক মেষ পালক। তার শিয়রে রাখা মণিমুক্তার পুঁটুলি থেকে চিঠিটি উদ্ধার করে পড়ে দেখলো। শিশুটির দেহ সৌষ্ঠব দেখেও বুঝতে পারলো এটি সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যাই বটে। একটু আগেই সে পথের পাশে ভল্লুকের নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন একটি মনুষ্য শরীর দেখে এসেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই গ্রামের জেলেদের মুখে শুনেছে কাল রাতের ঝড়ে জাহাজ ডুবির খবর। তার মনে হোল, অন্য কোনও রাজ্য থেকে কেউ মেয়েটিকে এখানে রাখতে এসে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে সদলবলে প্রাণ হারিয়েছে। স্ত্রী

তো আনন্দে আত্মহারা। ধীরে ধীরে মেষপালকের সংসারে বড় হয়ে উঠতে লাগলো পার্ডিটা। যখন তার মুখে বুলি ফুটলো, সে মেষপালক ও তার স্ত্রীকেই বাবা ও মা ডাকতে শুরু করলো। এভাবে কেটে গেল ষোলটি বছর। পার্ডিটার অনুপম রূপলাবণ্য দেখে বিস্মিত হোত গ্রামবাসীরা। তার পালক পিতা কিন্তু মেয়েটির সম্বন্ধে কোন তথ্যই কখনো প্রকাশ করেনি। তার ভয় যদি কোনও প্রবঞ্চক তাদের নয়নের মণিটিকে দাবী করে বসে।

এদিকে বোহিমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস-এর শিশুপুত্রটি এতদিনে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা রেখেছে। নাম তার ফ্লোরিজেল।

একদিন রাজপুত্র ফ্লোরিজেল ঘোড়া ছুটিয়ে শিকারে যাবার পথে বনের ধারে মেষপালকের কুটিরের কাছে পার্ডিটাকে দেখতে পেয়ে না থেমে পারলেন না। অসামান্য সুন্দরী মেয়েটি। সদ্যস্নাতা মেয়েটির একগোছা সুনীবিড় সোনালী চুল সকালের প্রথম সূর্যকিরণের মত পিঠের ওপর এলিয়ে পড়েছে। ছোট ছোট চূর্ণ অলক কপালের ওপর এসে পড়েছে। নীলাভ এক জোড়া ডাগর চোখ তার সৌন্দর্যকে করে তুলেছে অতুলনীয়। এক পলক দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

প্রথম-দশর্নেই রাজকুমার পার্ডিটাকে ভালবেসে ফেললেন।

এক সাধারণ যুবকের ছদ্মবেশে আত্মপরিচয় গোপন করে ফ্লোরিজেল মেষপালক ও তার পরিবারের সকলের সঙ্গে পরিচয় জমিয়ে তুললেন। ছদ্মপরিচয়ের কারণ, প্রথমতঃ, তাঁর যুবরাজ পরিচয় জানতে পারলে পার্ডিটা তার সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করবে না, দ্বিতীয়তঃ তার পিতা রাজা পলিক্সেনিস কখনো এমন অসম সম্পর্ক মেনে নেবেন না।

কিন্তু পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে গেলেন যুবরাজ। পুত্রের মনোবৃত্তিতে চঞ্চলতার লক্ষণ দেখে গোপনে খোঁজ নিয়ে তিনি সব খবরই পেলেন। অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এই ভেবে যে সামান্য একজন মেষপালকের কন্যাকে ভালবাসে তার পুত্র। বংশ মর্যাদার কথা একটুও ভাবলো না সে। যুবরাজ কিন্তু কেন যেন পার্ডিটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেও তাকে ঠিক মেষপালকের কন্যা বলে বিশ্বাস করতে পারে না।

রাজা পলিক্সেনিস একদিন তাঁর একান্ত অনুগত পরামর্শদাতা ক্যামিলোকে নিয়ে সরেজমিন তদন্তে গেলেন সেই মেষপালকের বাড়ীতে। যাবার সময় দুজনেরই সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে পরে নিয়েছিলেন।

মেষপালকের বাড়ী গিয়ে পার্ডিটাকে দেখে তার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হলেন। পার্ডিটা তখন পাশের ঘরে ফ্লোরিজেলের সঙ্গে গল্প করছে। তার হাসির ভঙ্গিমাটিও ভারী সুন্দর। মেষপালকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, পাশের ঘরের যুবকটি সম্ভবতঃ চাষীর ছেলে, তার মেয়ে পার্ডিটাকে বিয়ে করতে চায়। তবে বিয়ে করলে সে ঠকবে না।

যথেষ্ট যৌতুক দেওয়া হবে তাকে। সেই মণিমুক্তার পুঁটলীটি মেশপালক সযত্নে তুলে রেখেছিল পার্ডিটার বিয়ের জন্য।

রাজা কিন্তু পুত্রের এই বিয়েতে মত দিলেন না। বরং তাকে বললেন, সে যদি এই মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বন্ধ না করে। তবে পিতা কন্যা দুজনকেই চরম দণ্ড দেবেন তিনি, আর যুবরাজকেও ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

যুবরাজ ক্যামিলার শরণাপন্ন হলেন। ক্যামিলো পার্ডিটাকে দেখে এবং তার সংযত বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছিলেন, এ মেয়েটির রানী হবার যোগ্যতা আছে। কিন্তু রাজাকে কিছুতেই বোঝাতে সক্ষম হলেন না।

এদিকে ফ্লোরিজেলও পার্ডিটাকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব বিবেচনা করে তাকে নিয়েই অন্যরাজ্যে পালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। বিষয়টা জানতে পেরে ক্যামিলো নতুন করে ভাবতে বসলেন।

বহুদিন সিসিলি ছেড়ে এসেছেন তিনি। দেশের মাটির জন্য মন কাঁদে তার। শুনেছেন অনেক পরিবর্তন হয়েছে সেখানে। স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে দুঃখ আর অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে জীবনমৃত হয়ে আছেন রাজা লিয়েন্তাস। তাঁকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে ক্যামিলোর।

ফ্লোরিজেলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সিসিলিতে যেতে রাজী করালেন ক্যামিলো। জানালেন, রাজা লিয়েন্তাস বোহেমিয়ার রাজার পুরোনো বন্ধু। তিনি হয়তে ফ্লোরিজেলের পিতাকে এই বিয়েতে রাজী করাতে পারবেন। পার্ডিটার মেষপালক পিতাও চললেন তাদের সঙ্গে।

দু'রাত দু'দিন অবিরাম গতিতে ছুটে তৃতীয় দিন সকালে সিসিলির বন্দরে পৌঁছালো তাদের জাহাজ।

রাজা লিয়েন্তাস পরম আদর আপ্যায়ন করলেন বন্ধু পুত্রকে। ফ্লোরিজেল জানালেন, লিবিয়ার এক রাজকন্যাকে বিয়ে করে দেশে ফেরার পথে পিতার আদেশে পিতৃবন্ধু লিয়েন্তাসের আর্শীবাদ নিতে এসেছে সে। রাজা যুবরানী পার্ডিমাকেও সস্নেহে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন।

এদিকে ক্যামিলোর সঙ্গে ফ্লোরিজেল ও পার্ডিটা পালিয়েছেন শুনেই রাজা পলিস্কেনিস অনুমান করেছিলেন, ক্যামিলো তাদের নিজের দেশেই নিয়ে এসেছে। তার মানে এই অসম বিবাহে তার সমর্থন আছে। রাগে আগুন হয়ে রাজা তৎক্ষণাৎ সিসিলি এসে পৌঁছলেন। রাজা লিয়েন্তিস দীর্ঘদিন পরে বন্ধুকে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক। একদিন এই বন্ধুর প্রতি যে অবিচার করেছিলেন, তার জন্য বার বার ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

বোহেমিয়ার রাজা লিয়েন্তাসকে জানালেন আসল সত্যটি। তার পুত্রটি লিবিডার রাজকন্যা নয়, এক মেষপালকের কন্যার পাণিগ্রহণ করতে চায়। ক্যামিলো আবার তাকে সহায়তা করছে।

ক্যামিলো কিন্তু একদিনে পার্ডিটার পালক পিতার কাছ থেকে জেনেছে যে পার্ডিটা আসলে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। রত্নের পুঁটলীটি মেষপালক বিয়ের যৌতুক স্বরূপ সঙ্গে নিয়েই এসেছিল। সেটি খুলে দেখে রাজা লিয়েন্তাস চিনতে পারলেন, সেগুলি রানী হার্মিয়োনের ব্যবহৃত অলংকার। এবার সকলের বুঝতে বাকি রইল না পার্ডিটা আসলে লিয়েন্তিসেরই মেয়ে। এখন তো এদের বিয়েতে কোন বাধা থাকার কথা নয়।

শুভদিনে খুব ধুমধাম করে ফ্লোরিজেলের সঙ্গে মেয়ে পার্ডিটার বিয়ে দিলেন লিয়েন্তিস। তিনদিন ধরে প্রজারা ভেসে গেল খাওয়া দাওয়া ও আনন্দ উৎসবের স্রোতে।

এবার কন্যার বিদায়ের পালা। রাজা লিয়েন্তিস অশ্রুসজল চোখে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। সে মুখ রানী হার্মিয়োনেরই প্রতিচ্ছবি। এমন সময় পলিনা এসে বিশেষ দরকারে একবার রাজাকে তার বাড়ী যেতে অনুরোধ করলো।

রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানালো, রানী হার্মিয়োনের একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি তৈরী করিয়েছে সে সেটাই দেখাতে চায় রাজাকে।

পার্ডিটাকে সঙ্গে নিয়ে মূর্তিটি দেখতে এলেন রাজা। মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর। একি মূর্তি, নাকি তাঁর প্রিয়তমা হার্মিয়োনের রক্তমাংসের চেহারা।

পলিনা জানালো মূর্তিটাতে দৈব শক্তি সঞ্চার করে সে ইচ্ছামত চালাতে এমন কি কথা বলাতেও পারে। রাজা আকুল হয়ে বললেন, তাঁর প্রিয়ার চলন ভঙ্গিমা দেখতে ও তার মধুর কণ্ঠস্বর শোনার জন্য তিনি তৃষিত হয়ে আছেন।

পলিনার নির্দেশে মূর্তিটি রাজার গা ঘেঁসে দাঁড়ালো, এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো রাজাকে। আনন্দের উন্মাদনায় সাময়িক জ্ঞান হারালেন রাজা।

ষোলবছর আগে রানীর মিথ্যা মৃতুসংবাদ প্রচার করেছিল পলিনা, রানীরই আদেশে। সব হারিয়ে প্রসাদে থাকতে চাননি রানী, পলিনার আশ্রয়ে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করছিলেন যদি কোনদিন তার হারানো কন্যাটি ফিরে আসে, তবেই আত্মপ্রকাশ করবেন, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

পার্ডিটার আগমনে সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে তাঁর। তাই এই আত্মপ্রকাশ। এই অবসরে তাঁর প্রতি রাজার আর্কষণ কতখানি, তাও যাচাই করে নিলেন।

আজ সত্যিই ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছেন লিয়েন্তিসের প্রতি। এতদিন নীরবে মৃত্যুর প্রতিক্ষায় ছিলেন আশাহীন ভবিষ্যৎহীন লিয়েন্তাস। আজ স্ত্রী কন্যাকে ফিরে পেয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলেন তিনি। তার ওপর পরম সুহৃদ পলিক্সেনিস বাঁধা পড়েছেন আত্মীয়তার বন্ধনে। আজ পৃথিবীতে তাঁর মত সুখী কে আছে। দীর্ঘ দুঃখের অমারাত্রির পর আজ এসেছে সুখের পূর্ণিমার আলোর জোয়ার।

কিং হেনরি দ্য ফোর্থ (১ম)

লণ্ডন নগরীর রাজপ্রাসাদ রাজা চতুর্থ হেনরির রাজত্বকালে।

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে রাজা হেনরিকে বিব্রত থাকতে হয়েছে। বছরের পর বছর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটানোর পর রাজা সম্প্রতি একটু শ্বস্তিতে জীবনযাপন করছেন।

রাজা চতুর্থ হেনরির রাজ্যে সত্যিকারের শান্তি বলতে যা বুঝায় প্রজারা, এখন তাই ভোগ করছে। বাহির শত্রুর আক্রমণেরও কোন আশঙ্কা নেই।

শুধুই রক্ত আর রক্ত—ইংল্যাণ্ডের মানুষের মনে যেন অন্তহীন রক্তৃষ্ণা জেগেছিল। আজ সবাই শান্তিতে দিন যাপন করছেন।

ইংল্যাণ্ডের মানুষ আজ সত্যিকারের দলাদলি হানাহানি ভুলে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উৎসাহী। এক মন এক প্রাণ নিয়ে দেশের মঙ্গ ল সাধনে সবাই আজ বদ্ধ পরিকর।

রাজা চতুর্থ হেনরি ওয়েস্টমেরল্যাণ্ডের আর্ল ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন এবং স্যার ওয়াস্টার প্রকট প্রমুখ রাজসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বলতে গিয়ে রাজা বললেন আমরা এ পবিত্র কাজকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, আমরা এতদিন যে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম তার মধ্যে নাস্তিক পেগানদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যই সব চেয়ে বেশী শক্তি নিয়োগ করেছি। আমরা এ পবিত্র কাজকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম বলেই আমাদের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে। গতরাত্রে আমাদের পারিষদরা যে কার্যসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছে তা বর্ণনা করার জন্যই আজ আমি আপনাদের উপস্থিত হতে অনুরোধ করছি।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন—মহারাজ আমাদের যে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে তা সত্যি, কিন্তু গতরাত্রে একটা দুঃসংবাদ এসেছে। অনেকেই হয়ত শুনে থাকবেন আমাদের বিশিষ্ট যোদ্ধা মার্টিমার তার হিয়ার ফোর্ড শায়ারের অনুগামীদের সহায়তায় বিদ্রোহী গ্রেনভাওয়ারকে দখল করতে গিয়ে ওথেলস্ অধিবাসীদের হাতে বন্দী হয়। আর মারা যায় এক হাজার সৈন্য। আর ওই মানুষদের মৃতদেহগুলিকেও মেরে পিষে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়।

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে আবার বললেন—'কেবল এই নয়, আরও আছে আমাদের হটস্পার, আর্কিব্যাণ্ড ও হেনরি পার্সি প্রমুখ বীর যোদ্ধগণ হোমডনে স্কটদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে। খবর এসেছে আমাদের সৈন্যরা পরাজিত।'

রাজা তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললেন—'কিন্তু আমি যে একটু আগে সংবাদ

পেয়েছি হোমডনে ডগলাসের আর্ল পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আর হটস্‌পার মুখের আর্ল, এঙ্গোয়াসের আর্ল আর ডগলাস-এর বড় ছেলে ফিকির আর্ল মর্ডেক প্রমুখ শত্রুপক্ষের বীর যোদ্ধাগণকে বন্দী করেছে। এসব কি বীরত্ব ও গৌরবের পরিচয় নয়?'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বলেন বিদ্রূপ করে—'হ্যাঁ গৌরবের তো বটেই। একজন রাজপুত্রের পক্ষে এমন জয় লাভতো গর্বেরই বিষয় স্বীকার করছি। লর্ড নর্দামবার ল্যাণ্ড কেন যে সৌভাগ্যবান ও বীর শ্রেষ্ঠের পিতা হল না তাই নিয়েই দুঃখ আর গায়ের জ্বালা। আচ্ছা, হেনরি পার্সির কর্মক্ষমতা ও সাফল্য সম্বন্ধে আপনার কি মত? সে যেসব বীর যোদ্ধাদের হাতে হাতকড়া পরিয়েছে তাদের মধ্যে থেকে মর্ডেককেই নাকি আমাকে উপহার দেবে। আর অন্যদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাবে।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড আরও বললেন—আমি নিঃসন্দেহে মহারাজ, এ কাজের পিছনে রয়েছে তার কাকা ওরলেস্পার-এর বুদ্ধি। তাঁরই কু-পরামর্শে রাজকুমার আপনাকে অপমান করে নিজেও অপমানিত হলেন।

—তাই তো আমি বাধ্য হয়েছি আমার জেরুজালেম যাত্রার পরিকল্পনাকে স্থগিত রাখতে। তাকে ডেকে পাঠিয়েছি কাজের কৈফিয়ৎ নেওয়ার জন্য। ভাল কথা, লর্ডদের জানিয়ে দেবেন আগামী বুধবার পরিষদের সভা ডেকেছি, উইণ্ডসার সবাইকে জানিয়ে দেবেন।

লণ্ডন নগরীর যুবরাজের প্রাসাদ। তারই এক কক্ষে যুবরাজ এবং স্যার জন ফলস্টাফ আলোচনায় ব্যস্ত। যুবরাজ দিনের বেশীরভাগ সময় কাটান সুর-সুরা ও নারী নিয়ে।

যুবরাজের প্রাণের বন্ধু বিদূষক স্যার জন ফলস্টাফ, সেও কম সৌভাগ্যবান নয়। যুবরাজের ফেলে দেওয়া জিনিস তার তৃপ্তির পারণ হয়। আর মাঝে মাঝে একটু রসালো বুলি উচ্চারণ করে আনন্দ দান করে কর্তব্য সম্পাদন করে। বেশ সুখেই আছে তারা।

এদিকে রাজপ্রাসাদের এক বিশাল কক্ষে চতুর্থ হেনরি-র রাজসভা।

রাজসভায় রাজা ছাড়া রয়েছেন ওরসেস্টারের আর্ল টমাস পার্সি, নর্দামবারল্যাণ্ড, আর্ল হেনরি পার্সি হটস্‌পার, স্যার ওয়াল্টার ফ্লাণ্ট প্রমুখ।

কথা প্রসঙ্গে রাজা বললেন—'আমার ঠাণ্ডা মাথা আর অসীম ধৈর্যের সুযোগ নিয়ে অনেকেই বহুবার আমায় অসম্মান করেছেন কিন্তু আর না। এবার আমার কাছ থেকে সবাই রাজার মতনই আচরণ পাবে, দেখবে আমার আসল রূপ। কেবলমাত্র শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের কাছে মাথ নত করব।'

একবার আড়চোখে টমাস পার্সিকে দেখে নিয়ে বললেন—আপনি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যান। আপনার চোখে বিদ্রোহের ছবি, আর দুর্দমনীয় সাহসও

লক্ষ্য করছি। এমন দৃষ্টি কোন রাজার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। দূর হয়ে যান।

টমাস পার্সি অপ্রতিভ হয়ে বিদায় নিলেন, রাজা এবার হেনরি পার্সিকে বললেন—কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন?

—মহারাজ, হেনরি পার্সি যে সব শত্রুকে বন্দী করেছিল তাদের সবাইকে আপনার কাছে পাঠাতে সম্মত হয়েছেন। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি হিংসা অথবা উচ্চাভিলাষী কোন ব্যক্তির কাজ এটা, যে আপনার বিরুদ্ধে ওকে লেলিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বাস করুন মহারাজ-এর জন্য আমার পুত্রের এক বিন্দুও দোষ নেই।

হটস্‌পার বললেন—যুদ্ধ চলাকালীন আমি যখন শ্বাস নেবার সময়টুকু পাচ্ছিলাম না তখন এক লর্ড ফুলবাবু সেজে আমার কাছে এসেছিলেন। মৃত আর আহতদের অপসারণে সৈন্যরা যখন জেরবার হচিছল তখন তিনি রসিকতা করে যাচ্ছিলেন। এক সময় পাষণ্ডটি আপনার নাম করে বন্দীদের তার হাতে তুলে দিতে বললেন। রীতিমত জোরজুলুম করতে লাগলেন। আমার তখন করুণ অবস্থা। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে, বাঁধবার সময় নেই, সেই অবস্থাতেই অধৈর্য হয়ে তার কথার জবাব দিয়েছিলাম। আসলে তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ও খোস মেজাজটাই আমায় বিরক্ত করে তুলেছিল। তার ওপর প্রভুত্বসূচক আত্মগর্ব কথা তো ছিলই, যা যে-কোন মানুষের মাথায় খুন—

রাজা বিস্ময়ে—হটস্‌পারের দিকে তাকিয়েছিলেন। হটস্‌পার বলে চলেন—মহারাজ, তার কথাগুলো ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত, অগোছাল তো বটেই। আমি পরোক্ষভাবে তার কথার উত্তর দিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মহারাজ এর জন্য আমাকে ভুল বুঝবেন না।

পরশ্রীকাতরদের কথা নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে যাচাই করে নেবেন।

রাজার মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ পেল। তবু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বললেন—একটি শর্তে সে বাদীদের হাতে দিতে সম্মত হয়েছিল। আপনারাই বলুন তো মার্টিমার একজন বিশ্বাসঘাতকতার মত এক রাজদ্রোহীকে মুক্ত করে আনার জন্য রাজকোষ শূন্য করে মুক্তিপণের অর্থ দেওয়া কি সঙ্গত হবে? অসম্ভব। যে আমাকে এরকম কাজে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করবে সে হিতাকাঙ্খী নয়। সে যে সৎ ও দেশপ্রেমিক তার প্রমাণ পেয়ে যাবেন তাঁর দেহের অগণিত ক্ষত চিহ্নের সাহায্যে।

যুদ্ধক্ষেত্রে তার যুদ্ধ কৌশল ও বীরত্ব সহযোদ্ধাদেরও চমকে দিয়েছে। এই মহারাজের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, তাঁর সততা এবং বীরত্ব নিয়ে কেউ যেন বিরূপ মন্তব্য না করেন।

রাজা কোনরকম দ্বিধা না করে সরাসরি বললেন—'আপনার কথার মধ্যে কিছুমাত্রও সত্যতা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। একদম মিথ্যা কথা বলছেন হটস্‌পার। আমার সামনে কেউ মার্টিনার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবেন না।'

রাজা এবার নর্দামল্যাণ্ডকে বললেন, তিনি যেন তাঁর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব বন্দীদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। অন্যথায় যেন কঠিন শাস্তি ভোগের

জন্য মনকে তৈরী করে নেন। রাজা হেনরি রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

রাজা চোখের আড়ালে চলে গেলে হটস্‌পার দাঁতে দাঁতে চেপে উচ্চারণ করলেন—রাজার কণ্ঠে যেন নরপিশাচ ভর করেছে। বরাতে যা আছে তাই হবে। বন্দীদের কিছুতেই রাজার হাতে তুলে দিচ্ছিনা। মার্টিমারকে আমার প্রাণ থাকতে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। মার্টিমারকেই রাজার পদে উন্নীত করে দেব আমি। এতে আমার মৃত্যু হলেও ক্ষতি নেই।'

এমন সময় টমাস পার্সি সেখানে এলেন। হটস্‌পারকে উত্তেজিত দেখে বললেন—কি ব্যাপার? এরই মধ্যে কে তোমার মাথায় খুন চড়িয়ে দিল। হটস্‌পার উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—'খুন কি আর এমনি এমনি মাথায় চড়ে। সব দেখলে মাথা গরম হয়ে যায়। আমাদের সব বাদীকে রাজার হাতে তুলে দিতে হবে। আর আমি যখন মুক্তিপণ দিয়ে আমার শ্যালককে ছাড়াতে বললাম তখনই গায়ে জ্বালা ধরে গেল। মার্টিমার নাম শুনলেই যেন হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়।'

নর্দাম্বারল্যাণ্ড তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে বললেন এর জন্য রাজাকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে রিচার্ড এরকম অভিশাপ দিয়েছিলেন মনে আছে?

'—হ্যাঁ শুনেছি, মনেও আছে। অদৃষ্টে বিড়ম্বিত রাজা রিচার্ড-এর উপর যে অন্যায় আমরা করেছি তার জন্য ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না। রাজা রিচার্ডকে আইরিশ অভিযান থেকে ফেরার পরই হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। হটস্‌পার আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন—'একটি কথা ভেবে দেখুন তো, আমার শ্যালক মার্টিমারকে তো সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে গিয়েছিলেন, ঠিক কিনা?'

'—হ্যাঁ ঠিকত। আমি নিজে কানে শুনেছিলাম।'

'—তাই কি আপনারা শত তাড়াতাড়ি এরকম এক খেয়ালী লোকের মাথায় রাজমুকুট চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আর নিজেদের হত্যার দায়ে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।' সুচতুর রাজার পদসেবা করতে গিয়ে নামতে নামতে কত নীচে যে আপনারা নেমেছেন তা হিসাব করলে নিজেরাই চমকে যাবেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কি গোপন রাখবেন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ রাজা রিচার্ডকে বলপূর্বক সরিয়ে আপনারাই গুণহীন প্রজাপীড়ক ফেলিং ব্লোককে সিংহাসনে বসিয়েছেন। যার স্বার্থের জন্য আপনারা এত কিছু করলেন তিনিই কিনা আপনাদের তাড়িয়ে দিলেন। এখনও সময় আছে আপনারা হৃত সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি আবার ফিরে পেতে প্যারেন। আত্মম্ভরী ও স্বার্থপর ও অবিবেচক রাজার ওপর প্রতিশোধ নিতে চান কি? পথ আছে।

টমাস পার্সি বললেন—'ভাইপো, একটা গোপন কথা তোমাকে বলতে চাইছি। একটু সরে এসো। একটি ভয়ানক বিপজ্জনক কাজের কথা তোমাকে বলব। স্কটল্যাণ্ডের যে সমস্ত রাজাদের তুমি বন্দী করেছ তাদের রেখে দাও। সাবধানে কোন কিছুর

বিনিময়ে যেন হাতছাড়া কোর না। আজ আমার একমাত্র চিন্তা রাজা ফেলিং ক্রোকের সর্বনাশ সাধন।'

হটস্পার গর্জে উঠলেন—আমি ওদের সমূলে বিনাশ করব। মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে হত্যা করব, এ আমার প্রতিজ্ঞা।

টমাস পার্সি—'আমার একান্ত ইচ্ছা হ্যারি পার্সি আর তাঁর দয়ালু ভাইরা—এসব স্বাথান্বেষীদের কবলে পড়ে নাস্তানাবুদ হোক; মারা যাক। অতএব কার্যসিদ্ধি করতে হলে তোমাকে বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। এতে ডগলাস পুত্ররা হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আর এভাবেই স্কটল্যাণ্ডের শাসন ক্ষমতা বাগিয়ে নাও।

এবার নর্দামবারল্যাণ্ডকে লক্ষ্য করে বললেন—মশাই, তোমার পুত্র এভাকে স্কটল্যাণ্ডের শাসনভার হাতে পেলে তুমি নিশ্চিন্তে বিশপের দরবারে আশ্রয় নেবে।

টমাস পার্সি বললেন—ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রায় শেষ, এবার কাজ হাসিল করা শুধু বাকি আছে।

নর্দামবারল্যাণ্ড বললেন—'খবরদার, কাজ শেষ হবার আগে এই পরিকল্পনার কথা কাক পক্ষীতেও যেন টের না পায়।'

হটস্পার—এর ফলে আমরা দুদিক থেকে সুবিধা পাব। স্কটল্যাণ্ডের শাসনভার আর মার্টিমার-এর সঙ্গে ইয়র্ক গাঁট ছড়া বাধবে।

টমাস পার্সি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,—'একটি মাথার পরিবর্তে যদি এতগুলো মাথা যায়ই ক্ষতি কি? রাজা নিজেকে আমাদের কাছে ঋণী মনে করেন। যদিও আমাদের কাজের কম সহায়ক হবে না। আর আজ না হোক কাল তো শোধ দিতেই হবে। তখনই তাঁর চোখ খুলে যাবে। তার অসৎ আচরণ কিভাবে আমাদের তিলে তিলে তৈরী করে তুলেছে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

হটস্পার বললেন—'আমি প্রতিশোধ নেবই।' 'আমি [illegible] দেব। পরিকল্পনাকে কিভাবে বাস্তবায়িত করবে আমি যা পরামর্শ দেব। ঠিক সেভাবেই কাজ করবে। খেয়াল খুশীমত কিছু করতে গিয়ে পরিকল্পনাটি ভেস্তে দিওনা যেন। আমি প্রয়োজনে গ্লোনডাওয়ার এবং মার্টিমার-এর কাছে গোপনে আশ্রয় নেব। তখন তাদের এবং তোমার মিলিত প্রচেষ্টায় সৌভাগ্যকে উজ্জ্বল করে তুলব।

ওয়ার্কওয়ার্থ-এর প্রাসাদ। সেখানে নির্জন কক্ষে হটস্পার পরম উৎসাহে পায়চারি করছেন আর একটি পত্রপাঠ করছেন—লর্ড আপনার মুখোমুখি যদি একবারটি হতে পারতাম তবে খুবই আনন্দিত হতাম।

পত্রপাঠ বন্ধ রেখে আপন মনে বললেন—'আনন্দিত হলাম, তবে কি সে আনন্দিত হয়নি। চিঠিতে পঞ্চমুখে আমাদের পরিবারের আদর আপ্যায়ণের কথা বলেছে? সে কিন্তু আমাদের পরিবারের লোকজনকে ভালবাসার পরিবর্তে নিজের স্বার্থকেই বেশী গুরুত্ব দেয়।

আবার পত্রপাঠে মন দিলেন—'যে ব্রতের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূরণ করতে আগ্রহী তার বিপদ পদে পদে জড়িয়ে রয়েছে।'

আবার আপন মনে বললেন—এতো সবাই জানে। যদি তাই হয়, তবে তো প্রতিটি কাজেই কম বেশী বিপদ থাকে। আমিও বলে রাখছি; সহস্র বিপদের মধ্যে থেকেই আমিও সাফল্যটুকু ছিনিয়ে নেব।

পত্রটির ওপর চোখ রাখলেন—'আপনি বিপজ্জনক কাজে হাত দিয়েছেন আপনার বন্ধুরাও কতদিন আপনার হিতসাধনে লিপ্ত থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই। শত্রু পক্ষের অমিত শক্তির তুলনায় আপনার শক্তি সামর্থ খুবই নগণ্য। কাজ শুরু করার সময় এখনও আসেনি।

নিজের মনে বললেন—'তুমি একথা বলছ! ভীরু কাপুরুষ তুমি। তোমার কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। সত্যের অভাব রয়েছে। এতে তোমার বোকামির পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে। খুবই সত্যি যে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত ষড়যন্ত্র হয়েছে আমারটা তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এতে এতটুকু মিথ্যার স্থান নেই। আর সম্ভাবনাময় তো বটেই। ইয়র্কের ডিউক পর্যন্ত আমার পরিকল্পনাটির কথা শুনে বাহবা দিয়েছেন। আর তিনি কিনা পাত্তাই দিলেন না। পাজী কাপুরুষ কোথাকার। একবার দেখা পেলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম। আমাদের এ ষড়যন্ত্রকে ফলপ্রসু করার জন্য আমার বাবা, কাকা, ইয়র্কের ডিউক, মার্টিমারের ডিউক এবং গ্লেনডাওয়ার প্রমুখ পাকা মাথার মালিকেরা রয়েছেন। সামনের মাসে নয় তারিখে তাদের সঙ্গে সশস্ত্র অবস্থায় মিলিত হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। কেউ বা এরই মধ্যে যাত্রা করেছেন। এখন ভয় হচ্ছে; রাজার কাছে আমার পরিকল্পনার ব্যাপারটি ফাঁস করে না দেন। মরুক গে, আমি যাত্রা করছি।

হটস্পার আজ মরিয়া। একমাত্র চিন্তা তার মাথায় সবসময় ঘুরপাক খাচ্ছে। জগতের সব কিছু ভুলে পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য মন প্রাণ সঁপে দিয়েছেন। এমন কী স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগও বন্ধ। সৈন্য অস্ত্র আর যুদ্ধের কথাই তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ, রাজাসন আর রাজমুকুটের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই নেই।

যুবরাজের সঙ্গে তাঁর সাকরেদরাও দিনের বেলা সর্বক্ষণ মদের বোতল নিয়ে পড়ে থাকেন। কোন কিছুই তারা বাদ দেয় না। যুবরাজের আদেশ পালন করতে তারা প্রাণপাত করতেও প্রস্তুত। অন্যের পয়সায় স্ফূর্তি করতে গেলে এমন একটু আধটু তো করতেই হয়ই। যুবরাজের তহবিলে টান পড়লে বন্ধুদের নিয়ে অসৎ পথে অর্থোপার্জন করতেও দ্বিধা করেন না। আনন্দ ফূর্তি ছাড়া আর কোন দিকে তাঁর কিছুমাত্রও খেয়াল নেই।

ওয়েলস নগরীর কেন্দ্রস্থলে গ্রেডাওয়ারের প্রাসাদ। প্রাসাদের এক বিশালায়তন কক্ষে আলোচনা চলছে। সভায় উপস্থিত রয়েছেন ল্যাঙ্কাস্টারের প্রিন্স জন, ওয়েলস্টারের আর্ল টমাস পার্সি হটসপার, ওয়েন গ্লেনডাওয়ার এবং মার্চের আর্ল এডমণ্ড মার্টিমার।

মার্টিমার বললেন এখন পর্যন্ত যেসব প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে সবই আমাদের অনুকূল আশা ব্যঞ্জক। আর লোকগুলির মিত্রতাও নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হয়।'

হটস্‌পার বললেন—'আরো, একটা জরুরী ব্যাপার ছিল বলছেন?'

—'আরে ওই যে, ওই ম্যাপটার কথা, আমার একদম মনে ছিল না। গ্লেনডাওয়ার—কোটের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে মুচকি হেসে বললেন আপনি ভুললে কি হবে, আমি কিছু ভুলিনি। এই যে ম্যাপটা, হটস্‌পার আর পার্সি তোমরা বস।

এবার ল্যাঙ্কারস্টারের প্রিন্স জন-এর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—কি ব্যাপার হটস্‌পার আপানর নামটা কানে যেতেই প্রিন্স জন-এর মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল, মনে হচ্ছে।

হটস্‌পার মুচকি হাসলেন।

গ্লেনডাওয়ার এবার বললেন—হ্যাঁ আপনার নামটা কানে যেতেই তিনি যেন মনে মনে আপনাকে স্বর্গে পাঠালেন।

হটস্‌পার—হ্যাঁ তা দিলেও দিতে পারেন। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আমাকে নরকে যাবার অভিশাপই দিলেন।

'—নরকে যাবার অভিশাপ দিলেও আমার পক্ষে তাকে দোষারোপ করা সম্ভব নয়।

'—কেন? সম্ভব নয় কেন?

'—আমার জন্মলগ্নে সম্পূর্ণ আকাশটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আর ভীরু-কাপুরুষের মত পৃথিবীটা দারুণ ভাবে কেঁপে উঠেছিল।'

হটস্‌পার মুখের হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে না দিয়ে বললেন—পৃথিবীটা কাঁপছিল বুঝি? তা আপনার জন্মের সময় পৃথিবীটা অবশ্যই আমার মত ভীরুকাপুরুষ ছিল না। ঠিক কিনা?

'—আপনি এটাকে যতই রসিকতা বলে উড়িয়ে দিন না কেন যা বললাম তা একশ ভাগই কিন্তু সত্যি।

'—সত্যি?'

'—অবশ্যই। আমার জন্মলগ্নে সত্যি আকাশ জুড়ে আগুন ছিল। পৃথিবীটা কাঁপছিল।'

'—এবার বলুন তো পৃথিবীটা কেন কাঁপছিল? আমি বলব। আপনার জন্মের ভয়ে অবশ্যই নয়। পৃথিবীটা আকাশের আগুন দেখেই কেঁপে উঠেছিল। রোগগ্রস্ত মানুষের কম্পনটা ঠিক যেমন। সত্যি বলতে কি প্রকৃতির মধ্যে অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যায়।

গ্লোনডাওয়ার বিস্ময়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলেন হটস্‌পারের দিকে।

হটস্‌পার বলে চললেন—'প্রকৃতির এমন বিচিত্র খেয়ালের কি কারণ বলতে পারেন? কারণ একটাই—ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণ দূষিত বাতাস সৃষ্টি করে তাদের চাপের ফলেই

পৃথিবীটা যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে।'

'—হ্যাঁ তা হতে পারে বটে।'

'—হতে পারে না, এটাই স্বাভাবিক। আর এরকম স্বাভাবিক অথচ আকস্মিক কম্পনের ফলে বিশালায়তন বাড়ী আর গম্বুজগুলোও কেঁপে ওঠে। কেউ বা সহ্য করতে না পেরে ধসে যায়। সরবে হেসে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন। আপনার জন্মমুহূর্তেও আমাদের অতিবৃদ্ধা পিতামহীর হৃদয়টা কেঁপে উঠেছিল।'

ফুটো বেলুনের মত মিইয়ে গিয়ে ফ্যাকাশে মুখ করে গ্লেনডাওয়ার বলল—আমি ইতিপূর্বে বহুবার বহু লোকের কাছে এরকম কথা বলেছিলাম।'

'—তাই বুঝি? তারপর'?

'—কিন্তু কেউ আপনার মত এমন করে প্রতিবাদ করে নি। আমি আবারও বলছি আমার জন্মলগ্নে আকাশ ছেয়েছিল লকলকে আগুনের শিখায় আর তো দেখে ভেড়ার পাল, ছাগল সব ছোটাছুটি করতে শুরু করেছিল পাহাড়ের নীচে। গলা দিয়ে বের হচ্ছিল বিচিত্র আওয়াজ। এসব দেখে লোকে বলাবলি করছিল কি জানেন?

'—কি করে জানাব বলুন। আপনার জন্ম মুহূর্তে তো উপস্থিত ছিলাম না?

'—সবাই বলাবলি করছিল নবজাতক মানে আমি অসাধারণ মানুষ।

'—হ্যাঁ তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

'—ঠিক তাই। সে সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী একথাই প্রমাণ করে। আর সারা জীবনে তো প্রমাণ করেছি। আমি একজন সাধারণ মানুষ নই।

গ্লেনডাওয়ার মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে উপস্থিত সবার মুখে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন ওয়েলস, ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড-এর জলে এবং স্থলে কোন লোক পাওয়া যায় না যে আমাকে অপদার্থ বলে সম্বোধন করতে পারে, হাসাহাসি করতে পারে।

হটস্পার নীরবে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাবে অমনি গ্লেনডাওয়ার আবার বলতে শুরু করলেন 'হ্যাঁ আমি জোর গলায় বলছি যদি এমন কাউকে পাও তবে সে বাপের বেটা আর মায়ের ছেলে নয় বলে রাখছি। আমার সামনে এসে দাঁড়াবার মত বুকের পাটা কারো আছে কিনা একবার যাচাই করে দেখতে চাই।

পরিস্থিতি ক্রমেই অন্য দিকে মোড় নিল।

মার্চের আর্ল এণ্ডমণ্ড মার্টিনার বললেন একী ঝামেলায় পড়া গেল বাবা। পার্সি মহাশয় দয়া করে চুপ করুন। ওনার মাথাটা খারাপ করে দেবেন নাকি। এখন কতসব জরুরী কথা—'

মার্টিমারকে কথাটা শেষ না করতে না দিয়েই গ্লেনডাওয়ার আবার মুখ খুললেন—আমাকে কতটুকু চেনেন মশাই। জানেন সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রেতাত্মাদের ডেকে আনতে পারি?'

'—প্রেতাত্মা?'

'—হ্যাঁ প্রেতাত্মা। একবার মাত্র হাঁক দিলেই সুড় সুড় করে প্রেতাত্মারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আমার সামনে আসবে, করজোড়ে আদেশের অপেক্ষায় অনুগত ভৃত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।'

হটস্‌পার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললেন—এ আর এমন কি কঠিন কাজ মশাই। আমিও এক তুড়িতে ডজন খানেক প্রেতাত্মাকে এখানে হাজির করতে পারি।

গ্লেনডাওয়ার নীরবে পরবর্তী পথ নির্ণয়ের চেষ্টায় মগ্ন রইলেন।

হটস্‌পার এবার বললেন—'ভাল কথা আপনি সমুদ্রের তলদেশ থেকেও প্রেতাত্মাদের ডেকে এখানে জড়ো করতে পারেন স্বীকার করছি। কিন্তু যখন আমাদের কাজে সহায়তা করার জন্য তাদের দরকার হবে তখন কি পারবেন?

রাগে বললেন বেশী ধমকাবেন না মশাই। আমি আপনাকে শিখিয়ে দিতে পারি। প্রয়োজনের সময় শয়তানকে কি করে কাছে পাওয়া যায়। আর কাজ হাসিল করে নেওয়া যায়।

'—তাই বুঝি? আমিও পারি?

'আপনিও পারেন? কি পারেন মশাই?

আমি আপনাকে শিখিয়ে দিতে পারি কি করে মিথ্যাবাদীকে দিয়ে সত্য কথা বলাতে হয়। আর পারি কি করে শয়তানকে লজ্জা দিতে হয় বুঝলেন?

মার্টিমার অধৈর্য ভরে বলে উঠলেন—'আপনাদের নিষ্ফল কথাবার্তা দয়া করে এবার বন্ধ করুন।

কা কস্য পরিবেদনা! গ্লেনডাওয়ার এর কণ্ঠ রোধ করে কার সাধ্য?

গ্লেনডাওয়ার আবার মুখ খুললেন—হেনরি বোলিং ব্রোক কি করেছিলেন?

'—কি আবার? তিনি তিনবার আমার ওপর চড়াও হয়েছিলেন যাকে বলে একেবারে মুখোমুখি আক্রমণ।

হটস্‌পার চোখ দুটো কপালে তুলে, মুখে কৃত্রিম বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বললেন—তিন তিনবার! আরেব্বাস!

'—তবে আর কি বলছি মশাই। হেনরি বোলিং ব্রোক আমাকে তিন তিনবার আক্রমণ করেছিলেন।

'—আক্রমণের ফলাফল কি আপনার অনুকূলে।' তারপর গ্লেনডাওয়ার বলে উঠলেন—'পুরোপুরি আমার অনুকূলেই ছিল। তিনবার-ই আমি তাঁকে কোনঠাসা করেছিলাম অনন্যোপায় হয়ে হেনরি বোলিং লেজ গুটিয়ে পালিয়ে ছিলেন। তিনবারই আমি সেভার্ন এবং ওয়াই নদীর তীর থেকে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। খালি পা আর খালি গায়ে হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে কোনরকমে তাঁবুতে গিয়ে মাথা গুঁজেছিলেন।

মুচকি হেসে সবিস্ময়ে হটস্‌পার এবার বললেন একি অমানবিক আচরণ মশাই।

হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে ভদ্রলোককে খালি পায়ে আর খালি গায়ে বাড়ি পাঠালেন।'

'—হ্যাঁ তা তো পাঠিয়েই ছিলাম।'

'—পরের কথাটা একবার চিন্তা করলেন না। ঠাণ্ডায় সর্দিকাশি এমন কি নিউমোনিয়া পর্যন্ত হতে পারত।

গ্লেনডাওয়ার এবার যেন নিজেকে সামলে নিয়ে হাতের ম্যাপটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—এই যে সেই ম্যাপ। এবার ঠিক করুন আমরা কি ভাবে পরিস্থিতি হাসিমুখে সামলাব?'

মার্টিমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—বুঝলাম না কি বলতে চাইছেন?

'—বলছি আমরা কি নিজেদের মধ্যে তিনজনের অধিকার ভাগাভাগি করে নেব? নাকি আবার—'

'—না আমাদের কোন সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে না। ব্যাপারটা তো মেটানোই রয়েছে।'

'—মেটানো রয়েছে? কিভাবে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?'

'—আর্কডেকন আগে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের তিনজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়ে আমাদের মধ্যে যাতে মন কষাকষি না হয় তার ব্যবস্থা করে দেন।

'—কেমন?'

'—আমার ভাগে পড়েছে ইংল্যাণ্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ দিক। অর্থাৎ সেভান ও টেণ্ট থেকে একান পর্যন্ত অংশ পাব আমি।'

'—আর? আমার ও হটস্‌পার-এর ভাগে?'

'—হটস্‌পার ভাগে টেণ্ট থেকে শুরু করে গোটা উত্তরাঞ্চলটুকু। আর আপনি পাচ্ছেন ওয়েলস-এর উর্বর ভূমি ভাগ এবং গোটা পশ্চিমাঞ্চল।

গ্লেনডাওয়ার বললেন—'চমৎকার! তারপর?'

'—তারপর আর কি? আজ এ মুহূর্ত থেকেই এদলিল কার্যকর হচ্ছে।'

'—তবে আমাদের এখন করণীয় কি?

'—আগামীকাল সকালে আমি টমাস পার্সি এবং ওয়েলস্টার-এর লর্ড শ্রুসবেরিতে স্কল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের কাছে যাব।'

এবার বললেন—'গ্লেনডাওয়ার, সবার আগে আপনার প্রাপ্ত অঞ্চলের প্রজা অনুগামী ও অনুচরদের সঙ্গে আপনাকে বন্ধুর মত মিশতে হবে। তাদের মধ্যে ধারণা সঞ্চার করতে হবে যে আপনি যথার্থই তাদের হিতাকাঙ্খী—আপনজন।'

—এর জন্য ভাববেন না। আমি কাল সকালেই তাদের ডেকে সভা মানে আলোচনায় বসব। সারাদিনের মধ্যে যা কিছু করা সম্ভব সেরে সন্ধ্যার আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

'—খুব ভাল কথা।'

হটস্‌পার বিমর্ষ মুখে বলল—'আমি কিন্তু এরকম ভাগ বাটোয়ারাকে হাসিমুখে মেনে নিতে পারছি না।'

মার্টিমার সবিনয়ে বললেন—'কেন? অসুবিধা কোথায়?'

'—পুরোটাই অসুবিধা। আমার বিশ্বাস আমার অংশ যেটুকু পড়েছে মোটেই উত্তরাঞ্চলের সমান হতে পারে না। এবার মানচিত্রের ওপরে আঙুল রেখে বললেন—এই যে নদীটা আমার বংশের ভূমিভাগকে ঘিরে রেখেছে। ক্রমে অর্ধচন্দ্রাকারে কেটে কেটে কিছুদিনের মধ্যে ভূখণ্ডের কিছু অংশ নিজের গর্ভে টেনে নেবে। আর তৈরী হবে নতুন একটা খাল। সেটা তেমন গভীর হবে না। গভীর হলে কাজে লাগান যেত। ফলে আমার কোন সুবিধাই হবে না।'

গ্লেনডাওয়ার বলে উঠলেন—কে বললে সুবিধা হবে না। অবশ্যই সুবিধা হবে। আপনি চিন্তাধাটাকে অন্যভাবে বিচার করছেন বলেই এরকম খটকা লাগছে।

মার্টিমার ম্যাপের গায়ে আঙ্গুল রেখে বললেন—এইদিকে তাকান। দেখুন নদীটা আমার অঞ্চলের গা-ঘেষে বয়ে যাওয়ার জন্য ভূমিভাগকে উর্বর করে তুলেছে।

টমাস পার্সি বললেন—'নদীর তীরটা এখান থেকে ওই পর্যন্ত কিছু কিছু করে কেটে দিলেই সোজা হয়ে যাবে। এটাকে নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আসলে এটা কিন্তু কোন সমস্যাই নয়।

হটস্‌পার বললেন—হ্যাঁ তাই করতে হবে দেখছি। এখান থেকে কেটে সোজা না করলেই নয় দেখছি। দেখি কি—'

গ্লেনডাওয়ার বাধা দিলেন—'অসম্ভব! আমি বাধা দেব। কাটাকাটি করতে দিচ্ছি না আমি। কোন পরিবর্তন করাও চলবে না।'

'—আপনি বাধা দেবেন? করতে দেবেন না?'

'—না অবশ্যই না।'

'—আপনার সব কথা মানে ভার্ষা আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি না। মার্টিমার মশাই আপনিই বলুন। আপনি কি ভাবছেন আমি ইংরাজী বলতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি, তোমার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমি ইংরেজ দরবারে চাকরি করার সময় এমন সুন্দর ইংরাজী শিখেছিলাম, যার ফলে ইংরাজী শব্দকোষ আমার মুখস্থ।

'—আপনার ইংরাজী আপনার পেটেই থাক। মোদ্দা কথা আমি এর তিনগুণ জমি আমার বন্ধুকে এমনিতেই দিতে সম্মত আছি, কিন্তু ভাগ বাঁটোয়ারা জমির এক চুলও কাউকে ছেড়ে দেব না।

গ্লেনডাওয়ার এবার বললেন—দেখুন দলিল পর্যন্ত তৈরী হয়ে গেছে। এখন আর ভাবনা চিন্তা করে মন খারাপ করা কি দরকার। আমি চললাম, বাড়ির লোকজন হয়ত চিন্তা করছে। আমার মেয়েটা হয়ত মার্টিমার চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে গেল। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মার্টিমার ঠোটের কোণে হাসি এনে বললেন—আপনাকে নিয়ে আর পারি না মশাই, আমার শ্বশুর মশাইকে দিয়েছিলেন তো রাগিয়ে। তবে অল্পেতে সামাল দিলেন এই বাঁচোয়া।'

হটস্‌পার মুচকি হাসলেন—ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এমন অবাস্তব কথা বলে বসেন গা জ্বালা করে। আপনিই বলুন তো, সবসময় এমন কথা ছুঁড়ে দিলে কার ভাল লাগে।'

একটু থেমে আবার—আজকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কাল রাত্রে প্রায় ঘণ্টা কয়েক ধরে ভূত-প্রেত, দত্যি দানব আর ডাকিনী যোগিনীদের কথা শুরু করলেন যা শুনলে মাথা গরম হয়ে উঠবে। তারা সবাই নাকি তাঁর কথায় ওঠে বসে। এখন এমন হয়েছে উনি কথা বললেই গা জ্বালা করে।

মার্টিমার বললেন তিনি নিজের সম্বন্ধে একটু বাড়িয়ে কথা বললেন বটে কিন্তু মানুষ হিসেবে সাচ্চা। আর যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু মাত্র দ্বিধার কারণ নেই।'

'—বুঝলাম।'

'—বিশ্বাস করুন, তিনি ক্রোধোন্মত্ত সিংহের মতই সাহস ধরেন। আবার হিমালয়ের মত উদার তার স্বভাব। ক্রোধ ও ঔদার্য মিলে মানুষটি মাঝে মাঝে এইসব কথা বলে ফেলেন।

'—হ্যাঁ তা বটে।'

'—আপনি বুড়ো মানুষটাকে এমন রাগিয়ে দেন যে কোনদিন না হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

হটস্‌পার বললেন—আর উনি? উনিও আমার পিছনে কম লাগেন নাকি?

টমাস পার্সি বলেন—সত্যি, আপনি এখানে আসার পর থেকেই মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। আপনি দয়া করে নিজেকে একটু শুধরে নিন। আপনার আচরণে একদিকে যেমন সাহস বীরত্ব ধৈর্য প্রভৃতির সমাবেশ দেখা গেছে তেমনি অহমিকা ঔদ্ধত্য এবং ক্রোধের প্রকাশও লক্ষিত হয়। একজন সামন্ত রাজার কিন্তু এসব দোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব সময়ে শুধরে নিন।

লণ্ডন নগরীর রাজপ্রাসাদ। এর মন্ত্রণাকক্ষে লর্ডগণের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত রাজা। এমন সময় যুবরাজের আকস্মিক আগমনের জন্য আমার পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা অনুরোধ করার ছিল।

লর্ডগণ সমস্বরে বলে উঠলেন বলুন কি করতে হবে আমাদের।

যুবরাজের সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল। আপনারা যদি কিছু সময়ের জন্য পাশের ঘরে গিয়ে বসেন তবে আমি ওর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাটুকু সেরে নিতে পারি।'

তারা আর কথা না বলে বাইরে চলে গেলেন। রাজা এবার যবরাজকে বললেন—

আমি জানি না ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে এটা ঘটছে কিনা। নইলে আমারই সন্তান আমার উপর এমন প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে কেন?

যুবরাজ সচকিত হয়ে বলে উঠলেন—মহারাজ!

—হ্যাঁ তুমি আজ একটা কথা প্রমাণ করার জন্য বদ্ধ পরিকর যে তুমিই আমার অপরাধের শাস্তির একমাত্র মূর্ত প্রতীক।'

'—মহারাজ আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'—না মানুষের কথা ও কাজের উদ্দেশ্য বোঝার মত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা আমার আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি।'

'—আপনি আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছেন তা যে মিথ্যা ও যুক্তিহীন তা প্রমাণ করার চেষ্টা আমি অবশ্যই করব। তবে এটুকু অন্তত বিশ্বাস করতে পারেন যে আমার চরিত্রে যেটুকু দোষ ত্রুটি রয়েছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী দেখান হয়েছে। আর আপনি বিশ্বাসও করেছেন। যাইহোক কৃতকর্মের জন্য আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

'—ঈশ্বর তোমার সহায় হোক। আমি একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনা যে তুমি কি করে তোমার বংশ মর্যাদা, পরিবারের ঐতিহ্য সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজের নীচু স্তরের সব মানুষগুলোকে বন্ধু বলে মেনে নিচ্ছ। কি করেই বা তাদের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছ?

যুবরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজা বলে চললেন—'আজ তোমার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে একবার ভেবে দেখেছ। পারিষদের আসন তোমায় হারাতে হয়েছে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই। তোমার আসন দখল করেছে তোমার ছোট ভাই। ভাবা যায়! সভাসদরা তোমাকে সুনজরে দেখেন না। সবাই তোমার মৃত্যু কামনা করে। আমি যদি তোমার মত হতাম তবে আমাকে যারা সিংহাসনে বসিয়েছে টেনে সেখান থেকে নামিয়ে দিত।

মুহূর্তকাল থেমে আবার বললেন—একদিন তোমার মত বয়স আমারও ছিল। কোথাও যদি ধুমকেতুর মতন হাজির হতাম তবে সেখানকার লোক দূর থেকে বিস্ময়মাখা চোখে আমায় দেখত। নিজেদের মধ্যে অনুচ্চ কণ্ঠে বলাবলি করত—এই সেই বোলিংব্রোক। কোথাও গেলে, কারও মুখোমুখি হলে কুশল জানতাম, সৌজন্য প্রকাশ করতাম। এমনকি রাজা উপস্থিত থাকলেও হাততালি ও ধ্বনি দিয়ে আমাকে ভালবাসা জানাত।

আর তুমি? তুমি আজ কুসংসর্গে পড়ে নিজেকে পথের ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছ। প্রজাদের কথাই বা কেবল বলি কেন? ছোট বড়—সবাই তোমাকে হেয় জ্ঞান করে। তোমার নামে অনেকেই আজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রাজকীয় মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা খুবই কঠিন, মনে রেখ। আর সেই মর্যাদা খুইয়ে তুমি সাধারণ প্রজাদের থেকেও অনেক নীচে নেমে গেছে। আজ কেউই

তোমাকে দেখতে পারে না। একমাত্র আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে তুমিই বল? অনেকদিন আড়ালে আছ বলে দেখতে চেয়েছি। ডেকে পাঠিয়েছি। তাই বলে ভুলেও ভেবনা স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি তোমার অপরাধকে মেনে নিতে থাকব।

যুবরাজ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—আমি আজ আমার ভুল বুঝতে পারছি। আপনি দেখবেন আজ থেকে আমি আমার জীবনধারা পাল্টে ফেলব।'

রাজা বললেন—'শোন আমার হাতে অনেক কাজ জমে রয়েছে। রাজকার্যের বিরাট বোঝা আমার মাথায়। অতএব উত্তরাধিকার নিয়ে সর্বক্ষণ মাথা ঘামাবার মত সুযোগ আমার নেই।'

সত্যিকথা বলতে কি, আমার মাথাটা এখন সিংহের চোয়ালের মধ্যে আটকা পড়ে রয়েছে। সেখান থেকে কৌশলে মাথাটিকে বের করে আনতে হবে। রাজ্যের যত সব প্রবীণ ও ধর্মযাজকদের যুদ্ধে পাঠাতে হবে।

তুমি হয়ত জাননা ডগলাস-এর সামরিক খ্যাতি ও যুদ্ধকৌশন সর্বজনবিদিত। যার নামে সবাই আতঙ্কিত হয় তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। এ লড়াই মর্যাদার লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

আশা করি হটস্পার সম্বন্ধে তোমার ধারণা আছে। সে ডগলাস-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আজ নর্দাম্বারল্যাণ্ড, টমাস পার্সি; ইয়েকের আর্চ বিশপ, মার্টিমার আর ডগলাস সবাই রাজার বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। রাজার সর্বনাশ সাধনে তারা আজ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। রাজার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ্য হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—কিন্তু কিই বা লাভ! কার কাছে আমার অসহায় অবস্থার কথা বলছি! যাকে আপন ভেবে আমার শত্রুদের কার্যকলাপের কথা বলছি সে তো জঘন্য কামনার দাস। আর আমারই বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে শত্রুতায় লিপ্ত। সে চেষ্টা করছে রাজকীয় মর্যাদাকে কি রে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামা যায়। হায়! আমার অদৃষ্টেই আজ আমাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য করেছে।'

যুবরাজ বললেন—'পিতা, অতীতকে ভুলে যান। আর আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। কথা দিচ্ছি অতীতের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। এতদিন যে ভুল আমি করেছি আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছি পার্সির মাথা দিয়ে। আপনি দেখে নেবেন শীঘ্রই কৃতকর্ম সম্পাদন করে যুদ্ধে বীরত্ব দেখাতে হাসিমুখে আপনার সামনে দাঁড়াব। পিতা, আজ যাকে নিয়ে আপনার ভাবনার অন্ত নেই সেই একদিন আপনার যোগ্য পুত্র হবে। আমি রক্তিম পোশাকে আবৃত হয়ে হটস্পারের সঙ্গেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। সে লড়াই মর্যাদার লড়াই। আজ এ মুহূর্ত থেকে পার্সির সম্মান গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। আর তা যদি না পারি তবে আর এ পোড়া মুখ নিয়ে আপনার সামনে আসব না। যুদ্ধে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে সে লজ্জার হাত থেকে

মুক্তি পাব।

রাজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকালেন তুমি তবে বলছ; অচিরেই রাজবিদ্রোহীর প্রাণনাশ করে আমার সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়াতে পারবে। তাই যদি সত্যি হয়, তোমার মুখের কথা যদি অন্তরের কথা হয়েই থাকে তবে আমি তোমাকে অনেক দায়িত্ব দেব।

এমন সময় স্যার ওয়াল্টার ব্রাণ্ট এসে অভিবাদন করে বললেন—'মহারাজ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ দরকারে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে।'

রাজা কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন-কি? কোন অঘটন ঘটেছে নাকি?

স্কটল্যাণ্ড থেকে মার্টিমার-এর সংবাদ নিয়ে এইমাত্র দূত এসেছে। তিনি বলে পাঠিয়েছেন এ মাসের শেষের দিকে ডগলাস ইংরেজ বিদ্রোহীদের নিয়ে শ্রুষবেরির প্রান্তরে সমবেত হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন।'

'—তারপর তারপর।'

—মহারাজ তাদের সম্মিলিত শক্তি কেবলমাত্র বিশালই নয় ভয়াবহ বটে। তাঁরা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সচেষ্ট হয় তবে কিন্তু আমাদের চরম দুর্গতির মুখোমুখি হতে হবে।'

'—আমার কনিষ্ঠ পুত্র ল্যাঙ্কাস্টারকে নিয়ে ওয়েস্ট মোর ল্যাণ্ডের আর্ল আজই যাত্রা করেছেন। আগামী বুধবার তুমি যাবে হ্যারি। তার পরদিন বৃহস্পতিবার আমি নিজে যাত্রা করব। আমরা মিলিত হব ব্রিজনর্থে। চল অহেতুক দেরী করে লাভ নেই।

এদিকে শ্রুষবেরির অদূরবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিদ্রোহীদের তাবু পড়েছে। টমাস পার্সি, হটস্‌পার এবং ডগলাস সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন।

এক সুসজ্জিত তাঁবুতে সন্ধ্যারাত্রে টমাস পার্সি, হটস্‌পার এবং ডগলাস আসন্ন যুদ্ধের আলোচনায় ব্যস্ত।

হটস্‌পার বললেন—আপনারা কি যে বলেন, আমি বলব তোষামদের কথা! তবে হ্যাঁ ডগলাস মশাইকে একটু আধটু খাতির টাতির করি বটে। একে অবশ্য তোষামেদ আখ্যা দিলে কিছু বলার নেই।'

—কী সমস্যাতে পড়া গেল। যাঁকে সবচেয়ে বেশী করে দরকার যখন, ঠিক সেই সময় শয্যা নিলেন—টমাস পার্সি কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললেন।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হটস্‌পার বললেন—কী যে সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, বলে বোঝান যাবে না। তিনি অসুস্থ ফলে আমাদের আসল পরিকল্পনাটি একেবারে বানচাল হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে।

টমাস পার্সি মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন। হটস্‌পার বলে চললেন—কেবলমাত্র আমাদেরই নয়। তাঁর অনুপস্থিতি সৈন্যদের মধ্যেও প্রভাব ফেলবে। সবার মধ্যে জেগে উঠবে বিষাদের কালো ছায়া। ব্যস্তভাবে পত্রটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে—বললেন—পত্রে তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য একথাও

বলেছেন অন্যান্যদের কাছে যেন আমি অসুস্থতার কথা না বলি।

টমাস পার্সি আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন 'আর-আর কিছু বলেছেন?'

'—হ্যাঁ বলেছেন আমাদের সামান্য শক্তি যা আছে তাই নিয়েই যেন যুদ্ধে এগিয়ে যাই, আর পরিকল্পনাটির কথা যেন কেউ জানতে না পারে। আরও লিখেছেন এতদূর এগিয়ে আমাদের আর বিদ্রোহ থেকে পিছিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। সবচেয়ে বড় কথা রাজা আমাদের পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেছেন। চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে হটস্‌পার টমাস পার্সিকে বললেন—এ পরিস্থিতিতে আপনার মতে এখন কি কর্তব্য!'

'—আপনার পিতার অসুস্থতা আমাদের মনোবল।'

'—এমন পরিকল্পনাটি বাতিল করে দিয়ে পিছিয়ে যাওয়া কি সঙ্গত হবে? আমাদের আশা-আকাঙ্খা আর ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর যাবতীয় প্রয়াস কি মুহূর্তে নস্যাৎ করে দেব বলুন?

ডগলাস-এর চোখে মুখে বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল। তিনি টমাস পার্সিকে হটস্‌পার-এর কথার জবাব দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বললেন—আমি কিন্তু হতাশা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটিমাত্র পথই এ মুহূর্তে খোলা আছে সব গুটিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া।'

'—সে কী কথা! শেয়ালের মত গর্তে গিয়ে আত্মগোপন করতে বলছেন ডগলাস! ডগলাস নীরবে হাসলেন।

হটস্‌পার বলে চললো—তাছাড়া জোর গলায় বলতে পারি আমি কারও তোষামদের ধার ধারিনা মশাই। ও সব আমার ধাতে সয় না। তবে বীরত্বের ব্যাপারে ডগলাস মশাইকে যতখানি শ্রদ্ধা করি দ্বিতীয় কেউ নেই যাকে এর সিকি ভাগও করি।

ডগলাস বোকা হাসি হাসলেন, বললেন—সম্মান কি আর সবাই করতে জানে, নাকি সম্মানের কদর বোঝে? আমি অন্তর থেকে বলছি, আপনার সম্মানের তাগিদে আমি পৃথিবীতে যে কোন লোকের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারব।

ডগলাস কথা শেষ না করতে হটস্‌পার সামনে এসে দাঁড়াল।

যথোচিত সম্ভাষণ সেরে দ্রুত হাতের পত্রটি হটস্‌পার-এর দিকে বাড়িয়ে দিল—'আপনার পিতা পত্রটি পাঠিয়েছেন।'

'—কি পত্র? পত্র পাঠিয়েছেন, তারই তো আসার কথা ছিল, এলেন না কেন?'

'—তিনি খুবই অসুস্থ। শয্যাশায়ী, আসার প্রশ্নই ওঠে না।

হটস্‌পার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল কি? কি বললে? পিতা অসুস্থ শয্যশায়ী? কি সর্বনেশে কথা। এমন এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

'—হ্যাঁ তাই তো বিছানায় শুয়ে উদ্বেগও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাচ্ছেন। আমাকে পত্রটি দিয়ে—'

'—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার

দায়িত্ব কাকে দেওয়া যাবে?'

'—আপনি দয়া করে পত্রটি পড়ুন। আশাকরি সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।'

'—একটি কথা বলতো তিনি শয্যাশায়ী—মানে চলাফেরা করার ক্ষমতাও কি হারিয়ে ফেলেছেন?'

'আমি চারদিন আগে যাত্রা করেছি। তখন তাকে সত্যি শয্যাশায়ীই দেখে এসেছি।'

'—চিকিৎসক—'

দূত হটস্‌পারকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বলতে শুরু করল—'হ্যাঁ, যথাসময়েই চিকিৎসক ডাকা হয়েছে।

'—কী বললেন তিনি? রোগীর অবস্থা—'

'—অবস্থা আশাঙ্কাজনক। চিকিৎসক দুবেলা এসে দেখে যান। ওষুধপত্র—'

সবই বুঝছি, আবার কিছুই বুঝছি না। এরকম এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে তোমার পিতার উপস্থিতি একান্ত দরকার ছিল। তিনি পাশে থাকলে আমাদের মনের ভাঙন এমন দ্রুত ঘটতে পারত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার না হয় যা প্রকৃত ঘটনা তা মেনে নিলাম কিন্তু অন্যেরা তো ভাববে আমাদের ষড়যন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা নেই। তাই কৌশলে দূরে সরে রয়েছেন। ভাবতে পারে কিনা? তখন সবাই আমাদের পরিকল্পনাটির মধ্যে ভূল ধরতে শুরু করবে।

হটস্‌পার বললেন—'আপনি বড্ড বেশী অমঙ্গল চিন্তা করছেন। পরিস্থিতি থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি আমার বাবার অনুপস্থিতিতে পরিকল্পনাটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। আমরা সাহসিকতার সঙ্গে পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠব। আমাদের ঐক্যে যখন ফাটল ধরেনি তখন হতাশাকে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই সঙ্গত হবে না'

কথার মধ্যে রিচার্ড ভার্সন এসে উপস্থিত। তিনি কোনরকম ভুমিকা না করে বললেন—'ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের আর্ল সাত হাজার সৈন্য নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। যুবরাজও সঙ্গে রয়েছেন।

হটস্‌পার বললেন—'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আর কিছু আছে?'

—আর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজা স্বয়ং অন্য পথ ধরে এগোচ্ছেন।

হটস্‌পারের চোখ দুটো হিংস্রসিংহের মত জ্বলজ্বল করে উঠল, তিনি গর্জে উঠলেন আসুক। তাঁরা সংখ্যায় যতই হোক না কেন আমাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমি এখনই ঘোড়া নিয়ে ছুটছি, আমার প্রথম ও প্রধান কাজ যুবরাজকে হত্যা করা।

ভার্সন এবার বললেন—আর যে খবর এনেছি তা হল গ্লেনডাওয়ার মশাইয়ের পক্ষে দুই সপ্তাহের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে না।'

'—দুঃসংবাদ, দুঃসংবাদ! ডগলাস আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।'

হটস্‌পার-এর দুশ্চিন্তায় মুহূর্তকাল ভেবে বললেন—'রাজার কত সৈন্য রয়েছে জানতে পেরেছেন?

'—হাজার তিরিশেক তো বটেই।'

'—হোক ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার। পিতার অনুপস্থিতিতে ও গ্লেনডাওয়ারের অনুপস্থিতি আমাদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়েছে। চলুন যাওয়া যাক, মৃত্যু যখন সদর দরজায় ঘা মারছে তখন উটের মত বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে রাখলে মৃত্যু তাড়তাড়ি আসবে।'

এদিকে গীর্জার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রান্তরে রাজার শিবির গড়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধের তোড়াজোড় চলছে।

আবার শ্রুষবেরির সামনে বিদ্রোহীরা রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে।

হটস্‌পার বললেন—'রাজার সৈন্য বাহিনীর ওপর আজ রাত্রেই আমরা আতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। নইলে তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে।

টমাস পার্সি—'না অমন কাজ করবে না।' ভার্সন সমর্থন করে বললেন—তিনি ঠিকই বলেছেন। আমরা এখনও সব ভালোভাবে গুছিয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের অশ্বারোহীরাও পৌঁছতে পারেনি। আর আপনার কাকা তো সবে সৈন্য নিয়ে পৌছেলেন সুতরাং সবাই ক্লান্ত। একটা রাত্রি বিশ্রামের সুযোগ তো দেবেন।

এমন সময় স্যার ওয়াল্টার ব্লাণ্ট সেখানে এলেন। হটস্‌পার-এর উদ্দেশ্যে বললেন—'রাজা মশাই আমাকে এক সম্মানজনক প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ কি? আপনাদের এই বিদ্রোহের কারণ কি? রাজা মশাইকে সব কথা খুলে বলুন, তিনি আপনাদের অপরাধ মার্জনা করে দেবেন।'

হটস্‌পারের মন্তব্য—রাজা কিভাবে প্রতিশ্রুতি দেন আর তা পালনই বা কিভাবে করেন তা অজানা নয়। তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়সে আমার বাবা আর কাকার চেষ্টায় তিনি রাজত্ব লাভ করেন। আমার বাবা তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে পরবর্তীকালে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সামন্ত রাজারা আর নর্দাম্বারল্যাণ্ডের আর্ল হেনরি পার্সি তাঁকে বহুবার সাহায্য করেছেন। কিন্তু তিনি অকৃতজ্ঞের মত সব ভুলে যান।'

'—দেখুন আমার ওসব কথা শোনার কোন দরকার নেই।'

'—ঠিক আছে আসল কথা বলছি শুনে যান। রাজাই পরিস্থিতিকে ক্রমে ঘোলাটে করে তোলেন। বিদ্রোহের মুখে ঠেলে দিয়ে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করেন। পিতাকে রাজসভা থেকে কর্মচ্যুত করেন। আমার কাকাকে পরিষদ থেকে তাড়ান হয়েছে। আরও আছে। ওয়েলস্ এর যুদ্ধে আমাকে জঘন্যভাবে অপমান করেন। তাই আজ আমরা রাজমুকুট কেড়ে নেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'—তবে কি আমি একথাই রাজামশাইকে জানাব।'

'—না অবশ্য এটা শেষ কথা নয়। আমাদের সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামীকাল কাকা রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, কথা বলবেন। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা তিনি ব্যক্ত করবেন।

স্যার ওয়ালস্টারস্কট বিদায় নিয়ে রাজার শিবিরের দিকে গেলেন।

'এদিকে ইর্য়কের আর্চ বিশপ-এর প্রাসাদে স্যার মাইকেল এবং ইয়র্কের আর্চ বিশপ রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত।'

কথা প্রসঙ্গে ইয়র্কের আর্চ বিশপ বললেন—শুনুন আগামীকাল এমনই একটা দিন যে দশ হাজার নারী পুরুষ-এর অদৃষ্ট জড়িয়ে রয়েছে, কাল সকালে রাজা আর লর্ড হেনরি মুখোমুখি লড়াই শুরু করে দেবেন।

এবার একটা ভাঁজ করা পত্র স্যার মাইকেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—'এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লর্ড মার্শালের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। মনে রেখ পত্রটি খুবই জরুরী।

মাইকেল বললেন—'চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করব না।' —আমার একটি ব্যাপারে ভয়—'গ্লেনডাওয়ারের অনুপস্থিতিতি আর নর্দাম্বারল্যাণ্ড মৃত্যুশয্যায়। ফলে রাজশক্তির তুলনায় টমাস পার্সি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন।'

'—আমি তো ভয়ের কিছুই দেখছি না স্যার। টমাস পার্সির পাশে মার্টিমার আর ডগলাস যখন রয়েছে তখন নিশ্চিত থাকতে পারেন। আর মার্টিমার যদি নাই থাকে তবে ওয়েস্টারের ডিউক। পর্ডেক ও ভার্সন তো রয়েছেই।'

'—হ্যাঁ তা অবশ্য সত্যি।' আর্চ বিশপ বললেন—'তবে রাজার পক্ষে মহাবীররা রয়েছেন। ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন, ওয়েস্ট মোরল্যাণ্ড এবং যুবরাজ রাজার পক্ষে তবে হ্যাঁ আমি আশাবাদী। কিন্তু শত্রুকে ছোট করে দেখতে নেই। তাই বলছি কি যতশীঘ্র সম্ভব পত্রটি পৌঁছে দাও। রাজা আবার আমার গোপন বন্ধুত্বের খবর পেয়ে গেছেন।

আর্চ বিশপের নির্দেশ মাইকেল লর্ড মার্শলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ঘোড়া নিয়ে যাত্রা করলেন।

রাজার শিবির। শ্রুষবেরির অদূরবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তে রাজা শিবির স্থাপন করেছেন।

ল্যাঙ্কাস্টারের স্যার জন ফলস্কাফ, স্যার ওয়াল্টারবার আর যুবরাজ প্রমুখের সঙ্গে রাজা শিবিরে এক সভায় মিলিত হয়েছেন। সভার আলোচ্য বিষয় যুদ্ধের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণ।

এমন সময় ভার্সন ও টমাস পার্সি সেখানে উপস্থিত হলেন।

রাজা আগন্তুকদের উপস্থিতিতে বিস্মিত হলেন। শত্রুপক্ষের মহাবীরদের আগমনে আশ্চর্য হওয়ারই কথা।

রাজা সবিস্ময়ে বললেন—'কি ব্যাপার টমাস পার্সি, এ সময়ে তোমার উপস্থিতিতে আমি অবাক হয়েছি। দু'দিন আগেও তুমি ছিলে আমার ডান হাত, আর আজ—

টমাস পার্সি বললেন—মহারাজ আমি তো আপনার পাশে পাশেই ছিলাম, ভবিষ্যতেও আপনার ডান হাত হয়েই থাকতে উৎসাহী। যুদ্ধবিগ্রহ আমার সত্যি ভাল লাগে না। রিচার্ড-এর রাজত্বকালে আমি প্রাণপণে আপনার জন্য লড়ে গিয়েছিলাম এতো আর মিথ্যা নয়, বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলাম আপনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার

জন্য। আপনি তখন কথা দিয়েছিলেন ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক পদ আর কষ্ট ছাড়া আর কিছুই চান না। কিন্তু আপনি সেটা ভুলে গেলেন। ঠিক তখনই আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যায়, আর আমাদের ওপর হয়ে ওঠেন খড়গহস্ত। আমরা আপনার সামনে দাঁড়াবার সাহস পাইনি।

রাজা নির্বাক। চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। টমাস পার্সি বলে চলেছেন—ফলে অনন্যোপায় হয়ে আমরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হই। আর তার ফলে বিদ্রোহী হয়ে পড়ি।

'—তোমার এসব কথা তো আজ বিদ্রোহীদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শোন পার্সি, আমি আমার প্রজাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসি, এমনকি যারা তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করে আজ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে তাদেরও। আমার প্রস্তাবে সম্মত হলে তার ফল থেকে তোমরাও বঞ্চিত হবে না। আগে যুদ্ধ বন্ধ কর—'

'—না মহারাজ, তারা এ প্রস্তাবে সম্মত হবে না। ডগলাস আর হটস্‌পার যখন পাশাপাশি রয়েছেন তখন তাদের মিলিত শক্তি পৃথিবী উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

'—তবে তাই হোক। যুদ্ধই হোক, আমরাই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি।

উপায় না দেখে ভার্সনকে নিয়ে পার্সি বিদায় নিলেন। ঘটনাস্থল বিদ্রোহী শিবির। টমাস পার্সি ও ভার্সন রাজদরবার থেকে ফিরে এসে অন্যান্যদের রাজার বক্তব্য জানালেন। কথা প্রসঙ্গে এও বললেন যে রাজা যুদ্ধ করার জন্য সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং শীঘ্রই যুদ্ধে নামছেন। রাজার কথায় ও আচরণে বিন্দুমাত্র দয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।

সবকিছু শুনে হটস্‌পার নীরবে কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললে—কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে রাজার কাছে কৃপা ভিক্ষা করেননি?'

'—আমাদের অভিযোগের কথা, ও রাজা কিভাবে আমাদের কাছে বারবার শপথ ভঙ্গ করেছেন তা জানালে তিনি অস্বীকার করেন।'

এমন সময় ডগলাস হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন—শীঘ্র যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি নিন। সৈন্যদের তৈরী হতে বলুন।'

ভার্সন বিষণ্ণমুখে বললেন—যুদ্ধ করতে চান করুন। কিন্তু একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না। কোনক্রমে রাজার মৃত্যু হলে কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সমূহ ক্ষতিই হবে। এবার নিজেরাই কর্তব্য স্থির করুন।' এমন সময় এক দূত এসে হটস্‌পার-এর হাতে একটি পত্র দিলেন। পত্রটি খুলতে না খুলতেই অন্য আর এক দূত এসে সংবাদ দিল রাজা এসেছেন তার সঙ্গে কথা বলতে।

হটস্‌পার তাঁর সহযোদ্ধাগণকে নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাজাকে স্বাগত জানাতে।

দীর্ঘ সময় ধরে হটস্‌পার আর রাজার মধ্যে কথোপকথন হল। কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস কিছুতেই উভয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না যার ফলে যুদ্ধ স্থগিত রাখা

যেতে পারে।

যুদ্ধ। ঘোরতর যুদ্ধ বেঁধে গেল বিদ্রোহী ও রাজার মধ্যে। রাজা কৌশল অবলম্বন করলেন। একাধিক বীর যোদ্ধাকে রাজার পোশাকে সজ্জিত করে ছেড়ে দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা এ কৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। কে যে আসল বুঝতে পারছেন না। প্রথম দিনের যুদ্ধেই স্যার ওয়াল্টার বার্ণ্ট নিহত হলেন। তাঁর পরনে ছিল রাজার পোশাক।

প্রথম দিনের যুদ্ধের গতিবিধি হটস্‌পার-এর মনে উৎসাহের সঞ্চার করল।

দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ শুরু হতেই ছোট রাজপুত্র ল্যাঙ্কাস্টার বিপুল বিক্রমে শত্রু সৈন্য বধ করতে লাগলেন দুর্বার তাঁর গতি। কিন্তু দুপুর গড়াতেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। শত্রু পক্ষের বর্শা তার বুকে বিঁধল।

এদিকে স্বয়ং রাজা ডগলাস এর সঙ্গে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে রাজা বিপন্ন হয়ে উঠলেন। অতর্কিতে যুবরাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। উপায়ন্তর না দেখে ডগলাস কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালালেন।

এবার হটস্‌পার উন্মুক্ত অসি হতে অতর্কিতে যুবরাজের সামনে দাঁড়ালে আবার তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। দাঁত চেপে বললেন বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড় শয়তানটাকে পেয়েছি তোমার বুকের রক্তে আমার অসি রাঙাবই।

প্রবল যুদ্ধ শুরু হল কেউ কারো চেয়ে কম নন। যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যপ্রান্তে ডগলাস ও ফলস্টাফ। ডগলাস ফলস্টাফকে হত্যা করলেন।

এদিকে যুবরাজের অসির আঘাতে হটস্‌পার মাটিতে পড়ে আছেন, সর্বাঙ্গে রক্ত। যুবরাজ গর্জে উঠলেন—নরাধম হটস্‌পার, উচ্চাকাঙ্খাই তোমার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। তোমার সারা জীবনের কৃতিত্ব নিয়ে স্বর্গলাভ কর।

আহত রাজপুত্র ল্যাঙ্কাস্টার সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি আবার যুদ্ধে মেতে গেলেন।

এমন সময় যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য প্রান্ত থেকে সংবাদ এল টমাস পার্সি নিহত হয়েছেন। বিদ্রোহীরা হতাশ হয়ে একে একে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

রাজা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা জীবিত রইলেন তাঁরা মর্মে মর্মে বিপ্লবের উপলব্ধি করলেন।

রাজা যুবরাজ, রাজপুত্র ল্যাঙ্কাস্টার এবং অন্যান্য লর্ডদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—যুদ্ধ সমাপ্ত হলেও আমাদের মাথার ওপর দুর্যোগের মেঘ কাটেনি। ভুললে চলবে না, একে বরং মনে করতে পারেন প্রথম যুদ্ধ আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এবার রইলেন স্ক্রুপ নর্দামবারল্যাণ্ড মার্কের আর্ল ও গ্লেনডাওয়ার। আমরা নতুন উদ্যম নিয়ে আবার বিদ্রোহী নিধন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হব।

হ্যামলেট

।। এক ।।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত।

মধ্য প্রহর পার হয়ে তৃতীয় প্রহর শুরু হতে চলেছে। গা ছম ছম করা নিশুতি নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে রয়েছে সারা পৃথিবী। তার মাঝেই নিশ্চুপ কালের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিরাট দুর্গ। কোথাও কোন জনমানুষের সাড়া শব্দ নেই। দুর্গ প্রাকারের মাথায় প্রহরা মঞ্চে তখনো প্রহরী জেগে বসে আছে। ঢাল, তরোয়াল ও বর্শা নিয়ে সে একা পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। অকুতোভয় এই প্রহরীও ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল। ছটফট করতে করতে সভয়ে চারিদিকে তাকালো। সেই বিশেষ সময় সমাগত। কিন্তু তার অনেক আগেই সে পালাতে চাইছে। প্রহরীর পাহারা দেওয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় জন এসে গেলেই সে ছুটি পাবে। বারে বারে তাই সে নিচের সিঁড়ি পথে তাকাতে লাগলো,

সেখান দিয়ে ওপরে উঠে এল সশস্ত্র সুসজ্জিত সৈনিক। নাম তার বার্ণাডো পাহারার দায়িত্ব তার কাঁধে নিয়ে প্রথম প্রহরীকে সে মুক্তি দিয়ে দিল। মনের আনন্দে মুক্তি পাওয়া প্রহরী নিচে নেমে যাচ্ছিল। স্বাভাবিক কাজ করতে কি সে পেরেছে?

না, বেশ ভয় ভয় করছিল।

আমাকে হয়ত তাই করতে হবে। হোরাসিও আর মারসেলাস যদি আসত, বেঁচে যেতাম।

ওদের আসবার কথা ছিল কি? প্রহরী প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, প্রেতাত্মাকে ওরা নিজের চোখে পরখ করতে চায়। যাক পথে দেখা হলে ওদের তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও।

প্রহরী অন্ধকারে চলে যাবার অনেক পরে হোরাসিও আর মারসেলাস উপরে উঠে এল। বার্ণাডো যেন হাতে প্রাণ পেয়ে গেল। ওদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গত দুরাতের গল্প আরম্ভ করল। প্রেতাত্মা কখন আসে, কেমন দেখতে, বা এসেই বা কি করে ইত্যাদি বলে যেতে লাগলো। ওরা কিন্তু এইসব মন দিয়েই শুনছিল। হঠাৎ মারসেলাস আস্তে আস্তে বললো তোমরা সবাই সাবধানে থাকো। সকলে চমকে তাকিয়ে দেখলো, সত্যিই এক বিরাট মূর্তি দূরে একটা পাথরের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে। দেহে তার যুদ্ধের সাজসজ্জা। শিরস্ত্রান, বর্ম এবং কটিদেশে তরবারি দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ কোন কিছু দিয়ে যেন প্রেতাত্মার দেহটা তৈরী হয়েছে। ওর ওই দেহের ভিতর দিয়েই ওপাশের প্রাকারের খাঁজকাটা অংশগুলো দেখা যাচ্ছে। কোন বাধাই সৃষ্টি হচ্ছে না।

রক্ত মাংসের শরীরে কখনো এরকম হয় না। নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মাই হবে। হোরাসিও মারসেলাসের ভেতরটা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। সেই সময় বার্ণাডো-এর গলা শোনা গেল।

ঠিক রাজার মতো দেখতে, তাই না? তাই তো দেখছি। মারসেলাস ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল এবং হোরসিওর দিকে তাকিয়ে আত্মাকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো।

হোরসিও জিজ্ঞেস করলো এই মাঝ রাতে যোদ্ধার বেশে রাজার মূর্তি ধরে কে তুমি এসেছ? কেন? উত্তর দাও। কিন্তু তার তরফ থেকে কোন উত্তর এলো না। নীরবে কাটলো কিছুটা সময়। তারপর মূর্তিটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা তিনজনেই সাথে সাথে অনুভব করল প্রচণ্ড শীতল বাতাস। শীতের চোটে যে হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি হচ্ছে। ওই অবস্থার মধ্যেই হোরসিওর গলা দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো। নরওয়ে যুদ্ধযাত্রার পোষাকে, ঠিক যেন রাজা। কত করুণ-বিষাদ তাঁর মুখ। বাকী দুজনেও কথাটা স্বীকার করলো। তারপর এই দেখার বিষয় নিয়ে নানা কথা বলতে বলতে ওরা মগ্ন হয়ে গেল। ওরা একমত হ'ল—কথাটা অচিরেই দুর্গের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে। প্রজাদের কানে গিয়ে পৌঁছাবে। "রাজার আত্মা তার কবর থেকে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে"—এই জনরব থেকে ছড়িয়ে পড়বে আতঙ্ক। অশুভ ইঙ্গিত মনে করে জনতা হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। হয় ভাববে রাজ্যের পতন অতি অবসম্ভাবি। কোন ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে দেশ ডুবে যাবে কিংবা দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় হাজার হাজার মানুষ মারা পড়বে। আত্মা নিশ্চয়ই সে রকম কোনো অশুভ আভাস বহন করছে।

আলোচনায় মত্ত থাকা অবস্থাতেই সেই আত্মা আবার ফিরে এল এবং আগের জায়গাতেই দাঁড়াল।

হোরাসিও জোরে চিৎকার করে উঠলো উত্তর দাও। তোমার যদি কথা বলার কোন ক্ষমতা থাকে, তবে বলো, কেন তুমি এসেছ? এসবেরও কোন উত্তর তার মুখে শোনা গেল না বরং ধীরে ধীরে আত্মার ছায়া দূরে সরে যেতে লাগলো। তাই দেখে হোরাসিও আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। মারসেলাসকে পথ আটকে দিতে বললো। ও ভয়ে ভয়ে বর্শা বাগিয়ে রুখে দাঁড়ালো। বাকি দুজনও খোলা তরবারি হাতে সামনে এগিয়ে এল। মূর্তি তখন ঘুরে দাঁড়াল। মনে করল হয়তো এবার কিছু বলবে। ঠিক সেই সময়েই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মোরগের সুতীব্র সুতীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার রাত্রিশেষের বাণী ঘোষণা করিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হল সেই ছায়ামূর্তি তখন তিনজন স্তম্ভিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। পূবের আকাশের অন্ধকার ততক্ষণে ক্রমে ক্রমে শেষ হয়ে যাচ্ছে। হোরাসিও স্বাভাবিক হয়ে বললো; মোরগের ডাক মানেই তো ভোর হয়ে আসছে।

আত্মারা তাই হয়তো লুকোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যাক, হ্যামলেটকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখতে হবে। মারসেলাস এবং বার্ণাডো নীরবে ঘাড় নাড়ল।

।। দুই ।।

ডেনমার্ক—

ছবির মত ছোট্ট সুন্দর একদেশ। সেই দেশের রাজা প্রজাদের নিজের ছেলের মতোই ভালবাসতেন, বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন ঝুঁকি নিয়ে। পরম-বিদ্বান এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সেই রাজা গত দুমাস আগে একদিন রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন রণক্ষেত্র থেকে রণজয় করে। সেই দিন শুরু হয়েছিল অফুরন্ত আনন্দের উৎসব। সারারাজ্যে বাদ্যযন্ত্রে মুখর হয়ে উঠেছিল। রাজার গলার মালা দিয়ে প্রজারা বরণ করে নিয়েছিল। ওরা আনন্দে নেচে উঠেছিল, খেয়েছিলো পেটভরা নানা সুখাদ্য ও মুখরোচক। রাজা খুবই ক্লান্ত ছিলেন। রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম নিতে উপস্থিত হলেন। সেখানেও আনন্দের হাট চলছে। নানা উচ্চপদের রাজকর্মচারীর ভিড় সভাসদ দাসদাসী ও পরিচারিকা ও আত্মীয় বন্ধুতে সে স্থান গিজ গিজ করছে। কোলাহলে পূর্ণ। তাই সকলের অগোচরে বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি। এই বাগানটা তার খুবই প্রিয়। রাজ্যের নানা জটিল সমস্যা চিন্তা ভাবনা তিনি এখানে বসেই সমাধান করেন। সেদিন যুদ্ধ জয়ের গৌরব অনুভব করতে করতে বাগানের প্রিয় নিভৃত কোণটিতে শরীর এলিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই তার শেষ ঘুম। আর জেগে উঠে প্রজাদের সামনে হাসিমুখে আর দাঁড়াতে পারলেন না। প্রিয় পুত্র হ্যামলেটকে কাছে ডেকে প্রজাদের মনের মতো হবার জন্য উপদেশও দিতে পারলেন না। রাজপ্রাসাদেও আর ফিরে এলেন না। প্রিয় বাগানেই তার শয্যা রচিত হলো।

রাজাকে সাপে কেটেছিল। কিন্তু সাপটা কোথা থেকে এলো? মালিরা তো সর্বক্ষণ বাগানের প্রতি নজর রাখছে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখছে। প্রহরীরাও অতন্দ্র পাহারায় নিযুক্ত ছিল। সব কিছু ওদের নখ দর্পণে। স্বর্গের নন্দন কাননের মতো উজ্জ্বল আভায় বাগান সর্বদাই আলোকময়। তবুও সাপ এলো এবং রাজাকে কেটে চলে গেল।

প্রজারা কিন্তু মন থেকে এই মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেনি। ওদের সন্দেহ একটা রয়েই গেছে। 'ষড়যন্ত্র'—বলে কোন বিক্ষোভও দেখাল না। ভয় করে, কিন্তু রাজার ভাই ক্লডিয়াসকে ওরা ঘৃণা করে, যমের মতো ভয় করে। লোকটা বীর কিন্তু অত্যন্ত ছোট মন ও অত্যাচারি। তাই প্রজাদের মনের সন্দেহ মনেই রয়ে গেল। সারা রাজ্যের পণ্ডিত ও সভাসদেরা মিলিত হলো। রাণী পাটরুও সিংহাসহেন বসে আছেন। হ্যামলেট, রাজভ্রাতা ক্লাডিয়াস এবং নাম করা কর্মচারীরা উপস্থিত। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনার পর সভা ঘোষনা করল রাজার মৃত্যুর পর পদাধিকার বলে রাণীই এই রাজ্যের বর্তমান অধিকর্ত্রী। তবুও একজন রাজার দরকার আছে। কেননা, পাশের রাজ্যগুলি এই সুযোগ নিয়ে তাদের রাজ্য আক্রমণ করে বসতে পারে। একা রাণীর পক্ষে এই দুর্যোগ সামলানো অসম্ভব ব্যাপার। তিনি রাজনীতি এবং যুদ্ধ বিদ্যায় অতি পারদর্শী

হয়ে উঠলেও এই বিশাল রাজ্য তার পক্ষে চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং এমন একজন ব্যক্তিকে আমাদের প্রয়োজন যে এই বিপদসঙ্কুল অবস্থায় রাজ্যকে উপযুক্তভাবে চালনা করতে পারেন। রাজনীতি, অর্থনীতি সমর নীতির কিছুই বোঝে না। তাকে দিয়েও হবে না। এমন একজনকে দরকার যিনি নির্লোভভাবে ও অস্থায়ীভাবে রাণীর পাশে বসে রাজার ভূমিকা পালন করে যাবেন। এমন কঠিন ব্যক্তিত্বকেই আমাদের দরকার। অন্ততঃ হ্যামলেটের উপযুক্ত হয়ে সিংহাসনে আরোহণের কাল অবধি তাকে রাজার কাজ করতে হবে।

ঘোষণা শেষ হলো, সঙ্গে সভার নানা কোণ থেকে নানারকম কথা শোনা গেল। তার মধ্যেই এক কোণ থেকে কয়েকটি মিলিত কণ্ঠ চীৎকার করে উচ্চারণ করলো রাজভ্রাতা ক্লডিয়াসের নাম। মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদি ব্যক্তিরাও রাজার ভাইকে সমর্থন করলো। অন্য কোন নাম আর উত্থাপিত হলো না। সভা অস্থায়ী রাজা হিসাবে ক্লডিয়াসকে মেনে নিল। রাণী গার্টরুও মধুর হেসে দেবর ক্লডিয়াসকেই তার পাশের শূন্য সিংহাসন বসবার জন্য আহ্বান করলেন। নতুন রাজা এগিয়ে গেলেন। জনতা রাণী এবং ক্লাডিয়াসকে এর নামে জয়ধ্বনি দিল বার বার। আকাশ বাতাস মুখরিত হল।

হ্যামলেট কিন্তু সবার অলক্ষ্যে সভা থেকে বেরিয়ে গেল। মার পাশে সে এতো দিন তার বাবাকে দেখে এসেছে। কিন্তু সেই জায়গায় তার কাকাকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না। তাছাড়া হ্যামলেট তো জানেই, কাকা তার কতোটা স্বার্থপর, অত্যাচারি ও সন্দেহ প্রবণ। ঐ মহৎ, উদার এবং বীর হৃদয়ে অধিকারী লোকটার সিংহাসনে এই নীচ প্রকৃতির লোকটাকে মোটেই মানায় না। তবুও মা কেমন হাস্যবদনে ওকে বরণ করে নিল। তার মার এইরকম আচরণটা মোটেই ভাল লাগেনি।

এই ভালো না লাগাটা কিছুদিনের মধ্যে অনেক বড় আকারে দেখা দিল। অস্থায়ী রাজা রাণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন। আর রাণীও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। দেখে মনে হচ্ছে আগেই তাদের ঠিকঠাক ছিল সবকিছু। আর বিবাহও হলো ধুমধাম করে। সারা রাজ্যের সবাই ধিক্কার দিয়ে উঠলো। কিন্তু রাজা ক্লডিয়াসের কড়া শাসনে সে সব ধামা চাপা পড়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। কিন্তু হ্যামলেট পড়লো বিপদে। বাবার মৃত্যুর পর তার মাকেই বড় কাছে পেয়েছিল। কিন্তু সেই মাই তার পর হয়ে গেল। ওর কিছুই ভালো লাগছে না। খেলাধূলা, পড়াশুনা, অস্ত্রশিক্ষা কিছুতেই মন দিতে পারছে না। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে না। শুধু নির্জনে বসে তার বাবার কথা ভাবে। ওর অনবরত মনে হয়, কাকা যেন ঠকিয়ে বাবার সিংহাসনে নিয়ে নিল। মাকেও স্ত্রী করে হাত করলো। এসবের মধ্যে হয়তো কোথাও একটা ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হচ্ছে। কিশোরমন তার কিছুতেই ধরতে পারে না। একটা অস্বস্তি এবং জ্বালা তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে।

তাই হয়তো চলাফেরায় কথাবার্তায় একটা অবিনীত ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। যেটা রাজা ক্লডিয়াসের চোখে মোটেই ভাল ঠেকে না। তিনি সন্দেহ নিয়ে তাকান, তবুও

কিছু বলতে পারেন না। হ্যামলেট যে রাণীর আপন গর্ভের সন্তান। তাছাড়া হ্যামলেটকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন। সুতরাং রাজা ক্লডিয়াসকে একটু সইতেই হয় ওসব। হ্যামলেটও ক্লডিয়াসের প্রতি সন্দেহ নিয়ে তাকায়। তার নিজের মা, বাবা আর সিংহাসনকে জোর করে কেড়ে নেওয়ার সন্দেহ। মনের এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যও সর্বদাই কালো পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায়। তার বাবার মৃত্যুর পর পারলৌকিক কাজের সময় ওই পোষাক পরেছিল। ওটাই নিয়ম, তারপর যথা নিয়মে খুলেও ছিল। কিন্তু মা আবার বিয়ের আসরে ওটা পরেছিল। প্রচার করেছিল সন্দেহ, অনাস্থা এবং শোক। সেই থেকে আজ অবধি কালো পোষাকটা আর ছাড়েনি, এই নিয়েই সে সব জায়গায় চলাচল করে। এই কালো পোষাকটাই সন্দেহ অনাস্থা এবং শোকের প্রতীক হয়ে গেল সেই সময় থেকে।

।। তিন ।।

মধ্যরাত পার হয়ে গেছে।

প্রহরীরা মঞ্চের ওপরে গায়ে কালো পোষাক পরে অন্ধকারে দূর্গ প্রাচীরের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনটি ছায়া মূর্তি। তারা সবাই সশস্ত্র। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে নিজেরাই সচ্চারিত হচ্ছে। গভীরভাবে চেপে বলা অশুভ আবহাওয়াকে একটু হাল্কা করার জন্যই হ্যামলেট বলল—আর কতক্ষণ হোরাসিও? এখনো কি সময় হয়নি? হয়েছে রাজকুমার! একটু ধৈর্য্য ধর। হ্যামলেটের পক্ষে ধৈর্য্যধারণ সত্যিই কঠিন। সকালে হোরসিও, মারসেলাস এবং বার্ণাডো গিয়ে খবরটা দেওয়াতে প্রথমে বিশ্বাসই করেনি হ্যামলেট। ভেবেছিল কোনো দুষ্ট লোকের কারসাজি হয়ত। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে। তাদের চোখ মুখের হাবভাব এবং মুখের কথা শুনে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, রাতের দেখা ওই মূর্তিটা আসলে প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু কথা হচ্ছে সেই আত্মা একদম তার পিতার মতো দেখতে। হ্যামলেটের ভয় এবং কৌতূহল সেখানেই। তাই তার পিতার আত্ম এভাকে কষ্ট পাচ্ছে অথবা কোন অমঙ্গলের ইঙ্গিত করেছে। তিনি তাই আগেভাগে সাবধান করে দিতে চান।

যাই হোক অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হোরাসিওকে এতদিন বাদে দেখে যেমন আনন্দিত হল, তেমন খবর শুনে ঔৎসুক্যও প্রকাশ পেল। রাজকুমার হ্যামলেট বন্ধুকে জানাল, অবশ্যই সেখানে সময় মতো যাবে এবং তার আত্মার সাথে কথাও বলবে।

সেই কথা অনুসারেই অবলোকন মঞ্চের এই অসাড় নির্জনে হ্যামলেটের আগমন। মারসেলাস ও হোরসিও সঙ্গে রয়েছে পরস্পর নিচু গলায় কথা বলছিল ওরা। আত্মা এসে বিশেষ জায়গাটিতে দাঁড়াল। হ্যামলেট ভালো করে দেখলো। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। ঠিক তার বাবা। সেই মুখ, সেই দাঁড়ি, সেই বর্ম সেই অস্ত্র। পিতা আপনি কেন এখানে এসেছেন? দয়া করে বলুন, কিভাবে আপনি শান্তি পাবেন!

ছায়ামূর্তি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ডান হত তুলে ডাকল রাজকুমারকে এবং সিঁড়ি পথের দিকে চলতে শুরু করল। মন্ত্র মুগ্ধের মতো হ্যামলেটও পেছনে অনুসরণ করে চললো। কিছু পরেই ওর সম্বিত ফিরল এবং সাথে সাথেই ঈশ্বর ওদের দূতদের নাম স্মরণ করল মনে মনে। তারপর দৃঢ় গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

—কে তুমি? কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে চাও?

—আত্মার উত্তর, আমাকে অনুসরণ কর।

—না, আগে আমার কথার জবাব দাও। হ্যামলেট অবিচল দাঁড়িয়ে পড়েছে। ছায়ামূর্তি প্রায় তার কাছে সরে এল এবং বলল আমার হাতে সময় বড় কম এভাবে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। তার আগেই তোমায় দেখিয়ে এবং বলে যেতে চাই। যাতে তুমি এই প্রতিশোধটা নিতে পার।

—মানে? রাজকুমারের গলা চিরে ভয়ার্ত একটা শব্দ বেরিয়ে আসে।

—আমি তোমার পিতা এবং পূর্বতন রাজার আত্মা বলছি। অনুসরণ করে দেখে যাও শুধু। কিভাবে আমাকে এই সুন্দর পৃথিবীলোক থেকে মেরে ফেলা হয়েছে। হ্যামলেটের মনে এতদিন ধরে একটা সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। এবার ওর মনে হলো যেন ইচ্ছাপূরণ হয়ে গেছে। তাই কোন কিছু বিবেচনা না করেই সেই আত্মার সাথে সাথে বাগানে চলে গেল। একটা বিশেষ চিহ্নিত জায়গায় এসে দাঁড়াল। সেই জায়গা, যেখানে তার প্রিয়পিতা বিশ্রাম করতে এসে দেহ রেখে ছিলেন।

আত্মা হ্যামলেটকে জানালো, ঘুমন্ত অবস্থায় তার কানে বুনো পাতার রস ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে দেহের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল এবং অসাড় অবস্থায় প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।

—কে সেই ঘৃণ্য নায়ক?

—তোমার কাকা, মানে আমার ভাই। সিংহাসনে এবং রাণীকে হস্তগত করেছে। পার না, প্রতিশোধ নিয়ে আমাকে একটু শান্তি দিতে?

হ্যামলেট কি বলবে? তার সমস্ত অন্তর তার পিতার জন্য কেঁদে উঠল এই নির্মম হত্যার কথা শুনে। জঘন্য হত্যাকারী রাজা ক্লডিয়াসের প্রতি এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ক্রোধ জমা হল। ফেটে পড়তে চাইল সহস্রধারায়। ও পিতার আত্মাকে কথা দিল। অচিরেই প্রতিশোধ নেবে এবং অশান্ত আত্মাকে শান্ত করে পুত্রের কর্তব্য পালন করবে। এই কর্তব্য পালন না করা অবধি সে নিজেও শান্তিতে থাকতে পারবে না।

আত্মা অদৃশ্য হয়ে গেল।

হ্যামলেট তার পিতার কবরের উপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। মারসেলাস ও হোরাসিও সেখানে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। ওদের চোখে রিতিমত ভয় বিস্ময় দুটোই একসঙ্গে মেশানো। অবলোকন মঞ্চ থেকে আত্মার পিছন পিছন চলে যাওয়ার পরই ওদের

চৈতন্য এসেছিল। এতরাতে রাজকুমারকে পেতাত্মার পিছনে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি মনে করে তারা ভয়ে একেবারে সিটিয়ে যাচ্ছিল। তার পিতার আত্মাই হোক আর অন্য আত্মাই হোক, মৃত্যুর পরে ওরা আর জীবিত মানুষের মিত্র থাকে না। অনিষ্ট করাটাই স্বাভাবিক। এই রকম নানা কথা ভাবতে ভাবতেই বাগানে এসে প্রবেশ করলো এবং হ্যামলেটকে ওর পিতার কবরে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেল। অবশ্য ভয়ও পেয়েছিল। ওরা কাছে এসে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। রাজকুমার, তুমি বল, কি ঘটেছে?

বলতে গেলে আমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হবে, রক্ত ঝরবে বন্ধু, তোমরা আমাকে অনুরোধ কর না। শুধু মনে রেখো, আজ রাতে যা দেখেছ সব ভুলে যাবে। আর কাউকেই বলবে না। হোরাসিও মারসেলাস যেন কথাটার অর্থ বুঝতে পারালো না। ওদের সামনে এই প্রশ্নটা বিরাট অর্থবহ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—হ্যামলেট ওদেরকে একবার ভালো করে দেখল এবং করুণ ভাবে বলল—তোমরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বন্ধুর কাছে কিছুই লুকানো উচিত হবে না। তবুও বাধ্য হচ্ছি গোপন করতে। সময় আসুক সব তোমাদের বলবো। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার তরবারি ছুঁয়ে শপথ করো, যা দেখেছ কাউকে বলবে না?

ওরা রাজকুমারকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। তাই কোনো কারণেই জানতে চাইল না। অস্ত্রটায় হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে তারা প্রতিজ্ঞা করল।

।। চার ।।

বাবাকে সে কথা দিয়েছে। প্রতিশোধ নেবে এবং তার আত্মার শান্তি পাওয়ার পথ প্রশস্ত করবে। ভেবে ছিল কাজটা খুব সহজ ভাবেই শেষ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টে ফল হলো। রাজা ক্লডিয়াসের চারিদিকে প্রহরীদের কঠিন পাহারা সর্বক্ষণ অক্লান্তভাবে কাজ করছে। রাজকুমার হ্যামলেট কোন ফাঁকই পাচ্ছে না। সে এখন রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অসি যোদ্ধা। কেউ তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু মুশকিল হলো মাকে নিয়ে। সেই মহলা যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে। সব সময় বর্তমান রাজার কাছে কাছে থাকে।

তার সামনেই তার বর্তমান স্বামীকে হত্যাচিন্তাটা হ্যামলেট করতেই পারছে না। শত হলেও তো মা। যত ঘৃণাই থাকুক না কেন তাঁকে সে এখনো ভালোবাসে। মার চোখের সামনে ক্লডিয়াসের বুক লক্ষ্য করে তরোয়াল তুলতে সে কিছুতেই পারবে না। যদি শুধু প্রহরী থাকতো! সে দশজন বা বিশজনই হোক। হ্যামলেটের কাছে কোন সমস্যাই হতো না। ঠিক ওদের সামনেই ক্লডিয়াসের উদ্ধত শির হাওয়ার ভাসিয়ে দিতে পারতো।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় মাকে সমস্ত কথা খুলে বলি, হত্যাকারীকে চিনিয়ে দিই। কিন্তু ইচ্ছেটা শুধু ইচ্ছেই থেকে যায়। বলা আর হয়ে ওঠে না। হ্যামলেট বুঝতে পারে তার মা, মানে বর্তমান রাণী এখন অনেক দূরের মানুষ। পর হয়ে গেছে, তার কাছে সমস্ত,

কিছু খুলে বলা মানে নিজের বিপদকে ডেকে আনা সন্তানের চেয়ে স্বামীই এখন তার কাছে সবচেয়ে আপন। শুনে টুনে বিশ্বাস তো করবেই না। উপরন্তু হ্যামলেটের মন ছোট হয়ে গেছে এবং কারো বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করবে।

ইতিমধ্যে রাজা এবং রাণী বেশ সন্দেহ ও ভয় মিশিয়ে তাকাতে শুরু করে দিয়েছে। হয়তো ওরা কিছু বুঝতে পারছে। কেন না, দু-চারজন চর যে হ্যামলেটের পেছনে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা ওর বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। ওরা দেখেছে রাজকুমার কোথায় যাচ্ছে। কি করছে, কাদের সাথে মিশছে। সবসময় রাজার কানেও উঠে যাচ্ছে কথাগুলো।

হ্যামলেট তাই ঠিক করলো সে পাগল হবার অভিনয় করবে। পাগলকে দেখে কেউ নিশ্চয় সন্দেহ করবে না ভয়ও পাবে না। পাগল, সে তো সতিই পাগল, পাগল তো আর সিংহাসনে বসে না বা রাজ্য চালাতেও পারে না। সুতরাং রাজা ক্লডিয়াসের বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা হিংসা থাকবে না। আর হ্যামলেটও নিশ্চিন্ত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেওয়া বা তার প্রিয় পিতার আত্মাকে তৃপ্ত করা যাবে। যতদিন যাচ্ছে ও ততই ছটফট করতে লাগলো। যা করবার ছিল তা করতে পারার যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। দেখতে দেখতে রাজ্যময় ছড়িয়ে গেল রাজকুমার পাগল হয়ে গেছে। সকলেই দেখছে, ওর কথাবার্তায় কোন মিল নেই— কোন সংযত অর্থ উদ্ধার করা যায় না। কখনো শান্ত, কখনো বা উদ্ধত, আচার-আচরণ, কখনো হাসির খোরাক যোগায়, কিংবা কখনো ভয়ের, পাগলের একেবারে নিখুঁত অভিনয় করে যাচ্ছে।

এসব দেখে শুনে রাজ্য ক্লডিয়াস কিন্তু খুব খুশি হল। হল নিরুদ্বিগ্ন। তার মনে ভয় তো ছিলই। উপযুক্ত ছেলে, তাছাড়া প্রজারা ওকেও ওর বাবার মতই ভালোবাসে। পাগল হবার আগে ছেলেটার আচার-আচরণ এবং উদ্ধত ও দুর্বিনীত কথাবার্তা যত্রতত্র প্রকাশ পেত। রাজার মৃত্যর সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ছেলেটার মনে দেখা দিয়েছিল, আর সেটাই ওর হাবেভাবে প্রকাশ পেত। আর প্রজাদের মনেও সন্দেহ হতে লাগলো। ক্লডিয়াসের ভয় ছিল। তাই রাজকুমারের ওই ধরনের উসকানি মাখা ভাষা শুনেও জনগণ না বিদ্রোহ করে বসে। যাক ফাঁড়া কেটে গেল। ক্লডিয়াস আনন্দিত হল এই ভেবে যে দুনিয়ার কারো পক্ষেই আর রাজার আসল মৃত্য রহস্য খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তার সিংহাসনে বসার ব্যাপারটা দৃঢ় থেকে আরও দৃঢ়তর হলো। রাণী কিন্তু দুঃখ পেলেন। শত হলেও নিজের ছেলে তো। ছোট থেকে নিজের হাতে লালন-পালন করে বড় করে তুলেছেন। ওর প্রতি টান ও মায়া মমতা এখনো রয়েছে। ওর পিতার মৃত্যু এত গভীরভাবে ওকে দাগা দেবে এবং পাগল হয়ে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি। কিন্তু কিছু করারও কোন উপায় নেই। দূর থেকেই ছেলেকে দেখেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আসলে স্বামীর মৃত্যুর দু-মাস যেতে না যেতেই তারই ছোট ভাইকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেওয়ার কারণটাও যে ওই কিশোরের নরম বুকে আঘাত হেনেছিল—এ কথা মানতে তিনি রাজী নন। অবশ্য দেবরকে বিয়ে না করে উপায়ও ছিল না।

পণ্ডিত ও সভাসদদের মিলিত সিদ্ধান্তে ক্লডিয়াস তো রাজা হলো। অস্থায়ী রাজা কিন্তু তার মতো কপট, হিংসুক আর লোভী লোকের পক্ষে সিংহাসনে চুপচাপ বসে থাকা মানায় না। আশা করাও যায় না। হাতে একটু ক্ষমতা আসতেই হ্যামলেটকে বরাবরের জন্যে সরিয়ে নিজেই রাজা হতে চাইল। রাণীকেও জানাল তার অভিপ্রায়, অবশ্য রাণী গার্টরুডের তখন করার কিছু ছিল না। আগের রাজা জীবিত থাকাকালীন তাঁর স্ত্রীর সাথে ক্লডিয়াসের সখ্যতা গভীর হয়েছিল। হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। ঠাকুরপো—বৌদির ব্যাপার। তার উপর ঠাকুরপো যদি অবিবাহিত হন। বৌদির শাসন, স্নেহ, আদেশ উপদেশ সমস্ত কিছুই বর্ষিত হয়। এ সব তো জানা কথাই। রাজা তাই স্নেহ এবং ভালোবাসার চোখে ছোট ভাইকে দেখতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সাত আট মাস কেটে গেলেও, কিংবা শান্তির সময়ে রাজ্যের নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেও তিনি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হতেন যে ছোট ভাই ক্লডিয়াস আছে। রাণীর সুবিধা-অসুবিধা সমস্ত কিছুই ও সামাল দিতে পারবে।

রাজা সত্যি সত্যিই খুব ব্যস্ততার মধ্যেই জীবন কাটাতেন। রাজা কাজের ঠেলায় মাঝে মাঝেই একেবারে হাঁপিয়ে উঠতেন। তখন তার ইচ্ছে হত রাণীকে নিয়ে একটু সুখ দুঃখের গল্প করতে—স্ত্রীকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে। কিন্তু ঐ অবধিই ভাবা শেষ। তার সময় খুব একটা হতো না। অবশ্য রাণীর এর জন্য কোন দুঃখও ছিল না। ঐ পণ্ডিত উদার হৃদয়ের মহান লোকটার কথাবার্তা তিনি অনেক সময় বুঝতেনও না। ওই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে তখন মনে হত অনেক দূরের অনেক ওপরের কোন অচেনা মানুষ। তার চেয়ে ক্লডিয়াস অনেক কাছের মানুষ। ওর চপল চটুল অগভীরে অনেক বেশী ভালো লাগতো। তিনি অনায়াসে অনেক সহজ হয়ে যেতে পারতেন।

আর এই সহজ হওয়াটাই কাল হল, এর জন্যে রাজাকে অকালে প্রাণ দিতে হল। রাণী একবারের জন্যে টেরও পেলেন না শুধু এইটুকু বুঝলেন, ক্লডিয়াসের এতদিনের গোপন প্রেম এবার প্রকাশিত হয়ে উদ্দাম হবার সময় হয়েছে। তিনি প্রমাদ গুণছিলেন প্রেমের পরিণতি বিবাহ। বিবাহের কথা তিনি মনে কি চিত্তেও আনতে পারে না। যদিও দেবরকে তিনি ভালবাসতেন, তবুও এত বড় কিশোর পুত্রের কথা ভেবে তিনি নিজেকে সংযত রাখলেন দিন কয়েক।

ক্লডিয়াস একদিন সরাসরি রাণীকে তার বিবাহের ইচ্ছে জানিয়ে দিল আর জানালো তার ইচ্ছেতেই রাজ্যের সমস্ত কিছু চলছে। এর অন্যথা হলে রাজকুমার হ্যামলেটের বিনাস আসন্ন হতে পারে এবং রাণী গার্টরুডেরও রাজ্যচ্যূত হতে হবে। রাজ্য হারাবার

ভয় বড় ভয়। রাণী গার্টরুড ধীরে ধীরে ক্লডিয়াসের হাতের মুঠোয় দৃঢ়রূপে বন্দী হয়ে গেলেন।

আনাড়ম্বর ভাবে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

।। পাঁচ ।।

দিনের পর দিন পার হয়ে যাচ্ছে। অশান্ত হ্যামলেটকে আরো অশান্ত করে, তুলেছে তার প্রতিজ্ঞা, তার পিতার আত্মাকে কথা দিয়েছিল প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু সেটা নিতে না পারায় তার মানসিক যন্ত্রণা দিন দিন বেড়ে চললো। এতদিন পাগলের অভিনয় করতে করতে প্রায় বুঝি সে সত্যিকারের পাগলই হয়ে যাবে।

পাগলের অভিনয় করেও লাভ হচ্ছে না কিছুই। ভেবেছিল ক্লডিয়াসের সন্দেহ দূর হবে এবং আনন্দ করবে স্থায়ী ভাবে সিংহাসনে বসার সুবাদে। অসতর্ক অবস্থায় একা তো পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিশোধ তো আর নেওয়াও হচ্ছে না। মাঝখান থেকে পাগল হবার ভান করে লাভের মধ্যে লাভ হল—ওফেলিয়া এখন অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

হ্যামলেটের ভালবাসার ওফেলিয়া প্রধানমন্ত্রী পলোনিয়াসের সুন্দরী মেয়ে ওফেলিয়া। রাজকুমারের সাথে যার বিয়ে হবার কথা ছিল, সেই ওফেলিয়া। হ্যামলেট অনেকদিন দেখেছে, দূর থেকে সেই শান্ত নরম মেয়েটা কেমন করে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে। রাজকুমারের পাগলামি দেখে কুঁকিয়ে যায়। তারপর উদগত কোন কিছুকে চাপবার জন্যই দূরে থেকেই ছুটে পালিয়ে যায়।

রাজকুমারের মনটা কেঁদে ওঠে। এক ছুটে কাছে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করে ওফেলিয়া, যা দেখছ, এসব পাগলামী নয়, আমার অভিনয়। বর্তমান রাজা ক্লডিয়াস আমার পিতার হত্যাকারী। আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই। এই দুদিনে তুমিই একমাত্র আমার নিজের লোক। শক্তি দিয়ে, সাহস দিয়ে পাশে থেকে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করতে সাহায্য কর।

কিন্তু আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী পলোনিয়াস এখন রাজা ক্লডিয়াসের আপনজন। তাদের মধ্যে গোপন পরামর্শ হয় নিত্য দিন। হয়তে এই মন্ত্রীও পিতার হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত আছে। কোন অসম্ভব নয়, তার মেয়েকে সব কথা খুলে বলা মানেই বিপদকে ডেকে আনা। একথা সত্যি যে, মেয়েরা কোন গোপন কথা হজম করতে পারে না। যদি কোন প্রকারে কথাটা ওর পিতার কানে ওঠে, তাহলে রাজার কানেও উঠবে। আর তাহলে হ্যামলেটের সমস্ত চেষ্টা মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হ্যামলেট নিজের ভেতরেই নিজের দুঃখে ভেঙে পড়তে লাগল। হঠাৎ একদিন ওর মনে হয় ওফেলিয়া হয়তো এ ধরনের পাগলামী দেখে দেখে আশাহত হয়েছে। ওর বাবা হয়তো অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। যত ভালবাসাই থাক পাগলকে কে আর বিয়ে করতে চায়।

কিন্তু হ্যামলেটের মন সে ওফেলিয়াকেই চাইছে অনবরত। ওকে ছাড়ার কথা সে ভাবতেই পারে না, তবে?

রাজকুমার অসহায়ভাবে কেঁপে উঠল। তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আর সময় নষ্ট মানেই ওফেলিয়াকে হারানো।

তাই পাগলের মতোই ছুটলো সেই সুন্দরী শান্ত মেয়েটার সাথে দেখা করতে। তার আগে লিখে নিল একটা চিঠি। সেই চিঠির ভাষায় যাতে কেউ ওকে সুস্থ বলে চিনে উঠতে না পারে। একটা পাগল কাউকে চিঠি দিলে তার মধ্যে তো পাগলামি থাকবেই। অথচ ঐ পত্রের একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করলেই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ওফেলিয়ার প্রতি তার গাঢ় ভালোবাসার চিহ্ন। ঐ সুন্দরী মেয়েটা নিশ্চয় হ্যামলেটের মনের কথাটা বুঝতে পারবে এবং অপেক্ষায় থাকবে।

ডেনমার্কের রাজকুমার ওফেলিয়ার ঘরে প্রবেশ করল। মেয়েটা তখন আপন মনে দামী একটা কাপড়ের টুকরোয় ছুঁচ এবং সুতো দিয়ে সুন্দর ফুল তুলছিল। রাজকুমার হ্যামলেটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর চোখের তারায় কাঁপন শুরু হল। দেহে ময়লা কোঁচকানো পোষাক বোতাম খোলা, মাথায় টুপি নেই। চুল এলোমেলো, সাজপোষাক এবং হাবভাব সত্যিই অস্বাভাবিক। ওফেলিয়াকে এ সমস্ত কিছুই মহা আশঙ্কায় ফেলে দিল।

কত করুণ দেখাচ্ছে রাজকুমারকে। রাজকুমার হ্যামলেট এগিয়ে এলো। হাত ধরলো ওফেলিয়ার, ব্যাথাতুর চোখের দৃষ্টি সুন্দরী কন্যার দিকে স্থিরভাবে রইল।

স্তব্ধ ওফেলিয়াও। কি করবে, কি বলবে, কিছুই ভেবে পেল না। ঠিক এরকম সময়ই ও দেখতে পেল, রাজকুমার একটা খাম ওর হাতে দিল এবং ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। গেল অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ লোকের মতো হেঁটে হেঁটে।

ওফেলিয়া তার প্রিয় রাজকুমারের দেওয়া খামটা অতি তাড়াতাড়ি খুলে ফেললো। প্রচণ্ড আগ্রহভরে পড়তে গেল। নিশ্চয় চিঠি।

পাগল হয়ে যাওয়া লোকটা চিঠি লিখল। চিঠি যখন লিখছে তখন মনে হয় ভালো হয়ে গেছে।

ইস, কি লজ্জার কথা। লোকটা এলো এবং চলে গেল। অথচ তার সাথে ভাল করে কথাও বলা গেল না। ওফেলিয়া নিজেকে নিজেই দোষ দিল। সেই সময় যেন যত রাজ্যের জড়তা আর ভয় ওর মধ্যে এসে জড়ো হলো।

চিঠি খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল। পড়লো বার বার। কিন্তু একি! একি চিঠি! চিঠি কি কখনো এমন এলোমেলো অর্থহীন শব্দ দিয়ে লেখা হয় নাকি? রাজকুমার তাহলে এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেনি। কি বলতে চায় ঐ সুস্থ সুন্দর লোকটা এই অর্থহীন চিঠির মাধ্যমে।

পত্রের সবটাই যে অর্থহীন তা কিন্তু নয়।

ওফেলিয়া কতকগুলো শব্দ পর পর পাশাপাশি সাজানো দেখতে পেল। সেগুলোর

ভেতর একটা মানেও খুঁজে পেল।

.......হে মনোমোহিনী ওফেলিয়া, নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলো দেখে আমার সন্দেহ হয়, সন্দেহ সন্দেহ, সন্দেহ সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে কিংবা --

মিথ্যুকের সত্য কথনে,
সমস্ত কিছুতেই আমার সন্দেহ—
তবুও আমার ভালোবাসায়,
সন্দেহাতীত রূপে তুমি—বিরাজ করছ আজ।

মন্ত্রীকন্যার মুখে হাসি ফুটল। এতো তাকে উপলক্ষ্য করেই লেখা। সেই আগেকার মতো। রাজকুমার তখন ভাল ছিল। ছিল কত সুন্দর মানুষ। ভালবাসা আর আদর পেয়ে ওফেলিয়া তখন কতো সুখী ছিল। কত সুন্দর সুন্দর নানা ধরনের উপহার আসতো তার নামে। সব কিছুতেই রাজকুমারের সুন্দর মনে ছোঁয়া লেগে থাকত। ও সাদরে সেগুলোকে গ্রহণ করে ধণ্য মনে করত নিজেকে। রাজ্যের সবাই জানতো—ওফেলিয়ার সাথে হ্যামলেটের একদিন বিয়ে হবে। ওই সুন্দরী ওফেলিয়াই হবে এই রাজ্যের আগামী দিনে রাণী।

সব কিছুই ঠিকঠাক।

মহামন্ত্রী পলোনিয়াস ও রাজরাণী গার্টরুড নিজেদের মধ্যে পুত্র কন্যার বিয়ে সম্পর্কে মত বিনিময়েও করেছিলে। তখনকার উদার হৃদয় রাজা এই শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আনন্দ প্রকাশও করেছিলেন। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু হঠাৎ কথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল।

রাজা সর্পাঘাতে মারা গেলেন।

ক্লডিয়াস রাজা হল ও রাণীকে বিয়ে করে বসল। ওফেলিয়ার পিতা পলোনিয়াস ও দাদা লারটেস সবাই বর্তমান রাজার সাথে হাত মেলালেন। তারা আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

তারপর থেকে সব কেমন পালটে গেল। ওফেলিয়া দেখেছে দাদা এবং বাবা আগের মতো হ্যামলেটকে আর ভালোবাসেন না, সহ্য করতে পারেন না। রাজকুমার হ্যামলেট যেন এ রাজ্যের কেউ নয়। দাদা লারটেস রাজকার্যে ফরাসী দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত। বোন ওফেলিয়াকে কাছে ডেকে আনল। শোন বোন, হ্যামলেট আগে আমার বন্ধু ছিল, এখন কিন্তু শত্রু। ওই পাগলের সাথে তোমার বিয়ের কোন কথাই উঠতে পারে না। তুমি ওকে ভুলে যাও।

পিতা পলোনিয়াসেরও সেই একই কথা—ওফেলিয়া রাজকুমারের ভালবাসায় ভুলে যেও না, ওকে তোমার মন থেকে মুছে ফেল। আমার কথার যেন অন্যথা না হয়।

বাবা ও দাদার কথা শুনে ওফেলিয়া মনে মনে অনেক কেঁদে ছিল, সেদিন,

কিছুতেই বুঝতে পারেনি। ভালোবাসার প্রতি ঐ সুন্দর যুবক রাতারাতি এত পর হয়ে গেল কেন? কী এমন ঘটল, যার জন্যে শত্রু হয়ে গেল সে? তবু পিতার আদেশ, পিতাকে অমান্য করতে বা তাঁর মনে আঘাত দিতে চায়না বলেই ওফেলিয়া ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছিল রাজকুমারকে।

ভোলটাতো স্বাভাবিক।

মন্ত্রীকন্যা ওফেলিয়া তো নিজের চোখেই দেখেছে, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা, শিকার নানা খেলাধূলার মধ্যে নিজেকে আর বদ্ধ রাখে না রাজকুমার। একাকী আপন মনে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, প্রজাদের কোন খোঁজ খবরও নেয় না, দেহের পোষাক ইত্যাদি সবসময় ময়লা ও এলোমেলো থাকে। রাস্তার মাঝে বা এখানে সেখানে পাগলের মতো আচরণ করে রাজ্যের সবাই। এখন রাজকুমারকে পাগলা বলেই ধরে নিয়েছে।

পাগলা হলে মানুষ বুঝি সবকিছু ভুলে যায়।

এখন তাই রাজকুমারও ভুলে গেছে। ভুলেছে তার ভালোবাসার পাত্রী ওফেলিয়াকে ভুলেছে চিঠি দিতে, দেখা করতে কিংবা তাকে কোন উপহার পাঠাতে।

যে লোকটা সবকিছু ভুলে গেছে তার জন্য পথ চেয়ে বসে থেকে কি লাভ? মনের দুঃখ মনেই চেপে ওফেলিয়া দিন কাটাচ্ছিল, এমন সময় সেই চিঠি এলো। ভালোবাসার লোকের সাথে আবার দেখা হলো।

।। ছয় ।।

রাজকুমারের প্রেমপত্র পড়ার পর শূন্য মনে বসে অনেক কিছুই ভাবছিল ওফেলিয়া। সজ্ঞাহীন অবস্থায় ঠিক পাথরের মূর্তির মতোই বসেছিল। কখন মন্ত্রী এসে ঘরে ঢুকলেন, ওর খেয়ালই হয়নি।

মন্ত্রী মানে ওর বাবা দূর থেকেই দেখেছিলেন, হ্যামলেট বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় তার মেয়ে ওফেলিয়ার কাছে এসেছিল। তাই এক দারুণ আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মেয়ের ঘরে এসে ঢুকলো। হাতে ধরা চিঠি এবং মেয়ের ওই অবস্থা দেখে অনুমানে কিছুটা বোধ হয় বুঝতে পারলেন ওফেলিয়া। ওই পাগলটা নিশ্চয় এসেছিল।

পিতার ডাকে মেয়ে যেন সম্বিত ফিরে পেল। হ্যাঁ বাবা, আমাকে অবাক করে ভয় পাইয়ে দিয়ে ও এসেছিল এবং চলেও গেছে।

কিছু বলে গেল?

না। শুধু হাতটা জোর করে চেপে ধরেছিল এবং অন্য হাত দিয়ে নিজের কপালটাও ধরেছিল। যেন কত যন্ত্রণা। তারপর এই চিঠিটা দিয়ে চলে গেল।

মন্ত্রী-কন্যার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে মন দিয়ে পড়লেন। মেয়ের দিকে আবার ফিরে আসলেন।

—এবার ভালবাসার পাগলামি। যাক এই সুযোগ নিশ্চয় কিছু কটু কথা শোনাতে

পেরেছ?

না বাবা, তবে তুমি যদি বলো, নিশ্চয় এই চিঠিকে প্রত্যাখ্যান করব এবং ভালবাসাকেও। অভিমান নিয়ে উঠে দাঁড়াল পিতার কথার অপেক্ষায়। মন্ত্রী পলোনিয়াস একটু তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন। কি বুঝালেন কে জানে। বললেন—তাই করাই উচিত। তবে আপাততঃ রাজার কাছে যেতে হবে। তুমি রাজী আছ ওফেলিয়া?

ওফেলিয়া কোন উত্তর দিল না। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজসভা।

জোড়া সিংহাসনে রাজা ও রাণী পাশপাশি বসে আছেন। সভা কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। সভাসদেরা চলেও গেছে যে যার ঘরে। শুধু কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তখনো রয়েছে। রাজা তাদের সাথে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনাটা হচ্ছে হ্যামলেটকে নিয়েই।

রাজা ক্লডিয়াস হ্যামলেটকে নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। ওর দিক থেকে কোন আঘাত সে পাবে না বা পেতে পারে না—এরকম একটা ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। সুতরাং নিষ্কণ্টক সিংহাসন। ভয়ের কোন কারণ নেই,-তবু সাবধানের মার নেই। নিজের প্রতি বিশ্বস্ত গুটিকতক কর্মচারীর চোখ। কান নাক তাই সবসময় খোলা থাকে। ওরাই রাজকুমারের সমস্তক্ষণের খোঁজখবর রাজার কানে পৌঁছে দেয়। ঠিক সেরকম গোপন তথ্য সরবরাহের সময়েই মন্ত্রী পলোনিয়াস আবার এসে সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। পেছনে পেছনে এসে দাঁড়াল তার সুন্দরী মেয়ে ওফেলিয়া। করুণ বিষণ্ণ মুখ। চোখের তারার অজানা ভয় থিক থিক করছে। মন্ত্রীর সঙ্গে মেয়েকে দেখে মহারাজ একটু অবাক হয়ে গেলেন। এই অসময়ে কন্যাসহ আগমনের কারণ জানতে চাইল। সে ভাবল, এই মেয়ে হয়ত কোন কারণে তার কাছে বিচারের দাবী জানাতে এসেছে। এখনি হয়তে তার কাছে পেশ করবে অভিযোগ।

তখন মন্ত্রী ভুলটা ভাঙ্গিয়ে দিলেন রাজা ও রাণীকে সম্মান জানিয়ে বললেন, আপনাদের পুত্র যে পাগল তা নিশ্চয় ভালো করে জানেন। যথেষ্ট তার প্রমাণও আছে। কিন্তু আমার মেয়েকে সে যে অনুরাগ পত্র প্রদান করেছে। তা পড়ে এখন ভিন্নমত পোষণ করতে বাধ্য হচ্ছি। পলোনিয়াস হাত তুলে চিঠি দেখালেন। তারপর গড় গড় করে পড়ে গেলেন। শেষ করে অনুগত ভৃত্যের মত রাজাকে ভালো করে দেখতে লাগলো মহামন্ত্রী।

এই চিঠি পড়ে আমার মেয়ে বলছে যে, রাজকুমার পাগলের মত অভিনয় করে যাচ্ছে শুধুমাত্র।

—সত্যিই কি তাই মহামন্ত্রী রাজার উদ্বিগ্ন প্রশ্ন। —যতদূর মনে হয় আমাদের অনুমান সত্য। তবে আরো প্রমাণের প্রয়োজন রাজামশাই।

—কিভাবে সে প্রমাণ সংগ্রহ হবে?

মন্ত্রী কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। মেয়ে ওফেলিয়াকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। তারপর

রাজা ক্লডিয়াসের আরো কাছ ঘেঁষে গোপন পরামর্শে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাজার মুখে চিন্তার ছায়া ফুটে উঠল। কিন্তু মন্ত্রী অভয় দিলেন তাকে। বললেন—রাজকুমার তো প্রায়ই করিডোরে পায়চারি করে। সেই রকম সময়েই ওফেলিয়াকে সামনে ছেড়ে দেব। আমি আর আপনি দূরে পর্দার আড়ালে থাকব। যেখান থেকেই হ্যামলেটের আচরণ ও কথাবার্তার প্রতি আমরা নজর দিতে পারবো এবং সহজেই জেনে যাব। পাগলের ভাবটা নকল না আসল।

রাজা ক্লডিয়াসের আর তর সইছিল না। বিষণ্ণ চিন্তান্বিত মুখে কোন রকমে উচ্চারণ করল যতশীঘ্র সম্ভব এর ব্যবস্থা করুন মহামন্ত্রী। কাল অতিবাহিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সন্ধ্যার সময়।

পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভেতরে বাইরে উজ্জ্বল আলোমালা শোভা পাচ্ছে। সেই আলোতেই রাজপুরীকে মনে হচ্ছে চির নতুন বলে। সমস্ত খুঁত কিংবা ময়লায় তার ঢেকে গেছে এই সন্ধ্যাকালীন প্রসাধনে।

কিন্তু মানুষের মনের খুঁত বা ময়লা? এই আলোার ছটায় কখনো কি মুছে যায়? তা যে যায় না। পর্দার আড়ালে নজর করলেই বোঝা যায়। সেখানে নোংরা মনের দুই পুরুষ দেহ দাঁড়িয়ে আছে। নজর তাদের করিডোরে নিবদ্ধ।

রাজকুমার হ্যামলেট আপনমনে সেই প্রিয় করিডোরে পা রাখলেন। সে এসব ষড়যন্ত্রের কিছুই টের পেল না। তখন তার মনে অফুরন্ত হতাশার ঝড়। আপন খেয়ালে অনুচ্চ কণ্ঠে কবিতার মতো করে চলে যাচ্ছে তার লজ্জাজনক অক্ষমতার কথা, হৃদয় বিদারক শোক এবং স্মৃতির কথা, দুঃখ এবং বেদনার কথা, এসব কিছুর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আত্মহত্যাই যে একমাত্র পথ, সেকথাও বলে ফেলল সে।

সত্য মিথ্যা, পারা না এসবের যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হতে হতে হাঁপিয়ে উঠেছিল হ্যামলেট।

পৃথিবী থেকে সরে যাবার সহজ পথটা তাই হয়তো বড় আপন বলে মনে হয়েছিল। সেই নির্জন করিডোরে এর পর কি ঘটত বলা যায় না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওফেলিয়া সামনে এসে দাঁড়াল। হয়তো তার পিতা পলোনিয়াস কিছু শিখিয়ে দিয়েছিলেন তার অভিনয় করার সম্পর্কে। কিংবা সুন্দরী মেয়েটা এই ষড়যন্ত্রের নায়িকা না হয়েও হয়েছে বাধ্য হয়ে। অথবা রাজকুমারের সাথে একটু কথা বলতে পাবে বলেই মত দিয়েছে।

আগ্রহ ভাবে এগিয়ে গেল ওফেলিয়া। গলা থেকে দামী একটা হার খুলে তুলে ধরল।

—হে মাননীয় রাজকুমার, তোমার দেওয়া এই স্মৃতি উপহার অনেক দিন ধরেই

ফেরত দিতে চেষ্টা করছি। এখন দয়া করে তা গ্রহণ করুন। আমাকে এখন মুক্তি দাও হ্যামলেট। ওফেলিয়াকে ভালো করে দেখল। দুজনের চোখে চোখ পড়লো। চার চোখের মিলন হলো। মিষ্টি মেয়ে আনন্দে শিহরিত হল। চমকে উঠল। সেই সময় শুনতে পেল রাজকুমারের গলার স্বর।

না, না, এমন তো কিছু তোমাকে আমি দিইনি, প্রিয়তমা সে ফিরিয়ে দিতে হবে? হে প্রিয় তুমি ঠিকই জানো, কত দিয়েছ আমায় এবং কি দিয়েছ। মনে পড়ে সেই মধুর রঙিন কথাগুলো? মনে পড়ে! পড়ে পড়ে ওফেলিয়া এক সময় তোমাকে ভালবাসতাম। শুধু একসময়! এত নিষ্ঠুর তুমি। এখনও তো ভালবাস প্রিয়তম।

—ভুল! ভুল! ওসব কিছু সেই আমার মধ্যে পাগলের মতো আচরণ করে চিৎকার করে উঠল। হ্যামলেট। হঠাৎ এই পরিবর্তনে ওফেলিয়া সভায় কেঁপে উঠল। ওর গলা দিয়ে আপনা আপনি ভাষণের মত্রো মতো কয়েকটা কথা বেরিয়ে এল।—তবে তোমাকে চিনতে কি আমি সত্যি ভুল করলাম রাজকুমার?

হ্যামলেট আরো কাছে এগিয়ে এলো,—তার চেয়ে সন্ন্যাসিনীদের মঠে চলে যাও। কেন অনর্থক এখানে থেকে পাপীদের পোষণ করছ?

বিয়ে?—বিয়ে করে কি কোন বিপুলাকার প্রতিশোধের শক্তি জন্মায় না জন্মাবে? সন্ন্যাসিনীদের মঠে যাও.... ......মঠে..........রাজকুমার করিডোর পিছনে ফেলে সামনের চওড়া স্তম্ভের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান থেকে ভেসে এল ওর গলা। ওফেলিয়া অবাক হয়ে শুনতে লাগলো।

—সেই মহৎ উদার লোকটা স্বর্গীয় ক্ষমতা দিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল—চক্রান্ত ওঃ কি দেখলাম আমি। হায়, আমি কি দেখছি—

হ্যামলেটের অপেক্ষায় শেষের উক্তিগুলো রাজাকে সভায় লড়িয়ে দিল। পর্দার আড়াল থেকেও ও ঘেমে উঠল।

কি দেখেছে হ্যামলেট?

সকলের চোখের আড়ালে, বাগানের গভীরে বিশ্রামরত অবস্থায় একজনের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা তো কারো জানার কথা নয়। দ্বিতীয় কোনো প্রাণীর কাছে ভুলেও বলা হয়নি। তবুও হ্যামলেট জানে। অসম্ভব। সব ওর পাগলামি। কিন্তু ওটা যে ভান করা ছাড়া আর কিছুই নয়—তাও বোঝা যায়। তবে কি আছে ওর মনের আড়ালে, উদ্দেশ্য কি? যে উদ্দেশ্যই থাক। সেটা তার সফল হবে না এ জন্মে। ওর ব্যবস্থার আগেই আমাকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ধীরে ধীরে কাউকে বুঝতে দিয়ে নয়।

এক মুহুর্তে রাজা অনেক কিছু চিন্তা করে নিল। স্থির সিদ্ধান্তে অটল হল।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

রাজকার্যে ওকে পাঠাতে হবে ইংলণ্ডে।

কেউ কোন সন্দেহ করবে না।—ওখানে ও যদি সত্যিকারের হারিয়ে যায়; কিংবা

এই সমুদ্রযাত্রাই শেষ যাত্রা সূচিত হয়। নিজের পায়ে ভর দিয়ে এবার সত্যিই উঠতে পারল ক্লডিয়াস। মনের দুর্গে সত্যি সত্যিই শক্তি ফিরে এল।

।। সাত ।।

উজ্জ্বল সেই রাত শেষ হল। সূর্যের আলোয় সারা রাজ্য হেসে উঠল। সেই সময় রাজবাড়ীতে এল এক যাত্রার দল। এ রকম প্রায়ই আসে। গায়ক নর্তক, যাত্রা বা নানা কৌতুক কিংবা খেলাধূলার আসর প্রায়ই বসে রাজবাড়ীতে। ওরা দল বেঁধে আসে রাজাকে খুশি করার জন্য। জানে রাজা আনন্দিত হওয়া মানেই প্রচুর উপঢৌকণ, আশাতীত অর্থলাভ।

হ্যামলেট তখন পায়চারি করছিল। যাত্রার দলটা তার মুখোমুখি পড়ে গেল। ডেনমার্কের যুবরাজ বলে কথা। অধিকারী সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে বেরিয়ে এসে আভূমি প্রণাম করে নিজের ইচ্ছায় কথা জ্ঞাপন করল।

—কি নাটক তোমরা করবে? যুবরাজের প্রশ্ন?

—গঞ্জাগো হত্যা নাটক করব প্রভু।

হ্যামলেট উৎসাহ সহকারে নাটকের পাণ্ডুলিপি দেখল। পড়ল, ওদের মুখ থেকে ঘটনাটা শুনেও নিল। তারপর অধিকারীর দিকে ফিরল।

—নাটকে গঞ্জাগের মৃত্যুতে আমি একটু অন্যভাবে দেখাতে চাই। তার রাণীর সাথে হত্যাকারীর বিয়েও দিতে চাই। শুধু কয়েকটা লাইন একটু এদিক ওদিক করে বসাতে হবে এই যা। তুমি রাজী। অধিকারীর অরাজী হবার কোন কারণই নেই। তাদের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা, সানন্দে তাই মত প্রকাশ করল।

হ্যামলেট তার সময় নষ্ট না করে নাটক নিয়ে বসল। কিছু অংশ বাদ দিয়ে ইচ্ছে মত ঘটনা জুড়ে দিয়ে একটা ঘটনায় দাঁড় করাল। যেমটি চাইছিল ঠিক তেমনি ভাবেই হয়ে গেল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ছটফট করে উঠল রাজকুমার, খুশিতে ফেটে পড়তে চাইল।

তার মনের ইচ্ছা বোধ হয় এতদিনে সফল হতে চলছে। প্রাণের বন্ধু হোরাসিওর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। যে কথা এতদিন তার কাছে বলা হয়নি, আজ তাই বলল বন্ধুকে। নিঝুম রাতে পিতার আত্মার দর্শন, কবর দর্শন থেকে শুরু করে ক্লডিয়াসের বিশ্বাসঘাতকতা, পিতাকে হত্যা, কিছুই বাদ দিল না। পিতার আত্মার কাছে প্রতিশোধ নেব বলে সে অঙ্গীকার করে ছিল, সেকথাও জানাল।

—এখন সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করার সময় হয়েছে বন্ধু। শুধু একটু সাহায্য চাই।

—কি সাহায্য দরকার, বল।

হোরাসিও আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল।

হ্যামলেট ওকে সমস্ত খুলে জানালো। যাত্রাদলের লোকেরা যে আজ রাত্রে একটা

নাটক মঞ্চস্থ করছে, তাও বলল। সেখানে বন্ধু হোরাসিওকে থাকতেই হবে। দেখতে হবে ক্লডিয়াস-এর মুখে হাবভাব। বিশেষ করে নাটক দেখতে দেখতে রাজার মুখের রং কোথায় কিভাবে পাল্টাচ্ছে—সেটা নজর রাখাই হবে প্রধান কাজ।

—ওই ঘটনায় যদি বুঝতে পারি আমার কাকা অপরাধী এবং বাবার হত্যার জন্য দায়ী, তবে সেই অনুসারে পরবর্তী ভূমিকা নিতে হবে, তুমি সাথে থাকবে তো হোরাসিও।

—নিশ্চয়ই। আমার নিজের জীবন দিয়েও এই জঘন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার পাশে দাঁড়াবো। নিশ্চিন্ত থাক রাজকুমার।

হ্যামলেট সত্যিই খুশি। এই দুরুহ কাজে বিশ্বাসী বন্ধুকে পেয়ে তার মনের জোর অনেক বেড়ে গেছে। ঘাড়ের ওপর চেপে বসা এতদিনকার বোঝাকে এখন সত্যিই হাল্কা বলে মনে হচ্ছে। প্রায় অনেকটা যেন উড়ে উড়েই ও রাজপ্রাসাদে ফিরে এল।

রাজপ্রাসাদে সুরভিত সন্ধ্যা সকলেই উজ্জ্বল রংবেরং-এর পোশাকে আতর ছিটিয়ে নাটকমঞ্চের দিকে ধাবমান। সভাসদ রাজকর্মচারী ও প্রজাদের সম্মিলিত খুশির ঐক্যতানে মঞ্চগৃহ সরগরম সমস্ত কিছু প্রস্তুত।

রাজা রাণী এসে আসন গ্রহণ করলেন। ওফেলিয়াও এসেছে। যেখানে রাজকুমার ও হোরাসিও বসে রয়েছে। ঠিক তাঁর একটু পেছনেই ও বসল। রক্ষীরা যে যার স্থান গ্রহণ করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াল।

এবার নাটক শুরু হল। রাজা রানী ও উপস্থিত সকলের দৃষ্টি এখন মঞ্চের দিকে। সেখানেও এক রাজা রাণী এসে দাঁড়াল। পেছনের পর্দায় প্রকাশ পাচ্ছে বাগানের দৃশ্য। মঞ্চের রাজা রাণী যেন বাগানে ভ্রমণ করতে করতে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ব্যস্ত।

বোঝা গেল, ওরা হচ্ছে ভিয়েনার ডিউক গঞ্জাগো এবং তার রাণী ব্যাপটিস্টা। ব্যাপটিস্টা যে ডিউককে খুব ভালবাসে তার কথাবার্তাতেই তা প্রকাশ পেল। ক্লান্ত রাজা উদ্যানে বিশ্রামে মগ্ন হল। রাণী কিছুক্ষণ ধরে তার পরিচর্যা করে এবং ঘুম পাড়িয়ে অন্যত্র কাজে চলে গেল। রাণী চলে যেতেই রাজার আত্মীয় লুসিয়ালাস এসে কাছে দাঁড়াল। ঘুমন্ত রাজাকে দেখল ভালো করে। চারপাশে সতর্ক চোখ দুটোকে একবার বুলিয়ে নিল। কেউ কোথাও নেই। খুব তাড়াতাড়ি পোশাকের ভেতর থেকে একটা শিশি বের করল এবং ঘুমন্ত রাজার কানে ঢেলে দিল কিছু তরল পদার্থ। রাজা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে উঠল এবং এক সময় স্থির হয়ে গেল তার দেহ। লুসিয়ানাস সম্পত্তি ও সিংহাসনের লোভেই যে গঞ্জাগোকে খুন করলো তা প্রকাশ হয়ে গেল। তা আরো ভালো ভাবে বোঝা গেল, যখন লুসিয়ানাস সিংহাসনে চড়ে বসল এবং রাণী ব্যাপটিস্টাকে জোর করে ভয় দেখিয়ে বিয়ে করল।

সকলেই তন্ময় হয়ে দেখছে।

হ্যামলেট এবং হোরাসিও কিন্তু নাটক দেখছে না। দেখছে তারা রাজা ক্লডিয়াসকে,

রাজার মুখ রক্তশূন্য সাদা।

থর থর করে কাঁপছে।

ওফেলিয়া দেখতে দেখতে হঠাৎ উত্তেজিতভাবে হ্যামলেটকে পেছনে ঝুঁকে দেখল।

—রাজকুমার, এসবের মানে কি? নাটক যেন কিছু বলতে চাইছে?

—হ্যাঁ, নাটক ওই হত্যাকারীর চরিত্র আমাদের চেনা। রাজার আসন বেশী দূরে ছিল না। সে হ্যামলেটের কথা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। হঠাৎ দেখা গেল, মাথায় হাত দিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে, মুখ দিয়ে যন্ত্রণা মাখানো একটা আর্তনাদ ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে।

রাণী ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজাকে আঁকড়ে ধরলেন। মন্ত্রীও এগিয়ে এলেন।

সাথে সাথে নাটক বন্ধ হয়ে গেল।

একে একে সবাই চলে গেল। মঞ্চগৃহ এখন ফাঁকা। শুধুমাত্র হ্যামলেট আর হোরাসিও মিলে পরামর্শ করছিল।

—সব লক্ষ্য করেছে হোরাসিও।

—হ্যাঁ, রাজকুমার খুব ভালভাবেই আমি দেখেছি এবং বুঝেছি, রাজা ক্লডিয়াস সত্যিকারের হত্যাকারী, তা না হলে ওর মধ্যে ও ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটবে কেন? পিতার আত্মার বক্তব্য তাহলে এতদিনে সত্যে পরিণত হল। এখন বাকি রইল শুধু প্রতিশোধ গ্রহণ।

—প্রতিশোধ তোমাকে নিতেই হবে রাজকুমার, কোন ভয় নেই। জানবে আমরা তোমার পেছনেই আছি।

হোরাসিও কথায় জোর পেল হ্যামলেট। ওর মনটা এখন দ্বিধা দ্বন্দ্বহীন, অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সব পাশে আছে। সুতরাং প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাবে। পিতার শাস্তিবিধান করা পুত্রের মহান কর্তব্য। হ্যাঁ, সেই কর্তব্যই আগামী দিনের মধ্যে পালন করবে। ওকে করতেই হবে। হঠাৎ রাজার দুজন অনুচর এসে পাশে দাঁড়াল। ওরা জানাল, রাণী তার শয়নকক্ষে রাজকুমারকে ডেকেছেন, বিশেষ প্রয়োজন।

—কি প্রয়োজন?

অনুচররা খবরটা দিয়ে ততক্ষণে চলে গেছে।

—যে প্রয়োজনই হোক, তরবারি সঙ্গে নিও অন্তঃপুরে আমার বদলে ওটাই তোমার সঙ্গী হোক বন্ধু।

হোরাসিও যুক্তি দেখিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। হামলেট এখন একেবারে একা। প্রাসাদের ভেতরে চারদিকে চাপা ষড়যন্ত্রের একটানা ফিসফাস শব্দ। রাজাও সতর্ক। পাগলামির ভান করে এখন আর কোন কাজই হবে না। হ্যামলেট পলকের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে গেল। এইরকম অবস্থায় নিরস্ত্র থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ও তাড়াতাড়ি অস্ত্রকোষ বন্ধ করে মায়ের সাথে দেখা করতে চলল। ইতিমধ্যে প্রাসাদ অভ্যন্তরে অন্য একটা নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেছে। ভীত রাজার চারপাশে রাণী, মন্ত্রীও

কয়েকজন সভাসদ মিলিত হয়েছেন। সকলে মিলে গোপন আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করেছেন—

(ক) প্রথমে রাণী তার পুত্রকে ডেকে ধমকে দিয়ে এবং জানিয়ে দেবেন যে, রাজা তার অশিষ্ট আচরণের জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছে।

(খ) মন্ত্রী পর্দার আড়াল থেকে রাণী এবং রাজকুমারের কথাবার্তা শুনবেন। হ্যামলেট যদি সেই সময় কোন দুর্বিনীতি আচরণ করে তাহলে সেইমত ব্যবস্থাও নেবেন।

(গ) দুজন সভাসদ রাজকার্যের অজুহাতে হ্যামলেটকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাবে এবং সেখানে তাকে চিরজীবনের জন্য নির্বাসিত করবে। রাণী যে পুত্রের নির্বাসনের বিপক্ষে রাজা তা জানত। আর জানত বলেই রাণীর কাঁধেই দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল পুত্রকে বোঝাবার জন্য।

তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পুত্রের আগমন প্রতিক্ষায়। সেই পুত্র এল। অনেক দিন বাদে মা ও ছেলে মুখোমুখি হল।

—আমায় ডেকেছ? হ্যামলেটের প্রশ্ন। তোমার যে প্রচণ্ড অসন্তোষ সেটা জানাবার জন্যই ডেকেছি।

—কাকা হয়ে গেল পিতা, কিন্তু সত্যিকারের পিতা সে আরো অসন্তুষ্ট, সে খবর রাখ?

—থামো থামো রাণী রেগে গেলেন। ওই দুষ্ট গলায় আমার সাথে কথা বলা তোমায় মানায় না। ক্লডিয়াসকে বিয়ে করার পরে এই প্রথম ছেলের মুখোমুখি কথা। মাঝখানে অনেকগুলো দিন চলে গেছে। ইচ্ছে হলেও ওকে ডাকতে পারেননি সামনে। কিন্তু ছেলের একি পরিবর্তন! একি ঔদ্ধত্য!

—আমি কে নিশ্চয় ভুলে যাচ্ছ? রাণীর বিস্মিত প্রশ্ন।

—আমার কাকার স্ত্রী তুমি এবং সর্বোপরি আমার মা। সহজে কি তা ভুলতে পারি?

হঠাৎ হ্যামলেট এগিয়ে এসে রাণীর হাত চেপে ধরল। তাকে দেওয়াল জোড়া বড় আয়নার কাছে টেনে নিতে চাইল।—একটু ও দেখ। আয়নায় ভেতরটাকে দেখ। মনে হয়, লজ্জা পাবে।

রাণীর কানে হ্যামলেটের কোন কথাই ঢুকলো না। তিনি ভয়ে চিৎকার করে পুত্রের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলেন। ভাবলেন, সে হয়ত তাকে হত্যা করতে চায়। পর্দার পেছনে লুকিয়ে থাকা মন্ত্রীও ভাবলেন এবং রাণীকে রক্ষা কর, রাণীকে রক্ষা কর, বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

আড়িপাতায় ঘটনা হ্যামলেটের মধ্যে কি যেন ঘটিয়ে দিল। পলকে তরোয়াল খাপ মুক্ত হল এবং বুকে আঘাত করল। সেই আঘাতে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মন্ত্রী প্রাণ হারালেন। রক্তে ভেসে গেল চত্তর—লালে লাল হয়ে উঠল। রাণীর চোখের সামনেই ঘটল ব্যাপারটা, পুত্রের অমঙ্গল এবং হত্যা করার অপরাধে প্রাপ্য শাস্তির কথা ভেবেই

মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ইস; কী জঘন্য অপরাধ তুমি করলে হ্যামলেট।

হ্যামলেট ফুঁসে উঠলো।

—এই জঘন্য অপরাধ করেই তো পিতাকে হত্যা করা হল এবং তার ভাইকে তুমি বিয়ে করলে।

—হত্যা! রাণীর গলায় বিস্ময় ফুটে উঠল।

হ্যাঁ, হত্যা। ওই উদার মহৎ প্রজাবৎসল যুদ্ধজয়ী বীর লোকটাকে সরিয়ে নীচ লোভী কপট কুচক্রী লোকটাকে কেন বেছে নিলে? কি পেলে ওর মধ্যে?

ঠিক সেই সময়ই তার পিতার আত্মার ছায়া এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। দীর্ঘ পুরুষ চেহারা। সেই তরবারি। হ্যামলেট ফিরে দাঁড়াল। শূন্যে নিজের বক্তব্য ছুঁড়ে দিল। —প্রতিজ্ঞা পালনে দেরী হচ্ছে নিশ্চয় খুশী নও, অনুরোধ করছি। আর একটু সময় দাও তোমার পুত্রকে। তোমার আদেশ হয়ত খুব শীঘ্রই পালন করতে পারব।

ছায়া মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছেলেকে একা শূন্যে মাথা উঁচু করে কথা বলতে দেখে দুঃখে রাণীর মন ভরে গেল। ভাবলেন, ওর মাথাটা হয়তো একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে।

—তিনি আর কথা বাড়ালেন না।

হ্যামলেট আর কথা বললেন না তার মার সঙ্গে। মন্ত্রীর মৃতদেহটা ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে চলে গেলেন।

।। আট ।।

মহামন্ত্রী নিহত হলেন।

নিশ্চয় মারাত্মক অপরাধে অপরাধী। কোন সাধারণ লোক যদি ওই হত্যাকাণ্ড করতো। এতক্ষণে তার বিচার শেষ হয়ে যেত। মৃতদেহটা বোধ হয় ফাঁসি কাঠে ঝুলতো। জনগণ ভিড় করত তা দেখতে এবং নানা মুখরোচক গাল গল্পের জন্ম হত। কিন্তু হ্যামলেটের বেলায় তা হবে না।

সে যে রাজকুমার, সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। সুতরাং তার বিচার-ব্যবস্থা একটু অন্য ধরনের হবে। এবং সে বিচার করবেন রাজা স্বয়ং।

আর রাজা কি এখন চেষ্টা করছেন না? করছেন তবে অন্যভাবে। অন্যদিকে তার চিন্তা অগ্রসর হচ্ছে। হ্যামলেট তো এখন রাজার প্রধান শত্রু। সে কি সহজে তাকে নিস্তার দেবে? এই ধরাধাম থেকে ওকে সরিয়ে দেবার প্রথম সুযোগ কি হেলায় হারাবে?

তা যে হারাচ্ছে না, রাজার দৃঢ় পদক্ষেপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সে জানে, মন্ত্রী পলোনিয়াস নিহত হলেন। এরপর হয়ত তার নিজের পালা। তবুও মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরে ধীরে জাল বুনে যাচ্ছে। হ্যামলেটকে পা রাখতেই হবে—ধরা দিতেই হবে।

প্রহসন করার মতো বিচার হতে পারত।

রাজকুমারকে মৃত্যুদণ্ড হয়তো দেওয়া যেত।

কিন্তু তার পরের বিপ্লব কি দিয়ে ঠেকাত? রাজকুমারকে এখনো ভালবাসে এমন প্রজার সংখ্যা কম নয়। তার উপর আছে ওর যুদ্ধরাজ বন্ধুর দল। রাজকর্মচারীদের কেউ কেউ এখনো ওর অনুগত। সবার ওপরে আছেন রাণী। পুত্রের মৃত্যু কামনা তিনি কিছুতেই করবেন না। সুতরাং এতগুলো কারণকে কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কুচক্রী রাজা তাই অন্য পথে গেলেন।

এমনিতে বহুদিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন হ্যামলেটকে ইংলণ্ড পাঠিয়ে দেবার। সেখানে সে নির্বাসিত জীবন যাপন করবে। রাজা নিশ্চিত হয়ে সিংহাসনে বসে এখানে রাজ্য চালাবেন। রাণীও পুত্রকে না দেখতে পেয়ে ধীরে ধীরে তাকে ভুলে যাবেন—একটা মনোগত ইচ্ছে রাজার ছিল। কিন্তু তাতে বাধা দিলেন রাণী। পুত্রের সাতে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা না হলেও তার প্রতি ফল্গুনদীর লুকানো ধারার মতো একটা টান সব সময়েই ছিল। স্ত্রীকে শত বুঝিয়েও কোন মতেই রাজী করাতে পারেননি। রাজার এবার সেই সুযোগ এলো।

রাণীকে ডাকলেন রাজা।

বললেন, হ্যামলেট যেমন তোমার চেলে তেমন আমারও ছেলে। তার ভালো মন্দ তো আমাকেও দেখতে হবে। এত বড় হত্যাকাণ্ডের পরও সব স্বাভাবিক, কিন্তু অস্বাভাবিকতা নেমে আসতে কতক্ষণ?

বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে ছেলে লারটিস তো এল বলে! ও যদি এসে বিচার চায়, রাজা হিসাবে তা তো আমাকে মেনে নিতেই হবে।

রাণী ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন। রাজা আবার বললেন, বিচার আসনে বসে প্রহসন তো করা যায় না। হত্যার শাস্তি কি হতে পারে তা তো তুমি ভাল করেই জানো। আমি চাই না, তা আমার মুখ থেকেই উচ্চারিত হোক।

—তাহলে কি করলে ভাল হবে বলো, রাণীর মুখ সাদা দেখাল। গলা গেছে শুকিয়ে।

—আমার মনে তো হয় ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ওর আত্মগোপন করাই ভালো।

—আত্মগোপন!

—রাণী রাজার মতামত শুনলেন। স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর সায় দেবার মতো করে মাথা নাড়ালেন।

—এছাড়া আর উপায় দেখছি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। রাজাকে ভাল করে দেখলেন একবার। বললেন—ঠিক আছে। যত তাড়াতাড়ি পার ব্যবস্থা কর। ওকে আমি বুঝিয়ে রাজী করাবো।

রাণী রাজকুমারকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভাল বাসেন। শত হলেও নিজের গর্ভের সন্তান তো বটে। তাই ওর মঙ্গলের জন্যই বিদেশে চলে যেতে বললেন। জানালেন সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে রয়েছে। শুধু একবার মত করলেই হয়।

হ্যামলেট আর কি মতলব করবে।

ও তো এখান থেকে পালাতে পারলেই বেঁচে যাবে। আড়িপাতার ব্যাপারটা বুঝতেই মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। মা ও ছেলের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। সেখানেও জঘন্য গুপ্তচর বৃত্তি। ধরা পড়লে গুপ্তচরের সাজা, মৃত্যু। হ্যামলেট প্রচণ্ড বিরক্তিতে তরোয়াল খুলে সেই সাজাই দিয়েছিল। তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছে পর্দার আড়ালে মন্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে? আর যদি বুঝতে পারত তাহলে কি আর হত্যা করতো? মোটেই না। যাকে সে ভালেবাসে। যার ছবি মনের মধ্যে, তার পিতাকে হত্যা, ভাবতেই পারে না সে।

অথচ ঘটনাটা ঘটে গেল। একেবারে হঠাৎ।

হ্যামলেটের করার কিছু রইল না। দুঃখ-লজ্জায় একেবারে মরমে মরে গেল

এ মুখ ওফেলিয়াকে কি করে দেখাবে? তার প্রাসাদের বাইরে না বেরোনোই ভাল। ওই সুন্দর মুখের সাথে দেখা হবার সম্ভাবনাও থাকবে না। অন্ততঃ একটু আড়াল পেয়ে বাঁচতে পারবে। সত্যি সত্যিই হ্যামলেট বাইরে বেরোন বন্ধ করে দিল। প্রাসাদের মধ্যে চোরের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। ওফেলিয়ার কথা ভাবতো। দাদা বিদেশে। বাবা নিহত, একা একা হয়ত অশেষ দুঃখে এর মধ্যে দিন কাটাচ্ছে মেয়েটা। হ্যামলেটকে নিশ্চয় খুনর হত্যাকারী বলে ভাবছে সে। দেখা হলে হয়তো প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে তাকাবে। অভিশাপ দেবে।

শুধু এই মনে করে নিজেকে গুটিয়ে নিলো। কারো বিস্ময় মাখা দৃষ্টিও সে সহ্য করতে পারলো না। ঠিক মনের এই রকম অবস্থাতে রাণী এসে প্রস্তাবটা দিলেন।

ও পালাবার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। জাহাজ প্রস্তুত ছিল। আয়োজনও পূর্ণ তাই আর দেরি না করে সমুদ্রে ভেসে পড়ল হ্যামলেট।

একটানা জল আর নীল জল। হ্যামলেটের অখণ্ড অবসর এখন, করার মতো কিছু না পেলে শুধু বসে বসে সমুদ্র দেখে। আর তার কানকে সজাগ রাখে। ও ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে। কোথায় যেন একটা কিন্তু লুকিয়ে আছে। সঙ্গীসভাসদ দুজনের হাবভাব চালচলন মোটেই ভালো ঠেকছে না। ওদের চোখের দৃষ্টি যেন হ্যামলেটকে গোপনে সাবধান হতে বলছে। ওরা যতই ভাল ভাল মানুষের আচরণ করুক না কেন ও চোখের ভাষা রাজকুমার পড়তে পারে। সুতরাং সাবধান হতেই হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা দিন পার হয়ে গেছে।

জাহাজের মাঝ রাত।

চারিদিকে নিঝুম অন্ধকার। সবাই নিদ্রিত, তারমধ্যে হ্যামলেট ভূতের মতো হাল্কা পায়ে সভাসদ দুজনের কেবিনে গিয়ে প্রবেশ করল। ও জানত, রাজা ক্লডিয়াস ইংলণ্ডের রাজার জন্যে একটা হাত চিঠি দিয়েছে। ওরা সেটা বহন করে নিয়ে যাচ্চে। হ্যামলেটের মনের ইচ্ছা আপাততঃ ও চিঠিটা পড়ার, কি আছে ঐ কাগজের শরীরে সেটা জানা দরকার, সন্দেহ যখন একবার জেগেছে সমস্ত কিছুকেই একবার খুটিয়ে ভাল করে দেখে নেওয়া দরকার। বলা যায় না নিজের অসাবধানেই নিজের বিপদ

এগিয়ে আসতে পারে।

হ্যামলেট জানতো কোথায় চিঠি আছে। খুব সাবধানে বাক্স খুলে ওটা বের করলো। তারপর শীল খুলে খামের মুখ থেকে চিঠিটা বের করল, এবং পড়ল।

চমকে উঠলো হ্যামলেট।

রাগ ও ভয় দুটোই ওর শরীরে জেগে উঠল। এ হাতের লেখা তো রাজা ক্লডিয়াসের। ইস! কী নীচ বিশ্বাসঘাতক লোক। সাপের চেয়েও খল। তা না হলে আত্মগোপন আবার তাকেই হত্যা করার নির্দেশ দেয়। হ্যাঁ, চিঠিতে ইংলণ্ডের রাজাকে জানানো হয়েছে তীর ভূমিতে পা দেওয়া মাত্র রাজকুমারকে যেন হত্যা করা হয়। রাগে গা জ্বলে গেল হ্যামলেটের। তখনি একজন সভাসদের কলম দিয়ে চিঠিতে লেখা নিজের নামখানা কেটে দিল। পরিবর্তে সঙ্গী দুজনের নাম লিখে দিল ঐখানে। তারপর আগের মতো করেই খামের মুখ বন্ধ করে শীল লাগাল এবং বাক্সে ঢুকিয়ে দিল। নিশ্চিন্ত মনে নিজের কেবিনে চলে গেল।

চোখটা সবে মাত্র লেগে এসেছে। রে রে করে কারা যেন জাহাজের পাটাতনে লাফিয়ে পড়লো। নিছক কৌতুহলের বশেই হ্যামলেট নিজের ঘর থেকে বাইরে এসে মহা বিপদে পড়ল। যারা ওকে বিপদে ফেলল, তারা যে জলদস্যু ছাড়া আর কেউ নয়, ততক্ষণে হ্যামলেটের তা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সে তখন নিরস্ত্র, ঘুমাতে যাবার আগে কেউ কোন দিন সঙ্গে অস্ত্র রাখে না। আর এরকম কিছু ঘটতে পারে, এমন ধারণাও তার ছিল না।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরা বা নিজেকে অস্ত্রে সজ্জিত করার পথও বন্ধুর। খোলা তরোয়াল নিয়ে এক দস্যু তেড়ে আসছে ঘুরে ঢুকে দরজা দেওয়া এখন অসম্ভব। সুতরাং ডেনমার্কের যুবরাজকে সে সময় পালাতেই হল। পেছনে এখন দুজন দস্যু। পালাতে পালাতে একটা খালি পিপে সামনে পেয়ে সেটা তুলে নিল। দুহাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঐ ভারী বস্তুটাকে ছুঁড়ে দিল একজনের দিকে। সে সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হলো। ছিটকে পড়লো তার তরোবারি। হ্যামলেট লাফিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে সেটা কুড়িয়ে নিল।

জলদস্যুরা অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝল এবং টেরও পেল, এই সুন্দর যুবকের হাতে তরোয়াল যেন পোষমানা পাখীর মতো কথা বলে। ওড়ে, ডানা ঝাপটায় এবং ঠোকরায়। ততক্ষণে জাহাজের অন্য সবাই জেগে উঠে একযোগে আক্রমণ করেছে। অবশ্য এই মিলিত আক্রমণের তেমন কোন দরকার ছিল না। হ্যামলেটের একার আক্রমণেই ওদের কোমর তখন ভেঙ্গে গেছে। ভয়েতে নিজেদের জাহাজ-এ পালাচ্ছে।

হ্যামলেটের ভিতরের ও এখনো পালানোর মনোভাব। গোপন চিঠিতে নিজের নাম বদলে অন্যদের নাম বসালেও ঝুঁকি একটু থেকেই যাচ্ছে। কাটাকুটি, অন্য হাতের লেখা, অন্য ইত্যাদি হয়তো সন্দেহ বাড়াতে পারে। সুতরাং প্রাণ বাঁচাতেই ডেনমার্কের রাজকুমার শত্রু জাহাজে লাফিয়ে পড়লো। লড়াই করতে করতেই ভেবে নিল। এমন

সুন্দর অসি চালনা ওরা জীবনে দেখেনি। সুতরাং ধরে নিল, বন্দী হবার পর যথাযোগ্য বীরের মর্যাদাই ওরা দেবে। হত্যা করতে হাত উঠবে না। নিজেদের দলের সাথী করার জন্যে হয়তো হাতে পায়েও ধরবে।

বাস্তবে তাই ঘটলো।

দস্যুরা সব আক্রমণ বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়াল।

লড়াই করতে অনিচ্ছুক লোকেদের ওপর কখনো আঘাত হানা যায় না। হ্যামলেটও তাই উদ্যত অস্ত্র নামিয়ে রাখে। জলদস্যুদের সর্দার এগিয়ে এল এবং খুব প্রশংসা করল যুবরাজের। বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

হ্যামলেট ওই জল ডাকাতদের জাহাজেই থেকে গেল। ডেনমার্কের জাহাজ তখন বাঁচাতে অনেক দূরে পালিয়ে গেছে রাজকুমারের জন্য অপেক্ষাও করেনি। কোন রকমে রাতটা কাটালো। পরদিন হ্যামলেট ওর নিজের পরিচয় দিতেই সর্দারের চোখ কপালে উঠল। ভয় পেল, ভাবল জলদস্যুদের ধ্বংস করার জন্য সব রাজারাই উঠে পড়ে লেগেছে। ডেনমার্কের রাজাও তাই চাইছে। রাজকুমারের এই জাহাজ থেকে যাওয়ার ব্যাপারটা হয়তে নতুন কোন ফন্দি। এখনি হয়তো চারিদিকে তিরিশ চল্লিশটা যুদ্ধ জাহাজ ঘিরে ধরবে এবং সকল দস্যুকে কচুকাটা করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেবে। সর্দারের ভয় পাওয়া মুখ দেখে হ্যামলেট অভয় দিল, ওরাও বেজায় খুশি হয়ে রাজকুমারকে ডেনমার্কের অন্য বন্দরে নামিয়ে দিল এবং বন্ধুত্ব সুলভ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

।। নয় ।।

উন্মাদিনী ওফেলিয়া

সুন্দরী যুবতী মেয়েটা এখন সত্যিই পাগল। ওকে দুঃখ দেয় হ্যামলেটের পাগলের আচরণ। বাবা ও দাদার যুবরাজের প্রতি মিলিত রাগ কোন দিনই বিয়ের কথা পাকা হতে দেবে না।—ওফেলিয়া তা জানতো। এর জন্য একটা দুঃখ ওর ভেতরে আগে থেকেই ছিল। তবুও সুন্দরী মেয়েটার সব কিছু যেমন তেমন চলত, হয়তো সে মানিয়ে নিতে পারতো, ভুলে যেতে পারতো। কিন্তু সেটা আর হল না। পৃথিবীতে সবচেয়ে যাকে সে বেশী ভালবাসে, সেই রাজকুমার হ্যামলেটের তরবারির আঘাতেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছে। মানে হ্যামলেট তার পিতাকে খুন করেছে এই চিন্তাটা ওফেলিয়ার মনের সব কিছু তছনছ করে দিল। ও ধীরে ধীরে পাগল হয়ে গেল। বাড়ীতে ওকে আটকে রাখা গেল না। সুযোগ পেলেই বাইরে বেরিয়ে আসে। ফুল তোলে। মালা গাঁথে। বাবার কবরে গিয়ে ফুল দেয়। কাঁদে আবার কখনো বা নিজেকে ফুলে, মালায় সাজায়। প্রেমের গান করে ওঠে। আবার কখনো কখনো এমন সব কথা বলে যার কোন মানেই বোঝা যায় না।

লারটেস ফরাসী দেশ থেকে ফিরে এল। পিতার হত্যার সংবাদে, বোনের

পাগলিনীরূপ ওর মনের মধ্যে ভীষণ রাগের সঞ্চার করল। ও ঠিক করলো প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু কার প্রতি প্রতিশোধ?

সে তো এখন ইংলণ্ডের পথে।

রাজা কোন বিচার না করেই তাকে আত্মগোপনের সুযোগ দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লোক মুখে এসব কথা শুনে লারটেসের রাগ আরো বেড়ে গেল। প্রচণ্ড রাগে রক্তবর্ণ হয়ে দশ-বারোজন বন্ধুকে নিয়ে রাজবাড়ীতে গিয়ে চড়াও হল। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। ওরা এত দ্রুত ঝড়ের মতো গিয়ে হাজির হল যে, প্রহরীরা বাধা দেবার আগেই রাজসভায় গিয়ে প্রবেশ করল। সভা তখন ভেঙ্গে গেছে।

রাজা রাণীর সাথে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়িয়েছেন।

লারটেসের বাহিনী তখন তরোয়াল হাতে পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। রাণী ভয় পেলেন। বুক দিয়ে রাজাকে আগলে তিনি আড়াল করে দাঁড়ালেন।

—কি চাও তোমরা? রাণী ধমক দিয়ে প্রশ্ন করলেন।

—আমার পিতা কোথায়? উত্তর দিন। লারটেস সামনে এগিয়ে এল।

মৃত, নিহত! রাজা রাণীর আড়াল থেকে উত্তর দিলেন।

—নিশ্চয় আপনার প্ররোচনায়। না হলে হ্যামলেটের বিচার না করে তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে কেন পাঠিয়ে দিলেন? উত্তর দিন।

লারটেসের কথায় উত্তর না দিয়ে রাজা আস্তে আস্তে রাণীর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। লারটেসের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখ মুখে দুঃখ-বেদনা যেন উপচে পড়ছে। ওকে একটু ভাল করে দেখে নিলেন। তারপব ধরাগলায় বললেন—তোমার বাবা গেছেন, তোমার ক্ষতি ও দুঃখের চেয়ে আমার দুঃখ কোন অংশে কম নয়। তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরো।

অস্ত্র-শস্ত্রধারী ছোট দলটাকে রাজা দেখলেন। লারটেসকে অনুরোধ করলেন, ওদের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বল। তারপর স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন,অন্তপুরে যেন চলে যান। তারপার মন্ত্রীপুত্রের হাত ধরে বললেন—এসো। ওদের গতি তখন গোপন এক কক্ষের দিকে।

নিজের বাড়ীতে সেই হোরাসিও এক চিঠি পেল। বন্ধুবর রাজকুমার হ্যামলেটের পাঠানো চিঠি। ওতে লিখেছে, কোথায় কখন কি অবস্থায় থাকতে হবে হোরাসিওকে। রাজকুমার কখন আসবে তার কাছে এবং মিলিত হবে। তারপর দু'জনে মিলে ঠিক করবে আগামী দিনের কার্যসূচী। অবশ্য ইংলণ্ড যাত্রা থেকে শুরু করে জলদস্যুদের জাহাজ লাফিয়ে পড়া অবধি সব ঘটনাই লিখে জানিয়েছে। কিছুই লুকোয়নি। এমনকি, তাকে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্রের কথাও উল্লেখ করেছে এবং সেই অনুসারে বন্ধুকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী থাকতে বলেছে। আর বলেছে, রাজার কাছেও একটা চিঠি দিয়েছে তাতে অনুরোধ করেছে। রাজ্যে ভাল ছেলে হয়ে বাস করার অনুমতির জন্য।

এদিকে রাজা লারটেসকে নিয়ে গোপন কক্ষে ঢুকে আসন গ্রহণ করতে করতে মন্ত্রী হত্যার বিবরণ দিয়ে গেলেন। হ্যামলেট ইচ্ছে করেই তার পিতাকে খুন করেছে—সে কথা বলতেও ভুললেন না। উদ্দেশ্য লারটেসকে উত্তেজিত করা।

লারটেস সত্যিই উত্তেজিত হল।

বলল—আপনিই ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছেন এবং বিচার না করে ছেড়ে দিয়েছেন।

—ভুল বললে লারটেস রাজা করুণ মুখে উচ্চারণ করলেন—দুটো কারণে আমার হাত পা বাঁধা। ওর প্রতি রাণীর অতিরিক্ত স্নেহ এবং প্রজাদের ভালবাসাই বারবার আমায় থামিয়ে দিচ্ছে। তবে এটুকু জেনে হয়তো খুশি হবে যে, ওকে আমি আর বাড়তে দেব না, দিচ্ছি না।

—আপনিও জেনে রাখুন, যে কোন মূল্যে এর প্রতিশোধ আমি নেবই। আমাকে নিষেধ করতে পারবেন না।

রাজা লারটেসের কথা শুনে মনে মনে হাসলেন। সে ভালই জানে, রাজকুমারের মৃতদেহ এতক্ষণ ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরে বালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাই উজ্জ্বল মুখে মন্ত্রীপুত্রের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন—অপেক্ষা কর। তোমার প্রতিশোধ নেওয়ার আগেই ঈশ্বরের প্রতিশোধ ওর ওপর নেমে আসবে।

কথা শেষ করেই পরম তৃপ্তিতে রাজা উচ্চ শব্দে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। কিন্তু সেই হাসি মাঝ পথে হঠাৎ থেমে গেল। পরিচারক রাজার হাতে একটা পত্র তুলে দিয়ে বলল, রাজকুমারের চিঠি।

—রাজকুমারের চিঠি। রাজা অবাক হয়ে গেলেন। লারটেসের কথা ভুলে গিয়ে রাজা চিঠি পড়তে শুরু করে দিলেন।

হে মহান সর্বশক্তিমান রাজা। আপানার আনুগত্য স্বীকার করেই জানাচ্ছি। আগামীকাল রাজপ্রাসাদে আমি যাচ্ছি। আপনার উদার রাজকীয় চোখের ক্ষমা পাব জেনেই আসছি। আমার হঠাৎ অদ্ভুত রহস্যময় প্রত্যাবর্তনে নিশ্চয় চমকে উঠবেন না।

ইতি—
হ্যামলেট

উত্তেজিত ভাবে চিঠি পড়া শেষ করলেন রাজা। তার মাথার ভেতরে কোথায় যেন এক বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠলো। তার মন বলল, হ্যামলেট এখন অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। ওকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই বেঁচে থাকার দিন শেষ হবে। সুতরাং এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে ওর মৃত্যু হয়। অনিবার্যভাবে এবং সকলে ভাববে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু। এমনকি রাণীও ভাবতে বাধ্য হবেন। তাঁর ছেলে মারা গেছে দুর্ঘটনার কবলে। কারো কোন সন্দেহ থাকবে না।

লারটেসের দিকে রাজা অর্থময় চোখে তাকালেন।—প্রতিশোধ-এর কথা বলছিলে না?

—হ্যাঁ, সে ইচ্ছে পূর্ণ না করতে পারলে আমি শান্তি পাব না মহারাজ।

—বেশ, তোমার তরবারিকে আরো কর-শানিত এবং প্রস্তুত হয়ে থাকো।

এই কথা কটা বলে রাজা লারটেসের আরও কাছে এগিয়ে গেলেন এবং নিজের মনের সমস্ত পরিকল্পনা ফিসফিস করে একে একে খুলে বললেন। রাজা জানালেন—খুব শীঘ্রই লামাউণ্ড নামে এক সন্ন্যাসী অসি যোদ্ধা এখানে আসবে এবং রাজকুমারের সাথে যেচে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নেবে। ওই লামাউণ্ড হ্যামলেটের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আসি যুদ্ধের সময় কথায় কথায় জানাবে—লারটেস যখন ফরাসী দেশে অবস্থান করছিল, তখন সেখানে কার সবচেয়ে বড় অসিযোদ্ধা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। রাজকুমারকে সে আরো অনুরোধ করবে, একবার লড়ে ব্যাপারটা যাচাই করে নেবার জন্য। লামাউণ্ডের ওই কথা হ্যামলেটের অহংকারে লাগবে। কেন না সে নিঃসন্দেহে এখনো সবচেয়ে বড় তরবারি যোদ্ধা। রাজা হাসলেন।

—লারটেস, তুমি যে বড় তরবারি যোদ্ধা সেকথা আমার অন্য কর্মচারীরাও হ্যামলেটের কানে অনবরত বলবে। তোমার দক্ষতার কথা শুনিয়ে শুনিয়ে ওকে ঈর্ষা পরায়ণ করে তুলবে।

রাজা একটু হাসলেন। এবার বুঝতেই পারছ। তোমার হাতে থাকবে ধাতব মুখবন্ধহীন তরোয়াল এবং ওর হাতের তরবারি মুখবন্ধনীর কৃপায় ভোঁতা হয়ে থাকবে। বন্ধুত্ব সূচক অসিযুদ্ধ হলেও তোমার আঘাত নিশ্চয় ওকে জীবিত রাখবে না। রাজা হাসতে হাসতে বললেন—মৃত্যুটা তখন তো শুধুমাত্র দুর্ঘটনা। কেউই সন্দেহ করবে না।

—আমাদের উদ্দেশ্যই সফল হবে মহারাজ লারটেস উত্তর দিল তবুও আমি ঝুঁকি নিতে চাই না। তরোয়ালের ডগায় বিষ মাখিয়ে রাখবো। তাতে মৃত্যু আরো তাড়াতাড়ি হবে। নিজের সিংহাসন বাধামুক্ত হবে এবং নিশ্চিন্তে রাজ্যশাসন করতে পারবে জেনে রাজা বেজায় খুশি হলেন। ওই খুশির ফলস্বরূপ এবং গোপন ষড়যন্ত্রে সুন্দরভাবে রূপায়িত হতে চলেছে ভেবে, আগাম হিসাবে লারটেসকে এক থলি রত্ন উপহার দিলেন।

লারটেস নিজের পোষাকের ভিতরে ওই উপহার লুকিয়ে রাখছিল। এমন সময় রাণী ছুটতে ছুটতে ভেতরে এসে ঢুকলেন। তিনি ভেছিলেন, রাজা হয়তে একাকী আছেন, খবরটা তাই দেবার জন্যই ছুটে এসেছেন। লারটেসকে দেখেই চমকে উঠলেন। কান্নাগলায় চিৎকার করলেন—লারটেস, তুমি এখানে কেন? ওদিকে তোমার বোন ডুবে গেল—

—ডুবে গেল? কোথায়?

—রাণী কান্না জড়ানো গলায় উত্তর দিলেন। কি উত্তর দিলেন বোঝা গেল না তো। লারটেস বিরাট এক উদ্বেগ নিয়ে এক ছুটে বাইরে চলে গেল।

।। দশ ।।

বেচারী ওফেলিয়া। করুণ বিষণ্ণ তার মূর্তি। কখনো হাসে আবার কখনো কাঁদে।

প্রায়ই ছেঁড়া ময়লা পোষাক থাকতো তার গায়ে, হুটহাট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এর ওর বাগানে বা ফাঁকা মাঠে কিংবা নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায় ফুল তোলা মালা গাঁথা এবং মাঝে মাঝে নিজেকে সাজানো একটা খেলা ওর কাছে। এরকম খেলায় ও মগ্ন থাকে বলেই সময় মতো খাওয়া নাওয়াও হতো না। বাড়ীর লোকেরা ওফেলিয়াকে ধারে কাছে কোথাও খুঁজে পায় না। যখন পায় তখন হয়ত সূর্য অস্তাচলের পথে, ও ফুলের মালাটালা ছিঁড়ে হাঁপুস নয়নে কাঁদছে। কিংবা পিতার কাল্পনিক কবরে ফুল দিচ্ছে বা অদৃশ্য রাজকুমারকে সামনে বসিয়েও মালা পরাচ্ছে। গান করছে। বোনের এই অবস্থা লারটেস সহ্য করতে পারতেন না। তাই পরিচারিকাদের প্রতি আদেশ দিল, বোনকে সব সময় দামী পোষাকে সাজিয়ে রাখার ও নজরে রাখার।

কিন্তু সেই নিশ্ছিদ্র পাহারার ভেতর থেকেও ওফেলিয়া একদিন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। অনেকদিন বের হতে পারেনি তাই সুযোগ পেয়েই কাজে লাগিয়ে ছিল। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে বড় এক বাগান। সেই বাগানের ওপাশে বড় এক নদী বয়ে চলেছে।

ওফেলিয়া প্রথমে বাগানে থেকে ইচ্ছে মত তেজী নেটেল ফুল কোঁচড়ে ভরে তুলল। মালা গেঁথে গলায় পরল। পরলো ফুলের নানা অলঙ্কার নানা অঙ্গে। তারপর গান গাইতে গাইতে গেল নদীর তীরে।

নদীও তখন তার কাঁচের মতো জল নিয়ে গান গাইছে। গাইতে গাইতে নেচে চলেছে।

ওফেলিয়া মুগ্ধ হয়ে গেল এই দৃশ্যে। ও তখন এক জায়গায় বসে বসে নদীর এই রূপ উপভোগ করতে চাইছে।

বসার মতো কোন জায়গাই ওর পছন্দ হল না। একটা গাছের ডাল নদীর অনেকখানি ভেতরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে দেখল। ওই ডালটাতে গিয়েই বসতে চাইল সুন্দরী ওফেলিয়া। যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

অনেক কষ্টে কোন রকমে গাছ বেয়ে উপরে উঠে পড়ল মেয়েটা। তারপর সেই সব ঝুঁকে পড়া ডাল। ওখানে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসতে গেল।

আর নরম উইলো গাছের ডালটা সেই সময় ভেঙে পড়ল মাথা খারাপ মেয়েটাকে নিয়ে একেবারে গভীর জলে। ওফেলিয়ার পরণে ছিল পুরু চওড়া গাউন পায়ের পাতা অবধি ঢাকা। সব মিলিয়ে কাপড় চোপড়ে এক বোঝা বিশেষ। সেই কারণেই হয়তো জলে পড়েও কিছুক্ষণ ভেসে রইল ওফেলিয়া। তারপর ওগুলো ভিজে যেতে ভারী হয়ে ওকে জলের ভেতরে টানতে লাগল। তখন আর কিছু করার নেই। সেই গান গাওয়া মেয়েটি গান গাইতে গাইতেই মারা গেল। এতবড় খবর হোরাসিও জানে না।

ও তখন প্রাণের বন্ধু হ্যামলেটকে ডেনমার্কের বিশেষ এক বন্দর থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে গেছে। এই যাওয়াটা রাজকুমারের নির্দেশেই। সুতরাং ওরা পরস্পর আলিঙ্গন করে হালকা মনেই আনন্দ করতে করতে ফিরছে। তবুও ওরা জানতে পারত লোকমুখে। ঘটনাটা রাজধানীতে হাওয়ায় বেগে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু সে সুযোগ ওরা তো নেয়নি। ওরা শহরের স্বাভাবিক রাস্তা ধরে নগরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। তারপর সেখানে থেকে কবরখানার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে সকলের অগোচরে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করার ইচ্ছে ওদের। হোরাসিও এত সাবধানতা অবলম্বন করেছে শুধু বন্ধু হ্যামলেটের জন্য। ওকে বাঁচিয়ে রাখা খুব দরকার। বলা যায় না। যে কোন সময়ে রাজার লোকেরা তো আক্রমণ করতে পারে—বন্ধু হ্যামলেটকে হোরাসিও বুক দিয়ে আগলে নিয়ে যেতে যেতে বারবার এই কথাই বলছে। বলছে সাবধানের মার নেই।

কারখানার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে হোরাসিও সেই কথাই বলছিল।

এবার হ্যামলেট সেই কথা শুনে হেসে ফেললো। দূরে আঙ্গুল তুলে দেখাল—একটা লোক কবর খুঁড়ছে। কাজ করতে করতে আপন মনে গানও গাইছে। ভালোবাসার এবং বেঁচে থাকার গান।

তারপরে বন্ধু হোরাসিওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, তুমি আম্যর মৃত্যু সম্পর্কে অত উতলা হচ্ছো কেন? আমিও ওই বুড়োর মতো নির্বিকার থাকতে চাই তবে ভয় নেই। প্রতিজ্ঞা পালন করার আগে আমি নিশ্চয় মরবো না।

এই রকম কথা বলতে বলতে ওরা পথ হেঁটে যাচ্ছিল। দূরে দেখা গেল এক দল সারিবদ্ধভাবে শবযাত্রী ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আর একটু কাছে আসতেই হ্যামলেট চমকে উঠল। রাণী, রাজা, সভাসদগণ, তবে কে মারা গেল? কার শবানুগমন এঁরা করেছেন? কৌতূহলের বশে সমস্ত ব্যাপারটা দেখবার [illegible], রাজকুমার হোরাসিওকে মুহূর্তে টেনে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল। অপেক্ষা করতে লাগলো। দলটা আরো কাছে এগিয়ে এল। লারটেসকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। করুণ বিষণ্ন মুখ। কবরখানার পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলছে। হ্যামলেট বলল ওই যে বেচারা লারটেস, না জেনে কত বড় ক্ষতি ওর করেছি।

এখন সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

হোরাসিও কি যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, রাজকুমারের ও কথা আর শোনা হল না। ওর কানে এসে লাগল লারটেসের কথা। রাণীর পায়ে নতজানু হয়ে কান্না মেশানো গলায় বলছে—আমার বোনের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করুন মহারাণী।

প্রথা অনুসারে রাজবাড়ীর সাথে সম্পর্ক আছে এমন কেউ মারা গেলে রাণীকেই তার কবরে ফুল ছড়িয়ে আত্মার শান্তি কামনা করতে হয়। রাণীও তাই করলেন। অনেক রঙিন ফুল ছড়িয়ে দিলেন ওফেলিয়ার মৃতদেহের ওপর। দিতে দিতে বললেন সুন্দরগুলো আর এক সুন্দরকে দিলাম। যে আমার হ্যামলেটের বউ হয়ে আমাকে সুখী

করতে পারত। রাণীর এই অনুষ্ঠানের পর একে একে সকলে মাটি ছড়িয়ে দেবে কবরে।

আস্তে আস্তে ঢেকে যাবে মৃতদেহ। ছেদ হবে ইহজগতের সঙ্গে এই দেহের সমস্ত সম্পর্ক। এটাই নিয়ম। কিন্তু লারটেস আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না।

এখনি তার বোন মাটির আড়ালে হারিয়ে যাবে। এই ভাবনাটা ওকে বোধ হয় বড় কাতর করল। ও ছুটে কবরে নেমে এল। বোনের একটা হাত ধরে কেঁদে ফেলল কান্না জড়ানো গলায় বোনকে উদ্দেশ্য করে নানা কথা বলতে লাগলো।

দূরে ঝোপের আড়ালে থেকে হ্যামলেট সবই দেখছিল ও শুনতে পাচ্ছিল। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না যে ওর ভালবাসার প্রতিমা ওফেলিয়াই মারা গেছে।

আমার ভবিষ্যতের কল্পনা। আগামী দিনের সাথী মারা গেছে। মরে যাওয়ার উপলব্ধিটা হ্যামলেটকে চমকে দিল। আঘাত করল খুব। কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই ছুটলো পাগলের মতো দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওফেলিয়ার কবরে শুধু একবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে।

কিন্তু ফল হলো উল্টৌ।

লারটেসের প্রচণ্ড রাগ ছিল হ্যামলেটের উপর। ওর বাবার মৃত্যু এবং বোনের জলে ডোবার জন্য সরাসরি রাজকুমার হ্যামলেটকেই দায়ী করলো।

বোনের শোক ভুলে প্রতি হিংসায় ক্ষেপে উঠল।

নানা গালিগালাজ করতে করতে রাজকুমারের উপর লাফিয়ে পড়ল এবং ঘুষি বাগিয়ে ধরল। দু-জন যুবকের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। এই মর্মান্তিক শোকের মধ্যে ঘটনাটা সত্যিই দৃষ্টিকটু। রাজা রাণী এবং পরিষদেরা সকলেই হৈ-চৈ করে উঠলেন। দেহরক্ষীরা চোখের পলকেই ক্রুদ্ধ যুবক দুজনকেই সরিয়ে দিল দূরে।

তাতেও ওরা ক্ষান্ত হল না।

দূরে দাঁড়িয়েও পরস্পরের প্রতি ওরা অভিশাপ ও হুমকি সমানে চালিয়ে যেতে লাগলো। এর মধ্যেই রাজা এক ফাঁকে লারটেসের কানে কানে বললেন, গত দিনের কথাবার্তা কি ভুলে গেলে নাকি? বুদ্ধি দিয়ে কাজ কর।

রাজার কথায় লারটেসের মনে পড়ল সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা। ও মুহূর্তে রাগের মাথায় হ্যামলেটকে ডুয়েল লড়তে আহ্বান জানাল।

ডুয়েল বড় সাংঘাতিক কথা।

এর মানে অসি হাতে আমরণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামা।

একজনের মৃত্যু একেবারে নিশ্চিত। আবার সামাজিক সম্মানের প্রশ্নও জড়িত। তরোয়াল লড়াই অপরপক্ষে জানুক বা না জানুক পিছিয়ে আসার উপায় নেই। লড়তে তাকে হবেই।

তরবারি যুদ্ধ হ্যামলেটের কাছে কোন সমস্যাই নয়।

ও খুশি মনে আহ্বানকে গ্রহণই করে বসল।

তখনকার মতো মিটে গেল ব্যাপারটা। কবর দেওয়ার আনুষ্ঠানিক কাজকর্মও মিটে গেল শান্তিতে।

।। এগার ।।

রাজার সভাগৃহ এখন লোকে লোকারণ্য। তিলধারনের জায়গা নেই। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আর একটু পরেই হ্যামলেট ও লারটেস দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তরোয়াল হাতে উপস্থিত হবে। তারা লড়বে। এরকম উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার এ রাজ্যে অনেকদিন ঘটেনি। তাই জনগণের আর তর সইছিল না। রাজা ও রাণী আসন গ্রহণ করলেন। ঘোষক ঘোষণা করল মহানুভব মহারাজের ইচ্ছে অনুসারে আজকের এই প্রাণঘাতী লড়াই বন্ধুত্বময় সাধারণ অসি যুদ্ধে পরিণত হবে। তিনি রক্তপাতের বিপক্ষে মত পোষণ করে প্রতিযোগীদের আর্শীবাদ করছেন। যেন ওরা শত্রুতা ভুলে চিরকালের সখ্যতায় অচিরেই আবদ্ধ হয়।

ঘোষণা শেষ হবার সাথে সাথেই প্রতিযোগীদের নির্দিষ্ট প্রশস্ত অঙ্গনে দেখা গেল। তূর্ণ বাজিয়ে ওদের আহ্বান করা হল। প্রতি উত্তরে ওরা রাজা ও রাণীকে অভিবাদন করে অসিদানের কাছে গেল।

অনেক তরোয়াল ওখানে সাজানো আছে। তার ভেতর থেকে একটা তুলে নিলে রাজকুমার হ্যামলেট। অন্য একটা নিল লারটেস। ও অস্ত্র বাছতে বেশ কিছু সময় নিল।

আসলে রাজার পূর্বেকার পরিকল্পনা মতই সমস্ত কাজ চলছে। রাজা ভালই জানে, ডুয়েলের নাম কের লড়াইয়ের কালে লারটেসের বিষ মাখানো তরবারির খোঁচায় হ্যামলেট মারা গেলে কেউ তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। রাজকুমারের মা এবং প্রিয় প্রজারা রাজাকেই দায়ী করবেন। তারা বলবেন, একমাত্র রাজাই পারতেন এই ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেই করেন নি। েন না রাজকুমার হ্যামলেট বেঁচে থাকুক। সেটা তিনি চাননা। কি দরকার ওসব সন্দেহের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে? তার চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় অসি যুদ্ধ হোক। মানুষ রাজাকে মহানুভব বলে মনে করুক। তারপর যা হবার তা তো হবেই। কারো কিছু আর বলার থাকবে না। সবাই বলবে, দুর্ঘটনামাত্র হ্যামলেটের কপালে এটাই লেখা ছিল। লারটেস তাই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা মত অনেক সময় নিয়ে ধাতব মুখ বন্ধনী শূন্যে তরবারিটা মনোযোগ দিয়ে নিজেই বেছে নিল। মুখে বিষও মাখানো ছিল আগে থেকেই। চড়া ভয়ঙ্কর বিষ। শরীরের রক্তের সাথে একটু মিশলেই সেই ব্যক্তিকে আর বাঁচানো যাবে না। কোন ঔষুধেই।

হ্যামলেট তো এসবের কিছুই জানে না।

না জেনেই ও সাজানো ফাঁদে পা দিল। তবুও বন্ধুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হলেও প্রতিযোগীদের পরস্পরের তরোয়াল দেখে নেওয়া উচিত ধাতব মুখবন্ধনী লাগানো আছে কিনা। হ্যামলেট কিন্তু তাও দেখল না।

লম্বা তরোয়াল, মুখটা অতিরিক্ত সূঁচালো। ওখানেই পরানো থাকে মুখবন্ধনী। বন্ধুত্বময় খেলায় যাতে কেউ আঘাত না পায় তার জন্যই এই সাবধনতা হ্যামলেট-এর অস্ত্রে নিয়ম অনুসারে ওই বন্ধনী ঠিকই আছে কিন্তু লারটেসেরটাতে নেই। তারপর বিষ মাখানো। দেখতে দেখতে অসম যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বিচারক দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হল—যে প্রতিযোগী এই খেলায় সর্বপ্রথম তিনটি খোঁচা মোক্ষমভাবে বিপক্ষকে দিতে পারবে। সেই বিজয়ী বলে বিবেচিত হবে।

লড়াই চলছে।

বিচারক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হল ঘরের সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। লারটেসের ভাগ্যে এর সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মুহূর্তেই কোণঠাসা হয়ে গেল। এক নম্বর একটা খোঁচা মেরেই হ্যামলেট চিৎকার করে উঠল।

না, মোটেই না।

লারটেল চিৎকার করল।

বিচারক এগিয়ে গেল। বলল আঘাতটা তেমন শব্দ হয় নি। আবার লড়ো।

হ্যামলেট লারটেসের বুকে আঘাত করেছিল।

যদি বন্ধনী না লাগানো থাকত, তাহলে সকলে দেখতে পেত সরু ফলাটা মাংসের মধ্যে কতখানি গেঁথে গেছে। শক্ত না হাল্কা সবাই বুঝে যেত।

বিচারকের মন্তব্যে হ্যামলেট কিছুমাত্র না দমে আবার শুরু করতে লাগলো।

কিন্তু রাজকুমার চোখের পলকে নিজের অস্ত্রের সাহায্যে তা প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ করল। প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকে আর একটা খোঁচা দিয়ে বলে উঠলো—এবার কি বলবে লারটেস?.

—স্বীকার কর কি যথার্থই হয়েছে।

লড়াই আবার জমে উঠল।

সমস্ত দর্শক দেখল লারটেসকে হ্যামলেটের আর একটা খোঁচাও হজম করতে হল। এটা নিয়ে দ্বিতীয়, একটা মোটে বাকী।

রাজা মুষড়ে পড়লেন।

তার সমস্ত পরিকল্পনা বুঝি বিফলে যায়। লারটেসের হয়তো একটা খোঁচাও হ্যামলেটের শরীরে লাগাতে পারবে না, না পারুক তার বিকল্প ব্যবস্থাও রাজা করে রেখেছে। মুহূর্তের মধ্যে পরিচারক সিংহাসনের সামনে কারুকার্যময় সুদৃশ্যবেদীর ওপর কয়েকটি পানপাত্র রাখল। তার ভেতর থেকে একটি পাত্রকে আবার তফাতে সরাল। সেই সরানো পানপাত্র তুলে দিল হ্যামলেট-এর হাতে গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য। হ্যামলেট বিরক্ত হল। বললো, আগে জয়ী হতে দিন তারপর এসব হবে।

হ্যামলেট চলে যেতেই রাণী সেই পান পাত্রটা তুলে নিলেন। মনে মনে ব্যক্ত করলেন, পুত্র আমার স্নেহের পুত্র, দেখ রাণী কেমন তোমার বিজয় কামনা করে পান করছে। তুমি জিতবে।

রাণীকে পান করতে দেখে চমকে উঠলেন। বললেন, ওটা তুমি পান-করো না রাণী গার্টরুড, ফেলে দাও। আমি পান করছি মহারাজ, ক্ষমা কর।

শূন্য পাত্র বেদীর ওপর রেখে সিংহাসনে চুপ করে বসে রইলেন রাণী। এদিকে লড়াই জমে উঠেছে। বোনের প্রতিশোধ নিতে হবে। তাই সে মরিয়া হয়ে হ্যামলেটের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করতে করতে একটা মাত্র মোক্ষম আঘাতের সুযোগ খুঁজতে থাকলো। হ্যামলেটের সমস্ত প্রতিরক্ষা তছনছ করে অমোঘ আঘাতটা করল।

কিন্তু সেই খোঁচায় তেমন জোর ছিল না। তবুও রাজকুমার আঘাত পেল, রক্ত বেরুল। রক্ত রক্তপাত।

হ্যামলেট চমকে উঠল। ওর ভেতর থেকে কে যেন বললো ষড়যন্ত্র। লারটেসের অসিতে মুখবন্ধনী নেই কেন? নিশ্চয় ইচ্ছাকৃত।

হ্যামলেট ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল ঘটনার ভয়াবহতায়। লারটেসের আঘাত একটু জোরে হলেই তার মৃত্যু হত। সুতরাং লারটেসকে আর সুযোগ নয়। যেটা করতেই চাক না কেন, তার আগেই এই যুদ্ধ শেষ করতে হবে, শেষ আঘাত দিয়ে। হ্যামলেট ঝড়ের গতিতে লারটেসের দিকে আক্রমণ করল। ছিটকে গেল লারটেসের তরোয়াল। ছিটকালো হ্যামলেটের নিজের অস্ত্রও। দুই প্রতিযোগী ছুটে গিয়ে সেগুলো তুলে নিল। আবার যুদ্ধ। তার অসির ফলা বিদ্যুতের মতো লারটেসকে কাঁপিয়ে দিয়ে বুকের এ প্রান্ত দিয়ে ঢুকে ও প্রান্তে বেরিয়ে গেল।

ঘটনায় হ্যামলেট স্তম্ভিত।

রাণী হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেলেন। হ্যামলেট দেখতে পেয়েই ছুটে গেল সেখানে।—মা—মার কি হয়েছে। রাজা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। যেই উত্তর দিলেন, ঠিক সেই সময়েই রাণীর চেতনা ফিরে এল। কোন রকমে বললেন—না না, পানীয় পানীয়। প্রিয় হ্যামলেট, তীব্র বিষ ওটা বলেই রাণী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠলো রাজকুমার। দ্বারী, তোমরা সমস্ত দরজা বন্ধ করে দাও। ষড়যন্ত্রকারীকে একবার দেখতে চাই।

আমি সেই লোক যুবরাজ। মেঝেতে পড়ে থাকা লারটেস করুণভাবে বলল। ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা খুলে বলল লারটেস। জানাল মহারাজের নাম শেষে বলতে বলতে মারা গেল।

ষড়যন্ত্রকারী, খুনী, পিতাকে খুন করেও তোর শান্তি হয়নি। আরো রক্ত চাও? তবে এও নাও। চোখের পলকে লারটেসের খোলা মুখের সেই বিষাক্ত তরবারি রাজার বুকে থেকে আমূল বসিয়ে দিল হ্যামলেট। তারপর হ্যামলেট তীব্র বিষক্রিয়ায় বন্ধুর বুকে ঢলে পড়ে বলল প্রিয় প্রজাদের দেখো হোরাসিও। আমি তীব্র বিষের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না।

এবার বন্ধু বিদায় চির বিদায়।

লাভস্ লেবারস্ লস্ট

রাজা ফার্দিনান্দ।

অমিত পরাক্রমশীল রাজার এবং তার রাজত্ব নেভিয়ারের কথা কে না জানে। সেদিন বসন্তের বিকেলে নেভিয়ারের আকাশ বাতাস খুশিতে মেতে উঠেছে। প্রাসাদের বাগানে রাজা ফার্দিনান্দ তাঁর সহচরদের দিয়ে গল্পগুজবে মুগ্ধ। রাজা ফার্দিনান্দ বললেন—দেখো বন্ধুরা, মানুষের জীবন তো পদ্মপাতায় জল ছাড়া যে কিছু নয়, তাই না? এই আছে তো এই নেই। কিন্তু মৃত্যুর পরেও একজন মানুষ অসংখ্য মানুষের মনের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে।

—কি করে? সমস্বরে প্রশ্ন করলো সবাই।

—কেন? যশ দিয়ে? এ জীবনে আমরা যেটুকু যশ, নাম, খ্যাতি অর্জন করতে পারবো, তাই তো ভবিষ্যতে আমাদের অমর করে রাখবে, তাই না? তাই তোমাদের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।

—আদেশ করুন রাজা।

—আমার বন্ধুরা, দুমে, বেরৌনি, তোমরা এতদিন আমার পাশে পাশে থেকে বীরের মত যুদ্ধ করেছো। তোমাদের শৌর্যের সহায়তা না পেলে এই বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠতো না। কিন্তু এখন আমি চাই পরবর্তী তিনবছর তোমরা এরকমভাবেই আমার পাশাপাশি থেকে আমি যা করতে চাই তাই করো।

—কি রকম কাজ মহারাজ?

—তিন বছর আমরা কঠোর সংযমী হয়ে জীবন যাপন করবো। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা, নানা রকম উন্নয়নমূলক কাজ একনিষ্ঠ হয়ে করে যাবো। কোনও অপযশ যেন আমাদের কলঙ্কিত করতে না পারে।

—আমরা কায়মনোবাক্যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো কথা দিচ্ছি।

—প্রতিজ্ঞা করার চেয়ে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলা অনেক কঠিন ভাই। আর একথা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নরকের কীটেরও অধম।

লঙ্গোয়াল বললো—প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মাত্র তিন বছর

সংযম পালন করা কোনও ব্যাপারই নয় তার কাছে। যদি উপোষ করেও থাকতে হয়, তাতেও তার শরীর ভাঙবে না।

দুমে বললো—প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, অর্থ সম্পদ এসব কিছুতেই যে তার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। একথা নিশ্চয়ই মহারাজ জানেন। কাজেই প্রজিজ্ঞা পালন এমন কি আর কঠিন!

বেরৌনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, আপনার দেওয়া শর্তের সঙ্গে আমি নিজের জন্য আরো কতগুলি কঠোর শর্ত আরোপ করে নিচ্ছি। রাজা আগ্রহী হলেন।

—কি শর্ত?

—সপ্তাহে একদিন উপবাস করবো। অন্য দিনগুলোতেই দিনের শেষে একবার মাত্র আহার্য গ্রহণ করবো। নারী সঙ্গ করা তো দূরের কথা, নারীর মুখও দেখবো না। রাজকার্য আর অধ্যয়ন সমস্ত দিন, এমনি নিদ্রার জন্য মাত্র তিন ঘণ্টা সময় ছাড়া বাকি রাতও ব্যয় করবো। খুশি হলেন রাজা ফার্দিনান্দ।

—তোমার প্রতিজ্ঞা সবচেয়ে কঠোর, সবচেয়ে কার্যকরী বন্ধু। বিশেষতঃ ঐ যে অধ্যয়নের কথা বললে তার তো কোনও তুলনাই হয় না। অজানাকে জানাার এর থেকে বড় উপায় তো আর কিছু নেই। উচ্ছল হাসিতে মুখর হোলো কৌতূক প্রিয় বেরৌনি।

—অজানাকে জানার জন্যে অধ্যয়ন! আচ্ছা মহারাজ, এক কাজ করলে হয় না? যেসব জিনিষ আমি আমার জীবন থেকে সরিয়ে রাখছি এই তিনবছর, সেগুলো নিয়েই অধ্যয়ন করি না কেন?

—তার মানে?

—ধরুন, এই আহার ব্যাপারটা। ওটা যতদিন আমি জীবন থেকে যথাসম্ভব কোথায় কোনটা পাওয়া যায়, সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন তৈরী করার পদ্ধতিই বা কি, এইসব। এছাড়া রমনীর রূপের ও মনের অন্তরালে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, সে বিষয়েই বা জ্ঞানীগুনিরা কি বলে গেছেন, সেগুলিই অধ্যয়ন করে দেখিনা কেন? এইরকম চপল কথাবার্তায় ভ্রু কুঁচকে উঠলো ফার্দিনান্দের। অন্য সহচররাও বিরক্ত হয়ে নানারকম মন্তব্য করতে ছাড়লেন না।

বৌরানীর কিন্তু কোনও বিকার নেই। অম্লানবদনে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়ে, সেটি হাতে নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়তে পড়তে একটা বিষয়ে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে।

—কোন নারী আপনার দরবারের এক মাইলের মধ্যে ঘেঁষতে পারবে না এ কথাটা কি ঘোষণা করা হয়ে গেছে মহারাজ?

—চারদিন আগেই ঘোষণা করা হয়েছে।

—কিন্তু মহারাজ! ফরাসী দেশ থেকে একজন মহিলা যে তাঁর রুগ্ন পিতার সম্বন্ধে কথা বলার জন্য এসেছেন, তাঁর কি হবে? আপনি যদি কাছে ডেকে তাঁর কথা না

শোনেন, তবে তো এতদূর থেকে তাঁর ছোটাছুটি করে আসাই সার হবে।

চিন্তায় পড়ে গেলেন রাজা ফার্দিনান্দ। সত্যিই, ফরাসী রমণীটির কথা তো মনেই ছিল না তাঁর। মেয়েটি এসেছে, কেননা তার পিতা বৃদ্ধ ডিউক ফার্দিনান্দের বাবার কাছে গচ্ছিত রাখা অ্যাকুইটেন প্রদেশটি ফিরে চেয়েছেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার তো নিতান্তই প্রয়োজনে পরে করতে হবে তাঁকে।

রাজার কথা যেন মন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠলে বৌরানী—প্রয়োজনের মূল্য দিতে গিয়ে দেখেছি আমাদের এই তিন বছরে অন্ততঃ তিন হাজার বার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে পড়তে হবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নানা দুর্বলতা থাকে। পরিস্থিতিই তাকে পরিচালিত করে। তাই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে প্রত্যেকেরই মনে হবে প্রয়োজনের তাগিদে পরিস্থিতির চাপে পড়েই সে এরকম কাজ করেছে। সে যাইহোক প্রতিজ্ঞা রক্ষার চেষ্টা আমি শেষ পর্যন্ত করে যাবো, কথা দিচ্ছি। কিন্তু মহারাজ, এতগুলো শর্তের মধ্যে কোথাও ছিটেফোঁটা আনন্দের উল্লেখ নেই কেন?

—আছে আছে। আনন্দের উপকরণ জেগাবেন স্পেনীয় আর্মাডো। তাঁকে আমি সভাসদ করে রাখবো ঠিক করেছি। নিতান্ত সাধারণ কথাও তিনি এমনভাবে বলতে পারেন, মনে হয় সংগীতের মূর্চ্ছনা শুনছি। আর ন্যায় অন্যায় বিষয়ে তাঁর বেশ বিবেচনা আছে।

—পারিষদ লঙ্গাভিল সোল্লাসে বলে উঠলো, তাহলে ঐ বিদূষক কস্টার্ড আর আর্মাডোকে নিয়ে আমাদের তিনটে বছর বেশ আনন্দেই কেটে যাবে মহারাজ।

এমন সময় প্রহরী অ্যান্টনী ডাল বিদূষক কস্টার্ডকে নিয়ে হাজির। আর্মাডো প্রহরীর হাতে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

রাজা চিঠিটি পড়ে শোনালেন, আর্মাডো লিখেছেন এই কস্টার্ডকে একটি গ্রাম্য যুবতীর সঙ্গে পার্কে বসে থাকতে দেখা গেছে। রাজ্যের বর্তমান আইন অনুসারে এটা অমার্জনীয় অপরাধ। কাজেই বিচারের জন্য একে রাজসমীপে উপস্থিত করা হোল।

রাজা নির্দেশ দিলেন, কস্টারকে আর্মাডোর হেফাজতে এক সপ্তাহ শুধু রুটি আর জল খেয়ে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

কস্টার্ড আপত্তি তুললো, রুটি জল কেন? রাজা তাঁকে মাসখানেক মাংস আর পরিজ খেয়ে কাটানোর হুকুম দিন না।

কিন্তু রাজার এক কথা। আইন সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

যাইহোক, আর বাক্যালাপে সময় নষ্ট করা উচিত নয় বুঝে সকলে যে যার কাজে গেলেন।

রাজপথে বালক ভৃত্য মথ-এর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে করতে চলেছেন স্পেনীয় পর্যটক আর্মাডো।

—আচ্ছা মথ, মহাপুরুষরা যখন খুবই মনমরা থাকেন, তখন তাকে কেমন দেখায়?

—মহা দুঃখিত দেখায়, প্রভু।

—তুমি একটি নির্বোধ। সাধারণ দুঃখ আর মর্মবেদনা কি এক জিনিষ? আসলে আমি প্রেমে পড়েছি মস্।

—হারকিউলিসের মত। স্যামসনের মত।

—তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু যে গ্রাম্য বালিকাটি আমার মনোহরণ করেছে। তাকেই তো ঐ অপদার্থ ভাঁড়টির সঙ্গে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তাই ঐ ব্যাটাকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

—ওই দেখুন প্রভু। প্রহরী কস্টার্ড সেই মেয়েটিকে নিয়ে এদিকেই আসছে।

আর্মাডো প্রথমে মেয়েটিকে ডেকে দুচারটে মিষ্টি কথায় প্রহরীর সঙ্গে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এবার কস্টার্ড-এর পালা।

—শয়তান। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। উপোস করে থাকতে হবে তোমায়।

—প্রথমে পেট ভর্তি করে নিয়ে তারপর উপোস করতে রাজী আছি আমি।

—বাজে বোকো না। তোমাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

—দোহাই আপনার, আমাকে বাঁধবেন না। ছাড়া থাকলেই আমি ভাল উপোস করতে পারি। আর বাক্যব্যয় না করতে দিয়ে কস্টার্ডকে টানতে টানতে বন্দীশালায় নিয়ে গেল।

ফরাসী রাজকুমারী তাঁর লর্ডদের সঙ্গে পরবর্তী কাজ সম্বন্ধে শলাপরামর্শ করছেন; এমন সময় তাঁর সঙ্গী লর্ড বয়েট সেখানে এলেন। রাজকুমারী তাঁকে নির্দেশ দিলেন, অবিলম্বে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজকুমারীর বার্তা পৌঁছে দিতে। তিনি কতদিন এই শিবিরে বসে প্রতীক্ষা করবেন। তাঁর কাজটা অত্যন্ত জরুরী।

লর্ড বয়েট ইতস্ততঃ করলেন।

—কিন্তু রাজকুমারী। রাজা ফার্দিনান্দ যে তিন বছরের জন্য নিজেকে ও রাজ্যকে কঠোর অনুশাসনে বাঁধতে চলেছেন। তাঁর কাছাকাছি কোনও মহিলাকে আসতেই দেবেন না ঠিক করেছেন।

—কি মুশকিল! তবে যান, ধ্যানে বসার আগেই মহাপুরুষটিকে ধরে ফেলতে পারেন কিনা দেখুন।

লর্ড বয়েট শিবির ছেড়ে বেরিয়েই আবার ফিরে এলেন।

—রাজকুমারী। রাজা তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এদিকেই আসছেন দেখছি। পাছে মহিলার পদধুলিতে তাঁর প্রাসাদের ব্রত ভঙ্গ হয়ে যায় তাই বোধকরি—ঠিক আছে, আসতে দিন।

রাজা ফার্দিনান্দ, রাজকুমারী, তাঁর সহচরীবৃন্দ সভাসদদের অভিনন্দন জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

রাজকুমারী তাঁর পিতার লেখা চিঠি রাজসমীপে পেশ করলেন।

চিঠি প'ড়ে মহা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রাজা ফার্দিনান্দ।

—এ কি ব্যাপার! আপনার পিতা লিখেছেন। আমার পিতার হয়ে যুদ্ধযাত্রা করতে গিয়ে যে অর্থ তিনি ব্যয় করেছিলেন তার অর্ধেক যেন ফিরিয়ে দিই। তা না হলে জামিন স্বরূপ যে আঁকুইতা প্রদেশ আমাদের কাছে আছে, তার ওপর থেকে অধিকার ছেড়ে দিই?

—সেটাই আমাদের নিবেদন, রাজা।

—কিন্তু সে টাকা তো আমরা চোখেই দেখিনি। ফেরৎ দেবার কথা আসছে কোথা থেকে?

—টাকা দেবার অঙ্গীকার পত্র আমাদের কাছে আছে, আপনার পিতার স্বাক্ষর সমেত। দু'একদিনের মধ্যেই দেশ থেকে এসে পড়বে সেটা।

—বেশ কথা। তাহলে এ সম্বন্ধে যা কিছু করণীয় সেটা দেখার পরই করবো। আপনাদের সব শর্তই মেনে নেবো। ইত্যবসরে আপনাদের প্রাপ্য সমাদর করতে দিয়ে ধন্য করুন আমাকে।

রাজকুমারীকে বিদায় জানিয়ে প্রাসাদে চলে গেলেন রাজা।

রাজকুমারীর সহচরী রোজালিন, বরৌনীর আর ক্যাথাতিন, লঙ্গাভিলের মনোহরণ করে ফেললো এই ক্ষণিক দর্শনেই। এদের পরিচয় জানার জন্য দুজনই লর্ড বয়েটের দ্বারস্থ হলো। তিনি যথেষ্ট হেঁয়ালী করলেন এ নিয়ে। বিষণ্ণ হৃদয়ে বিদায় নিলো দুই বন্ধু।

রাজকন্যার সহচরীদের সঙ্গে রহস্যালাপে মগ্ন হলেন লর্ড বয়েট। এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তপস্বীদের হাবভাব তো মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। লর্ড বয়েট লক্ষ্য করেছেন। স্বয়ং রাজা ফার্দিনান্দ কেমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজকন্যার দিকে তাকিয়েছিলেন।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। কস্টার্ড-এর শাস্তির মেয়াদ শেষ আর্মাডো কস্টার্ডের হাতেই সেই গ্রাম্য বালিকাটিকে একটি প্রেমপত্র পাঠাতে মনস্থ করলেন। কস্টার্ড তো ছাড়া পেয়ে মহা খুশি হয়ে তখনই রওনা দিতে চায়। কিন্তু বরৌনী এসে তার পথ রোধ করলো।

—আমার একটা কাজ করে দিতে হবে কস্টার্ড।

—দিচ্ছি। এই কাজটা সেরে এসেই—

—আরে কি কাজ, শুনবে তো।

—কাল সকালেই শুনবো প্রভু।

—কাল সকালে কি হবে। আমার তো আজ বিকেলেই চাই।

—কি ব্যাপার প্রভু?

ফ্রান্সের রাজকন্যা তাঁর সখীদের নিয়ে আজ বিকেলে পার্কে শিকার করতে আসবেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে রোজালিন নামে তাঁর যে সখীটি আসবেন, তাঁকে আমার এই

চিঠিখানি দেবে। খুব গোপনে, বুঝলে?

—বুঝেছি প্রভু।

চিঠি বহনের মজুরী বাবদ একটি শিলিং নিয়ে রওনা দিল কস্টার্ড। তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে আপন মনে খেদোক্তি করলো বরৌনি।

—হে মাতা মেরী! অবশেষে আমারও এই দশা হোল। এতদিন আমি নিজেই ছিলাম প্রেমের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করতাম আমি। কিন্তু আমিই শেষে প্রেমের দেবতা কিউপিডের বশীভূত হলাম। প্রেম আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আমি এমন একজন প্রেমিকা চাই যে হবে জার্মানীতে তৈরী ঘড়ির মত। সব সময় যাকে মেরামত করতে হয়, কখনো ঠিক সময় দেয় না। ঐ মহিলাদের মধ্যে ঐ অস্বভাবিক শুভ্রা রমণীটি, যার চোখ দুটি নীল তারার মত, তার পায়েই আমার প্রেমকে লুটিয়ে দিতে চাই আমি। তাকেই নিবেদন করবো আমার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা কবিতা।

রাজকুমারী তাঁর সহচরী রোজালিন, ক্যাথাতিন আর মারিয়াকে নিয়ে বনে শিকার করতে এসেছেন।

লর্ড বয়েটকে আসতে দেখে রাজকুমারী বলে উঠলেন।

—রাজাকে তো দূর থেকে চিনতে পারলাম না আজ। যিনি পাহাড়ে উঠবার জন্য বারবার ঘোড়ার পেটে অঙ্কুশ হানছিলেন, তিনিই কি ফার্দিনান্দ?

—সঠিক বলতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে তিনি নন।

—তিনি রাজা না হলেও, তাঁর মধ্যে ওপরে ওঠার স্পৃহা লক্ষ্য করলাম।

—তীর, তূনের মধ্যে রেখে দিলেন কেন রাজকুমারী?

—শিকার করতে মন লাগছে না আজ লর্ড বয়েট। চলুন, আগামী শনিবারেই দেশের দিকে যাত্রা করি।

—আপনার আদেশ পেলে এক ঘণ্টার মধ্যেই দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবো রাজকুমারী।

এমন সময় কস্টার্ড প্রবেশ করলো সেখানে। একটা চিঠি নিয়ে এসেছে সে রোজালিন নামে কোন তরুণীর জন্যে। কিন্তু তাড়াহুড়ায় সে আর্মাডোর সেই গ্রাম্য বালিকাকে লেখা চিঠিটি চলে গেল রাজকুমারীর হাতে। বেশ রসিয়ে রসিয়ে প্রেমপত্রটি পড়লেন তিনি।

বেরৌনি সকালে একা একা বনে পায়চারী করে চলেছে। তার হাতে এটি কাগজ। সেই কাগজের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই স্বগতোক্তি করে চলেছে সে।

—রাজা তীরধনুক হাতে হরিণের পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। আর আমি? আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজের মতলবে। যে কলঙ্ককে মানুষ ভয় পায়। তাই আমি দুহাতে মাখতে চলেছি নিজের গায়ে। মা মেরীর নামে শপথ করে বলছি, আমি এখন এজাকস-এর মতই প্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠেছি। আমি যে একটি মেয়েকে ভালবেসে

ফেলেছি। সেই ভালবাসাই আমার মহাকাব্য। আরে ঐ যে কে একজন আমার মতই একটি কাগজ হাতে এদিকেই আসছে। গাছের ওপর আত্মগোপন করে দেখতে হচ্ছে মজাটা।

রাজা ফার্দিনান্দ এসে পৌঁছেলেন সেখানে। হাতের কাগজে চোখ রেখে আপন মনেই বিড় বিড় করছেন তিনি।

—হায়! অদৃষ্ট আমার সঙ্গে কি নিদারুণ ছলনাই না করছে। আমার সব অনুশাসন মিথ্যে হয়ে গেল। আমি প্রেমে পড়ে গেলাম? কি নিদারুণ অর্ন্তজ্বালা এ প্রেমে!

বেরৌনি গাছের ওপর থেকে নিজের মনেই বলে উঠলেন।

—বলিহারি। প্রেমের দেবতা রাজকীয় প্রতাপকেও অব্যাহতি দেয়নি দেখছি। তাঁর হাতেও একটা কবিতা ধরিয়ে দিয়েছে দেখছি।

হঠাৎ লঙ্গৌভিলকে এদিকে আসতে দেখে গাছের আড়ালে লুকোলেন রাজা।

গাছের ওপর থেকে বেরৌনি বলে উঠলো—আরে! আমার মতই আর এক আহাম্মকের আগমন হোলো দেখছি।

লঙ্গৌভিল নিজেকে একা মনে করে সশব্দেই খেদোক্তি করতে করতে আসছিলেন।

—কি যন্ত্রণা! কি অন্তহীন বেদনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি। একেই কি বলে প্রেম? তাহলে বেদনা কার নাম? ঐ যে বন্ধুবর দুমে আসছে দেখছি। ওর হাত দিয়েই এই প্রেমের কবিতাটি পাঠাতে চাই আমার প্রিয়তমার কাছে।

লঙ্গৌভিল এগিয়ে গেলেন দুমের দিকে।

—ভাই, দয়া করে আমার এই কবিতাটি যদি আমার প্রিয়তমা মারিয়ার কাছে পৌঁছে দাও। কবিতাটিতে চোখ বুলিয়ে একমাইল লম্বা একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন দুমে।

ক্যাথারিন, প্রিয়া আমার! সমস্ত পৃথিবীর চোখে তুমি এক বিস্ময়। কিন্তু বন্ধু! প্রেম ভালোবাসা সব মিথ্যে! মিথে!! আমি তাঁকে ভুলতে চাই। কিন্তু এই হতচ্ছাড়া প্রেম যে আমার রক্তে কালাজ্বরের মত মিশে গেছে, কি করি বলতো?

গাছের ওপর থেকে অনুচ্চ স্বরে বেরৌনির মন্তব্য।

—কি আর করবে? সার্জেনকে ডাকো। চিরে বার করে দেবে সব। অন্তরাল থেকে রাজাও প্রকাশিত হোলেন এই বার—

—বন্ধুরা, আমাদের তিনজনেরই এক দশা। প্রেমের জ্বালায় জ্বলছি আবার শপথ ভঙ্গের বেদনায় অনুতাপে বিদ্ধ হচ্ছি। জানি না আমাদের অন্য বন্ধু বেরৌনি এ বিষয়ে কি মতামত দেবেন।

বেরৌনি দেখলেন, এবার আত্ম প্রকাশের সময় হয়েছে। গাছ থেকে নেমে এলো সে।

—মহারাজ, অন্তরাল থেকে আমি আপনাদের তিনজনের প্রেমের বিলাপই শুনেছি। আপনাদের অবস্থা দেখে আমার করুণা হচ্ছে। হাতি যেন মশায় পরিণত হয়েছে। মহারাজা আমি আপনার চোখের জলে ফরাসী রাজকুমারীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি।

শেষ পর্যন্ত আপনিও!

দুহাতে মুখ ঢাকলেন ফার্দিনান্দ। এমন সময় কস্টার্ড-এর প্রবেশ। রোজালিনকে লেখা বেরৌনির চিঠিটি তার হাতে। দেখে চমকে উঠলো বেরৌনি। চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল তাড়াতাড়ি।

কিন্তু একটি টুকরো কুড়িয়ে নিয়েছিল দুমে। দেখলো বেরৌনির হস্তাক্ষরেই লেখা প্রেমের কবিতা।

বেরৌনির সব আস্ফালন শেষ। ধরা পড়ে গিয়ে একেবারে কাচুমাচু অবস্থা তার, সলজ্জে বললো।

—মহারাজ! অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি, ক্ষমা করে দিন। আপনাদের তিন বোকার দলে আমিও চতুর্থ বোকারাম। দয়া করে একান্তে একটু কথা বলুন আমার সঙ্গে। অনেক কিছু বলার আছে আমার।

সবাইকে বিদায় দিয়ে রাজা নিভৃতে বসলেন বেরৌনিকে নিয়ে। বললেন—এবার বলো, আমরা সবাই প্রেমের ফাঁদের আটকে গেছি, তাই না?

—তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে মহারাজ। আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে র দোষে দোষী।

—সে তো বটেই। তবে, তুমি এক কাজ করো। তোমার অনুপম কথার ফুলঝুরি দিয়ে এর একটা যুক্তিসংগত ব্যাখা তৈরী করো। মানে, প্রমাণ করে দাও, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, করলেও আমরা ন্যায় আর নীতির সীমা ছাড়িয়ে যাইনি। লোককে বোঝানোর জন্য এটা আমাদের খুবই প্রয়োজন।

—তবে শুনুন রাজা। আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল উপবাস করা, পাঠাভ্যাস করা আর মহিলাদের মুখদর্শন না করা। ব্যাপারটা আসলে যৌবনের সঙ্গে প্রতারণা করা। পুঁথির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকলে নারীর সৌন্দর্যের বিচার করার অবকাশ পাবেন কি করে? নারীর মুখ দর্শন না করার প্রতিজ্ঞা তো আমাদের চক্ষু দুটির জন্মকেই ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। আর পৃথিবীর এমন কোন সাহিত্যিক আছেন, যিনি নারীর সৌন্দর্য দেখতে আমাদের প্রলোভিত করেনি?

আমরা পুঁথি পত্রের নির্দেশ না মেনে শুধুমাত্র পাঠ্যাভ্যাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। জোর করে নীরস বিষয়ে মন প্রাণ সঁপে দিতে চেয়েছিলাম।

—আর এখন কি শিখলে?

—এখন শিখলাম, নারীই আমার পুঁথি। আমার শিল্প সৌন্দর্যই আমার বিদ্যালয়। নারীই আমার দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেছে, আমার শিল্প ও সৌন্দর্য জ্ঞানকে পুষ্ট করেছে। এর পর যদি কোন পুরুষ নারীর মুখদর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন, তবে তিনি একটা আহাম্মক বলেই বিবেচিত হবেন। নারীই পুরুষের অর্ধাঙ্গিণী। তারাই পুরুষকে পৌরুষ দান করে। তাই বলছি আমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে অর্ধামিকের কাজ করিনি, বরং ধর্ম রক্ষাই করছি।

মনের মতো কথাটি শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন রাজা ফার্দিনান্দ। মহান প্রেমের দেবতাকে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে তাহলে আমরা প্রেমযুদ্ধে আত্মবিসর্জন করতে তৈরী হই?

—আমরা কি তবে ফরাসী সুন্দরীদের প্রেমে সাড়া দেবো?

—শুধু সাড়া দেবো কি বলছো? রীতিমত সোরগোল তুলে তাদের মন জয় করার চেষ্টা করিগে চলো।

রাজা ফার্দিনান্দ রাজকুমারীকে এত রকমের মহার্ঘ্য মণিমুক্তাখচিত অনুপম সুন্দর উপহার পাঠাতে লাগলেন যে, রাজকুমারী আনন্দে আত্মহারা।

রোজালিন কিন্তু সেরকম কোন উপহার পাননি। প্রেমিক বেরৌনি একখানি কবিতায় তাঁকে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা অভিধা দিয়েছেন। এতেই রোজালিন খুশি। রসিক দুমে এক হাজার চরণের একটি কবিতায় ক্যাথারিনকে প্রেম নিবেদন করেছেন। মারিয়া জানালেন, তাঁর প্রেমিক লঙ্গেভিল একটি সুন্দর মুক্তোর মালার সঙ্গে প্রায় আধমাইল লম্বা একটি কবিতায় প্রেম নিবেদন করেছেন।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন লর্ড বয়েট। তিনি নাকি অলক্ষ্যে থেকে শুনেছেন, রাজা ফার্দিনান্দ আর তাঁর তিন সহচর রুশদেশীদের ছদ্মবেশে রাজকুমারীর শিবিরে আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন। তাঁদের বাসনা নিজ নিজ আকাঙ্খিতার সঙ্গে আত্মপরিচয় গোপন করে নাচবেন।

—আচ্ছা, এই মতলব? আপনিও দেখবেন ঐ বীরপুঙ্গদের কেমন বেকায়দায় ফেলে দিই আমরা। .

—কি করবেন?

—আমরাও সবাই মুখোশ পরে থাকবো। তখন হয়তো রোজালিনকে নিজের প্রেমিকা ভেবে রাজ্য তাঁকে প্রেমনিবেদন করতে থাকবেন। বেরৌনি হয়তো আমাকেই রোজালিন ভেবে মস্ত প্রেমের কবিতা শোনাতে লাগবেন, এরকম আর কি।

ঠিক তাই হেলো। রাজা সপারিষদ এসে জানালেন, সুদূর রুশ দেশ থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এই সুন্দরীদের সঙ্গে বিশ্রামালাপ করতেই এসেছেন তাঁরা। নাচ আরম্ভ হল কিন্তু তাঁদের শত অনুরোধেও মুখোশ খুললেন না সুন্দরীরা, উল্টে এমন পরিহাস ও বিদ্রুপের আঘাত করতে লাগলেন যে, সদলবলে পালিয়ে বাঁচলেন রাজা ফার্দিনান্দ।

বিকেলের দিকে স্বাভাবিক পোশাকে আবার রাজা সপারিষদ রাজকুমারীর শিবিরে হাজির। রাজকুমারীর সঙ্গে কিছু কথা আছে তাঁর।

রাজকুমারী রোজালিনকে নিয়ে রাজসমীপে উপস্থিত হলে রাজা সবিনয়ে নিবেদন করলেন। রাজকুমারী একবার তাঁর প্রাসাদে পদার্পণ করে তাঁকে ধন্য করুন, এই তাঁর কামনা।

রাজকুমারী প্রবল আপত্তি তুললেন।

—তা হয় না মহারাজ। প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী হতে আপত্তি আছে আমার। এখন দেখছি আপনাদের সাধুতা কেবলমাত্র ভান ছিল। যাইহোক, আমরা তো এখানে শিকার আর আমোদ প্রমোদ নিয়ে বেশ আনন্দেই আছি। এই তো, সকালেই একদল রুশ ভদ্রজন এসেছিলেন আলাপ সালাপ করতে।

রোজালিন এই ফাঁকে বেরৌনিকে বললো—আপনার কথা শুনে তো প্রথমে আপনাকে বেশ ঐশ্বর্যশালী বলেই মনে হয়েছিল।

—আর এখন মনে হচ্ছে একজন দীনহীন আর আহাম্মক লোক বলে তাই না? কিন্তু একথা বিশ্বাস করবেন যে, আমি একান্তভাবে আপনারই। আমার যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে দিতে পারি আপনার পাদপদ্মে—

তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে রোজালিন বলে উঠলো—আগে বলুন তো, সকালে কোন মুখোশটা আপনি পরেছিলেন?

মুখোশের কথা উঠতেই রাজা বুঝতে পারলেন, তাঁরা ধরা পড়ে গেছেন। দুমে ফিস্‌ফিস করে পরামর্শ দিলেন, ধরা যখন পড়েই গেছি তখন দোষ স্বীকার করে নেওয়াই ভাল।

বেরৌনি বললো—আমাদের সর্বস্ব তো গেছেই, দয়া করে আর লজ্জা দেবেন না রাজকুমারী। রাজা বললেন—সুন্দরী আমাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ তো হয়েইছে। তার স্বপক্ষে কিছু সমর্থনযোগ্য কৈফিয়ৎ যদি তৈরী করে দেন, বড়ই বাধিত থাকবো।

—স্বীকারোক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কৈফিয়ৎ। আমার তো মনে হচ্ছে আপনারা এখনও মুখোশ পরে আছেন। আপনাদের মুখের কথার দাম কি? যখন আপনাদের প্রতিজ্ঞারই কোনও দাম নেই?

—একথা কেন বলছেন?

—সকালে প্রেমিকার কানে কানে কি বলে গিয়েছিলেন?

—বলেছিলাম, যাতে পৃথিবীতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি হয় সে চেষ্টাই করবো।

—এ প্রতিজ্ঞা ভাঙতে ক'মিনিট লাগবে আপনার?

—এ প্রতিজ্ঞা যদি ভাঙ্গি, তখন না হয় ঘৃণা করবেন আমাকে।

—অবশ্যই তা করবো।

রাজকুমারী এবার রোজালিনকে ডেকে বললেন—আচ্ছা, আর এক রুশ ভদ্রলোককে তোমার কানে কানে কিছু বলতে দেখেছিলাম। কি বলছিলেন উনি?

—উনি কথা দিয়েছেন, নিজের চোখের দৃষ্টিশক্তির মতই আমাকে ভালবাসেন তিনি। আরও বলেছেন, আমি যদি ওনাকে বিয়ে না করি তবে আমার প্রেমিক হিসেবেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করবেন।

রাজা বললেন—সেই মহান প্রেমিকটিও নিশ্চয়ই নিজের কথা রাখবেন। তবে রাজকুমারী আপনার মুখ মুখোশে ঢাকা থাকলেও হাতের স্বর্ণালংকারটি দেখে কিন্তু আমি আপনাকে ঠিকই চিনে নিয়েছিলাম। ঐ উপহারটি যে আমারই—

—ভুল করছেন মহারাজ। ঐ অলংকারটি আমি রোজালিনকে পরিয়ে দিয়েছিলাম।

—আর আমি রোজালিন ভেবে রাজকুমারীকে প্রেম নিবেদন করেছিলাম। মাথা চাপড়ে বলে ওঠে বেরৌনি।

—হ্যাঁ, আপনি আমাকে আপনার প্রেয়সী ভেবে নিশ্চিন্তে প্রেমালাপ করেছিলেন।

বেরৌনি দীর্ঘশ্বাস ফেললো—হায়! আমরা তবে কোন মানুষের সঙ্গে নয়, পোশাগুলোর সঙ্গেই প্রেম করেছি। আসল লোককে কেউই চিনতে পারিনি। চরম শিক্ষা হয়েছে আমাদের।

এবার লর্ড বয়েটকে চেপে ধরলো বেরৌনি।

—সত্যি করে বলুন তো মশাই, আপনিই নাটের গুরু কি না? আপনিই নিশ্চয়ই ওদের সতর্ক করে দিয়েছেন? মৃদু হাসলেন লর্ড বয়েট—তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে শুনি? দারুণ একটা মজার ব্যাপার তো উপভোগ করলাম আমরা।

রাজকুমারী এগিয়ে এলেন—মহারাজ, আমার বিদায় নেবার সময় হয়ে গেছে।

ফার্দিনান্দ তাঁর হাত দুটি তুলে নিলেন নিজের হাতে—প্রিয়তমে, কাছে এসো। সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোক। এসো, ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে তুলি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন।

টাইমন অব এথেন্স

গ্রীসের অন্তর্গত ছোট একটি নগর এথেন্স। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই পাহাড়ে ঘেরা, সবুজ বনানীতে ঢাকা, নগরে বাস করেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

টাইমন ছিলেন এথেন্সের এক সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। উদার, বন্ধু বৎসল, দরাজহস্ত বলে বিশেষ খ্যাতি ছিল। অনেকেই মিথ্যা তোষামোদ করে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করত। মাঝে মাঝে তিনি ভোজসভার আয়োজন করতেন। একদিন এমনই এক ভোজসভায় এক দুঃখবাদী দার্শনিক এ্যাপমেণ্টাস, বন্ধু ভেণ্টিভিয়াস, এথেন্সের সেনাপতি এ্যালিসিবিয়াদ এবং তার বহু মান্য বন্ধু উপস্থিত হয়েছেন। কোন এক প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভেণ্টিভিয়াস টাইমনকে বলল—'মহামান্য টাইমন আপনাকে দেখে আমার পরলোকগত পিতার কথা মনে পড়ছে। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাক। তিনি আমার জন্য প্রচুর ধনসম্পদ রেখে গেছেন। কিন্তু আপনি আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনি আমায় জেল থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে অর্থ দিয়েছিলেন তা আমি ফিরিয়ে দিতে চাই। আপনি গ্রহণ করে আমায় ধণ্য করুন।

শুনে টাইমন বললেন—না ভেণ্টিভিয়াস, তা হয় না। আমাকে তুমি চিনতে পারনি, আমার ভালবাসাকেও বুঝতে পারনি। এটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তোমাকে দিইনি। প্রতিদানের আশা না রেখেই এটা তোমায় দিয়েছি। কোন দাতা যদি এভাবে প্রতিদানের আশা রেখে কিছু দান করে থাকেন তবে আমরা তার অনুকরণ অবশ্যই করব না। আমার অনুরোধ—'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

ভেণ্টিভিয়াস বলল—'সত্যিই মহান, মহারাজা আপনি।'

হেসে টাইমন বললেন—প্রিয় সভাসদবর্গ, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব যখন গভীর ছিল না, যখন আন্তরিকতা হীন ছিল তখন আমাদের অভ্যর্থনা আমাদের দীনতাকে ঢাকার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও বাহ্যিক লৌকিকতা প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব গভীর ও খাঁটি হয়ে উঠেছে তখন লোক দেখান অভ্যর্থনার প্রয়োজন আছে কি? আজ আমার ধনসম্পত্তির চেয়ে তোমাদের মূল্য অনেক বেশী। আজ তো তোমরাই আমার মূল্যবান সম্পদ। এর চেয়ে আর কিছুর দাম বেশী হতে পারে কি?

কথা শেষ হলে সভাসদদের একজন বলল—'তা বটে! আমরা সর্বান্তকরণে তা স্বীকার করে নিচ্ছি।'

দার্শনিক এ্যাপেমেণ্টাস কিন্তু অপ্রিয় সত্যকথা বলতে বেশী ভালবাসেন। রাজাকে যখন তোষামোদ করা হচ্ছে, তখন তিনি বললেন—'না টাইমন, আমায় তুমি স্বাগত

জানিও না। আমি চাই, তোমার বাড়ী থেকে আমার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও।'

টাইমন বললেন—এই ভ্রান্ত ধারণা কেন? সভাসদবর্গের উদ্দেশ্যে বললেন—'ওর এই ধারণা কোন স্বাভাবিক মানুষের মনের কথা নয়। ইনি সবসময় যেন রেগে থাকেন। ওর জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি কোন বুদ্ধিমান ও ভদ্র মানুষের সঙ্গ চান না।'

এ্যাপেমেণ্টাস বললেন হেসে—'তোমার বিপদের দিনে আমি যেন তোমার পাশে থাকতে পারি টাইমন। আমি এখানে খেতে আসিনি। শুধু দেখতে এসেছি, আর তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। আমাকে ভুল বুঝো না।'

টাইমন রাগত স্বরে বললেন—'তোমার কথা শুনতে চাই না। তুমি এথেন্সের একজন নাগরিক। আর আজ আমি আমার প্রাসাদে এথেন্সবাসীদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছি। সেইজন্য তোমাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি উপাদেয় ভোজ্য বস্তু খেয়ে তুমি মুখ বন্ধ করবে।'

কথা শুনে এ্যাপমেণ্টাস ক্ষোভের সঙ্গে বলে—'আমি চাই না। চাই না তোমার সুখাদ্য আর পানীয়। তোমার ভোজ্যবস্তুকে ঘৃণা করি। তোমায় আমি কোনদিন তোষামেদ করিনি। কতলোক তোমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তোমার রক্তে তাদের আহার্য ডুবিয়ে খাচ্ছে। আর তুমি ওসব নিয়ে স্ফূর্তি করছ। আশ্চর্য হচ্ছি, মানুষ কিভাবে অন্যকে এতোখানি বিশ্বাস করে। যে লোকটা তোমার পাশে বসে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করছে, আর বারবার বন্ধুত্বের শপথ করছে, সে যে-কোন সময়ে তোমাকে হত্যা করতে পারে। আমি যদি ধনী হতাম তবে ঐ সব লোকগুলোর সাথে কখনো আহার্য গ্রহণ করতাম না। তারা জঘন্য চরিত্রের লোক। আর কেউ মানুক না মানুক আমি তো মানি।'

টাইমন অতিথি আপ্যায়ন করে বললেন—'এসো সবাই মিলে স্বাস্থ্য পান করি।'

একজন বলল—'দয়া করে একটু ভাল মদ ঢালুন।' টাইমনের ভৃত্য সেখানে এসে বলল—কয়েকজন মহিলা এখানে আসরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইছে।'

ভ্রূ কুঁচকে টাইমন বললেন—'মহিলা? কোথাকার? কি চায় তারা?

ভৃত্যটি বললো—'গান বাজনা ও নাচ করতে ইচ্ছুক।'

টাইমন বললেন—'নিয়ে এসো।'

এবার মুখোশ পরিহিতা বীনাহাতে নৃত্য গীতরতা কয়েকজন মহিলাসহ কিউপিত ভোজসভায় এল।

তাদের দেখে এ্যাপেমেণ্টাস বললেন—কী সর্বনাশ! উন্মাদ মেয়েরা ভোজসভায় ঢুকে পড়ল। সভাসদরাও তো দিব্যি তাদের সঙ্গে নাচতে শুরু করল, ব্যাপার কী?

টাইমন মহিলাদের বললেন—'মহিলাবৃন্দ, নিরানন্দ ভোজসভা এটা। আপানদের উপস্থিতি একে আনন্দময় করে তুলেছে। এবার আপনারা আসতে পারেন। তারা চলে গেল।

আরেক ভৃত্য এসে খবর দিল—হুজুর পারিষদের কয়েকজন সদস্য আপনার সঙ্গে

দেখা করতে চাইছেন।

'—যাও তাদের নিয়ে এসো।' কর্মচারী ফ্লেবিয়াস টাইমনকে সাবধান করে দিয়ে বলল—'এভাবে অর্থের অপচয় করবেন না। লোকে ধাপ্পা দিয়ে আপনার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে খরচ করলে পরে বিপদে পড়বেন।

এ্যাপটেন্টাস আপনাকে সাবধান করে দিতে বলেছেন। এবার থেকে একটু বিবেচনা করে কাজ করুন।

আবার এক ভৃত্য এসে খবর দিল—সভার মহামান্য লুসিয়াস আগামীকাল আপানকে শিকারে যেতে অনুরোধ করেছেন। আর আপনাকে একজোড়া বড় শিকারী কুকুরও পাঠিয়েছেন।'

টাইমন শুনেই বললেন—হ্যাঁ বলে দাও আমি শিকারে যাব। আর সেই সঙ্গে কিছু উপহারও পাঠাবো।

শুনে ফ্লেবিয়াস মনে মনে বলল-এর পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হবে, আপনি কিছুই ভাবছেন না স্যার। শুধু বড় বড় উপহার আর দান খয়রাতের হুকুম করেছেন। এদিকে কোষাগার শূন্য। আপনি জানতেই চাইছেন না যে ভাণ্ডারের অবস্থা কি? কিছু না জেনেই বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। আমি যদি আপনার কাজ ছেড়ে কোথাও চলে যেতে পারতাম তা হলে ভাল হত। নইলে আপনি আমাকে বাধ্য হয়ে জবাব দেবেন। আপনার বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী। আপনার জন্য খুব কষ্ট হয়।

ইতিমধ্যে টাইমন অন্য একজন পারিষদকে বলছেন—আজ মনে পড়েছে সেদিন আমি যে ঘোড়াটায় চেপেছিলাম তা আপনার খুব পছন্দ ছিল। তাই আমি সেটা আপনাকে দান করলাম। গ্রহণ করে আমাকে ধণ্য করুন।

সে বলল—'আমায় মার্জনা করুন। ওটা থাক, ওটার চেয়ে অন্য ভাল ঘোড়া আমি কিনে নেব।'

শুনে টাইমন বললেন—আমার একটা কথা শুনুন। সত্যিকারের পাওয়ার মত কিছু না পেলে কেউ কাউকে প্রশংসা করতে পারে না। আমার বন্ধুর ভালবাসাকে আমি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী জ্ঞান করি। তোমাকে যা বলেছি করবে।

তোষামদকারীরা বলে উঠল—'সত্যি কথা, টাইমনের মত কোন ব্যক্তি এদেশে নেই এমন উদার হৃদয়।

টাইমন প্রশংসা শুনে আনন্দে এবার বললেন—আমি আপনাদের সুহৃদয় সাহচর্যে আর ভালবাসায় এমনই প্রীত হয়েছি যে ভাষায় বোঝাতে পারব না। আমি যদি প্রতিটি বন্ধুকে একটি করে রাজ্য দান করতাম তাহলেও অখুশী হতাম না।

টাইমনকে তোষামোদে ভরিয়ে দিতে লাগল সবাই—আপনার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ভালবাসার বন্ধনেও বটে। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠুন টাইমন। সবাই বিদায় নিয়ে এবার চলে গেল।

এ্যাপমেণ্টাস এতক্ষণ মজা দেখছিলেন। এবার চুপ করে থাকতে না পেরে মুখ খুললেন।—কি দান খয়রাতের হরির লুঠই না চলল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা যে সব দান বা উপহার পেল কেউই তার যোগ্য নয়। যাদের অন্তঃকরণ মিথ্যা অহঙ্কারে ভরা তারা কারো কাছ থেকে দান নিয়ে সেদিকে ফিরেও চায় না। কিন্তু যারা সৎ অথচ নির্বোধ তারা কেবল অপাত্রে দান করে বলে, বিচিত্র ব্যাপার!

টাইমন এবার এ্যাপেমেণ্টাসকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ফেল, তুমি রাগ—রোষ একটু কম কর দেখি। তোমার মেজাজ যে সব সময় মস্তকে চড়ে থাকে। এবার বলতো আমি তোমার কোন্ কাজে লাগতে পারি?

এ্যাপমেণ্টাস শুনে বললেন—না আপনার কোন উপকারই আমার লাগবে না। যদি আমিও আপানর কাছ থেকে কিছু নিই তবে কোন নিন্দা করতে পারব না। আর আপনিও দ্রুত ধ্বংসের পথে নেমে যাবেন। আপনি এতদিন এত দান করে এসেছেন যে আমার ভয় হচ্ছে আপনি এবার কি নিজেকেও বাঁধা দেবেন? এই ভোজসভায়, নাচগানের কি প্রয়োজন বলতে পারেন?

টাইমন রেগে বলেন—তুমি যখন আমার নিন্দেতে মত্ত তখন তোমার তারিফ আমি করতে পারি না। যদি কোনদিন অন্য কথা বলতে পার তবেই ভবিষ্যতে এখানে এস। এখন বিদায় জানাতেই হচ্ছে।

—'আমার কথা এখন তোমার অবশ্যই ভাল লাগবে না। কিন্তু যখন তোমার ভাল লাগার মত মন তৈরী হবে তখন আর শুনতে পাবে না। হায় ঈশ্বর! মানুষ কখনও সৎপরামর্শ শুনতে চায় না। তোষামদই চায়। বিচিত্র মানুষের চরিত্র। মানুষের মন কেউ বুঝতে পারে না।'

টাইমন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আগের মতই সময় কাটাচ্ছেন বছর-এর পর বছর।

কয়েক বছর পর দেখা গেল টাইমন দেউলিয়া হয়ে গেছেন। পাওনাদারদের এমন উৎপাত করছে যে, বাড়ীতে থাকাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ্যারো, লুসিয়াস প্রভৃতি ওপারেটিটাস ও হার্টেনিয়াস টাইমনের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল টাকা পরিশোধ না করার ব্যাপারে। এরপর সেখানে এল মহাজন স্যার ফিসোটাস।

ভৃত্য লুসিয়াস ক্ষীণকণ্ঠে বললো—মহামান্য ফিলোটাস কি একই দরকারে এসেছেন।

ফিলোটাস বলল—'ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম।'

লুসিয়াস—স্বাগত। এখন কটা বাজে বলুন তো?

ফিলোটাস—প্রায় নটা। এখনো লর্ড টাইমনের দর্শন পাওনি?

—না পাইনি? লুসিয়াস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

ফিলোটাস সবিস্ময়ে বলল—সে কি? সকাল সাতটায় দেখা করার কথা ছিল।

লুসিয়াস মুখ বিকৃত করে বলল—এখন তাঁর ঘড়ি যে খুব ধীরে চলছে। অমিতব্যয়ীর সময়টা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যায়। টাইমন একেবারে নিঃস্ব।

অপর মহাজন টিটাস মন্তব্য করল—মহাপ্রভু টাইমন এখন সবার কাছে লোক পাঠাচ্ছে। ঈশ্বরের অপার করুণা টাইমনের দান করা যে সোনার.হার আমার গলায় দেখছ তার দামের জন্য এখানে ছুটে আসতে হল।'

হার্টেনিয়াস মহাজন বলল—'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এরকম হবে—আশ্চর্য।'

ভৃত্য লুসিয়াস তার কথার উত্তরে বলল—সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে, তোমার মনিব যে মণিমুক্তো ব্যবহার করছে টাইমন তার টাকা মেটাবে, ব্যাপারটা কেমন শোনাচ্ছে না। তোমার মনিবই আমার টাকাটা চেয়ে পাঠাচ্ছে।

হার্টেনিয়াস বলল—আমি আবার এরকম প্রকৃতি বরদাস্ত করতে পারি না। দেবতারাই এর বিচার করবেন। জানি আমার মনিব টাইমনের অনেক টাকা উড়িয়েছেন, আজ কিন্তু তাঁকে একটা পয়সাও দিলেন না। অকৃতজ্ঞতার অবিশ্বাস্য নজীর।

ভ্যারোর ভৃত্য শুনে বলল—'তিন হাজার ক্রাউন আমার মনিবের পাওনা। তোমার মনিবের কত?

লুসিয়াস—পাঁচ হাজার ক্রাউন।

ভ্যারোর ভৃত্য হেসে বলল—অর্থের পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে আমার মনিবের চেয়েও তোমার মনিবের বিশ্বাস অনেক বেশী ছিল টাইমনের ওপর, নইলে এত অর্থ কিছুতেই রাখতেন না!

হঠাৎ টাইমনের ভৃত্য ফ্লেমিনিয়াস সেখানে উপস্থিত হতে আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল।

টিটাস এবার বলল—টাইমনের প্রেরিত লোক আসছে ঐ যে—

লুসিয়াস জিজ্ঞাসা করল—একটা কথা ফ্লেমিনিয়াস বলতো, লর্ড টাইমন কি এখন আসছেন? কি করছেন তিনি জানো?

—না এখন আসবেন বলে মনে হল না—ফ্লেমিনিয়াস বলল।

টিটাস এবার দৃঢ়স্বরে বলল—আমরা যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের কথা একাবারটি তাকে বলো।

ফ্লেমিনিয়াস বলল—'বলার কিছু নেই। তিনি সবই জানেন। কথাটা বলেই সে চলে গেল।'

টাইমনের এক কর্মচারী বিচিত্র পোশাকে নিজেকে ঢেকে সেখানে হাজির হল।

দেখে ভৃত্য লুসি বলে উঠল—আরে কি ব্যাপার, উনি লর্ডের ম্যানেজার না? উনি গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। ডাকো তো ওকে।

টিটাস চেঁচিয়ে বলল—এই যে শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন কি? একবারটি দয়া করে শুনুন।

ফ্লেমিনিয়াস উত্তর দিল ঢোক গেলে—তোমরা কিছু বলছ কি?

টিটান বলল—কিছু টাকার জন্য যে আমরা বসে। ফ্লেমিনিয়াস ম্লান হেসে বলে—বসে থাকলেই যদি টাকা পাওয়া যেতো তো তোমরা নিশ্চয়ই পাবে। তোমাদের মনিবরা যখন আমার মনিবের মাংস ছিঁড়ে খেয়েছেন তখন তোমাদের সঙ্গে করে

টাকা আনা উচিত ছিল, কেন শুধু আমাকে ঘাঁটাচ্ছ। মনে রেখ আমার মনিবের সঙ্গে এখন আর আমার কোন সম্পর্ক নেই। খরচ করার মত টাকাও নেই আর আমারও হিসাব করে চলার পরামর্শ দেওয়ার দরকার নেই।

ভৃত্য লুসি বলে—একথা বললে এখন হবে না চাঁদু।

ফ্লেমিনিয়াস বলল—এতে সন্তুষ্ট না হলেও কথাটা আমাকে বলতে হচ্ছ। কারণ তোমরা তো সবাই দুই মনিবের কাজ করো। তাই তোমরাও তো খারাপই। এই বলে সে আর না দাঁড়িয়ে চলে গেল।

ভৃত্যরা তার কাণ্ড দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—লর্ডের কোষাধ্যক্ষ কি যাতা বলে গেল। যাই বলুক না কেন ব্যাপারটা পরিষ্কার যে উনি এখন নিঃস্ব হয়ে গেছেন। এই নিঃস্ব হয়ে যাওয়াটাই একটা বড় প্রতিশোধ নেওয়ার সামিল। কি আর থাকবে? যাদের বাড়ী নেই তারাও তো বাড়ীর আর তার মালিকের নিন্দা করে।

লর্ডের অন্য এক ভৃত্য সার্বিলিয়াস বলল—আপনারা দয়া করে পরে আসবেন। মনিবের শরীর ভাল নেই। মন মেজাজও খারাপ। তিনি শুয়ে আছেন।

ভৃত্য লুসি রেগে জবাব দিল—ঘরের মধ্যে যারা থাকে তারাই অসুস্থ হয় না। যদি শরীর এতই খারাপ তো সব দেনা মিটিয় নিশ্চিন্তে স্বর্গে যেতে পারেন তো!

সার্বিলিয়াস বলল—ঈশ্বর মঙ্গলময়। এটা কি আমাদের বলা উচিত?

ফ্লেবিয়াস ভিতর থেকে সাবধান! সাবধান! করে চিৎকরে করে উঠল। তারপর ক্রুদ্ধ টাইমন ও তার পিছনে ফ্লেবিয়াস এসে দাঁড়াল।

টাইমন ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—আমারই বাড়ীর দরজা আমার কাছে বন্ধ। আমি তো এতদিন মুক্ত ছিলাম। আজ নিজের বাড়ীই কারাগার হয়ে গেছে। যে বাড়ীতে দিনের পর দিন ভোজসভার আয়োজন করেছি, অকৃতজ্ঞ বন্ধুদের মতো এই বাড়ীও আমার কাছে নির্মম হয়ে উঠেছে।

ভৃত্য লুসি বলল—তোমাদের যা কিছু হিসাব এবার নিয়ে এস টিটাস।

সবাই বিলগুলো দিয়ে বলল—এগুলি আমাদের।

টাইমন রীতিমত চেঁচিয়ে বললেন—বিল বিল আর বিল। বিল চাপা দিয়ে মেরে ফেল আমাকে।

ভৃত্য লুসি মুখ বেঁকিয়ে বলল—হায়! আমার প্রভু কি কষ্টই না পাচ্ছেন।

টাইমন আর্তনাদ করে বললেন টাকার জন্য আমার হৃৎপিণ্ডটাই তোমরা কেটে নাও। অসহ্য, আমাকে এরা বাঁচতে দেবে না।

বন্ধু বৎসল বৃদ্ধ লর্ড টাইমন সবার কাছ থেকে বড় আঘাত পেলেন। রেগে গেলেন খুব। অসহ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বার বার ধিক্কার দিলেন নিজেকেই—আমি কত বোকা! দিনের পর দিন সর্বনাশ করেছে কেবল আমার বন্ধুরা, কিছুতেই আমি ওদের ছাড়বনা। তারা সব বিশ্বাসঘাতক হতে পারে। এদের শেষ আমাকে দেখতেই হবে।

টাইমন সকলকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানালেন সকলেই এক এক করে এসেছেন।

টাইমন তাদের বললেন—আপনারা তবে বসে পড়ুন। সকলকেই একই খাবার দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনাদের সমস্ত সমাজকে বন্ধকে বেঁধে রেখেছেন, যে মানুষ আজও দানশীলতার জন্য দেবতাজ্ঞানে আপনাদের পূজা করে, তাদের কাছে টাকা ধার করতে গেলে তারা আপনাদের ঘৃণাভরে ত্যাগ করবে। সব নরনারীর মধ্যেই এক একজন করে শয়তান বাস করে। বন্ধুগণ, আজ আর কিছু নেই আমার কাছে, তাই কিছু না দিয়েই খালি হাতে অভ্যর্থনা জানান হবে।

ডিসের ঢাকনা খুলে ফেলল শয়তানরা। খুলে তাতে শুধু গরম জল দেখতে পেল।

এবার টাইমন বিদ্রূপ করে বললেন—এমন ভোজ তোরা কোনদিন দেখিসনি তাই তো? হে মিথ্যাচারী কপট বন্ধু গরম জলই আজ তোদের প্রাপ্য। আর এটাই টাইমনের শেষ ভোজসভা। আর তো তোরা তোদের প্রাপ্য বুঝে পেলে আর দুঃখরেই কি বল? টাইমন এবার ওদের মুখে গরম জল ছিটিয়ে দিয়ে রাগের স্বরে বললেন—ঘৃণ্য তোষামোদকারী কোথাকার। মূর্তিমান শয়তান কোথাকার, জুয়াচোরের দল, পশুর মতো সবাই তোদের উপযুক্ত শিক্ষা দিক। সবাই মিলে তোদের পিশে শেষ করে ফেলুক। কীরে, চলে যাচ্ছিস কেন? যাক্ আমি আর টাকা ধার চাইব না আর টাকা শোধ সব করে দেব তোদের। এবার তাদের মুখের ওপর আবার গরম জল ছিটিয়ে দিল। কী সবাই চলে যাচ্ছিস, মূর্তিমান শয়তান যতসব। সমস্ত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দাও, সারা এথেন্স নগরীকে ডুবিয়ে দাও জলে।

ব্যাপার দেখে সভাসদরা অবাক। পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—'টাইমনের রাগ দেখলেন।'

টাইমনের এরূপ ব্যবহার দেখে একজন ভয়ে ভয়ে বলল—উনি বোধ হয় ক্রোধে একেবারে পাগল হয়ে গেছেন। আর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বলেই ওই রকম করছেন। উনি এক সময় আমাকে একটা মুক্তো দিয়েছিলেন—আজ উনিই আমার টুপী থেকে মুক্তোটা তুলে নিলেন। আর একজন বললেন—একদিন তিনি আমাকে দিয়েছিলেন হীরক খণ্ড, আর আজ দিলেন প্রস্তর খণ্ড। তারপর সভাসদরা যে যেদিকে পারল সরে পড়ল। টাইমন হেসে উপভোগ করলেন ব্যাপারটা।

পরদিন সকালে বাড়ি খালি। টাইমন বাড়িতে নেই। তিনি চলে গেছেন। কিন্তু কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

সবাই তার খোঁজ করতে লাগল। কোথাও পাওয়া গেল না।

ফ্লেবিয়াস অন্য ভৃত্যদের বলল—আমার যা কিছু আছে আমি সবই তোদের মধ্যে ভাগ করে দেব। যেখানেই আমাদের দেখা হবে। টাইমনের সম্মান যাতে বজায় থাকে। এখন এস আমরা পরস্পর করমর্দন করি। টাইমনের সুখ সম্পদ আজকে গেছে কিন্তু একদিন আমরা তার চরম সুখময় দেখেছি। সবাই টাকা কড়ি ভাগ করে নিল। তারপর ফ্লেবিয়াস অন্যান্যদের বিদায় দিয়ে আপন মনে বলতে লাগল—সৎ সদাময় মহামান্য প্রভু তোমার সততাই তোমার পতনের কারণ হল। আমি বহুবার তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কথা শোনেননি। যে উদারতা

দেবতার ভূষণ তা মানুষকে মানাবে কেন? মানুষ একদিন গরীব হবার জন্যই বোধহয় বিত্তবান হয়। হতভাগ্য হবার জন্যই সৌভাগ্য যেন লাভ করে থাকে। সৌভাগ্য ও সম্পত্তি থেকেই মানুষ একদিন ভোগ করে বহু বিপত্তি। আজ তুমি ভয়ঙ্কর অকৃতজ্ঞ বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হলে। তোমার অন্ন সংস্থানের কোন উপায়ই নেই। আমি তাকে খুঁজে বার করবই। আমি ধনসম্পদ কোনদিন লাভ করলেও চিরদিন তাঁর সেবা করে যাব। তিনি অতীতে যেমন আমার প্রভু ছিলেন ভবিষ্যতেও থাকবেন।

এদিকে টাইমন বন্ধুবান্ধব ছেড়ে সমুদ্রতীরে এক পর্বত গুহার মধ্যে বাস করছিলেন। তার মনে শুধুই ধিক্কার মানুষের প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণা আর অভিশাপ। সূর্যের দিকে তাকিয়ে টাইমন বললেন—হে সূর্যদেব, পচনশীল পৃথিবীর বদরস তুমি শোষণ করে নাও। দূষিত বাতাস দিয়ে পৃথিবী ভরে দাও। একই মায়ের গর্ভে দুটি সন্তানের ভাগ্য যেন তোমার প্রভাবে কিছু ভাব ধারণ করে। বড় যেন ছোটকে অস্বাভাবিক ঘৃণা করে। আমি একজন সামান্য ভিক্ষুক হলেও যে সম্মান আমাকে দান করবে তা কোন রাজপরিষদ যেন না পায়। কে এমন খাঁটি মানুষ আছে যে জোর গলায় আমাকে লক্ষ্য করে বলতে পারে এই লোকটি তোষামোদকারী হীনতম চাটুকর। এই পৃথিবীতে সব কিছুই এলোমেলো কুটিল। অভিশপ্ত প্রকৃতির রাজ্যে কোথাও সরলতা নেই। তাই শয়তান মানুষের সঙ্গে ভোজ উৎসব ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে, মানুষের দয়াকে পর্যন্ত ঘৃণা করে। ধ্বংস নেমে আসুক মানব জাতির ওপর। হে মাতা পৃথিবী আমাকে কিছু বিষাক্ত মূল দাও। সেই বিষাক্তমূল আস্বাদনে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়তে চাই। কিন্তু একি ব্যাপার, সোনা! চকচকে মূল্যবান সোনা। হে দেবতাবৃন্দ, আমি তো ধনরত্ন প্রত্যাশী নই। আমি শুধু প্রত্যাশা করি সামান্য বৃক্ষ মূল। কী আশ্চর্য এই স্বর্ণখণ্ড কালোকে সাদা, মন্দকে ভালো। অন্যায়কে ন্যায়, কাপুরুষকে বীরে পরিণত করে। সোনা আমাকে কেন দিলে? এই বাজে বস্তুটা ধর্মের সেবক ও পুরোহিতদের মাথা একেবারে ঘুরিয়ে দেবে। মানুষের রাতের নিদ্রা কেড়ে নেবে, ধর্মকে নস্যাৎ করে দেবে। এই সোনা বিধবাকেও আবার স্বামী গ্রহণে প্ররোচিত করে। কিন্তু যেন কি একটা শব্দ আসছে না। আমি তাড়াতাড়ি এই সোনাকে মাটির ভিতর পুঁতে রাখি। যাতে কেউ টের না পায়।

টাইমন মনের দুঃখে বলতে লাগলেন—মানুষের হৃদয়হীনতা দেখে তুমি এখনো চুপ করে আছ ধরিত্রীমাতা। তোমার বুকে যে সম্পদ নিহিত আছে তাতে বিশ্বের জীবকুল প্রতিপালিত হয়। আবার এই গর্ভ থেকেই অহংকারী অত্যাচারী মানুষ প্রসূত হয়। আবার তুমি কুটিল সাপ, বিষাক্ত ব্যাঙ আর অন্ধ বিষময় এমন অনেক কীটপতঙ্গের জন্ম দাও এই পৃথিবীতে। তোমার এই উর্বর শস্য সম্পদ শালিনী বক্ষ থেকে শুধু আমি একটি শিকড় চাই। তোমার এ গর্ভে অকৃতজ্ঞ মানুষকে যেন আর ধারণ কোরো না। তার থেকে বাঘ, ভালুক, সাপ ও ড্রাগন প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর জন্ম দাও। পৃথিবীর যেখানে যত জল আছে সব শুকিয়ে দাও যাতে অন্ন সংস্থান না করতে পারে।

সেখানে হঠাৎ এ্যাপেমেণ্টাস হাজির হল। তাকে দেখেই ভীষণ ক্ষেপে গেলেন টাইমন—'হতচ্ছাড়া কোথাকার'। এ্যাপেমেণ্টাস থতমত খেয়ে বলল—আমি বাধ্য

হয়ে এদিকে এসেছি। লোকে বলাবলি করছিল তুমি নাকি আমার কথা সব নকল করছ। সত্য নাকি?

টাইমন বললেন—যার ভাবধারা নকল করা যেত সেরকম কাউকে তো পাইনি। তাই তোমায় নকল করছি। মরো তুমি।

এ্যাপেমেণ্টাস বলল—ভাগ্যের পরিবর্তন হওয়ার জন্য এক অমানুষিক বিপদ তোমার মনকে আচ্ছন্ন করে বসেছে। তোমার চোখেমুখে বিষয়াশক্তির দৃষ্টি। একদিন যারা তোমার চাটুকার ছিল আজও তারা দামী পোশাক পরে সুরা পান করছে। শুভ্র ফেনিল নরম বিছানায় শুচ্ছে, সুগন্ধী আতর মাখছে। টাইমন নামে যে একটা ভদ্রলোক ছিল তা তারা আজ ভুলে গেছে। স্বেচ্ছাসেবী লোকের মত কেবল পরের চরিত্র নিয়ে সমালোচনা করে। এখানের পবিত্র বাতাসকে কখনও কলুষিত কোরো না। তারা যে তোষামদ দ্বারা তোমার ধ্বংস এনেছে তুমি ও চেষ্টা কর তার সাহায্যে ভাগ্যেন্নতি করতে। তোষামোদ যোগ্যলোক পেলেই কতক বন্ধু হয়ে তার যাবতীয় দোষকে ভাল বলে প্রশংসা করবে। তোমাকেও সবাই একদিন এরকম প্রশংসা করত। মদের দোকানের লোকেরা যে কোন চোর মদ খেতে এলে তাকেও সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে এমনভাবে যাতে তুমি পাকা চাটুকার হয়ে ওঠো। আবার তোমার যখন ধন সম্পদ হবে তখন আর পাঁচজনে তোমার টাকা ছিনিয়ে নেবে। আমার মত মোটেই হতে যেওনা। আমার কোন কাজের নকল করতে চেষ্টা কোরো না। নিঃস্ব হয়ে যাবে।

টাইমন এবার বললেন—তোমায় যেদিন নকল করার প্রবৃত্তি হবে সেদিন জলে ঝাঁপ দিয়ে মরবো।

এ্যাপমেণ্টাস বলল—আজ তুমি যা হয়েছ, তা হতে গিয়ে তুমি নিজের আত্মাকেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। এতদিন ছিলে পাগল, আজ হয়েছ নির্বোধ, তুমি কি মনে কর এই ঠাণ্ডা বাতাস তোমার গায়ে জামা চড়িয়ে দেবে? যেসব শিশিরে ভেজা গাছ আছে চারদিকে তাদের কোন একটাকে ডাকলেই কি তারা এসে তোমার পায়ে জুতো পরিয়ে দেবে। তুমি কি ভাব যে নদীতে বরফের মত জল বয়ে যায় সকলে সেই জল পান করলে তোমার রাত্রির ক্লান্তি দূর হবে। এই সব বৃক্ষের প্রতিকূল অবস্থাতেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের ডেকে তোমার প্রশংসা করতে বল।

টাইমন বললেন—কেন তুমি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ?

এ্যাপমেণ্টাস—তোমাকে বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে। টাইমন আবার বললেন—এটা শয়তান ও নির্বোধের কাজ, এতে তুমি কি খুশী।

'—হ্যাঁ খুশী, নিশ্চয়ই খুশি।'

তা শুনে টাইমন বললেন—'তুমি একটা বদমাইশ, শয়তান চলে যাও আমার সামনে থেকে।

এ্যাপেমেণ্টাস বলল—দেখো, তুমি যদি তোমার অহঙ্কার প্রকাশ করতে এই ধরনের তিক্ত স্বভাবের পরিচয় দিতে তবে কিন্তু কিছু বলার ছিল না। আর তুমি কিন্তু এটা

জোর করে অকারণে করছ। অনেক কিছু যারা পেয়েও নিজের আস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। ঐশ্বর্যের নির্দিষ্ট সীমা আছে। অতএব অহঙ্কারেরও সীমারেখা বর্তমান। দুঃখের অহঙ্কর কিন্তু একেবারেই মানসিক ব্যাপার। তার সীমা পরিসীমা নেই। সত্যিই তুমি দুঃখিত হলে মৃত্যু কামনা করো। মৃত্যুই একমাত্র শান্তি এনে দিতে পারে।

টাইমন বললেন—আমার চেয়ে বেশী দুঃখী তার কথায় কামনা থাকবে না। প্রথম থেকে যদি আমার ধন ঐশ্বর্যলোভ তুমি করতে তাহলে ঐ শৃঙ্খলতা ও ব্যাভিচারের মাধ্যমে আমার জীবন যৌবনকে ধ্বংস করে দিতে। কোন সম্মানিত ব্যক্তি কোন নীতির উদ্দেশ্য গ্রাহ্য করতো না। আমার কথা ভেবে দেখো কতলোক আমার সেবায় নিযুক্ত ছিল। কৃত অনুগত ব্যক্তি ছিল যাদের আমি বোকা মনে করিনি। আজ তারা সবাই দূরে চলে গেছে। আমার যাবতীয় ঝামেলা আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। মানুষের জীবন তো কষ্টের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, মানুষকে কেন তবে ঘৃণা করবে? কাউকে যদি অভিশাপ দিতেই হয় তবে সে অভিশাপ দাও তোমার নিঃস্ব পিতাকে, যে অন্য এক গরীব ভিখারীর মেয়ের গর্ভে তোমার জন্মদান করেছে। একমাত্র সেই তোমার দারিদ্রের জন্য দায়ী। তাই আবারও বলছি, চলে যাও আমার সামনে থেকে।

—তুমি কি এখনও গর্ব অনুভব কর?

টাইমন বললেন—'হ্যাঁ অবশ্যই আমি গর্ব অনুভব করি। কারণ কি জান?

এ্যাপমেণ্টাস উত্তরে বললেন—হ্যাঁ, আমার গর্ব এটাই আমি তোমার মত কখনো অমিতব্যয়ী হইনি।

টাইমন বললেন—'আজ যদি আমার আগের মত টাকা থাকত তবে আমার যথাসর্বস্ব দান করে তাই দিয়ে তোমায় নরকে পাঠাতাম। এখন চলে যাও।

তা দেখে এ্যাপমেণ্টাস বিষণ্ন স্বরে বলল—কিছু খাবার দাও।

তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও—টাইমন গর্জে উঠলেন।

এ্যাপমেণ্টাস এবার বলল—এথেন্সের মানুষকে তোমার কিছু বলার আছে?

টাইমন কর্কশ স্বরে বললেন—'আগে তুমি সেখানে গিয়ে সবাইকে বলো আমার কাছে অনেক সোনাদানা আছে। এই দ্যাখো সত্যিই আছে আমার কাছে।'

'—এখানে তো সোনার কোনই প্রয়োজন নেই তোমার।'

—কোন সৎ এবং খাঁটি সোনা এইখানে ঘুমিয়ে আছে। যে কারও কোন ক্ষতি করবে না।

—রাতে তুমি শোও কোথায়?

—মাথার ওপরে যে গাছটা রয়েছে তার তলায় নিশ্চিন্তে ঘুমাই।

এ্যাপমেণ্টাস—শোন টাইমন মানবজীবনের মধ্যবর্তী অবস্থা তো তুমি দেখনি। শুধু দেখেছ পরস্পর বিরোধী প্রান্তসীমা। তুমি যখন সুখ ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাতে তখন লোকে তোমার দান খয়রাতের জন্য উপহাস করত। আজ এই দুঃখের দিনে তারা তোমায় ঘৃণা করে। একটা ফল খাও, ধর।

—যাকে আমি চরম ঘৃণা করি তার কিছুই খাই না।

—এই ফলকে তুমি ঘৃণা কর ?

—হ্যাঁ, ওটা যে তোমারই মত, কুটীল কুচক্রী। তুমি এমন লোককে জেনেছ ধনসম্পত্তি চলে গেলেও যে মানুষ কোন কোন লোককে ভালবাসে।

—কে সেই লোক? তোমার জানা আছে কি?

—আমি নিজে, হ্যাঁ আমি নিজেই সেই লোক।

—তুমি আমাকে ভালবাস?

—সত্যি, আজও তোমাকে ভালবাসি।

—আমি বিশ্বাস করি না পৃথিবীতে ভালবাসা বলে কিছু আছে, অতীতেও ছিল।

এদিকে ফ্লেবিয়াস তার মনিবকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেই গুহায় তাঁকে দেখে আঁতকে উঠল। ভাবল এ ভয়ঙ্কর অজ্ঞাত চেহারার মানুষটাই কি আমার মনিব? আজ উনি যে পতনের শেষ ধাপে উপনীত। অপাত্রে দানের পরিণাম কী ভয়ঙ্কর। মানুষের সম্মান ক্ষণস্থায়ী। জগতে বন্ধুর থেকে ভয়ঙ্কর জিনিষ আর হতে পারে না। তাই আমি আজ থেকে সেইসব শত্রুদের ভালবাসা, যারা আমার সামনা সামনি ক্ষতি করে। আমি প্রভুর কাছে গিয়ে আমার সমবেদনার কথা জানাব। সারাজীবন ওর সেবা করব। হে আমার মনিব আমায় কাছে টেনে নিন।

টাইমন ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন—'যাও এখান থেকে, কে তুমি?'

—প্রভু আপনি আমাকে ভুলে গেছেন?

কেন এসব জিজ্ঞাসা করছ, আমি তো সবাইকেই ভুলে গেছি।

'—আমি আপনারই একান্ত সৎ আর অনুগত ভৃত্য।'

'—আমি চিনি না, কোন সৎ ভৃত্য কোনদিন আমার ছিল না। আমি যাদের ভৃত্য হিসেবে পেয়েছিলাম তারা সকলেই দুর্বৃত্ত। তাদের কাজ ছিল শয়তানদের তুষ্ট করা।'

—দেবতারা সাক্ষী, আজ আমার জন্য অভিশাপগ্রস্ত প্রভুর যে দুঃখ চোখের জল হয়ে বেরিয়ে এসেছে তার থেকে খাঁটি কিছুই হতে পারে না।

টাইমন বললেন—কী তুমি কাঁদছ। তবে আমার কাছে এস। পুরুষের চোখে তো অশ্রু দেখা যায় না। এখন সময় খুব মন্দ, মানুষের সব দুঃখ ও বেদনা আর কারকে না কারও সব যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে আছে নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা।

ফ্লেবিয়াস বলল, আমার প্রার্থনা শুনুন। আমার সামান্য সঙ্গতি যতদিন থাকবে আমি আপনার সঙ্গে থেকে যাব।

টাইমন—আমার কি তবে সত্যিই একজন সৎ কর্মচারী ছিল। তোমর মুখটা একবার দেখি। তুমি ছাড়া সব মানুষই খারাপ। কিন্তু যতটা সৎ ততটা বুদ্ধিমান নও। যদি বুদ্ধি থাকতো তবে এভাবে আমাকে বিপদের মুখে ফেলে যেতে না। সত্যি করে বলো—তোমার এই সমবেদনার মধ্যে কোন প্রতারণা নেই? তুমি কি কিছু প্রতিদান চাও না?

—হে প্রভু কোন ছলনা নেই। এ ধারণার কোন অর্থ হয় না। যখন টাকাপয়সা

ছিল—তখন স্বার্থের লোভে অনেক কপট ভিড় করত। কিন্তু আমি এসেছি আমার কর্তব্যপরায়ণতা ও শ্রদ্ধা দিয়ে আপনার আহার আর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে। আর সেবা করতে। আমি আমার যথাসর্বস্ব বিনিময়েও আপনাকে সুখী করতে আগ্রহী।

টাইমন—ফ্লেবিয়াস সৎ লোক হিসেবে কিছু পুরস্কার গ্রহণ কর। এই পুরস্কার পরমেশ্বর তোমায় দিয়েছেন বলে মনে করব। আমার দুঃখের মাধ্যমে বিত্তসম্পদ তোমাকে দান করছেন। তুমি শান্তিতে থাকগে যাও, একটা কথা মনে রেখে—অভিশাপ দেবে সবাইকে। ভুলেও মানুষদের কিছু দেবে না। জানবে তাদের রক্তে আছে ছলনা ও কপটতা। রোগ ও ঋণে জর্জরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাক তারা। বিদায়! আর তুমি এসো না এখানে। যাও।

—আর এখানে দাঁড়িয়ে কোন লাভ নেই। কিছুতেই প্রভুকে ফেরান সম্ভব নয়।

টাইমন—আমার সমাধিলিপি নিজেই রচনা করেছিলাম। কাল তা দেখা যাবে? আমার অসুস্থতার অবসান হতে চলেছে। আমি এবার সেরে উঠতে শুরু করছি। আর এসব ভাল লাগছে না।

—ওকে আর বিরক্ত করব না, কোন ফলই হবার নয়।

—তোমরা আমার কাছে এস না। এথেন্সের সবাইকে বলবে সমুদ্রের উপকণ্ঠে এক চিরস্থায়ী অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। আমার সেই অট্টালিকার কাছে তোমরা এস। কোন কথা বল না। স্তব্ধ হয়ে এখান থেকে চলে যাও। সমাধি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব যার পরমলাভ একমাত্র মৃত্যু।

সূর্যদেব, তোমার আলোকরশ্মি সংবরণ কর। টাইমন আজ তার কাজ শেষ করে ফেলেছে।

অনেক দিন কেটে গেছে। এথেন্সের মানুষ টাইমনকে খুঁজে বেরিয়েছে। কিন্তু কেউই তার সন্ধান পায়নি। সেনানায়ক ফ্যালসিরিয়াদ নিয়োগ করেছেন অনেক সেনাকে টাইমনকে খুঁজে বের করার জন্য। তারা সকলেই ব্যর্থ।

দীর্ঘদিন পরে এক সৈনিক এক জায়গার খোঁজ পেল যেখানে টাইমন অর্ধসমাপ্ত সমাধিস্তম্ভের তলায় চিরনিদ্রায় শায়িত

সেনাপতিকে ফিরে গিয়ে জানায়—টাইমন আজ মৃত। সমুদ্রতীরে তার মৃতদেহ সমাহিত হয়েছে। তবে সমাধি লিপিগুলি পড়া সম্ভব হয়নি। তার ছাপ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

ফ্যালসিরিয়াদ বিস্ময়ে তাকায়। এক সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে—মৃত মহান টাইমন মৃত। সকালের মুক্ত বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে সেনাপতি সৈনিকটির হাত থেকে সমাধিলিপির ছাপটি গ্রহণ করলেন।

কিং হেনরি দ্য ফোর্থ (২য়)

ওয়ার্ক ওয়ার্থ-এ নর্দামবারল্যাণ্ডের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন। লর্ড বার্ডলফ, নর্দামবারল্যাণ্ড ও রাজা হেনরির পক্ষে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যর্থ প্রমুখরা সাম্প্রতিক যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত।

রাজা চতুর্থ হেনরি বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছেন। ইতিপূর্বে ও একবার বিদ্রোহীদের আস্ফালন দমন করতে তাঁকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। সে যুদ্ধে সাময়িকভাবে বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেলে কিছুদিন পর তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে রাজা চতুর্থ হেনরি গুরুতরভাবে আহত।

শ্রুষবেরির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসেছে যুবরাজ হ্যারি লর্ড বার্ডলার-এর পুত্রের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

যুদ্ধের গতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। রাজকুমার জন আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছেন। আরও আছে—ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের আর্ল এবং স্যাফোর্ডও বেকায়দায় পড়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছেন।

রাজার বিপক্ষদলীয় ব্যক্তি বার্ডলফ রাজার আকস্মিক বিপর্যয়ের কথা বলতে গিয়ে উল্লাসে বললেন—'আমাদের এখন বৃহস্পতি তুঙ্গে।' সীজার-এর বিজয় গৌরবের এমন অকল্পনীয় জয় কোনদিনই আসেনি। যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে লর্ড বার্ডলফ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

লর্ড বার্ডলফ-এর অনুচর ট্রাভার্স এসে জানাল শ্রুষবেরির যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের প্রতি ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন হয়েছেন।

শ্রুষবেরির থেকে ফিরে এসে মর্টন জানাল, বিদ্রোহীরা খুব বেশী সংখ্যক মারা পড়ছে। নর্দামবারল্যাণ্ডের পুত্র সৈন্যের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু তার ভ্রাতা এখনও জীবিত। আহত অবস্থাতেই তিনি মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ডগলাসও জীবিত।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে নর্দামবারল্যাণ্ড খুবই মর্মাহত। মনের দিক থেকে একেবারে

ভেঙে পড়লেন পার্সির মৃত্যুতে তার একটা বুকের পাঁজর যেন খসে পড়ল। পার্সির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পক্ষ অবলম্বনকারী যোদ্ধারা মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভীত সন্ত্রস্ত মনে প্রাণভয়ে অস্ত্র ছেড়ে পালাচ্ছে।

রাজার বিরোধী দলের বীরদের মৃত্যু ও সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার কথা শুনে ওরস্টার বড়ই অসহায় বোধ করতে লাগলেন। হতাশায় জর্জরিত স্কট বন্দীত্ব বরণ করেছেন।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যা জানার ছিল তা দেওয়ার পর বার্ডলফ এবার মন্তব্য করলেন—রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাজা হেনরি ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এবং গ্লাসষ্টার-এর নেতৃত্বে একদল বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নর্দামবারল্যাণ্ড-এর সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ও কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহে নামার সময়ই বিদ্রোহীরা ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করেই অস্ত্র হাতে তুলে দিয়েছেন।

নর্দামবারল্যাণ্ডের ভেঙে পড়া মনকে চাঙা করতে মর্টন বললেন—আপনি এভাবে ভেঙে পড়লে আমরা যে অচিরেই সমূলে ধ্বংস হয় যাব। মনকে শক্ত করুন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কেবল সবই যে দুঃসংবাদ এমন মনে করার কারণ নেই। আমি এবার যে আমার কথা আপনাকে জানাচ্ছি ধৈর্য ধরে শুনুন—ইয়র্কের বিশপ সর্বশক্তি নিয়ে এখন আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন। আর যাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা আপনার পুত্রের পবিত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। আরও আছে, মহামান্য ধর্মযাজক এক অবিশ্বাস্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমাদের কথা বলে বিপ্লবের প্রেরণা জুগিয়েছেন। রাজা বোলিংব্রাক হাতে নিহত হয়ে যাওয়া অন্যান্য নজীর সৃষ্টি করেছেন তা অগণিত প্রজাদের কার্যে প্রেরণা দান করছে। মহামান্য ধর্মযাজক সবার কাছে রিচার্ড-এর কথা বলে বিপ্লবের প্রেরণা যোগাচ্ছেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি মনোবল হারিয়ে পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। বিদ্রোহীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কথা ভাবছেন। আবার নতুন উদ্যমে রাজার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন।

এদিকে হর্সকে আর্চবিশপের প্রাসাদের প্রশস্ত গৃহে আলোচনা সভা বসেছে।

আর্চবিশপ আর্লমার্শাল, টমাস মোব্রে, লর্ড হেস্টিংস এবং লর্ড বার্ডলফ-এর সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় বসলেন।

আর্চবিশপ নিজের পরিকল্পনার কথা উপস্থিত সবার কাছে ব্যক্ত করলেন। টমাস মোব্রে আর্চবিশপের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে বললেন—আমি সর্বান্তকরণে বিপ্লবকে সমর্থন করছি।

আর্চবিশপের মুখে হাসি দেখা দিল।

টমাস মোব্রে এবার বললেন—তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আমি

অনুরোধ করব, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন।

সবার আগে দরকার বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ক্ষেত্র তৈরীর বীজ যদি বপন করা যায় তবে পরিশ্রম তো সফল হয় না বরং তাতে বীজেরই অপচয় হয়।

হেস্টিংস মুখ খুললেন—মহামান্য আর্চবিশপ, বর্তমানে আমাদের সৈন্য সংখ্যা পঁচিশ হাজার।

আর্চবিশপ টমাস মোব্রের দিকে তাকালেন। টমাস মোব্রে মুখ খুলতে চেষ্টা করলেন। তাঁকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে হেস্টিংস বললেন—দেখুন মহামান্য আর্চবিশপ, আমাদের যা কিছু করতে হবে সবই নর্দামল্যাণ্ডের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু তার বর্তমান পরিস্থিতির কথা তো আপনার অজানা নয়। তিনি এখন ভগ্ন হৃদয়ে পুত্রশোকে জর্জরিত।

তাঁর বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে আর্চবিশপ বললেন, খুব সত্যি কথা বটে। এ কারণেই হটস্পার শ্রুষবেরির যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন।

বার্ডলফ রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল অবশ্যই। তিনি চারদিক থেকে সাহায্যের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আর তারই ওপরে সম্পূর্ণ আস্থা রেখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সংক্ষেপে একে বলা যায় আত্মপ্রসাদ তার মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়েছিল তাই তিনি শক্তিকে দেখেছিলেন ছোট করে। নইলে তিনি কিছুতেই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহী হতেন না।

হেস্টিংস বললেন—হটস্পার-এর মৃত্যু আমাদের মনোবল ভেঙে দিলেও নির্মূল করতে পারেনি।

লর্ড বার্ডলফ বললেন—আমাদের প্রত্যেকেই যদি আশার ছলনায় ভুলে থাকি তবে প্রথম আঘাতেই কিন্তু আমাদের আশা হতাশা হতে বাধ্য।

হেস্টিংস তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করলেন।

লর্ড বার্ডলফ বললেন—মহামান্য আর্চবিশপ আমার কথা যদি জানতে চান তবে আমি বলব, আমরা যে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করেছি তাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ষড়যন্ত্রের প্রতিটি কাজের বিচার করতে হবে। তারপর গ্রহণ করতে হবে আসল পরিকল্পনা।

যুদ্ধ তো আমরা করবই। কিন্তু যুদ্ধের ব্যয়বার আমরা বহন করব কিভাবে? অর্থ কোথা থেকে আসবে? এসব ভেবে দেখলে হতাশ হবার কথাই। আর একেই আমরা সত্য বলে স্বীকার করে নিলে অন্য পথ দিয়ে যেতে হবে। কেননা আমাদের শত্রুপক্ষ কেবলমাত্র প্রবলই নয়, প্রবলতম। পুরো পরিকল্পনাটাকে খতিয়ে না দেখলে আমাদের শেষ পর্যন্ত সম্বল হবে হতাশা আর হাহাকার।

হেস্টিংস বললেন—আমরা যাদের কাছে সাহায্য চাইছি তাদের কি সৈন্য, কি অস্ত্রশস্ত্র কোন সাহায্যই আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে না পৌঁছলেও আমরা কিন্তু কম শক্তিশালী নই।

বার্ডলফ সচকিত হয়ে বললেন—'আমাদের শক্তি রাজশক্তির সমতুল্য। সে কি করে সম্ভব? রাজার সৈন্য কি মাত্র পঁচিশ হাজার?'

'—আমাদের দিককার কথা বিবেচনা করলে বলতেই হয় পঁচিশ হাজারের বেশী অবশ্যই নয়। রাজার সৈন্যদলকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটামাত্র ভাগকে আমাদের জন্য নিয়োগ করতে হবে।'

'—কিন্তু বিদ্রোহ, মানে আমাদের দমন করতে হলে রাজাকে তিনদিক সামলে দেবার কথা অবশ্যই ভাবলে চলবে না। সব শক্তি একত্রিত করে তবেই বিদ্রোহ দমনের কথা ভাবতে হবে। আর যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে ডিউক অব ল্যাঙ্কাস্টার এবং ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে। আর গ্লেনডাওয়ারের বিরুদ্ধে স্বয়ং রাজা যাবেন। এখন বাকী রইল ফরাসীরা। তাদের বিরুদ্ধে কাকে নিযুক্ত করা হবে তা অবশ্য এখনও ঠিক করা সম্ভব হয়নি। তবে যোগ্য পুত্রের ওপরই দায়িত্বভার অর্পিত হবে সন্দেহ নেই।

সবকিছু শুনে আর্চবিশপ বললেন—আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত না। চলুন কাজে লেগে পড়ি। সবার আগে সৈন্য সংখ্যা কত ঘোষণা করা দরকার। প্রজারা এখন বুঝতে পেরেছে যে তারা যাকে রাজা বলে মনে করছে তা সম্পূর্ণ ভুল। বোলিংব্রোক যখন ভাল ছিল তখন তাকেই প্রজারা মাথায় তুলেছিল।

একদিন বোলিংব্রোক যুদ্ধে জয়লাভ করলেন, প্রজারা বিজয়োৎসবে মেতে উঠল। বোলিংব্রোককে নিয়ে শোভাযাত্রা বার করল। রিচার্ড তার পিছন পিছন গিয়েছিলেন। প্রজারা তাকে অপমান করল। কিন্তু আজ তাঁরই সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে কান্নাকাটি করছে। মানুষের স্বভাবই এই যে তাদের কাছে বর্তমানই সবচেয়ে অভিশপ্ত বলে মনে হয় কিন্তু অতীত আর ভবিষ্যৎ মধুর।

এবার টমাস ব্রোকে'কে লক্ষ্য কর বললেন—আপনারা সৈন্যদের একসাথে জড়ো করুন। মানুষ কালের নির্দেশে চলে। কালকে অস্বীকার করে উপায় নেই।

লণ্ডন নগর-এর রাজপথ।

রাজপথের ধারে মিস্ট্রেস কুইকলি-র অভিযোগে স্যার জন ফলস্টাফ'কে বন্দী করা হল ইস্টচীপ হোটেলের সামনে থেকে।

এদিকে ওয়ার্কওয়ার্থ প্রাসাদে ঘটে চলেছে আর এক দৃশ্য। নর্দামবারল্যাণ্ড যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর বয়স হয়েছে, অসুস্থ, যুদ্ধের ধকল সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ভেবে লেডী নর্দামবারল্যাণ্ড বাধা দিলেন।

কিন্তু তিনি মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন যুক্তি দেখালেন তাঁর সম্মান আজ বিপন্ন।হারান সম্মান একমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই ফেরান সম্ভব।

এমন সময় পুত্রবধূ লেডী পার্সি সেখানে এলেন। শ্বশুর এ অবস্থায় যুদ্ধে যান এটাও তার অভিপ্রায় নয়।

অথচ তিনি যদ্ধে যেতে বদ্ধপরিকর দেখে লেডী পার্সি বললেন—ইতিপূর্বে এমন

বহুবার গেছে যখন যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন তখন নানা অজুহাতে আপনি যেতে চাননি।

নর্দামবারল্যাণ্ড কিছু বলতে যাবেন লেডী পার্সি আবার বলতে শুরু করলেন—'পিতা, আপনার নিজের ছেলে আপনার উপস্থিতির জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থেকে থেকে হতাশায় জর্জরিত হচ্ছিল তখন আপনি অসুখের অজুহাতে ঘরে বসে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলেন।'

—'কই আপনি যুদ্ধে না গিয়ে তখন বাড়িতে শুয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন তখন কি একবারও ভেবেছিলেন আপনার যাওয়া না যাওয়ার সঙ্গে পুত্রের সম্মান জড়িত।

লেডি পার্সি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—'পিতা, আমি অবশ্যই চাই আপনার ম্লান হয়ে যাওয়া সম্মান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।'

নর্দামবারল্যাণ্ড আশ্চর্য হয়ে বললেন—'পার্সি'।

—'হ্যাঁ পিতা, আপনার পুত্রের—সম্মান ও খ্যাতি ইংল্যাণ্ডের আকাশে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, আর তার আত্মত্যাগ ও মানবপ্রীতি মানুষের মনে গেঁথে থাকবে।'

নর্দামবারল্যাণ্ডের মুখে প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠল, লেডি পার্সি এবার বললেন—পিতা পুত্রের সম্মানে আপনি আনন্দিত জানি। এ জগতে যে কোন পিতার পক্ষেই স্বাভাবিক।

আপনি যে আপনার প্রিয়তম পুত্রের সম্মানে সম্মানীত তেমনি দেশবাসী তার আত্মত্যাগে গর্বিত। তার আত্মত্যাগ সমস্ত ইংল্যাণ্ডবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যারা সমাজে হীন স্বার্থপর বলে গণ্য হয় তারাও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। মান মর্যাদায় পার্সির মত করে নিজেকে তৈরীতে তারা সচেষ্ট।

আপনার পুত্র টমাস পার্সি ছিল আদর্শবান, শক্তিমান ও মানবদরদী উদার হৃদয় পুরুষ। আপনি পিতা হয়ে তার মত রত্নকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। আপনার অনুপস্থিতি তার মনকে দুর্বল করে দিয়েছিল, ফলে বাধ্য হয়ে সে রণ-দেবতার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল।

নর্দামবারল্যাণ্ড চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। লেডি পার্সির মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল। তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে বলে উঠলেন—'আমার কথাগুলো খারাপ শোনালেও অসঙ্গত নয়। আপনি নিজের মনকে প্রশ্ন করুন। আপনি নিজের পুত্রের চরমতম দুঃসময়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন অথচ এখন অন্যজনকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। এতে কি আপনার পুত্রের আত্মার প্রতি অবিচার করা হবে না?'

'—কিন্তু এ অবস্থায় আমি যদি পিছিয়ে থাকি তবে বিদ্রোহীদের এত সব প্রয়োজন—

'ব্যর্থ হয়ে যাবে তাই না?' হেসে বললেন—কিছুমাত্রও অসুবিধা হবে না বলে আমি অন্ততঃ মনে করি পিতা।'

'—অসুবিধা হবে না? এ তুমি কি বলছ পার্সি?'

'—ঠিকই বলছি। কেন অসুবিধা হবে না শুনুন। আর্চবিশপ এবং মার্শাল উভয়েই

বর্তমানে প্রবল শক্তিমান। তাঁদের কাছে এমন কোন কাজ নেই যে হবে না।'

'—তুমি আমার পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে পুত্রশোকের জ্বালাকে শতগুণ বাড়ালে। তোমার মন কি নিষ্ঠুর। কিন্তু তুমি যাই বল না কেন যুদ্ধে আমাকে যেতেই হবে।'

'—এত কিছুর পরেও তুমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য—'

'—বদ্ধপরিকর। যদি আমি নাও যাই তবে আমার শত্রুরা আমাকে রেহাই দেবে না। যেখানেই থাকি না কেন ঠিক খুঁজে বার করবেই।'

লেডি নর্দামবারল্যাণ্ড এবার বললেন—'পালিয়ে যাও। লণ্ডন নগর ছেড়ে অন্য কোথাও আত্মগোপন করে থাক।

নর্দামবারল্যাণ্ড জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখেব তারায় বিস্ময়।

লেডি নর্দামাবারল্যাণ্ড বললেন—হ্যাঁ, লণ্ডন ছেড়ে স্কটল্যাণ্ড গিযে গা ঢাকা দাও। দেশের সমস্ত রাজা ও প্রজারা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আর লণ্ডন মুখো হবে না।

লেডি পার্সি, লেডি নর্দামবারলণ্ড-এর কথা সমর্থন করে বললেন—উপযুক্ত পরামর্শই দিয়েছেন। আপনি স্কটল্যাণ্ডেই চলে যান তারা যদি নিজেদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে পারে তখন না হয় আসবেন।

আপনি ফিরে এলে তাদের মনোবল তখন আরও বেড়ে যাবে। আপনি আড়ালে থেকে তাদের আগে কাজ শুরু করে নিতে দিন।

মুহূর্তের জন্য থেমে আবার বললেন—'আপনার পুত্র তো প্রথমে নিজের শক্তির ওপরই নির্ভর ছিল।

নর্দামবারল্যাণ্ড নিজের স্ত্রী ও পুত্রবধুর কাছে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে গিয়েই থাকবেন ঠিক করলেন।

তিনি লণ্ডন ছেড়ে স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

এদিকে যুবরাজ হস্টচীপ হোটেলে বন্ধুদের সঙ্গে পানাহারে মগ্ন। এমন সময় বিদূষক পিটো ছুটতে ছুটতে এসে জানাল যে রাজামশাই এখন ওয়েস্টমিনিস্টারে অবস্থান করছেন।

'—কি করে জানলে?

'—সেখান থেকে লোক এসেছে, তার কাছেই সব জানলাম।

'—ওয়েস্টমিনিস্টারে? ঠিক আছে। আর কোন খবর জানতে পেরেছে কি? মিত্রপক্ষের আর কোন খবর।'

'—খবর এসেছে সবই খারাপ খবর।'

'—খারাপ কি?'

'—স্যার জন ফলস্টাফকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'—কারা? কারা তার খোঁজে—'

শেষ হবার আগেই পিটো বলতে লাগল—'দশবারোজন ক্যাপ্টেন।'

'—তাদের অভিযোগ?'

'—তা তো বলতে পারব না। আসলে খবরটা দিয়েছে যে সে শুধু এটুকুই শুনেছে। কিন্তু প্রকৃত কারণটুকু জানা সম্ভব হয়নি।'

যুবরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—পিটো, আমি প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন অন্যায় করে যাচ্ছি।

পিটো যুবরাজের কথার অর্থ না বুঝে নীরবে তাকিয়ে রইল। কিছু বলতে যাবে তখনই আবার বললেন যুবরাজ।

'—হ্যাঁ অন্যায় তো অবশ্যই করছি আমি। দেশে যখন চরমতম সঙ্কট তখন আমি স্ফূর্তি করছি। অন্যায়, ঘোর অন্যায় করছি আমি।'

যুবরাজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'চল পিটো আর নয়। আমাকে সামরিক পোশাক ও তরবারি দাও। যুদ্ধই এখন থেকে ধ্যান জ্ঞান সাধনা আমার।' বলে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ওয়েস্টমিনিস্টারের রাজপ্রাসাদ। অস্থিরচিত্তে রাজা পায়চারি করছেন এমন সময় সারের আর্ল দরজায় এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখেই রাজা থমকে দাঁড়ালেন। অন্যমনস্ক ভাবে বললেন এক কাজ করুন, ওয়ারউইককে ডাকুন। বললেন এখনি যেন আসেন।

আবার বললেন—তার আগে আপনি বরং টেবিলের ওপরে ওই চিঠিগুলো পড়ুন। তারপর চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী ওয়ারউইককে কাজ করতে বলবেন।

সারের আর্ল ঘরে ঢুকে দুতিনটে চিঠি টেবিল থেকে হাতে নিয়ে চিঠির মর্মার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত হলেন।

রাজা আবার আগের মতই পায়চারি করতে করতে আপন মনে বললেন—'আমার অসহায় দরিদ্র প্রজারা এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।'

ওগো নিদ্রাদেবী, আমার চোখে নিদ্রা নেই কেন? কেন ঘুম কেড়ে নিলে?

'কেন? কেন তুমি আমার চেতনার ওপর বিস্মৃতির প্রলেপ দিয়ে আমার অস্থিরতাকে লোপ কর দিচ্ছ না। আমার প্রতি এত উদাসীনতা কেন? কেন এত কার্পণ্য।'

আমার কথা শোন, তুমি যদি নেহাতই আমার প্রতি সদয় নাই হও তবে যারা নীচ যারা কু-মনোবৃত্তির তারা অস্থিরতা, অনিদ্রা, হতাশা নিয়ে থাকে।

রাজা চতুর্থ হেনরি নির্ঘুম রাত কাটালেন। সকাল হল পাখীর ডাকে।

ওয়াউইকের আর্ল ও সারের আর্ল রাজার দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। অভিবাদনে সেরে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাজা বললেন—'হ্যাঁ, আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ওয়ারউইকের আর্ল—'বলুন মহারাজ আমাদের প্রতি কি আদেশ আপনার?'

'—আমি যে চিঠিগুলো পাঠিয়েছিলাম পড়েছেন নিশ্চয়ই।'

'—হ্যাঁ, সবই পড়েছি মহারাজ।'

'—যদি পড়ে থাকেন তবে অবশ্যই বুঝতে পারছেন সারা রাজ্যে এখন কি অবস্থা?

আশাকরি আপনাদের মত বিচক্ষণ লোকেদের কাছে কিছু খুলে বলার দরকার নেই।'

'—মহারাজ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সামান্য চিকিৎসার মাধ্যমেই রাজ্যের হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।'

'—নর্দামবারল্যাণ্ড সম্বন্ধে আপনার কি মত?'

'—তিনিও নিজের ভুল বুঝতে পেরে অদূর ভবিষ্যতে মাথা নীচু করে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবেন।'

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—'আমার ভাগ্য আমার সঙ্গে কি নির্মম পরিহাস করছে। এই ভাগ্যের কাঁধে ভর দিয়ে বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শান্তি বিঘ্নিত হয়। আশান্তি ও শোক তাপ হয়ে ওঠে মানুষের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বিপ্লবের জোয়ার যে-কোন দেশের ওপর প্রবলভাবে বয়ে গেলে সে দেশের যুবক সম্প্রদায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। তাদের কর্তব্য জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়।

নর্দামবারল্যাণ্ড আর রিচার্ড পরস্পর বন্ধু ছিল। অনন্য অন্তরঙ্গতা ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু সে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হল না। বছর দুইও কাটেনি, তাদের মধ্যে বিরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠল। পরস্পর পরস্পরের শত্রু হলেন। ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হল বন্ধুত্ব।

পার্সি, হ্যাঁ পার্সি ও একদিন বন্ধু ছিল। আমাকে শ্রদ্ধা করত খুবই। আমার জন্যই রিচার্ড তার সঙ্গেও শত্রুতা করেছিল।

ওয়ারউইককে গিয়ে বললেন—'আচ্ছা তোমার রাজা রিচার্ড-এর ভবিষ্যৎবাণীর কথা মনে আছে।'

শোন ওয়ারউইখ, তোমার কাঁধে ভর দিয়ে বোলিংব্রোক আমার সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসেছে। যদি তখন আমার সেরকম আকাঙ্খা ছিল না তবু অবস্থার চাপে পড়ে সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে বড় হয়ে উঠেছিলাম।

আশাকরি তোমার এও মনে আছে। রিচার্ড যে একদিন বলেছিল এমন দিন শীঘ্র আসছে যেদিন পাপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সারা দেশ দুর্নীতির কবলে ধুঁকবে।

সেই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, আশা করি সেটা প্রত্যক্ষ করছ।

আমার আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর উঠেছে তার অভিশপ্ত রিচার্ড আগেভাগেই দিয়ে রেখেছিল।

ওয়ারউইক এবার বলল—শুনুন মহারাজ, মানুষের জীবনের অতীত ও বর্তমানের গতি প্রকৃতি দেখে ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাষ অনেকেই দিতে পারেন।

রাজা রিচার্ড-এর প্রতি নর্দামবারল্যাণ্ড যে বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ করেছিলেন তাতে যে ধারণা সঞ্চার করেছিল তাই তাঁর ভবিষৎবাণী প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল।

রিচার্ড তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশী বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করবেন।

রাজা হেনরি ধৈর্য ধরে ওয়ারউইকের কথা শুনে বললেন—শোন ওয়ারউইক, প্রত্যেক মানুষের জীবনই ভাল কাজ যাই হোক না, কোন একটা ইতিহাস থাকে আর তাই যদি সত্যি হয় তবে আমাদের মনকেও সেভাবে তৈরী করতে হবে।

মুহূর্তকাল নীরব থেকে বললেন—'ভাল কথা ওয়ারউইক শুনেছি নর্দামবারল্যাণ্ড আর আর্চবিশপের সৈন্য সংখ্যা নাকি পঞ্চাশ হাজার সত্যি।'

ওয়ারউইক কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে বললেন—পঞ্চাশ হাজার! গুজব। লোকের মুখে এরকম কত গুজব যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা ইয়ত্তা নেই। আমার কথা শুনুন মহারাজ, আপনি যে বিশাল সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছিলেন তা অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধ জয়ের সংবাদ নিয়ে ফিরে আসবে।

মহারাজ আর একটা সুখবর আছে শুনেছেন কি?—'কি? কি সে সুখবর? কই উল্লেখযোগ্য কোন সুখবরই তো আমার কানে আসে নি। কি ব্যাপার বল তো?'

'আমাদের চরমতম শত্রু গ্লেনডাওয়ার মারা গেছে। তবে আমার অনুরোধ আপনি অসুস্থ। এ অবস্থায় বেশী ভাবনা চিন্তা করবেন না। আমার কথা শুনুন মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা তো রয়েছিই।'

ওয়ারউইকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হেনরি বললেন—যেমন আমি তোমার পরামর্শ অনুযায়ী চলব। দেশের বুক থেকে হিংসা আর যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব অশান্ত সুখের রাজ্যে। আচ্ছা, আজ আর তোমাকে বিরক্ত করব না। এখন তুমি নিজের কাজে যেতে পার।

ওয়েস্টমিনিস্টার ঘটনাস্থল।

রাজা হেনরি যুদ্ধের গতিবৃদ্ধি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যুদ্ধকে তীব্রতর করতে হলে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দুই-ই দরকার।

রাজা প্রতিবেশী বন্ধু রাজ্যগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য সাধ্যাতীত প্রয়াস চালাতে লাগলেন।

কেবলমাত্র অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে এত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয় তিনি জানেন। তাই নিজের রাজ্যের যুবকদের অনুপ্রাণিত করে তাদের সৈন্য বিভাগে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন।

বলস্টার একাজে উপযুক্ত। জনগণের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তাই রাজা তার ওপর ভার দিলেন।

রাজার আদেশ মত বলস্টার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে রাজ্যের সঙ্কটের কথা ব্যক্ত করে সৈন্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিলেন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল। এর আগে যারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাবে নাম লিখিয়েছিল তারাই নাম কাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এদিকে ইর্য়কশায়ারের অদূরবর্তী গলট্রি নামে বনের সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিদ্রোহীদের তাঁবু পড়েছে।

এক সকালে ইয়র্কের আর্চবিশপ, মোব্রে, লর্ড হেস্টিংস এবং অন্যান্য কয়েকজন পদস্থ যোদ্ধা যুদ্ধের গতিবিধি এবং ভবিষ্যত প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন।

এমন সময় কথা প্রসঙ্গে লর্ড হেস্টিংস সহ যোদ্ধাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'আপনারা সবাই মন দিয়ে শুনুন। নর্দামবারল্যাণ্ড-এর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দূত এসেছে।

ইয়র্কের আর্চবিশপ আগ্রহ দেখালেন—'কবে? কি লিখেছেন নর্দম্বারল্যাণ্ড মশাই?'

—'হ্যাঁ, সে কথা বলব বলেই এই প্রসঙ্গে এলাম। ধৈর্যধরে শুনুন সবাই। তাঁর চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে যুদ্ধে তার সমকক্ষ কোন সাহায্যকারী না পেয়ে এবং ভবিষ্যতেও পাবেন না এই মনে করে স্কটল্যাণ্ডে চলে গেছেন।

আর্চবিশপ সবিস্ময়ে বললেন—'সে কী কথা, কথা নেই বার্তা নেই তিনি লণ্ডন ছেড়ে দুম্ করে স্কটল্যাণ্ডে চলে গেলেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, তবে এটুকু তিনি আমাদের জন্য করেছেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন যাতে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করি।'

মোব্রে বললে—এ। আশ্চর্য কাণ্ড, আমরা তার ওপর এত আশা ভরসা রেখে কাজে নেমেছি আর তি। কিনা আমাদের কথা না ভেবে চলে গেলেন। আমাদের আশা ভরসা ভস্মে ঘি ঢাল। মত হল। একি অবিবেচকের মত কাজ, কিছুই আমার মাথায় আসছে না।

এমন সময় দূত এল।

হেস্টিংস ব্যস্ত হয়ে বললেন—'কি, কোন খবর আছে কি? আমাদের শত্রু সৈন্যের গতিবিধি সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে পারলে।'

'—হ্যাঁ।'

'—কি খবর বল?'

'—খবর বেশী ভাল না। বনের পশ্চিম দিকে আমাদের তাঁবু থেকে মাত্র এক মাইলের মধ্যে শত্রু সৈন্য চলে এসেছে। তাঁদের সঙ্গে ত্রিশ হাজার সৈন্য।'

মোব্রে বললেন—আমার মনে হয় আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমাদের উচিত এগিয়ে গিয়ে মোকাবিলা করা। আদেশ করলেই বেরিয়ে পড়ি।

এমন সময় ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড উপস্থিত হলেন। ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড সেনাপতি যুবরাজ লর্ড জন এবং ল্যাফেস্টারের ডিউকের পক্ষ থেকে ইর্য়কের আর্চবিশপ এবং হেস্টিংস

প্রভৃতিতে অভিবাদন জানাল।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড আসার কারণ জানাতে গিয়ে বললেন—দরিদ্র কৃষক মজুরদের দ্বারা সংগঠিত এবং রক্তলোলুপ যুবকদের দ্বারা পরিচালিত বিপ্লব মোটেই সঙ্গত নয়। এরকম একটা জঘন্য কাজের জন্য মহামান্য ধর্মযাজক ও রাজপরিষদগণ নিজেদের যুক্ত করে সম্মান নষ্ট করলেন।

আর্চবিশপ ও অন্যান্য লর্ডগণ নীরবে তাকিয়ে রইলেন! এরকম আকস্মিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড আর্চবিশপও অন্যান্যদের কাছে থেকে উত্তর না পেয়ে বললেন, বিদ্রোহের এ কুৎসিত রূপটাকে আপনাদের মত বিচক্ষণ ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কেন বিশেষ রূপ দান করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন তা তো কেউ-ই বুঝে উঠতে পারছেন না।

আর্চবিশপ ছোট্ট করে বললেন—মানুষ তো তার নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর এটাই হয়তো উচিত।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড তা অবশ্য দিয়ে থাকে কিন্তু আর্চবিশপ, দেশে শান্তি বজায় রাখা, মানুষের মনে শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটায়। যার বিদ্যা শান্তির ললিতবাণী শোনবার জন্যই ব্যবহৃত হওয়ার কথা, সেই আপনি কেন কতগুলো দীন মানুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বিপ্লবের ধ্বনি উচ্চারণ করে নিজের পবিত্র দেহে মাখাচ্ছেন।

আর্চবিশপ ম্লান হেসে বললেন—আপনার প্রশ্নের উত্তর তো আমাকে দিতেই হবে। তবে আর যদি কিছু বলার থাকে বলে নিন, আমি পরে বলব।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এবার বললেন—'আমি সবশেষে একথাই বলব। যে পবিত্র জিহ্বার মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরের কথা উচ্চারণ করেন তাকে রণদামামা বাজাবার কাজে ব্যবহার না করলে কী নয়? আপনার ধর্মশাস্ত্রকে রণশাস্ত্রে পরিণত করে ঈশ্বরের কাছে অপরাধ করছেন না?'

আর্চবিশপ এবার মুখ খুললেন—হ্যাঁ, আমি আমার ঈশ্বরমুখী মনকে অসহায় আর্ত মানুষের সেবার কাজে ব্যবহার করছি তার উত্তর দুবার কথার মধ্যে ব্যক্ত করছি। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড, আমরা সবাই এক রোগের শিকার হয়ে না মরে বেঁচে আছি।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড তাঁর কথার তাৎপর্যটুকু উদ্ধার করতে না পেরে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

আর্চবিশপ বলে চলে—হ্যাঁ, সংক্রামক দেশের চরমতম দুর্দশা আমাদের দেহে জ্বর বিকারের সৃষ্টি করে হা হুতাশ ও হাহাকার জাগিয়ে তুলেছে।

'—জ্বর বিকার?'

'—হ্যাঁ ঠিক তাই। আর তারই ফলে আমাকে ঈশ্বরীয় চিন্তা ভাবনা এবং ধর্মশাস্ত্রকে শিকেয় তুলতে হল।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড নীরব।

আর্চবিশপ—'এই একই রোগে আক্রান্ত হয়েই রাজা রিচার্ডকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমার পাশে এ রোগের নিরাময় করা সম্ভব নয়। এবিষয়ে চিকিৎসাবিদ্যা আমি রপ্ত করিনি।

আর আমি শান্তি ভঙ্গ করতে উৎসাহী হয়েও যুদ্ধে নিজেকে লিপ্ত করিনি।

মার খেয়ে খেয়ে মানুষ আজ অথর্ব পঙ্গু হয়ে যেতে বসেছে। যাদের মুখের ভাষা ক্ষমতালোভীর দল ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের জাগিয়ে তোলা, ভাষাহীন মুখে ভাষা ফুটিয়ে তোলার কাজে আমি নিজেকে নিযুক্ত করে ঈশ্বরীয় কাজই সম্পন্ন করছি আমার বিশ্বাস।

এর উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য একটাই—যে জঞ্জাল বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে অপসারিত করাই এ মুহূর্তে আমার প্রথম ও প্রধান কাজ।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে নীরব দেখে আবার বলতে শুরু করলেন—আমরা আপনাদের কাজের মধ্যে দিয়ে কি অন্যায় অবিচার করে চলেছি তার হিসাব নিকাশ নিখুঁত ভাবে রাখছি। কিন্তু কি দেখতে পেলাম আমরা যেটুকু অপরাধ করেছি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী অপরাধ বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের শান্তি সুখের নীড় থেকে টেনে ছিঁড়ে বার করে, অসহায়ভাবে বিপ্লবের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই মাধ্যমে আজ হোক কাল হোক রাজাকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করবই।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন—'কিন্তু আপনারা তো রাজার কাছে আপনাদের অভিযোগের কথা'—

আর্চবিশপ—অভিযোগের ব্যাপার রাজাকে জানাবার কথা বলতে চাইছেন এই তো, কিন্তু উপায়? অত্যাচারী রাজা কিছুতেই আমাদের আবেদন নিবেদনের সুযোগ দিচ্ছে না। দেওয়া হয়েছে কি? আপনিই বলুন?

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড—কিন্তু কেন? কেন আপনাদের কথা রাজার কাছে বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কি? আপনিই বলুন?

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড—কিন্তু কেন? কেন আপনাদের কথা রাজার কাছে বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না ভেবে দেখেছেন কি?

—অনেক ভেবেছি। কিন্তু কোন সদুত্তর পাইনি। তারপর কি বলতে চাইছি শুনুন—আজ না হোক কাল বল্গাহীন অত্যাচার বন্ধ হবেই। কিন্তু অন্যায় অবিচারের দিন শেষ হলেও তার স্মৃতি কিন্তু পৃথিবীর বুকে রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের ব্রতও বলতে পারেন ইংল্যণ্ডের বুকে শান্তিবারি নির্ধারণ করা।

—আপনারা যখন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এভাবে ধর্মকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনছেন তখন আর আপনাদের আবেদনে সাড়া দেওয়া কি রাজার পক্ষে সম্ভব?

নাকি উচিৎ?

—আমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি কেন বলতে পারেন? পারিবারিক অশান্তি আমাকে একাজ করতে বাধ্য করেছে।

'—আমি তো মনে করি প্রয়োজন থাক আর না থাক আপনার অন্ততঃ এরকম একটা জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়াটা সঙ্গত হয়নি।

মোব্রে এতক্ষণ মুখ বুজে সব শুনছিলেন এবার বললেন—আপনি বলছেন আমাদের ওকাজে অংশগ্রহণ করা সঙ্গত হয়নি।

—কেন? কেন উচিত হয়নি, বলতে পারেন? ওনার বা আমাদের যাদের সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে যাদের স্বার্থকে পদদলিত করা হচ্ছে তারা নিরুপায় হয়ে যদি বিদ্রোহে সামিল হয় তবে অপরাধটা কোথায়? জানাতে পারি কি?

'—মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যা কিছু ঘটেছে বা ঘটে চলেছে তা কালের প্রয়োজনে ঘটছে। তার পিছনে রাজার কোনরকম হাত ছিল না।'

'—আপনি বলতে চাইছেন রাজা জড়িত নন?'

'—না, অবশ্যই না। আমি একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলব। রাজা জ্ঞানত এমন কোন অন্যায় কাজ করেননি বা কাউকে উৎসাহিতও করেননি যাতে আপনাদের জীবনে দুঃখ দুর্দশা নেমে আসতে পারে।

মোব্রে ম্লান হাসলেন।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন—আপনিই বলুন, আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি কি রাজা ফিরিয়ে দেননি। এমনকি আপনার পিতৃদত্ত সম্মানটুকু পর্যন্ত ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অস্বীকার করতে পারেন?

মোব্রে এবার বেশ রাগত স্বরে বললেন—আমার বাবাকে এক সময় যুদ্ধে পাঠান হয়। বোলিং ব্রোকের সঙ্গে যুদ্ধে যান আর প্রাণ হারান।

মোব্রে। আপনি হয়ত জানেন না। আর যা জানলেন তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করছেন না। যে কথা বলতে তখন হিয়ার ফোর্ডের আর্ল এমনই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের চোখের মণিতে পরিণত হয়েছিলেন যে আপনার পিতা যদি যুদ্ধে জয়লাভ করতেনও তবু তাঁর পক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করা কিছুতেই সম্ভব হত না।

মোব্রে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের মুখের দিকে নীরব চাহনি ফেললেন।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এবার দৃঢ়স্বরে বললেন—অবশ্যই আপনার বাবার তখন সিংহাসন লাভ করা সম্ভব হত না। এর একমাত্র কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষ তখন হিয়ার ফোর্ডকে চাইছিল। আমরা কিন্তু কথায় কথায় আমাদের আলোচানাকে অন্য পথে টেনে নিয়ে চলেছি। আমি কেন এসেছি তাই না? রাজা আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের কথা আপনাদের জানিয়ে দেবার জন্যই আমাকে এতটা পথ ছুটে আসতে হল।

'—আর কিছু?'

'—হ্যাঁ, যে রাজাকে আপনারা অন্তর থেকে অশ্রদ্ধা করেন, যাকে মনে প্রাণে শত্রু জ্ঞান করেন তিনিই আপনাদের কথা শুনতে আগ্রহী। আর দাবি যদি সঙ্গত হয়, তবে তিনি তা পূরণ করতেও পারেন।'

'—আজ রাজা আমাদের দাবীর কথা বিবেচনা করতে, দাবী পূরণ করতে উৎসাহী হয়েছেন কেন? বিবেকের তাড়নায় কি? আবশ্যই না। আমাদের দ্বারা বাধ্য হয়েই তিনি নতি স্বীকার করেছেন।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন আপনি ভুল বুঝছেন, ভয়ে বা কোনরকম চাপের ফলে রাজা আপনাদের দাবী পূরণের কথা অবশ্যই ভাবছেন না। নিতান্ত দয়া প্রদর্শনের জন্যই তিনি শান্তির প্রস্তাব আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কেন না রাজার সৈন্যরা এতই শক্তিশালী যে যুদ্ধে তাদের পরাজয় হতে পারে একথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। আর যদি সঙ্গত অসঙ্গতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তবে আমি বলতে বাধ্য হব যে আমাদের যুদ্ধ খুবই ন্যায় সঙ্গত। অতএব রাজা উপায়ান্তর না দেখে আপানাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন এরকম মনে করলে ভুল হবে।

'—ঠিক আছে! এটাকে আপনারা যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করুন না কেন আমাদের পক্ষে এখন আর মীমাংসা প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এবার বললেন—'আমি কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাদের দাবী এমনই নগণ্য যে তা নিয়ে আলোচনা করতে আপনাদের বাধছে।'

হেস্টিংস বললেন—'আমি এতক্ষণ কোন কথাই বলিনি, এবার আপনাকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড।'

'—বলুন কি জানতে চাইছেন আপনি?'

'—সত্যি করে বলুন তো রাজকুমার, জন কি আমাদের কথা শুনে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে উৎসাহী হবেন?'

'—আমি সত্যি ভাবতেই পারি না যে এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে হাসির খোরাক হবেন।'

আর্চবিশপ এবার ভেবেচিন্তে বললেন—'আমাদের দাবীর মূল্যায়ন আলাদা আলাদা ভাবে করে যদি তার বিচার করেন তবে আমাদের পক্ষে অবলম্বনকারীরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিজেদের ঘরে চলে যাবে। কথা দিচ্ছি।'

'—উত্তম আপনার অভিপ্রায়ের কথা আমি আমার সেনাপতির গোচরে আনব। তারপর তিনি যদি মনে করেন যুদ্ধ হবে তো হবে, না তো না। আমার দিক থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল আলোচনার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে আসা পর্যন্ত আপনারা ধৈর্য ধরবেন।'

'—আমরা কথা দিচ্ছি, আপনার কাছ থেকে সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অবশ্যই ধৈর্য্য ধরব। আর্চবিশপ বললেন।'

আর্চবিশপের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বিদায় নিলেন। তারপর মোব্রে বললেন—আপনারা কি ভাবছেন জানি না। তবে আমার মন বলছে তাদের কোন শর্তের প্রতিই আমাদের আস্থাভোজন হওয়া উচিত নয়।'

'এমন করে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? হতাশ হবার কিছু নেই। আমরা যেসব শর্তের কথা উল্লেখ করছি তা যদি স্বেচ্ছায় মেনে নেন-ই তবে তা শান্তি স্থাপনের সহায়ক হতে বাধ্য।

—মানছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসে যদি কোনক্রমে চিড় ধরে তবে কিন্তু আমাদের পায়ের তলায় মাটি থাকবে না।' মোব্রে বললেন।

আর্চবিশপ বললেন—রাজা এখন শয্যাশায়ী, তিনি এত সব অভিযোগ আর দাবীদাওয়া সহ্য করে উঠতে পারছেন না। তাই অশান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই তার এ মুহূর্তে একমাত্র লক্ষ্য। আজ শত্রুসৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর থাকলেও শত্রুকে হাতের মুঠোয় আনা বাস্তবিকই কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব ধৈর্য ধরে দেখাই যাক না রাজা কিভাবে নিষ্পত্তি করছেন ব্যাপারটাকে।

বন্যভূমির অন্য এক প্রান্তরে ইয়র্কের আর্চবিশপ, হেস্টিংস মোব্রে ও অন্যান্যরা গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাঙ্কাস্টারের রাজকুমার জন কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারীকে নিয়ে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড উপস্থিত হলেন।

রাজকুমার সুপ্রভাত জানিয়ে আর্চবিশপকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনাকে আমি অসিহাতে বিদ্রোহীদের মাঝে না থেকে পবিত্র গীর্জার প্রার্থনা গৃহে কিন্তু বেশী মানায়। আইনের কচকচানির চেয়ে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেম ও অমৃতময় বাণীই ভাল শোনায়।

আপনিই রাজার নাম ভাঙিয়ে অন্যায়ের পূজারীদের প্রশ্রয় দিয়ে ঈশ্বরের মহিমাকে কলঙ্কিত করেছেন। আপনি ধর্মের অমৃতময় বাণীকে তরবারির সাহায্যে অপবিত্র করে তুলে নিজের ও দেশের চরমতম সর্বনাশ সাধন করেছেন। যে কাজ রাজা বা রাজপরিবারের পক্ষে শোভা পায় না। আপনি নির্দ্বিধায় পরমানন্দে সে কাজ করে চলেছেন।

আর্চবিশপ বললেন—ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন। আপনি তো অনেক কথাই আমার উদ্দেশ্যে বললেন কিন্তু এবার দু একটা মাত্র কথা শুনুন ধৈর্য ধরে। সবার আগে শুনুন আপনার পিতা শান্তি স্থাপনের বিরোধিতা করার কিছুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। অতীতে কোন দিন ছিল না। আমার যা কিছু বক্তব্য লর্ড ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের কাছে আমি অনেক আগেই ব্যক্ত করেছি।

আপনাকেও একই কথা বলছি রাজকুমার। দেশের সাময়িক দুঃখ দুর্দশা দেখে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমরা এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি।

'—আপনারা তো রাজার শরণাপন্ন হতে পারতেন?'

'—দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিবারণের জন্য আবেদন যে করা হয়নি তা

বললে ভুল হবে। কিছুই ফল হয়নি। 'শূন্য রাজার কাছে কোনরকম সহানুভূতিপূর্ণ উত্তরই পাওয়া যায়নি। এখন অবশ্য রাজার মধ্যে সহমর্মী মনে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যদি তিনি অসহায় মানুষের যন্ত্রণা লাঘব করতে উৎসাহী হন তবে রক্তক্ষরা যুদ্ধকে অনায়াসেই এড়ানো যেতে পারে। প্রজারা রাজার প্রতি আনুগত্য অবশ্যই প্রকাশ করবে।'

হেস্টিংস বললেন—'এবারের যুদ্ধে কোন কারণে আমার পরাজয় ঘটলে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি রাজা রেখেছেন। ইংল্যাণ্ডের বুকে একের পর এক যুদ্ধ লেগেই থাকে।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড দেখলেন আলোচনা কোনদিকে মোড় নিয়ে চলেছে তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজকুমার জন.ক বললেন—'মহামান্য রাজকুমার। আপনি বরং বলে দিন এদের কোন কোন দাবী আপনি মানতে চান।'

—দাবী, কোন দাবী, এদের সব দাবী মেনে নিতেই আমি রাজী। আমি আমার বংশ মর্যাদার নামে শপথ করছি যে, রাজার আসল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে এদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের যাবতীয় দাবী নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া হবে। আর আপনার যাবতীয় দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হবেন। তাই আমি অনুরোধ করছি আপনারা সৈন্যদের বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে ফিরে যেতে দিন। তাদের জীবনে নেমে আসুক শান্তি, সুখ।

আর্চবিশপ বললেন—আপনি রাজপুত্র, রাজার প্রতিনিধি। আপনার সব কথাকে সত্য মনে করে আমরা এ মুহূর্ত থেকে বিদ্রোহের পথ থেকে সরে আসছি।

এবার রাজকুমার জন এবং আর্চবিশপ উভয়েই সৈন্যদল অপসারিত করে নিলেন।

এদিকে লর্ড ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড তার আসল রূপ নিয়ে এবার আত্মপ্রকাশ করলেন। সৈন্য অপসারণের ঠিক পরের রাত্রে রাজদ্রোহিতার দোহাই দিয়ে হেস্টিংসকে বন্দী করলেন। আর হাতকড়া পরালেন আর্চবিশপকে এবং মোব্রেকে।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড যে এ চক্রান্তের শিরোমণি তা বুঝতে দেরী হল না।

আর্চবিশপও বললেন, এ কিরকম আচরণ হল।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে বললেন—আপনি শপথ ভঙ্গ করলেন?

—শপথ! কই আমি তো কোন শপথ করিনি। কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—অভিযোগের প্রতিকার করব। তা প্রকৃত খ্রীষ্টানের মতই করব। কিন্তু তার আগে যে আপনাদের কৃতকার্যের জন্য শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আপনারা বোকার মত সৈন্যদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের ভুলের মাশুল অবশ্যই দেব না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ঈশ্বরের অভিপ্রায়। তিনিই যেন আমাদের হয়ে যুদ্ধ করে আপানাদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছেন।

সৈন্যরা বন্দীদের নিয়ে কারাগারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সব উত্তেজনা শান্ত।

বিদ্রোহীদের নেতারা কারাগারে আশ্রয় নিয়েছেন।

এদিকে রাজপুত্রের সামনে কনভিল অব ডেল নামক কে বীরশ্রেষ্ঠ নাইটকে ফলস্টাফ হাজির করলেন।

রাজকুমার চোখে মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে বন্দীকে বললেন—আপনার নামই কি কনভিল?

—আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমার নেতাদের সামান্য ভুলের জন্য আজ আমাকে বন্দী হতে হল।

'—তাই বুঝি?'

'—অবশ্যই, তারা যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করতেন তবে এতটা সহজে আমাদের পরাজিত করতে পারতেন না।'

এমন সময় ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড উপস্থিত হলেন তিনি রাজকুমারকে জানালেন—সৈন্যরা ফিরেছে। এখন কেবলমাত্র প্রাণদণ্ড দানের ব্যাপারটা কার্যকরী করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

রাজকুমার বললেন—আপনাদের কৃতিত্বের জন্য শুধুমাত্র শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করার ইচ্ছা আমার নেই। এবার এক কাজ করুন। আর আমরা রাজপ্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি। রাজা খুবই অসুস্থ। তার রোগ কঠিন রূপ ধারণ করেছে।

রাজকুমার এবার ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড-এর দিকে ফিরে বললেন—'আপনি ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের আগেই রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজাকে আমাদের অভূতপূর্ব যুদ্ধ জয়ের খবরটা পৌঁছে দেন। নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন।'

রাজকুমারের নির্দেশে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ওয়েস্টমিনিস্টার-এর জেরুজালেম প্রাসাদ।

প্রাসাদের একান্তে এক কক্ষে রাজা অবস্থান করছেন। রাজার ঘরে ক্লারেন্সের যুবরাজ টমাস, গ্লসেস্টায়ারের যুবরাজ হামফ্রে এবং ওয়ারউইকের আর্ল উপস্থিত।

রাজা শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। নীরবে একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন, আমরা ঈশ্বরের কৃপাবলে একটা দিকে সাফল্য লাভ করেছি। এখন থেকে আমরা খুবই জরুরী কারণ ছাড়া যুদ্ধ করব না।

মুহূর্তের জন্য থেমে রাজা এবার বললেন—'আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করেছি সব ব্যাপারেই ঈশ্বরের ইচ্ছাই কার্যকরী হয়েছে। তবে হ্যাঁ আমাদের বাহুবল আরও অনেকাংশে বৃদ্ধি করতে হবে বিদ্রাহীরা যতদিন হাসিমুখে আমাদের শাসন স্বীকার করে না নেয় ততদিন আমাদের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হবে।

রাজা এবার ক্লারেন্সের যুবরাজ টমাসকে বললেন—তোমার ব্যাপার স্যাপার কিছু মাথায় ঢুকছে না আমার। তোমার ভাই যুবরাজ তোমাকে এত ভালবাসে আর তুমি কিনা তাকে সর্বদা এড়িয়ে চল। ঔদাসিন্যের পরিবর্তে আনুগত্য প্রকাশ করলে যেন

অনেক কিছু দান করবে। তোমার সব ভাইরা যদি হাত ধরাধরি করে চলতে পারো তবেই শক্তি অপ্রতিহত হবে। তার সঙ্গে উইণ্ডসরে যাওয়া তোমার অবশ্য উচিত ছিল।

'—হ্যাঁ, এখন বুঝছি আমার যাওয়াই উচিত ছিল। তবে গয়েনস এবং কয়েকজন তার সঙ্গে রয়েছে।

রাজা এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—ওর কথা ভাবলে আমার বুকের ভিতর কেমন ধড়াস ধড়াস করে ওঠে। সর্বদা কুসংসর্গে ঘুরে বেড়ায়। মদের বোতল আর দুষ্ট মেয়েরা তার সঙ্গী। আমার মৃত্যুর পর যখন সমাধিক্ষেত্রে পূর্ব-পুরুষদের পাশাপাশি থাকব তখন তোমরা এরকম হৃদ্যতার সম্পর্ক জলাঞ্জলি দিয়ে পরস্পরের অহিত সাধন কর তবে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটবে। সেটা ভাবলে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

ওয়ারউইকের ডিউক বললেন—'মহারাজ আপনি হয়ত যুবরাজকে চিনতে ভুল করেছেন তার সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশী কেউ কিছু জানে না। উপযুক্ত সময় এলে তিনি তাঁর বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়ে ঠিক কাজে মন দেবেন। আর অতীত জীবনের তিনি তাঁর বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়ে ঠিক কাজে মন দেবেন। আর অতীত জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তিনি অনায়াসে অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হবেন।'

রাজা ম্লান হেসে বললেন—মৌমাছি কিন্তু তার চাকার মধ্যে থাকতে বেশী উৎসাহী হয়ে থাকে।

এমন সময় ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড রাজার কাছে এলেন। যথোচিত সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি বললেন—মহারাজ আপনার পুত্র রাজকুমার জন আমাকে পাঠিয়েছেন শুভ কামনা জানাতে। আর হেস্টিংস মোব্রে, বিশপ স্ক্রুপকে বন্দী করা হয়েছে। তাদের প্রাসাদেই নিয়ে আসা হয়েছে।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হার্কোট রাজার সামনে উপস্থিত হলেন।

হার্কোট রাজাকে অভিবাদন করে বললেন—নর্দামবারল্যাণ্ড আর্ল এবং লর্ড বার্ডলফ ইংরেজ ও স্কটদের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছে। তাদের পরাজয় ঘটেছে ইয়র্কশায়ারে।

হার্কোট এবার একটি চিঠি রাজার দিকে বাড়িয়ে দিলেন—এ চিঠিতে যুদ্ধের যাবতীয় বিবরণ লেখা রয়েছে।

রাজা চিঠির ভাঁজ খুলতে খুলতে আপন মনে বলে উঠলেন, একের পর এক সুসংবাদ পাওয়ার পরও আমার মনে শান্তি আসছে না। দূর হচ্ছে না মানসিক চাঞ্চল্য মানুষের সৌভাগ্য কি কখনই পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয় না? মানুষ কি পাওয়ার বেদনায় কষ্ট পায়? সুসংবাদ পাওয়ার পরও আমার দৃষ্টি ক্রমেই কমে আসছে। কেমন অসুস্থ বোধ করছি।

রাজার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনে রাজকুমার—উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি রাজাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ওয়ারউইক বললেন—রাজকুমারকে সরিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, ব্যস্ত হবেন না। রাজাকে একা থাকতে দিন। তিনি নিরবিচ্ছিন্ন মানসিক চাঞ্চল্যে ভুগছেন জানেনই তো। একটু পরে নিজে থেকেই স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।

রাজা চেয়ারে বসেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সবাই মিলে তাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

যুবরাজ আপন মনে বললেন—'আমাদের কথায়ও সংজ্ঞা লোপ নায়। এমন পরিস্থিতি কার ও দেখা দিলে নাকি শরীর কোনদিন ভাল হয় না। কে জানে অদৃষ্টে কি আছে?'

যুবরাজ রাজার ঘরে বসে রইলেন। অন্যান্যরা এক এক করে চলে গেলেন।

রাজা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সঙ্গে শিয়রের রাজমুকুমটিও।

যুবরাজ ঘুমন্ত রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললেন—রাজা তোমার প্রাপ্য কেবল চোখের জল আর হতাশা। রাজমুকুট তোমার মাথায় মানাবে না। চোখের জল দুঃখ যত চাও তত দেব। রাজমুকুট নিজের মাথায় পরতে পরতে বললেন—রাজমুকুট একমাত্র আমাকেই শোভা পায়। ঈশ্বর আমার পাশে পাশে থাকবেন, শক্তি ও সাহস দেবেন। তুমি যেমন আমার জন্য এ মুকুট রেখে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিলে তেমনি আমার পুত্রের জন্য এটা রেখে যাব।

যুবরাজ মুকুট পরিহিত অবস্থায় নিঃশব্দে সতর্কতার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সকাল হল। গ্লসেস্টারের ডিউক, ওয়ারউইকের আর্ল এবং ক্লারেন্সের ডিউক টমাস রাজার সাথে দেখা করতে এলেন।

তাঁদের দেখেই রাজা বলে উঠলেন—তোমরা আমাকে একা ফেলে চলে গিয়েছিলে। এ কী ব্যাপার আমাকে একা ফেলে তোমরা সবাই চলে যেতে পারলে।

ক্লারেন্সের ডিউক বললেন—মহারাজ আমার ভাই যুবরাজ তো নিজেই বলল আমি রাজার কাছে থাকছি। তোমরা চলে যাও।

রাজা বললেন—যুবরাজ? প্রিন্স অব ওয়েলস? কোথায় সে, তাকে তো আমি ঘুম থেকে উঠে যেতে দেখিনি। কোথায় সে? ডাক তাকে।

ওয়ারউইকের আর্ল বললেন—এই দরজাটা খোলা। ওখান দিয়ে হয়ত চলে গেছেন।

'—কিন্তু রাজমুকুটটা কোথায়? এখানে আমরা শিয়রে রেখেছিলাম। তবে যুবরাজ এখান থেকে নিয়ে গেছে। খোঁজ তাকে, আমার মুখটাকে মৃত্যু ভেবে রাজমুকুটটা নিয়ে পালিয়েছে। আমার অসুখ আর যুবরাজ উভয়ে ষড়যন্ত্র করে আমার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে তুলেছে। এরকম সব পুত্রের জন্যই পিতামাতারা কতই না দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেন।

ওয়ারউইকের আর্ল আক্ষেপ সূচক শব্দ উচ্চারণ করে বললেন—কী পরিতাপের

কথা। পিতার মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারল না।

ওয়ারউইকের আর্ল পাশের ঘরে চলে গেলেন। সেখানে বিষণ্ন মুখে যুবরাজকে দেখতে পেয়ে ডেকে রাজার কাছে নিয়ে এলেন।

রাজাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যুবরাজ বললেন—মহারাজ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আপনার মুখ দিয়ে আবার বাক্য স্ফূরণ ঘটবে।

আমি আজও বেঁচে থাকায় অপেক্ষা করে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। সিংহাসন আর রাজমুকুটের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ যে আমার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাচ্ছে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আর একটু ধৈর্য ধর। আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমার মৃত্যুর পর যা তুমি স্বাভাবিক ভাবেই পেয়ে যাবে তা তুমি লুকিয়ে নিয়ে গেছ। তোমার এহেন আচরণে আমার সব আশায় ছাই পড়ল। আমার প্রতি তোমার একটু ভালবাসা মমত্ববোধ নেই। আর মাত্র তো কিছুক্ষণ, তাও পারলে না একটু ধৈর্য ধরতে। যে একদিন তোমায় জীবন দান করেছিল আজ তুমি পরমানন্দে কবরের মাটি খোঁড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এবার উপস্থিত সবাইকে জানিয়ে দাও রাজা পঞ্চম হেনরির অভিষেক হবে।

যুবরাজ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন—আমায় ক্ষমা করুন পিতা। যিনি সমগ্র বিশ্বের রক্ষাকর্তা তিনি রাজমুকুট রক্ষা করুন। ঈশ্বর সাক্ষী এখানে এসে আপনাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখতে পেয়ে—বিশ্বাস করুন কেবল রাজমুকুট পরা অবস্থায় কেমন লাগে তা দেখার জন্যই পরেছিলাম। কোরকম লিপ্সা বা দুরভিসন্ধির জন্য নয়।

রাজা একটু দম নিয়ে বললেন—একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কেননা সব প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে রাজমুকুটটা মাথায় পরার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আমার মৃত্যুর পর যাবতীয় পাপ ও অন্যায়—অবিচার করবে আশ্রয় নেবে। তুমি নিশ্চিন্তে এর অধিকরী ভোগ করবে। সর্বদা মনে খচখচ করছে কেন রাজমুকুট ছিনিয়ে নিয়েছি। আর একটা কথা আমার শত্রুদের হত্যা করে তোমাকে নিষ্কণ্টক করেছি। তুমি আমার যেটুকু বৈদেশিক বিবাদ রয়ে গেছে তা মিটিয়ে ফেলে নির্বিবাদে রাজ্য ভোগ কর।

যুবরাজ চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—'মহারাজ আপনি আমার রাজমুকুটটা দান করে যাচ্ছেন এটাই যথেষ্ট। কিভাবে আপনি সেটা সংগ্রহ করেছিলেন তার খোঁজ নাই করলাম।

এমন সময় রাজকুমার ল্যাঙ্কাস্টারের জন সেখানে উপস্থিত হলেন।

রাজা বললেন—জনও এসে গেছে। ভালই হল, তোমরা সবাই শোন। বহুকাল আগে এক জ্যোতিষী আমায় বলেছিলেন আমি জেরুজালেমে দেহত্যাগ করব। এখন আমি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র জেরুজালেমেই দেহত্যাগ করব। এখন আমি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র জেরুজালেমেই অবস্থান করছি। মনের দিক থেকে তোমরা তৈরী থাক। আমার সময় হয়ে এসেছে।

রাজা চতুর্থ হেনরির রাজমুকুটটা পঞ্চম হেনরি মাথায় পরিয়ে দিয়ে তাকে ইংল্যাণ্ডের আসনে অভিসিক্ত করা হল।

রাজা চতুর্থ হেনরি একাধারে রাজা ও পিতার কর্তব্য সম্পাদন করে পরম নিশ্চিন্তে পরলোক গমন করলেন।

ইংল্যণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরি। সিংহাসনে বসে তিনি ভাইদের উদ্দেশ্যে বললেন—আমি তোমাদের ভালবাসা কামনা করি। তোমরা আমার পাশে দাঁড়াও। আর আমি? আমি তোমাদের দুঃখ যন্ত্রণার বোঝা বহন করব। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি—আমি একই সঙ্গে তোমাদের পিতা ও ভ্রাতার কর্তব্য পালন করব। তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করাই হবে আমার একমাত্র কাজ। এসো আর রাজ্যশাসনের প্রজাপালনের বোঝা আমরা সমান ভাবে ভাগ করে নিয়ে দেশবাসীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করি।

এ মিড সামার নাইটস্ ড্রিম

এথেন্সের পরাক্রমশালী ডিউক থিসিয়াস অ্যামাজনের রাণী হিপোলিটার-এর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

বিকেলে এথেন্সের নির্জন প্রান্তরে তারা দুজনে মিলিত হন।

থিসিয়াস ও হিপোলিটার দুজনে স্থির করলেন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। চারদিন পরেই এই শুভদিন ধার্য হল। এই সামান্য কয়েকটা দিনই যেন আর কাটতে চায় না। গোপনে এই নিয়ে তারা আলোচনাও করেন। একদিন থিসিয়াস হিপোলিটারকে বললেন—যে, আমাদের বিয়ের পরমলগ্ন আসন্ন। মাত্র চারদিন হলেও মনে হচ্ছে যেন কৃষ্ণপক্ষের বাঁকাচাঁদ ধীর পদক্ষেপে বিদায় নিচ্ছে। হয়ত কামনা তার ফুরিয়ে গেছে তবু পতিতার মত সে তার বাঞ্জিত তরুণকে মুক্তি না দিয়ে পরগাছার মত জড়িয়ে ধরে রেখেছে। এ যেন একেবারেই সত্য করা যায় না। বিষণ্ণ হয়ে গেলেও হিপোলিটার তাঁর প্রেমিককে সান্ত্বনা দিলেন। ধৈর্য ধরে আমার বুক বাঁধ প্রিয়তমা, স্বপ্ন দেখতে দেখতেই রাতের অন্ধকারে এই চারটে দিন কেটে যাবে।

ডিউক থিসিয়াস আশ্বস্ত হয়ে পরিচারক ফিলোষ্ট্রাটকে কাছে ডেকে বললেন—"এথেন্স নগরীর সমস্ত যুবক-যুবতী যেন আনন্দে মেতে ওঠে। সবাই সমস্ত দুঃখ ব্যথা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেন এই আনন্দ উৎসবে সামিল হয়। আমি প্রজাদের সঙ্গে এই আনন্দ উৎসব ভাগাভাগি করে নিতে চাই।

শ্রদ্ধাবনত হয়ে পরিচালক ফিলোস্ট্রাট রাজার আদেশ পালনের সম্মতি জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নেয়।

প্রিয়তমা হিপোলিটার তোমাকে আমি প্রেম নিবেদন করছি তরবারির মাধ্যমে। আশা করি তরবারির ওপর তোমার আস্থা আছে। আর আমি প্রেমিকার ভালবাসা পেয়েছিলাম একটার পর একটা আঘাত হেনে। কিন্তু এবার তিনি তার প্রেমিকাকে এক অনবদ্য সুরের মাধ্যমে বন্ধন করতে চান যা উৎসব আর আনন্দের মাঝখানে তৈরী। এই সুর সৃষ্টি প্রেম হবে মধুময়।

এই কথাবার্তার মাঝখানে এক অনুচর এসে জানাল তিনজন অজ্ঞাত পরিচয় ভদ্রলোকের সাথে এক তরুণী ডিউকের সাথে দেখা করতে চান।

ডিউক থিসিয়াস আসতেই এক পৌঢ় ভদ্রলোক তাকে অভিনন্দন জানালেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডিউক যখন তাদের দিকে তাকালেন তখন সেই ভদ্রলোকেরা তাদের পরিচয় ব্যক্ত করলেন। পৌঢ় ভদ্রলোকটি হলেন ইজিয়াস, এবং তরুণীটি তার মেয়ে হার্মিয়া। দুই যুবক হচ্ছে ডিমিস্ট্রীয়াস এবং লাইস্যাণ্ডার। ইজিয়াস তার মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন বলে মহামান্য ডিউকের কাছে উপস্থিত হয়েছিল।

ইজিয়াস তার মেয়ের বিয়ে দিতে চায় ডিমিস্ট্রীয়াসের সঙ্গে। কিন্তু তার ধারণা নচ্ছার লাইস্যাণ্ডার নিশ্চয় তার মেয়েকে তুক-তাক করেছে। লাইস্যাণ্ডার সেই তরুণীটিকে কবিতা লিখে, মূল্যবান উপহার আদান-প্রদান করে। চাঁদনি রাতে প্রেমের গান গেয়ে মোহিত করছে। এবং মেয়েটিও মোহিত হয়ে গেছে। লাইস্যাণ্ডার এই ভাবেই তার মেয়ের মন কেড়ে নিয়েছে। শুধু এখানেই শেষ নয় লাইস্যাণ্ডার ছলাকলার মাধ্যমে তার মেয়ের মন কেড়ে নিয়েছে। মাথার কগাছা চুল, পিতলের আংটি গয়না, সখের জিনিস আরও কত কি দিয়ে তার মেয়েকে বশ করেছে।

আজ বৃদ্ধ হতাশ হয়ে পড়েছে তার মেয়ের ওপর কারণ তার মেয়ে আজ আর তার কোন কথা শোনে না।

আজ মহামান্য ডিউকের কাছে ইজিয়াসের অভিযোগ যে তার মেয়ে ডিমিস্ট্রীয়াসকে বিয়ে করবে কিনা তা যেন স্পষ্ট করে বলে। এবং ডিউক যেন আগেকার প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার বিবেচনা করেন। মেয়েকে সে তার ইচ্ছামত পাত্রকে দান করতে পারেন তাতে কারো কিছু বলবার অধিকার নেই। না হলে হুজুর যেন ঐ নচ্ছারটার প্রাণদণ্ড দেন এবং ইজিয়াসকে বাঁচান।

সমস্ত অভিযোগ শুনে থিসিয়াস গম্ভীর মুখে হার্মিয়ার দিকে তাকিয়ে তার অভিমত জানতে চাইলেন। ডিউক আরো বললেন যে হার্মিয়া যেন ভালমত বিবেচনা করে সব কথা বলে কারণ তার এই সুন্দর দেহলতা তার বাবারই সৃষ্টি। ইচ্ছে করলে সে সব কিছু ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। এবং ডিমিস্ট্রীয়াস কোন দিক থেকেই তার

অযোগ্য পাত্র নয়। কেন সে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করছে? তখন হার্মিয়া নত মুখে ডিউকের কথার উত্তর দিতে আরম্ভ করল।

"হুজুর, লাইস্যাণ্ডারও ঠিক তাই। আপনি কি বলেন?"

থিসিয়াস বললেন, "স্বীকার করছি সুন্দর তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার বৃদ্ধ বাবা যখন লাইস্যাণ্ডারের প্রতি বিরূপ, তখন ডিমিস্ট্রীয়াস অধিকতর যোগ্য পাত্র বলেই মনে করতে হবে।"

হার্মিয়া মুখ তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে যে, প্রভু আমার বাবা মোটেই আমার চোখ দিয়ে দেখতে চান না।

থিসিয়াস এর উত্তরে বলেন যে, "তোমার বাবার বুদ্ধি বিচার নিয়েই বা তুমি কেন চলতে পারো না সুন্দরী!"

হার্মিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সবিনয় নিবেদন রাখল—

"হুজুর আমাকে মাফ করবেন। এক আশ্চর্য আনন্দে আমি নারীর নম্রতা লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়েছি এবং কোন দৃঢ়তা নিয়ে সভায় নিজের গোপন কামনার কথা ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছি। ডিমিস্ট্রীয়াসকে আমি বিয়ে না করলে হয়তো নিদারুণ শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। তবু আমার ধৃষ্টতা মাফ করবেন।"

থিসিয়াস গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন—তোমার প্রাপ্য শাস্তি প্রাণদণ্ড নইলে চিরকুমারীর ব্রত জান? তাই বলছি এখনও তুমি ভাল করে বিবেচনা কর। তোমার এখন সুন্দর যৌবন, তপ্ত রক্ত, তুমি পারবে না সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে। চিরকুমারীর ব্রত যারা উদ্‌যাপন করতে সক্ষম হয়েছে তারা হয়তো স্বর্গসুখ লাভ করেছে। কিন্তু যে ফুল পৃথিবীতে একাই ঝরে যায় তার কোন সার্থকতা নেই। এবার তুমিই বল?"

এবারও হার্মিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলল—

"হুজুর দরকার হলে আমি একাই ঝরে যাবো। তবু বাবার এই আদেশ পালন করে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার এই দেহের স্বাদ কাউকে গ্রহণ করতে দেবো না। তাই আমি আমার বাবার এই আশা পূরণ করতে পারছি না।"

এবারও থিসিয়াস গম্ভীর স্বরে বললেন—

"আগামী শুক্লপক্ষে আমার বাগদত্তাকে আমি পত্নী রূপে গ্রহণ করছি এবং সেইদিন পর্যন্তই তোমাকে সময় দিচ্ছি যে তুমি ভাল করে বিচার বিবেচনা করে এর উত্তর দিও। মনে রাখবে তুমি যদি তোমার বাবার আদেশ লঙ্ঘন কর তবে তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে, নইলে চিরকুমারীর ব্রত গ্রহণ করার জন্য ডায়না দেবীর মন্দিরে তোমায় শপথ নিতে হবে। কিন্তু তুমি যদি ডিমিস্ট্রীয়াসকে বিয়ে কর তাহলে তোমার বাবার মত

আমিও তোমার সহায় হব।

এবার ডিমিস্ট্রীয়াস ধৈর্য হারিয়ে ফেলল এবং হার্মিয়াকে বলল—

প্রিয়তমা হার্মিয়া তোমার তর্ক থামাও। আর লাইস্যাণ্ডার তুমি যদি ভালো চাও তাহলে আমার পথের কাঁটা না হয়ে তুমি তোমার এই দাবী তুলে যাও।

লাইস্যাণ্ডার ডিমিস্ট্রীয়াসকে লক্ষ্য করে বলল যে—"হার্মিয়ার বাবা যখন তোমায় ভালবেসে ফেলেছে তখন তুমি আমার আর হার্মিয়ার ভলোবাসায় ভাগ না বসিয়ে হার্মিয়ার বাবাকেই বিয়ে করে ফেলো।"

আহত বাঘের মত রুখে উঠে ইজিয়াস বলল যে, লাইস্যাণ্ড্যার যেন মুখ সামলে কথা বলে। ডিমিস্ট্রীয়াসকে সে ভালবাসে তাই তার মেয়ে হার্মিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। এতে কারুর কিছু বলার নেই।

লাইস্যাণ্ডার উত্তেজিত হয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে কর্কশ গলায় জবাব দিল—ডিমিস্ট্রীয়াসের চেয়ে আমি অর্থ-সামর্থ্যে বা বংশ গৌরবে কোন কিছুতেই কম নই। ওর যোগ্যতা আমার চেয়ে অনেক কম। আর আমি হার্মিয়াকে ওর চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। ডিমিস্ট্রীয়াসের চেয়ে আমি অর্থ-সামর্থ্যে বা বংশ গৌরবে কোন কিছুতেই কম নই। ওর যোগ্যতা আমার চেয়ে অনেক কম। আর আমি হার্মিয়াকে ওর চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। ডিমিস্ট্রীয়াস এর আগে হেলেনাকে প্রেম করেছে। হেলেনা না জেনে চরিত্রহীনটাকে দেবতা মনে করে এই জন্য আমি খুব দুঃখিত। ও ভালবাসাকে খেলা মনে করে আর ও এই প্রেম প্রেম খেলায় অভ্যস্ত।

এই কথা শুনে ডিউক আপন মনে ভাবেন, তারপর বললেন—"কথাটা আমি শুনেছি এবং ডিমিস্ট্রীয়াসকে বলব ভেবেও বলা হয়নি। শোন ডিমিস্ট্রীয়াস আর ইজিয়াস, তোমরা মনে করে আমার সঙ্গে দেখা করবে আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই।

সবাই চলে যাওয়ার সময় থিসিয়াস হার্মিয়াকে কাছে ডেকে নেন। তারপর তাকে সতর্ক করে বলেন, হার্মিয়া যেন তার খেয়াল খুসি ছেড়ে বাবার কথামত চলে। নইলে তাকে আইন শাস্তি প্রদান করা হবে। এবং সেই শাস্তি খুব কঠিন ও হতে পারে।

ইজিয়াস আর ডিমিস্ট্রীয়াস চলে গেলে লাইস্যাণ্ডার হার্মিয়ার মুখের দিকে তাকায়। তার চোখ প্রেমময়।

প্রিয়তমা হার্মিয়া, কোথায় গেল তোমার মুখের গোলাপী আভা? কেন তোমায় দেখাচ্ছে এমন বিবর্ণ?

হতাশ হয়ে হার্মিয়া একেবারে অভিমানে ভেঙ্গে পড়ে। তার চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে থাকে।

মনের গোলাপ ক্রমশ অনাবৃষ্টিতে নিরস হয়ে গেছে। একমাত্র চোখের জল ছাড়া কোথাও আর রসের অবশিষ্ট নেই।

লাইস্যাণ্ডারের কথা শেষ হওয়ার আগেই হার্মিয়া বলে, বাধা থাক, জানি বংশের গর্ব গরীবকে ঘৃণা করা বা অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে দেওয়া।

এবারও হার্মিয়া তার বক্তব্য পেশ করতে চাইল, বলল, শোন—যাকে বলে 'বৃদ্ধস্য যোড়সীভার্যা'—কথাটির মানে জানতো? কথাটি শুনে লাইস্যাণ্ডারের মুখে একটা হাসির আভাস দেখা গেল।

হার্মিয়া এবার রাগে কাঁপতে থাকে। বলে "অন্যে যে আমার মনের মানুষ [illegible] পছন্দ করে দেবে সেই অন্যায় কি মুখবুজে সহ্য করা যায়? তাকে কোন দিন প্রেম নিবেদন করার কথা আমি ভাবতেই পারি না।

লাইস্যাণ্ডার আক্ষেপের সুরে বলে, "প্রিয়তমা মূর্ত হয়ে উঠেছে যেখানে [illegible] প্রেম, সেখানে যুদ্ধ ব্যাধি আর মৃত্যুর বিপত্তি দেখা গেছে।" আরও বলে [illegible] "এক মুহূর্তে আকাশ ভেঙ্গে, বিশ্বচরাচর কাঁপিয়ে মানুষের আর্তস্বর ওঠবার আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে লয় হয়ে যায়—সব শেষ! সবই নিশ্চিহ্ন সেখানে।

এবার হার্মিয়াও লাইস্যাণ্ডারের সঙ্গে বলে ওঠে "যদি প্রত্যেক প্রেমিককে [illegible] করতে হয় এত বাধা পেরোতে হয় এত বিপত্তি তাহলে তো বিধির বিধানকে [illegible] কিছুতেই জয় করতে পারবো না। ধৈর্য আমরা ধরবই। ভালবাসার সঙ্গে যেমন [illegible] চিন্তা, দুঃস্বপ্ন, হা-হুতাশ আর আনন্দ অশ্রু ঝরে মানুষের অসহায় ভালবাসার [illegible] চিরদিনের চিরস্থায়ী বন্ধু, চিরকাল তারা যেমন করে বিরহ এনেছে প্রেমের [illegible] তেমনি করেই আনুক বিরহ বিচ্ছেদ।

এবার লাইস্যাণ্ডার আবেগ স্বরে বলে ওঠে—

"প্রিয়তমা হার্মিয়া, তোমার প্রতিটি কথাই সত্যি। এখান থেকে অনেক দূরে আমার এক মাসি থাকে তিনি বিধবা এবং তার কোন সন্তানও নেই। তার অনেক টাকা পয়সা আছে। তিনি খুব ভালো, আমাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন। আমরা [illegible] ওখানে গিয়ে বিয়ে করব। ওখানকার আইনের বিধিনিষেধ সেখানে টিকবে না। তুমি যদি আমাকে ভালবাস তবে বনে যেখানটায় হেলেনার সঙ্গে আমরা সকলকে প্রণাম জানিয়ে ছিলাম সেখানে কাল গভীর রাত্রে চলে আসব। আমি সেখানে তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করব।

হার্মিয়া এই প্রস্তাবে অভিভূত হয়ে বলে—প্রিয়তম কন্দর্পের পুষ্পধনু সাক্ষী করে তোমার কাছে শপথ করছি, আমি তোমার এই প্রস্তাব স্বীকার করলাম।

ভিনাস যিনি প্রেমের দেবতা, যিনি প্রেমিক প্রেমিকের হৃদয় বাঁধেন, তাঁর বাঁধন শ্বেত কপোতের পুণ্য নামে আর সাগরের বুকে প্রেমিক ট্রোজানের জাহাজ দেখে কার্থেজের রাণীর বুকে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেইসব পবিত্র নামে আমি শপথ করে বলছি—তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি আগামীকাল তোমার কাছে

আসব।

হঠাৎ হেলেনাকে দেখে লাইস্যাণ্ডার আত্মগোপন করে এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার জন্য হার্মিয়াকে আর একবার অনুরোধ করে।

—হার্মিয়াও নিজেকে সামলে নেয়। হেলেনাকে দেখে এবং তাকে বলে "আয় হেলেনা, সত্যিই কি সুন্দর রূপ তোর? তা তুই যাচ্ছিস কোথায়?

হেলেনা বিদ্রূপের সুরে বলে ওঠে, 'তোর কথা তুই তুলে নে আমাকে সুন্দর আর বলিস না। তোর এই চোখ দুটোই ডিমিস্ট্রীয়াসকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। সে তোকেই পৃথিবীর একমাত্র সুন্দরী মনে করে। তোর কথার কাছে শ্যামার কাকলীও হেরে যায়। তোর ঐ সুন্দর রূপ রোগের মত ছোঁয়াচে হয়ে কেন আমার গায়ে লাগে না বলত। এই পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর যদি আমি হতাম তাহলে আমি আমার সবকিছু বিলিয়ে দিতাম আর তার বদলে তোর ঐ রূপটা চেয়ে নিতাম, একমাত্র ডিমিস্ট্রীয়াসের জন্য। ভাই মন খুলে বল কি করে তুই এই রূপ ধরে ডিমিস্ট্রীয়াসের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলাস।"

রসিকতা করে হার্মিয়া উত্তর দেয়—

"বলব কি ভাই চোখ রাঙালে ভালোবাসে, আর তাড়িয়ে দিলে ফিরে আসে।"

হেলেনা গম্ভীর মুখে বলে শত হেসেও তো আমি প্রেমিকাকে কাছে টানাতে পারিনি।

এই শুনে হার্মিয়া আগের স্বরে বলে যে—

"আমি তাকে অপমান করলেও আমাকে সে ভালবাসে। এতে আমিও অবাক হয়ে যাই।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হার্মিয়া বলল, আমি তাকে যতই ঘৃণা করি তবু সে আমার পেছনে পেছনে ঘোরে।

আক্ষেপের স্বরে হেলেনা বলে "তাই বুঝি"।

তবে আর বলি কি?

হেলেনা ফ্যাকাসে মুখে বলে—"আমি যত তার কাছে যেতে চাই সে তত আমায় দূরে ঠেলে দেয়।" এবার হার্মিয়া মুচকি হেসে বলে—"ডিমিস্ট্রীয়াস আমায় দেখে মজলে আমি কি করতে পারি বলতে পারো?"

হেলেনাও হতাশার সুরে বলে—"তোর কোন দোষ নেই-রে তবে তোর ঐ রূপটার দোষ তো বটে। হায় ঐ দোষ যদি আমার থাকত!"

হার্মিয়া এবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে—"আমাকে নিয়ে আর তোকে ভাবতে হবে না। লাইস্যাণ্ডার আর আমি চিরকালের মত এখান থেকে সরে যাচ্ছি। এথেন্স নগরীকে আমার স্বর্গের মত মনে হত যতদিন না আমি লাইস্যাণ্ডারকে পাইনি। কিন্তু আজ আমার ভালবাসার কাছে স্বর্গ ও নরক একই। অমৃত ও বিষ একই। একমাত্র আমার প্রিয়তম আমার কাম্য।

হঠাৎ লাইস্যাণ্ডারের কণ্ঠস্বরে হেলেনা ও হার্মিয়া অবাক হয়ে যায়। হার্মিয়ার কাছে এসে হার্মিয়াকে আলিঙ্গন করে আবেগপ্লুত কণ্ঠে সে বলে—"কাল রাত্রে এই জলাশয়ের আয়নায় চাঁদ তার নিজের রূপ দেখবে তখন চিরমুক্তির আশায় চুপিসারে আমরা উভয়ে শহরের সীমানা পার হব।

হার্মিয়া কিন্তু হেলেনার উপস্থিতি একেবারে ভুলে যায়। এবার সে আবেগপ্লুত কণ্ঠে বলে, "লাইস্যাণ্ডার আমার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবে যেখানে আমি আর তুই শিউলির বিছানায় রাত কাটিয়ে দিলাম। হার্মিয়া আরও বলে, "আমরা নতুন দেশে চলে যাবো, নতুন প্রতিবেশী খুঁজে নেবো। নতুন বন্ধু পাবো, আমরা আর ফিরব না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুই ডিমিস্ট্রীয়াসকে পাবি আর এমনই সুখী হবি। হার্মিয়া এবার লাইস্যাণ্ডারের দিকে ফিরে বলে—

প্রিয়তম, খুলে দাও তোমার বাহুবন্ধন, মনে থাকে যেন তোমার প্রতিশ্রুতি। কালকের আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব সেই মধুর লগ্নের।" এবার হার্মিয়া বেরিয়ে এল লাইস্যাণ্ডারের বাহু ডোর থেকে। সে সতৃষ্ণ নয়নে তার প্রিয়তমার দিকে তাকিয়ে বলল "সত্যি হোক তোমার কথা। আমি ভুলব না আমার এই শপথ বাক্য। হার্মিয়া চলে গেলে হেলেনাকে বিদায় জানায়। আবেগপ্লুত কণ্ঠে বলে বিদায় প্রিয় সখী হেলেনা। তুমি সুখী হও।"

হেলেনা অবাক ভাবে লাইস্যাণ্ডারের যাওয়ার পথ চেয়ে থাকে তারপর আপন মনে বলে—

"অপূর্ব কারো আনন্দ আবার কারো দুঃখ। এথেন্স নগরীতে আমার রূপের খ্যাতিও বড় কম নয়। কি ভাবে ডিমিস্ট্রীয়াস আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়। তার মুখখানা দেখলেই যে আমি পাগল হয়ে যাই। চোখ দিয়ে ভালবাসার পরিমাপ হয় মন দিয়ে। ভালবাসার বোধ, বুদ্ধি বিবেক কিছুই নেই। তবে ভালবাসার আছে গতি—সে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে চলে। সে শিশুর মত অবুঝ। সে নিজে যেমন কাঁদে অন্যকেও তেমন কাঁদায়। হাসি কান্না, আনন্দ হতাশা তার সমান।" এবার হেলেনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে থাকে—

ডিমিস্ট্রীয়াসই একদিন আমায় ভালবেসে ছিল তখন সে হার্মিযাকে দেখেনি। সে তখন শপথ করে বলেছে—সে আমার! একান্তই আমার। শপথ যেন জোয়ারের জল। অপমানিত শপথের বাণী আগুনের মত দাউ দাউ করে হেলেনার মনের গভীরে জ্বলে ওঠে। সে দাঁতে দাঁত ঘষে পরম বিতৃষ্ণায় বলতে থাকে।

হার্মিয়া পলাতকা, একথা আমি ডিমিস্ট্রীয়াসকে বলে দেবো। হার্মিয়ার সন্ধান না পেয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন আমার কাছে ধরা দিতে বাধ্য হবে। তখন আমার ওপর ভরসা করেই তাকে বাঁচতে হবে।

এথেন্সের এক অজ্ঞাত গ্রামের একান্তে একটি বাড়ী। বাস শুধু মাত্র কামার আর

ছুতোরের।

স্থানীয় সমাজসেবীদের একটি পিটার কুইন্স নামক লোক ছুতোরের ঘরে বসে। অভিনেতারাও সন্ধ্যায় হাজির হয়েছে সেখানে। সবাই নিজের নিজের ভূমিকা ভাল করে মুখস্ত করে হাজির হবে বনের ধারে, সভায় এইরকম একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। চাঁদের আলোয় সেখানে নাটকের মহড়া চলবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতের অন্ধকার নেমে এল।

এথেন্স নগরীর উপকণ্ঠে এক গভীর বন। সেই বনে পরীরাও নেমে আসে। পরীর রাণী টিটিনিয়াস সহচরী এক পরীকে দেখে পাক নামে এক বালকপরী তাকে ডাকে—

এত হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছিস কোথায় তুই? মুচকি হেসে সেই পরী পাকের দিকে একবার চেয়ে বলে আমি প্রতি রাতে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াই। সেই দুনিয়া চাঁদের থেকে অনেক অনেক দূরে। আমি সেইখানেই যাই। তুই একটা দুষ্টু ছেলে। যেতে দে আমায়।

তার কথায় পাক হেসে উঠে বলে—জানো আজ রাতে এই বনে স্ফূর্তি করতে আসবেন পরীরাজ ওবেরন। তুমিও নিশ্চই জানো।

পরী রাণীকে সাবধান করে দিস, বলল তার সহচরী।

ভারতবর্ষের একটা সুন্দর ছেলেকে আমাদের রাণী চাকর বানিয়ে রেখেছেন, রাজার তাকে অবশ্যই চাই। এ নিয়ে রাজা রাণীর মধ্যে দারুন ঝগড়া বেঁধে গেছে।

এমন সময় পাক বলে ওঠে—

আমি এখান থেকে কেটে পড়ি রাজা এদিকেই আসছেন।

শুধুমাত্র রাজা নন রাণী টিটিনিয়াও তার সহচরীদের নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। তাকে দেখতে পেয়ে পরীরাজ বজ্রকণ্ঠে গর্জে ওঠে।

—কী রাণী চাঁদের আলোয় আমার তোমার এ সর্বনাশে দেখা। রাণী তার কথার উত্তর না দিয়ে উপেক্ষার ছলে তার সহচরীদের বলল—

হিংসুটে পরীরাজ এখানে এসেছে। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই, এর ছায়া মাড়ালেও আমাদের ঘোর পাপ হবে।

পরীরাজ দৃঢ়ভাবে তাদের বাধা দেন। পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেন—

শোন পরীরাণী, তুমি কি আমায় তোমার স্বামী বলে মান না, আমার কথার জবাব দিয়ে তবে তুমি এখান থেকে যাবে।

পরীরাজার কথায় পরীরাণী খুব রেগে যায় এবং বলে—

তুমিও কি সত্যি আমাকে তোমার পত্নী ভাবো? আর আমি আরও জানি যে তুমি মেষপালকের ছদ্মবেশে সারাদিন প্রেমের বাঁশি বাজিয়ে প্রেমের গান গেয়ে—কামুক ফিলিডাকে প্রেম নিবেদন করছো। আজ আবার ভারতবর্ষ ত্যাগ করে তুমি এখানে এসেছো কেন তাও আমি জানি। তোমার সেই প্রেমিকার বিয়ে হবে এথেন্সের রাজা

থিসিয়াসের সঙ্গে। সেইজন্য তুমি দিশেহারা—হয়ে এখানে ছুটে এসেছো। তা তুমি মোটেই অস্বীকার করতে পার না।

পরীরাজ এসব শুনে খুবই রেগে যান এবং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পরীরাণীকে রাগত স্বরে জবাব দেন। পরীরাজের চোখ দুটো দেখে মনে হয় যেন দুটো আগুনের গোলা।

পরীরাজ পরীরাণী টিটানিয়াকে বললেন শোন তোমার মুখ দিয়ে হিপোলিটারের নাম বের হওয়ার জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। তোমার গোপন কথাও আমার জানতে বাকী নেই। পরী জিনিয়া আর থিসিয়াস যখন দুজনের প্রেমে বিভোর তখন তুমিই থিসিয়াসের হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিয়ে জ্যোৎস্নার রাতে থিসিয়াসের সঙ্গে প্রেমলীলায় মেতে উঠেছিলে। থিসিয়াস যখন অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায় তখন তুমি এগিয়ে গিয়ে তা ভেঙ্গে দাও। এগল্ আরিয়াড এবং আন্টিওপাকে বিয়ে করার কথা দিয়ে তোমার জন্যই ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

টিটিনিয়াস-এর ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙ্গে যায়। তিনি রাগে ফুসতে থাকেন। বলে সব মিথ্যা কথা। তোমার জন্যই পৃথিবীর মানুষ আজ ঋতুগুলোর পৃথক সত্ত্বা অনুভব করতে পারছে না। তোমার আর আমার দোষের পরিণামে পৃথিবীতে একের পর এক অশান্তি লেগে আছে। এই সব দায়িত্ব আমাদের কারণ আমরা তাদের মা বাপ।

এই কথায় পরীরাজ তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকে। এক সময় বলেন—আমার জানা আছে যে এগুলো তোমার কারসাজি। আমি শুধু একটা চাকরকে চেয়েছিলাম তা দিয়ে দিলেই তো সব মিটে যায়।

এই শুনে রাণী রাগতভাবে জবাব দিল—কিছুতেই আমি তা করতে পারব না। ঐ বালকটির মা আমাকে খুবই ভালবাসতো। কিন্তু ঐ ভাগ্যহীনা অকালে মারা গেছে, আর আমি সেই ভক্তিমতীর পুণ্যস্মৃতির সম্মানের জন্যই তোমাকে বিমুখ করেছি।

পরীরাজ এবার গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—

শোন এথেন্সের রাজা থিসিয়াসের বিয়ের দিন পর্যন্ত আমি এখানে থাকব বলে মনস্থির করেছি। তুমি যদি পরাজিত হয়ে মাথা নিচু করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাও তাহলে ভাল। নাহলে তুমি এখান থেকে চলে যেতে পারো এবং এটাই আমার শেষ কথা। আমার কথার নড়চড় আমি মোটেই করব না তা তোমার জানা আছে।

এবার পরীরাজ ওবেরনও শেষবারের মত নিজের মত ব্যক্ত করলেন।

'শোন—আমি এক মুহূর্ত দেরী না করেই এখান থেকে চলে যাব, যদি তুমি বালকটিকে আমার হাতে তুলে দাও।

এবার পরীরাণী গম্ভীর স্বরে জানালেন, "আমার এই স্নেহের বালককে আমি আমার সমগ্র পরীরাজ্যের বিনিময়েও দিতে পারব না।"

"চলো এখান থেকে আমরা চলে যাই"—সহচরীদের উদ্দেশ্যে পরীরাণী বললেন। এখানে থাকলে হয়তো ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। চল এ জায়গা ছেড়ে

আমার অন্যত্র চলে যাই।

পরীরাণী তার সহচরীদের নিয়ে চলে গেলে পরীরাজ ভয়ানক রেগে গিয়ে বলতে থাকেন—

"ঠিক আছে। আজকের অপমানের প্রতিশোধ তুলে রাখলাম তোমার জন্য। এটা তুমি মনে রাখবে।"

এরপর পাককে ডেকে পরীরাজ বললেন—শোন, তোমার কি মনে আছে একদিন আমি আর তুমি সমুদ্র সৈকতে বসেছিলাম। পাক মাথা নেড়ে রাজার কথায় সম্মতি জানায়। তিনি তখন আপন মনেই বলতে থাকেন। আকাশেণ তপস্যারত চাঁদ, এমন সময় ঘুমন্ত পৃথিবীর মাঝখানে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন স্বয়ং কন্দর্পদেব। শ্বেত বসনা তপস্বিনীর বেশে তিনি তখন চন্দ্রদেবকে প্রণাম জানাতে ব্যস্ত। তখন মদনদেব বিশাখার হৃদয় লক্ষ্য করে প্রেমবাণ নিক্ষেপ করলেন। কি অপরূপ সেই দৃশ্য। সেই সময় বুদ্ধিমতী চন্দ্রাদেবী জ্যোৎস্নার জাল ছড়িয়ে মদনের সেই বানকে পরাভূত করলেন। মদনদেবের সেই ব্যর্থ তীর গিয়ে পশ্চিম উপকুলে একটা শুভ্র ফুলের ওপর পড়ল। মুহূর্তে সেই ফুলের রং হয়ে গেল নীল। সেই থেকে গ্রামের মেয়েরা ঐ ফুলটার নাম রেখেছে অলস ফুল।

আমি তোকে বলে রাখছি যেখানে ঐ ফুল পাওয়া যাবে সেখানে গিয়ে তুই ঐ ফুল গোপনে তুলে আনবি। শুনে রাখ সেই ফুলের একফোঁটা নির্যাস কোন ঘুমন্ত নর বা নারীর চোখের পাতায় দিয়ে দিলে সে উন্মাদের মত তাকে ভালবেসে ফেলবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে কোন জলজ জন্তু আধক্রোশ পথ যাবার আগেই ফুলটা তুলে নিয়ে আসতে হবে।

পরীরাজের মুখে নিজের গুণগানে পাক খুব গর্ব করে বলতে লাগল—মহারাজ, আজ আধ প্রহরের মধ্যেই আমি সারা বিশ্ব ঘুরতে পারি। তারপর সে পরীরাজকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে প্রণাম জানিয়ে চলে যায়।

পাকের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাজা বলে ওঠে— ফুলটা আমার হাতে এলে আমি সেই ফুল নিজের হাতে রাণীর চোখের পাতায় দিয়ে দেব তারপর ঘুম থেকে উঠে সিংহ, ভালুক, নেকড়ে, ষাঁড় এমনকি কোন বাঁদর দেখলেও সে তাকে ভালবেসে ফেলবে কোন উন্মাদিনীর ন্যায়।

অবশ্য রাজার কাছে এমন আর একটি শিকড় আছে তা দিয়ে ঐ মায়ার ঘোর কাটানো সহজেই সম্ভব। অবশ্য ঐ ঘোর কাটার আগেই রাজা ঐ ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিতে চান।

ঠিক এমন সময় কারুর পদশব্দ শোনা গেলে রাজা তাদের কথা শোনার জন্য হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

এমন সময় ডিমিস্ট্রীয়াসের পিছু পিছু হেলেনাকে আসতে দেখা যায়। হেলেনাকে সে জিজ্ঞাসা করে লাইস্যাণ্ডার আর হার্মিয়া কোথায়? তোমার কথামত এখানে এসে

আমি দেখছি সবই তোমার মিথ্যা কথা। তুমি আর আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো না; চলে যাও আমার সম্মুখ থেকে।

আজ হেলেনাকেও দেখাচ্ছে যেন এক পাগলিনীর ন্যায়। সে ডিমিস্ট্রীয়াসকে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে জানায় যে, আমি তোমায় মোটেই মিথ্যা বলিনি। আমি তোমার সাথে আসতেও চাই না কিন্তু তুমিই আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ। তুমি আমার ওপর থেকে তোমার এই দুর্নিবার আকর্ষণ তুলে নাও আমি কোনদিন তোমার নাম মুখেও নেবো না।

ডিমিস্ট্রীয়াস বিরক্তি সহকারে হেলেনাকে বলল, তোমাকে আমি কোন লোভ বা আশা কিছুই দিইনি। তোমায় আমি কোনদিন ভাল বাসিনি আর ভাল বাসিও না।

হেলেনা তাকে জানায় কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। তুমি আমায় মারলেও আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না। আমার দ্বারা তোমাকে ছাড়া কোন মতেই সম্ভব নয়।

ডিমিস্ট্রীয়াস রেগে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'তোমায় দেখলেও আমার গায়ে জ্বালা হয়। তোমার ঐ দেহটা কিন্তু ফেলনা বস্তু নয়। তাই তোমায় আমি বলছি তুমি চলে যাও এখান থেকে। নয়তো তুমি তোমার সতীত্ব বজায় রাখতে পারবে না। সত্যি কথা বলছি আমি হয়তো এখান থেকে কেটে পড়ব কিন্তু তোমার ঐ সুন্দর দেহটা জঙ্গলের হিংস্র নধর জানোয়ারগুলো খুবলে খুবলে খাবে। তুমি কি বুঝতে পেরেছো, আমি কিন্তু সেই সময় সেখানে উপস্থিতও থাকব না।

হেলেনা রাগতভাবে ডিমিস্ট্রীয়াসকে দেখতে লাগল, তারপর বলল। বনে পশুরা অন্তত তোমার মত হিংস্র নয়। তুমি যেখানেই যাবার চেষ্টা কর আমি তোমাকে ছাড়ব না। যে পুরুষ সাহসের সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়ায় আমার মত অসহায় ভীরু নারী তারই পিছু নেবে, এটাই তো ঠিক।

এরপর ডিমিস্ট্রীয়াস খুবই রেগে যায় তারপর বলে, আমার পেছন পেছন যদি আসো তাহলে আমি কিন্তু কিছুতেই তোমার সতীত্ব বজায় রাখতে দেব না। এখন তুমি কি করতে চাও তা তোমাকেই ভেবে দেখতে হবে।

হেলেনার উত্তর না পেয়ে ডিমিস্ট্রীয়াস লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে হেলেনা তার কাছে যাওয়ার জন্য চিৎকার করতে করতে দৌড়ে যায়। এই সঙ্গে শোনা যায় তার করুণ আর্তনাদ।

গোপনে সব কথা শুনে পরীরাজ খুব মর্মাহত হন তারপর আত্মপ্রকাশ করে ব্যাথিত হেলেনাকে সমবেদনা জানান।

পরীরাজ হেলেনাকে বললেন, ''প্রিয়তমা, তোমার অরণ্য ছাড়ার আগেই আমি তোমার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে চাই তাহলে তুমি দেখতে পাবে ঐ ডিটিস্ট্রীয়াসই তোমার প্রেমে পাগল হয়ে যাবে।

অলস ফুল নিয়ে পাক ফিরে এলে পরীরাজ তাকে বলেন, এই ফুল নিয়ে তুই

অরণ্যের ঐ দিকটায় চলে যা, সেখানে পৌঁছলে তুই দেখতে পাবি এক অপরূপা নারী একটা ছেলের পেছনে যাচ্ছে, তোকে ঐ ছেলেটাকে দেখে রাখতে হবে তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ ছেলেটার চোখের পাতায় দু ফোঁটা রস ফেলে দিতে হবে। ঐ ছেলেটা ঘুম থেকে উঠেই যেন সুন্দরী হেলেনাকে দেখতে পায় সেই ব্যবস্থাই করতে হবে, তাহলেই দেখতে পাবি ছেলেটা সুন্দরী যুবতীটির প্রেমে পাগল হয়ে গেছে। আর দেরী না করে তুই এখনি চলে যা।

অরণ্যের আর একদিকে পরীরাণী আর তার সহচরীরা মহা আনন্দে মেতে আছেন। শেষে পরীরাণীর চোখে ঘুম নেমে আসলে তিনি তার সখীদের আদেশ দেন যে রাণী ঘুমিয়ে পড়লে একজন তার পাহারায় থাকে আর অন্য সবাই যেন চলে যায়।

ক্রমশ রাণী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন সেই সুযেগে সেখানে হাজির হন পরীরাজ ওবেরন। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত রাণীর চোখের পাতায় ঢেলে দেন অলস প্রেম ফুলের পাপড়ি নিংড়ানো রস, আর মনে মনে বললেন ঘুম থেকে উঠে নেকড়ে, বনমানুষ, যাকেই দেখ না কেন তারই প্রেমে তুমি পাগল হয়ে যাও।

ঠিক তখনি সেখানে উপস্থিত হয় লাইস্যাণ্ডার আর হার্মিয়া। অতিরিক্ত পরিশ্রমের তারা দুজনে তখন খুবই ক্লান্ত। হার্মিয়া করুণ স্বরে লাইস্যাণ্ডকে বলে যে সে আর পারছে না, তারপরে মাটিতেই বসে পড়ে।

লাইস্যাণ্ডার হার্মিয়ার কাছে এসে জানায় আমাদের রাস্তা আর হৃদয় শয্যা যখন এক তখন আজ রাতটা আমরা এখানেই কাটিয়ে নিই। কাল সকালে একটা পথ খুঁজে নিয়ে আমরা অরণ্য থেকে বেরিয়ে যাব।

—হার্মিয়া লাইস্যাণ্ডরের প্রস্তাবে রাজী হয় না কারণ সে জানায় বিয়ের আগে পর্যন্ত কারুর সঙ্গে এক শয্যায় শোয়া ঠিক নয়।

বালক পরী আসলে ঘুমন্ত লাইস্যাণ্ডার আর হার্মিয়াকে দেখতে পায়, তখন সে দেরী না করে চটপট ঘুমন্ত লাইস্যাণ্ডারের চোখের পাতায় এক ফোঁটা অলস প্রেমের ফুলের রস ঢেলে দিয়ে সেখান থেকে দ্রুত পদক্ষেপে পালিয়ে যায়।

একটু পরে ডিমিস্ট্রীয়াস আর হেলেনাও সেখানে উপস্থিত হয় ঘুমন্ত লাইস্যাণ্ডার ও আর হার্মিয়াকে শুয়ে থাকতে দেখে সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে ও লাইস্যাণ্ডারকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করে।

হেলেনাও ঘুমন্ত লাইস্যাণ্ডকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যায় এবং সে তাকে জাগাবার জন্য ডাকতে যায়। লাইস্যাণ্ডার জেগে উঠেই সুন্দরী হেলেনাকে দেখে অভিভূত হয়ে যায়, হেলেনাকে উদ্দেশ্য করে বলে "প্রিয়তমা তোমার অন্তরের সব দুঃখ আজ আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমার জন্য আমি সারা জীবন অপেক্ষা করে আছি। তুমি আমারই প্রিয়তমা। তোমার আর কোন ভয় নেই প্রিয়ে আমি আজই দুনিয়া থেকে ডিমিস্ট্রীয়াস নামক পাষণ্ডকে দূর করে দেব।

হেলেনা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে 'না না ওকে মেরোনা' বলে সে

চিৎকার করে ওঠে। তোমার হার্মিয়া তো তোমরাই আমি চাই তুমি আর হার্মিয়া সারাজীবন সুখে শান্তিতে থাক।

লাইস্যাণ্ডার আহত বাঘের মত গর্জে ওঠে সে চিৎকার করে বলে,—"লোকে যাই বলুক হেলেনাই আমার চক্ষে সবচেয়ে সুন্দরী নারী, হার্মিয়ার মিথ্যা প্রেমের মোহ আমার আর নেই। আমি এখন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হেলেনার প্রেমেই পাগল। তুমিই আমার সেই বহু কাঙ্ক্ষিত নারী, যার জন্যে আমার এই যৌবন অপেক্ষা করে আছে। তুমি শুধু আমারই হেলেনা।

হেলেনা যথেষ্ট অবাক হয়ে যায় আর তার সঙ্গে সে যথেষ্ট রেগে যায় লাইস্যাণ্ডারকে উদ্দেশ্য করে সে বলে, "আমি তোমাকে ভেবেছিলাম তুমি ভদ্র বীর পুরুষ কিন্তু এখন দেখছি তুমি একটা নীচ, পাষণ্ড। এক অসহায় নারীর প্রেমকে নিয়ে তুমি আজ আমায় অপমান করলে? লাইস্যাণ্ডার চুপ করে ভাবতে থাকে হেলেনা যেন হার্মিয়াকে দেখতে না পায়। আর হার্মিয়ার এই ঘুম যেন কোনদিন না ভাঙ্গে আর সেই ঘুম ভাঙ্গলেও সে যেন লাইস্যাণ্ডারকে জীবনের মত ভুলে যায়। মুছে ফেলে তার মন থেকে।

এদিকে ঘুমন্ত হার্মিয়া স্বপ্নে দেখে যে, তার বুকের ওপর দিয়ে একটি সাপ যাচ্ছে আর তা দেখে লাইস্যাণ্ডার আট্টহাসি হাসছে।

ঘুম ভাঙতেই হার্মিয়া লাইস্যাণ্ডারের নাম ধরে চিৎকার করতে থাকে—"আমাকে বাঁচাও আমার বড় ভয় করছে, তুমি আমায় বাঁচাও, মেরে ফেলে দাও সাপটাকে।"

সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরই নাটকের দল সেখানে হাজির হয়েছে। তারা সানন্দে চিৎকার করছে এমন একটা সুন্দর জায়গা পাওয়া গেছে বলে। তাদের ধারণা মহড়ার পক্ষে এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। একফালি সবুজ মাঠকে তারা মঞ্চ হিসাবে ব্যবহারের জন্য ঠিক করেছে, কাঁটা ঝোপকে ঠিক করেছে আজ ঘর হিসাবে। মহড়া শুরু করার জন্য সেই মুহূর্তেই তারা প্রস্তুত হল।

নাটকটি একটি ভয়ানক বিয়োগান্ত, হাসির নাটক, নাম—"পিরামুস ও থিসবির", নায়ক রাজা ও নায়িকা রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করছে যথাক্রমে বটম ও ফ্লুট নামক যুবক। কুইনস্ মহড়া দেওয়ার জন্য বটমকে ডাকলে সে কাছে সরে আসে।

পরীরাণী টিটানিয়ার শয্যার পাশে এমন একটা দলকে দেখে অবাক হয়ে গেল পাক। সে ভাবল দেখাই যাক না—এরা কারা কি করে?

কুইন্স ফ্লুটকেও নাটকের মহড়া শুরু করতে বলে। শুরু হয় জোর কদমে নাটকের মহড়া।

নাটকের নায়ক বলে "প্রিয়া তোমার সুবাস মনলোভা, মনলোভা তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রিয়া-মোর প্রিয়তমা! দাঁড়াও—শুনতে কি পাও কারো কণ্ঠস্বর? তুমি এখানে থাক আমার অপেক্ষায়, আমি এক্ষুণি ফিরে আসব।

কুইন্স-এর নির্দেশে এবার ফ্লুট বলতে শুরু করল।

হে মোর প্রিয়তম, পিরামুস। শ্বেত কমল প্রায় তব মুখবয়ব।

কাঁটার ফুটন্ত আঘাতে রক্তজবা যেমনি করে উথালি পাথালি।

কুইন্স এবার তাকে সতর্ক করে দিতে বাধ্য হয়। বলে গম্ভীর আওয়াজেই পিরামুস ফিরে এসে এখানে দাঁড়াবে মনে থাকে যেন।

কুইন্স-এর সম্মতি নিয়ে ফ্লুট আবার মহড়া শুরু করে—

আবেগ-কম্পিত স্বরে সে বলে, তুমি মোর প্রাণেশ্বর টাটু হলেও তুমি একটি অশান্ত ঘোড়া। মেনুর কবরের পাশে সেই নির্জন প্রান্তরে তোমার সাথে আবার দেখা হবে।

কুইন্স এবার খুবই রেগে গিয়ে বলে, নেনুকে বলছ মেনু, মাত্রাহীন, ছন্দহীনভাবে কথা বলছ, শুধুমাত্র কথা বলেই কি অভিনয় করা যায়। তুমি একেবারেই অবোধ।

নির্দেশক বটমকে উদ্দেশ্য করে বলে তুমিও—তো দেখছি আলাদা নয়, 'অশান্ত' কথাটাতেও তুমি তোমর মনের ভাব প্রকাশ করতে পার নি। তুমি ঠিকমত চিন্তা করে মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা কর।

বটম এবার বলতে শুরু করে ''প্রিয়তমা আমিই তোমার, তাই আমার সবকিছুই তোমার আমার আর তোমার আলাদা বলে কিছুই নেই। তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।

এমন সময় একটা গাধার মাথা নিয়ে পাক বটমের কাঁধে পরিয়ে দেয়। সে না জেনে উঠল ''চল আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই বোধহয় ভূতে ভর করেছে। বলতে বলতে তারা ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে।

এই দেখে পাকের মজা আর ধরে না। সে বলে বলে''আমি তোদের নাচ দেখবো, সেইজন্যই আমি তোদের পেছনে পেছনে আসছি। তোদের মজা আমি বার করে দেবো। নানারকম কাণ্ড করে আমি তোমাদের কানা করেই ছাড়ব।

বটম এই ধরনের ঘটনা আশা করেনি। সে হঠাৎ বলে ওঠে নিশ্চই আমাকে ভয় দেখাবার জন্য এমন করা হচ্ছে, এ নিশ্চই কোন বদমাসদের কাণ্ড।

এমন সময় দলে স্নাউট বটমের হাল দেখে অবাক হয়ে যায়। সে বলে ''বটম তোর কি হয়েছে রে? তোর কাঁধে এ কিসের মালা? এ কি সর্বনেশে কাণ্ড রে?

বটম রেগে গিয়ে বলে, তুই সকলকে গাধা দেখছিস। তুই কি নিজেই একটা গাধা হয়ে গেলি। বটম কুইন্স-এর কাছে গেলে সে সভয়ে বলতে থাকে ওরে তুই চলে যা, তুই যে বটম ছিলিস এখন আর তুই তা নেই। তোকে নিশ্চই কোন ভূতে ধরেছে এখন তুই ভূত হয়ে গেছিস।

এই শুনে বটম অবাক হয়ে বলে, আমায় মিথ্যে ভয় দেখিও না, আমি বুঝতে পারছি তোমরা আমাকে গাধা বানাবার জন্য চেষ্টা করছ কিন্তু আমি তোমাদের কথায় মোটেই থাকছি না। আমি এইখানেই থাকব।

আমার ইচ্ছাতেই আমি চলব, ইচ্ছামত গান গাইব, ইচ্ছামত চলে ফিরে বেড়াব। কারো কিছু বলার নেই।

এবার বটমের গদর্ভ রাগিনীতে পরীরাণীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে বটমকে উদ্দেশ্য

করে বলে, তোমার এই সুমিষ্ট গান আমার পাগল করে দিয়েছে, আর তোমার এই অপূর্ব রূপ দেখে আজ আমি তোমার প্রেমে মত্ত। তুমি দয়া করে আমায় ফিরিয়ে দিও না।

পরীরাণীর মুখে এই কথা শুনে বটম খুব অবাক হয়ে "বলতে থাকে" মা আপনি কি জানেন আপনি কি বলছেন? তবে প্রয়োজন হলে আমি রসিক লোক হতেও পারি।"

পরীরাণী মন দিয়ে বটম-এর কথা শুনল। তারপর বললেন—অপূর্ব! তোমার রূপের তুলনা নেই আর তুমি একজন গুণী ব্যক্তিও। কিন্তু আমি তো সুন্দরী যুবতী নারী, তুমি আমার কাছে এলে তোমার কোন কষ্ট হবে না। আমার সহচরীদের দিয়ে আমি তোমাকে সেবা করাব।

সহচরীদের আসতে দেখে পরীরাণী সুমিষ্ট স্বরে তাদের বলে চন্দ্রালোকে আহার সেরে প্রজাপতির পাখনার বিছানায় আপনারা নিদ্রা নিন।

পরীদের সাথে সহাবস্থানে সেও খুব অবাক হয়েছে, সে ভাবে "আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি।"

বালক-পরী নাটুকেদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়েছে, সেই ঘটনা রাজাকে বলার জন্য সে সেই উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

পরীরাজ রাণীর ওপর প্রতিশোধ ও শহুরে ছোড়ার দুরাবস্থার জন্য খুবই আনন্দিত হন। ও পাককে ধন্যবাদ জানায়। এমন সময় হার্মিয়া ও ডিমিস্ট্রীয়াসকে সেখানে আসতে দেখে পাক পরীরাজ দুজনেই খুব অবাক হয়ে যায়।

হার্মিয়াকে দেখে পাক অবাক হয়ে বলে যে, ঐ মেয়েটাকে চিনতে পারছি না, সে ঐ সুন্দরী নয়।

ডিমিস্ট্রীয়াস হার্মিয়াকে বলে যে, প্রিয়তমা, লাইস্যাণ্ডার তোমায় ঠকিয়েছে, তোমাকে ও মোটেই ভালবাসে না, ও তোমার সাথে মিথ্যা অভিনয় করেছে। হার্মিয়া একথা শুনে আহত বাঘিনীর ন্যায় গর্জন করে বলে, "তোমায় আমি ছাড়ব না, তুমি খুনি, লাইস্যাণ্ডারকে তুমিই খুন করেছো। আমার ঘুমের সুযোগ নিয়ে সে কখনই পালিয়ে যেতে পারে না।

ডিমিস্ট্রীয়াস করুণ স্বরে হার্মিয়াকে বলল, তুমি আমায় অবহেলা করছ বলেই আমি শুকিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি খুশী তৃপ্ত বলেই তুমি এত প্রাণবন্দ, এত উজ্জ্বল।

সূর্যের মত লাইস্যাণ্ডার আমার চিরদিনের বান্ধব, তুমি যদি লাইস্যাণ্ডারকে খুন করে থাকো তবে আমাকেও তুমি মেরে ফেলো। তুমি এত নিষ্ঠুর আমি জানতাম না, আমার প্রিয়তমকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে দাও।

এবার ডিমিস্ট্রীয়াস খুব রেগে যায়, ঐ লাইস্যাণ্ডারকে আমি তোমার সামনেই খুন করব। শিয়াল কুকুর ওকে টুকরো টুকরো করে খাবে।

গর্জে উঠে হার্মিযা বলে, "তুমি চলে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। আমি

যখন ঘুমন্ত ছিলাম তখনই ওকে তুমি হত্যা করেছো, আর এখন আমাকে অন্য কথা বলছ। দু-মুখো সাপের চেয়েও তুমি হিংস্র, তুমি ভয়ানক।

ধীরে ধীরে ডিমিস্ট্রীয়াস বলে, বিশ্বাস কর প্রিয়তমা আমি লাইস্যাণ্ডারকে খুন করিনি এবং তার খোঁজও আমি জানি না।

এবার হার্মিয়া নরম স্বরে ডিমিস্ট্রীয়াসকে জিজ্ঞাসা করে 'তোমার কি মনে হয় সে ভালো আছে।'

ডিমিস্ট্রীয়াস বলে, মনে কর সে ভালোই আছে।

ডিমিস্ট্রীয়াস হার্মিয়াকে বলল, লাইস্যাণ্ডার ভাল থাকলে তার কি লাভ, তার তো কোন লাভই নেই।

হার্মিয়া গর্জে উঠে বলে "এতে একটাই লাভ আছে যে তোমার মুখ আর আমার দর্শন করতে হবে না, তোমার সঙ্গ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও।"

এবার ঠাণ্ডা মাথায় ডিমিস্ট্রীয়াস চিন্তা করে দেখে হার্মিয়া আর মরীচিকা একই। মরীচিকাকে যেমন পাওয়া যায় না হার্মিয়াকেও তেমন পাওয়ার কোন আশা নেই। তার চেয়ে এখানে শুয়েই নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নেওয়া যাক।

পরীরাজ আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করে পাককে বলল—তুমি কোন প্রেমিকের দু-চোখে অলস প্রেমের ফুলের রস ঢেলে দিয়েছো। ভেজাল প্রেম খাঁটি করতে গিয়েই তুমি যত ঝামেলা পাকিয়েছ।

অনুতপ্ত কণ্ঠে পাক তার ভুল স্বীকার করে নিয়ে বলল, আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি মহারাজ, কার প্রেম সত্যি আর কার প্রেম মিথ্যে।

পরীরাজ পাককে আদেশ দিল যে সে যেন শীঘ্রই অরণ্যের ভেতর থেকে এথেন্সের হেলেনাকে খুঁজে নিয়ে আসে।

এমন সময় হেলেনা আর লাইস্যাণ্ডারকে একসাথে আসতে দেখা গেল। লাইস্যাণ্ডার ক্রমাগত হেলেনাকে প্রেম নিবেদন করছে। হেলেনা সে প্রেম প্রত্যাখান করলে সে হেলেনাকে একটি নিষ্ঠুর হৃদয়হীনা বলতেও দ্বিধা করছে না। কিন্তু হেলেনা অত সহজে ভোলার পাত্রী নয়। হেলেনা লাইস্যাণ্ডারকে বলে যে, তুমি এই প্রেম নিবেদন করে হার্মিয়া ও হেলেনার প্রেমকে অপমান করছো। আর হার্মিয়াকে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা কিন্তু তুমি ভঙ্গ করছ, তোমার এই ব্যবহারে হার্মিয়া খুবই অপমানিত হবে।

স্বাভাবিক ভাবে লাইস্যাণ্ডার হেলেনাকে বলে সে না বুঝেই হার্মিয়াকে ভালবেসেছিল কিন্তু এখন সে হেলেনাকেই ভালবেসেছে আর তাছাড়া ডিমিস্ট্রীয়াস তো হার্মিয়ার প্রেমেই পাগল।

এমন সময় ডিমিস্ট্রীয়াসের ঘুম ভেঙ্গে যায়, সে বলে প্রিয়তমা হেলেনা তুমিই আমার চক্ষে সন্দরী নারী, তমি অপরূপা তোমার কোন তুলনা হয় না।

অসহায় হেলেনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, রুদ্ধ কণ্ঠে সে বললো, তোমরা আমায় নিয়ে কেন এই জঘন্য খেলায় মেতেছো। তোমার আচরণ অতি অভদ্র, তুমি আমার সাথে দয়া করে ভদ্র আচরণ কর। তোমরা উভয়ে দুজনেই হার্মিয়াকে পেতে আগ্রহী, তবে আমায় কেন তুমি উপহাস করছ?

লাইস্যাণ্ডার এবার ডিমিস্ট্রীয়াসকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার মোটেই উচিত হয়নি—হেলেনাকে অপমান করার, তুমি তো হার্মিয়াকে ভালবাস আমার দাবী আমি তুলে নিচ্ছি কিন্তু তুমি হেলেনাকে রাজী করাও যাতে ও আমার প্রেম গ্রহণ করে।

হেলেনা রাগতস্বরে বলল আমি এমন কিছু ছেলেমানুষ লোভী নই যে মিথ্যা প্রেমের মোহে আমি আর পড়ছি না, দোহাই তোমাদের তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।

এই সময় সেখানে হার্মিয়া আলু থালু বেশে উপস্থিত হল সে অনুযোগের স্বরে লাইস্যাণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করল কেন তুমি আমার কাছ থেকে চলে এসেছ? কোন প্রেমের মোহে তোমাকে আমার কাছ থেকে এখানে টেনে এনেছে?

প্রেমের মোহেই আমি এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।

অভিযোগের সুরে হার্মিয়া তাকে বলল, পৃথিবীতে এমন কোন ভালবাসা নেই যা আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তুমি এই কথা মুখ দিয়ে বারবার বলেছ ঠিকই তবে তা তোমার মনের কথা নয়।

হার্মিয়ার অভিযোগে কিন্তু হেলেনা এবার বলে: 'তুই নারীজাতের কলঙ্ক দুটো অসভ্য ছেলের কথায় তুই তোর প্রিয় বান্ধবীকে অপমান করছিস? আমার বন্ধুত্বের কোন মর্যাদা তুই দিলি না।'

এবার হার্মিয়া করুন স্বরে হেলেনাকে বলে তুই কেন আমায় অপমান করছিস বন্ধু? আমি তো এসবের কিছুই জানি না।

হেলেনা এবার ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, তুই তো জানিস আমি তোর মত সুন্দরী নই, তবে কেন আমার সাথে এমন করছে। এইতো লাইস্যাণ্ডারকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিস। কেন এক প্রেমিককে তুই অপমান করলি? আমি জানি, আমি চলে যাওয়ার সাথে সাথেই তোমরা আমাকে নিয়ে মজা করবে। ডিমিস্ট্রীয়াস রেগে গিয়ে বলে ওঠে "তুমি যদি হার্মিয়ার কথা না শোন তবে আমি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হব।'

লাইস্যাণ্ডার সেই কথা গ্রাহ্য না করে বলল—ওসব কথা ছাড় হেলেনা, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। এই পৃথিবীতে যে আমার প্রেমকে মিথ্যা বলবে তাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। এতে যদি আমার মৃত্যু হয় তবে সেই মৃত্যুই হবে আমার ভালবাসার সাক্ষী। আমি আমার সমস্ত ভালবাসা তোমাকে সঁপে দিয়ে আজ নিঃস্ব রিক্ত।

এমন সময় ডিমিস্ট্রীয়াস আর লাইস্যাণ্ডার যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে তরবারি তুলে নেয়। কিন্তু তাদের মাঝখানে এসে হার্মিয়া প্রবল ভাবে বাধা দেয়। হার্মিয়া লাইস্যাণ্ডারের হাত ধরে টানলে সে হার্মিয়াকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চায়।

এরপর ডিমিস্ট্রীয়াসের ধিক্কার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় "সে বলে আজ নারীর হাতের আড়ালে লুকিয়ে তুই বেঁচে গেলি, তোর মত কাপুরুষের গায়ে হাত দিতে আমার ঘৃণা করে। তাই এই যাত্রায় তুই তোর প্রাণ ফিরে পেলি।

লাইস্যাণ্ডার আহত বাঘের মত গর্জে উঠল। সে চিৎকার করে বলঃ "আর দেখি হেলেনার ভালবাসার ওপর কার জোর বেশী?"

ডিমিস্ট্রীয়াস তরোয়াল খুলে এগিয়ে যেতেই লাইস্যাণ্ডার এক লাফে তার হাতের বাইরে চলে যায়।

পরীরাজ ওবেরন অলক্ষ্যে থেকে সবই দেখছিলেন এবার পাককে উদ্দেশ্য করে বললেন—তুই ইচ্ছা করে এই ভুল করিস নি তো?

এতে পাক রীতিমত অবাক হয়ে যায়। সে বলে বিশ্বাস করুন এই ভুল আমি ইচ্ছাকৃত করিনি। যদি ভুল হয়ে থাকে তবে তা একেবারেই অনিচ্ছাকৃত।

পাকের কথা শুনে ওবেরন চিন্তিত হয়ে মাথায় এক মতলব আটেন। পাককে পরামর্শ দিয়ে বলেন এখন দুজনে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মেতে উঠবে, তুই গিয়ে লাইস্যাণ্ডার আর ডিমিস্ট্রীয়াসের স্বর এমন ভাবে নকল করবি যাতে দুজন সরে যায়। মনে থাকে যেন, সকলকে একজায়গায় এনে ঘুম পাড়াবি। কাজটা কিন্তু কৌশলে এবং খুবই সাবধানে করবি একথা ভুলে যাস না যেন। তারপর এই শিকড়টা ঘুমন্ত লাইস্যাণ্ডারের চোখে মিশিয়ে দিবি তাহলেই কিস্তি মাৎ।

বিরাট বনভূমি। মাথার ওপরে একফালি রূপালি চাঁদ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, তাতে মোটামুটি সব দেখা যাচ্ছে। পাকের চালাকিতে বনের একান্তে লাইস্যাণ্ডার, ডিমিস্ট্রীয়াস, হার্মিয়া, ও হেলেনা তৃণশয্যায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পরীরা মাঝখানে পরীরাণী টিটানিয়া তাঁর বর্তমান প্রেমিক বটমকে বলেন, তুমি ফুলের বেদীতে বসো। তোমার নরম গালে আমি হাত বুলিয়ে তোমার চকচকে টাক মাথায় গোলাপ ফুল দোব, আর কুলোর মতো কান দুটোতে একটু চুমু খাই। তাতে আমি মনে খুব শান্তি পাব, এখন এসো আমরা ঘুমাই।

এ সময় পরীরাজ ওবেরন আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন টিটামিয়াও এসে গেছে। রাজা ওবেরন ওকে দেখতে পেয়ে বলেন। কী অপূর্ব দৃশ্য? চালাকির জন্য এরকম করতে হচ্ছে একজনকে। ঐ দেখ বনের ধারে রাণীরা ঘুমুচ্ছে;

সে এই ঘৃণ্য গাধাকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এবার ঘুমন্ত রাণীর চোখে গাছের শিকড় বুলিয়ে এই মুহূর্তে ওর মায়ার ঘোর কাটিয়ে দেবো। তুই ঐ গাধাটার মাথা ফিরিয়ে দে, যাতে এথেন্সে ফিরে যেতে পারে। আজকের রাতের এই কথা চিরদিন তার যেন মনে থাকে।

এরপর পরীরাজ ওবেরন ঘুমন্ত রাণীর চোখে শিকড় বুলিয়ে দিয়ে ডাকেন।

রাণী ওঠো, রাণী চোখ খোলো রাজার দিকে তাকাও। প্রিয়তম ওবেরন! দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম—আমি যেন মস্ত এক গাধার প্রেমে পড়ে গেছি। গাধাটার প্রেমে বিভোর

ছিলাম এতক্ষণ। বিশ্বাস করতে পারবে কি?

পরীরাজ ওবেরন স্মিত হাস্যে বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে? তোমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে।

যদি মন খারাপ থাকে ভাল করার জন্য এখন গান বাজনা আর নাচ চলুক। হাতে হাত মিলিয়ে আজ থেকে হোক আমাদের আবার পুনর্মিলন। আগামীকাল থিসিয়াসের প্রাসাদে জয়ের উৎসবে নাচবো আমরা সকলে, আশীর্বাদ ঝরে পড়বে দেবতাদের। ঐ চারজন ও রাজা থিসিয়াসের বিয়ের সঙ্গে পরস্পর বিয়ে করবে। কী আনন্দ হবে সকলের ভাবতে পার কি?

এ ঘটনার পর সকাল হল। চারদিকে আনন্দের উৎসব।

রাজা থিসিয়াস হিপোলিটার, ইজিয়াস ও রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে বন ভ্রমণে এলেন। তারপর হিপোলিটারকে বলেন, আমার আজকের মত বন ভ্রমণ করা হয়ে গেছে। বেলা বেশী হয়নি। শিকারী কুকুরদের পশ্চিম দিকের উপত্যকায় শিকল খুলে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে বলি। চলো রাণী, আমরা এখন পাহাড়ের চূড়োয় উঠে প্রতিধ্বনি আর এলোমেলো বহু গান শুনা যাক।

রাণী হিপোলিটার পাহাড়ের চূড়ার দিকে চোখ রেখে বলেন, আগে একবার হারকিউলিসের ক্রীট দ্বীপে গিয়ে ওর ভালুক শিকারের খেলা দেখেছিলাম, স্পার্টা নগরীর কুকুরও আমাদের সঙ্গে ছিল। যেমন গর্জন তেমন যুদ্ধের হুঙ্কার। কিন্তু ঠিক যেন এক অপূর্ব সঙ্গীত বন আর সুদূর আকাশ, চারধারের ঝর্ণাধারা সব এসে এক সঙ্গে মিলেমিশে এক সুন্দর ঝঙ্কার তুললো। সে যেন এক কোমল বজ্রপাত, অথচ মধুর সংগীত।

তখন থিসিয়াস বলে, আমার কুকুরগুলোও ঠিক সেই রকমের মুখের গড়ন ও সুন্দর, হলুদ রং। লম্বা লম্বা কান নেড়ে তারাও আনন্দে শিশির ঝাড়ে। ঘাড়গুলো সব মোটা মোটা, পা-ও বেশ শক্ত। ধীরে ধীরে চলে, গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ, তারা শুধু শিকারী নয়, তাদের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ক্রীট, স্পার্টারা আজও কেউ শোনে নি। সামনের দিকে চেয়ে থিসিয়াস প্রশ্ন করে, ঐ যে দুটো মেয়ে, এরা কারা? ইজিয়াস ঘুমন্ত হার্মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে এ তো দেখছি আমার মেয়ে হার্মিয়া, লাইস্যাণ্ডার। ডিমিস্ট্রীয়াসও নেড়ার মেয়ে হেলেনাও ঘুমিয়ে। এরা চারজন এমন সময় এখানে এলো কি করে?

থিসিয়াস বলে, ইজিয়াস—ভোর না হতেই এখানে ওরা এসেছে ঋতুর মহোৎসবের ও আমাদের সম্মান দেখানোর জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষায় আছে। আচ্ছা, আজই না তোমার মেয়ে হার্মিয়ার জবাব দেবার কথা আছে?

ইজিয়াস উত্তর দেয়, হ্যাঁ হুজুর, আজই সেই দিন। থিসিয়াস তাদের ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য আদেশ দেন। তুর্যধ্বনি শুনে সবাই জেগে ওঠে থিসিয়াস বলে, সুপ্রভাত বন্ধুগণ।

এই কৃতকর্মের জন্য লাইস্যাণ্ডার ক্ষমা চায়। থিসিয়াস এবার বলেন তোমরা উঠে

দাঁড়াও সকলে। আমি জানতাম, তোমরা ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। হঠাৎ আজ আবার তোমাদের মিলন দেখে অবাক হচ্ছি। তবে কি হিংসাদ্বেষ বলতে তোমাদের মনে কিছু নেই? শত্রুরা কখনো ঘুমোতে পারে না এমন গভীর ভাবে এই বনে।

এর উত্তরে লাইস্যাণ্ডার বলে, মহারাজ—ঘুম এখনো চোখ থেকে যটেনি। তবে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে, কেমন করে আমি এখানে এলাম। যতদূর মনে পড়ছে আমি আর হার্মিয়া পালিয়ে যাচ্ছিলাম এথেন্সের আইনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেখানে গিয়ে আমরা বিয়ে করে সুখে বাস করবো এই মতলবে।

ইজিয়াস এবার থিসিয়াসকে বলে—প্রভু, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ তাদের দিন। ওরা এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তারপর ডিমিস্ট্রীয়াসের দিকে তাকিয়ে এবার বলে, পালিয়ে যেতে পারলে তোমার আর আমার অবশ্যই পরাজয় মানতে বাধ্য হতাম। তুমি স্ত্রী হারাতে আর আমি হারাতাম আমার বংশ-গৌরব। আমার গর্ব যে তোমার হাতে আজ আমার মেয়েকে সমর্পণ করবো এতে আমার মন-প্রাণ আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠবে।

এবার ডিমিস্ট্রীয়াস থিসিয়াসকে অনুরোধ করল, মহামান্য রাজন, হেলেনার কাছে তাদের পালানোর কথা জানতে পেরে আমি রেগে পিছু নিয়েছিলাম, কিন্তু হেলেনা আমায় ভালবাসা দিয়ে বাঁধলো। কোন মন্ত্রবলে আমি তা বলতে পারি না, যাতে হার্মিয়ার প্রতি প্রেম এক লহমায় উড়ে কোথায় চলে গেল। এখন আমার ধর্ম ব্যাকুলতা, আনন্দ সবই আমার একমাত্র হেলেনাকে ঘিরে। আপনি এতও জেনে গেছেন হার্মিয়াকে দেখার আগে হেলেনাই আমার প্রথমে বাগ্‌দত্তা ছিল। এবার হেলেনার প্রেমকে আমি মাথায় করে নেবো। তাকে আমি রাখব হৃদয়ের মাঝে, জীবনে আর কোনদিন ধূলোয় লুটোতে দেবো না আমার প্রেমকে ও হেলেনার প্রেমকে।

এবার থিসিয়াস বলেন, শুভলগ্ন উপস্থিত, তোমরা দুজন এখন শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা রূপে গণ্য হলে, পরে তোমাদের কাহিনী শুনবো। তোমরা অপেক্ষা করো।

এবার ইজিয়াসের দিকে ফিরে বলেন, ইজিয়াস, তোমার আবেদন নিবেদন আমি একেবারে নাকচ করে দিলাম, কারণ এই দম্পতিরা এখন আমার সঙ্গে ফুলের ডোরে চিরমিলনের আশায় এখন ওরা ধরা দেবে। আজ শিকার বন্ধ রেখে এসো আমরা সবাই এথেন্সে ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে আমরা তিন জোড়া দম্পতি ভবিষ্যতের সংহতিকে সামনে রেখে আনন্দে মেতে উঠব। চল, ফিরে যাওয়া যাক। এখানেই সব ইতি করা হোক।

ডিমিস্ট্রীয়াস বলে আমি কি সত্যি জেগে আছি, না কি আমি স্বপ্ন দেখছি? মহারাজা এসেছিলেন, মনে হচ্ছে যেন তিনি আমন্ত্রণ জানালেন আমাদের। তাই কি ঠিক?

হার্মিয়া বলে, ঠিক তাই, রাজার সঙ্গে আমার বাবাও এসেছিলেন। হেলেনা বলে রাজার সঙ্গে হিপোলারও ছিলেন।

লাইস্যাণ্ডার বলে, রাজা সবাইকে মন্দিরে যেতে আদেশ দিয়ে গেছেন এখনই।

ডিমিস্ট্রীয়াস কি যেন মনে মনে ভাবে, তারপর বলে আমরা এবার যাই চল। পথে যেতে যেতে না হয় সব কথা আলোচনা করা যাবে, কি বল? দেরী না করে, চল। অনেক আগেই বন পরিদর্শন পর্ব শেষ করে রাজা চলে গেছেন। বটম্ আপন মনেই বলতে থাকে, আমার সময় এলেই আমার অভিনয়ের অংশ আবার শুরু করবো। চোখ মেলে কাকেও না দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যায় সে। পিটার কুইনস্ কামার স্নাউট আর স্টার্ভলিং তারা সবাই কখন চলে গেল আমাকে ফেলে রেখে। আমি যা স্বপ্ন দেখছি, কোনদিন তা কল্পনাও করিনি। কোন মানুষের কাছে স্বপ্নের কথা বলতেও পারব না। আমার স্বপ্নের অর্থ বিশ্লেষণ করতে যা মাথা ঘামাবে সে নিশ্চয়ই একটা গাধা। স্বপ্নে দেখলুম, আমি গাধা আমার লম্ব লম্বা দুটো কান, আর যে এই দুটোর মানে কি জানতে চাইবে সে একটা অপদার্থ। এমন একটা দুঃস্বপ্ন যা মানুষের চোখ কোনদিনই দেখেনি মানুষের কানও যা শোনেনি কোনদিন কখনো কল্পনাও করেনি আর মানুষের হৃদয় কখনো স্পর্শ করেনি। পিটার কুইনসকে বলব এই স্বপ্নকে নিয়ে একটা কবি গান লিখতে, তার নাম দেওয়া যাবে 'অলীক স্বপ্ন' কারণ এর অর্থ বলতে কিছুই মাথা মুণ্ডু নেই। নাটকের শেষে রাজার সামনে সেটা একবার গাইতে অনুরোধ করতে হবে। স্বপ্নটা যখন অলীক তখন রাণীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে অবশ্যই গাওয়া যেতে পারে। তখন কী মজাই না হবে।

রাজার নির্দেশে সবাই এথেন্সে ফিরে এলেন।

তিন দম্পত্তির সবার মনেই আনন্দ যেন আর ধরে না যে যার মনের মত স্ত্রী পাবার আনন্দে মাতোয়ারা।

এথেন্সে ফিরে কুইনস স্টার্ভলিং-এর ওপর দায়িত্ব দেয় বটম কোথায় গেছে। আমাদের আগে সে বাড়িতে ফিরে এসেছে কিনা। স্টার্ভলিং উত্তরে বলে, বটমের আজও কোন খবর পাওয়া যায় নি। মনে হয় সে বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গেছে। এতে ফ্লুট বেশ চিন্তিত হয়ে বলে, অভিনয় তো আর করা যাবে না। কুইনস একথা শুনে শূন্যে লাফিয়ে উঠে বলে, এথেন্স শহরে কি পিরামুসের ভূমিকায় অভিনয় করাবার জন্যে বটম ছাড়া কোন লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফ্লুট বলে, আমাদের মত লোকদের মধ্যে তেমন বুদ্ধিমান লোক পাওয়া সত্যি যাবে না। গলাখানা কি যেন মধু ঝরে! মনে হয় উপপতি যেন মন্ত্র আওড়াচ্ছে। ফ্লুট বলে, উপপতি নয় হে উপাচার্য বল। আর উপপতি মন্ত্র পড়তে যাবে কেন? উপপতি তো একটা ইয়ে। থাক আর না-ই বললাম সে কথা।

স্নাশ ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, শুনছো, রাজা আরও ক'জন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নিয়ে ফিরেছে। তাদের নাকি সার্বজনীন আজ বিয়ে হয়ে গেছে একই সঙ্গে বড্ড লোকসান হয়ে গেল আমাদের, নাটকটা আজকে নামানো গেলে অনেক বকশিস পেয়ে পকেটটা ভরে ফেঁপে যেত। বরাত নেহাৎই মন্দ, নইলে এমন সুযোগ হাতছাড়া হয় কোনদিন! ঠিক বলছি কিনা বল?

ফ্লুট এবার বটমের জন্য খুবই আপশোষ করে বলে, এ জীবনে কি হারালি বটম। একদিনে চার চার আনা নগদ, পায়ে ঠেললি। চার আনার কম কেউ মারতে পারতো না। পিরামুসের অভিনয়ে রাজা খুশী হয়ে অবশ্যই চার আনা পয়সা দিতেন। তার কারণ অভিনয় এত ভাল হয়েছিল যে চার আনা বকশিস না পেয়ে ছাড়ত না। পিরামুসের অভিনয়ের এক দিনে চার আনা উপার্জন, এ এমন কী বেশী। এটা তো তার পরিশ্রমের প্রাপ্যই বলা যেতে পারে।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বটম এসে হাজির হয়। সে ঘরে এসে বলে, দিলদরিয়া ছেলের দলরা সব গেল কোথায় রে? কুইনস প্রথমটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও স্নেহের সুরে বলে, বটম আজ তোমার বড় আনন্দের দিন। দিনে চার আনা আয় সে কি কম আনন্দের কথা।

তারপর সবাই রাজপ্রাসাদে যায়। মাননীয় অতিথিরাও সব হাজির হয়েছেন। হিপোলিটা থিসিয়াসকে তাদের মুখে শোনা বিচিত্র কাহিনীর কথা শুনে তিনি বলেন, যেন পৌরণিক আর রূপকথায় পরীর গল্পের মতই সবই যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কাহিনী সত্যিই অপূর্ব।

জোড়া জোড়া নবদম্পতি কাছে এলে থিসিয়াস সবাইকে উৎসাহিত করে বলেন—বন্ধুগণ, তোমরা সুখী হও, তোমাদের মনে প্রেমের তুফান তুলুক। লাইস্যাণ্ডার শ্রদ্ধাবনত হয়ে জানায়, আপনার ঘরেও তেমনি প্রেমের তুমুল সাড়া জাগুক। থিসিয়াস এবার জিজ্ঞাসা করেন, আজ এখানে কি মুখোস নাচ নাটক হবে? আমাদের ফুলশয্যা হতে ঘণ্টা তিনেক বাকি, ভাবছি কি ভাবে আমাদের সুদীর্ঘ সময়টাকে আনন্দে কাটানো যাবে। আজ আমাদের আমোদ-প্রমোদ কি হবে? নাটকও কি নেই যা করে এই যন্ত্রণা লাঘব করা যাবে।

ফিলোস্ট্রাটকে তখন ডাকতেই সে থিসিয়াসের কাছে এসে আমোদ-প্রমোদের একটা তালিকা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—প্রভু, আজ্ঞা করুন কোনটা প্রথমে আপনারা শুনতে চান? থিসিয়াস মনোযোগ সহকারে তালিকাটি প্রথমে পড়েন—'সেণ্ট বাহিনীর যুদ্ধের পালাগান শিল্পী, এথেনীয় খোজা, তারযন্ত্রে বিশেষ পারদশী। তারপর বলেন—আমার আত্মীয় হারকিউলিসের সম্মানার্থে পুরো কাহিনীটা আগেই শুনিয়েছি হিপোলিটাকে। দ্বিতীয় তালিকায় আছে 'মত্ত ব্যাকানালদের নাচ ও অরফিয়ুস হত্যা' না থিবস থেকে দিগ্বিজয় সেরে যখন দেশে ফিরেছিলাম তখন তারা এই নাটকটাই দেখিয়েছিল, তা ওটা একটা মামুলি নাটক। তারপর হচ্ছে, 'দরিদ্র অবস্থায় শিক্ষার মৃত্যুকে বাক্‌দেবীর মনস্তাপ' না, এটা তো বিয়ের উৎসবে একেবারেই অচল। এবার পিরামুস ও থিসবির প্রেমকাহিনী খুবই ছোট আর ক্লান্তিকর একটা নাটিকা, করুণ হাস্যরস, অথচ এসে দেখছি উত্তপ্ত তুষার। কি ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না, বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা।

ফিলোস্ট্রাট ব্যাপারটা এবার ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়, দেখুন, নাটক দেখছি খুব ছোট নয়। যে দশটা কথা আ[illegible]তাও না থাকলে যেন ভাল হতো। এটা খুবই

ক্লান্তিকর।

থিসিয়াস হেসে সম্মতি দান করেন, হ্যাঁ, খুবই ক্লান্তিকর।

এই নাটকই শুনব, মেহনতি মানুষদের নিছক সরলতা আর আমার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা এই মিলেমিশে অপূর্ণতা পূর্ণ করবে। চমৎকার হবে, আমি এই নাটকই এখন শুনতে ইচ্ছুক। এই নাটকটি আরম্ভ করতে বল।

নাটক শুরু। কুইনস এল সূত্রধরের বেশে। সে বলে দর্শকদের অপমান যদি করি ইচ্ছাকৃত সে অপমান, আপনারা যেন ভুলেও স্থান দেবেন না যেন। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, শুধুই ইচ্ছা করে আমার, সহজ-সরল নাট্যমান দেখাতে, যেন এটা বৈধব্যের হবিষ্যির মত কাল হয়ে দাঁড়ালো। আপনারা মনে মনে ধরুন, আপনারা বড়ই অভাজন। এখানে আমরা এলাম বড়ই ঘৃণার সঙ্গে। আপনাদের সন্তুষ্ট করতে আমরা মোটেই আসিনি। আমাদের বলে ইচ্ছা পূর্ণ করবোও বলিনি। অভিনেতারা যেন একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলতে জ্বলতে আসছে, ওই দেখুন অভিনয় যা জানবার আছে সবই জানাবো আপনাদের। ধৈর্য ধরে শুনুন।

থিসিয়াস তখন আপন মনে বলে ওঠেন, কমা দাঁড়ি বলতে যেন কিছুই নেই এই ভাষণের মধ্যে। লাইস্যাণ্ডার এবার মন্তব্য করে বলে, ভাষণের তুলনা করতে গেলে ঠিক যেন পাগলা ঘোড়ার মত। ছন্দ, তালের কিছু জ্ঞান নেই, শুধু লম্ফঝম্ফই সব সার। একটা শিক্ষা হোক প্রভু অনর্গল বললেই শুধু হয় না। মাঝে মধ্যে থামতেও জানা চাই। হিপোলিটা বলে, ছেলের হাতে ভেঁপু বাজানোর মত খুব আওয়াজ আছে সত্য, কিন্তু খুব খাপছাড়া। থিসিয়াস হেসে ওঠে বলে ঠিক বলেছো, ঠিক একটা জট পাকানো দড়ির মত, ছেঁড়া ফাটা নেই। চোখে দেখলে কিন্তু তাকে দড়ি বলে চেনাই যাচ্ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার তো!

পিরামুস, থিসবি চাঁদমামা আর সিংহ এবার মঞ্চে উঠে আসে। সুত্রধার তার বক্তব্য আরম্ভ করতেই সমাগত দর্শকমণ্ডলীর মিছিল দেখে সবার তাক্ লেগে যাচ্ছে। সত্যের জ্বলন্ত আলোয় কিন্তু তাক্ লাগার ঘোর কেটে যাবে। কৌতূহল মেটাতে এখন এদের পরিচয় দিচ্ছি, ইনি হচ্ছেন পরামুস। এই যে ঝকঝক তকতক করছে সুন্দরী মহিলাটি ইনি হচ্ছেন থিসবি। বুকে পিঠে চুন শুরকির বস্তা যিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন বিনাকষ্টে, তিনিই প্রেমের বাধাস্বরূপ পাঁচিল যা ডিঙ্গোতে পারা যায় না। এনারই গায়ে যে ফুটো রয়েছে সেই ফাঁক দিয়ে হতভাগ্য প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেমালাপ করেন। তাদের সুবিধার জন্য এ সবের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নাটকের মধ্যে ভদ্রলোকটিকে দেখে অবাক হবেন না। আর যাঁর হাতে প্রদীপ, কুকুর ও ফণীমনসা, ইনি হচ্ছেন সবার পূজ্য চন্দ্রদেব মানে চাঁদমামা। কারণ চাঁদের আলোয় প্রেমিক-প্রেমিকার আলাপ করার সময় নেনুর সমাধির পাশে হাত ধরাধরি করে রাস্তা হারিয়ে ফেলবে। ইনি হচ্ছেন এক ভয়ঙ্কর জানোয়ার, লোকে বলে এর নাম সিংহ। প্রেমিকা থিসবি হঠাৎ সিংহ সামনে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে যাবার সময়

তার গায়ের মখমলের শালটা ধূলোয় লুটিয়ে পড়তেই সিংহ সেটা কামড়ে রক্তারক্তি করে ফেলে। একটু পরে রাজা পিরামুস দেখতে পেয়ে তলোয়ার দিয়ে সিংহের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। থিসবি তুঁতে গাছের আড়ালে তখন আত্মগোপন করেছিলেন। জীবন মরণ এই যুদ্ধ দেখে শেষে তিনি প্রেমিকের অস্ত্র নিয়ে আত্মহত্যা করে মুক্তি লাভ করলেন। এবার আমরা সবাই এই ঘটনা তুলে ধরবো আপনাদেব সবার সামনে। আমার কথা এখানেই শেষ হলো। এবার দেখুন নাটকের ঘটনাবলী।

তারপর সুত্রধার ও অভিনেতারা সাজঘরের ভেতর চলে যাবার পর থিসিয়াস এবার বলেন, সিংহ কি কথা কইবে না কি? ডিমিস্ট্রীয়াস বলে, অবাক হবার মত কিছুই নেই মহারাজা। গাধা যখন কথা বলছে তখন একটা সিংহ কথা বলতে পারবে না কেন?

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে এবার পাঁচিলরূপী স্নাউট বলে, এই নাটকে এমন বিচিত্র ঘটনা আছে যে, আমি স্নাউট, একেবারে দেওয়াল সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দেহে একটা ছেঁদা আছে যাকে প্রেমিক-প্রেমিকেরা আখ্যা দিয়েছে ফুটো বলে। সেই ফুটো দিয়ে সর্বদা পিরামুস আর থিসবি বায়স আর বায়সীর মত ফিসফিস করে প্রেমালাপ করে যান। মাটি, চুন-শুরকি আর ইঁট জানিয়ে দেয় যে আমিই সেই শক্তপোক্ত পাঁচিল। আপনারা শুনুন, সত্যিই এই সেই ফুটো যার ভিতর দিয়ে নাটকের নায়ক-নায়িকারা প্রেমালাপ করার পথ। সুন্দর ব্যবস্থা, ঠিক তাই না?

এবার থিসিয়াস স্নাউটের অভিনয়ের বেশ তারিফ করেন, ইঁট পাটকেল-এর চেয়ে কি আর ভাল বলতে কইতে পারবে। ডিমিস্ট্রীয়াস মন্তব্য করে যাই বলুন এমন সদালাপি শুরকি আমি কখনঃ জীবনে দেখিনি। পিরামুসকে এগিয়ে আসতে দেখে থিসিয়াস আস্তে আস্তে বলেন, চুপ কর—দেখ পিরামুস কিন্তু দেওয়ালের দিকে এগিয়ে আসছে। তখন সবাই সেইদিকে তাকায়। পিরামুস এবার বলতে শুরু করে দিয়েছে, হে ভয়ঙ্কর রাত, হে অন্ধকার, হে পালিয়ে যাওয়া সিংহাসনলোভী রাত। ও হে রাত! হায় পৃথিবী আমার বড় দুখ লাগছে, থিসবি তার প্রতিজ্ঞা একেবারে ভুলে গেছে, কিছুই তার এখন মনে নেই।

আরও কাছে এসে পিরামুস দেওয়ালের দিকে অপলক চোখে চেয়ে বলে, আর তুই পাঁচিল, মিষ্টি পাঁচিল! ওহে আমার সুন্দরী! ওর বাপ আমার বাপের ঘরের মাঝখানে—এক করিস, তার ফুটো দেখা, নইলে আমাকে একেবারে খুন করে ফেল, কোথায় তোর ফুটো, শীঘ্রি বল।

এবার দেওয়ালবেশী স্নাউট পরিকল্পিত আঙ্গুলটা তুলে ধরে। তা সামনে দেখে পিরামুস আবার বলতে শুরু করে—হে ভদ্র পাঁচিল, তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি, একি, তোমার গায়ে অপরিস্কার শ্যাওলা কেন? তুমি পাজী, তোমার ফুটোটা দিয়ে তো স্বর্গ দেখতে পাচ্ছি না। নিয়তির একি পরিহাস! কি দেখালি, কোথায় আমার পদ্মফুলের মত থিসবির মুখ! নইলে তোমার এ দেহটা অভিশপ্ত, ধ্বংস হয়ে যাক ইঁটের গাঁথুনি।

একেবারে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাক। আমি সহ্য করতে পারছি না।

তখন থিসিয়াস আপন মনে বলে ওঠেন, এটা যে দেখছি জ্যান্ত দেওয়াল। এ যে মনে হচ্ছে উল্টে শাপ দেবে। একথাটা হঠাৎ পিরামুসের কানে যেতে বলে, নাটকে ওসব লেখা নেই প্রভু। এবার থিসবির পালা, সে এলে এই ফুটো দিয়েই তাকে আমি দেখতে পাবো। সবাই দেখবেন, আমি যা বলছি তা সবই সত্যি। ঐ তো থিসবি আসছে, ভালই হল, তাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, এমন ঘটনা ঘটলে কি কর্তব্য?

থিসবি মঞ্চে এসে বলে, হে পাঁচিল, তুমি বার বার আমার আবেদন নিবেদন শুনেছো তুমি এতই নিষ্ঠুর যে আমার প্রেমিক আর আমার মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে তুমি বাধার সৃষ্টি করছো। তোমার ইঁটের গায়ে লেগে আমার ঠোঁট লাল হয়েছে। তোমার পাষাণের মত নির্দয় অহংকারে যেন ফুলে ওঠে, এটা কেমন কথা হল।

এবার পিরামুস বলেন, কার যেন কণ্ঠস্বর শুনছি, ফুটোয় চোখ রাখবো, শুনি আর নাই শুনি, প্রিয়তমার মুখ একবার দেখবো। থিসবি বলে, তুমিই আমার প্রিয়তম, তোমার জন্যেই আমি দিন গুণছি, কখন দেখা পাব।

পিরামুস বলে, দিন গুণে আর কি হবে? এখন আমার কাঁধে যে কন্দর্প চেপেছে, আমি তার অনুরক্ত, কামোন্মাদনায় থিসবি দুঃখ প্রকাশ করে বলে, ভাগ্য খারাপ তাই আমি রতির মতই একা থাকবো। পিরামুস কিন্তু এই দুঃখে বিচলিত নন। আমি কিন্তু সূর্যের মতই কুন্তিদেবীর ভক্ত, থিসবি আবার বলে, আমিও কুন্তিদেবীর মত সূর্যদেবের সঙ্গে যুক্ত। পিরামুস এবার বললেন, তবে তুমি এই দেয়ালের ফুটো দিয়ে আমাকে একবার চুমু খাও। থিসবি আবার দুঃখ প্রকাশ করে। ঠোঁট দিয়ে শুধু পাঁচিলের ফুটোয় একটু চুমু খাও যে, পিরামুসকে বিরক্ত সুরে বলে। তুমি কি তবে তড়িতের মত ছুটে নিনুর সমাধির পাশে একবাররটি আসবে? থিসবি এবার শপথ করে জানায়, জীবন মৃত্যুসাক্ষী রেখে আমি মিলনের আশায় যাবো। আমিও যাব তোমার কাছে প্রেয়সী।

পাঁচিল এবার কথা বলে তার অভিনয় এখানেই শেষ। তাই সে এবার অন্য জায়গায় যাচ্ছে। তার কাজ শেষ এখন এখানে শেষ।

চাঁদকে আসতে দেখে সবাই ভাবে, দেখাই যাক এবার চাঁদের ভাষাটা কেমন।

এবার চাঁদ বক্তৃতা আরম্ভ করে, এই লণ্ঠন দেখছেন এটা ষোলকলা চাঁদ। ডিমিস্ট্রীয়াস হাসি চেপে বলে, ঐ কথাগুলো পুরোনো? থিসিয়াস বলে, তা একটু কলা খেয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদের, মানে ষোলকলার চাঁদের খানিকটা মুছে গেছে। প্রায় অর্ধেক রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

এবার চাঁদমামা পুনরাবৃত্তি করে বলে, এই দেখ চাঁদ, এই গোলাম চাঁদমামাটি হয়ে যেন চন্দ্রলোকে বন্দী। চন্দ্রলোকেই যদি আটক তবে লণ্ঠনের মধ্যে ঢুকে পড়ুক। থিসিয়াস বলেন, নইলে চাঁদমামা বলে তাকে মানবো কেন? ডিমিস্ট্রীয়াস রসিকতা করে বলে, দেখছেন না, লণ্ঠনের মধ্যে জ্বলন্ত পলতেটার ভয়ে বাছাধন কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে চাইছে না। পলতের আগুন ঠিক যেন কোপানল হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

জ্বলে পুড়ে খাঁক করে দিচ্ছে সবকিছু।

হিপোলিটার বলে, এ ধররের চাঁদ আমার দরকার নেই। তার চেয়ে বরং আমাবস্যা হলেই ভালো হতো। থিসিয়াস বলেন, আলোর যা মতিগতি দেখছি, মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ এবার আরম্ভ হয়ে গেছে, তবে ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে থাকাই ভাল মনে করি।

লাইস্যাণ্ডার বলে, চালিয়ে যাও, চাঁদমামা, চালিয়ে যাও।

আবার চাঁদমামা বলতে থাকে, আমি এবার বলতে চাই এই যে লণ্ঠনটা দেখছেন, এটা হচ্ছে চাঁদ। আর আমি হচ্ছি চাঁদমামা। এই ফণীমনসার কাঁটা গাছটা হচ্ছে চাঁদের কলঙ্ক, এই কুকুরটা হচ্ছে আমার বাহন, বুঝলেন কিছু আপনারা?

ডিমিস্ট্রীয়াল বলে, তাহলে তো সবারই লণ্ঠনটার ভেতর থাকা উচিত ছিল, তবে বাইরে কেন? এবার সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, চুপ—চুপ, ঐ যে থিসবি আসছে।

দেখা যাক কি হয়?

থিসবি মঞ্চে এসে হাত দেখিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বলে, এই যে সেই নিনুর কবরখানা। কই আমার প্রিয়তম কোথায়? কোথায় গেলে তুমি, একবার দেখা দাও।

তখনই সিংহ গর্জন করে ওঠে—হুম! থিসবি ভয়ে পালিয়ে যায়, ডিমিস্ট্রীয়াস তখন বলে ওঠে, বাঃ! চমৎকার! সিংহের গর্জনখানা কি ভয়ঙ্কর? থিসিয়াসও বলেন, শুধু কি তাই থিসবির পলায়নটাও কিসের কমতি ভয়ঙ্কর, হিপোলিটার বলে, সত্যি চাঁদের বাহাদুরি আছে, বাহারও আছে চাঁদের আলোর। কী উজ্জ্বল আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

এবার মঞ্চে দেখা যায় সিংহ থিসবির পরিত্যক্ত শালখানি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। থিসিয়াস তখন বলেন, সিংহের ক্ষমতা আছে দেখছি সে যেন ইঁদুর ধরছে। এবার মঞ্চে আসে পিরামুস, লাইস্যাণ্ডার তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি সিংহের মামা? নাহলে সিংহ মানে মানে কেটে পড়লো কেন তোমাকে দেখে?

পিরামুস বলে—হে মিষ্টি চাঁদ, দিবালোকে পৃথিবী ভরিয়ে দাও, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কিরণজালের দাম দিচ্ছি। তোমার কিরণের আলোর ছটায় একটু বাদেই আমার প্রাণের থিসবির দেখা নিশ্চয় পাবো। কিন্তু একি তোমার সেই মখমলের শালটা যে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে যমরাজ। তুমি এখন কোথায়? ভগবান আমার মৃত্যু দাও আমি বাঁচতে চাইনা জীবনের সুত্র ছিঁড়ে ঝড় তুফান তোলো। নাহলে আমার আশা পূর্ণ হবে না।

থিসিয়াস বলে, এই ব্যাকুলতার সঙ্গে যদি বন্ধুর মৃত্যুর খবরটা যোগ করে দেয়া যেত। তাহলে খানিকটা চোখের জলও বার করা যেতো। দুঃখে মনটা ভরে যেতে পারত।

হিপোলিটার দুঃখ করে বলে, আমাকে হয়তো দুর্বলচিত্তে বলবে তোমরা, তথাপি ঐ লোকটার জন্যে আমার মনে খুব দুঃখ হচ্ছে।

পিরামুস বলে, প্রকৃতি কেন এই সিংহকে সৃষ্টি করলে? আজ সেই সিংহই আমার প্রেয়সীকে একেবোর ঝলসে দিল। সে আমার প্রিয়া—আমার অন্তরে ছিল। থাকতো, হাসতো, খেলতো আর প্রেম নিবেদন করতো। ওগো চোখের জল, আমার পাগলা করে দাও। হে অস্ত্র, আমায় কঠোর আঘাত কর। এই যুদ্ধে পিরামুসের বুক, এই বাঁদিকের বুকে যেখানে হৃদপিণ্ড থাকে সেখানে অস্ত্রটা সমূলে বসিয়ে দিয়ে আমাকে শেষ করে দাও।

এবার পিরামুস নিজের বুকে অস্ত্র হেনে বলে, এই আমি মরলাম, আমি এবার থেকে যক্ষ হব। ঐ চাঁদ পালিয়ে গেল।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন হাতে চাঁদমামাও ছুট দিল। পিরামুস এখন আবার বলতে থাকে, গেল, গেল! এবার আমার মৃত্যু। আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

এবার ডিমিস্ট্রীয়াস বলে, মরতে যাবে কোন দুঃখে! মরণের গায়ে টেক্কা মারো। লাইস্যাণ্ডার এবার রসিকতা করে বলে, টেক্কা আর মারবে কেমন করে ওতো অক্কা পেয়ে গেছে। থিসিয়াস বলেন, ডাক্তার ডেকে পাঠাতে পারলে হয়তো এখনও বাঁচাতে পারা যায়।

হিপোলিটারের এ সব ঘটনার বোধগম্য হয়নি, তাই জিজ্ঞাসা করে কেমন যেন ধাঁ ধাঁ লাগছে! থিসবি ফিরে এসে মৃতদেহ খুঁজে বার করবার আগেই চাঁদ বেমালুম ডুবে গেল যে!

ঐ যে থিসবি এদিকেই আসছে, একটু শোকতাপের পরই নাটকের ইতি হবে।

থিসবি এবার ভাবাবেগে বলে, প্রিয়তম, তুমি ঘুমিয়ে আছো। একি হল! মরে গেছো আমার পায়রা। পিরামুস, ওঠো, কথা বলছো না যে। তুমি বোবা হয়ে গেছ? চোখদুটো তোমার সাপের মত ছিল। আমি এক হতভাগিনী, ওগো ডাকিনী, ওগো যোগিনী তোমরা কে কোথায় আছ, এসো। তোমরাই আ[illegible] প্রিয়তমাকে হত্যা করেছো! আমি পারছি না, আর সইতে পারছি না, এখন আমি কি করবো ভগবান তুমিই এর উত্তর দাও। আমি আর বাঁচবো না নিজের তরবারিতে নিজেই মরব। বিদায় দাও বন্ধুরা, এবার আমার চলে যাওয়ার পালা। এ কথা শুনে থিসিয়াস বলেন, বংশে বাতি দিতে মাত্র দুজন বাকী রইল চাঁদ ও সিংহ। ডিমিস্ট্রীয়াস বলে, আরও একজন আছে দেওয়াল।

বটম এবার জেগে ওঠে বলে, দয়া করে পরের ঘটনাটা শুনুন। এবার দলের দুজন নাচনেওয়ালী নাচ দেখাবে, এবার নীচ দেখুন আপনারা।

নাচগান অবশেষে শেষ হল, এবার সকলে মধ্যরাত্রির বজ্রকণ্ঠ দেউড়ি থেকে হেঁকে বলছে রাত অনেক হয়েছে এবার যে যেখানে আছ ঘুমিয়ে পড়ো। মধ্যরাতে কেবল পরীদের আস্তানা। রাজা বললেন, এই বিচিত্র নাটকটা দেখে সময় যে কোথা দিয়ে চলে গেল বোঝা গেল না। এস আমরা সকলে ঘুমিয়ে পড়ি।

এবার পরীরাজ ওবেরন, পরীরাণী ও তার অনুচর-অনুচরীদের সঙ্গে করে বলেন,

উৎসবের প্রদীপ নিভু নিভু, এবার সকলে এস নাচের ছন্দে ঘুরি। তোমরা সকলে গান গাও, সুরে সুর মিলিয়ে নাচ, গাও, ছন্দ যেন না কাটে।

তারপর সবাই নাচ শেষ করে চলে গেলে। বালকপরী, পাক এবার বলে, পৃথিবীবাসী আমরা কি আপনাদের কোন কষ্ট দিয়েছি। নাটকটা বাজে মনে করুন তন্দ্রা চোখে আসে—সবই স্বপ্ন ও মায়ার ঘোর।

সাপে যদি না কাটে জলে ডুবে যদি না মারা যাই তবে আবার মিলিত হব এই পৃথিবীতে। হে পৃথিবীবাসী আমরা এখন আসি।

এ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা

আলেকজান্দ্রিয়া শহরে রাজবাড়ীর একটি ঘরে ডেমেট্রিয়াস ও ফাইলো দুজনে কথাবার্তা বলছিল।

ফাইলো বলল—দেখেছে, এ্যান্টনির প্রেমের আর কূল কিনারা থাকছে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী দেখে যার দৃষ্টি জ্বলে উঠতো এখন তার একটাই লক্ষ্য এই শীর্ণা নারীর সেবা করা এর জয়গান করা। যুদ্ধ করতে করতে যার বুকের ছাতি ফুলে উঠতো যাতে বুকে পরিহিত বর্ম প্রায় ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো এখন তর বুকে সারাক্ষণ দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে। ঐ দেখ যার কথা আলোচনা করছি সেই এ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রা তার অনুচরদের নিয়ে এদিকে আসছে। ভাল করে লক্ষ্য কর যিনি একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন এখন তিনি অপদার্থ গণিকা-দাসে পরিণত হয়েছেন। সারাক্ষণ ক্লিওপেট্রার স্তুতি করছেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—না, না, বন্ধু এ্যান্টনি সত্যি যদি তুমি আমাকে ভালবাসো তাহলে বল তুমি আমাকে কতটা ভালবাসো?

এ্যান্টনি বলল—যে ভালবাসে সে কি বলতে পারে যে কতটা ভালবাসে। আর দেখ যে প্রেম মাপা যায় না তার কি দাম বল?

ক্লিওপেট্রা বলল—তবু একটা শেষ সীমা তো আছে।

এ্যান্টনি বলল—তুমি যদি আমার প্রেমের সীমা মাপতে চাও তবে তোমাকে নূতন পৃথিবী নূতন আকাশ খুঁজতে হবে কারণ আমার প্রেম অসীম অনন্ত। আমার প্রেম এ বিশ্ব-সীমায় সীমাবদ্ধ নয়।

এ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রেমালাপের মধ্যে একজন অনুচর প্রবেশ করে বলল—মহারাজ এ্যাণ্টনি রোম থেকে একজন দূত এসেছে।

এ্যাণ্টনি রেগে গিয়ে বলল—এরা আমাকে বিরক্ত করে তুলেছে। কি সংবাদ দূত এনেছে? তুমিই সংক্ষেপে আমাকে বল, শুনি।

ক্লিওপেট্রা বলল—না, না, সখা, দূতকে ডেকে তার মুখ থেকেই বিস্তারিতভাবে শোনো সে কি সংবাদ এনেছে। কারণ তুমি অনেকদিন ধরে এখানে আছ, হয়তো তার জন্য তোমার প্রেমিকা রাগ করেছেন অথবা হতে পারে সীজার তোমাকে কোনো হুকুম করে পাঠিয়েছে। তাকে ছোট বালক মনে করে অবহেলা কোরো না যদিও তার মুখে আজও দাড়ি ওঠেনি তবুও সে তোমার প্রভু তো। তুমি কি তার আদেশ অমান্য করতে সাহস করবে? আমার তো মনে হয় সে সাহস তোমার নেই। যেমন সে যদি বলে ঐ দেশটা জয় করে আমাকে দাও কিংবা ঐ রাজত্বটা আমায় ছেড়ে দাও তুমি কি তা না দিয়ে পারবে? পারবে না কারণ তুমি হচ্ছো তার হুকুমের চাকর। যদি হুকুম না মানো তাহলে শাস্তি পাবে।

এ্যাণ্টনি দুঃখ পেয়ে বলল—আজকে এত পরিহাস করে কথা বলছ কেন, প্রিয়তমা?

ক্লিওপেট্রা বলল—দ্যাখো, হয়তো তুমি আর এখানে থাকতে পারবে না। সীজারের অনুমতি মাথায় করে এখনি তোমাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার আদেশ অবহেলা কোরো না। নাও, এখন দূতকে ডেকে জিজ্ঞেস করো সে কি তোমার প্রেয়সীর কোনো পরোয়ানা এনেছে নাকি সীজারের পরোয়ানা এনেছে। এমনও হতে পারে হয়তো জানতে পারবে দুজনের পরোয়ানাই একসঙ্গে ঘটেছে। আমার কথামতো দূতকে ডেকে পাঠাও। আর দেখ আমি যে মিথ্যা বলছি না সে তো তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তোমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। তুমি যে একজন বালকের দাসত্ব করো তা সত্য হয়ে উঠেছে। অথবা হতে পারে, প্রেমিকার সমালোচনা শুনতে হবে তাই সে কথা ভেবে এখন তোমার মুখ এমন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। যাই হোক দূতকে ডেকে রোমের খবরাখবর নাও।

এ্যাণ্টনি চিৎকার করে বলল—রোম টাইবার নদীর খরস্রোত গলে যাক্। সে মহারাজ্যের পতন হোক। আমার একমাত্র আশ্রয় তুমি। টাকা পয়সা, রাজ্য পাট এ সব আমার কাছে মাটির মতো মূল্যহীন আমার একমাত্র সম্পদ তুমি। পৃথিবীতে মানুষ আর পশুপাখী এক সঙ্গে থাকে মাটি তাদের একভাবেই পালন করে একরকম সুযোগ-সুবিধা দেয়, কিন্তু প্রেমের আলিঙ্গনে যে এভাবে প্রাণ বিনিময় করতে পারে সে জীবন সার্থক, সে যুগল মিলন ধন্য। সুনয়না, তুমি জনে জনে এই কথা জিজ্ঞাসা কর যদি কেউ বলে এ কথা মিথ্যা তাহলে তাকে শাস্তি দেবো। এ পৃথিবীতে আমাদের মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই।

ক্লিওপেট্রা ঢঙ করে বলল—মরে যাই আর কি, সত্যি তুমি একটা মিথ্যোবাদী রাজা। তোমার বউকে তুমি বিয়ে করেছো আর তুমি তাকে ভাল না বেসে ভালবাসবে

পরকে এটা বিশ্বাস করতে হবে। তুমি কি মনে করেছো যে আমি পাগল যে তোমার এই কথা আমি বিশ্বাস করবো। আচ্ছা আমি না হয় পাগল, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম, কিন্তু এমনি করে যে আমাকে ভোলাচ্ছে এটা কি ঠিক করছো। বীরের ভূষণ হচ্ছে সরলতা। এটাই তার মহত্ত্ব, মেয়েমানুষের মন ভোলাবার জন্যে এই সরলতার মত মহৎ গুণ কি তোমার ছাড়া উচিৎ।

এ্যাণ্টনি বলল—প্রিয়তমা, তুমি যদি আমাকে মহত্ত্ব না দাও তাহলে আমি মহত্ত্ব কোথায় পাবো। এখন চলো আর অভিমান করে থেকো না। তর্কে সময় নষ্ট না করে কিছুক্ষণ প্রেমালাপ করি। আমরা দুজনে প্রেমের পূজারী। সর্বক্ষণ দুজন দুজনের প্রেমে মত্ত হয়ে সময় কাটানোই আমাদের কাজ। আচ্ছা আজ রাত্রে কি নতুন একটা মজার আয়োজন করবে বলছিলে?

ক্লিওপেট্রা বলল—আজ রাত্রে দূতকে ডেকে রোমের সমাচার শুনবো।

এ্যাণ্টনি বলল—আবার ঝগড়া করবার জন্য ছল ছুতো খুঁজছো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে তোমার সবকিছুই সুন্দর। তুমি হাসলেও ভাল লাগে, কাঁদলেও ভাল লাগে, আমাকে যখন বক সেই সময়েও ভাল লাগে তুমি যখন যাই কর সবই সুন্দর, সবই ভালো লাগে। এখন দয়া করে দূতের কথা নিয়ে আর মিথ্যে ঝগড়া কোরো না। তার চেয়ে চল তুমি কাল বলেছিলে, শহরে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করে প্রজাদের রীতি চরিত্র দেখে বেড়াবে আজ তাই করি। অনুচরকে বললেন—এখন যাও বিরক্ত করো না কথা শোনবার সময় নেই।

ডেমেট্রিয়াস বলল—দেখলে ফাইলো, সংবাদ না শুনেই চলে গেল। এর কাছে সীজারের দাম এত কম সত্যি ভাবা যায় না।

ফাইলো বলল—ভাই, এখন কি উনি আগের উনি আছেন। সময়ে সময়ে ওর যা সব গুণ—সব ওকে ফেলে পালায়।

ডেমেট্রিয়াস বলল—এই সব দেখে শুনে মনটা ভারী খারাপ হলো। রাজ্যে যারা আগে এই সব কথা বলতো ভাবতাম তারা মিথ্যেবাদী। কিন্তু এখানে এসে দেখছি সব সত্যি তার হাতে নাতে প্রমাণও পেলাম। দেখা যাক কাল কি হয়, ভালই হবে আশা করি। চলো এখন যাওয়া যাক।

রাজবাড়ীর অন্য একটি ঘরে চারমিয়ান, আইরাস ও গণককে একসঙ্গে দেখা গেলো।

চারমিয়ান ছড়া কেটে বলতে লাগলো—ও আমার সাধের প্রেমিক, প্রেমিক যেন মিষ্টি মধু। প্রেমিক তুমি সর্বময়। প্রেমিক বলতে আজ্ঞে হয়, রাণীর কাছে গুণ গাইল, গণনাতে বলে খুব নিপুণ। যদি দেখতে পাই, বাক্যে যেমন সত্যিও তাই তাহলেই সত্য মিথ্যার পরখ করতে পারি।

অ্যালেকসাস বলল—গণনা সত্যি হয় না মিথ্যা পরখ করে দেখো। গণককার শোনো কি বলছি।

গণক বলল—বলুন কি বলছেন।

চারমি বলল—ওমা ইনি সেই গণককার, শুনেছি, খুব ভালো গুণতে পারেন।

গণক বলল—ভবিষ্যতের কিছু কিছু কথা, কি হবে না হবে তা অল্পবিস্তর বলতে পারি।

অ্যালেকসাস বলল—চারমি তোমার হাতটা দেখাও তো।

এর মধ্যে এনেবার্বস প্রবেশ করে বললো—খাবার আনো, অঢেল মদ আনো, রাণীর কল্যাণ কামনায় আজ খানাপিনা করা হবে।

চারমি বলল গণক—আমায় খুব বোল বোলা করে দাও।

গণক বলল—আমি হাত দেখতে জানি, বড়লোক করে দিতে হয় কিভাবে তো জানিনা। যদি তোমার কপালে থাকে সব পাবে। তোমার রূপ শতগুণে বেড়ে যাবে।

চারমি বলল—শুনছিস রে আইরাস? তা রূপের বাহার কতটা বাড়বে।

আইরাস বলল—আসলে তা বলছে না, বলছে যখন তোর গাল তোবড়াবে, সেই তোবড়া গালে যখন আলতা দিবি তখন তোর রূপের বাহার হবে। গাল তুবড়ে গেলে রং দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে কিনা।

চারমি বলল—আমার শত্রুর গাল তোবড়াক। তারা গালে মুখে রং ফলাক।

অ্যালকেসাস রেগে বলল—মন দিয়ে শোনো, এত গোলমাল করছ কেন?

চারমি বলল—চুপ কর, তুই বড় গোলমাল করিস। আর গণকঠাকুর তুমি ভাল করে গুনে গেথে ভাল দেখে একটা প্রেমের মানুষ দাও তো।

গণক বলল—তোমার প্রেমের ভাগ্য ভাল নয়, পদে পদে বাধা।

চারমি বলল—দেখো আর যা বল সহ্য করব। কিন্তু এই কথা বলো না সহ্য হয় না। শোনো আমার ভাগ্যরেখা খুব ভাল করে দেখে শুনে শোণো। আমার সব দিক দিয়ে খুব বাড়-বাড়ন্ত হোক। একদিনে আমাকে তিনটে রাজা বিয়ে করুক। তিনটেই তাড়াতাড়ি মরে যাক। বুড়োকালে কোলে ছেলে আসুক। যার দাপটে হোমরা-চোমড়া লোকেরা আমার পায়ে মাথা রাখবে। সীজার আমার স্বামী হোক। আর যার কাছে চাকরি করি যার নুন খাই তার সমান যেন সম্মান পাই।

গণক বলল—তা পাও না পাও। তার চেয়ে তুমি বেশীদিন বাঁচবে।

চারমি বলল—বাঃ খুব ভাল অনেক দিন বাঁচব। আর কিছু তাহলে চাই না।

গণক বলল—যেমন দিন যাচ্ছে, এমন দিনও আর থাকবে না।

চারমি বলল—তবে দেখছি জাত কুলও আর থাকবে না। নাও আমার সই-এর ভাগ্য গণনা করে বলো ওর কপালে কি আছে?

অ্যালেকসাস বলল—আজকে সবার ভাগ্য জেনে নেবো।

এনোবার্বস বলল—আজ রাত্রে আমাদের ভাগ্যে আছে প্রচুর পান আর শয্যায় শুয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা।

আইরাস বলল—আমার হাতে আর যাই থাকুক সতীর লক্ষ্মণ আছে।

চারমি বলল—নদী যেমন ছাপালে পলি পড়ে, আসলে লক্ষ্মণ। তোর হাতে সতীর লক্ষ্মণ নেই এ কথা আমি বলতে পারি।

গণক বলল—তোমাদের দুজনের ভাগ্যই এক।

আইরাস বলল—তা বললে হবে না। সব ভাল করে খুলে বুঝিয়ে বলতে হবে।

গণক বলল—যা বলবার বলে দিয়েছি।

আইরাস বলল—আশ্চর্য্য আমাদের দুজনেরই এক ভাগ্য, একটুও তফাৎ নেই।

চারমিয়ান বলল—তফাৎ থাকলে দুজনের এমন মেলে আমাদের। যাই হোক গণকঠাকুর এবার তুমি এসো। দেবতার কাছে প্রার্থনা করি তোমার বউ হোক একটা ঘোড়া, ঠাকুর করে সেটাও যেন মরে যায়। তার পরের বউটা যেন আরও খারাপ হয়। এমনি খারাপ হতে হতে শেষেরটা যেন ওঁর মড়া টানতে টানতে হাসতে হাসতে নিয়ে যায়। হে ঠাকুর ও যে মেয়েকে বিয়ে করবে সে যেন ওর ঘর ছেড়ে পরের ঘর করে। হে ঠাকুর আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করো।

আইরাস চারমিয়ানের কথায় সায় দিয়ে বলল—আমিও ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তোর মনের কামনা পূর্ণ হোক। ভাল মানুষের বউ খারাপ হলে যেমন মন খারাপ লাগে, তেমনি খারাপ লোকের বউ খারাপ না হলে মন খারাপ লাগে। ওর বউ খারাপ হোক তাই নিয়ে ও জ্বলে পুড়ে মরুক।

অ্যালেকসাস বলল—বাবা, তোমাদের যেমন জেদ দেখছি, পারতে যদি তোমরাই আমার কপাল ফলিয়ে দিতে।

এনোবার্বস সবাইকে সাবধান করে বললো—সবাই চুপ করো কর্ত্তা আসছে।

চারমিয়ান বলল—কর্ত্তা নয় গিন্নী।

ক্লিওপেট্রা ঢুকে বলল—তোমরা সখাকে দেখেছো?

এনেবার্বস বলল—আজ্ঞে না দেখিনি।

ক্লিওপেট্রা বলল—সে কি, এদিকে আসেনি?

চারমিয়ান বলল—না, তাকে তো একবারও এখানে দেখিনি।

ক্লিওপেট্রা বলল—আনন্দ করছিলাম, হঠাৎ কি মনে করে সখা উঠে এল। আচ্ছা মিতা..........

এনোবার্বস বলল—বলুন।

ক্লিওপেট্রা বলল—কোথায় গেল একটু খুঁজে দেখো না। এই দিকে ভুলিয়ে আনো না। আচ্ছা অ্যালেকসাস কি?

অ্যালেকসাস বলল—এই তো, আমি। এই যে প্রভু এদিকে আসছেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—তোমরা সরে এসো। কেউ ওর দিকে চেয়ো না, যার যার কাজে যাও।

এ্যাণ্টনি, দূত ও অনুচরগণ একসঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। দূত এ্যাণ্টনিকে বলল—আপনার বউ প্রথম লড়াইতে এলেন।

এ্যান্টনি অবাক হয়ে বলল—আমার ভাইয়ের বিপক্ষে।

দূত বলল—হ্যাঁ, কিন্তু লড়াই শেষ হওয়া মাত্র সুযোগ বুঝে দুজনে মিটমাট করে নিলেন। দুই জনের সৈন্য এক করে সীজারের বিরুদ্ধে গেলেন, যাওয়া মাত্রই হেরে গেলেন। তারপর দুজনকেই ইটালী ছেড়ে পালাতে হলো।

এ্যান্টনি বলল—বলে যাও। চুপ করলে কেন?

দূত ভয়ে ভয়ে বলল—অপ্রিয় সংবাদ শুনে পাছে আপনি বিরক্ত হন।

এ্যান্টনি বলল—আমি বোকা নই যে বিরক্ত হব। আমি ভীতুও নই যে সব শুনে ভয় পাবো। তোমার যা যা বলবার আছে সব বিনা দ্বিধায় খুলে বলো। যা ঘটে গেছে তার জন্য ভাবি না। তুমি সত্য কথা বল। যতই অপ্রিয় হোক, তাতে আমি কাতর হবো না। নিন্দা, প্রশংসা সব সমান ভাবেই গ্রহণ করবো।

দূত বলল—পার্থিয়াপতি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। দেশে দেশে গর্বের সঙ্গে নিজের জয় পতাকা উড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হায়, এ সময়................

এ্যান্টনি বলল—কথা শেষ করলে না যে। তুমি কি বলতে চাও যে, এ সময় এ্যান্টনি আনন্দ উপভোগ করছেন। তাই তো।

দূত বলল—প্রভু এ ব্যাপারে আমি কি বলব বলুন।

এ্যান্টনি বলল—তুমি যেমন শুনছ তেমন বলবে। আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না। সেখানে ক্লিওপেট্রার নামে কে কি বলে আমাকে বল। আমার বউ-এর মুখে কি শুনেছ? নিশ্চয়ই সে আমাদের নামে নিন্দা করে। সে যেমন ভঙ্গী করে আমাদের নিন্দে করে তেমনি ভঙ্গী করে বলো কি কি বলে। সত্যি হোক, হিংসায় হোক লোকে আমার নামে যত বদনাম দেয়, যত দোষারোপ করে সব তুমি আমাকে শোনাও। নিজের দোষ পরের মুখে শুনে সেই দোষ দূর করতে হয় কারণ মানুষ নিজের নিজের দোষ দেখতে পায় না বুঝতে পারে না। আচ্ছা এখন তুমি যাও।

দূত যে আজ্ঞে বলে চলে গেল।

এ্যান্টনি বলল—এবার সিসিয়ান থেকে কে এসেছে তাকে ডাক।

১ম অনুচর জোরে ডাকল—সিসিয়ানের দূত কেউ আছে?

২য় অনুচর বলল—মহারাজের ডাকের অপেক্ষায় আছে।

এ্যান্টনি বলল—ভিতরে পাঠিয়ে দাও। এ কুহকিনীর মায়াজাল যেমন করে পারি, ছিন্ন করবো। সর্বনাশ হতে বসেছে।

২য় দূত ঢুকলে এ্যান্টনি বলল—বল তোমার কি খবর বলো।

২য় দূত বলল—আপনার পত্নীর মৃত্যু হয়েছে।

এ্যান্টনি বলল—কোথায় হয়েছে?

২য় দূত বলল—সিসিয়ানে। কত দিনের রোগ ছিল আর যা যা আপনার জানা দরকার বা জানতে চান সবই এই চিঠিতে লেখা আছে এই বলে একটি চিঠি এ্যান্টনির হাতে দিল।

এ্যাণ্টনি বলল—দূত, তুমি যাও।

দূত চলে গেলে এ্যাণ্টনি মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগল—একটা উচ্চ আত্মা, ভালো আত্মার বিদায় ঘটেছে। এতদিনে আমার মনের একটা পাপ-বাসনা এতদিনে পূর্ণ হলো। যখন জীবিত ছিল তখন মনে করেছি জঞ্জাল আর এই মনে করে সবসময় উপেক্ষা করছি। মরে যাওয়ার পর এখন ওর জন্য মনের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে। এখন মনে হয় যদি ফিরে পেতাম। আগে মনে ভাবতাম, সে মরে গেলে সুখী হবো। কিন্তু যা ভেবে রেখেছিলাম এখন দেখছি তার উল্টো ফল হতো। তখন মনে করেছি তার কোন গুণ নেই। এখন দেখছি তার মধ্যে গুণের শেষ নেই। প্রতিদিন মনে মনে যার মৃত্যু কামনা করেছি। এখন মরার পর তার জন্য দুঃখ হচ্ছে। এ মায়াবিনীর সঙ্গ আমায় ত্যাগ করতে হবে। এর সঙ্গে আনন্দ উৎসব করে আমি সময় কাটাচ্ছি আর এর ফলে কত খারাপ ঘটনা ঘটছে। কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আরও কত যে ক্ষতি হবে অনিষ্ট ঘটবে, তা বলতে পারিনে। এই কথা চিন্তা করার পর এনেবার্বসকে ডাকল বলল—এদিকে শুনে যাও।

এনোবার্বস ঢুকে বলল—কি বলছেন প্রভু।

এ্যাণ্টনি বলল—এখান থেকে আমি তাড়াতাড়ি যাবো।

এনোবার্বস বলল—এ কি বলছেন। আপনি কি খুন খারাপির মতলব করছেন। আমাদের প্রেমিকাদের মুখ আর দেখব না। তারা কি তাহলে আর বাঁচবে। এ নিষ্ঠুরতা যে তাদের পক্ষে নিদারুণ হবে। তাদের কি সব মেরে রেখে যাবো?

এ্যাণ্টনি বলল—যাই হোক, আমায় যেতেই হবে।

এনেবার্বস বলল—তা যদি নেহাত আর কোনও উপায় করা না যায় তাহলে তারা মরুক বাঁচুক যেতেই হবে। কিন্তু শুধু ছেড়ে দেওয়া সেটা ঠিক না। তবে তেমন হলে যেতে হবে কি করা যাবে। গুরুতর কর্তব্যের কাছে অবশ্য মেয়েমানুষ অতিনগণ্য তা অবশ্য মানি। ক্লিওপেট্রা এ কথা শুনলেই তখনি তার মৃত্যু হবে। কারণ এর থেকে ছোট ছোট কারণে তাকে কুড়ি বার মরতে দেখেছি। তাকে অমন যখন তখন ছোট ছোট কারণে মরতে দেখে আমার মনে হয় যমরাজ তার প্রেমে পড়েছে। তাই তাকে ধরে বার বার টানাটানি করেন।

এ্যাণ্টনি বলল—তার চালাকি কে বোঝে? বোঝা খুব মুশকিল।

এনোবার্বস রসিকতা করে বলল—না, না, এমন খাঁটি প্রেমকে চালাকি বলবে না। মিনিটে মিনিটে কান্না, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলা যেন ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বলেন কি এর চোখের জল ফেলা সব চালাকি। এ যদি উনি চালাকি করে থাকেন তাহলে এই চালাকির তারিফ করতে হয়। এত জল ঢালবার বাহাদুরি জানা আছে কেবল স্বর্গের দেবরাজের আর পৃথিবীতে দেখছি এ কায়দা কেবল ক্লিওপেট্রার জানা আছে।

এ্যাণ্টনি বলল—হায়, কুহকিনীর সঙ্গে কেন যে দেখা হলো।

এনোবার্বস বলল—একে না দেখলে পৃথিবীর একটা অদ্ভুত সৃষ্টি আপনার চোখের

আড়ালেই থেকে যেতো। আর আপনি যে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, একথাও কেউ বিশ্বাস করতো না।

এ্যাণ্টনি বলল—ফুলভিয়ার মৃত্যু হয়েছে।

এনোবার্বস বলল—কি বলছেন?

এ্যাণ্টনি বলল—আমার পত্নীর মৃত্যু হয়েছে।

এনোবার্বস এই শুনে হাঁ হাঁ করে হাসতে হাসতে রসিকতার সুরে বলল—তা এটা তো ভাল ঘটনা এর জন্য দুঃখ করছেন কেন বরং ভগবানের পূজোর ব্যবস্থা করুন। আপনার একটি বউ নিলেন আরেকটি দিলেন। যদি এ সংসারে ফুলভিয়া ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোক না থাকতো তাহলে নয় আক্ষেপ করার কারণ হতো কিন্তু তা তো নয়। এমন ভাগ্য কটা লোকের হয় পুরোনো বউকে ত্যাগ করে নতুন বউ পাওয়া এটা তো আনন্দের কথা। অতএব এই কারণে শোক করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এ্যাণ্টনি বলল—কিন্তু রাজ্যে যে কাণ্ড সে বাধিয়ে গেছে তাতে আর আমার এখানে থাকা চলে না।

এনোবার্বস বলল—কিন্তু এখানেও তো আপনি যা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছেন তাতে করে বা আপনার যাওয়া হয় কিভাবে। কারণ ক্লিওপেট্রার প্রাণতো আপনার থাকা না থাকার উপর নির্ভর করছে।

এ্যাণ্টনি বলল—পরিহাস রাখ। আমাকে যেতেই হবে। সব কর্মচারীদের তৈরী হতে বলো। সে জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে সে কথা রাণীকে জানিয়ে আমি বিদায় নিয়ে নি। কেবল আমার স্ত্রী মারা গেছে তার জন্য নয় আমার ফিরে যাওয়ার আরও অনেক গুরুতর কারণ আছে। রাজ্যে যারা আমার ভাল চায় তারা অবশ্য করে আমায় যেতে বলেছে। শোনো কি হয়েছে, পম্পি সমস্ত সাগর পথ অধিকার করে এখন সীজারকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আহ্বান করেছে। প্রজারা [illegible] বেশিরভাগ পম্পিকে চাইছে। সবার মুখে পম্পির নাম, সবাই তার গুণগান করছে। পম্পিরও বড় বাড় হয়েছে সে নিজেকে সবচেয়ে বড় বীর বলে পরিচয় দেয়। তাকে অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া উচিৎ। না হলে রাজ্যে মহা বিশৃঙ্খলা ঘটবে। আমি উপস্থিত না থাকায় রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং আরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব তাড়াতাড়ি গিয়ে এইসব ঘটনার প্রতিকার না করলে পরে এর ফল অত্যন্ত খারাপ হবে। অতএব আর দেরী না করে সবাইকে প্রস্তুত হতে বলো।

এনোবার্বস আচ্ছা সবাইকে খবর দিয়ে আসি এই বলে চলে গেল।

রাজবাড়ীর অন্য একটি ঘরে ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ান আইরাস ও অ্যালেকসাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে ঢুকল।

ক্লিওপেট্রা বলল—চারমিয়ান সে কোথায়?

চারমিয়ান বলল—সেই থেকে তো আমি তাকে দেখিনি।

ক্লিওপেট্রা বলল—অ্যালেকসাস যাও তো গিয়ে দেখো। সে কোথায়? কি করছে? তার কাছে কে আছে। অবশ্য তাকে বলবেনা যে আমিই তোমাকে তার কাছে পাঠিয়েছি। যদি গিয়ে দেখো সে মুখ ভার করে রয়েছে তাহলে তাকে বলবে যে আমি আনন্দ করছি, আর যদি দেখো যে আনন্দ করছে তাহলে তাকে বলবে আমার ভীষণ অসুখ হয়েছে। যাও গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আমায় জানাও কি হলো।

অ্যালেকসাস চলে গেলে চারমিয়ান বলল—সখি, তুমি যদি সত্যি সত্যি তাকে ভালবালো তাহলে কেমন করে তার ভালবাসা পেতে হবে তা তুমি জাননা।

ক্লিওপেট্রা বলল—কেন? আমার কি ভুল হলো বলো।

চারমিয়ান বলল—তিনি যাতে ভালো থাকেন তাতে বাধা দিও না।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুই একটা বোকা। তোমার কথামতো চললে তাকে খোয়াতে হবে।

চারমিয়ান বলল—অত বাড়াবাড়ি করা ভাল না বুঝলে। যাতে মানুষের ভয় থাকে, সেটা নিয়ে বার বার তাকে ভয় দেখালে আস্তে আস্তে ভয় কমে যায়। তাতে সে মানুষ আর মন দেয় না.........ওই তো প্রভু এ্যান্টনি আসছেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—এখন আমার অসুখ মন ভালো নেই।

এ্যান্টনি ঢুকে ক্লিওপেট্রাকে বলল—সেই কথা বলতে এসেছি সে কথা বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে।

ক্লিওপেট্রা এ্যান্টনির কথায় কান দিল না। চারমিয়ানকে বলল—সখি আমায় ধর। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। এত যন্ত্রণা হচ্ছে। এত যন্ত্রণা কি মানুষ সহ্য করতে পারে?

এ্যান্টনি বলল—শোনো, আমার কথা শোনো।

ক্লিওপেট্রা বলল—শুনবো আর কি। আমি জানি, তোমার চোখ দেখলে বুঝতে পারি, মনে হচ্ছে ভাল কিছু খবর আছে। তোমার বিয়ে করা বউ তোমায় কি বলে পাঠিয়েছে..... তা তোমাকে যদি মন চায় ইচ্ছে হয় তুমি যাও না। তোমায় যদি সে এখানে এতদিন থাকতে না দিত তাহলে কি আর আমি তোমাতে এমন করে মজাতে পারতাম। তা সে যদি বলে তাহলে ফিরে যাও, কিন্তু সে যেন না বলতে পারে যে আমি তোমায় জোর করে এখানে ধরে রেখেছি। তোমার উপর আমার জোর কি শুনি। তুমি তো আর আমার কেউ নও। তুমি তার স্বামী।

এ্যান্টনি বলল—আমি কার ভগবান জানেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—রাজরাণী হয়ে কোথায় কে এমন শাস্তি ভোগ করেছে? আমি সব কিছু জেনেশুনে তোমাতে মজলাম।

এ্যান্টনি বলল—প্রাণেশ্বরি। যদি—

ক্লিওপেট্রা তার কথা তামিয়ে দিয়ে বলে উঠল—দ্যাখো তুমি যদি মনে কর যে আমাকে আরও ভোলাবে তা হবার নয়। তুমি হাজার দেবতার দোহাই দাও। হাজার

বার বল, যে আমি তোমার কিন্তু আমি তাতে ভুলবো না। তুমি শপথ করতে খুব ওস্তাদ তা জানি। কিন্তু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বেইমানী করেছে তার কথায় কি বিশ্বাস হয়, না হওয়া উচিৎ।

এ্যাণ্টনি তবু বল—প্রিয়তমা।

ক্লিওপেট্রা বলল—না, আর কথায় কাজ নেই। মিথ্যা কোন কারণ খুঁজবার দরকার নেই। আমি তো আর তোমায় ধরে রাখতে চাইছি না। শুধু যাবার সময় বলে যাও—যাচ্ছি। তার থেকে বেশী কোন কথার দরকার নাই যখন এখানে থাকবার জন্য সাধাসাধি হয়েছিল তখন ছিল কথার সময়। তখন চলে যাবার নাম মুখেও আনতে না। তখন আমার সবকিছুই তোমার ভাল লাগত। আমার চোখের, আমার ঠোঁটের মাধুরীর শেষ ছিল না। আমার চুলের শোভাকে মনে হতো স্বর্গের শোভা। আমার কিছুই পাল্টায় নি। আমি যা ছিলাম তাই আছি শুধু তোমার চোখের দৃষ্টি বদলে গেছে। তুমি যত বড় বীর ছিলে এখন তত বড় মিথ্যাবাদী হয়েছো।

এ্যাণ্টনি অবাক হয়ে বলল—এ সব কি বলছ?

ক্লিওপেট্রা বলল—আমার যদি তোমার মত শক্তি থাকতো তাহলে দেখাতাম আমার হৃদয়ের শক্তি কতখানি।

এ্যাণ্টনি বলল—আচ্ছা এখন আমার কথা শোনো। বড় বিপদ হয়েছে। আমায় কিছুদিনের জন্য এখান থেকে যেতে হবে। আমার হৃদয় তো তোমার কাছে রইল। শোনো প্রিয়তম, রাজ্যে মহাবিপ্লব হতে চলেছে। পম্পি রোম আক্রমণ করতে আসছে। ঘরের ঝগড়ায় রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। আগে যারা অলস, অকর্ম্মণ্য ভেবে পম্পিকে ঘৃণা করতো এখন তারাই আবার পম্পির দল বিক্রম দেখে ওর দলে যোগ দিয়েছে। আমাদের শাসনাধীনে যারা অসন্তুষ্ট তারাও পম্পির দলে ভিড়ছে। এমনি করে পম্পির দল যথেচ্ছ ভারী হয়েছে। রাজ্যে অনেকদিন তারাও পম্পির দলে ভিড়েছে। এমনি করে পম্পির দল যথেচ্ছ ভারী হয়েছে। রাজ্যে অনেকদিন কোনো ঝগড়া মারামারি নাই। দীর্ঘদিন ধরে শান্তি ভোগ করে প্রকাশের মনে বিরাগ জন্মেছে। তারা এই একঘেয়েমি কাটাতে চাইছে। আসন্ন যুদ্ধের কথায় সবাই খুব উল্লাস করছে। রাজ্যে একটা বিপ্লব ঘটুক এটাই সবাই চাইছে। তুমি চিন্তা করে দ্যাখো এ সময় কি এখানে আমার নিশ্চিত হয়ে বসে থাকা উচিৎ। যার জন্য তুমি আমায় ছেড়ে দিতে ভয় পাচ্ছ, সে ভয় আর নেই। আমার বউ ফুলিভিয়ার মৃত্যু হয়েছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুমি কি ভেবেছ? বুড়ো বয়সে তোমার প্রেমে পড়েছি বলে, ভেবেছো বুঝি আমি এখনো সেই বাচ্চা মেয়ে আছি যে তোমার কথা শুনে আমি বিশ্বাস করবো। তোমার বউ মরবে? আর আমি সে কথায় বিশ্বাস করবো?

এ্যাণ্টনি বলল—সত্যি বলছি সে মরেছে। আচ্ছা বিশ্বাস না হয় এই চিঠিটা পড়ে দ্যাখো, দূত নিয়ে এসেছে এর মধ্যে লেখা আছে সে কোথায় কবে মরেছে এটা পড়লেই সব জানতে পারবে। আর মরবার আগে সে কি কাণ্ড বাধিয়ে গেছে তাও

জানতে পারবে।

ক্লিওপেট্রা বলল—আচ্ছা তুমি না নিজেকে প্রেমিক বলে জাহির কর তোমার এ কি আচরণ প্রেমিকের মন নিয়েও চোখে এক বিন্দু জল নেই। এতেই বুঝতে পারলাম যে আমি মরলে তুমি কেমন কাঁদবে ফুলভিয়া মরতে তোমার আচরণ দেখে বুঝতে পারলাম।

এ্যাণ্টনি বলল—ঝগড়া ছাড়ো। আমি আমার মনের অভিপ্রায় জানালাম, এখন তোমার যা মন চায় তুমি কর। আমি শপথ করে বলছি আমি তোমার দাসই হয়েই যাবো। অনুমতি দাও যুদ্ধ করব। যদি সন্ধি তোমার মত হয় তাহলে তাই করব। তোমার মতামত ছাড়া আমি কোনো কাজ করবো না।

ক্লিওপেট্রা বলল—সখি বুকে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। না, সেরে গেল। ও এইমাত্র ব্যথা হল আবার সেরেও গলে। বুঝলে এ্যাণ্টনি যেমন তোমার ভালবাসা তেমনি।

এ্যাণ্টনি বলল—রাণী, এমন করছো কেন? আমি তোমায় ভালবাসি কি না তোমার মন জানে। কতরকম করে তো পরীক্ষা করে দেখেছো কখনও কি হারাতে পেরেছো।

ক্লিওপেট্রা বলল—ঠিক ঠিক, ফুলভিয়া বলেছিল বটে! ওগো তোমায় আমি অনুরোধ করছি ফুলভিয়ার জন্য মুখ ফিরিয়ে একটু কাঁদো। তারপর যাবার কথা বলো। তার জন্য কেঁদে না হয় আমাকে বলো যে তোমার জন্য কাঁদলাম। এমন করে সত্যির ভান করে একটু মিথ্যে অভিনয় করো।

এ্যাণ্টনি বলল—তুমি শুধু শুধু আমার রাগিয়ে দিচ্ছ।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুমি এর চেয়ে ভাল রাগতে পারো। তবে এও খারাপ হচ্ছে না।

এ্যাণ্টনি বলল—শোনো আমি তরবারি ছুঁয়ে বলছি।

ক্লিওপেট্রা রসিকতা করল—শুধু তরবারি কেন? ঢাল ছুয়েও বল, বাঃ এইবার অনেকটা হয়ে আসছে। খুব একটা ভাল হচ্ছে না। বাঃ বাঃ এইবার, এইবার খুব সুন্দর রাগের ভান ফুটিয়ে তুলেছ।

এ্যাণ্টনি বলল—আমি যাই।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুমি যাবে সে আমি জানি বন্ধু। কিন্তু আমার মাথার দিব্যি খাওয়ার আগে আমার একটি কথা শুনে যাও। অনেক দিন থেকে কথাটা বলবো বলবো ভাবছিলাম, বলা হয় নি। এই যে তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি .... না, না, সে কথা নয়। তোমায় যে আমি ভালবেসেছিলাম না, না, তা ও নয়। তা আর নতুন করে বলার কি আছে। আর যেন বলবো ভেবেছিলাম, ভুলে যাচ্ছি। আমার মন তোমার মতো অবিশ্বাসী।

এ্যাণ্টনি বলল--কি মিছিমিছি যা তা বলছ?

ক্লিওপেট্রা বলল—শুধু শুধু বলছি? আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে তা ভগবান

জানেন। তোমার হলে তুমি বুঝতে পারতে। সখা ক্ষমা কর। যার আদরে আদরিণী যদি তারই অপ্রিয় হলাম, যদি তার আদর হারালাম তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি। সুখ কি? যাও সখা আমার মতো দুঃখিনীর কথায় কান দিয়ো না। তোমার যেখানে যাওয়ার তুমি যাও। আমি প্রার্থনা করছি তুমি যেখানেই যাবে সেখানে মান-সম্মান পাবে। ভগবান তোমার সব কাজে সহায় হয়ে তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি তোমার বিজয়-তরবারি হাতে নিয়ে সব যুদ্ধে জয়লাভ কর। এই আমার একান্ত কামনা।

এ্যান্টনি বল—প্রিয়তমা, এখন আমাকে বিদায় দাও। তোমার আমার কি সত্যিকারের কখনো ছাড়াছাড়ি হতে পারে। আমার মনের মধ্যে তো তুমি সর্বদা রয়েছো, থাকবে। আর তোমার হৃদয় ছেড়েই বা আমি কোথায় যাবো। সেখানে তো তুমি আমাকে স্থান দিয়েছো। এসো প্রিয়তমা, আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও।

রোম শহরে সীজারের ঘরে সীজার, লিপাইডাস ও অনুচরদের মধ্যে উত্তেজিত কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।

সীজার লিপাইডাসকে বলল—আপনি হয়ত ভাবছেন এ্যান্টনিকে আমি ঘৃণা করি কিন্তু একথা সত্যি নয়। আপনি আলেকজান্দ্রিয়ার খবর শুনুন তাহলেই বুঝতে পারবেন। তিনি দিনরাত মাঝ ধরছেন, মদ খাচ্ছেন, সারারাত ফূর্তি করে কাটাচ্ছেন। তার আচরণ এখন ক্লিওপেট্রার মতো স্ত্রী আচার আর ক্লিওপেট্রার আচরণ তাঁর মতন পুরুষ আচার। দূতের কথায় কান দেয় নি। তার নাকি দূতের কথা শোনবার সময় নেই। এই রাজ্যের যে আর দুজন অংশীদার আছে সেকথা সে একবার চিন্তা করে না। একটা মানুষের মধ্যে যত দোষ থাকতে পারে সে সব দোষই তার মধ্যে ভর করেছে দেখছি।

লিপাইডাস বলল—কিন্তু তার সব গুণাবলী যে তার দোষে ঢাকা পড়ে গেছে তা আমার মনে হয় না। রাত্রিবেলায় আকাশের তারাগুলিকে যেমন খুব জ্বলজ্বলে দেখায় তার দোষ তেমনি। এই সব দোষ বেশিরভাগ তিনি তার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছেন। তার নিজের অর্জিত নয়। তিনি নিজে ইচ্ছা করে দোষগুলি ছাড়ছেন না তা নয়, স্বভাবে ছাড়তে পারছেন না।

সীজার বলল—আপনি তার দোষ যেন দেখেও দেখতে পারছেন না। তাহলে কি এই দাঁড়ালো, সে যদি কেউ নেশার ঘোরে পরের বউ-এর শয্যায় গিয়ে গা ঢালে তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। আনন্দ করার জন্য একটা গোটা রাজ্য দিয়ে দিলেও দোষ নেই। ছোটলোকদের সঙ্গে মদ খাওয়া, দিনে দুপুরে লোকের সামনে মাতলামি, ছোটলোকদের সঙ্গে ঝগড়া, এই সমস্ত কাজ যা উনি করে বেড়াচ্ছেন—এগুলি কি দোষের নয়। ধরে নিন তার সব কিছুই শোভা পায়। কারণ তার অসামান্য জীবন, তার এসবে কোন দোষ হয় না। কিন্তু এই যে উনি আনন্দ-ফূর্তি করছেন, আর আমরা যে তাঁর ভার-সুদ্ধ ঘাড়ে নিয়ে বসে আছি সেই ব্যাপার আপনি কি বলেন। বয়স হয়েছে, হাড়ে আর আগের মতো জোর নেই। এখন কি আর এত মাতামাতি হয়, না এইসব ভালো লাগে। কি আশ্চর্যের ব্যাপার? এই চরম বিপদের সময় চারিদিকে

সাড়া পড়ে গেছে, আর তাঁর না আছে নিজের দিকে নজর না আমাদের দিকে কোনো নজর। ছি ছি। সামান্য বিবেচনা-বুদ্ধিও নেই। বাচ্চা ছেলে যেমন ফূর্তি পেলে আর কিছু চায় না, এও দেখছি তাই।

এমন সময় একজন দূতকে ঘরে ঢুকতে দেখে লিপাইডাস বলল—আবার কি নতুন সংবাদ এল, শুনুন।

দূত সীজারকে বলল—আপনার আদেশ পালন করা হয়েছে। এখন থেকে ঘটনা যেমন যেমন ঘটবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার সংবাদ পাবেন। জল পথে পম্পির প্রচণ্ড শক্তি। দেখা যাচ্ছে, যারা আপনার ভয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না, তারাই তার পক্ষে যাচ্ছে। বিদ্রোহীর দল সমুদ্রতীরে জমা হতে চলেছে। লোকে বলছে, যে পম্পির কোনো অপরাধ নেই, সে যা করেছে ঠিক করেছে কারণ সে অনেক সয়েছে।

সীজার বললেন—তা তো বলবেই। এটা কোনো নতুন কথা নয়। চিরকাল এমনই হয়ে আসছে। লোকে যখন তাকে মাথায় তুলতে চায় তখন তার উপর এমন ভক্তি-ভালোবাসা দেখায়। কিন্তু যেমনি মাথায় তোলা অমনি সব আদর গেল। আর যাকে মাথায় তুলে রেখেছিল, তখন তার জন্য মহা-আপশোষ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আর আপশোষ করে কোন কিছু হয় না। এখন তার উপায় কি? ছেঁড়া পতাকা যেমন ঢেউয়ে ভেসে ভেসে বেড়ায়, কখনো এগোয় কখনো পেছোয় তারও তেমন দশা হয়। স্রোতে ভাসতে ভাসতে শেষে পচে ওঠে।

দূত বলল—আরও সংবাদ আছে। বিখ্যাত দুই জল-যোদ্ধা মেনিক্রেটিস্, মেনাস অনেক নৌকো নিয়ে জলে দস্যুবৃত্তি করছে। ইটালীতে এসে নৌক নিয়ে পড়ে, আর লুটপাট করে পালায়। তাদের কাজকর্ম মনে করলে সমুদ্র-তীরে বসবাসকারী লোকদের বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। যুবকের দল সকলেই বিদ্রোহী হচ্ছে। সাগরে আর বাণিজ্য জাহাজ চালাবার উপায় নেই, ওঁরা যাকে দেখছে মেরে ধরে লুটপাট করে নিচ্ছে। কারোর কাছে বাঁধা পাচ্ছে না বলে পম্পি একরকম সর্বশক্তিমান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার নাম শুনলেও লোকের ভয় হচ্ছে।

সীজার সব শুনে রেগে বললেন—এ্যাণ্টনির কি এই সময় ফূর্তি নিয়ে মেতে থাকবার সময়। এই তুমিই যখন মোভেনারা যুদ্ধে হেরে ফিরে আসছিলে, দুর্ভিক্ষ তোমার পিছু নিয়েছিল, তুমি তোমার সহ্যশক্তি দিয়ে তাকে পরাস্ত করেছিলে। তুমি সুখে স্বাচ্ছন্দে মানুষ, কিন্তু সে সময় সহ্যশক্তিতে তোমার কাছে বনের পশুও হার মেনেছিল। পশু পাখী যে জল ঘৃণায় ছোঁয় না, এমন কি ঘোড়ার মূত্র—তাও তুমি পিপাসা নিবারণের জন্য অনায়াসে পান করেছো। বনের ফল খেয়েছো, গাছের ছালপরে প্রাণ রক্ষা করেছো। প্রকৃত বীরের মতন হাসি মুখে সব কষ্ট সহ্য করেছো। সেই তুমি এখন যেভাবে দিন কাটাচ্ছ, আগের কথা বললে তোমার গৌরব হানি হয় মাত্র।

লিপাইডাস বলল—সত্যি খুবই ঘৃণার কথা।

সীজার বলল—তার মনো এই জীবনের প্রতি ঘৃণা-জন্মাক, তারপর উনি ফিরে আসুন। কিন্তু তার জন্য আমাদের আর একটুও অপেক্ষা করা উচিৎ নয়। আমাদের অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ সভা থেকে যুদ্ধের প্রস্তাব ঘোষণা করা হোক। আমরা দেরী করছি, উদাসীন হয়ে থাকছি আর তাতে করে পম্পির শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে।

লিপাইডাস বলল—যুদ্ধের জন্য কত যানবাহন আর কত সৈন্য আমি জোগাড় করতে পারব তা জেনে কাল বলব।

সীজার বলল—আমিও কতটা কি জোগাড় করতে পারবো খোঁজ করিনি। আপনি এখন যান গিয়ে যোগাড়যন্ত্র করুন।

লিপাইডাস বলল—আর যদি কিছু ঝামেলার কথা শুনতে পান তাহলে আমাকে দয়া করে জানাবেন।

সীজার বলল—সে কথা আর বলবার কি আছে? এতো আমার কর্তব্য।

আলেকজান্দ্রিয়ার রাজবাড়ীর একটি ঘরে ক্লিওপেট্রা চারমিয়ান ও মারভিয়ানকে কথাবার্ত্তা বলতে দেখা গেল।

ক্লিওপেট্রা বলল—সখি।

চারমিয়ান বলল—কি বলছো?

ক্লিওপেট্রা বলল—আমায় একটা ঘুমের ঔষধ দাও।

চারমিয়ান বলল—হঠাৎ তার দরকার পড়ল কেন?

ক্লিওপেট্রা বলল—না হলে এ অসহ্য বিচ্ছেদ সহ্য করবো কেমন করে।

চারমিয়ান বলল—তুমি তার কথা বড় বেশী ভাবছো।

ক্লিওপেট্রা বলল—সে আমায় ছলনা করে গেছে।

চারমিয়ান বলল—আমার তা মনে হয় না।

ক্লিওপেট্রা ডাকল—মারভিযান......

মারভিয়ান বলল—বলুন? গান শুনবেন?

ক্লিওপেট্রা বলল—গান শোনবার ইচ্ছে এখন আমার নেই। তুমি কি মনে করো তোমার যাতে আনন্দ আমারও তাতে আনন্দ হবে। তাই আমার ভাল লাগবে? সে যাই হোক তুমি কিন্তু সত্যিই সুখী। তোমার মন কারো জন্য ছটপট করে ন। তবু আমি জানতে চাচ্ছি, তুমি কাউকে ভালোবাসো?

মারভিয়ান বলল—বাসি।

ক্লিওপেট্রা বলল—সত্যি ভালোবাসো!

মারভিয়ান বলল—তা সত্যি কেমন করে হবে। আমার ভালবাসা তা শুধু মনের। মনে মনে ভালবাসি, আর মন যখন খুব ব্যাকুল হয় তখন মনে মনে রতিদেবীর লীলাময়ী চেহারা ধ্যান করি।

ক্লিওপেট্রা বলল-সখি, বলো দেখি. সে এখন কোথায়? কি করছে? দাঁড়িয়ে আছে

না বসে আছে? হয়তো কোথাও বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। না ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুরছে। তাকে পিঠে নিয়ে ঘুরতে ঘোড়ার না জানি কত ভালো লাগছে। হে ঘোড়া তুমি কি জানো তুমি কাকে পিঠে নিয়ে ঘুরছো। যাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছো সে মহাবীর, তার এত শক্তি যে বাহুবলে সারা পৃথিবীর ভার বহন করে আর তুমি তাকে পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছো। জানো সখি, আমার মনে হচ্ছে সেও আমার কথা ভাবছে। মনে মনে আপনা-আপনি কত কি ভাবছে, আর গুণ গুণ করে বলছে, আমায় সাপিনীকে কোথায় রেখে এলাম! জানো তো সখি, সাপিনী আমার আদরেরর নাম। তাকে মনে করা যেন মধু মাখা বিষ। আর সেই মিষ্টি বিষ আমি প্রাণ ভরে পান করছি। হে প্রিয়তম, তুমি আমার চোখের আড়ালে চলে গেছ, তখন কি আমাকে তোমার মনে পড়ে? আমার সে রূপ আর নেই, সময় আমার মুখে ছাপ ফেলেছে। আমার রূপ এখন আর ধ্যান করবার মতো নেই। এই সীজারের বাপ যখন বেঁচেছিল, তখন আমার রূপসুধা রাজা-মহারাজের ভোগ্য ছিল। এই পম্পির বাপ তখন আমায় দেখে চোখের পলক আর ফেলত না, তার সেই নিশ্চল দৃষ্টি দেখে মনে হতো আমায় দেখতে দেখতেই বুঝি তার মৃত্যু হবে।

অ্যালেকসাস প্রবেশ করে মহারাণীর জয়ধ্বনি দিল।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুমি একা, এ্যাণ্টনি কোথায়? দেখি, তুমি সে পরশপাথরের কাছ থেকে সোনা হয়ে এসেছ কিন? প্রিয়তম এ্যাণ্টনির সংবাদ বল।

অ্যালেকসাস বলল—আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এখানে আসছি তখন এই মুক্তোটি বার বার চুম্বন করে আমার হাতে দিলেন আর যা বললেন তা আমার মনে গাঁথা আছে।

ক্লিওপেট্রা অধৈর্য্য হয়ে বলল—কি? কি বলেছে বল?

অ্যালেকসাস বলল—তিনি বললেন যে, রাণীকে বলো তার পায়ে আমার মন রয়েছে। এই সামান্য মুক্তা তার হাতে দেবার উপযুক্ত নয়। তাও এখন এটা দিয়ে যা কিছু ভুল হলো, তা নতুন রাজ্য উপহার দিয়ে সংশোধন করব। পুরো পূর্বদেশের অধিবাসীরা তাঁকে মহারাণী বলে সম্বোধন করবে। এই বলে তিনি ঘোড়ায় উঠলেন। আমি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি ঘোড়ায় ওঠা মাত্র ঘোড়াটা সগর্বে এমন চীৎকার করে উঠলো যে, আমার আর কোনো কিছু বলা হল না।

ক্লিওপেট্রা বলল—তাকে কি খুব দুঃখিত দেখে এলে, নাকি তিনি খুব হাসিখুশী ভাবে দিন কাটাচ্ছেন।

অ্যালেকসাসব বলল—কি বলল, যেমন শীত আর গরমের মাঝে বসন্ত আসে। শীত আর গরম দুটোই এই কালে মাঝামাঝি থাকে তেমনি তার ভাব। দুঃখ-দুঃখ নয়, আবার হাসি—হাসিও নয়, দুটোর মিলান মিশান ভাব।

ক্লিওপেট্রা উচ্ছ্বসিতভাবে বলল—শোন সখি, শুনছিস তো, কি সুন্দর ভাব। এমনি ভাবই তো তাকে মানায়। বল তো কেন দুঃখিত হয় নি। তিনি যদি দুঃখিত হন তাহলে

পাত্রমিত্র অসুখী হবে তাই। আবার আনন্দিত হয়নি কারণ, তাতে সবাই বুঝতে পারবে যে কোথায় তার আনন্দ আর তার আনন্দ যেখানে, মনও সেখানে পড়ে আছে। আর দেখো সখি, দুঃখ আর আনন্দ এই দুটোই প্রিয়তম সখাকে যেমন মানায় তেমন আর কাউকে মানায় নি। আচ্ছা অ্যালেকসাস, আমি যে চিঠিপত্র দিয়ে পত্র বাহকদের পাঠিয়েছি পথে কি তোমার তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

অ্যালেকসাস বলল—পথে আসতে আসতে প্রায় কুড়িজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আপনি পর পর এত লোক পাঠিয়েছেন?

ক্লিওপেট্রা বলল—তার খবর নিতে যেদিন আমার ভুল হবে সেদিনকার মতো দুর্দিন আর পৃথিবীতে কখনো হবে না। যেদিন সে জন্মগ্রহণ করবে সেও ভিখারী হবে।

এখন তুমি বিশ্রাম নাও। সখি, আমাকে কালি-কলম দে। সীজারের বাপকে কি আমি এত ভালবাসতাম।

চারমিয়ান বলল—কার কথা বলছ? বীর সীজার?

ক্লিওপেট্রা বলল—আমি দিব্যি করে বলছি আমি তোর মুখ দিয়ে রক্ত তুলবো, যদি তুই আমার প্রাণ-সখার সঙ্গে সীজরের তুলনা করিস।

চারমিয়ান বলল—বাঃ এতে আমার দোষ কি? তুমি যেমন বলতে, আমি তেমনি বলছি ?

ক্লিওপেট্রা বলল—কোন কালে কি বলেছি ...... তার সাথে এখন কি? তখন তো আমার বয়স কম ছিল। বুদ্ধিই বা কি ছিল? দে, কালি কলম দে। প্রতিদিন তার কাছে পর পর চিঠি যাওয়া চাই। নাহলে এ রাজ্য জনশূন্য করব।

মেসিনাতে নিজের বাড়ীতে পম্পি, মেনিক্রেটিশ ও মিনাসকে নিয়ে ঢুকল। ঘরে ঢুকে পম্পি বলল—দেখো, যদি ধর্ম থাকে তাহলে আমাদের জয় হবে।

মেনিক্রেটিশ বলল—এক্ষণি কোন ফল পাচ্ছেন না বলে হতাশ হবেন না।

পম্পি বলল—যার জন্য আকাঙ্খা আশায় থাকতে তা আর থাকে না।

মেনিক্রেটিশ বলল—না জেনে যদি কখনো কারো অনিষ্ট কামনা করে থাকি, করুণাময় ভগবান সে আকাঙ্খা পূর্ণ করে না। দেবতার বিড়ম্বনাও আমাদের পক্ষে হিতকর।

পম্পি বলল—আমার ভালোই হবে। কারণ লোকে আমায় শ্রদ্ধা করে। জল পথে একা আমার আধিপত্য আমার প্রভাব দিন দিন চন্দ্রকলার মতো বাড়ছে। আশা হচ্ছে, দিনে দিনে তার পূর্ণ বিকাশ হবে। এ্যান্টনি আমোদ-প্রমোদ ফেলে যুদ্ধে আসবে না। সীজার প্রজাদের থেকে জোর করে টাকা পয়সা নিচ্ছে, আর এতে করে প্রজাদের শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। লিপাইডাস হচ্ছে ধামা-ধরা। তার কাজ এদের দুজনের মন জোগানো, এরাও লিপাইডাস সঙ্গে মৌখিকভাবে ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু আসলে লিপাইডাস, এ্যান্টনি বা সীজার কাউকেই সত্যিকারের স্নেহ করেন না। আর এরাও লিপাইডাসকে পাত্তা

দেয় না।

মিনাস বলল—কিন্তু, সীজার আর লিপাইডাস তো যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। সঙ্গে প্রচুর সৈন্য সামন্তও রয়েছে।

পম্পি বলল—কে বলেছে? মিথ্যা কথা।

মিনাস বলল—কিন্তু, সিলভিয়াসের কাছে শুনলাম যে।

পম্পি বলল—সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। আমি জানি তারা দুজনেই এ্যাণ্টনির জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে ছাড়া তারা যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। এখন আমি চাই, রতিদেবীর হয়ে ক্লিওপেট্রার শুকনো ঠোঁটে আবার মধুর সঞ্চার হোক। তার রূপ উথলে উঠুক। আর এ্যাণ্টনি সেই রূপের মোহে বাঁধা পড়ে আরও কিছুদিন সময় কাটান। দিন রাত সে ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে মত্ত হয়ে থাকুক যাতে তার মাথায় আর যুদ্ধের চিন্তা না জাগে। তোমার যেন কিছুতেই তৃপ্তি না হয়। তার মানসম্মান সব কিছু সে যেন ভুলে যায়। মান-সম্মান রক্ষার কথা যেন মনেই না পড়ে। এই কথার মধ্যে ভ্যারিয়াসকে ঢুকতে দেখে পম্পি বলল—কি খবর?

ভ্যারিয়াস বলল—খুব বিশ্বস্তসুত্রে শুনলাম, এ্যাণ্টনি রোমে ফিরে আসছেন। প্রতি মুহূর্তে লোকে তার প্রত্যাশা করছে। যে সময় বেরিয়েছেন শুনেছি, তাতে এই এতক্ষণে হয়তো বা এসে পৌঁছে গেছেন।

পম্পি বলল—এই দুঃসংবাদ আমি বিশ্বাস করবো এরকম কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমাদের মতো সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বী—তার জন্য সে ঘোর বিলাসী বিলাস ছেড়ে আমাদের সঙ্গে লড়তে আসবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এ্যাণ্টনির একার বিক্রম এদের দুজনের দ্বিগুণ। আমাদের জন্য এ্যাণ্টনি ক্লিওপেট্রার কাছ ছাড়া হয়ে এখানে আসছে, তাহলে তো বলতেই হয় যে আমাদের খুব ক্ষমতা।

মিনাস বলল—আমার তো বিশ্বাস এ্যাণ্টনির সঙ্গে সীজারের দেখা হলেই একটা গোলমাল হবে। কারণ এ্যাণ্টনির ভাই, ভাই-এর বউ দুজনেই সীজারের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। এ্যাণ্টনির দোষ থাক না থাক তাতে গোলমাল আটকাবে না।

পম্পি বলল—বাইরে প্রবল শত্রু থাকতে এখন ঘরের লোকের সঙ্গে হয়তো ঝগড়া বাধবে না। কারণ আমরা তিনজনের সাধারণ শত্রু। নাহলে একজনের সঙ্গে আরেকজনো যেমন মনের অমিল, তাতে ঝগড়া-বিবাদ একটা ঘটলে মারামারি কাটাকাটি না হয়ে থামতো না। তবে আমাদের ভয়ে আপাতত হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝামেলা করবে না। এখনকার মতো একটা মিটমাট করে নেবে। যাই হোক, ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে। তবে আমাদের প্রাণপণে লড়তে হবে। চলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই।

দেখা গেল লিপাইডাসের ঘরে লিপাইডাস এনোবার্বসকে বলছেন—দেখো, তুমি যদি বুঝিয়ে সুজিয়ে কর্তাকে একটু নরম হতে বলো, তাতে কিন্তু তোমার নাম হবে।

এনোবার্বস বলল—আমি বুঝিয়ে বলবো। মাপ করবেন। কর্তাকে বরং আমি

বিশেষ ভাবে অনুরোধ করব, যখন তিনি সীজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন তখন যেন নিজের কথা ভুলে না যান। সীজার যদি কিছু বলে কোনভাবে কর্তাকে অপমান করেন তাহলে কর্তার উচিত হবে সীজারকে উল্টে অপমান করা। বীরের মতো অপমানের উচিত জবাব দেওয়া। আমি যদি এ্যান্টনি হতাম, আমি আপনার সামনেই বলছি, আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলতাম না।

লিপাইডাস বলল—এখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার সময় নয়।

এনেবার্বস রেগে বলল—সময় অসময় কি? যখন যে কাজ এসে উপস্থিত হয় তখন তার সময়?

লিপাইডাস বলল—ছোট কাজ রেখে বড় কাজ আগে হাতে নেওয়া উচিত।

এনোবার্বস একগুঁয়ে সুরে বলল—ছোট কাজ যদি আগে আসে তাহলে ছোট কাজই আগে হাতে নিতে হবে।

লিপাইডাস বলল—তুমি যে দেখছি ভীষণ রেগে গেছো। তোমায় অনুরোধ করছি, আর যা কর এ্যান্টনিকে আরও উস্কে তুলো না। এই যে এ্যান্টনি আসছেন।

এ্যান্টনি ও ভ্যান্টিভিয়াস ঘরে ঢুকলো। তাদের পিছন পিছন সীজার। মেসিনাস ও আগ্রিপার একে একে ঘরে ঢুকলো।

এ্যান্টনি বলল—শোনো, যদি ঘরের ঝগড়া মিটে যায়, তাহলে তোমাকে পার্থিয়া শাসনে পাঠাব।

সীজার বলল—আমি জানি না, একে জিজ্ঞেস করো।

লিপাইডাস বলল—ভালো কাজ করার জন্য আমরা তিনজন বন্ধুত্ব করেছিলাম। সামান্য কারণে যেন নিজেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি না হয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে যা কিছু বলবার আছে তা ভাল কথায় বল। সাধারণ কারণে অতিমাত্রায় ঝগড়া করা যেন ক্ষত সারাতে গিয়ে কাউকে খুন করা। আমি তোমাদের সবার চেয়ে বয়সে বড়, আমার অনুরোধ, সামান্য কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আর বাড়িয়ো না।

এ্যান্টনি রেগে বলল—বাঃ ভাল কথা দুজনের মুখোমুখি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হলেও আমি শত্রুতা ভুলে ওকে কোলে তুলে নেবো।

সীজার বললেন—এ্যান্টনি আপনি বসুন।

এ্যান্টনি বলল—তুমি বসো। তুমি শুধু শুধু আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন। আমার যদি কোনো দোষক্রটি থাকেও তার সঙ্গে তোমার তো কোন যোগাযোগ নেই।

সীজার বলল—আপনাকে মিথ্যা দোষারোপ করলে আমায় হাসির পাত্র হতে হবে। আপনার গৌরব তো আমায় ঘোষণা করে প্রচার করতে হয় নি। লোকেই করেছে। সেক্ষেত্রে আমার মুখে আপনার কলঙ্ক শুনলে লোকে দ্বিগুণ হাসবে।

এ্যান্টনি বলল—তা ভাল। কিন্তু আমি যে এখানে ছিলাম তোমার তাতে কি অসুবিধা হয়েছে শুনি?

সীজার বলল—শুধু থাকাথাকিতে পরস্পরের কিছু এসে যায় না। আর তা হলে

আমি কিছু বলতামও না। কিন্তু আপনি ওখানে থাকায় আমায় বিপক্ষতাচরণ করা হয়েছে।

এ্যাণ্টনি বলল—বিপক্ষতাচরণ মানে কি বলতে চাও?

সীজার বলল—এখানে যা ঘটনা তা থেকেই বুঝুন। আপনার ভাই, আপনার বউ আমাকে বিশেষ কষ্ট দিয়েছে, তা কেবল আপনার জন্য।

এ্যাণ্টনি বলল—তুমি ভুল করেছো। আমার ভাই তো আমার জন্য যুদ্ধ করে নি। যারা সে যুদ্ধে লড়াই করেছে, এমন সব লোককে আমি প্রশ্ন করে জেনেছি। আর তোমার আমার স্বার্থ কি আলাদা? তোমার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে সে তো আমারও বিপক্ষে গেছে। আমি তোমাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তাতে তো সব বুঝিয়ে খুলে লিখেছি। তাও কেন একথা বলছ। যদি তোমার ঝগড়া করবার মতলব থাকে তাহলে অন্য কোন ছল খোঁজো।

সীজরা বলল—আমি চিঠির কথা ভুলে গেছি বলে আপনি গর্ব করছেন। কিন্তু মোটেই ভুলিনি। আপনি যে চিঠির কথা উল্লেখ করলেন, সেটা পড়লেই বোঝা যায় সেটা আপনি আপনার দোষ কাটানোর জন্য কতগুলি কারণ দেখিয়ে লিখেছেন।

এ্যাণ্টনি বলল—কি কারণ বল? তুমি আমার রজ্যের অংশীদার। তোমার ক্ষতি করলে যে আমারও ক্ষতি করা হয় এটুকু তুমি বোঝো না? আর আমার বউ-এর কথা যদি বল তাহলে তার মতন স্বাধীন তেজী বউ যদি তোমার থাকতো তাহলে বুঝতে তাকে শাসন করা কত অসুবিধে। তার চেয়ে একটা রাজ্য চালানো অনেক সোজা।

এনোবার্বস বলল—সবার যদি এমন বউ থাকতো তাহলে আর যুদ্ধে যাওয়ার দরকার হতো না। স্বামীর সঙ্গে ঘরে স্ত্রীর এক হাত হয়ে যেতো।

এ্যাণ্টনি বলল—তার তেজস্বিনী স্বভাব আর কিছুটা তার মনে অভিসন্ধিও ছিল এই দুইয়ে মিলে হয়তো তোমার কিছু কষ্ট হয়েছে, তা এর জন্য আমাকে কেন অপরাধী করছো?

সীজার বলল—আপনি আমার চিঠি পড়েননি। এছাড়া আমার পাঠানো দূতকে আপনি যথেষ্ট অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

এ্যাণ্টনি বলল—অনুমতি না নিয়ে সে আমার ঘরে ঢুকেছিল, দূতটা এমন অসভ্য। এছাড়া তখন আমি ঠিক ছিলাম না। কারণ তিনজন রাজাকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলাম। পরদিন সকালে তোমার দূতকে সব কথা বলেছি। সে-ই তো একরকম আমার মাপ চাওয়া হয়ে গেছে। তাই সে কথা নিয়ে আর ঝগড়া চলে না। যদি ঝগড়া করতেই হয় তাহলে তার মতো তুচ্ছ লোকের কথা ছাড়।

সীজার বলল—আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন। সে দোষ আমায় কখনো দিতে পারবেন না।

লিপাইডাস বলল—অনেক তো হল, এবার অন্য কথা বল।

এ্যাণ্টনি রেগে বলল—না, না, বলতে দিন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা মহাপাপ। অতি

গুরুতর অভিযোগ। কি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছি শুনি?

সীজার বলল—আপনি আমায় কথা দিয়েছিলেন যে যখন প্রয়োজন হবে আমাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু যখন আমার প্রয়োজন হওয়াতে সৈন্য চেয়েছিলাম, দিতে রাজী হন নি।

এ্যান্টনি বলল—অরাজীও হইনি। তবে হ্যাঁ অতটা কান দিইনি। যখন তোমার দূত যায় তখন আমার মেজাজ ভাল ছিল না। অবশ্য তাতে আমার কিছু দোষ হয়েছে। কিন্তু তা বলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি, তা মানি না। আমার যা দোষ, তা আমি লুকিয়ে না রেখে স্বীকার করলাম। তাতে আমার কোনো সম্মান হানি হবে না। আসল কথা, আমার বউ আমাকে এখানে ফিরিয়ে আনার জন্য এসব করেছে? আমি এসবের কিছুই জানতাম না। তাতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে মাপ কর।

লিপাইডাস বলল—এর উপরে আর কথা কি?

মেসিনাস বলল—যদি আর ঝগড়া বাধাবার ইচ্ছে না থাকে তো কথা এইখানেই শেষ হোক।

এনোবার্বস বলল—আমিও তাই বলি, আপাততঃ না হয় দুজনে দুজনের স্নেহ ধার করুন। তারপর পম্পির ঝামেলা মিটলে সুদে আসলে হিসাব-নিকাশ করবেন। তখন না হয় দুজনে নিশ্চিন্ত হয়ে মনের সাধ মিটিয়ে ঝগড়া করবেন।

এ্যান্টনি বলল—তোমার কাজ যুদ্ধ করা, এসব তুমি কি বোঝো? চুপ করে থাকো।

এনোবার্বস বলল—ও, সত্যদেবীর যে কথা বন্ধ হয়েছে, আমার মনে ছিল না।

এ্যান্টনি বলল—দ্যাখো এ বড় মানুষের সমাজ। এখানে বাজে কথা বোলো না, চুপ করো।

এনোবার্বস বলল—আরে এই আমি আমার মুখে পাথর চা[illegible] দিলাম।

সীজার বলল—ও বলতে জানে না, নাহলে কি অন্যায় কথাটা ও বলছে? আমাদের মনের মিল ক'দিন থাকবে। ওঁর চালচলন একরকম, আমার প্রকৃতি চালচলন আর এক রকম। যদি আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব স্থায়ী করবার কোনো উপায় জানতাম। তা অবশ্যই করতাম।

আগ্রিপার বলল—যদি দাসকে অনুমতি করেন একটা কথা বলবো।

সীজার বলল—বলো।

আগ্রিপার বলল—আপনার একটি সর্বগুণসম্পন্ন বোন আছে—এ্যান্টনির সম্প্রতি সংসার শূন্য।

সীজার বলল—কি বলছ? ক্লিওপেট্রা শুনতে পেলে তুমি উপযুক্ত শাস্তি পেতে।

এ্যান্টনি বলল—আমার তো এখনো বিয়ে হয় নি। ও যা বলছিল বলুক।

আগ্রিপার বলল—বীর এ্যান্টনির সঙ্গে আপনার বোনের বিয়ে হলে আপনাদের বন্ধুত্ব অটুট হবে। আপনার বোন আদর্শ সুন্দরী আর এ্যান্টনির মতো সর্বগুণের

অধিকারী এ সম্বন্ধ স্থাপিত হলে দুজনের মনে আর কোন হিংসা-দ্বেষ থাকবে না। দু-জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ির ভয় একেবারেই থাকবে না। আমার অপরাধ নেবেন না। এই কথা অনেকদিন আমি মনে মনে ভেবে রেখেছি—আজ প্রকাশ করলাম।

এ্যাণ্টনি বলল—তুমি কি বলো, সীজার?

সীজার বলল—আপনি কি বলেন আমি আগে শুনি, তারপর আমি বলবো।

এ্যাণ্টনি বলল—আমি রাজি হলাম, কিন্তু এ বিবাহ সম্পন্ন করবে কে?

সীজার বলল—আমার মতে আমার বোনের কোনো অমত হবে না।

এ্যাণ্টনি বলল—এই সৎ কাজে আমি স্বপ্নেও বাধা দিতে চাই না। আমি রাজী। এরপর আমরা দুজন দুজনকে ভাইয়ের মতো ভালবাসবো।

সীজার বলল—আমার বোন আপনার হলো। ভগবানের কৃপায় সে যেন বহুদিন বাঁচে তাহলে আমাদের বন্ধুত্বও বাঁচবে। আর যেন আমাদের মধ্যে মনের অমিল মতের অমিল না হয়।

এ্যাণ্টনি বলল— পম্পির বিরুদ্ধে আমার অস্ত্রধারণ করার ইচ্ছা ছিল না—সম্প্রতি সে আমার একটা মহা উপকার করেছে। কৃতজ্ঞতা না জানালে অখ্যাতি হবে। তাই ভাবছি প্রথমে তাকে একটা ধন্যবাদ দেবো তার পরেই তাকে যুদ্ধে আহ্বান করবো।

লিপাইডাস—তবে আর দেরী করা উচিত নয়। পম্পির বিরূদ্ধে এখনি যাত্রা করতে হবে—না হলে সে এগিয়ে আসবে।

এ্যাণ্টনি বলল—পম্পি এখন কোথায়?

সীজার বলল—সে এখন মিসেনাম্ পর্বতের কাছে শিবির ফেলে বসে আছে।

এ্যাণ্টনি বলল—তার সৈন্য সংখ্যা কত?

সীজার বলল—প্রচুর। দিনে দিনে বাড়ছে। জলপথে তার একারই রাজত্ব।

এ্যাণ্টনি বলল—লোকে বলে অতএব একবার চোখে দেখা প্রয়োজন। তার জন্য তাড়াতাড়ি করতে হবে। যে বিষয়ে এতক্ষণ কথাবার্তা হলো আগে তা সম্পন্ন হোক।

সীজার বলল—বেশ তো আপনি এখনি চলুন, আমার বোনকে দেখবেন।

এ্যাণ্টনি লিপাইডাসকে বলল—আপনিও আমার সঙ্গে আসছেন তো?

লিপাইডাস বলল—সে কথা আর বলতে। মৃত্যু-শয্যায় পড়ে থাকলেও আমি যাবো।

সীজার, এ্যাণ্টনি ও লিপাইডাস চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই মেসিনাস বললো—স্বাগত! শুভাগত!

এনোবার্বস মেসিনামকে বললো—কে ও? রাজবন্ধু!

আগ্রিপার বলল—আসতে আজ্ঞা হোক।

মেসিনাস বললো—এদের মিটমাট হলো বড়ো আনন্দের বিষয়। তবে সেখানে এক রকম কাটালে ভালো। খুব মজায় ছিলে।

এনোবার্বস বলল—আট-আটটা বরা নাকি বারোজন মিলে খেয়েছিলে?

মেসিনাস বলল—সে তো মাছির খাবার। কত বড় বড় ভোজসভার আয়োজন হয়েছে।

মেসিনাস বলল—যে রকম শুনতে পাই, ক্লিওপেট্রা নাকি বিশ্ববিজয়ী!

এনোবার্বস বলল—সে কথা বলতে। সিডমাস্ নদীতে আমাদের কর্তার সঙ্গে প্রথম যখন দেখা হলো তখন প্রাণটুকু একেবারে মুঠোর মধ্যে পুরে নিলে।

আগ্রিপার বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি—বজরায় চড়ে প্রথম দেখা করতে আসে।

এনোবার্বস বলল—আমি বলছি শোনো। চমৎকার কাহিনী। বজরাখানা যেন সোনার সিংহাসন, জলের উপর আগুনের শিখার মত জ্বলছে। সোনার হাল ঝকঝক করচে। বেগুনী রং-এর পাল তোলা, তাতে ভুর-ভুর করছে সুগন্ধ। ঝুরঝুরে বাতাসে প্রেম যেন চুর হয়ে পালের গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। বজরা থেকে মিষ্টি বাঁশীর আওয়াজ আসছে। তার তালে তালে জলে প্রেমের লহর তুলে রুপোর দাঁড় পড়ছে। রূপসীর বর্ণনা আর কি দেবো। জরির বিছানায় শুয়ে আছেন যেন সাক্ষাৎ মদনের মনোমোহিনী। দুপাশে দুটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে যেন কামদেবের বাচ্চা, তারা আস্তে আস্তে পাখা দুলিয়ে হাওয়া করছে, যেন ভামিনী প্রেমের আগুনে হাওয়া দিচ্ছে।

আগ্রিপার বলল—আহা! এ্যান্টনির চোখ সার্থক।

এনোবার্বস বলল—আরও আছে শোনো। নাগকন্যার মতো সব চাকরানি—ইঙ্গিতে উঠছে বসছে, নড়ছে, নিরেছে রূপের ছটায় চারিদিকে ঢেউ তুলছে। কেউ ধরছে হাল, কেউ ধরছে পাল। বজরা থেকে গন্ধ ছড়াতে লাগল। পাড়ের লোক সব ভিড় করে তীরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। শহরে আর মানুষ ছিল না। কেবল এ্যান্টনি হাটের সামনে একলা দাঁড়িয়ে শূন্য মনে শীষ দিচ্ছিলেন। কাছে আর কে থাকবে। হাওয়া পর্যন্ত ক্লিওপেট্রাকে দেখতে ছুটে গেছে।

আগ্রিপার বলল—সত্যি কি সুন্দর।

এনোবার্বস বলল—ক্লিওপেট্রা বজরা থেকে কুলে উঠলেন। এ্যান্টনি দূত পাঠালেন। দূত সম্ভাষণ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণ জানাল। ক্লিওপেট্রা বলল—তা কি করে হয়। আজ বরং এ্যান্টনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। আর জানো তো, কর্ত্তা আমাদের চিরকালই খুব সপ্রতিভ। বড়লোকেরা অনুরোধ করলে কখনো না বলেন না। চেহারায় যাতে চেকনাই আসে তার জন্য কমপক্ষে দশবার দাড়ি কামালেন। তারপর ঘুমিয়ে উঠে ফিটফাট বর সেজে ধীরে সুস্থে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। গিয়ে চোখ দিয়ে ক্লিওপেট্রার রূপ গিললেন আর ফিরে আসার সময় নিজের হৃদয়খানি তার পায়ে সেলামি হিসাবে দিয়ে ফিরে এলেন।

আগ্রিপার বলল—রূপশাহী বিবি। এই সীজারের বাপ অত বড় বীর ছিল, তাকেই এক বারের জন্য তলোয়ার খাপছাড়া করতে দেয় নি।

এনোবার্বস বলল—রূপসীকে একবার রাস্তা বেড়াতে দেখেছিলাম। চল্লিশ পায়ের

মতো গিয়ে তাঁর হাপানি। বাক্‌রোধ, দম একেবারে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার কি বাহার।

মেসিনাস বলল—এইবার এ্যাণ্টনিকে ছাড়তে হবে।

এনোবার্বস বলল—এ কথা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না—এ্যাণ্টনিকে কখনও ছাড়বে না। মেয়েমানুষটা কেমন জান? এত বয়স হয়েছে তবু রস মরে নি। যতই নাড়ো চাড়ো, পুরোনো হবার নয়। ক্লিওপেট্রার প্রেমে অরুচি হয় না, বরং রুচি বাড়ে। তার সব কিছু সুন্দর, কোনো কিছুকে খারাপ বলতে পারবে না। সে যদি খারাপ ভাবে কথা বলে তাহলেও প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়। হাবভাব, চালচলন দেখলে মুনি-ঋষির মাথাটা ঘুরে যায়।

মেসিনাস বলল—লজ্জা, রূপে, গুণে যদি তোমাদের কর্ত্তা বশ হন তাহলে সীজারের বোনকে পেয়ে সুখী হবেন।

আগ্রিপার বলল—চলো, বাড়ী যাওয়া যাক। যে ক'দিন এখানে আছ, আমার বাড়ীতে অতিথি হয়ে থাকতে পারবে না?

এনোবার্বস বলল—আনন্দের সঙ্গে থাকব।

রোমে সীজারের বাড়ীতে একটি ঘরে সীজর, এ্যাণ্টনি অক্টোভিয়া ও অনুচরদের কথা বলতে বলতে ঢুকতে দেখা গেল।

এ্যাণ্টনি বলল—অক্টোভিয়া, কোনো দরকারী কাজ না থাকলে আমি কখনো তোমাকে ফেলে যাবো না।

অক্টোভিয়া—বলল—তুমি যখন দূরে থাকবে তখন আমি ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করবো।

এ্যাণ্টনি বলল—সত্যি! লোকে আমায় যত খারাপ মনে করে তত তুমি মনে করো না। যা হোক, অনেকদিন নানারকম ঝামেলায় কাটিয়েছি। এখন থেকে সংসারী হবে।

সীজার বলল—এসো, আমরা যাই। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

সীজার ও অক্টোভিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই গণক ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে এ্যাণ্টনি বলল—তুমি কি দেশে যেতে চাও?

গণক বলল—ফিরে যেতে পারলে বাঁচি। এখানে এসে অবধি পস্তাচ্ছি। ভাল চান্ তো আপনিও চলুন। আবার মিশরে ফিরে চলুন।

এ্যাণ্টনি বলল—এ কথা বলছ কেন বল দেখি।

গণক বলল—কেন সেটা ঠিক বলতে পারব না। তবে মন বলছে এখানে থাকা ঠিক হবে না। আমার কথা শুনুন, এখান থেকে সরে পড়ুন।

এ্যাণ্টনি বলল—আচ্ছা, তুমি বলতে পারো কার কপাল ভাল? আমার না সীজারের?

গণক বলল—সেটাই তো বলতে চাইছি। সীজারের সঙ্গে আপনি থাকবেন না। আপনার সব শক্তি সীজারের কাছে ব্যর্থ হবে। সীজার যেখানে, সেখানে আপনার মাথা উঁচু থাকবে না। আপনি তার কাছ থেকে দূরে সরে যান। তার কাছে থাকলে আমার বিপদ হবে।

এ্যাণ্টনি বলল—এ সব কথা আর বোলো না।

গণক বলল—আমি তো কেবল আপনার সামনেই বলছি। আমি কি বাজারে ঢাক পিটিয়ে বলতে যাচ্ছি? সীজারের সঙ্গে যে চালই চালতে যাবেন তাতে আপনার হার হবে। ওর সামনে আপনার সব বীরত্ব টিমটিম করে। ওর কাছ থেকে দূরে গেলেই আপানর বীরত্ব স্বমহিমায় প্রকাশ পায়।

এ্যাণ্টনি বলল—যাও, সেনাপতিকে পাঠিয়ে দাও। গণক চলে গেলে মনে মনে বলল—সেনাপতিকে পার্থিয়া শাসনে পাঠাই। বিদ্যা-বলেই হোক, আর যেই ভাবেই হোক বলেছে ঠিক। আমার সব চাল সব কৌশল সীজারের ভাগ্যের জোরে হার মেনে যায়। সীজারের থেকে আমায় দূরে যেতে হবে। তার বোনকে বিয়ে করে আগে তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হই। তার পর এখানে বিয়ে করলাম বটে—স্ফূর্তি করবো মিশরে গিয়ে।

এই সব ভাবনার মধ্যেই ভেণ্টিভিয়াস ঘরে ঢুকলো, তাকে দেখে সীজার বলল—ওঃ! তুমি এসো, এইবার তুমি পার্থিয়া শাসনে যাও। তোমার যাওয়ার জন্য কাগজপত্র তৈরী আছে। আমার সাথে চলো তোমাকে সেটা দিই।

রোমের রাজপথে লিপাইডাস, মেসিনাস ও আগ্রিপারকে হাঁটতে দেখা গেল। লিপাইডাস মেসিনাস ও আগ্রিপারকে বলল—আর কেন কষ্ট করে আসছো। তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে সেনাপতিকে নিয়ে যাত্রা করো।

আগ্রিপার বলল—আমরা তো তৈরী। অক্টোভিয়ার কাছ থেকে এ্যাণ্টনির বিদায় নিতে যা দেরী। তার হলেই আমরা শুরু করবো।

লিপাইডাস বলল—তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রেই একেবারে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

মেসিনাস বলল—পথের অনুমানে মন হয় আপনার আগে আমরা সেখানে পৌঁছাব।

লিপাইডাস বলল—তা ঠিক। তোমরা সোজা পথ দিয়ে যাবে। আমরা একটু ঘুর পথে যেতে হবে কারণ আমরা একটা কাজ আছে। তোমরা মনে হয় আমার দু'দিন আগে পৌঁছবে।

মেসিনাস ও আগ্রিপার দুজনে ভগবানের নাম করে বলল—আমাদের প্রার্থনা, তিনি আমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করুণ। পম্পির দর্প যেন চূর্ণ হয়।

লিপাইডাস বলল—তবে আমি এগুই। তোমরাও বিনা বাধায় যেন যাত্রা করতে পারো এই কামনা করি।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরের রাজবাড়ীর একটি ঘরে ক্লিওপেট্রা, আইরাস, চারমিয়ান ও আলেকসাস কথাবার্তা বলছিল।

ক্লিওপেট্রা বলল—কেউ একটু গান গাও শুনি। আমাদের মতো যারা প্রেমের ব্যবসা করে, সঙ্গীতের মধু তাদের একমাত্র রুচিকর খাদ্য।

অনুচর হাঁক দিল—মারভিয়ান, মহারাণী গান শুনবেন।

মারভিয়ান গান গাইতে ঢুকলে ক্লিওপেট্রা বলল—থাক্, আর গানে কাজ নেই। তার চেয়ে চলো একটু খেলা করি।

চারমিয়ান বলল—কিন্তু আমার হাতটা ব্যাথা করছে মারভিয়ান, তুমি মহারাণীর সঙ্গে খেলবে।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমি নারী, অতএব নারী হয়ে আরেকজন নারীর সঙ্গে খেলা করা যা পোকার সঙ্গে খেলাও তা। কি বল, মারভিয়ান—খেলবে?

মারভিয়ান বলল—আমি যথাসাধ্য আপনার মনে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করব।

ক্লিওপেট্রা বলল—চেষ্টা করাটাই আসল। চেষ্টা করেও কেউ যদি কোন কাজ না পার, তাহলে তাকে ক্ষমা করা যায় না। খেলতে ভালো লাগছে না, চল নদীতে মাছ ধরি গিয়ে। ছিপটা আনো। বাজনা বাজবে আর তার তালে তালে মাছগুলো চারে টেনে এনে বঁড়শীতে গাঁথবো। মাছগুলিকে মনে করব এ্যাণ্টনি। একটা একটা চেপে আনবো আর বলবো—কি প্রিয়, আর তুমি কোথায় যাবে। খুব আনন্দ হবে।

চারমিয়ান বলল—সখি, আর কি আগের মতো আনন্দ হবে। মনে আছে তোমার সঙ্গে তিনি মাছ ধরতে যাবেন। তখন তোমার ডুবুরি জলে ডুবে তাঁর বঁড়শীতে মরা মাছ গেঁথে দিত—আগ্রহসহকারে সে মাছ তিনি টেনে তুলতেন। আর সে কি হাসি......

ক্লিওপেট্রা বলল—সে একদিন গেছে, তাকে নিয়ে যা মনে করেছি, তাই করেছি এই হাসিয়েছি, এই জ্বালিয়েছি, এই ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। সকাল থেকে উঠে আনন্দ স্ফূর্তি শুরু করতাম। দুপুর হতে না হতে সে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো, আমার পোষাক পরিয়ে তাকে ক্লিওপেট্রা সাজাতাম। আর তার বিশ্ব-বিজয়ী তরবারি আমি কোমরে আঁটতাম।

একজন দূতকে ঢুকতে দেখে ক্লিওপেট্রা তাকে বলল—সখার সংবাদ এনেছো? সখার সংবাদ শোনাবার জন্য আমার মন আকুল হয়ে আছে।

দূত বলল—মহারাণী.....

ক্লিওপেট্রা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—কি, সে জীবিত নেই। এই খবর যদি তুই আমাকে দিস তাহলে আমার মৃত্যু হবে। যদি শুনি সে ভাল আছে, এখনো বিয়ে করেনি তাহলে তোকে রাশি রাশি সোনার টাকা দেবো। আমার যে হাতে রাজারা সম্মান দিযে চুমু খায়, সেই হাতে ঠোঁট দিয়ে তুই ধন্য হবি।

দূত বলল—তিনি ভাল আছেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—বেশ কথা, তার জন্য তোকে বেশী করে পুরস্কার দেবো। কিন্তু কেমন ভালো আছে, মরা মানুষও তো ভাল থাকে। তোর ভালোর মানে যদি তাই হয় তাহলে যে সোনার টাকা তোকে দেব বলেছি, সেই টাকা গলিয়ে তোকে খাওয়াবো।

দূত বলল—আমার কথা সব আগে শুনুন.......

ক্লিওপেট্রা বলল—বল, আমি শুনি, কিন্তু তোর মুখ দেখে তো আমার ভাল মনে হচ্ছে না। যদি সে সত্যি সত্যিই ভাল থাকে তাহলে সেই ভাল খবরটা নিতে এমন

বিরস মুখে এসেছিস কেন? আর যদি কোনো অমঙ্গল তার হয়ে থাকে তাহলে মানুষের বেশে না এসে তোর বিভীষিকা বেশে আসা উচিত ছিল।

দূত বলল—আমার সব কথা আগে শুনবেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—শোনবার আগে তোকে পিটাতে ইচ্ছা করছে। তবু যদি এখনো শুনি, তিনি বেঁচে আছেন, ভাল আছেন, সীজারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, তিনি বন্দী হননি তাহলে তোকে আমার সামনে বসিয়ে তোর মাথায় সোনা-মুক্ত বৃষ্টি করবো।

দূত বলল—রাণী, তিনি ভাল আছেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—ভাল।

দূত বলল—সীজারের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব হয়েছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুই খুব ভালো।

দূত বলল—সীজারের সঙ্গে পূর্বেকার চেয়ে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়েছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—তোকে আর চাকরানী করতে হবে না। তোকে আমি অতুল ধনরত্ন দেবো।

দূত বলল—কিন্তু.......

ক্লিওপেট্রা বলল—আবার কিন্তু কি? 'কিন্তু' শুনলে খুব ভাল করে ওর মুখে ছাই—'কিন্তু' শুনলে মনে হয় কে এক ভীষণ বাজে লোককে বন্ধু করে রেখেছিল, মুক্ত করে দিয়েছে। শোনো, আর আমাকে চিন্তার মধ্যে রাখে না—ভাল মন্দ বা বলবার, একেবারে বল। সীজারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, সে ভাল আছে, আরও বলছ, এখনো তিনি বিবাহ করেন নি।

দূত বলল—বিবাহ করেন নি, একথা তো বলিনি, সীজারের বোনের সঙ্গে—

ক্লিওপেট্রা বলল—সখি, আমার রক্ত যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

দূত বলল—সীজারের বোনের সাথে তার বিয়ে হয়েছে'

ক্লিওপেট্রা বলল—যম তোকে মনে করেছে এবং দূতকে মারতে লাগল।

দূত বলল—কি কারণ, ধৈর্য ধরুন।

ক্লিওপেট্রা তাকে আবার মেরে বলল—বলছিস কি যা দুর হ এখান থেকে। লাথি মেরে তোর চোখ থেতলে দেবো। তোর মাথায় একটা চুলও রাখবো না। তোকে চাবুক মারব, তারপর কাটা জায়গায় নুন লঙ্কা দিয়ে তোকে শাস্তি দেবো।

দূত বলল—মহারাণী দয়া করুন। আমি বিয়ের খবরটা এনেছি মাত্র। আমি তো সম্বন্ধ ঠিক করে দিই নি।

ক্লিওপেট্রা বলল—বল সব মিথ্যা বলেছিস, তোকে আমি একটা সুবার আধিপত্য দিচ্ছি। তোকে অঢেল ধনরত্ন দেবো।

আমাকে রাগিয়ে দিয়ে যে আঘাত পেয়েছিস, তার বিনিময়ে চিরদিন সুখে থাকবি।

দূত বলল—তার বিবাহ হয়েছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—তোরও তাহলে আয়ু শেষ হয়েছে। এই বলে ছুরি তুলে দূতকে

মারতে গেল।

দূত করেন কি? আমার কি অপরাধ বলে দৌড়ে পালালো।

চরামিয়ান বলল—সখি, ভুল কোরো না, এতো নিরপরাধ।

ক্লিওপেট্রা বলল—নিরপরাধ বলে বাজের লক্ষ্য এড়ায় না। এ-বাজের সর্বনাশ হোক। যত অহিংস প্রাণী আছে সব কাল-সর্পের রূপ ধরে জীব-হিংসা করুক। আমি পাগল হয়েছি সত্য কিন্তু তাকে কামড়াবো না। সে দুর্ভাগা দূতকে ডাকো। চারমিয়ান দূতকে ডাকতে গেলে ক্লিওপেট্রা বলল—সত্যি তার কি দোষ। ছোটলোকের গায় হাত দিয়ে আমি আমার হাত কলঙ্কিত করেছি। আসলে আমি আমার ক্ষতি নিজেই করেছি।

চারমিয়ান দূতকে নিয়ে ঢুকলে তাকে বলল—শোনো—সত্যের খাতিরেও কাউকে খারাপ খবর দিতে নেই। ভাল খবর শত মুখে প্রচার কর। খারাপ খবর কাউকে বলে জানাতে হয় না। তা আপনা-আপনি অন্তরের চিন্তায় প্রকাশ হয়।

দূত বলল—খবর দেওয়া আমার কাজ। আমি আমার কর্তব্য করেছি।

ক্লিওপেট্রা বলল—বিয়ে হয়েছে কিনা—বল, তোকে যতদূর ঘৃণা করবার করেছি সত্যি কথা বললে তার চেয়ে বেশী করবো না।

দূত বলল—বিয়ে হয়েছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—তোর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। এখনো মুখে সেই কথা?

দূত বলল—মিথ্যা কথা বলবো?

ক্লিওপেট্রা বলল—বললে ভাল হতো। তোর পাপে যদি আমার রাজ্য জলে ডুবে সাপের রাজ্যে পরিণত হতো, তাতে দুঃখ করতাম না। এখন যা আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা, তোর মুখ দেখতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। তুই যদি সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি হতিস তাহলেও তুই আমার চোখে কুৎসিত। সে বিবাহ করেছে?

দূত বলল—আমায় ক্ষমা করুন, কি বলবো?

ক্লিওপেট্রা বলল—বিয়ে হয়েছে কি না বল।

দূত বলল—আপনাকে রাগিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার নেই। আপনার আদেশেই আমি খবর এনেছি। তার জন্য আমার শাস্তি কেন? সীজারের বোনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুই দোষী না তবুও তার অপরাধে তোর শাস্তি। যা ঠিক করে জানিস না, তা কেন বলছিস? আমর সামনে থেকে যা। তোর এই অশুভ সংবাদ নিয়ে যা, আমি চাই না এই অশুভ সংবাদই তোর ক্ষতি করুক।

চারমিয়ান বলল—রাণী ধৈর্য্য ধরো।

ক্লিওপেট্রা আক্ষেপের গলায় বলল—এ্যাণ্টনির প্রশংসা করতে আমি মৃত সীজারের কত নিন্দা করেছি।

চারমিয়ান বলল—তা সত্যি, অনেকবার করেছো।

ক্লিওপেট্রা বলল—এই তার প্রতিদান? আমি উঠতে পারছি না। আমায় ধরে নিয়ে

চলো। শরীর ঝিমঝিম করছে মনে হয় অজ্ঞান হয়ে যাবো। সখি আমায় দেখো, আচ্ছা থাক। আলেকসাস যাও তো দূত হতভাগাকে জিজ্ঞেস করে এসো। অক্টোভিয়াকে দেখতে কেমন? তার বয়স কত? তার স্বভাব কিরকম? চুলের রং কেমন তাও জেনে এসে আমাকে সরাসরি বলো। আলেকসাস চলে গেলে রাণী বলতে লাগল—গেছে, আর যেন ফিরে না আসে। আর যেন এ্যাণ্টনিকে দেখতে না হয়। না সে আসুক, তার অর্ধেক দেবতা অর্ধেক পিশাচ। মারভিয়ান, আলেকসাস এটাও জেনে আসতে বলো, অক্টোভিয়া দেখতে কত বড়। সখি এখন আমার সঙ্গে কথা বলো না। তোমার মনের দুঃখ মনেই রাখো, আমায় শোবার ঘরে হাত ধরে নিয়ে চলো, একা যাবার শক্তি নেই।

মাইসেনাম্ পর্বতের কাছে যুদ্ধের বাজনা শোনা গেল। একদিক দিয়ে পম্পি, মেনাসের দল প্রবেশ করল। অন্যদিক দিয়ে সীজার, লিপাইডাস এ্যাণ্টনি, এনোবার্বস, মেনাসের দল প্রবেশ করল। বিবমান দুই পক্ষই আসন্ন যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত। দুই পক্ষ যখন মুখোমুখি হল—

তখন পম্পি বলল—যুদ্ধের আগেই যদি আমাদের ঝগড়া মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া যায় তাহলে আগে সেটা করাই উচিত।

সীজার বলল—আমরাও তাই উচিত বলে মনে করি। এই কারণে আমাদের ইচ্ছা জানিয়ে আপনার কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম। এখন বলুন যদি আমাদের বিচার বিবেচনা ঠিক হয় তাহলে চলুন বৃথা সৈন্য ক্ষয়ের ইচ্ছা আপনার আছে কিনা?

পম্পি বলল—আপনারা তিনজনে ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ। এই বিশাল পৃথিবী তিনভাগে ভাগ করে শাসন করছেন। কিন্তু আপনারাই বিচার করুন আমি থাকা সত্ত্বেও আমার পিতার হত্যার প্রতিবিধান কেন হবে না? আমি সেই জন্য যুদ্ধের আয়োজন করেছি। সেই জন্যই বিপুল জনবল জোগাড় করেছি। রোম অকৃতজ্ঞ। আমার পিতাকে হত্যার অপরাধে যে অপরাধী। আমি তার শাস্তি বিধান করতে চাই।

সীজার বলল—আপনার যা বলবার আপনি স্থির হয়ে অসঙ্কোচে বলুন।

এ্যাণ্টনি বলল—আপনার যুদ্ধ-জাহাজের কথা শুনিয়ে বৃথা ভয় দেখাবেন না। যেখানে আপনার গর্ব, সেখানেই আমরা তা চূর্ণ করবো। জলেই আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধে আগ্রহী। আর আপনার চেয়ে আমাদের স্থলের সৈন্যবল কত বেশী। আশাকরি আপনি তা জানেন।

পম্পি বলল—এটা সত্যি, স্থলে আপনার প্রবল আধিপত্য, নাহলে আমার পিতার হত্যার পর যখন আমার পিতার বাড়ী নিলাম ডেকে বিক্রি হলো, বিনা পয়সায় তা হাতিয়ে নিয়ে কে তা আর ভোগ করতে পারতো? কোকিল আর কবে নিজের বাসা নির্মাণ করে। নিন যতদিন পারেন ভোগ করে নিন।

লিপাইডাস বলল—ওসব কথা তুলে আর কি লাভ! তার থেকে আমাদের প্রস্তাব আপনার মনোনীত কিনা আপনি তাই বলুন।

সীজার বলল—সেই কথাই ঠিক করে বলুন। সেটাই আমরা জানতে চাইছি।

এ্যাণ্টনি বলল—ভাবকেন না কেউ সন্ধি করার জন্য আপনাকে সাধাসাধি করছে। আপনি চিন্তাভাবনা করে বলুন, আমাদের প্রস্তাবে আপনি রাজী কিনা?

সীজার বলল—রাজী না হলে কি ফল হবে তাও মাথায় রাখবেন।

পম্পি বলল—আপনাদের প্রস্তাব—সিসিলি, সার্ডেনিয়া এই দুই দেশ আমার অধিকারে থাকবে। আমার যে সব জাহাজ সাগরে দস্যুবৃত্তি করছে তাদের নিবারণ করবো। আমি একটা পরিমাণ মতো শস্য রোমে পাঠাব। এ প্রস্তাবে রাজী হলে উভয় দল বিনা যুদ্ধে ফিরে যাবে।

সীজার, এ্যাণ্টনি, লিপাইডাস তিনজনে মিলে বলে উঠল—ঠিক, ঠিক।

পম্পি বলল—আমি এই প্রস্তাবে রাজী হতে এসেছি। কেবল এ্যাণ্টনির কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হচ্ছে। নিজের গৌরব নিজেকে করতে নেই। তাও বলি, যখন আপনার ভাইয়ের সঙ্গে সীজারের যুদ্ধ বেধেছিল তখন আপনার মা আমার বাড়ীতে আতিথ্যি গ্রহণ করেছিলেন। আর তাকে প্রশ্ন করলেও এটা জানতে পারবেন যে আমার কাছে তার কোন অযত্ন হয় নি।

এ্যাণ্টনি বলল—আমি সব শুনেছি। আমি একারণে আপনার নিকট ঋণী। সেজন্য আমি আপনাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পম্পি বলল—আসুন আমরা আলিঙ্গন করি। এই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার দেখা পাব আশা করি নি।

এ্যাণ্টনি বলল—বিলাসের বিছানা খুব নরম হয় তাই তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙ্গে না। আমারও ভাঙ্গতো না কেবল আপনার কৃপায় ভেঙ্গেছে। তাতে আমার লাভই হয়েছে।

সীজার বলল—আপনাকে আগে যেমন দেখেছিলাম তার এখন অনেক পরিবর্তন না ঘটাতে পারলেও মুখের চেহারার পরিবর্তন করেছেন। তবে উপরে কতটা বদলেছি বলতে পারি না।

লিপাইডাস বলল—খুব ভালো ব্যাপার হলো।

পম্পি বলল—ভরসা তাই। এক রকম তো মিটল, এখন সন্ধিপত্রে দুপক্ষের সইটা তাড়াতাড়ি হলে ভাল হয়।

সীজার বলল—সই করাটাই বাকি।

পম্পি বলল—সন্ধি উপলক্ষ্যে আমরা সবাই সবাইকে খাওয়াব, আসুন লটারি করা যাক। যার নাম আগে উঠবে সে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবে।

এ্যাণ্টনি বলল—আমার ইচ্ছা আমি আগে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করি।

পম্পি বলল—তা হবে কেন? লটারি হোক। কিন্তু আগে হোক আর পরে হোক—আয়োজনের প্রাচুর্য্যে সবাই আপনার কাছে পরাজিত হবে। কারণ আপনি যেখানে ছিলেন সেখানকার ভোজ প্রসিদ্ধ। শুনেছি, অপরিমিত ভোজনে জুলিয়াস সীজার ইদানীং খুব মোটা হয়েছিলেন।

এ্যাণ্টনি বলল—আপনি দেখছি অনেক কথা শুনেছেন।

পম্পি বলল—আমি সাধাসিধে কথা বলেছি।

এ্যাণ্টনি বলল—সত্যি, আপনার কথাগুলি খুব সরল বটে।

পম্পি বলল—আমি যা শুনেছি তাই বলছি। অ্যাপলোডোরাস্ না কি........

এনোবার্বস বলল—অ্যাপলোডোরাস নাকি কোন রাণীকে মাদুরে জড়িয়ে সীজারের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল।

পম্পি বলল—বটে! এতক্ষণে আপনাকে চিনতে পারলাম, তা আছেন কেমন?

এনোবার্বস বলল—আছি ভালো এবং আরো বেশ কিছুদিন ভাল থাকব, কারণ চার চারটে ফলার খেতে পাবো।

পম্পি বলল—আসুন কোলাকুলি করি। আপনাকে আমি কখনো ঘৃণা করি নি যুদ্ধে আপনার বীরত্ব দেখে আমার কতবার ঈর্ষা হয়েছে কি বলব।

এনোবার্বস বলল—সত্যি কথা বলতে কি, আপনার বীরত্বের প্রশংসা করে কখনো আমার মনে পুরোপুরি তৃপ্তি হয় নি। তা বলে যে আপনার প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ তাও না।

পম্পি বলল—এই সরলভাবে কথা বলার অভ্যাস আপনার সম্পত্তি। আপনি চিরকাল ভোগ করুন। আজ সবাই মিলে আমার যুদ্ধ-জাহাজে আতিথ্যি স্বীকার করে আমায় কৃতার্থ করুন। আসুন সবাই আসুন।

সীজার, এ্যাণ্টনি, লিপাইডাস সবাইকে নিয়ে পম্পি তার জাহাজের দিকে এগিয়ে গেল।

পম্পি সবাইকে সমাদর করে নিয়ে গেলো দেখে কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে মেনাস বলল—পম্পির বাবা হলে কখনো এমন হীন সন্ধি করতো না। তারপর এনোবার্বসের দিকে ফিরে বলল—আপনার সঙ্গে আমার দেখাশুনা আছে মশাই?

এনোবার্বস বলল—জলপথে মনে হয়।

মেনাস বলল—মনে হয়।

এনোবার্বস বলল—জলে আপনি খুব বাহাদুরি দেখিয়েছেন।

মেনাস বলল—আর আপনি ডাঙ্গায়।

এনেবার্বস বলল—বাহাদুর বললে বাহাদুর বলতে হয় তো বটে। তবে স্থলপথে আমার বাহাদুরি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

মেনাস বলল—জলে আমার বাহাদুরিও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এনেবার্বস বলল—জলে অবশ্য আমার মোটেই বাহাদুরি নেই। সে যাই হোক অনেকদিন পরে দেখা হলো, এসো কোলাকুলি করি। চোখ যদি গোয়েন্দা হত তাহলে ধরে ফেলত চোখে মুখ শোকাশুকি হচ্ছে।

মেনাস বলল—মনে মনে যার যত কটু কথাই থাকুক, সব তো আর মুখে প্রকাশ করা যায় না। মুখ দেখে বোঝাও যায় না।

এনোবার্বস বলল—সুন্দরীর মুখে কিন্তু ঠিক বোঝা যায়।

মেনাস বলল—তারা তো প্রকাশ্য চোর, মুখ দেখিয়ে মন চুরি করেন।

এনোবার্বস বলল—আশা হয়েছিল তোমাদের সঙ্গে হাতাহাতি করবো।

মেনাস বলল—সেটা না হয়ে মাতামাতি হওয়াতে বড় আপশোষ হল। পম্পির দুর্ভাগ্য, ভাগ্যলক্ষ্মীকে উপেক্ষা করে হেসে তাড়িয়ে দিল।

এনোবার্বস বলল—বৃথা আপশোষ করছ। যতই কাঁদো তাকে তো আর ফেরাতে পারবে না।

মেনাস বলল—যা বললেন। কিন্তু আমরা কেউ ভাবিনি এ্যাণ্টনি এসে উদয় হবে। ভাল একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ক্লিওপেট্রার সঙ্গে কি তাঁর বিবাহ হয়েছে?

এনোবার্বস বলল—সীজারের বোনের নাম অক্টোভিয়া।

মেনাস বলল—তা তো জানি, সে তো বিধবা।

এনোবার্বস বলল—ছিল, এখন সধবা হয়েছে।

মেনাস বলল—তবে সীজার আর এ্যাণ্টনি চির-প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে।

এনোবার্বস বলল—যদি অমার ভবিষ্যৎবাণী করতে হয়, তাহলে বলবো, তা নয়।

মেনাস বলল—তাহলে মনে হয় প্রেমের সম্বন্ধ নয়। এ বিষয়ের একটা অভিপ্রায় আছে।

এনোবার্বস বলল—আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু দেখে নিয়ো দুজনের মধ্যে এই সম্বন্ধ শেষে একটা ঝগড়ার কারণ হবে। অক্টোভিয়ার স্বভাব অতি ধীর পবিত্র শান্ত।

মেনাস বলল—এমন স্ত্রী কে না চায়? সবার মনের মতন বউ।

এনোবার্বস বলল—যে যেমন তার সেরকম চাই। এ্যাণ্টনি যেমন অক্টোভিয়া তেমন নয়। সুতরাং এমন বউতে তার মন ভরবে না। প্রেম চাই বুঝলে। তাই ছুটতে হবে ক্লিওপেট্রার কাছে। অক্টোভিয়া বসে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়বেন। সীজার রেগে আগুন হবেন। তারপর যেমন বলছি তেমন হবে। এই সম্বন্ধ করে বিয়ে একটা ঝগড়ার কারণ হবে। এ্যাণ্টনির মনের মতো যেখানে পাবেন সেখানে প্রেম করবেন। এখানে বিয়ে করেছেন কেবল প্রয়োজনে।

মেনাস বলল—তা হতে পারে। এখন চল আমাদের জাহাজে সেখানে তোমার ক্ষমতার পরিচয় পাবো।

এনোবার্বস বলল—চল বাবা। আমাদের গলা তো না, ভাঁবীর চোঙা।

মেনাস বলল—আচ্ছা সে দেখা যাবে। জাহাজে চলো।

পম্পির যুদ্ধ জাহাজে খাবার দাবার নিয়ে ভৃত্যরা ঢুকল।

১ম ভৃত্য বলল—এইখানে সব রাখ। সকলে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। চলতে গেলে টলে পড়ে যাচ্ছে।

২য় ভৃত্য বলল—লিপাইডাস তো, হাঁস ফাঁস করছে।

১ম ভৃত্য বলল—করবে না, গেলাস গেলাস মদ খাইয়েছে যে।

২য় ভৃত্য বলল—সবাই দেখছি ওকে তাক ধরেছে। বুড়ো মুখে বলছে, আর না, আর না। এদিকে সমানে বোতলের উপর বোতল টেনে যাচ্ছে।

১ম ভৃত্য বলল—আর তত বাজে কথা বলছে।

২য় ভৃত্য বলল—বুড়োর দৌলতে সবাই মিলে মজা করছে আর কি। বড় লোকের সঙ্গে ইয়ার্কি করা একটা ঝামেলা। সবাই মিলে ওকে সং বানিয়ে রসিকতা করছে।

১ম ভৃত্য বলল—বুড়োটা কোনো কাজের নয়। ওর আর দুজন ভাগীদারণ রাজ্য চালায়। ওর আসলে কোনো কাজ নেই। বসে বসে সময় কাটানো আর বড় কথা বলা, যখন জায়গা জুড়ে বসে থাকে মনে হয় যেন কিম্ভুত কিমাকার বাট দাঁড়িয়ে আছে।

বাজনার শব্দ শোনা গেল। আর একে একে সীজার, এ্যান্টনি, লিপাইডাস, পম্পি, আগ্রিপার, মেসিনাস, এনোবার্বস, মেনাস আরও অনেকে খাওয়ার জন্য ঢুকলো।

এ্যান্টনি বলল—মিশরের প্রণালী এই। বড় বড় স্তম্ভ আছে, তাতে নদীর জল মাপে। তা হলেই বোঝা যায় ফসল কেমন হবে। যত জল বাড়বে, ততই ফলবে। বান চলে গেলে পলি পড়ে তাতে বীজ রোয় আর দেখতে দেখতে চারা গজিয়ে ওঠে।

লিপাইডাস বলল—সেখানে চমৎকার চমৎকার সাপ আছে।

এ্যান্টনি বলল—তা বটে!

লিপাইডাস বলল—সেখানকার সাপ শুনেছি সূর্যদেবের ঔরসে আর মেদেনি দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কুমীরও নাকি তেমনি ভাবে জন্মায়।

এ্যান্টনি বলল—ঠিক কথা।

পম্পি বলল—বসুন, আর এক গেলাস হয়ে যাক।

লিপাইডাস বলল—আর না, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। শরীর কেমন করছে, আচ্ছা, আর এক গেলাস দাও।

এনোবার্বস বলল—উনি কি তেমন পাত্র! যতক্ষণ শুয়ে না পড়ছেন ততক্ষণ পিপে ছাড়বেন না।

লিপাইডাস বলল—আমি শুনেছি, ইজিপ্টের থাম বড় চমৎকার। সে কথা কেউ অস্বীকার করে না।

মেনাস কেউ না শোনে এমনিভাবে পম্পিকে বলল—আমার একটা কথা শোনো।

পম্পি কেউ না শোনে এমনিভাবে বলল—আমার কানে কানে বলো, কি?

মেনাস কেউ না শুনতে পায় এমনভাবে বলল—দয়া করে উঠে এস। একটা কথা শোনো।

পম্পি কেউ না শোনে এমনভাবে বলল—একটু অপেক্ষা কর;যাচ্ছি লিপাইডাসকে বলল—এই গেলাসটা খান।

লিপাইডাস বলল—আচ্ছা, কুমীর কেমন দেখতে?

এ্যান্টনি বলল—কুমীর যেমন হয় তেমনি, চওড়া তেমনি লম্বা। ঠিক কুমীরের

মতো চলে বেড়ায়। যা খায় তাতেই প্রাণ ধারণ করে। আর যখন মরে আর একটা দেহ ধারণ করে।

লিপাইডাস বলল—আচ্ছা রং কি রকম?

এ্যাণ্টনি বলল—ঠিক কুমীরের মতন।

পম্পি কেউ না শোনে এম্ভাবে মেনাসকে বলল—যাও যাও, কি বাজে কথা বল। একশোবার বিরক্ত করছো। যাও, আমি যা বলছি কর, মদ নিয়ে এসো।

মেনাস বলল—আমি যদি কখনো কিছু করে থাকি, আমি বলছি জ্ঞান থাকতে উঠে এসো।

পম্পি কেউ না শোনে এমনভাবে বলল—তুমি ক্ষেপেছ নাকি? কি যে বল, বলে অন্য জায়গায় আসল।

মেনাস বলল—তুমি জান আমি তোমার পরমবন্ধু।

পম্পি বলল—যা জানি, তা আর বলতে হবে না।

এখন কি কথা বলতে চাও বল। লিপাইডাসদের উদ্দেশ্য করে বলল—আপনারা আনন্দ করুন।

এ্যাণ্টনি বলল—সাবধান লিপাইডাস এইবার চোরা বালিতে পড়েছ, পা টলছে।

মেনাস বলল—পম্পি, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবে?

পম্পি বলল—কি বলছো?

মেনাস বলল—আচ্ছা আর একবার বলি, সারা পৃথিবীর অধিকারী হবে?

পম্পি বলল—কেমন করে, শুনি।

মেনাস বলল—হবার ইচ্ছে থাকলে বল। আমি গরীব বটে, কিন্তু তোমাকে সারা পৃথিবীর অধিকার দান করতে পারি।

পম্পি বলল—খুব মাল টেনেছো না কি?

মেনাস বলল—আমি মোটেই মদ খাইনি, ছুঁইও নি। যদি তোমার সাহস থাকে বল। আমি তোমাকে সারা পৃথিবীর রাজা করবো।

পম্পি বলল—কি উপায়ে বল।

মেনাস বলল—যে তিন জন ভাগ করে এ পৃথিবী ভোগ করছে, তারা তোমার জাহাজে। আগে জাহাজের দড়ি কেটে দিই। তারপর তিনটের গলা কেটে দিলেই এই সারা পৃথিবী তোমার।

পম্পি বলল—এ সব আমায় না বলে তোমার করা উচিৎ ছিল। আমি করলে পাপ হবে। সেটা বিশ্বাস ঘাতকতা। তুমি করলে আমার উপকার হবে। স্থির জেনো, ধন আমার লক্ষ্য নয়। আমার জীবনের লক্ষ্য সম্মান। তুমি এ কথা আমার কাছে প্রকাশ করে ভাল কর নি। আমায় না জানিয়ে যদি এ কাজ করতে তাহলে আমি আনন্দ পেতাম। কিন্তু যখন আমি জেনে গেছি তখন আর এ-কাজ করা অসম্ভব। এ বাজে চিন্তা ছাড় মন দিয়ে স্ফূর্তি কর।

মেনাস নিজের মনে মনে বলল—হাতে পেয়েও যে শত্রুকে ছাড়ে, তার কপাল খোলে না।

পম্পি বলল—আর এক গেলাস খান।

এ্যান্টনি বলল—কাকে বলছ? একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কারুর কাঁধে চাপিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

এনোবার্বস বলল—এসো, এসো। তোমার সঙ্গে একবার যুদ্ধ লাগাই।

মেনাস বলল—লাগে!

পম্পি বলল—ও হচ্ছে না, কানায় কানায় ভরো।

এনোবার্বস যে লোকটি লিপাইডাসকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখিয়ে বলল—দ্যাখ, লোকটার কি অসীম ক্ষমতা।

মেনাস বলল—কেন?

এনোবার্বস বলল—দেখছো না, কত বড় লোকটাকে বইছে। পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ ওর! সুতরাং ওর ঘাড়ে পৃথিবীর পাঁচ আনা-ভাগ ভার।

মেনাস বলল—এক ভাগ দেখছি নেশায় ভোঁ। আর দু'ভাগ যদি তেমনি হতো, মেদিনী দেবী দিব্যি অবাধে গড়িয়ে পড়তেন।

এনোবার্বস বলল—তুমি মেতে গড়াও।

মেনাস বলল—এস।

পম্পি বলল—এখনো মিশরের মতো হয় নি।

এ্যান্টনি বলল—ক্রমে পেকে আসছে। পিপের খোঁচা দেব। সীজার এইবার তোমার সঙ্গে বাজি।

সীজার বলল—আমার সঙ্গে আবার কেন? আমার সহ্য হয় না। মাথা খারাপ হয়।

এ্যান্টনি বলল—যেখানে যেমন নিয়ম, সেখানে তেমনি করতে হয়।

সীজার বলল—দাও, খাচ্ছি। কিন্তু এ সুধারাশি একদিনে অত করে খাওয়ার চেয়ে চারদিন না খাওয়া ভাল।

এনোবার্বস এ্যান্টনিকে বলল—মহারাজ, যদি অনুমতি হয় তো সুরাদেবীর উৎসবে একটু নাচ গান করা যাক্।

পম্পি বলল—বেশ, বেশ, নাচ গান হোক না।

এ্যান্টনি বলল—এস সব হাত ধরে ধরে নাচ। তারপর শেষে ভক্তি-ভরে দেবীর পায়ে লুটিয়ে পড়।

এনোবার্বস বলল—সবাই হাত ধরা-ধরি কর। আমি সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। বাজাও, বাজাও, সবাই মিলে গাও। গান শুরু হল।

সীজার বলল—আর কি? এবার বিদায় দাও। চলো ভাই ঘরে যাই। হাতে দরকারী কাজ রয়েছে, এখন হাল্কা হওয়া ভাল নয়। আজ এখানেই শেষ হোক। দেখ, সবার

মুখ লাল হয়েছে। বীর এনোবার্বস সুরাদেবীর সঙ্গে হেরে গিয়ে আর দাঁড়াতে পারছে না। আমার জিভ ঝুলে পড়েছে। সুরাদেবী আর আমাদের বাকী রাখেন নি। এক একটিকে বাদর বানর বানিয়ে ছেড়েছেন। আর বেশী কথায় কাজ নেই—যে যার সুখে বিশ্রাম করুন। এ্যাণ্টনি, আমায় ধর।

পম্পি বলল—ডাঙ্গায় আমি আপনাদের বুঝে নেবো।

এ্যাণ্টনি বলল—বেশ এস, এখন কোলাকুলি করে যাই।

পম্পি বলল—এ্যাণ্টনি, তুমি আমার বাবার বাড়ী অধিকার করে আছ। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি। এখন আমরা জাহাজ থেকে নৌকোয় নামি, চলো।

এনোবার্বস বলল—দেখবেন, সাবধান পড়বেন না।

পম্পি, এ্যাণ্টনি, সীজার ও বাকীরা চলে গেল।

এনোবার্বস মেনাসকে বলল—বন্ধু, আমি আজ আর তোমায় ছাড়ছি না।

মেনাস বলল—তুমি আমার ঘরে এস। এই ঢাক, এই ভেঁপু এই তুরী—ভেরী বাজ—বাজ, জলের দেবতা শুনুন আমরা এই মহাত্মাদের বিদায় দিচ্ছি। বাজা, বাজা বাজনাদাররা জোরে বাজনা বাজাতে লাগল।

এনোবার্বস বলল—এই নাও নৌকো। বন্ধু ধর, এই বলে টুপিটা ছুড়ে দিল।

মেনাস—ধর্ ধর্। চল প্রিয়, যাই বলে এনবোর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

দেখা গেল সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্যাকোরাসের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে চলেছে কয়েকজন সৈন্য। তার পিছন পিছন চলেছে ভেণ্টিভিয়াস। সিলিয়াস, সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণ।

ভেণ্টিভিয়াস বলল—এইবার পার্থিয়া-পতি, তোমার দর্প একেবারে চূর্ণ হয়েছে। এত দিনে ক্রেশাসের মৃত্যুর শোধ হলো। তুমি নিজের পুত্র দিয়ে তার মৃত্যু-ঋণ পরিশোধ করলে। বিজয় চিহ্ন স্বরূপ রাজকুমারের মৃতদেহ আগে আগে নিয়ে চল।

সিলিয়াস বলল—পার্থিয়ার সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে পালাচ্ছে, এই বেলা পিঠেপিঠি ধাওয়া করুন। এ্যাণ্টনি খুশী হয়ে আপনার কণ্ঠে বিজয়-মাল্য পরিয়ে দেবেন।

ভেণ্টিভিয়াস বলল—যা করেছি, যথেষ্ট হয়েছে। ক্ষুদ্র জন হতে বড় কাজ সম্ভব তা সত্য। কিন্তু শিখে রাখো প্রভুর অবর্তমানে বেশী কীর্তি সঞ্চয় করো না। সীজার বলো, আর এ্যাণ্টনিই বলো কটা যুদ্ধে নিজেরা জয় করেছেন? কর্মচারীরাই বেশীর ভাগ করেছে। নাম হয়েছে তাদের। শোনো বলি, আমার মতো একজন ছোট সেনাপতি একবার অতিরিক্ত যশ সঞ্চয় করে এ্যাণ্টনির কোপে পড়েছিল। অধ্যক্ষের চেয়ে সে কর্মচারী অধিক রণদক্ষতার পরিচয় দেয়, সে প্রভুর উপর প্রভুত্ব করে। উচ্চাশা করা বীরের ধর্ম, কিন্তু যাতে প্রভুর গৌরব নাশ হয়, এমন যশানুষ্ঠান না করাই ভালো। এ্যাণ্টনির আমি অনেক ভাল করতে পারি, কিন্তু তাতে তিনি রেগে যাবেন। আর তিনি রেগে গেলে আমার সব কীর্ত্তি নষ্ট হবে।

সিলিয়াস বলল—আপনি বুদ্ধিমান, বীরত্বের সঙ্গে বুদ্ধি না থাকলে বীর যা, আর

তার হাতের তরবারিও তাই। এ্যাণ্টনিকে সব বিবরণ লিখবেন।

ভেণ্টিভিয়াস বলল—তাকে সবিনয় নিবেদন জানিয়ে বলবো, তার নামের ভয়ে, বিজয়ী-পতাকার গুণে বিরাট সৈন্যদলের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অজেয় পার্থিয়া সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।

সিলিয়াস বলল—এ্যাণ্টনি এখন কোথায়?

ভেণ্টিভিয়াস বলল—এথেন্সে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। এই গুরুভার কাঁধে করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলো, তার কাছে হাজির হই গিয়ে।

রোম শহরে সীজারের প্রাসাদের একটি ঘরে এক দিক দিয়ে আগ্রিপা আরেকদিন দিয়ে এনোবার্বস প্রবেশ করল।

আগ্রিপার বলল—কি? শালা ভগ্নিপোতের বিদায় পর্ব মিটল?

এনোবার্বস বলল—সন্ধিপত্রে সই দিয়ে পম্পিকে বই করেছে। এখন বাকী কেবল মোহর করা। তা হলেই বর-কনে বিদায়। অক্টোভিয়া হাপুশ নয়নে কাঁদছেন। সীজার মন মরা হয়ে বসে আছেন, আর লিপাইডাস তো শুনলাম জাহাজে খাবার খেয়ে এসে অব্ধি আর মাথা তুলছেন না, শুয়েই আছেন।

আগ্রিপার বলল—মহাশয় ব্যক্তি।

এনবার্বস বলল—নাহলে আর সীজারের প্রতি এমন আন্তরিক টান হয়।

আগ্রিপার বলল—তা হোক। এ্যাণ্টনির প্রতি ওর প্রগাঢ় ভক্তি।

এনোবার্বস বলল—কি বল? সীজার সাক্ষাৎ ভগবান।

আগ্রিপার বলল—কি বল? এ্যাণ্টনি সাক্ষাৎ দেব অবতার।

এনোবার্বস বলল—সীজারের জোড়া মেলা ভার।

আগ্রিপার বলল—এ্যাণ্টনি আরো চমৎকার।

এনোবার্বস বলল—সীজারের নামই যথেষ্ট, নাম করলে আর কিছু বলতে হয় না। নামই প্রশংসার নাম।

আগ্রিপার বলল—তা সত্যি, লিপাইডাস দুজনকেই ভালোবাসে। একে বলে মাথার মণি। ওকে বলে দেবতা, ওকে বলে বাহাদুর, একে বলে সর্বময় কর্ত্তা।

এনোবার্বস বলল—সীজারকেই বেশী ভালবাসে, এ্যাণ্টনিকেও ভালবাসে তা ভালাবাসাও কম নয়। এতো ভালবাসে যে গুণে সংখ্যা করা যায় না, মন ধ্যানে পায় না, মুখ তা বলতে অক্ষম, কথামত লিখতে গেলে কাবু হয়ে যাবে। যারা তিলকে তার করে এমন সব কবির গর্ব ও লিপাইডাসের মতো কবিরা কম করে দেয়। যাই হোক, সীজারের সম্বন্ধে আর কথা নেই। দ্যাখো আর হাঁ করে চেয়ে থাকো।

আগ্রিপার বলল—দুজনের উপর সমান টান।

এনোবার্বস বলল—ওঁদের ধরেই এর যত নাচানাচি। ওঁরাই এ গুবরে পোকার ডানা হয়েছেন। তারপর ভেরীর বাজনা শুরু হতে এনোবার্বস বলল—আর দেরী নেই। ঘোড়া তৈরী, এইবার বিদায় নিতে হবে।

আগ্রিপার বলল—আর কি বলতো, সুখে থেকে ভালো থেকো, তার আমায় মনে রেখো।

এই সময় এ্যাণ্টনি বেরিয়ে আসতে তার পিছু পিছু সীজার, লিপাইডাস ও অক্টোভিয়াও বেরিয়ে আসিল।

এ্যাণ্টনি বলল—আর কেন কষ্ট করে আসছো।

সীজার বলল—আমার একমাত্র আদরের সামগ্রী—তুমি তা নিয়ে যাচ্ছ। দেখো অনাদরে আমার মনে ব্যাথা দিও না। তোমায় বলি, স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালনে যেন, কোন ভুল না হয়। তুমি নারীর আদর্শ বলে আমার গর্ব। দেখো, যেন লজ্জা না পাই। বীরশ্রেষ্ঠ, যা আমাদের মনের পবিত্র বন্ধন হলো, তা যেন বিচ্ছেদের কারণ না হয়। মনে রেখো এই বিয়ে না হলে হয়তো আমাদের বন্ধুত্ব থাকতো, কিন্তু এখন তোমার কোন ভুল আমাদের ঝগড়ার কারণ হবে।

এ্যাণ্টনি বলল—তুমি এমন অবিশ্বাস করলে আমি তোমার উপর রাগ করবো।

সীজার বলল—আমার যা বলার বললাম।

এ্যাণ্টনি বলল—বৃথা ভয় করো না। আমার কোনো ভুল হবে না। ভগবান তোমায় ভাল রাখবেন। প্রজারা তোমার কথা মেনে চলুক। কষ্ট করে আর আসতে হবে না, আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।

সীজার বলল—নিরাপদে যাত্রা কর। ভগবান তোমায় সুখে রাখুন।

অক্টোভিয়া বলল—ভাই.............

এ্যাণ্টনি বলল—আহা জলে ভরা চোখ যদি ঝল ঝরায় তাহলে নতুন ভালবাসার সৃষ্টি হবে।

অক্টোভিয়া বলল—আমার স্বামীর বাড়ীর দেখাশোনা করো। আর—

সীজার বলল—কি বলছ? বলো।

অক্টোভিয়া বলল—তোমার কানে কানে বলি।

এ্যাণ্টনি বলল—ভালবাসায় প্রিয়ার মন উত্তাল হয়েছে। এ সময় কি রসনা ও মনের পরিচয় বাক্য কি দিতে পারে?

এনোবার্বস বলল—তাইতো নেহাৎ মেয়ে মানুষ।

অগ্রিপার বলল—কেন? ব্রুটাস যখন ষড়যন্ত্র করে সীজারের বাপ জুলিয়াস সীজারকে খুন করল তার মৃতদেহ দেখে এ্যাণ্টনি কি কান্নায় কেঁদেছিল! আবার সেই ব্রুটাস যখন কার্মেলিয়ার যুদ্ধে মরলো, তখনো এ্যাণ্টনি শোকে আকুল।

এনোবার্বস বলল—সে বছর যে তার চক্ষুরোগ হয়েছিল। চোখ দিয়ে সব সময় জল পড়তো। আপন্ হাতে সর্বনাশ করে শোকে আকুল। ভেউ ভেউ করে কাঁদা আর ওকে থামাতে গিয়ে আমিও কেঁদে মরি।

সীজার বলল—একি কথা বলছ বোন, তুমি সবসময় আমার সাহায্য পাবে। তোমার কথা মনে পড়বে না এরকম কোন দিনও আমার কাটবে না।

এ্যাণ্টনি বলল—প্রেমের জোরে তুমি আমার সঙ্গে পারবে না। এই দ্যাখো তোমাকে হারালাম। এইবার তোমার বোনকে নিয়ে মরি। তুমি ঘরে বসে ঠাকুর দেবতার নাম করো গে।

সীজার বলল—তবে এসো ভাই, সুখে থাকো।

লিপাইডাস বলল—গ্রহরা সুপ্রসন্ন হয়ে তোমাদের পথের আলোকস্বরূপ হোন।

সীজার বলল—পথে যেন কোন বাধা না পড়ে চিরকাল সুখে থাকো।

এ্যাণ্টনি সবার কাছে বিদায় নিলেন। ভেরীর বাজনা শোনা গেল।

আলেকজান্দ্রিয়ার রাজবাড়ীর একটা ঘরে ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ান, আইরাস ও অ্যালেকসাস কথাবার্ত্তা বলছিল।

ক্লিওপেট্রা বলল—কৈ সে?

অ্যালেকসাস বলল—আসতে ভরসা পাচ্ছে না।

ক্লিওপেট্রা বলল—তার মানে? এদিকে এসো!

দূত এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়াল তাই দেখে আলেকসাস বলল—অপরাধ মাপ করুপ। আপনাকে খুশী না দেখলে যমরাজ আপনার সামনে আসতে ভয় পান।

ক্লিওপেট্রা বলল—যমরাজের মাথা আমার চাই, কিন্তু আনে কে? আনবে যে সে নেই। সামনে এসো।

দূত বলল—মহাবাণী।

ক্লিওপেট্রা বলল—অক্টোভিয়াকে তুমি নিজের চোখে দেখেছ?

দূত বলল—হ্যাঁ।

ক্লিওপেট্রা বলল—কোথায়?

দূত বলল—রোমে। আমি ভালে করে দেখেছি। তার দু'পাশে ছিল সীজার ও এ্যাণ্টনি—তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসছিলেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—দেখতে কেমন? লম্বায় আমার সমান হবে?

দূত বলল—না, তা হবে না।

ক্লিওপেট্রা বলল—মুখের কথা শুনতে পেয়েছিলে? গলার আওয়াজ চড়া না মিহি?

দূত বলল—হ্যাঁ আমি আমার নিজের কানে শুনেছি। আওয়াজ খুব মিহি।

ক্লিওপেট্রা বলল—তাহলে গলার আওয়াজ তাঁর মনের মতো নয়। শীঘ্রই অপছন্দ হবে।

চারমিয়ান বলল—নিশ্চয়।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমারও তাই মনে হয়। গলা ভালো নয়, তাতে আবার বিদঘুটে। চলন-বলন কেমন? দেখলে সম্মান করতে ইচ্ছা করে? যদি তেমন কখনো দেখে থাকো মিলিয়ে বলো।

দত বলল—চলে যেন পোকার মতো। চলছে কি দাঁড়িয়ে আছে, বোঝবার উপায়

নেই। মানুষ কি পুতুল বোঝা যায় না।

ক্লিওপেট্রা বলল—ঠিক দেখেছো।

দূত বলল—নাহলে আমার চোখ কি করতে ছিল।

চারমিয়ান বলল—এমন চোখের নজর আর দুটি নেই।

ক্লিওপেট্রা বলল—লোকটার বেশ বোঝাবার ক্ষমতা আছে দেখছি। যা শুনলাম, তাতে মনে হয় না তাঁর মন ভোলাতে পারবে। কারণ তাঁর পছন্দ ভালো।

চারমিয়ান বলল—তাঁর পছন্দ খুবই উঁচুদরের।

ক্লিওপেট্রা বলল—বয়স কত হবে আন্দাজ করে বলো দেখি।

দূত বলল—আপনি বুঝে দেখুন সে বিধবা।

ক্লিওপেট্রা বলল—বিধবা তাহলে শোনো বোঝো।

দূত বলল—আন্দাজ তিরিশ বছর বয়স হবে।

ক্লিওপেট্রা বলল—মুখখানা কি রকম? ঠিক মনে আছে, লম্বা না গোল?

দূত বলল—গোল গোল, একেবারে নিটোল বললেও হয়।

ক্লিওপেট্রা বলল—গোলমুখের লোকগুলি প্রায় বোকা হয়। তাহলে খুব একটা চালাক নয়। আচ্ছা চুলের রং কি রকম?

দূত বলল—কটা আর কপালটা ছোটো।

ক্লিওপেট্রা বলল—এই নাও বখশিস্। সেদিন তোমায় মেরেছি বলে কিছু মনে কোরো না। তুমি কাজের লোক বটে। তোমায় আবার পাঠাবো। তৈরি হও গিয়ে। আমি এর মধ্যে চিঠি লিখে ফেলি।

দূত চলে গেলে চারমিয়ান বলল—লোকটা যোগ্য।

ক্লিওপেট্রা বলল—তাই মনে হলো। সেদিন মুখ করে ভাল করিনি। শুনে মনে হয় না তাঁর মন ভোলাতে পারবে।

চারমিয়ান বলল—কিছুতে না।

ক্লিওপেট্রা বলল—এ লোকটার নজর আছে। যা হোক দেখেছে, শুনেছে—একটা বুঝতে পারে।

চারমিয়ান বলল—তা আর পারবে না। এতকাল ধরে তোমার কাছে আছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—আর একটা কথা জানতে হবে। আচ্ছা এখন থাক। যখন চিঠি লিখবো তখন ওকে চিঠি দিতে হবে ওকে আমার কাছে ডেকে এনো। মনে হচ্ছে কোন ভয় নেই।

চারমিয়ান বলল—তা নয়তে কি?

এথেন্সে এ্যাণ্টনির ঘরে এ্যাণ্টনি ও অক্টোভিয়া বসে বসে কথা বলছিল।

এ্যাণ্টনি বলল—না, না, শুধু তা নয়। তার তো মাপ আছে। তেমন হাজার অপরাধ হলেও ধরতাম না। এ অতি গুরুতর অপরাধ। পম্পির সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করেছে। যুদ্ধ বাধিয়েছে—আমায় জানায় নি। রাজ্যের একটা উইল করে প্রজাদের

সামনে পড়া হয়েছে। তাতে আমার নিন্দা করা হয়েছে যা নয় তাই বলে। যাতে করে আমার উপর আর লোকের শ্রদ্ধা না থাকে। বলেছে আমি অতি অপদার্থ! নেহাত তারা না মানে, আমার দু-একটা ভালো কাজের উল্লেখ করেছে মাত্র।

অক্টোভিয়া বলল—প্রভু, যা শুনেছ সব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি সত্যি হয় অপরাধ নিয়ো না। আমার মুখ চেয়ে সহ্য করো ক্ষমা করো। তোমাদের দূজনের যদি ঝগড়া বাধে, মনে জানবো আমি অথি হতভাগিনী। একদিকে স্বামী অন্যদিকে ভাই। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে কার সর্বনাশ দেখবো! তোমার কল্যাণ কামনা করবো। আবার ভাই-এর জন্য মন কাঁদবে, কার হয়ে ভগবাদের কাছে প্রার্থনা করবো—ভগবান প্রসন্ন হও। ভগবান মুখ তুলে চাইলে তোমার সর্বনাশ! ভয়ে ভয়ে আবার বলবো ভগবান স্বামীকে রক্ষা করো। আমার প্রার্থনাকে ইয়ার্কি মনে করে ভগবানগণ রেগে যাবেন। আমার তো কোন দোষ নেই, তবে আমাকে কেন ভগবানের কাছে অপরাধিনী করো? দু-দিকের এই বিপদে আমি কি উপায় করি?

এ্যান্টনি বলল—শোনো প্রিয়তমা, আমার মান-সম্মান নষ্ট হচ্ছে, এই কথা চিন্ত করে যে-পক্ষ ঠিক ভাবো, সেই পক্ষ অবলম্বন করো। মান গেলে আমার রইল কি? তুমি সতী, তেমনি পতি কি চাও? মাঝে থেকে মিটমাট করা তোমার ইচ্ছা, ভাই-এর কাছে যাও। এর মধ্যে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই। তোমার যেমন ইচ্ছে হয় তেমন করো। বেশি দেরী কোরো না।

অক্টোভিয়া বলল—সর্বশক্তিমান ভগবান করুন, যেন এই অবলা দুই বীর শক্তিমান বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে ভালোবাসা সম্পর্ক রচনা করতে পারে। এ যুদ্ধ যদি বাধে বহু জীবন নষ্ট না করে এর শান্তি বা শেষ হবে না।

এ্যান্টনি বলল—এ অনর্থের যে মূল, সে তোমার রাগের পাত্র হোক। দুজনের অপরাধ সমান হতে পারে না যে, দুপক্ষেই তোমার অনু- [illegible] সমান থাকবে। যাবার আয়োজন করো। যে সব অনুচর নিতে ইচ্ছা হয় সেইসব অনুচরদের সঙ্গে নাও। তোমার যেমন খরচ করবার ইচ্ছা হয় তেমনি করো।

এথেন্সে এ্যান্টনির বাড়ীর অন্য একটি ঘরের দুদিক দিয়ে এনোবার্বস ও এরস ঘরের মধ্যে ঢুকল।

এনোবার্স বলল—খবর কি বন্ধু?

এরস বলল—নতুন সংবাদ শোনোনি?

এনোবার্বস বলল—কি বল দেখি?

এরস বলল—পম্পির সঙ্গে সীজার আর লিপাইডাস আবার যুদ্ধ বাঁধিয়েছে।

এনোবার্বস বলল—এ তো পুরোনো কথা। শেষটা কি রকম গড়ালো বলো।

এরস বলল—পম্পির তো হার হলো। কাজ গোছালে সীজার, লিপাইডাস গেল ভেসে। সীজার যত বাহাদুরি সব একচেটে করলো তারপর লিপাইডাস পম্পিকে কোন কালে কি চিঠি-চাপাটি লিখেছেন, সেই কথা তুললে। আপনিই তার বিচার করলেন।

লিপাইডাস আজীবন কারাগারে বন্দী থাকবেন এই আদেশ দিলেন।

এনোবার্বস বলল—হে পৃথিবী, তিনটে পাপ মিলে তোমায় ভোগ করছিল। তার একটা গেল। রইল দুটো। এখন তোমার ভাণ্ডার খুলে দাও। খেয়ো খেই বাধবেই। আর একটাও যাক, কর্ত্তা কোথায়?

এরস বলল—বাগানে বেড়াচ্ছেন এমনি করে। পাতাটা, ফুলটা ..! সমানে পড়ছে, লাথি মারছেন, কেবল বলছেন লিপাইডাস অপদার্থ। আর পম্পিকে যে খুন করেছে, মনে মনে তার গলা কাটছেন।

এনোবার্বস বলল—আমাদের যুদ্ধজাহাজ তৈরী হচ্ছে।

এরস বলল—হ্যাঁ, সীজারকে সম্ভাষণ করবার ‍ন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, কর্তা তোমায় ডেকেছেন। শীগগির চলো।

এনোবার্বস বলল—তিনি বলবেন আমার মাথা। এ-সব বাজে কথা পরে বললেও চলতো। ভালো, চলো।

এরস বলল—এসো।

রোমে সীজারের ঘরে সীজার, আগ্রিপা ও মেসিনাম উত্তেজিত ভাবে কথাবার্ত্তা বলছিল।

সীজার বলল—আমাদের তাচ্ছিল্য দেখাতে আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে এই সব করা হয়েছে। কেমন বলি শোনো। হাটের মাঝখানে রূপসীর বসবার জন্য তক্তা পাতা। তক্তার উপরে সোনার সিংহাসনে ক্লিওপেট্রা ও কর্তা বসেছেন, আশেপাশে সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলে। সতীর কুল উজ্জ্বল করছে। আমাদের এ্যাণ্টনি সেইখানে রাজত্ব বিলুচ্ছেন। আগে ক্লিওপেট্রাকে দু-তিনটে দিলেন।

মেসিনাস বলল—সবার সামনে এইসব চলছে?

সীজার বলল—সবার সামনে............সাধারণ রঙ্গভূমিতে বসে। একে কতগুলি, ওকে কতগুলি রাজত্ব দিয়ে দিয়ে ছেলেদের সব রাজ-রাজেশ্বর করে দেওয়া হলো। ক্লিওপেট্রা সাজগোজ অতি বিচিত্র, গর্বের চোটে আর পৃথিবীর মেয়েদের মতন জামাকাপড় পরেন না। স্বর্গের দেবীদের মতো পোষাক আষাকের ব্যবহার। আজকাল এইরকম পোষাক পরেই দরবারে বার হন।

মেসিনাস বলল—এ্যাণ্টনির এইসব কীর্তিকলাপ রোমে প্রচার করা হোক।

আগ্রিপার বলল—তার এইসব কীর্তির কথা শুনলে তার উপর লোকের আর শ্রদ্ধা থাকবে না।

সীজার বলল—লোকে সবই জেনেছে। তিনিও যা দোষারোপ করছেন, তাও আলোচনা করা হচ্ছে।

আগ্রিপার বলল—তিনি কাকে দোষারোপ করেছেন?

সীজার বলল—সীজারকে। পম্পির রাজত্ব লুঠ করে তাঁকে ভাগ দেওয়া হয় নি। তাঁর কতগুলি যুদ্ধজাহাজ আটকে রেখেছি। লিপাইডাসকে অন্যায়ভাবে রাজ্যচ্যুত করে

তার রাজ-কর আমরা নিজেরা নিয়েছি।

আগ্রিপার বলল—এর জবাব দেওয়া চাই।

সীজার বলল—তার কি বাকী আছে এতক্ষণ। দূত পাঠিয়ে দিয়েছি। লিপাইডাস কিরকম অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল তাকে লিখলাম। জানালাম যে সে যে রকম অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল তাতে তাকে আমাদে অংশীদার রাখা শুধু ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সুযোগ দেওয়া। তার সম্বন্ধে উচিত মতোই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি যা জয় করেছি, তার ভাগ আমি তাকে দিতে রাজী। তবে তিনিও যা জয় করেছেন তার ভাগও আমাকে দিতে হবে। এই সব লিখে চিঠি দিয়ে দূতকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

মেসিনাস বলল—এ প্রস্তাবে তিনি কখনো রাজী হবেন না।

সীজার বলল—না হন, আমরাও রাজী হব না।

এমনি সময়ে অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে অক্টেভিয়া প্রবেশ করে বলল—ভাই! ভাই!

সীজার বলল—স্বপ্নেও ভাবিনি, তোমায় এমন তাচ্ছিল্য করে তাড়িয়ে দেবে।

অক্টোভিয়া বলল—এ কথা বলছ কেন ভাই?

সীজার বলল—কেন? সীজারের বোন এমন চোরের মতো আসবে কেন? এই কি এ্যান্টনির স্ত্রীর মতো আসা? অক্টোভিয়ার আগে আগে আগোরার ছুটে আসবে। ঘোড়ার ডাকে দূর থেকে তার আসবার খবর প্রচার হবে। তাকে দেখবার জন্যে পথে গাছে গাছে লোক বসে থাকবে। তার অনুচরদের পায়ের ধূলোয় আকাশ ঢেকে যাবে। যাকে পরম আদরে মহা সমারোহে সম্ভাষণ করে ঘরে আনবো, সে কিনা এলো দীন দুঃখী পরিচারিকার মতো!

অক্টোভিয়া বলল—ভাই, তেমন করে আসতে কেউ আমায় বরণ করেনি। আমি নিজের ইচ্ছায় এমনি করে এসেছি। তুমি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছো শুনে এসেছি। এই কথা শুনে অমার মনে খুব দুঃখ্ হলো, তাই তোমার কাছে আসবার জন্য তাঁর অনুমতি চাইলাম।

সীজার বলল—আর চাইবামাত্র অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমায় বিদায় করতে পারলে তিনি বাঁচেন। তুমি তার বিলাসের পথে কাঁটা হয়েছিল।

অক্টোভিয়া বলল—ভাই, অন্যায় কথা বলো না।

সীজার বলল—তুমি জানো না তাঁর উপর আমি কড়া নজর রেখেছি। তাঁর কাজের সংবাদ আমি বাতাসে পাই। জানো, তিনি এখন কোথায়?

অক্টোভিয়া বলল—কেন, এথেন্সে।

সীজার বলল—না। দ্যাখো, তোমার সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করেছে। তোমায় বিদায় দিয়ে ক্লিওপেট্রার কাছে ছুটে গেছে। রাজা, মান-সম্মান সব একটা বেশ্যার পায়ে সমর্পণ করেছে। এখন দুজনে মিলে অধীনস্থ রাজাদের অনুরোধ করে যুদ্ধে দল ভারী করছেন।

অক্টোভিয়া বলল—হায়, এ বিরোধ দুদিকে আমার সর্বনাশ। মাঝ থেকে অভাগিনীর

মন ভেঙ্গে যাবে।

সীজার বলল—তুমি আমার পরম আদরের ধন। তোমার অনুরোধেই এতদিন যুদ্ধ আয়োজন করিনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বেশ বোঝা গেল তুমিও তার ব্যবহারে সম্পূর্ণ ঠকেছ। আমাদের অসবাধানে বিপদ আসছে। যে ঘটনা দৈবে আসে তার জন্য ক্ষোভ করো না। নিয়তি অনিবার্য। এ রোম রাজ্য মনে করো তোমারই। তোমার মতন স্নেহের পাত্রী আমার আর কেউ নেই। দুরাত্মা তোমার সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছে তা কল্পনা করা যায় না। তার খারাপ ব্যবহারের শাস্তি দেওয়ার জন্য ভগবান আমাদের কাজে লাগিয়েছেন। বোন তোমার সুখেই আমি সুখী।

অ্যালেকসাস বলল—আপনার মঙ্গল হোক।

মেসিনাস বলল—আপনার মনে শান্তি আসুক। এ মহারাজ্যে আপনি সবার শ্রদ্ধার পাত্রী, সবাই আপনার ব্যথায় সমব্যথী। লম্পটের শিরোমণি এ্যাণ্টনি কেবল আপনাকে উপেক্ষা করে কুচরিত্রার হাতে সবকিছু সমর্পণ করেছে। সেই এইসব অনর্থের মূল।

অক্টেভিয়া বলল—দাদা, এসব কথা সত্যি?

সীজার বলল—খুব সত্যি। এসো বোন, শুধু শুধু চিন্তা করো না। তোমার কোনো ভয় নেই। ধৈর্য ধরো।

অ্যাক্‌টিয়া অন্তরীপের সামনে এ্যাণ্টনি শিবির স্থাপন করেছেন। শিবিরে ক্লিওপেট্রা ও এনোবার্বস ঢুকলো।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমি যাবোই তাতে কোনো সন্দেহ করো না বন্ধু।

এনোবার্বস বলল—তার জন্য এত চিৎকার চেঁচামেচি কেন?

ক্লিওপেট্রা বলল—যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকতে চাই। তুমি তাতে বাধা দিচ্ছ। বলছো, মেয়েমানুষকে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিয়ে যাওয়া উচিত না।

এনোবার্বস বলল—বটে! বটে!

ক্লিওপেট্রা বলল—বিশেষ কোনো বাধা না থাকলে যাবো না কেন?

এনোবার্বস নিজের মনে মনে বলল—তার বেশ কারণ দেখাতে পারি।

ক্লিওপেট্রা বলল—কি বিড় বিড় করছো?

এনোবার্বস বলল—যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার কিছু হলে আমাদের প্রভু অসুবিধেয় পড়বেন। সময় যাবে আপনার সেবায়। মনও আপনার কাছে পড়ে থাকবে, বুদ্ধি লোপ পাবে। যুদ্ধের দেখা-শোনা আর কি করবেন। একেই অনেক দিন থেকে আলোচনা শোনা যাচ্ছে যে, প্রেমে পড়ে বুদ্ধিশুদ্ধি সব হারিয়েছেন, প্রেমে মজে আছেন। এখন রোমের ঘরে ঘরে সবাই বলছে যুদ্ধের দেখাশুনা করছে এক শালা খোজা আর ক্লিওপেট্রার সহচরীর দল।

ক্লিওপেট্রা বলল—রোম রাজ্য ডুবে যাক। একথা যারা বলে তাদের জিভ গলে খসে পড়ুক। যুদ্ধের খবর তো আমি কতক দিচ্ছি। পুরুষের রাজ্য হলে তো প্রতিনিধি স্বরূপ একজন যেত। তার জায়গায় আমি যাব। আমি যাবোই। কোনো মানাই মানবো

না। তুমি আর আপত্তি করো না।

এনোবার্বস বলল—আবার! এই যে মহারাজ আসছেন।

এ্যান্টনি ও ক্যানিভিয়াস শিবিরে ঢুকল। ক্লিওপেট্রাকে সেখানে দেখে এ্যান্টনি আশ্চর্য হয়ে বলল—তুমি? তুমি কি বলে এখানে আসলে? এত তাড়াতাড়ি সাগরই বা পার হলে কেমন করে? টাইরোনই বা নিলে কি করে? প্রিয়া, তুমি কি খবর শুনেছো?

ক্লিওপেট্রা বলল—যে একটা ঘটনা নিয়ে অনেকদিন মাথ না ঘামায়, সেইরকম লোক না হলে তুমি আমার কাজের প্রশংসা করতে না।

এ্যান্টনি বলল—বাঃ! যোগ্য তিরস্কার। তোমার মতো জ্ঞানীর মুখে শোভা পায়। ক্যানিভিয়াস, জল-যুদ্ধ আমাদের উচিত।

ক্যানিভিয়াস বলল—কেন প্রভু, এইরকম প্রতিজ্ঞা করছেন?

এ্যান্টনি বলল—সে আমায় টিটকিরি দিয়ে জলযুদ্ধে আহ্বান করেছে।

এনোবার্বস বলল—সে তো আপনিও তাকে সামনাসামনি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছেন।

ক্যানিভিয়াস বলল—শুধু তাই নয়, আপনি প্রস্তাব করেছিলেন যে ফার্সেলিয়ার ক্ষেত্রে যুদ্ধ হোক। আপনার সুবিধে হবে মনে করে সে এসব কথায় কান দেয়নি। আপনিও তার টিটকিরিতে কান দেবেন না।

এনোবার্বস বলল—আপনার জলযুদ্ধের সম্বল তো দেখছি কতকগুলো জাহাজ কেবল রয়েছে। লড়বার মত লোক কই। ঠাট খাড়া করে রাখবার জন্য কিছু সহিস আর চাষা ভাড়া করে এনেছেন। এরা কি কখনো লড়তে পারবে। লড়াই করা কি এদের কাজ? অন্যদিকে সীজারের জাহাজে যারা আছে তারা সব বড় বড় লড়াই করেছে। আপনার জাহাজ বহু কষ্টে গা ঘামিয়ে যতক্ষণে একবার কাঁচ করবে, তাদের জাহাজ ততক্ষণে দশ পাক ঘুরে আসব। জলযুদ্ধে আপনি রাজী নন বলে যদি অস্বীকার করেন, তাতে আপনার লজ্জার কোনো কারণ নেই। আপনি তো আর যুদ্ধ করতে রাজী নন তা নয়, শুধু জলের বদলে ডাঙায় যুদ্ধ করতে চাইছেন—

এই তো কথা।

এ্যান্টনি বলল—না, না, জলেই লড়ব।

এনোবার্বস বলল—আপনি মানুষ শ্রেষ্ঠ; স্থলযুদ্ধে আপনার খুবই প্রতিপত্তি। সে সুবিধা আপনি হেলায় ত্যাগ করবেন কেন? আপনার সৈন্যদলে সব পদাতিক। তারা সব যুদ্ধে ফেরত, কেউ আনাড়ী নয়। জলে লড়াই করতে গেলে দল ভেঙ্গে তাদের নিয়ে যেতে হবে। অকারণে আপনার দল ভেঙ্গে কেন শত্রুর দল বাড়াবেন? স্থলযুদ্ধে আপনি একজন বড় দক্ষ লোক, সে দক্ষতার অপমান করবেন? মাটিতে জয়লক্ষ্মী আপনাকে সাধাসাধি করছেন। তাঁকে ছেড়ে শুধু কেন অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন। ইচ্ছা করে কেন নিজের বিপদ ডেকে আনবেন।

এ্যাণ্টনি বলল—আমি জলযুদ্ধ করবো স্থির করেছি।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমার যে ষাটখানা যুদ্ধ জাহাজ আছে সীজারের তেমন একখানাও নেই।

এ্যাণ্টনি বলল—কতকগুলি জাহাজে সৈন্য ভেঙ্গে অ্যাক্টিয়াস অন্তরীপের মুখে স্থাপন করবো। সেখানে সীজার আসামাত্র তরা বিক্রম চূর্ণ হবে। বাড়তি জাহাজগুলো পুড়িয়ে দিয়ে যাবো। জলে যদি জিততে না পারি, স্থল তো আছেই।

এই সময় একজন দূতকে ঢুকতে দেখে এ্যাণ্টনি বলল—কি খবর?

দূত বলল—মহারাজ, যা শুনেছেন সত্যি। সীজারের যুদ্ধ জাহাজ দেখা দিয়েছে। টাইরোন সীজারের হস্তগত।

এ্যাণ্টনি বলল—সীজার নিজে এসেছে। মনে হয় না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সৈন্য যোগাড় করল কি করে? অতি আশ্চর্য ক্ষমতা। বারো হাজার ঘোড়সওয়ার আর ঊনিশ হাজার পদাতিক সৈন্য স্থলযুদ্ধের জন্য তোমার অধীনে থাকুক। আমি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এগিয়ে যাই। ক্লিওপেট্রা, প্রিয়া, চলো তুমি আমার যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

জনৈক সৈনিক প্রবেশ করে বলল—মহারাজের জয় হোক।

এ্যাণ্টনি বলল—কি সংবাদ?

সৈনিক বলল—আপনি জলযুদ্ধে যাবেন না। পচা তক্তাগুলোর উপর বিশ্বাস কি? প্রভু, এ তরোয়াল কি অবিশ্বাসী? আপনার দেহের এই সব অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন কি অবিশ্বাসী? পান্‌কৌড়ির মতো ডুবোডুবি করে মরতে হয বেদের দল মরুক। আমরা চিরকাল ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে লড়ে পৃথিবী জয় করেছি। তাই করুন।

এ্যাণ্টনি বলল—আচ্ছ, সে দেখা যাবে। চলো প্রিয়া।

এ্যাণ্টনি, ক্লিওপেট্রা ও এনোবার্বস চলে গেলে সৈনিক ক্যানভিয়াসকে বলল—আমি শপথ করতে পারি, ঠিক বলেছি।

ক্যানভিয়াস বলল—সত্যি তো বটেই। পদাতিক সৈন্য মহারাজের প্রধান বল। কিন্তু সে বলে মহারাজ যুদ্ধ চালাবেন না। তাঁকে যেমন চালান তেমনি চলেন—আমরা যেন মেয়েছেলের দল।

সৈনিক বলল—আপনার অধীনে যে অশ্বারোহী পদাতিক রইলো, তা আর ভেঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না।

ক্যানভিয়াস বলল—অন্য সেনা অধিকারীদের জলযুদ্ধে যাবার আদেশ হয়েছে। আমি আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে স্থলে থাকবো। সীজার এত তাড়াতাড়ি আসবে মনে তো হয় অসম্ভব।

সৈনিক বলল—রোম থেকে আগে দলে দলে সৈন্য চারিদিক দিয়ে বার বার করে দিলে। আমাদের গুপ্তচর সন্ধান পেল না কোন্ পথে ধাওয়া করবে।

ক্যানভিয়াস বলল—সীজারের সেনাপতি কে? শুনেছো?

সৈনিক বলল—লোকে বলছে—কে এক টরাস।

ক্যানভিয়াস বলল—ওঃ! তাকে তো আমি ভাল চিনি।

এই সময় একজন দূত ঢুকে ক্যানিভিয়াসকে বলল—মহারাজ আপনাকে যেতে বলেছেন।

ক্যানিভিয়াস বলল—আবার কি নতুন খবর?

ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর আসছে, তবু খবরের আর শেষ হয় না।

অ্যাকটিয়াস অন্তরীপের সামনের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সহকারে সীজার ও টরাস প্রবেশ করলো।

সীজার বলল—শুনে নাও।

টরাস বলল—বলুন, কি বলছেন?

সীজার বলল—স্থলে আক্রমণ কোরো না। সৈন্য দলবদ্ধ করে রাখো। যতক্ষণ জলযুদ্ধে জয়লাভ না হয়, স্থলযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা না দেয় ততক্ষণ পর্যন্তই সেই চেষ্টা করবে। এতে যেমন যেমন লেখা আছে, তার থেকে যেন অন্য রকম কিছু না হয়? এর উপর আমাদের সব কিছু নির্ভর করছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে এ্যাণ্টনি ও এনোবার্বসকে যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখা গেল।

এ্যাণ্টনি বলল—আমাদের সৈন্যদল পর্বতের অন্যদিকে সীজারের সৈন্যশ্রেণীর ঠিক সামনে স্থাপন করা যাক। ঐখান থেকে যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা দেখা যাবে। তারপরে দেখা যাবে কি করলে ঠিক হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রের আর এক দিয়ে ক্যানভিয়াস সৈন্যদের নিয়ে ঢুকে বেড়িয়ে গেল।

অন্যদিক দিয়ে সীজারের সেনাপতি টরাস সৈন্যদের নিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেল।

চারদিক থেকে জলযুদ্ধের কোলাহল শোনা গেল। এর পরেই তুর্যধ্বনি শোনা গেল, আর এরপর এনোবার্বস প্রবেশ করল। সে হাহাকার করে বলতে লাগল—হায় হায়, সব গেল! সর্বনাশ হলো। এ তো আর চোখে দেখতে পারছি না। ক্লিওপেট্রার ষাটখানা জাহাজই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ভেগে যাচ্ছে। এখন কি হবে?

এই সময় স্কেরাস প্রবেশ করল। বলল—ধিক! ধিক!

এনোবার্বস বলল—এতো রেগে গেছ কেন?

স্কেরাস বলল—মোহেই সর্বনাশ হলো। একটা প্রেমের ঠ্যালায় সব কিছু হারাল।

এনোবার্বস বলল—যুদ্ধ এখন কেমন চলছে?

স্কেরাস বলল—যুদ্ধের অবস্থা এখন খুব খারাপ। মড়ক যেমন মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় আমাদের পক্ষেও তেমনি নিশ্চিত সর্বনাশ। ঐ ঘাঘু মেয়েছেলেটার গায়ে কুট-মহাব্যাধি হোক। যখন আমরা প্রায় জিতে যাবো ঠিক এই সময়ই মেয়েছেলেটা পাল তুলে সাইয়ের মতো পালিয়ে গেল।

এনোবার্বস বলল—সবই দেখেছি দাদা। শেষে চোখে আর দেখতে না পেয়ে এইসব না সইতে পেরে এইখানে চলে এসেছি।

স্কেরাস বলল—মেয়েছেলেটা তো পালালো,.............আমাদের মনিব, এই মেয়েছেলেটা তো তার মধ্যে বীরত্বের আর কিছুই রাখেনি। হংসীর পেছনে যেমন রাজহাঁস ছুটে, যুদ্ধ ছেড়ে সেইভাবে আমাদের কর্তাও তার পিছন পিছন পালালেন। ছিঃ, ছিঃ, এমন লজ্জার কাজ আমি কাউকে কখনও করতে দেখিনি। বীরত্ব, যুদ্ধের জ্ঞান, মান-মর্যাদা এমন করে কেউ বিসর্জন দেয়। যেমনি ভাবে আমদের কর্তা সব বিসর্জন দিয়ে পালালেন।

ক্যানিভিয়াস ঢুকে বলল—জলযুদ্ধে হেরে গিয়ে আমাদের জয়লক্ষ্মী অতল জলে প্রবেশ করেছেন। প্রভু যদি শেষ অবধি লড়াই করতেন হয়তো আমাদের জয় হতো কিন্তু তিনি নিজের গর্ব নিজেই ধ্বংস করলেন। নিজে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন, যাতে আমরাও সেই পথ অনুসরণ করি আর তাতে অনিবার্য হার হোক।

এনোবার্বস বলল—তুমিও কি সেই পথের পথিক হলে নাকি? তাহলে তো আমাদের শেষ আশা ভরসা বলতেও আর কিছু থাকবে না।

ক্যানভিয়াস বলল—কর্তা, পিলপনিসাসের দিকে গেছেন।

স্কেরাস বলল—সেখানে যেতে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না। আমি যাই, দেখি গিয়ে আরও কি হয়।

ক্যানভিয়াস বলল—আমি আমার দলবল সীজারকে সমর্পণ করবো। দুজন রাজা আমাকে শরণাগর হবার পদ্ধতি দেখিয়েছেন।

এনোবার্বস বলল—আমি বাবা এখনো ছাড়ছিনা। কর্তার ভাঙ্গা পড়তাও দুদিন দেখবো। কাজ ঠিক হোক আর না ঠিক হোক।

আলেকজান্দ্রিয়াতে ক্লিওপেট্রার রাজবাড়ীতে এ্যান্টনি অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে ঢুকল।

এ্যান্টনি বলল—তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো, প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবী আমায় ধিক্কার দিচ্ছেন। বলছেন, তুমি আর আমায় মাড়িয়ে চলো না; আমার ভার বইলে পৃথিবীর অগৌরব হবে। তোমাদের ভাল কথা বলছি, অন্ধকারে আমি জীবনের পথ হারিয়ে ফেলেছি, আর খুঁজে পাচ্ছি না। আমার একটা সোনা বোঝাই করা জাহাজ আছে, তোমরা সেটা ভাগ করে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে সীজারের দলে যোগদান কর।

অনুচর বলল—প্রভু আদেশ করছেন, পালবো। জীবন থাকতে তা হবে না।

এ্যান্টনি বলল—কেন কিন্তু কিন্তু করছো? দেখো আমি নিজের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি। ভীরুদের পালাতে শিক্ষা দিচ্ছি। শত্রুকে পিঠ দেখাবার উপদেশ দিচ্ছি। আমার কথা শোনো, তোমরা পালাও। আমি যে পথ স্থির করেছি, তাতে তোমাদের কাউকে আর আমার প্রয়োজন হবে না। তাই তোমাদের বলছি পালাও। বন্দরে আমার জাহাজ আছে, তোমরা তার থেকে সোনা নিয়ে পালাও। আমি যার পিছন পিছন এসেছি, তাকে দেখলেও এখন আমার লজ্জা হয়। আমার কথা রাখো

তোমরা পালাও। আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করে চিঠি দিচ্ছি। যতদিন না সীজারের সঙ্গে সদ্ভাব করতে পারো, তোমাদের নিরাপদ রাখবে। শোনো দুঃখ পেয়ো না, না বলো না। আমার উপদেশ পালন করো। যে নিজেকে নিজে ছেড়ে দেয়, তাকে সবার ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর দেরী করো না। সমুদ্রপাড়ে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি যাবো, গিয়ে তোমাদের জাহাজ আর টাকা পয়সা তোমাদের হাতে দিয়ে দেবো। আমার কাছ থেকে সরে যাও। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, আমার আর আদেশ করবার শক্তি নেই। তোমাদের মিনতি করে বলছি, একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করো, আমি একটু পরেই আসছি। এই বলেই ক্লান্ত দেহ নিয়ে দাঁড়াতে না পেরে সেখানেই বসে পড়ল।

এ্যান্টনি যে ঘরে বসে ছিল সেই ঘরে একে একে এরস, ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ান ও আইরাস ঢুকল।

এরস বলল—মহারাণী, আপনি এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিন।

আইরাস বলল—যাও সখি।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমি একটু বসি, হায় কি হলো!

এ্যান্টনি চেঁচিয়ে উঠল—না, না, না, না, না।

এরস বলল—প্রভু, দেখছেন কে এসেছে?

এ্যান্টনি বলল—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

আইরাস বলল—সখি! সখি! ধৈর্য ধরো।

এরস ডাকল—প্রভু! প্রভু!

এ্যান্টনি বলল—হ্যাঁ, আমি শুনছি, কি বলছেন বলুন। এই সীজার ফিলিপাই যুদ্ধে তরোয়াল একবারও কোমর থেকে কোষমুক্ত করেনি। নাচিয়েরা যেমন গয়না করে তেমনি গয়নার মতো শোভার জন্য পরে রেখেছিল। এই হাত কেসাসকে আঘাত করেছিল। নির্বোধ ব্রুটাসকে যে শেষ করেছিল—সে এই! তখন বীরত্ব হয়েছিল কেবল সেনানায়ক হয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করে নয়। এখন আর সেইসব কথায় কাজ কি?

ক্লিওপেট্রা বলল—আর আমি দাঁড়াতে পারছি না। কেউ আমায় ধরো।

এরস বলল—প্রভু, রাণী এসেছেন।

আইরাস বলল—সখি, কাছে যাও, কথা কও। আহা, লজ্জায় একেবারে হতজ্ঞান হয়েছেন।

এ্যান্টনির কোন ভাবান্তর না দেখে ক্লিওপেট্রা বলল—সখি! আমায় তবে ধরে নিয়ে চলো। ওঃ—

এরস বলল—মহারাজ উঠুন। রাণী আপনার কাছে আসছেন। দেখুন তাঁর কি খারাপ অবস্থা হয়েছে। উঁচু মাথা নীচু হয়ে গেছে। আপনি যদি তাকে না ডাকেন তাহলে এখনই মৃত্যু হবে। আপনি তাকে সান্ত্বনা দিলে হয়তো উনি বেঁচে যাবেন।

এ্যাণ্টনি বলল—আমার সুনাম আমি নিজে নষ্ট করেছি। আমার চেয়ে পাপী আর নেই।

এরস বলল—প্রভু, মহারাণী আপনার সম্মুখে।

এ্যাণ্টনি বলল—রাণী, এ তুমি আমায় কোথায় এনে ফেলেছো। অপমানে তোমার দিকে তাকাতে পারছি না। তাই লজ্জা ঢাকতে যেখানে মান-সম্মান ফেলে এসেছি সেদিকে তাকিয়ে আছি।

ক্লিওপেট্রা বলল—প্রাণেশ্বর, ক্ষমা করো। ভয়ে আমি পালিয়েছিলাম। তুমি সে আমার পিছনে আসবে, তা আমি জানিনি।

এ্যাণ্টনি বলল—কি বলছো! তুমি খুব ভালই জানতে, আমার হৃদয় তোমার নৌকোতে বাঁধা ছিল। তুমি যেখানে যাবে সেখানেই আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তুমি জানতে না, আমার উপর তোমার কি আধিপত্য, কত জোর। তোমার কথায় আমি ভগবানের আদেশ উপেক্ষা করে আসতে পারি। তুমি জানতে আমি আসব।

এ্যাণ্টনি বলল—ছিঃ, ছিঃ! এখন একটা বালকের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করতে হবে। কাল অবধি যে অর্ধেক পৃথিবী নিয়ে ইচ্ছা মতো খেলা করেছে, কত লোকের কপাল ভেঙ্গেছে, গড়েছে—অ জ তাকে নীচু কাজ করে জীবন ধারণ করতে হবে। ছিঃ! ছিঃ! তুমি খুব ভালে করেই জানতে আমায় কতদূর বশে এনেছো। মোহে পড়ে আমার এমন দশা। হয়েছে! যে আমার এ তরোয়ালের আর নিজের মতো কাজ করার শক্তি নেই।

ক্লিওপেট্রা বলল—ক্ষমা করো আমায়।

এ্যাণ্টনি বলল—ছিঃ, ছিঃ! এখন একটা বালকের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করতে হবে। কাল অবধি যে অর্ধেক পৃথিবী নিয়ে ইচ্ছামত খেলা করেছে, কত লোকের কপাল ভেঙ্গেছে, গড়েছে— আজ তাকে নীচু কাজ করে জীবন ধারণ করতে হবে। ছিঃ, ছিঃ! তুমি খুব ভাল করে জানতে আমায় কতদুর বসে এনেছো। মোহে পড়ে আমার এমন দশা হয়েছে! যে আমার তলোয়ারের আর নিজেব. মতো কাজ করার শক্তি নেই।

ক্লিওপেট্রা বলল—ক্ষমা করো আমায়।

এ্যাণ্টনি বলল—চোখের জল ফেলো না। আজ সবকিছু হারিয়ে আমি যে দুঃখ পেয়েছি, তোমার চোখে এক ফোঁটা জল দেখলে সেই দুঃখ আমার মনে হয়। তারপর ক্লিওপেট্রাকে চুম্বন করে বললেন—এই চুম্বনে আমার সব ক্ষতি পূর্ণ হোক। সীজারের কাছে আমাদের শিক্ষক দূত হিসাবে গেছে। এখনো কি সে ফেরেনি? ওহো, আমার প্রাণভরে কে সীসে ঢেলে দিয়েছি। কে আছো, এদিকে মদ নিয়ে এসো। আর আমায় কিছু খেতে দাও। নিয়তি যত কষ্ট দেয়, ততই উপেক্ষিত হয়।

মিশরে সীজার শিবির স্থাপন করেছেন। সেই শিবিরে সীজার বসে আছেন। তার আশেপাশে ডলাবেলা, এথিরিয়াস ও অন্য লোকজনদের দেখা গেল।

সীজার বলল—এ্যাণ্টনির কাছ থেকে কে এসেছে পাঠিয়ে দাও। তুমি তাকে

চেনো?

ডলাবেলা বলল—হ্যাঁ, তার ছেলেদের শিক্ষক। এ্যান্টনির যে পক্ষচ্ছেদ হয়েছে, এ তার প্রমাণ। বড় বেশী দিনের কথা নয়, যে লোক রাজ-রাজড়াদের দূত হিসাবে পাঠাতো, তার এখন ছোট পক্ষ ছাড়া অন্য সহায় নেই।

ইউক্রোনিয়াসকে শিবিরে ঢুকতে দেখে সীজার তাকে বলল—এগিয়ে এস। তোমার কি কথা আছে বলো।

ইউক্রোনিয়াস বলল—আমি এ্যান্টনির প্রেরিত দূত। সাগরের জলের সামনে সামান্য জলে ফোটার যেমন কোনো মূল্য নেই তেমনি তার কাজের জন্য আমার মতো সাধারণ লোকও এর আগে তার কাছে মূল্যহীন ছিল।

সীজার বলল—ভালো, এখন তুমি কি চাও, বলো।

ইউক্রোনিয়াস বলল—এখন আপনি তার কপাল ভাঙ্গছেন বা গড়ছেন, তার ভাল মন্দ এখন আপনার উপর নির্ভর করছে। আপনাকে প্রণাম জানিয়ে তিনি মিশরে বসবাস করবার অনুমতি চেয়েছেন। যদি আপনি তার এ প্রার্থনা না মানেন তাহলে তিনি শুধু এটুকু চান যেন সামান্য লোকের মতো স্বাধীনভাবে এথেন্সে গিয়ে বসবাস করবেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার এইটুকুই বলার আছে। আর রাণী ক্লিওপেট্রা আপনাকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন যে তিনি আপনার অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন। মিশরের রাজমুকুট এখন আপনার আয়ত্বে। তিনি প্রার্থনা করেছেন, তার বংশাবলীকে যদি আপনি সে মুকুট অর্পণ করেন তাহলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

সীজার বলল—এ্যান্টনির কথায় আমি কান দেবো না। ক্লিওপেট্রাকে বলো, তাঁর প্রার্থনা আমি রাখবো। কিন্তু তা করবো, যদি তিনি তাঁর সখাকে রাজ্য থেকে বের করে দেন, কিংবা তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। তিনি আমাদের ইচ্ছামতো কাজ করলে আমরাও তার মনের বাসনা পূর্ণ করবো। দুজনকেই আমার বক্তব্য বলো।

ইউক্রোনিয়াস বলল—সৌভাগ্য আপনার অনুগামী হোক।

সীজার বলল—আমার সৈন্য-শ্রেণীর সামনে দিয়ে একে নিয়ে যাও। তারপর থাইরিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কথার চালাকি প্রমাণ করবার এটাই উপযুক্ত সবয়। যাও, যেভাবে পারো ভুলিয়ে ভালিয়ে ক্লিওপেট্রাকে এ্যান্টনির কাছ থেকে হাত করে নাও। সে যা চায়, আমার নাম করে বলবে যে সব পাবে। সৌভাগ্যের কোলে বসে থাকলেও মেয়েদের মন শক্ত থাকে না। দুর্ভাগ্যের কারণে যে কষ্টভোগ করতে হয় তাতে সতী-সাধ্বীরও বুদ্ধি নষ্ট হয়। তোমার যত চালাকী আছে সব প্রয়োগ করে এই কাজ উদ্ধারের চেষ্টা করো, তুমি এর বদলে যা পুরস্কার চাইবে দেবো।

থাইরিয়াস বলল—আমি চললাম।

সীজার বলল—দ্যাখো, খারাপ সময়টা এ্যান্টনি কেমনভাবে কাটাচ্ছে। এখন তার অবস্থা কথায়-বার্তায়, ভাবে-ভঙ্গিতে তোমার কেমন মনে হয়, জানতে চাই।

থাইরিয়াস বলল—যে আজ্ঞে।

অ্যালেকজান্দ্রিয়াতে ক্লিওপেট্রা, এনোবার্বস, চারমিয়ান ও থাইরাসকে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে কথাবার্ত্তা বলতে দেখা গেল।

ক্লিওপেট্রা বলল—কি করা যায়, বলো দেখি?

এনোবার্বস বলল—ভেবে ভেবে প্রাণ ত্যাগ।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুমি সত্যি করে বলো, কার দোষ? আমার, না সখার?

এনোবার্বস বলল—সব দোষ আপনার সখার। উচিত-অনুচিত কিছু মানলেন না—যা-তা করলেন। ভালো আপনি নয় যুদ্ধের ভয়ানক রূপ দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালালেন, তিনি আপনার পিছন পিছন পালালেন কেন? সে সময় কি প্রেম ভালবাসার কথা ভাববার সময়। যখন তার জন্য অর্ধেক পৃথিবীর লোক বাকী অর্ধেকের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে সেই সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আপনার পিছন পিছন সরে পড়লেন। সে সময় তাকে আপনার পিছন পিছন আসতে দেখে সৈন্য সামন্ত সব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। ছিঃ, ছিঃ, তাঁর এই কাজ যেমন লজ্জার তেমনি ক্ষতিকর।

ক্লিওপেট্রা বলল—এখন চুপ করো।

এই সময় এ্যাণ্টনি ও ইউক্রোনিয়াস কথা বলতে বলতে ঢুকলো।

এ্যাণ্টনি বলল—এই উত্তর দিয়েছে।

ইউক্রোনিয়াস বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এ্যাণ্টনি বলল—আমায় যদি ছেড়ে দেয় তাহলে রাণী তার দয়া পেতে পারেন।

ইউক্রোনিয়াস বলল—সেই রকমই বলেছে।

এ্যাণ্টনি বলল—তুমি রাণীকে জানাও যে আমার মাথাটা কেটে সীজারকে পাঠিয়ে দিলে সে তোমার আশা পূর্ণ করবেন। তোমার রাজ্য সম্পদ সব দেবেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—কি বলছো? তোমার মাথা?

এ্যাণ্টনি বলল—শিক্ষক, তুমি আবার যাও। তাকে গিয়ে বলো, তার এই যৌবনের গরিমায় লোকে তার কাজে অসাধারণ কীর্ত্তি আশা করি। ধনদৌলত যুদ্ধজাহাজ, সৈন্য যা তার আছে তা তো একজন ভীরু মানুষেরও থাকতে পারে। তাতে তো তার বীরত্বের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তার কর্মচারীরা যে কীর্তি অর্জন করেছে, তা তারা একটা শিশুর অধীনে থেকেও অর্জন করতে পারতো। তাতে তার কোনো পৌরুষ নেই। আজকে আমি দূরবস্থায় পড়েছি। সে যেন তার ধন-সম্পদের গর্ব ভুলে যায়। সে যদি সত্যিই বীর হয় তবে সে একা এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক। চলো, আমি সব চিঠিতে লিখে দিচ্ছি।

এ্যাণ্টনি ও ইউক্রোনিয়াস অন্য ঘরে চলে গেলে এনোবার্বস বলল—তাই বটে। প্রবল প্রতাপ সীজার নিজের সুখ, টাকা, সম্মান ছেড়ে ওঁর সঙ্গে তলোয়ার খেলতে আসবে। লক্ষ্মী যখন মানুষকে ছেড়ে দেয় তখন মানুষ এমনি হতবুদ্ধি হয়। অভাব মানুষের গুণ নষ্ট করে। সব জেনেশুনে এ কথা মনে ভাবলো কি করে। ঐশ্বর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি সীজার আসবে ভুয়ো এ্যাণ্টনির সঙ্গে তলোয়ার বাজী করতে। হায় হায়, এ

যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। সীজার আর কিছু বাকী রাখেনি, জ্ঞান বুদ্ধিটুকুও কেড়ে নিয়েছে।

জনৈক অনুচর ঢুকে বলল—সীজারের কাছ থেকে দূত এসেছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—কি? আর আমার রাজ-সম্মান নেই। দ্যাখো সখি কাল ফুলের কলিকে যারা সমাদর করেছে আজ গন্ধ গেছে বলে ফোটা ফুলকে তারা অনাদর করছে। যাও দূতকে নিয়ে এসো।

আইরিয়াস ঘরে ঢুকলে ক্লিওপেট্রা বলল—সীজারের কি হুকুম?

আইরিয়াস বলল—আপনি একা শুনুন।

ক্লিওপেট্রা বলল—এখানে আমার বন্ধু ছাড়া অন্য লোক কেউ নেই। তুমি বিনা বাধায় বলো।

আইরিয়াস বলল—এরা বোধ হয় এ্যান্টনিরও বন্ধু।

এনোবার্বস বলল—এ্যান্টনির আর বেশী বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। থাকবার প্রয়োজনও নেই। সীজারের যেমন অনেব বন্ধু-বান্ধব আছে, তার মধ্যে যদি একজন বলে প্রভুকে গণ্য করেন, তাহলে তিনি ধন্য হন। আমাদের কথা জানবেন, প্রভু যখন যার অধীন হয় আমরাও তার অধীন। অর্থাৎ এখন আমরা সীজারের অধীন।

আইরিয়াস বলল—বেশ রাণী, আমার প্রভুর অনুরোধ, নিজেকে হতভাগিনী মনে করে আপনি দুঃখ করবেন না। তার সহৃদয়তার উপর নির্ভর করলে আপনার কোনো চিন্তা থাকবে না।

ক্লিওপেট্রা বলল—তিনি উদারচেতা। আর কি বলেছেন?

আইরিয়াস বলল—আপনি যে এ্যান্টনিকে ভালোবাসেন না, কেবন ভয়ে তাকে ভজনা করেন তা তিনি জানেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—বটে!

আইরিয়াস বলল—তার ধারণা, আপনার চরিত্র আপনার অনিচ্ছায় কলঙ্কিত হয়েছে। আপনাকে লোকে অন্যায়ভাবে নিন্দা করে। তার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত।

ক্লিওপেট্রা বলল—তিনি দেবতা। মনের খবর আপনিই সমস্ত জেনে ফেলেন। সত্যি, আমি নিজের ইচ্ছায় কুল মান সব সমর্পণ করিনি! বলে চুরি করেছে।

এনোবার্বস কেউ না শুনতে পায় এমনভাবে বলল—বটে! বন্ধুর কাছে কথাটা সত্য না মিথ্যা জেনে নিতে হবে। বন্ধু, এখন তোমার মধ্যে হাজার ফুটো দেখা দিয়েছে. এই সময় তোমায় পরিত্যাগ করাই উচিত। তোমার প্রিয়তমা পর্যন্ত তোমায় ত্যাগ করতে চলেছে।

আইরিয়াস বলল—প্রভুকে বলবো আপনি কি চান। আপনি তাঁর উদারতার পরীক্ষা নেন, এই তাঁর কামনা। তাঁর সুখ সম্পত্তি অবলম্বন করে আপনি অবস্থান করেন. তাতে তাঁর পরম আনন্দ। কিন্তু মহারাণী যদি এ্যান্টনিকে ত্যাগ করে সেই মহারাজের শরণে আশ্রয় নেন, তা হলে তাঁর সুখের সীমা থাকবে না।

ক্লিওপেট্রা বলল—তোমার নাম কি?

আইরিয়াস বলল—দাসের নাম আইরিয়াস।

ক্লিওপেট্রা বলল—দূতবর, তোমার প্রভু-পদে এই কথা জানিয়ো। তাঁর উদ্দেশ্যে আমি তাঁর বিজয়ী হাত চুম্বন করলাম। তার পায়ে মাথার মুকুট খুলে দিয়ে দাসী তাঁর পায়ে স্থান নেবে। এখন অভাগিনী শ্রীমুখের আদেশের অপেক্ষায় আছে।

আইরিয়াস বলল—চরণে এই এখন আপনার ভালো উপায়। বিপদের সময় ভয় না করে সৎ যুক্তির পথ ধরে চললে আর মাথার ভুল হয় না মন ঠিক পথে চলে বিপদমুক্ত হয়। এখন অনুমতি করুন, ভক্তি-ভরে রাজ-হস্ত চুম্বন করে বিদায় গ্রহণ করি।

ক্লিওপেট্রা বলল—তোমার প্রভুর পিতা দিগ্বিজয়ে যাবার সময় বার বার এই অযোগ্য হাতে চুমু খেতেন।

এর মধ্যেই আবার এ্যাণ্টনি ও এনোবার্বস ঘরে ঢুকল।

এ্যাণ্টনি বলল—বটে! অনুগ্রহ বজ্রপাণি, কোথায় তুমি? তুই কে?

আইরিয়াস বলল—যিনি এখন পুরো ঐশ্বর্যের আধার, যার আদেশ অমান্য করা যায় না, আমি তার চাকর।

এনোবার্বস কেউ না শুনতে পায় এমন ভাবে বলল—তুমি চাবুক খাবে।

এ্যাণ্টনি বলল—শোন, কে আছিস? বটে! মানুষরূপী শকুনগুলি দেখছি এখনো কেউ আসছে না। আমার প্রভুত্ব কমে যাচ্ছে। তাই কেউ মানছে না। আগে যখন একবার ডাক দিয়েছি, কত রাজা আমার আজ্ঞা পালন করবার জন্য ছুটে আসত। তোদের কান নেই? আমি এখনও মরিনি।

একজন অনুচর প্রবেশ করলে এ্যাণ্টনি তাকে বলল—এই বর্বরটাকে এখান থেকে নিয়ে যা। আচ্ছা করে চাবুক লাগা।

এনোবার্বস কেউ না শুনতে পায় এমনভাবে বলল—সিংহের বাচ্চা নিয়ে নাচানো ভালো। তবু বুড়ো সিংহের মরার সময় তার কাছে না যাওয়াই ভালো।

এ্যাণ্টনি বলল—ভাল করে চাবুক মার। ও যদি তুচ্ছ সাধারণ একটা মানুষ না হয়ে সীজারের অধীন কুড়িজন সম্রাট হতো, আর তারা এমনি করে ওই ওর হাতে, ওর নামই তো আগে ক্লিওপেট্রা ছিল?—খুব ভালো করে চাবুক মারবি। যতক্ষণ না বাচ্চার মাথা ছটফট করে ডাক ছেড়ে না কাঁদে ততক্ষণ ছাড়বি না। যতক্ষণ না ক্ষমা প্রার্থনা করে ততক্ষণ মারবি। যা এখান থেকে নিয়ে যা।

আইরিয়াস বলল—এ্যাণ্টনি।

এ্যাণ্টনি বলল—ধরে টেনে নিয়ে যা। চাবুক মেরে তারপর এইখানে নিয়ে আসবি। ওকে দিয়ে ওর প্রভুকে গোটাকয়েক কথা বলে পাঠাবো।

আইরিয়াসকে নিয়ে অনুচররা চলে গেলে এ্যাণ্টনি ক্লিওপেট্রাকে বলল—আমি এখানে আসবার আগে তুমি অর্ধ পতিত হয়েছিলে—

তোমার জন্য আমি বিয়ে করা বউ-এর দিকে নজর দিইনি। নারী-রত্ন থেকে বংশধর পুত্রালাভে বঞ্চিত হয়েছি। কি জন্য? ঘৃণিত ভৃত্যের ইচ্ছা যে পূর্ণ করে, তার দ্বারা প্রতারিত হবো বলে?

ক্লিওপেট্রা বলল—আমার একটা কথা শোনো।

এ্যাণ্টনি বলল—তোমার কথা আর কি শুনবো? তুমি চিরকাল এমনি দোষ করে আসছ। আপশোষ এই, আমরা দেখেও দেখিনি। কঠোর, হীন, হতে হতে খারাপ কাজ করতে করতে আমাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। পাপে জ্ঞানের আলো ঢেকে রাখে। ভুল করে তখন মোহের উপাসনা করি। শেষে নরকে যাবার সময় দেবতারা হাসেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—হায়, শেষে এই হলো?

এ্যাণ্টনি বলল—তোমায় তো মৃত সীজারের খাবারের পাত্র থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি। তুমি মৃত পম্পির এঁঠো। তাছাড়া যৌবনের তাপে তুমি কত নীচের সেবা করেছো, তা কে বলতে পারে মিথ্যা নয়। আমি বেশ বলতে পারি, তুমি সতীত্বের নাম জানতে পারো, কিন্তু তা কি জিনিস, তোমার জানা নেই।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমি কি অপরাধ করেছি যে আমাকে এত শক্ত কথা বলছো?

এ্যাণ্টনি বলল—অপরাধ! যে হাত নিয়ে আমি খেলা করি, যে হাত সম্রাটের হৃদয় সেবার যোগ্য, তুমি সেই হাত একটা সামান্য মাইনে করা লোককে সমর্পণ করলে। অপরাধ? যদি উঁচু পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তোমার অপরাধের কথা বলতে পারতাম তবে আমার আজ দুঃখ সব যেত। এ ভীষণ যন্ত্রণা এ ছোট কথায় বলবার নয়। আমার গলা আটকে যাচ্ছে, আমার গলায় কে যেন ফাঁসি দিচ্ছে, আর আমি এ ক্ষিপ্র হস্ততার সাধুবাদ করছি।

আইরিয়াসকে নিয়ে—অনুচররা আবার ঢুকল।

এ্যাণ্টনি বলল—বেশ করে চাবুক দিয়েছো।

অনুচর বলল—খুব ভাল করে।

এ্যাণ্টনি বলল—কেঁদেছিল? ক্ষমা চেয়েছিল তারপর তো ছেড়েছিস।

অনুচর বলল—মাপ চেয়েছিল তারপর ছেড়েছি।

এ্যাণ্টনি বলল—তোর বাবা যদি জীবিত থাকে, তার মনে ভেবে কষ্ট হোক কেন তুই মেয়ে না হয়ে ছেলে হলি। তা হলে এ শাস্তি আর পেতে হতো না। তোরও মনে কষ্ট হোক দুঃখ হোক, এই ভেবে সে সীজারের আদেশ পালন করতে গিয়ে তুই চাবুক খেলি। আর জয়—গর্বিত সীজারের আদেশ মানিস না। আজ থেকে মেয়েদের হাত ছুঁতে গেলে যেন তার গায়ে জ্বর আসে। দেখলে যেন হৃদয় কাঁপে। তোর যেমন সমাদর করলাম, তোর প্রভুকে গিয়ে বলিস। দেখ, আরো বলবি যে তোর ব্যবহারে আমি রাগ করেছি। আমার দূরাবস্থা দেখে সে মনে মনে গর্ব করছে, আমার আগের নাম যশের কথা একবারও ভাবছে না। তাতে আমার রাগ হচ্ছে। আমায় এখন রাগালে হয়তো তেমন কিছু ক্ষতির কথা নেই কারণ এখন আর আমার আগের দিন

নেই। আমার গ্রহরা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এসব কথা তার ভাল লাগে, আমার যে লোক তার হাতে আছে তাকে সে যা ইচ্ছে করুক, চাবুক মারুক ফাঁসিতে ঝোলাক, শোধ নিতে যেমন ইচ্ছে মন্ত্রণা দিক। তুমিও তোমার প্রভুকে প্রতিশোধ নিতে অনুরোধ কর। যাও চাবুকের দাগ নিয়ে তাকে দেখাও গে।

ক্লিওপেট্রা বলল—এখন তৃপ্তি হয়েছে?

এ্যাণ্টনি বলল—হায়, আমার হৃদয় চাঁদ রাহুগ্রস্ত হয়েছে। আর সে হৃদয়ে কিরণ বর্ষণ করছে না। এ লক্ষণ শুধু আমার অধঃপতনের লক্ষণ।

ক্লিওপেট্রা বলল—এখনও রাগ পড়েনি। দেখি কতক্ষণে পড়ে।

এ্যাণ্টনি বলল—সীজারের অনুগ্রহ লাভের জন্য তার ছেলের সঙ্গে প্রেম করবে?

ক্লিওপেট্রা বলল—আমায় এতদিনেও চিনলে না।

এ্যাণ্টনি বলল—আমার প্রতি তোমার প্রেম ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ক্লিওপেট্রা বলল—তোমার উপর থেকে আমার ভালবাসা চলে যাবে? হা ভগবান! যেদিন তোমার প্রতি আমার প্রেম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, সেই ঠাণ্ডায় আমার হৃদয়ে যেন শিলাবৃষ্টি হয়। সবংশে যেন আমার নিপাত হয়। রাজ্য যেন শ্মশান হয়ে যায়, একটা প্রাণীও যেন না বাঁচে! সবাই যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সবার মৃতদেহ যেন কীটপতঙ্গের পেটে যায়।

এ্যাণ্টনি বলল—হয়েছে, হয়েছে। আর আমায় বলতে হবে না। যাক এখন সীজারকে দেখে নেবো, এইবার ও তোমার রাজ্য আক্রমণ করবে। বুঝে নেবো অদৃষ্ট তার প্রতি কত সদয়। আমাদের স্থল-বলের জন্য ভাবনা নেই। তারা অটল আছে। আর জলেই বা ভয় কি? যা একটু ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছিল সেটা এখন ঠিক করে নিয়েছি। আমার যুদ্ধজাহাজ এখন দলবদ্ধ। সেদিকে আর কাউকে ঘেঁষতে হবে না। শুনলে তো প্রিয়া কি বলছি? কি ভাবছো? প্রাণপণে যুদ্ধ করবো। এবার যদি যুদ্ধ করে ফিরি, ভগবান যদি তোমার ওই ঠোঁটে আবার চুমু খেতে সুযোগ দেন, দিন ফিরিয়ে দেন; শত্রুর রক্তে রেঙে ফিরবো। এ্যাণ্টনির এই তরোয়াল সেদিন অক্ষয় কীর্তি বীজ রোপণ করবে। ভাবনা নেই রাণী, দেখো, আমি কি করি।

ক্লিওপেট্রা বলল—এই তো আমার বীর প্রাণেশ্বরের মতো কথা।

এ্যাণ্টনি বলল—একা আমি হাজার লোকের শক্তি ধারণ করবো। যুদ্ধে আমি জয়লাভ করবো। এবার কারোর নিস্তার নেই। হাসতে হাসতে কত লোকের জীবন ভিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু আর না। শত্রু দেখলেই শেষ করে দেবো। যে সামনে আসবে সেই নরকে যাবে। আর ভেবো না, আজ রাত্রে উৎসব পালন করবো। আমার সেনাপতিরা নিরুৎসাহ, বিমর্ষ হয়ে আছে, তাদের ডেকে পাঠাও। পাত্রে পাত্রে মদ ঢালা হোক। আমরা এত হাসি আনন্দ করবো যে রাত্রির বিষাদ লজ্জা পাবে।

ক্লিওপেট্রা বলল—আজ আমার জন্মদিন। কিন্তু ভেবেছিলাম আজ কোন উৎসবের আয়োজন করবো না। কিন্তু যখন আমার প্রাণসখা এ্যাণ্টনি ফিরে এসেছে তখন

আমিও আবার ক্লিওপেট্রা হয়ে গেছি।

এ্যান্টনি বলল—তুমি হতাশ হয়ো না। আমি আবার সব আগের মতো করে ফেলবো।

ক্লিওপেট্রা বলল—সেনাপতিদের সবাইকে এসে দেখা করতে বলো।

এ্যান্টনি বলল—আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। আজ গলায় গলায় সবাইকে মদ খাওয়াবো। দেহে ধরবে না সব মদ ফেটে বেরোবে। আমার এ দেহ এখনও নিস্তেজ হয়নি। দেখো এবার খুব যুদ্ধ করবো। সাক্ষাৎ শমনের অসাধ্য যুদ্ধ উপস্থিত করে তাঁর ভালবাসা লাভ করবো।

এ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রা ও অনুচরেরা চলে গেল। এরপর এনোবার্বস বলল—দারুণ হয়ে উঠলো। বাক্যের ছটায় আগুন ছোটালে বাবা! নিরুপায়ে নিস্তার না দেখে লোকে এমনি ধারাই রেগে ওঠে। ভাবনা না করে ভরসা করে। আর একটা মজা দেখছি, কর্তার বুদ্ধি যত কম হচ্ছে, ভরসা তত বাড়ছে। বীরের প্রধান অস্ত্র বুদ্ধি। অসীম সাহসের ফলে সেটুকু চলে গেলে মানুষ নিজের অস্ত্র নিজেই ভেঙ্গে ফেলে। আর না বাবা! এঁর কাছ থেকে সরে পড়বার একটা পথ দেখি।

আলেকজান্দ্রিয়াতে সীজারের শিবিরে সীজার একটি চিঠি পড়তে পড়তে ঢুকল। তার পিছন পিছন আগ্রিপার, মেসিনাস ও অন্য লোকদের ঢুকতে দেখা গেল।

সীজার বলল—আমাকে বালক বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও নানারকম খারাপ কথাও বলছে। এখনি যেন আমাদের এখান থেকে তাড়িয়েই দেন। আমার দূতকে চাবুক মেরেছেন আর টিট্‌কিরি দিয়ে আমায় একক যুদ্ধে লড়তে ডেকেছেন। এ্যান্টনির সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করবে সীজার। কী আশ্চর্য্য কথা! দুরাত্মাকে জানাও তার হাতে অপমৃত্যুর চেয়ে আমার মরণের আরও বহু পথ খোলা আছে। এসব বড় বড় কথা হেসে উড়িয়ে দিতে হয়।

মেসিনাস বলল—এই থেকে বুঝুন তাঁর মত মহৎ লোকের যখন রাগ আরম্ভ হয়েছে, তখন আর পতনের বিলম্ব নেই। আর হাঁপ ছাড়বার সময় দেবেন না। এখন তার বুদ্ধির ঠিক নেই। এই বেলা আপনার সুবিধা করে নিন। ক্রোধ হলে নিজের সমস্ত সতর্কতা আর থাকে না।

সীজার বলল—আমার প্রধান প্রধান সেনাপতিদের বলে দেওয়া হোক, কাল যুদ্ধ কাণ্ডের শেষ করবো। সম্প্রতি যারা এ্যান্টনির অধীনে ছিল, এমন অনেক সৈন্য আমাদের দলভুক্ত হয়েছে। তারা তাকে ধরে দিতে পারবে সেই মত ব্যবস্থা করুন। আজ সব সৈন্যদের ভাল করে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করুন। খাদ্য আমাদের প্রচুর আছে। তারা যে খাটা খেটেছে, তাতে এ ভোজ তারা পেতে পারে। এ্যান্টনির দূরদৃষ্ট!

আলেকজান্দ্রিয়ার রাজবাড়ীর একটি ঘরে এ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ান, আইরাস, আলেকসাস ও এনোবার্বস সবাইকে জমায়েত দেখা গেল।

এ্যান্টনি বলল—আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না?

এনোবাবর্স বলল—না।

এ্যাণ্টনি বলল—কারণ?

এনোবার্বস বলল—তিনি মনে করেন, তিনি আপনার চেয়ে বিশগুণ ভাগ্যবান। সুতরাং তিনি বিশ জনের সমকক্ষ। আপনি একা পারবেন কেন? তাই ' ড়তে চান না।

এ্যাণ্টনি বলল—বীর! কাল জলে-স্থলে দুদিকে যুদ্ধ করবো। জীবনপণ! মরি যদি, রক্তে অভিষিক্ত করে, হত মান পুনর্জীবিত করবো। তুমি পণে যুদ্ধ করবে তো?

এনোবাবর্স বলল—যুদ্ধস্থলে আমি হেঁকে বলবো, সর্বস্ব পণ যে জিতবে তার।

এ্যাণ্টনি বলল—সাবাস বীর! এসো, আমার অনুচরদের ডাকো। আজ রাত্রে পর্যাপ্ত আনন্দ করা যাক।

অনুচরেরা ঢুকলে এ্যাণ্টনি বলল—এসো, সকলে একে একে আমায় কোল দাও। তুমি অতি সজ্জন। এসো, এসো, এসো। তোমরা অতি যত্নে আমার সেবা করেছ। কত রাজা-মহারাজা তোমাদের সহকারী ছিল।

ক্লিওপেট্রা অন্য কেউ না শোনে এমনভাবে এনোবার্বসকে বলল—এর মানে

এনোবার্বস? ক্লিওপেট্রা বলল—অতি দুঃখে মানুষ এক-একটা কৌতুক করে—এও তাই।

এ্যাণ্টনি বলল—তুমিও অতি ভাল লোক। আমার ইচ্ছা দলে তোমরা যতগুলি আছ, আমিও এতগুলি হই। তোমরা এক হয়ে গিয়ে আমি হও! তোমরা যেমন করে আমার সেবা করেছ, তেমনি করে আমি তোমাদের সেবা করি।

অনুচর বলল—প্রভু, এমন কথা মুখে আনবেন না।

এ্যাণ্টনি বলল—শোনো, আমি বেশী কিছু চাই না—এই রাত্রিটার মত তোমরা আমার কাছে শুধু থাকো, আনন্দ উৎসব করো। আমি সব হারিয়েছি বলে আনন্দ করতে মনে তোমরা কিছুমাত্র দ্বিধা করো না। প্রাণ ভরে সবাই মিলে মদ খাও। যখন আমর টাকা, রাজ্য সব কিছু ছিল, তখন তোমরা যেমন করে আনন্দ করতে, আজও তেমন করেই আনন্দ করো।

ক্লিওপেট্রা অন্য কেউ না শোনে এমনভাবে এনোবার্বকে বলল—মনের কি ইচ্ছা বুঝতে পারছো?

এনোবার্বসও অন্য কেউ না শোনে এমনভাবে ক্লিওপেট্রাকে বলল—সবাইকে একটু কাঁদাবেন?

এ্যাণ্টনি বলল—এই রাত্রিটার মত আমরা পরিচর্যা করো। বোধ করি, তারপর তোমাদের আর আমার জন্য ভাবতে হবে না। যতদূর সম্ভব তোমাদের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। পরে দেখা হয় তো আমার বিকৃত মৃতদেহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কাল হয়তো তোমরা অন্য কোনো প্রভুর অধীনে কাজ করবে। আমি তোমাদের কাছ থেকে জন্মের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমি তোমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি মনে কোরো না। তোমাদের ঋণে আমি চিরঋণী। যতক্ষণ বাঁচবো ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আমার

বিচ্ছেদ নেই। আজ রাত্রে দু'ঘণ্টার মত আমার সেবা করো। এর বেশী আমি চাই না। ভগবান তোমাদের পরিচর্যার পুরস্কার দেবেন।

এনোবার্বস বলল—প্রভু, কেন এদের মনে ব্যথা দিচ্ছেন? দেখুন, সবাই কাঁদছে। আমি যে অতি পাষণ্ড, আমারও চোখে জল। ছিঃ! ছিঃ! আমাদের নিয়ে নারীর হাট বসাবেন না।

এ্যান্টনি হা হা করে হেসে বলল—তা যদি মনে করে থাকি তো আমায় ডাইনিতে পাক। তোমাদের চোখের জলে পৃথিবী পবিত্র হোক। আমি তোমাদের কাঁদাবার জন্য বলিনি, সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছি। আজ রাত্রে তোমরা উৎসব করো এই আমর ইচ্ছা। জেনো, আশা করছি কাল ভালই হবে। কালকের দিনে আর গৌরব-মৃত্যুর আশা করে তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছি না। বিজয় গৌরব লাভ করবো বলেই যাচ্ছি। ভোজনে বসা যাক। আমোদ আহ্লাদে সব দুশ্চিন্তা ডুবিয়ে দেই।

ক্লিওপেট্রার রাজবাড়ীর সামনে দুজন প্রহরীকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখা গেল।

১ম প্রহরী বলল—ভায়া, কাল শেষ কাণ্ড।

২য় প্রহরী বলল—এক পক্ষ হবে লণ্ডভণ্ড। পাহারায় যা শুনছি কেমন কেমন! পথে পথে অলক্ষণ। তুই কিছু শুনিস নি?

১ম প্রহরী বলল—না, ব্যাপারখানা কি?

২য় প্রহরী বলল—কিছু বুঝিনি। লোকে কত কি বলছে, হতে পারে মিথ্যা। আমি পাহারায় যাই।

১ম প্রহরী বলল—আমিও যাই আমার ঠাঁই।

ওদের কথার মধ্যে আরও দুইজন প্রহরী-সৈন্য ঢুকল।

২য় প্রহরী বলল—সাবধানে পাহারা রাখ।

৩য় প্রহরী বলল—তোরা বুঝি ঘুমাবি? যে যার আপনার পথ দেখ।

প্রথম দুজন যে যার জায়গায় চলে গেল।

৪র্থ প্রহরী-সৈন্য বলল—আমরা এখানে থাকি। কাল যদি জলযুদ্ধে জিত হয় তো ডাঙ্গায় জিত নিশ্চয়।

৩য় প্রহরী বলল—ডাঙ্গায় সৈন্য সব ছাতিওয়ালা, ভয় পাবার নয়।

মাটির নীচ থেকে সানাইয়ের আওয়াজ শোনা গেল।

৪র্থ সৈন্য বলল—চুপ কর, শুনছিস?

১ম সৈন্য বলল—চুপ! চুপ!

২য় বলল—শোন্।

৩য় সৈন্য বলল—হাওয়ায় বাজছে।

১ম বলল—পাতালের নীচে।

৪র্থ বলল—সুলক্ষণ?

৩য় বলল—না।

১ম বলল—চুপ কর! ব্যাপার কি বলো?

২য় সৈন্য বল—এ্যান্টনির পূর্বপুরুষ হারকিউলিস, তাঁর কুলদেবতা রক্ষাকর্তা। এইবার তাঁকে ছেড়ে চললেন। আর ভালো হওয়ার উপায় নেই।

১ম সৈন্য বলল—চল, এগিয়ে যাই। এই আওয়াজ অরা কেউ শুনেছে কিনা শুনি গিয়ে।

তারা একটু এগিয়ে গিয়ে অন্যান্য সৈন্যদের জিজ্ঞেস করল—ব্যাপার কি?

সবাই বলল—তাই তো! একি শুনছি?

১ম বলল—তাজ্জব ব্যাপার।

৩য় বলল—ঐ শোন! ঐ শোন!

১ম সৈন্য বলল—চল যাই। যতদূর আমাদের সীমানা—দেখি থামে কি না?

সবাই বলল—তাই চল। আশ্চর্য্য ব্যাপার।

আলেকজান্দ্রিয়ার রাজবাড়ীর ঘরে এ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ান ও অনুচরেরা পরপর ঢুকতে লাগল।

এ্যান্টনি বলল—এরস, আমার বর্ম আনো।

ক্লিওপেট্রা বলল—এখনো সকাল হয়নি। একটু ঘুমাও।

এ্যান্টনি বলল—না প্রিয়া! এরস তাড়াতাড়ি করো। আমার বর্ম আনো। এ্যান্টনি দেখল।

বর্ম নিয়ে এরস ঢুকলো। তাকে বলল। দাও আমায় পরিয়ে দাও। আজ যদি জয়লক্ষ্মী আমাদের প্রতি প্রসন্ন না হন তো নিশ্চয় জানবে, হেলায় তাঁকে হারিয়েছি। তাড়াতাড়ি করো।

ক্লিওপেট্রা বলল—সখা, আমি তোমায় সাজ পরাবো।

এ্যান্টনি বলল—থাক্ থাক্! এসব নিযে তুমি মাথা ঘামিয়ো না। প্রিয়া, তোমার কাজ আমার হৃদয় ঢাকা। মিথ্যা এই আবরণ, এটা বাইরের আবরণ।

ক্লিওপেট্রা বলল—সত্যি। তা হোক্, তবু আমি পরাই। এই দ্যাখো, ঠিক হয়েছে।

এ্যান্টনি বলল—বেশ! বেশ! আর ভাবনা নেই। আমাদের জয়লাভ হবে। দেখছো কেমন হয়েছে? যাও তোমার যুদ্ধের সাজ পরে নাও এরস।

এরস বলল—নিচ্ছি।

ক্লিওপেট্রা বলল—দেখ দেখি কেমন বাঁধা হয়েছে?

এ্যান্টনি বলল—চমৎকার! খুব সুন্দর। এ বাঁধন কি সহজে খুলবে। আমাদের ইচ্ছা না হলে কেউ খোলবার চেষ্টা করবে, তার পক্ষে খুব খারাপ হবে। এরস, তুমি হাতড়াচ্ছ, আর দেখো আমার প্রিয়া কি তাড়াতাড়ি করছে? আর দেরি কোরো না সেরে নাও। প্রিয়া, আজ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে তাহলে দেখতে কি গৌরবে যুদ্ধ করি। রণস্থল আমার ক্রীড়াস্থল নয়—কাজের জায়গা।

এরকম সময় যদ্ধের সাজ পরে একজন সৈনিক প্রবেশ করল। তাকে দেখে

এ্যাণ্টনি বলল—সুপ্রভাত বীর! তোমায় দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে। তোমার সাজ দেখে বুঝতে পারছি তুমি প্রবীণ যোদ্ধা। যুদ্ধ আমার প্রিয় কাজ। যুদ্ধে উপস্থিত হতে আমার পরম আনন্দ। খুব সকালে উঠেছি। চল যাচ্ছি।

সৈনিক বলল—প্রভু, যুদ্ধে যাওয়ার জন্য হাজার হাজার সৈন্য সাজগোজ করে খুব সকালে উঠে শহরের দরজায় আপনার জন্য আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছে।

চারদিক থেকে কোলাহল ও ভেরীর আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। সেনাদল নিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রবেশ করল।

সৈন্যাধ্যক্ষ এ্যাণ্টনিকে বলল—সুন্দর সকাল, সুপ্রভাত মহারাজ। বাকী সকলেও এ্যাণ্টনিকে সুপ্রভাত জানালো।

এ্যাণ্টনি বলল—আজকে সকালটা খুব সুন্দর। কীর্তিমান যুবকের জীবনের মত এ সূচনা দেখে মনে হয় আজকের দিন খুব বিখ্যাত একটা দিন হবে। হয়েছে এসো। ওটা আমায় দাও। এ যে বেশ হয়েছে। বিদায় প্রিয়তমা। বাঁচি, মরি তোমায় চুম্বন করে যুদ্ধযাত্রা করি। তারপর ক্লিওপেট্রাকে চুম্বন করে বলল—সুন্দরীকে চুম্বন না করে বিদায় নেয়, সে বীর সত্যই নিন্দার পাত্র। লোহার জামা পরে শক্তিশালী হয়ে তোমায় ছেড়ে চললাম। যার মনে যুদ্ধের ইচ্ছা আছে আমার পিছন পিছন এসো। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। বিদায়।

এ্যাণ্টনি, এরস, সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনাদল চলে গেলে চারমিয়ান ক্লিওপেট্রাকে বলল—চল সখি, বিশ্রাম করবে চল।

ক্লিওপেট্রা বলল—চল, খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধে গেল। এ মহাযুদ্ধে যদি একা সীজারের সঙ্গে যুদ্ধে মিটতো, তাহলে কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু.....! চলো যাই।

আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে এ্যাণ্টনি শিবিরে এ্যাণ্টনি, এরস এবং একজন সৈনিক ঢুকল।

সৈনিক বলল—মহারাজের জয় হোক।

এ্যাণ্টনি বলল—বীর, সেদিন যদি তোমার অস্ত্রচিহ্নের সম্মান রাখতাম, তোমার কথায় যদি মাটিতে যুদ্ধ করতাম?

সৈনিক বলল—তা হলে মহারাজ, আপনার অধীনস্থ রাজারা বিদ্রোহী হয়ে আপনার দল পরিত্যাগ করে শত্রুর সঙ্গে মিশতেন না। আর আজ যে বীর আপনাকে ছেড়ে গেছে, সেও যেত না।

এ্যাণ্টনি বলল—আজ আবার কে গেল?

সৈনিক বলল—কে? যে আপনার চিরসাথী; যে আপনার সঙ্গে ছায়ার মতো মিশে থাকতো সে। প্রভু, আপনি এনোবার্বস বলে ডাকলে আর তার সারা পাবেন না। যদি পান শত্রুর শিবির থেকে উত্তর শুনবেন, এনোবার্বস আর আপনার নন।

এ্যাণ্টনি বল—কি বলছো?

সৈনিক বলল—প্রভু, এনোবার্বস আপনাকে পরিত্যাগ করে শত্রুর দলে মিশেছে।

এরস বলল—কৈ? তার সিন্দুক, জিনিষ পত্র, টাকাকড়ি কিছু নিয়ে যায়নি।

এ্যাণ্টনি বল—ঠিক জানো, সে গেছে।

সৈনিক বলল—নিশ্চিত ভাবে জানি।

এ্যাণ্টনি বলল—যাও এরস, তার জিনিসপত্র সবকিছু পাঠিয়ে দাও। তার একটা পয়সাও আটকে রেখো না। একখানা বিদায় পত্র লেখো, আমি সই করে দেবো। তাতে লিখো তাকে যেন আর আমার মতো হতভাগ্য লোকের দাসত্ব করতে না হয়। হায়, আমার ভাগ্যদোষে সব ভাল লোক আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাও এরস, তাড়াতাড়ি করো।

বাজনার আওয়াজ শোনা গেল। আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে সীজারের শিবিরে সীজার, আগ্রিপার, এনোবার্বসকে কথাবার্ত্তা বলতে দেখা গেল।

সীজার বলল—যাও, এইবার আক্রমণ করো। এ্যাণ্টনিকে জীবিত বন্দী করা চাই। সকলকে এই কথা জানিয়ে দিও।

অগ্রিপার বলল—আচ্ছা। যা আপনার ইচ্ছা।

সীজার বলল—শান্তির দিন আসছে। আজ যদি জয়লক্ষ্মী কৃপা করেন পৃথিবী শান্তি পাবে।

একজন দূত ঢুকে সীজারকে বলল—এ্যাণ্টনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন।

সীজার বলল—সেনাপতিকে বলো, যে সকল সৈন্য বিদ্রোহী হয়ে এ্যাণ্টনিকে পরিত্যাগ করে এসেছে, তাদের যেন দলের মুখের দিকেই রাখা হয়। এ্যাণ্টনি আগে নিজের শক্তি নিজে নষ্ট করুক।

এনোবার্বস নিজের মনে মনে ভাবল—অ্যালেকসাস বিদ্রোহী হয়ে খুব চালাকী করে এ্যাণ্টনির কাজের ছলে যুবরাজের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজে সীজারের দলে যুক্ত হলেন। অ্যালেকসাস যে কষ্ট করেছিলেন, তার জন্য সীজার তাকে ফাঁসি দিয়েছেন। ক্যানিডিয়াসের সঙ্গে আর বাকী যারা বিদ্রোহী হয়ে সীজারের দলে ভিড়েছেন তারা স্থান পেয়েছেন বটে কিন্তু বিশ্বাস বা মান পাননি। আমি যে এতবড় খারাপ কাজটা করলাম, তার জন্য মনে এত অনুতাপ হচ্ছে যে আর কোনো কালে আনন্দ পাবো না।

এমন সময় একজন সৈনিক ঢুকে এনোবার্বসকে বলল—এ্যাণ্টনি তোমার জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে তোমাকে কিছু পুরস্কারও পাঠিয়েছেন। বাহক আমার কাছে সব এনেছিল, আমি তা তোমার শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেইখানে সব নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এনোবার্বস বলল—সেখানে আর নামাতে হবে না। যা এসেছে সে সব জিনিষ আমি তোমাকে দান করলাম।

সৈনিক বলল—ঠাট্টা নয়। আমি সত্যি কথা বলছি, তুমি গিয়ে ভালোয় ভালোয় বাহককে আমাদের দলের মধ্য থেকে বার করে দাও। আমাকে পাহারায় ফিরে যেতে

হবে। নাহলে আমিই দিতাম। তোমার মহারাজের উদারতা দেখছি আগের মতোই আছে।

এনোবার্বস মনে মনে ভাবল—ওঃ! এই পৃথিবীতে আমার মতো নিমক-হারাম নেই। আমি নিজেই তা টের পাচ্ছি। প্রভু, তুমি উদারতার খনি। আমার খারাপ কাজের পুরস্কারে সোনার রাশি দিয়েছ। জানিনা ভাল কাজের পুরস্কার হিসাবে কি দিতে? আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তীব্র অনুতাপেও যদি না ফাটেও তীব্রতর উপায়ে এ অনুতাপ জ্বালা শেষ করতে হবে। না....আর কিছু করতে হবে না অনুতাপের জ্বালাতেই ফাটবে। আরে আমি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবো। কে একথা বলল? না, আর যুদ্ধে কাজ নেই। যাই মৃত্যুশয্যা পাতবার জন্য একটা খানাডোবা খুঁজি। এ ঘৃণিত জীবন আস্তাকুড়ে ছাড়া আর কোথায় ফেলবো।

উভয় দল যেখানে শিবির পেতেছে সেই জায়গার মাঝখানে রণ দামামা ও ভেরীর বাজনার আওয়াজ শোনা গেল। সেখানে অগ্রিপার ও অন্য সৈন্যরা ঢুকল।

আগ্রিপার বলল—এখান থেকে হঠে চল। আমাদের এতদূর এগুনো ভাল হয়নি। সীজার নিজে শত্রু জালবেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে খুব অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। আমাদের উপরেও অসম্ভব পীড়ন চলছে।

আবার যুদ্ধের বাজনা শোনা গেল। এ্যাণ্টনি ও রক্তাক্ত স্কেরাস একসঙ্গে ঢুকল।

স্কেরাস বলল—মহারাজ! এর নাম যুদ্ধ? প্রথম যুদ্ধ এমন হলে কাউকে আর আস্ত মাথা নিয়ে যেতে হতো না। সবাইকে পটি বাধা অবস্থায় ঘরে ফিরতে হতো।

এ্যাণ্টনি বলল—যেখানে ক্ষত হয়েছে তোমার সেই ক্ষতস্থান থেকে অঝোরে রক্ত পড়ছে।

স্কেরাস বলল—মহারাজ, প্রথমে এখানে একটুখানি জায়গা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তারপর বেড়ে গেছে।

এ্যাণ্টনি বলল—সীজারের সৈন্য সরে যাচ্ছে।

স্কেরাস বলল—প্রভু, এখন হয়েছে কি? মেরে ইঁদুরের গর্তে ঢুকিয়ে দেবো। আমার গায়ে এখন ছটা চোট খাবার জায়গা আছে।

এরস ঢুকে বলল—বিপক্ষের দল পালাচ্ছে। আমাদের জয়লাভের আর বাকি নেই।

স্কেরাস বলল—চল, চল। এইবার পিঠে দাগ দিয়ে দিই। যেন হারের চিহ্ন থাকে। কুকুরে যেমন খরগোস ধরে, তেমনি করে ঘাড় কামড়ে পড়তে হবে। পলাতককে মার দিতে খুব আনন্দ লাগে।

এ্যাণ্টনি বলল—বীর! তোমার উৎসাহ বাক্যের যা পুরস্কার দেবো। বীরত্বের পুরস্কার তার দশগুণ হবে। এসো।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রান্তসীমার দেওয়ালের নীচে যুদ্ধের বাজনা শোনা গেল। এ্যাণ্টনি, স্কেরাস ও সৈন্যরা ঢুকল।

এ্যাণ্টনি বলল—সীজার শিবিরে পালিয়েছে। কেউ আগে দৌড়ে যাও—রাণীকে আজকের কীর্তির খবর দাও। আজ যারা অক্ষত শরীরে ফিরে গেছে কাল সূর্য উঠতে না উঠতে তাদের রক্তপাত করবো। তোমরা সকলে আমার পরম ধন্যবাদের পাত্র। তোমদের বাহুবল অজেয়। তার উপর আজ তোমরা নিজেদের শত্রু মনে করে আমার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছো। তোমাদের কীর্তি দেখলে এক-একজনকে বীর অবতার বলে মনে হয়। বাড়ী যাও। স্ত্রী, বন্ধুদের জড়িয়ে ধরে নিজেদের কীর্তিকলাপের পরিচয় দাও। তারা তোমাদের বীরত্বে আনন্দিত হয়ে যে আনন্দাশ্রু ফেলবে তাতে তোমাদের ক্ষতস্থান ধুয়ে যাবে আর তাদের প্রেম চুম্বনে তোমাদের ক্ষতের ব্যাথা সারিয়ে দেবে।

এমন সময় ক্লিওপেট্রা প্রবেশ করলে একজন বীরের হাত ধরে এ্যাণ্টনি তাকে বলল—এসো বীর তোমার হাত ধরে এই অসামান্য সুন্দরীর সামনে তোমার বীর কীর্তির পরিয়ে দিই। সুন্দরীর ধন্যবাদে ধন্য হও। সুন্দরী আমাকে জড়িয়ে ধরো। এসো, আমার হৃদয় সিংহাসনে বসো—বিজয় গৌরবে তোমার কোলে বয়ে নিয়ে যাই।

ক্লিওপেট্রা বলল—বীর শ্রেষ্ঠ, আজ যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত্রুজাল ছিন্ন করে হাসি মুখে ফিরবে, সে আশা মনে ছিল না।

এ্যাণ্টনি বলল—কি বল প্রিয়া! শত্রুদের সব বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আমার আধপাকা চুল দেখে ভেবো না, আমি একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছি। এ মাথায় এখনো বুদ্ধি আছে, এ দেহে এখনও তেজ আছে। সে যুবক বলে আমায় হারিয়ে যাবে। রাণী, এক যুবক আজ অদ্ভুত কীর্তি করেছে। খুশী হয়ে তাকে তোমার হাতে চুম্বন করতে দাও। বীর, ভক্তি ভরে রাণীর হাত চুম্বন করো। যুদ্ধে আজ একা করেছে দেখলে মনে হবে কোন দেবতা মানুষের দল শেষ করতে সংহারমূর্ত্তি ধরে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—বীর, তোমায় আমি একটি সোনার বর্ম পুরস্কার দেবো। সেটি এক রাজার পরিচ্ছদ ছিল।

এ্যাণ্টনি বলল—যোগ্য পুরস্কার। আমার হাত ধরে পাশে পাশে এসো। বিজয় উল্লাসে শহরের মধ্যে দিয়ে যাই। গৌরব চিহ্নিত পতাকা আগে আগে বয়ে নিয়ে চলো। রাজবাড়ীতে যদি জায়গায় কুলাতো তাহলে আজকে সারা সৈন্যদলসহ এক সাথে ভোজন করতাম! কাল বিরাট যুদ্ধ—বিজয় আশায় মদ খেয়ে সবাই মিলে উৎসব পালন করতাম। জোরে জোরে ভেরী বাজিয়ে শহরের ঘরে ঘরে বিজয় বার্তা প্রচার কর। জোরে জোরে যুদ্ধের দামামা বাজাও। আমাদের শুভ ভাবে ফিরে আসাতে স্বর্গ পৃথিবী সব জায়গায় আনন্দ উৎসব হোক। সবাই আনন্দ করুক।

সীজারের শিবিরে প্রহরীরা জমা হল, কথাবার্ত্তা বলছে।

১ম প্রহরী বলল—ঘণ্টার মধ্যে যদি বদলী লোক না আসে, পাহারা ফেলে চলে যাবো। জ্যোৎস্নার আলো ফুটেছে, শুনছি রাত থাকতে থাকতে কুচকাওয়াজ করতে

হবে।

২য় প্রহরী বলল—আজ একেবারে দারুণ করে তুলেছিল বাবা।

এনোবার্বস ঢুকে বলল—রাত্রী, তুমি সাক্ষী।

৩য় প্রহরী বলল—এ আবার কে?

২য় প্রহরী বলল—ঘাপটি মেরে শোনো কি বলে?

এনোবার্বস বলল—হে চাঁদ, তুমি সাক্ষী থেকো, লোকে যখন প্রভু দ্রোহীদের ঘৃণিত কলঙ্ক দেবে, তুমি বলো এনোবার্বস সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

১ম প্রহরী বলল—কি বললো? এনোবার্বস!

৩য় প্রহরী বলল—চুপ! আর কি বলে শোনো।

এনোবার্বস বলল—হে হিমকর, তোমার প্রাণহর বরকের রাশি আমার দেহে ঢেলে দাও। আমার বিদ্রোহী জীবন খসে পড়ুক। এই শুকনো হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে আমার পাহাড়ের মত কঠিন পাপের গায়ে আছড়ে ফেলো। সে ভেঙ্গে চুর হয়ে যাক! দুশ্চিন্তার শেষ হোক। প্রভু, আমার পাপের চেয়ে তোমার মতত্বের পরিমাণ বেশী! এই খারাপ লোকটাকে নিজের গুণে মাপ করে দাও। কিন্তু পৃথিবী, তুমি এ মহাপাপীর নাম কলঙ্ককালিতে অক্ষরে অক্ষরে লিখে রেখো। প্রভু! প্রভু! বলে ডাকতে ডাকতে মরে গেল।

২য় প্রহরী বলল—চল, জিজ্ঞেস করি।

১ম প্রহরী বলল—না, না, শোনা যাক না, আরও কি বলে? যদি আমাদের কর্তার সম্বন্ধে কিছু বলে?

৩য় প্রহরী বলল—আরে দূর, এ যে ঘুমিয়ে পড়লো।

১ম প্রহরী বলল—ঘুমিয়ে পড়লো, না অজ্ঞান হয়ে গেল?

২য় প্রহরী বলল—চল, কাছে গিয়ে দেখি।

৩য় প্রহরী বলল—মশাই গো, ওঠেন—ওঠেন। কি হয়েছে বলুন?

২য় প্রহরী বলল—শুনতে পাচ্ছেন না নাকি?

১ম প্রহরী বলল—আর শুনেছে? বোঝা গেছে ঘুম ধরেছে রে। (দূরে কাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল) ঐ শোন কাড়ার শব্দ। সব ঘুম থেকে ডেকে তুলছে। চল, পাহারাখানায় যাই। লোকটাকে নিয়ে যাই। এছাড়া আমাদেরও ঘণ্টা শেষ হয়েছে।

৩য় প্রহরী বলল—তোল তবে। বাঁচলেও বাঁচতে পারে। এই বলে মৃতদেহ তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

উভয়পেক্ষর শিবিরের মাঝখানে এ্যাণ্টনি, স্কেরাস ও সৈন্যদল নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলছে দেখা গেল।

এ্যাণ্টনি বলল—আজ দেখছি জলযুদ্ধের আয়োজন। আমাদের সঙ্গে স্থলে আলাপ বড় মনের মতো হলো না।

স্কেরাস বলল—দু-জায়গাতেই আজ আয়োজন হচ্ছে।

এ্যাণ্টনি বলল—যত জায়গাতেই হয়, হোক। জলে-স্থলে, আগুনে, বায়ুতে যেখানে বলবে, আমি সব জায়গাতেই যুদ্ধ করতে রাজী। কিন্তু এখানকার কাজ এই। আমরা পদাতিক সৈন্য নিয়ে শহরের কাছেই পাহাড়ের উপর থাকবো। জল সৈন্যদের এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছি। যুদ্ধ-জাহাজ সব বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। চল, আমরাও এগিয়ে যাই। পাহাড়ের উপরে থেকে আমরা বিপক্ষের যুদ্ধ আয়োজন, আক্রমণ, যশ বেশ ভালমতো লক্ষ্য করতে পারবো।

উভয়পক্ষের শিবিরের মধ্যবর্তী অন্য একটা জায়গায় সীজার সৈন্যদের নিয়ে ঢুকল।

সীজার বলল—যতক্ষণ না আমাদের উপর আক্রমণ হয় ততক্ষণ স্থলে কিছু করা হবে না। আজ মনে হয় স্থলে আক্রমণ হবে না। এ্যাণ্টনির প্রধান শক্তি জাহাজে বোঝাই হয়েছে। চলো, আমরা উপত্যকা ভূমি অধিকার করে থাকি, সেখানে থাকায় অনেক সুবিধা।

উভয় পক্ষের শিবিরের মধ্যবর্তী অন্য একটা অংশে এ্যাণ্টনি ও স্কেরাসকে উত্তেজিতভাবে কথাবার্ত্তা বলতে দেখা গেল।

এ্যাণ্টনি বলল—এখনও যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি। এ গাছ দেখতে পাচ্ছ? ঐখান থেকে সব দেখতে পাবো। তুমি অপেক্ষা কর। কি হয়, আমি দেখে এসে বলছি।

এ্যাণ্টনি বলল—চলে গেলে স্কেরাস নিজেকে নিজে বলল—রাণীর যুদ্ধজাহাজগুলিতে চাম্‌চিকে বাসা করেছে। এটা সুলক্ষণ না খারাপ লক্ষণ? যার কাছেই জানতে চাই, সে বলে জানি না। মুখটা কেমন যেন করে থাকে, হয় মনের ভাব মুখে আনতে সাহস পাচ্ছে না। প্রভুর ভার মিনিটে মিনিটে পাল্টাচ্ছে। কখনো ভীষণ সাহসীর মতে কথাবার্ত্তা বলছে। পরক্ষণেই ভীষণ নিরাশার মধ্যে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। এই আশায় আনন্দ করছে, এই হতাশায় দুঃখ করছে।

এ্যাণ্টনি ঢুকে বলল—সর্বনাশ হয়েছে। এই কুৎসিত কুলটা বিশ্বাসঘাতিনী আমাকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করেছে। বিনাযুদ্ধে আমার জলসৈন্য বিপক্ষের পদানত হয়েছে। কোলাহল শুনতে পাচ্ছো? উভয় সৈন্যদল একসঙ্গে হয়ে বন্ধুর মতো আনন্দে চীৎকার করছে। আরে দ্বিচারিণী! তুই আমাকে একটা বাচ্চার কাছে বেচেছিস। এখন আমার হৃদয়ে কেবল তোর বিপক্ষে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আর কেন? সকলকে পালাতে বলো। আমার আর কাউকে প্রয়োজন নেই। কোনও কাজ নেই। কেবল এই মায়াবিনীর প্রতিশোধ নিতে বাকী আছে। তাহলেই সব শেষ হয়। যাও, সবাইকে পালাতে বলো।

স্কেরাস চলে গেলে এ্যাণ্টনি বলতে লাগলো—হে সূর্যদেব, আর তোমায় উঠতে দেখবো না। রাজলক্ষ্মী, এইখানে তোমায় চিরবিদায় দিই। কি পরিণাম! যারা পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে, যখন যা চেয়েছে দিয়েছি আজ আমার খারাপ সময়ে তারা আমাকে ছেড়ে মধুর আশায় নতুন উদ্যমে নতুন গাছ সীজারের উপাসনা করছে। আর এ মহা-মহীরুহ। আজ একেবারে শুকিয়ে যাবে। আমি প্রতারিত। শত্রুর হাতে বিক্রী হয়ে

গেছি। বিশ্বাসঘাতিনী, মায়া-রাক্ষসী আমায় যাদু করে রেখেছিল। ওর চোখের ইশারায় যুদ্ধ করেছি, চোখের ইশারায় যুদ্ধস্থল ত্যাগ করেছি। মান-সম্মানের পরোয়া করিনি। ওর ভালবাসা আমার জীবনের সব বলে মনে করেছি। তাই সব ত্যাগ করে ওকেই জীবনের সার করেছিলাম, হায়! ওই পিশাচিনীকে সব কিছু দিয়েছিলাম। তাই আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে সর্বস্বান্ত করলো। এরস, তুমি কোথায়? এই সময় ক্লিওপেট্রা এ্যাণ্টনির সামনে এসে দাঁড়াতে এ্যাণ্টনি বলল—কুহকিনী—আবার কেন এসেছ? দূর হও।

ক্লিওপেট্রা বলল—নাথ, তোমার প্রেয়সীর উপর আজ কেন নির্দয় হয়েছো?

এ্যাণ্টনি বলল—আমার সামনে থেকে সরে যাও। নাহলে তোমায় সমুচিৎ শাস্তি দেবো। তোমায় শাস্তি দিয়ে সীজারের বিজয় গৌরব নষ্ট করবো। সে তোমায় রোমে নিয়ে যাক্, উঁচু মঞ্চের উপর তোমায় তুলে শহরের লোকেদের কৌতুক দেখাক। তোমাকে নারীকুলের কলঙ্কস্বরূপ রথের পিছনে বেঁধে নিয়ে যাক। তোমায় আকৃতি দেখিয়ে রোমেও ও পয়সা উপার্জন করবে। যাও! যাও! অক্টোভিয়া তোমার জন্য বড় বড় ধারালো নখ নিয়ে অপেক্ষা করছে, তোমায় খণ্ড খণ্ড করে চিরে ফেলবে।

এইসব কথা শুনে ক্লিওপেট্রা চলে গেলে এ্যাণ্টনি সেদিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—যদি নিজের প্রাণ রক্ষা করা ঠিক মনে করো, পালিয়েছ ভাল করেছ। কিন্তু আমার রাগের আগুনে পুড়লে তোমার পক্ষে আরো ভালো হতো। এক মৃত্যুতে অনেক মৃত্যুকে আটকাতে পারত, এরস! ওঃ! আমার সারা গায়ে বিষের জ্বালা অনুভব করছি। হে সূর্য, আমার পা থেকে মাথা অবধি রাগে ভরিয়ে দাও। এই দুই হাতে শক্তি দাও। যেন নিজেকে নিজে শেষ করতে ভয় না পাই। মন যেন শক্ত থাকে। অবশ্য তার আগে এই ডাকিনীকে খুন করবো। বালকের কাছে আমাকে বিক্রী করেছে। আমি খারাপ চক্রে পড়ে নষ্ট হচ্ছি, তার জন্য তাকে প্রাণ দিতে হবে এরস।

আলেকজান্দ্রিয়া রাজবাড়ীর একটি ঘরে ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ান, আইরাস ও মার্ডিয়ানে বসে কথাবার্ত্তা বলছিল।

কিলওপেট্রা বলল—সখি! কোথায় যাবো? দেখো কেমন পাগলের মতো ছুটে আসছে! রাগে মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে।

চারমিয়ান বলল—কীর্ত্তি-মন্দিরে পালাই চল। দরজা বন্ধ করে সেখান থেকে বলে পাঠাবে, তুমি মরে গেছ। মানী লোকের মান যাওয়া যত ভয়ঙ্কর, দেহ থেকে প্রাণ যাওয়া যত ভয়ঙ্কর নয়।

ক্লিওপেট্রা বলল—চল, কীর্ত্তি-মন্দিরে পালাই। মার্ডিয়াস, তুমি গিয়ে তাকে বলো আমি আত্মহত্যা করেছি। বলো, তাঁর নাম আমার মুখের শেষ কথা। যাও, আমার মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর কি ভাব হয়, এসে আমায় খবর দিয়ো। আমি কীর্ত্তি-মন্দিরে যাচ্ছি।

রাজভবনের অন্য একটা ঘরে এ্যাণ্টনি ও এরসকে কথপোকথনরত দেখা গেল।

এ্যাণ্টনি বলল—তুমি ঠিক দেখছো আমি সেই এ্যাণ্টনি।

এরস বলল—হ্যাঁ প্রভু।

এ্যাণ্টনি বলল—কখনো কখনো এক-একখানা মেঘ দেখতে পাওয়া যায়, অজগর সাপের মত। কখনও বা বাস্পের আকার! কখনো যেন বাঘ, সিংহ, দূর্গ, পাহাড়ের চূড়ার মতো দেখায়। কিন্তু এ সব মিথ্যা। তোমার মনে হবে সব ঠিক। তুমি এরকম দৃশ্য দেখেছ? এসব কি জানো? কালরূপিণী সন্ধ্যার ছায়াবাজি। এই দেখছো দিব্যি ঘোড়া। চোখের পলক না ফেলতে ফেলতেই অশ্ব আর নেই। যেন জলে জল মিলিয়ে গেল।

এরস বলল—প্রভু, এ সত্যি?

এ্যাণ্টনি বলল—এরস তোমার প্রভুকে এখন জানবে ঠিক এই রকম। এই দেখছো আমি এ্যাণ্টনি। বেশীক্ষণ আর তা থাকবো না........ক্লিওপেট্রার রাজ্য রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। আমি ভালবাসতাম বলে ভেবেছিলাম সেও আমায় ভালবাসে। এই ভুল করেই পিশাচিনীর সেবা করেছিলাম। তা না করলে যারা আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসতো, তারা আজ আমায় ছেড়ে যেতো না। কিন্তু হায়, সব ত্যাগ করে, আর প্রেমে পড়ে সবার প্রেম ভালবাসা হারালাম—তার কাজ দেখো, ষড়যন্ত্র করে আমার ধন, মান, খ্যাতি গৌরব—সব শত্রুর হাতে তুলে দিল। কেঁদো না এরস। আমদের এখনো সব যায় নি—আত্মহত্যা করতে হবে, সেটা এখনো বাকী আছে।

এই সময় মার্ডিয়ানকে আসতে দেখে এ্যাণ্টনি বলল—ধিক্! তোদের কুলটা রাণী আমার সর্বনাশ করেছে।

মার্ডিয়ান বলল—না প্রভু! রাণী আপানকে সত্যি সত্যি ভালবাসতেন। আপনার স্বার্থ আর তার স্বার্থ আলাদা ছিল না।

এ্যাণ্টনি বলল—দূর হ মিথ্যাবাদী। এ-সব কথা আর আমি শুনবো না। সে আমাকে ঠকিয়েছে। আমি তাকে হত্যা করবো।

মার্ডিয়ান বলল—মহারাজ, মানুষের কপালে একবারই মৃত্যু লেখা যাক। যে মরে গেছে তার আর মৃত্যু হতে পারে না। মহারাজের ইচ্ছা রাণী নিজেই কাজে পরিণত করেছেন। তাঁর জীবনের শেষ কথা—এ্যাণ্টনি। এ্যাণ্টনি নাম উচ্চারণ করতে করতে তার গলা বন্ধ হয়ে এলো। অতি তীব্র যন্ত্রণার শেষে আর পুরো নামটা উচ্চারণ করতে পারলেন না। অর্ধেক নাম মুখে এলো, অর্ধেক নাম হৃদয়ে বিঁধে রইলো। রাণী স্বর্গে চলে গেলেন।

এ্যাণ্টনি বলল—সে তবে গেছে?

মার্ডিয়ান বলল—হ্যাঁ প্রভু।

এ্যাণ্টনি বলল—নাও, আমার বর্ম খুলে নাও। আমার কাজ তবে ফুরিয়েছে, এখন ঘুমাবো। তুমি যে প্রাণ নিয়ে ফিরে গেলে, এই তোমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার—মনে করো। যাও।

মার্ডিয়ান চলে গেলে এরসকে আবার বললে—নাও, বর্ম খুলে নাও। বুক উথলে উঠেছে। সে বেগ নিবারণ করতে পাহাড় ভেসে যাবে। দেহ, তারা হয়ে যাও। হৃদয়, মুহূর্তের জন্য দুর্বলতা ছাড়। ঐ প্রায় ভাঙ্গা দেহের খাঁচা ভেঙ্গে ফেলো। এরস, তাড়াতাড়ি করো। বর্মে আর কি প্রয়োজন? কার জন্য যুদ্ধে যাবো? ভাঙ্গা বর্ম দূরে ফেলো। আমার থেকে এ পোষাকের কোনোদিন অগৌরব হয়নি। নিয়ে যাও, প্রয়োজন হলে তোমায় ডাকবো।

এরস চলে গেলে মনে মনে বলতে লাগল—প্রিয়া, কোথায় পালাবে? আমি পিছন পিছন গিয়ে তোমায় ধরবো। কেঁদে তোমার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেবো। আর না, এখন বেঁচে থাকা মানে কষ্ট পাওয়া। জীবনের আলো নিভে গেছে, এখন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়ে কি হবে? ঘুমাতে চাই। আর শুধু শুধু পরিশ্রম করে কি হবে। ফলহীন ভাবে চেষ্টা করে লাভ কি? এরসকে ডেকে জোরে বলল—যাও কাজ শেষ কর। আবার মনে মনে বলতে লাগল—যাচ্ছি প্রিয়া, একটু অপেক্ষা করো। আমায় একা ফেলে যেও না। স্বর্গের বাগানে সব অশরীরী প্রাণীরা ফুলের শয্যায় শান্তি ভোগ করো। আমরাও সেই ফুলের বাগানে হাত ধরাধরি করে ঘুরবো। আমাদের বেড়াতে দেখে সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকবে। আমাদের সঙ্গে তারাও খেলতে আসবে। এইসব কথা ভেবে আবার এরসকে ডাকলেন।

এরস আবার ঢুকল বলল—কি আজ্ঞা প্রভু?

এ্যান্টনি বলল—ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পরে আমি আমার অপমান-ভার বহন করছি বলে ছোট মনে করে দেবতারা আমায় ঘৃণা করছেন। যে আমি নিজের গায়ের জোরে সারা পৃথিবী জয় করেছি, যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে অজেয় সাগরের রাজ্যে আমার নিজের অধিকার স্থাপন করেছি। ধিক! আমার বীর গর্বে শত ধিক! নারী হয়ে সে যে সাহসবলে অপমান যন্ত্রণা এড়িয়ে গেল সে সাহস আমার নেই। আমার থেকে নারীর গৌরব বেশী। নিজে-নিজেকে শেষ করে সে অনায়াসে সীজারের বিজয় গর্ব চূর্ণ করল। এরস, তুমি আমাকে কথা দিয়েছো—জীবনে যখন ভীষণ অপমানিত হয়ে সেই অপমান-যন্ত্রণা নিজে নিজে নিবারণ করতে পারবো না সেই সময় তুমি আমার আদেশে আমাকে হত্যা করবে। এই তার ঠিক সময় উপস্থিত। তুমি যা কথা দিয়েছো তা রাখো। এ তোমার প্রভু-হত্যা নয়, সীজার বিজয়। না, না, কষ্ট পেও না। বুকে বল আনো।

এরস বলল—ভগবান! এ কি দায়! প্রভু, শত্রুর তীর যে কাজ করতে পারে নি—এ হাত তা করবে?

এ্যান্টনি বলল—এরস, অপমানে দুঃখ দুঃখ মুখ করে উঁচু মাথা নীচু করে জোড় হাতে সীজারের রথের পিছন পিছন যাবো—তুমি নিজের চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখবে?

এরস বলল—না প্রভু।

এ্যান্টনি বলল—তবে আর দোনোমোনা কোরো না। এক আঘাতে আমার সব

রোগ সেরে যাবে। তুমি তরোয়াল বার করো! বীর, নিজের দেশের জন্য তুমি চিরকাল এ তরোয়ালের সঠিক ব্যবহার করেছো।

এরস বলল—প্রভু, আপনার দাসকে ক্ষমা করুন।

এ্যাণ্টনি বলল—যখন তোমায় মুক্তি দিয়াছিলাম—আমার ওই কথা তুমি রাখবে, তুমি সত্যবদ্ধ হয়েছিলে। আমার আদেশ পালন করো। নাহলে বুঝবো তোমার প্রভুভক্তি ভান মাত্র। তরোয়াল বের কর। দেরী কোরো না।

এরস বলল—প্রভু, এ দেব-মুখ দেখতে দেখতে আমি এ দুষ্কার্য্য করতে পারবো না। আমার দিকে পিছন করুন।

এ্যাণ্টনি পিছন ফিরে দাঁড়াইয়া বলল—এই নাও।

এরস বলল—প্রভু, তরোয়াল বের করেছি।

এ্যাণ্টনি বলল—ভালো। যে কাজের জন্য বার করেছ, এখনি সেই কাজ শেষ করো।

এরস বলল—প্রভু! মহারাজ! এখনি এই দারুণ কাজ শেষ করবেন। জবে জন্ম শোধ ও পায়ে বিদায় চাই।

এ্যাণ্টনি বলল—এরস বিদায় দাও। আর দেরী করছ কেন?

এরস বলল—প্রভু! বিদায়! এখনি আঘাত করবো?

এ্যাণ্টনি বলল—এখনি করো।

এরস বলল—এই তবে আঘাত করলাম। এই কথা বলেই খোলা তরোয়ালের উপর পড়ে বলল—আঃ আর আমার প্রভুর মরার শোক পেতে হলো না।

এরসের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হলো। তা দেখে এ্যাণ্টনি বলল—তুমি আমার চেয়ে হাজার গুণে ভাল। বীর ভাল শিক্ষা দিলে। এ কাজ তোমার না---আমায় নিজের হাতে এই কাজ শেষ করতে হবে। প্রিয়া আমায় মৃত্যু-উপদেশ দিয়ে গেছে, তুমি পথ দেখিয়ে গেলে। মহাপথে আগে গিয়ে তোমরা আমার থেকে উঁচু-কীর্ত্তি রাখলে। রাখো—আমি তো মরতে যাচ্ছি না, বিয়ে করতে যাচ্ছি। মৃত্যুশয্যা আমার বাসর। তবে আর দেরী কেন? হে শিক্ষক, এই তোমার বিদ্যার পরীক্ষা দিচ্ছি এই বলেই খোলা তরবারির সামনে পড়ে গেল। কৈ! কি হলো? কি হলো? মরলাম না, কে আছ? তাড়াতাড়ি এসে আমার যন্ত্রণার শেষ করো।

ডার্সিটাস ও রক্ষকরা ঢুকল।

১ম রক্ষক বলল—কিসের গোলামন?

এ্যাণ্টনি বলল—আমার কাজ শেষ করতে পারিনি। তোমরা শেষ করো।

২য় রক্ষক বলল—হায়! পৃথিবীর মাথার তারা খসে পড়েছে।

১ম রক্ষক বলল—অকালে প্রলয় উপস্থিত।

এ্যাণ্টনি বলল—যদি কেউ বন্ধু থাকো, তরোয়ালের আঘাতে আমায় শীঘ্র মেরে ফেলো।

১ম রক্ষক, ২য় রক্ষক, ৩য় রক্ষক সবাই বলল—তারা পারবে না।

রক্ষকরা চলে গেলে ডার্সিটাস বলল—তোমার মৃত্যু-দুর্গতি দেখে অনুচররা একে একে সরে পড়েছে। যদি সীজারকে এই তরোয়ালসহ মৃত্যু সংবাদ দিই—নিশ্চয় তার দলভুক্ত হতে পারবো।

ডাওমেড ঢুকে বলল—মহারাজ কোথায়?

ডার্সিটাস বলল—ঐ দেখো।

ডাওমেড বলল—বেঁচে আছেন? কথা কও না কেন?

এ্যাণ্টনি বলল—কে ডাওমেড! কাছে এসো। অস্ত্রাঘাতে আমার মৃত্যু সম্পূর্ণ করো।

ডাওমেড বলল—মহারাজ, রাণী আমায় পাঠিয়েছেন।

এ্যাণ্টনি বলল—কখন?

ডাওমেড বলল—এইমাত্র।

এ্যাণ্টনি বলল—রাণী কোথায়?

ডাওমেড বলল—কীর্ত্তি-মন্দিরে লুকিয়ে আছেন। এ দুর্ঘমনা ঘটবে মনে মনে তার আশঙ্কা হয়েছিল। তিনি সীজারের সঙ্গে সন্ধি করেছেন সন্দেহ করে যখন আপনি তার উপর রেগে যান, আপনার রাগের উপশমের অন্য উপায় না দেখে তিনি আপনাকে মৃত্যু সংবাদ পাঠান। আপনার সন্দেহ যেমন অমূলক, তার মৃত্যুও তেমনি মিথ্যা। কিন্তু সংবাদ পাঠিয়ে তাঁর মনে ভয় হলো, কি হয়, কি হয়! তাই তাড়াতাড়ি আমায় সত্যি কথা বলতে পাঠালেন। হায়! বুঝি আমার আসা বিফল হলো।

এ্যাণ্টনি বলল—নিতান্ত বিফল। আমার রক্ষীদের ডাকো।

ডাওমেড ডাকল—কে আছ? মহারাজ ডাকছেন। তাড়াতাড়ি এসো।

রক্ষীরা ঢুকলে এ্যাণ্টনি তাদের বলল—আমায় বয়ে নিয়ে রাণী যেখানে আছেন নিয়ে চল। এই আমার শেষ আদেশ। তোমদেরও শেষ কাজ।

১ম রক্ষক বলল—মহারাজ, আমাদের দূরদৃষ্টে, আমরা বেঁচে থাকতে আপনার জীবন শেষ হলো।

এ্যাণ্টনি বলল—কেঁদো না। তোমাদের দুঃখে কাতর উক্তিতে নির্দয় নিয়তির আনন্দ বাড়াবে। শাস্তি যে দিতে এসেছে, তাকে আদর করে অভ্যর্থনা করে অকাতরে শাস্তি সহ্য করলে তার শাস্তি হয় নিদারুণ। আমায় তুলে নাও। এতদিন আমি তোমাদের নেতা ছিলাম—আজ তোমরা আমায় নিয়ে চলো। আমায় শেষকালে আমি সবাইকে পরম ধন্যবাদ দিয়ে যাই।

আলেকজান্দ্রিয়া কীর্ত্তি-মন্দিরের উপরে ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ান ও আইরাসকে কথাবার্ত্তা বলতে দেখা গেল।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমি আর লোককে মুখ দেখাবো না। এখান থেকে আর বেরোবো না।

চারমিয়ান বলল—সখি ধৈর্য্য ধরো।

ক্লিওপেট্রা বলল—ছিঃ! ছিঃ! ধৈর্য্য! না। ভীষণ কষ্ট যত আছে আসুক আমি সইব। কাঁদবো সখি! ধৈর্য্যে আমার ঘৃণা হচ্ছে। যেমন নিদারুণ আঘাত প্রতিঘাত তেমনি নিদারুণ হবে।

নীচে ডাওমেড ঢুকল। তাকে দেখে ক্লিওপেট্রা বলল—কি দেখে এলে? প্রাণ ত্যাগ করেছে?

ডাওমেড বলল—মৃত্যু প্রায় কাছে এসে পড়েছে। ঐ দেখুন রক্ষকরা বয়ে নিয়ে এইদিকে আসছে।

এ্যাণ্টনিকে বয়ে নিয়ে রক্ষীরা ঢুকল। এই দেখে ক্লিওপেট্রা বলল—হে সূর্য! তুমি ভীষণ তাপ বিকিরণ করো। তোমার আলোয় আলোকিত পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলো। আর আলোর প্রয়োজন নেই। পৃথিবী ঘন অন্ধকারে ঢেকে থাক। হায়, নাম! ধরো সখি। ধরো ধরো সকলে সহায় হও। আমার প্রাণনাথকে তুলে নিই।

এ্যাণ্টনি বলল—প্রিয়া, ধৈর্য্য ধরো। অপেক্ষা করো না। আমি সীজারের বীরত্বে পরাজিত হইনি। নিজের জয়ে নিজেকে জয় করেছি।

ক্লিওপেট্রা বলল—সখা তোমায় জয় করতে তুমি ছাড়া আর কে পারে? কিন্তু হায়! তোমাকে শেষে তাই করতে হলো এই দুঃখ!

এ্যাণ্টনি বলল—প্রিয়া, সময় এসে গেছে, জীবন এখনি ফুরাবে, আর তোমার মুখে চুম্বন করতে পারবো না। তাই একটু সময় চাই। এসো প্রিয়া, ঐ ঠোঁটে একবার মাত্র চুম্বন করে বিদায় নেব।

ক্লিওপেট্রা বলল—ক্ষমা করো নাথ। কেমন করে যাবো? ভয় হয়, আমি অবেলা, যদি গ্রেপ্তার হই। সখা, এটা জোনো যতক্ষণ ছুরিতে ধার আছে, সাপের মুখে বিষ আছে, বিষের মারবার ক্ষমতা আছে, এ মন্দিরে আমার ভয় নেই। এখান থেকে সীজার বিজয় গৌরবের রোমে আমায় বেঁধে নিয়ে যেতে পারবে না। অক্টোভিয়া ঘৃণাভরে কঠিন দৃষ্টি আমাকে দেখতে হবে না। সখা এসো, তোমায় এখানে তুলে নিই। সখি ধরো—দাও, তুলে দাও।

এ্যাণ্টনি বলল—প্রিয়া, তাড়াতাড়ি করো। নাহলে আমাকে আর জীবিত পাবে না।

ক্লিওপেট্রা বলল—এ কি খেলা? কত ভার বোধ হচ্ছে। শোক সব শক্তি কেড়ে নিয়েছে তাই এত ব্যথা। আমার যদি সে ক্ষমতা থাকতো, তোমায় দেবরাজের কাছে নিয়ে গিয়ে বসাতাম। শুধু ইচ্ছা করলেই কি কোনো কাজ হয়। সে শক্তি নেই। যতটুকু শক্তি আছে তুলে নিয়ে এসো। এসো হৃদয়েশ্বর! যে হৃদয় অবলম্বন করে বেঁচে ছিলে, সে হৃদয় তোমার মৃত্যুশয্যা হোক। হায়! এ ঠোঁটে যদি সঞ্জীবনী সুধা থাকতো, এমনি করে প্রাণ ভরে ঢেলে দিতাম।

সবাই বলল—নিদারুণ দৃশ্য। সহ্য করা যায় না।

এ্যাণ্টনি বলল—রাণী, প্রাণ যায়। আর থাকে না। মদ! মদ! আমায় শক্তি দাও।

নাহলে আর কথা বলতে পারছি না। এখনো আমার অনেক কথা বলার আছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—নাথ! আমি কথা বলবো। আমারও অনেক কথা বলার আছে। ইচ্ছা করছে চীৎকার করে ভাগ্যলক্ষ্মীকে তিরস্কার করি।

এ্যাণ্টনি বলল—প্রিয়া, সীজারের হাতে মান-মর্যাদা সঁপে দিয়ে নিরাপদে থাকবে। আঃ!

ক্লিওপেট্রা বলল—নিজের মান-সম্মান নিজের কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছেই নিরাপদে থাকে না।

এ্যাণ্টনি বলল—রাণী, প্রোকিউলিয়াস ছাড়া সীজারের আর কোনো অনুচরকে বিশ্বাস করো না।

ক্লিওপেট্রা বলল—প্রভু, বিশ্বাসের পাত্র কেবলমাত্র এই দুটি হাত, আর আমার প্রতিজ্ঞার শক্তি—আর কেউ নয়।

এ্যাণ্টনি বলল—প্রিয়া, আমার জীবনের পরিণাম ভেবে দুঃখ করো না। যখন আমার কথা মনে হবে, আমার সুখের দিন মনে রেখো। মনে করো, একদিন আমি রাজ-রাজেশ্বর ছিলাম, মহা গৌরবে আধিপত্য করেছি, তেমনি গৌরবে যাচ্ছি .... কারো পদানত হয়ে নয়, নিজের হাতে নিজের গৌরব রক্ষা করে প্রাণত্যাগ করেছি। প্রিয়া প্রাণ যায়। আর কথা বলতে পারছি না।

ক্লিওপেট্রা বলল—মানুষ শ্রেষ্ঠ তুমি যাবে? আমাকে কোথায় রেখে যাবে? কেমন করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছ? নাথ, তোমাকে ছেড়ে এ পৃথিবী পশুর খোয়ার। তুমি গেলে পশুর সঙ্গে কেমন করে একা থাকবো। সখি দেখ, দেখ পৃথিবীর চূড়া ভেঙ্গে পড়ছে। নাথ, এ পৃথিবী বীর শূন্য হয়ে গেল। যোদ্ধার দল আর কাকে ঘিরে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াবে? পৃথিবরা কীর্তিস্তম্ভ ভূমিতে পরে গেছে। শ্রেষ্ঠ মানুষ চলে গেল। পৃথিবীতে রইল শুধু বালক-বালিকার দল। চাঁদ, তুমি আর কি দেখতে উঠবে?

চারমিয়ান বলল—শান্ত হও সখি।

আইরাস বলল—সই, সখিও প্রাণত্যাগ করলো?

চারমিয়ান বলল—চুপ, চুপ।

ক্লিওপেট্রা বলল—কে রাণী? আমি অনাথিনী। অতি দুঃখী। মাথার মণি হারিয়ে ভিখারিণী হয়েছি। যতদিন এ রত্ন আমায় ছিল, গর্বে দেবতাদেরও গ্রাহ্য করিনি। এ পৃথিবী স্বর্গ থেকেও সুখের মনে হতো। কিছুই কিছু না। ধৈর্য্য মূর্খের আশ্রয়। অধীরতা ক্ষেপা কুকুরের ধর্ম। তবে মুক্তির জন্য মৃত্যুর অপেক্ষা না করে শমনের দিকে নিজে নিজে অগ্রসর হতে কি পাপ? আরে! আরে! তোরা এমন মুখ করে বসে আছিস কেন? কি হয়েছে? আনন্দ কর। সখি দেখ, আলোটা নিভে গেছে। চল আলোটাকে মাটির ভিতরে রেখে আসি। তার পর মহাজন যেই পথে গেছে, সেই পথে যাব, যম গৌরব করে আমাদের নেবে। সখি ওঠ, দেখ তাপ জুড়িয়েছে। আর সখি, মন শক্ত কর। আমাদের সম্বল মাত্র হৃদয়বল, সহায় শমন।

মৃতদেহ নিয়ে সবাই চলে গেল।

আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে সীজারের শিবিরে সীজার, আগ্রিপার, ডলাবেলা, মেসিনাস, গ্যালাস, প্রোকিউলিয়াস সবাই জমা হয়েছে।

সীজার বলল—ডলাবেলা, যাও—বলোগে আর কেন ইয়ার্কি করছেন। এসে আমার বশ্যতা স্বীকার করুন। হারের আর বাকী কি!

ডলাবেলা বলল—যে আজ্ঞে।

এমনি সময় এ্যাণ্টনির তরোয়াল নিয়ে ডার্সিটাস ঢুকল।

সীজার বলল—কি জন্য তরোয়াল এনেছ? কে তুমি?

ডার্সিটাস বলল—দাসের নাম ডার্সিটাস।

আমি প্রভু শ্রেষ্ঠ এ্যাণ্টনির চাকর ছিলাম। যতদিন নরবর জীবিত ছিলেন প্রাণপণে প্রভুর সেবা করেছি। মহারাজ, এখন যদি আমার সেবা আপনি নেন, যেমন করে আগের প্রভুর পরিচর্যা করেছি। আপনারও সেইভাবে সেবা করবো। আর যদি আপনার ইচ্ছা না হয়, আমি আপনার শরণ নিয়েছি, যেমন ইচ্ছা বিধান করুন।

সীজার বলল—তুমি কি বলছো?

ডার্সিটাস বলল—বীরবর, এ্যাণ্টনির মৃত্যু হয়েছে।

সীজার বলল—তুমি মিথ্যা বলছো। সে মহাজনের মৃত্যু যে ঘোর শব্দ করে ঘোষিত হবে। পৃথিবীতে প্রলয় হবে। যাতে করে অর্ধেক পৃথিবীর ভাগ্য ফিরবে। সে ঘটনা সামান্য ঘটনা নয়।

ডার্সিটাস বলল—বীরবর, আমি মিথ্যা বলছি না। অন্য মানুষের হাতে বা রাজার আদেশে ঘাতকের কুঠারে তাঁর মৃত্যু হয়নি। বড় মানুষের গৌরব বজায় রেখে নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করেছেন। এই তরোয়াল আমি তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছি। দেখুন তরোয়াল এখনো যে মহাজন রক্তে রাঙ্গা হয়ে আছে।

সীজার বলল—তোমরা শোকে আকুল হয়ে আছ। এই ঘটনার কথা শুনলে মহা মহা রাজারাও চোখের জল ফেলবে।

আগ্রিপার বলল—আশ্চর্য! এই এত অসাধ্য সাধনের পরেও এখন অনুতাপ হচ্ছে।

মেসিনাস বলল—লোকটার যেমন বড় বড় দোষ ছিল, তেমনি খুব বড় বড় গুণও ছিল।

আগ্রিপার বলল—তেমন দুর্লভ আত্মা আর কখনো জন্মগ্রহণ করেনি। আসলে পাছে আমরা মানুষরা দেবতার সমান হয়ে যাই তাই দেবতারা আমাদের মধ্যে দু-একটা দোষ দিয়ে দেন। একেবারে দোষ নেই এরকম কোনো মানুষ হয় না। দেখো আমাদের প্রভু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

মেসিনাস বলল—ঘটনার খোলা অয়না সামনে পড়েছে, তাতে একবার নিজেকে দেখে নিচ্ছেন।

সীজার বলল—নরবর, আমার জন্যই তোমার এই পরিণাম। হায়, নিজে সেধে

সেধে লোকে কঠিন অসুখ নিয়ে আসে। এ পৃথিবী তোমার আমার দুজনের পক্ষে অতি ছোট, স্বচ্ছন্দে বাস করা চলতো না। তবু হায়, উঁচু আশাতে যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, আমার সমকক্ষ কয়ে যে রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করেছে, বিরাট বিষয় যুদ্ধ যার সঙ্গে মিলেমিশে করে জয়লাভ করেছি। যার বীরত্ব আমার গায়ের বর্ম বলে মনে করতাম, যে হৃদয়ের প্রতিভায় আমার হৃদয় প্রতিভাম্বিত হতো, আদর করে সীজার যাকে নিজের বোনকে দান করেছে; হায়! আজ তার চরম দুর্গতি দেখে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। গ্রহদোষে আমরা পরস্পরের শত্রু। কিন্তু সে শত্রুতার চরম ফল শেষে এই হলো? তোমরা শোনো—

একজন দূত ঢুকল, সীজার বলল—পরে বলবো। লোকটাকে দেখলে মনে হয় কি বিশেষ কাজে এসেছে। কোথা থেকে আসছ?

দূত বলল—বীরবর, মিশরের রাণীর প্রজা হিসাবে এখনও আমরা পরিচয় দিচ্ছি। সর্বশান্ত হয়ে রাণী এখন তাঁর চরম নিবাস কীর্ত্তি-মন্দিরে অবস্থান করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আপনার কি অভিপ্রায় জানতে ইচ্ছা করেন। জেনে সেই মতো প্রস্তুত হবেন।

সীজার বলল—তাঁকে নিশ্চিন্ত হতে বলোগে। আমার কি ইচ্ছা তাঁকে আদর করে কত সম্মান দিয়ে রাখবার ইচ্ছে আছ; আমার দূতের মুখে অতি শীঘ্র সব জানতে পারবেন। সীজার নিষ্ঠুর নয়।

দূত ভগবান আপনার ভালো করুন বলে চলে গেল।

সীজার বলল—প্রোকিউলিয়াস শোনো। তুমি ক্লিওপেট্রার কাছে যাও, বলোগে তাঁর মানহানি করা আমার ইচ্ছা না। যেমন তার আন্তরিক অবস্থা বুঝবে তেমনি আশা-ভরসা দেবে। কি জানি যদি নিজের গর্ব অটুট রাখতে প্রাণ ত্যাগ করেন তাহলে আমার মনের ইচ্ছা বিফল হবে। তাঁকে রোমে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারলে আমাদের আর গৌরবের সীমা থাকবে না। যাও, কি বলেন আর কেমন অবস্থায় তাকে দেখলে, তাড়াতাড়ি জেনে এসে আমাকে জানাও।

প্রোকিউলিয়াস চলে গেলে সীজার বললেন—গ্যালাশ, তুমিও যাও। ডলাবেলা কোথায়? সে থাকলে সেও যেত।

আগ্রিপার বলল—ডলাবেলা?

সীজার বলল—থাক থাক! সে যে কাজে গেছে, মনে পড়েছে। ফিরে এলে পাঠাবো। তোমরা সকলে আমার সঙ্গে শিবিরে এসো। দেখাতে চাই কত অনিচ্ছায় আমাকে এ যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কত ঠাণ্ডা হয়ে, কত বিনয় করে আমি চিঠিপত্র লিখেছিলাম। এস আমার কাছে যা আছে দেখাবো।

আলেকজান্দ্রিয়ার কীর্ত্তি-মন্দিরে ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ান ও আইরিয়াসকে নিয়ে বসেছিল।

ক্লিওপেট্রা বলল—এ শুকনো বিরহীনি জীবন কাটানের চেয়ে মৃত্যু অনেক সুখের। সীজার-পদ তুচ্ছ—ভাগ্যের দাসত্ব মাত্র। কৃপার অধীন! গৌরবের অনুষ্ঠান মৃথ্যু।

যাতে চরম নিষ্কৃতি লাভ হয়, সে অনুষ্ঠানে নিয়তির পায়ে বেরি পড়ে, কাল—স্রোত বন্ধ হয়—কষ্ট দুঃখ আর থাকে না। সে অনুষ্ঠানে চিরকাল ঘুম। পেট ভরাবার জন্য সীজার থেকে ভিখারী যে মাটি খায় তাও খেতে হবে না।

এমন সময় প্রোকিউলিয়াস, গ্যালাশ ও সৈন্যরা ঢুকল।

প্রোকিউলিয়াস বলল—মহারাণী, সীজার আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। এখন কি করলে আপনার তৃপ্তি সাধন হবেন, তিনি জানতে চেয়েছেন। আপনি বেশ করে ভাবনা-চিন্তা করে বলুন।

ক্লিওপেট্রা বলল—তোমার নাম?

প্রোকিউলিয়াস বলল—প্রোকিউলিয়াস।

ক্লিওপেট্রা বলল—এ্যাণ্টনির মুখে তোমার নাম শুনেছি, আর তুমি বিশ্বাসী তা বলে গেছে। আমার আর বিশ্বাস করবার কিছু নেই—ঠকবারও কিছু নেই। তোমার প্রভু যদি রাজরাণীকে ভিক্ষা দিতে চান, তাহলে বল রাজ্য ছাড়া আর তার যোগ্য দান আমি কি পেতে পারি। যদি তিনি আমার হারানো রাজ্য আমার ছেলেদের জন্য আমায় ফিরিয়ে দেন, আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তার পায়ে প্রণাম জানাবো।

প্রোকিউলিয়াস বলল—আপনি চিন্তা ত্যাগ করুন। সীজার অতি ভাল মানুষ। তার থেকে আপনার কোন ভয় নেই। আপনার যা কিছু প্রার্থনা, আপনি বিনা বাধায় বলুন। আমার প্রভু কৃপার আধার প্রার্থী হয়ে যে আসে সে যা চায় তার থেকে বেশী তিনি দান করেন। আপনি তার আশ্রয় গ্রহণ করলে আপনাকে আর তার কাছে কিছু চাইতে হবে না। তিনিই আপনার চাহিদা পূরণের জন্য সব সময় চেষ্টা করবেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—দূতবর, তোমার প্রভু আমার জয়কর্তা। আমি তার প্রজা তাকে বলো? রাজার পায়ে অভিবাদন জানিয়ে আমি তার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। আমি রাজভক্তি শিক্ষা করছি। তার পা পূজো করে তাকে প্রসন্ন করবো।

প্রোকিউলিয়াস বলল—রাণী, আপনার নিবেদন আমি রাজপদে জানাবো। আপনি ধৈর্য্য ধরে থাকুন, আপনার যে দুরাবস্থা ঘটেছে তাতে তিনি ভীষণ দুঃখিত—তা আমি বেশ জানি।

গ্যালাশ বলল—দেখছো, টপ করে নিয়েই হয়।

প্রোকিউলিয়াস ও দুইজন সৈন্য মই লাগিয়ে উপরে উঠে ক্লিওপেট্রাকে বন্দী করল, অন্য সৈন্যরা মন্দিরের দরজা খুলে দিল।

সীজার না আসা অবধি সাবধানে রক্ষা করো এই কথা বলে গ্যালাশ চলে গেল!

আইরাস বলল—সখি! সখি!

চারমিয়ান বলল—মহারাণী, তুমি বন্দী হয়েছ?

ক্লিওপেট্রা বলল—নে, নে, ভাল করে ছুরিটা ধর। (একটা ছুরি উপরে তুলে ধরলেন।)

প্রোকিউলিয়াস বলল—কি করেন? অন্যায় কাজ করবেন না। আমি শত্রু না

আপনার বন্ধু। (ছুরিটা কেড়ে নিল)

ক্লিওপেট্রা বলল—তাই আমার মরবার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছ। কুকুর শিয়াল যে উপায়ে মুক্তি লাভ করে, সে উপায়েও বন্ধ করছো।

প্রোকিউলিয়াস বলল—রাণী, আত্মহত্যা করে আমার প্রভুর দানশীলতা কেন বিফল কনে। তাঁর কত মাহাত্ম্য, জগৎ একবার দেখুন। আপনি প্রাণ ত্যাগ করলে সবই বিফল হবে।

ক্লিওপেট্রা বলল—হায় মৃত্যু! তুমি কোথায় ছোট শিশু ভিখারী খেয়ে কি তৃপ্তি পাও? এসো, আমাকে খাও। রাজপ্রসাদে এসে রাজরাণীকে দিয়ে পেট ভর্ত্তি করো।

প্রোকিউলিয়াস বলল—রাণী, শান্ত হোন।

ক্লিওপেট্রা বলল—শান্ত? আমি খাব না। ঘুমাবো না। না খেয়ে না ঘুমিয়ে এ শরীর পাত করবো। তোমার সীজার যা পারেন করুন। এ কথা মনে যেন জোড় হাত করে আমি তোমার প্রভুর দরবারে দাঁড়াবো না। অক্টোভিয়ার ঘৃণার দৃষ্টি আমি কখনোই সহ্য করবো না। আমায় রোমে নিয়ে গিয়ে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে ছোট লোকদের হাসির খোরাক জোগাবে, তার চেয়ে এখানে খানায় পড়ে মরে থাকি—বিবসনা করে আমায় পাকে ডুবিয়ে রাখো, আমার জীবিত দেহে পোকা ধরুক—তারা আমার মাংস খেয়ে আমাকে বীভৎসরূপ ধারণ করাক। আমাকে নিজ রাজ্যের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় ঝুলিয়ে ফাঁসি দাও—আমি শান্ত হয়ে সহ্য করবো।

প্রোকিউলিয়াস বলল—শুধু শুধু বাজে ভয় করে আপনি মনকে কষ্ট দিচ্ছেন। সীজার এসব কিছুই করবেন না।

ডলাবেলা ঢুকে বলল—যে কাজ তুমি করেছ প্রভু সব শুনেছেন। আমায় বললেন তোমায় ডেকে দিতে। তুমি যাও, রাণীকে আমি রক্ষা করছি।

প্রোকিউলিয়াস বলল—তা হলেই বাঁচি। রাণীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। (রাণীর দিকে তাকাল) আপনার যদি কোনো কথা বলার থাকে আমাকে বলুন আমি প্রভুকে গিয়ে বলবো।

ক্লিওপেট্রা বলল—বলো, আমি স্থির করেছি মরবো।

ডলাবেলা বলল—মহারাণী আমার নাম আপনার শোনা আছে?

ক্লিওপেট্রা বলল—বলতে পারি না।

ডলাবেলা বলল—আমাকে নিশ্চয় জানেন?

ক্লিওপেট্রা বলল—আমার যা জানা-শোনা আছে সে সব কথায় এখন আর কাজ নেই। বালকেরা বা স্ত্রীলোকে স্বপ্ন দেখে যদি কিছু বলে তবে তা হেসে উড়িয়ে দিতে হয়। এমন একটা পদ্ধতি তোমাদের আছে না?

ডলাবেলা বলল—কি বলছেন?

ক্লিওপেট্রা বলল—আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, এ্যান্টনি বলে একজন রাজা ছিল। আমার একবার তেমনি স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে, তেমন মানুষ যদি আর একজন পাই।

তার মুখ কেমন দেখেছি, জানো যেন বিরাট আকাশ, তাতে চন্দ্র-সূর্য ঘুরছে, তা থেকে আলো এসে এই পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলছে।

ডলাবেলা বলল—আজ্ঞে!

ক্লিওপেট্রা বলল—অতল জলে চলে তাকে পার হয়ে যেতে দেখেছি। সে হাত তুললে সুমেরুর মাথা ছাড়িয়ে উঠতো। যখন সে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতো, মনে হতো গ্রহ-নক্ষত্র থেকে সঙ্গীত ঝরছে। কিন্তু যখন সে রাগতো, তার বাজের মতো আওয়াজে পৃথিবী কাঁপতো, দানে সে কামধেনু ছিল। যে যত দোহন করে নিতে পারতো, তত পেত। হাসি মস্করায়, আনন্দ উল্লাসে কেউ তার সঙ্গে পারতো না। কত বড় বড় রাজা তার সঙ্গে অনুচরের মতো ঘুরতো। রাজ-ঐশ্বর্য্য তার মুঠোর মধ্যে ধরতো না। ধুলোর মত গলে গলে ঝড়ে পড়তো। তুমি কি বলো। আমি যে মানুষকে স্বপ্নে দেখেছি, তেমন আর একজন লোক পৃথিবীতে আছে।

ডলাবেলা বলল—আছে বৈ কি!

ক্লিওপেট্রা বলল—তুমি দারুণ মিথ্যাবাদী, আছে বৈ কি! তেমন মানুষ স্বপ্নের অগোচর। ধ্যানের প্রতিমা গড়বার উপাদান পৃথিবীর নেই। তবু প্রকৃতি যদি এ্যাণ্টনি গড়তে পারে তো সে ধ্যানের অতীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করবে।

ডলাবেল বলল—রাণী, আপনি যেমন মহা, আপনার ক্ষতিও তেমনি গুরুতর হয়েছে। আপনি অবশ্য স্থির হয়ে সবকিছু সহ্য করছেন হায়, যদি মিথ্যা বলি তবে যেন অন্তিমে ভগবানকে না পাই। আপনার শোকে আমার প্রাণে ভীষণ দুঃখ হয়েছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুমি খুব ভাল মানুষ। আমার সম্বন্ধে সীজারের মনের কি ইচ্ছা, জানো?

ডলাবেলা বলল—আমার প্রভুর ইচ্ছা আপনার কাছে প্রকাশ করতে ঘৃণাবোধ হচ্ছে। কিন্তু আপনি জানলে ভালো হতো!

ক্লিওপেট্রা বলল—দয়া করে বলো।

ডলাবেলা বলল—তিনি যত ভাল লোকই হন—

ক্লিওপেট্রা বলল—আমায় অপমান করে বেঁধে নিয়ে যাবেন?

ডলাবেলা বলল—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এমন সময় গ্যালাশ, প্রোকিউলিয়াস, মেসিনাস, সেলিউকাস ও অনুচরদের নিয়ে সীজার এসে উপস্থিত হলেন।

সীজার বলল—রাণী কৈ?

ডলাবেলা বলল—রাণী, এগিয়ে গিয়ে মহারাজকে স্বাগত জানান।

ক্লিওপেট্রা বলল—মহারাজ, কপালের লেখা কে পাল্টাতে পারে। আপনি মহারাজ, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।

সীজার বলল—রাণী, আপনি কোন ক্ষতির আশা করবেন না। আপনি যে আমাদের ক্ষতি করেছেন, যদিও তা আমাদের গায়ের লেখায় লিখিত রইলো, তবে আমরা তা

ভগবানের বিধান বলে ভুলে যাবো।

ক্লিওপেট্রা বলল—মহারাজ, আমি নিরপরাধ এমন কথা বলবার মুখ আমার নেই। তবে একথা বলতে পারি আমার অপরাধ নূতন নয়। আমার মতো অনেক অভাগিনী আমার আগে নারীকুলে লজ্জা দিয়ে গেছেন।

সীজার বলল—রাণী আপনার অপরাধের শাস্তি দিতে আমি এখানে আসিনি। মিটমাট করতে এসেছি। যদি আপনি আমার ইচ্ছা মতো কাজ করেন তাহলে আপনার ভালই হবে খারাপ হবে না। আপনার উপর কোন শক্ত ব্যবহার করবো তা আমার ইচ্ছা না। কিন্তু যদি নির্দয় হয়ে এ্যাণ্টনির পথ বেছে নেন, তাহলে আমার অপরাধ নেবেন না। নিজের ক্ষতি তাহলে আপনি নিজেই করবেন। যে সর্বনাশ থেকে আপনার সন্তানদের রক্ষা করা আমার ইচ্ছা তা আপনি নিজেই করবেন। আমার ইচ্ছা মতো কাজ করলে আপনার ভালই হবে। এখন আমি আসি।

ক্লিওপেট্রা বলল—মহারাজ, আপনি পৃথিবীর অধিপতি। বিজয় গৌরবে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যান। আমাদের আপনার বিজয় চিহ্ন স্বরূপ যেখানে রাখবেন সেখানেই থাকবো।

সীজার বলল—ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে যা কিছু করতে হবে আপনি আমায় আদেশ করুন।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমার যা কিছু গয়নাগাটি, জামাকাপড় আছে, এ তার তালিকা। অতি তুচ্ছ জিনিসের কথাও এই কাগজে লেখা আছে। আর পাশে কত দাম তাও লেখা আছে। আমার কোষাধ্যক্ষ কোথায়?

সেলিউকাস বলল—বলুন মহারাণী।

ক্লিওপেট্রা বলল—মহারাজ, এ আমার কোষাধ্যক্ষ ছিল। আপনি জিজ্ঞাসা করুন,—আমার আর কিছু নেই। সেলিউকাস, তুমি চলো।

সেলিউকাস বলল—এতে যা উল্লেখ করা হয়েছে এ ছাড়া আপনার আরো এত সম্পত্তি আছে।

সীজার বলল—রাণী, আপনি লজ্জিত হবেন না। আপনি যথার্থ বুদ্ধিমতীর কাজ করেছেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—মহারাজ, দেখুন, লোকে কেমন করে ভাগ্যের উপাসনা করে। আমার অনুচরেরা এখন আপনার অনুগত। আজ যদি আপনার আমার অবস্থা হতো, আর আপনি আমার মতো অসুবিধায় পড়তেন, দেখতেন, আপনার লোকজন আমার পক্ষে হতো। এই পামরের কৃতজ্ঞতায় আমি রেগে যাবো। নরাধম, বেশ্যার থেকেও তোর চরিত্র খারাপ, পালাচ্ছিস? কোথায় যাবি? নরকেও তোর জায়গা হবে না। তুই যেখানে যাবি, আমি তোর চোখ বেঁধে তুলে নেবো। যদি পাখা পেয়ে উড়ে যাস—তাহলেও আজ আমার হাতে নিস্তার নেই। তোর মত নীচ লোক এই পৃথিবীতে নেই।

সীজার বলল—রাণী, আমার অনুরোধ রাখুন।

ক্লিওপেট্রা বলল—মহারাজ, খুব লজ্জার কথা। আপনি উঁচু মনের মানুষ দয়া করে দীনা-হীনার প্রতি খুশি হয়ে সদয় হয়েছেন। আর আমারই চাকর ঈর্ষার ফলে আপনার সামনে লজ্জা দিল। প্রভু, আমি যদি দু-একটা সাধারণ জিনিস রেখে থাকি লোকে যা বন্ধু-বান্ধবকে উপহার পাঠায় তার কি দাম? আমার হয়ে দু-একটা কথা অনুরোধ করবার জন্য আপনার স্ত্রীকে, বোনকে রোমে গিয়ে উপহার দেবো বলে না হয় দু-একটা জিনিস বেছে বেছে রেখে দিয়েছি তার জন্য আমার এমন অপরাধ কি হয়েছে, যে আমার খেয়ে পরে মানুষ যে চাকর সে আমার অপমান করবে? ভগবান, আমার যে অধঃপতন ঘটেছে, এ কৃতজ্ঞতায় আজ তা হতেও বেশী কষ্ট পেলাম। তোমায় মিনতি করছি, আমার সামনে থেকে সরে যাও। নাহলে দেখবে এ পোড়া কপালে এখনো ছাই চাপা আগুন আছে। তোমার মধ্যে যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকতো, তুমি আমায় এমন করে লজ্জা দিতে না।

সীজার বলল—সেলিউকাস তুমি সরে যাও।

সেলিউকাস চলে গেলে ক্লিওপেট্রা বলল—মহারাজ, ছোট লোক পরে যা করে, তার জন্য মান্য লোককে দোষী হতে হয়। আবার অধঃপতন হলে তার জন্য দণ্ড নিতে হয়। এখানে আমি দয়ার পাত্রী।

সীজার বলল—মহারাণী, এ তালিকায় আপনি যা কিছুর উল্লেখ করেছেন, সে সব কিছুই আমি জয়ের মধ্যে গণ্য করিনি। সে সব এখন আপনারই থাক, ইচ্ছামত দেবেন। সীজার ব্যবসায়ী নয় যে আপনার সঙ্গে জিনিসপত্রের দর-দাম করতে এসেছে। আপনি শান্ত হোন, নিজেকে বন্দী মনে করে চিন্তিত হবেন না। আপনার যেমন ইচ্ছা আপনাকে আমি সেইভাবে রাখবো। আপনি চিন্তা না করে খান দান ঘুমোন। মনে রাখবেন আমি আপনার সমব্যথী।

ক্লিওপেট্রা বলল—প্রভু, অভাগিণীকে পায়ে স্থান দিন।

সীজার বলল—ছিঃ! ছিঃ! কি করেন? আমি চললাম।

বাজনা বেজে উঠলো। অনুচরদের নিয়ে সীজার চলে গেল।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমায় অনেক আশ্বাস দিয়ে গেল—যাতে না আমি নিজের সম্মান রক্ষা করার চেষ্টা করি। সখি শোনো বলে চারমিযানের কানে কানে কি বলল।

আইরাস বলল—আর কেন সখি? সূর্য্য অস্ত গেছে। কালরাত্রি আগত। কাজ সেরে ফেলো।

ক্লিওপেট্রা বলল—একথা বলে তুই ফিরে আয়। আমি আগেই বলে রেখেছি। মনে হয় যোগাড় হয়েছে। তুই আনতে বলে আয়।

চারমিয়ান বলল—আমি চলে যাচ্ছি।

ডলাবেলা ঢুকে বলল—রাণী কোথায়?

ক্লিওপেট্রা বলল—কি সংবাদ বল।

ডলাবেলা বলল—রাণী, যে যাকে ভালবাসে সে তার আদেশ ধর্ম মনে করে

পালন করে। তাই আপনার আদেশ মত আপনাকে জানাতে এলাম, সীজার এখন সিরিয়া রাজ্যে গমন করেছেন। তিন দিনের মধ্যে আপনাকে আর আপনার ছেলেদের নিতে পাঠাবেন। এর মধ্যে আপনার যা ইচ্ছে করুন। আপনার আদেশ আমি পালন করলাম।

ক্লিওপেট্রা বলল—তুমি আমার চির ঋণে বদ্ধ করলে!

ডলাবেলা বলল—আমি আপনার চির দাস প্রভুর সঙ্গে আমায় যেতে হবে। আমায় অনুমতি দেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—সখি, কি ভাবছিস? রোমে আমাদের নিয়ে গিয়ে মিশরের পুতুল বলে সবাইকে দেখাবে। নোংরা জামা-কাপড় পরে মজুরের ঘাড়ে করে আমাদের নিয়ে মঞ্চে তুলবে। তাদের মুখের গন্ধে বমি পায়। আমাদের সেই নরক ভোগ করতে হবে।

আইরাস বলল—ভগবান! রক্ষা করুন।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমি সত্যি বলছি, পেয়াদারা এসে আমাদের নটী বলে যন্ত্রণা দেবে। কবি দল আমাদের নিয়ে গান বাঁধবে। এ্যাণ্টনিকে মাতাল সাজাবে। আর একটা ছোঁড়াকে ক্লিওপেট্রা সাজিয়ে রঙ্গ-তামাসা দেখাবে। দেখে নিও এই হবে।

আইরাস বলল—সখি, তা যদি দেখতে হয় তাহলে চোখ দুটো আগে নখ দিয়ে উপড়ে ফেলবো।

ক্লিওপেট্রা বলল—তা নয় তো কি! ওদের এই যোগাড়-যন্ত্র যদি তেমনি করে নষ্ট করে দিতে পারি।

চারমিয়ানকে ঢুকতে দেখে বলল—কি হলো? সব ঠিক আছে। আমায় ভাল জামা-কাপড় পরিয়ে দে। আবার বাজরা ভাসাতে চললাম। সখার সঙ্গে দেখা করতে হবে। যা সখি, এই যাওয়াই যাওয়া। আমায় ভাল করে সা- -য়ে দে। আমার রাজমুকুট, দণ্ড নিয়ে আয়। এরপর তোকে ছুটি দেব। চিরকাল খেলা করবি।

নেপথ্যে কথাবার্ত্তা শোনা গেল। একজন রক্ষী ঢুকল। বলল—রাণী, আপনার সঙ্গে একজন চাষী দেখা করতে চায়। দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে। সে আপনার জন্য একটা বাজরা ভর্ত্তি সওগাত এনেছে।

ক্লিওপেট্রা বলল—পাঠিয়ে দাও। রক্ষী চলে গেলে বলল, ছোট কাজের উপলক্ষ্যে কি মহৎ কাজ করা যায়? এ আমায় মুক্তি দিতে আসছে। অটল প্রতিজ্ঞায় নারীর হৃদয় বিসর্জন দিচ্ছি। আর টলাটল নেই।

বাজরা হাতে নিয়ে চাষা ঢুকল এবং তার সঙ্গে রক্ষীও ঢুকল। রক্ষী চাষাকে রেখে ফিরে গেলে ক্লিওপেট্রা চাষাকে বলল—যার দংশনে বিনা যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, সেই সাপ এনেছো?

চাষা বলল—মা ঠাকুরণ, আমি তাঁরেই নিয়ে এসেছি। কিন্তু মা ঠাকুরণ, আপনি এর গায়ে হাত দেবেন না। এর দংশন বড় ভয়ঙ্কর। যদি একবার প্রাণত্যাগ হয় তো

আর বাঁচায় না।

ক্লিওপেট্রা বলল—কেউ মরেছে, এমন শুনেছো?

চাষা বলল— প্রচুর মেয়েছেলে, বেটাছেলে মরেছে। গতকাল একজন মেয়েছেলে এর কামড়ে প্রাণ দিয়েছে। সে অতি সজ্জন ছিল কিন্তু অল্প-স্বল্প মিথ্যে কথা বলত। তা মিথ্যে কথা না বললে মেয়েছেলে সজ্জন হয় না। সে বলে গেছে, কিভাবে সে মরল? কতটা যন্ত্রণা পেল? অবশেষে মেয়েছেলের কথায় যে বিশ্বাস করে তার ভাল হয় না।

ক্লিওপেট্রা বলল—আচ্ছা, তুমি এখন এসো।

চাষা বলল—বাজরা তো নামিয়ে রাখলাম। তবে এ সর্প কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর। এ একেবারে দয়া-মায়াহীন, সর্বদা অসাবধানতা না হয় মনে রাখবেন।

ক্লিওপেট্রা বলল—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার চিন্তা নাই। তুমি যাও।

চাষা বলল—মা ঠাকুরণ সর্পকে ভক্ষণ করেন না। কারণ সর্প ভক্ষণের অযোগ্য নয়।

ক্লিওপেট্রা বলল—সাপ আবার খাবে কি?

চাষা বলল—মা ঠাকুরণ, মুখ্য মনে করে পরিহাস করছেন। শাস্ত্রে বলে স্ত্রী রত্ন দেবতার ভোগ্য।

চাষা চলে গেলে জামা-কাপড়, মুকুট নিয়ে আইরাস ঢুকল।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমায় পোশাক পরাও। মাথায় মুকুট দাও। অনন্ত সাগরের পিপাসায় মন আকুল, এ ঠোঁট আর মদে সিক্ত হবে না। সখি তাড়াতাড়ি করো। সখা আমায় আদর করে ডাকছে। আমার কাজের প্রশংসা করে সীজারকে বিদ্রুপ করছে। যাই প্রাণপতি! এখন তোমায় স্বামী বলে ডাকবার যোগ্য হয়েছি। তোমার স্ত্রী হয়ে ধর্ম পালন করবো। আমার এ তুচ্ছ দেহ—এই হেয় স্থানে পড়ে থাকুক। আমি বায়ু, আগুন নিয়ে আকাশে উঠে যাই। আয় সখি, বিদায় চুম্বনে আমার অধর অভিষিক্ত কর। বিদায়, চির বিদায়!

উভয়ে উভয়কে চুমু খেল। আইরাস মরে নীচে পড়ল।

এই ঠোঁটে বিষ আছে, ছোঁয়া মাত্রেই পড়ে গেল। সখি, তোর মৃত্যু দেখে মনে হয়, জীবনে বিচ্ছেদ কিছুই না। আহাঃ যেন স্থির হয়ে ঘুমালো। সখি এখন অনায়াসে যদি এখান থেকে যাওয়া যায় তবে আর মায়া কান্না কেঁদে সবাইকে না জানিয়ে চুপি চুপি চলে গেলেই হয়।

চারমিয়ান বলল—ঘন মেঘে এ আকাশ ছেয়ে যাক্। এ নিদারুণ শোকে দেবতাদের চোখ থেকেও জল পড়ুক।

ক্লিওপেট্রা বলল—আমি হেয়, তাই এখনও দেরী করছি। সখি আগে গেল, সখা আমার কথা জানতে চেয়ে তাকেই আগে চুমু খাবে। আমি স্বর্গসুখে বঞ্চিত হবো।

এরপর বুকের উপর সাপ রাখলো তাকে বলল—আয় আয় কাল-রূপিণী। তীক্ষ্ণ

দাঁতে আমার জীবনের সুতো কেটেছ। নে তাড়াতাড়ি করে বিষ ঢাল।

চারমিয়ান বলল—কি হলো! কি হলো।

ক্লিওপেট্রা বলল—চেঁচাস না, কি বলছিস। আমার ঘুম আসছে।

চারমিয়ান বলল—হৃদয়, তুই কত কঠিন।

ক্লিওপেট্রা বলল—আহা! সুধার প্রবাহ ধীর সমীর তরঙ্গ আয় তুইও আয় বলে অন্য সাপকে বুকে নিল।

যাই যাই বলতে বলতে শুয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গেই ক্লিওপেট্রার মৃত্যু হল।

রক্ষীরা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল।

১ম রক্ষক বলল—রাণী কোথায়?

চারমিয়ান বলল—ঘুমোচ্ছেন, আস্তে কথা বল।

১ম রক্ষক বলল—সীজারের দূত—

চারমিয়ান বলল—বৃথা এসেছে। বলেই নিজের গায়ে সাপ ছেড়ে দিল। বলতে লাগল—আয়, আয়! তাড়াতাড়ি আমায় মুক্ত কর।

১ম রক্ষক বলল—সবাই তাড়াতাড়ি এসো। সর্বনাশ হয়েছে। সীজারের কামনা বিফল হলো।

২য় রক্ষক বলল—সীজার ডলাবেলাকে পাঠিয়েছেন। তাকে ডাকো।

ডলাবেলা যখন ঢুকল তখন চারমিয়ানও মরে গেছে। সে এসে রক্ষককে বলল—কি সংবাদ?

২য় রক্ষক বলল—কেউ বেঁচে নেই। পুরী শ্মশান।

ডলাবেলা বলল—সীজারের আশঙ্কা সত্য হলো। যে কাজ বন্ধ করবার জন্য তাড়াতাড়ি করে আসছো সেই কাজ হয়ে গেছে। এসে তাই দেখো।

সীজার তার অনুচরদের নিয়ে ঢুকলেন। ডলাবেলা বলল—প্রভু, যা ভেবেছিলেন, তাই ঘটেছে।

সীজার বলল—চরমে পরম মহত্ত্ব দেখিয়ে গেল। আমার মনের ইচ্ছা অনুমান করে মহা গৌরবের আত্মসম্মান রক্ষা করেছ। কি উপায়ে আত্মহত্যা করেছে—কারো গায়ে তো রক্ত দেখছি না?

ডলাবেলা বলল—কে এখানে শেষে এসেছিল?

১ম রক্ষক বলল—একজন চাষা এসেছিল কি ফল দিতে। এই তার ঝুড়ি পড়ে আছে।

সীজার বলল—মনে হয় বিষ-ফল।

১ম রক্ষক বলল—চারমিয়ান এই মাত্র জীবিত ছিল। মরবার আগে কাঁপতে কাঁপতে মৃত রাণীর মাথার মুকুট ঠিক করে দিল। তারপর সহসা পড়ে গিয়ে প্রাণত্যাগ করলো।

সীজার বলল—যদি বিষ খেয়ে মরতো তা হলে দেহ ফুলতো। তা তো হয়নি।

ডলাবেলা বলল—মহারাজ, বুকের উপর সামান্য ফোলা ভাব লক্ষ্য হচ্ছে, একটু রক্তও দেখা যাচ্ছে? হাতেও তাই।

১ম রক্ষক বলল মহারাজ এখান দিয়ে সাপ চলে গেছে মনে হচ্ছে। সেই ছাপ রয়েছে। ফলের পাতার উপর মাটি পড়ে রয়েছে। কালসাপের গর্তে আমরা এইরকম মাটি দেখেছি।

সীজার বলল—সম্ভবত সেই উপায়েই প্রাণত্যাগ করেছে। রাণীর ডাক্তারের মুখে শুনলাম কিভাবে বিনা যন্ত্রণার প্রাণত্যাগ করা যায়, ইদানীং সে সম্বন্ধে খুব খোঁজ খবর চলতো। পরিচারিকাদের এই মন্দির থেকে বার করে নিয়ে যাও। রাণীকে বয়ে নিয়ে চলো। এ্যাণ্টনির পাশে সমাধি দিতে হবে। প্রেমিক দম্পতি মৃত্যুর পরে একসাথে চিরকাল বিখ্যাত হয়ে থাক্। এই সব নিদারুণ ঘটনা যাদের দ্বারা ঘটে, তাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে বটে, কিন্তু ঘটনার শোকপূর্ণ ইতিহাসের সঙ্গে তাদেরও পরম গৌরব প্রচারিত হয়। মৃতের সম্মানে আমার সৈন্য-সামন্তগণ শোকের পোষাক পরে মৃতদেহের পিছন পিছন যাবে। সমাধিকার্য্য ঠিকমতন মর্য্যাদার সঙ্গে শেষ করবার ভার তোমার হাতে দিলাম।

ট্রয়লার্স এ্যাণ্ড ক্রেসিডা

ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা প্রায়াম শাসিত বিশাল ট্রয় নগরী। রাজা প্রায়ামে সুরম্য প্রাসাদের বাইরে রাজপথের ধারে দাঁড়িয়ে রাজপুত্রট্রয়লার্স এবং রূপসী যুবতী ক্রেসিডা-র কাকা প্যাণ্ডারাস গভীর আলোচনায় মগ্ন।

রাজপুত্র প্যাণ্ডারাস-এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রাসাদে ঢোকার মুখে আলোচনার শেষ অংশটুকু সেরে নিচ্ছেন।

ক্রেসিডা গ্রীকপক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে যোগদানকারী ট্রয়ের পুরোহিত ক্যালফাসের আদরের দুলালী। একমাত্র কন্যা। রাজপুত্রট্রয়লার্স রূপসী যুবতীর ক্রেসিডার প্রেমে পড়েছেন।

ক্রেসিডার রূপে বহু রাজাই মুগ্ধ, দৃষ্টিনন্দন রূপ না থাকলে একটা মেয়ের পক্ষে বহু যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কখনই সম্ভব নয়। এমন কি বৃদ্ধের দল ও যুবতী ক্রেসিডার রূপ সৌন্দর্য সুধা পান করে জীবন ধন্য করে নিতে ব্যস্ত। যুবতী ক্রেসিডাকে দেখে মনে হয় সমগ্র বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি জড়ো করে এনে তাঁর দেহে গোপনে কোন সুদক্ষ শিল্পী যেন লাগিয়ে দিয়েছেন। নতুবা স্বর্গের দেবীদের সৃষ্টির পর অবশিষ্ট সৌন্দর্যটুকু এনে বুঝি বা ক্রেসিডার দেখে লেপে দিয়ে তাঁকে এখন অনন্যা করে

তোলা হয়েছে।

ট্রয়ের রাজপুত্র ট্রয়লার্স ক্যালকাস-এর জন্য ক্রেসিডাকে মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। রাজপথে আসতে গিয়ে ক্রেসিডার কাকা প্যাণ্ডরাস-এর সঙ্গেট্রয়লার্স-এর হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ কথা বলার পর প্যাণ্ডারাস নিজেই উপযাচক হয়েট্রয়লার্স-এর কাছে তাঁদের প্রেম বিষয়ক কিছু কথা উত্থাপন করলেন।

এদিকে দেশের দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। ট্রয় প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

রাজপুত্র ট্রয়লার্স যোদ্ধা হিসাবে বিখ্যাত, ইতিপূর্বে বহু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে শত্রু সৈন্যদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করেছেন।

কিন্তু আজ দেশের এই দুর্দিনে ট্রোয়লার্সের মতো বীর যোদ্ধার যুদ্ধের প্রতি অনীহা দেখা গেল। তিনি কিছুতেই যুদ্ধে যেতে রাজী নন। যার বুকের মধ্যে প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ চলছে তার কি বাইরের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে!

ট্রয়লার্স প্যাণ্ডারাসকে বললেন—যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিশ্চিন্তে অস্ত্র চালনা করা, যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তাঁর মন প্রাণ সর্বস্ব আজ চুরি হয়ে গেছে। তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব অস্ত্রের সঙ্গে তাঁর চলেছে বৈরী ভাব।

প্যাণ্ডারাস বললেন, কিন্তু এটা তো বীরের মতো কথা নয়। এ অবস্থা থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় তার উপায় ভাবা উচিত।

ট্রয়লার্স জানালেন—'অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে হাল ছেড়ে দিয়েছি। সত্যি বলতে কি যখন আমি প্রায়ামের দরবারে অবস্থান করি তখন এক রূপসী-যুবতী, সুন্দরী ক্রেসিডা আমার হৃদয়কে পুরোপুরি অধিকার করে নেয়, তখন আমি যেন নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলি।

প্যাণ্ডারাস বললেন—'দেখ আমি ক্রেসিডার কাকা, আমার পক্ষে বলা কি সঙ্গত হবে? কাল রাত্রে তাকে কিন্তু খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। তবে হেলেনার থেকে বেশী সুন্দরী নয়।

ক্ষণিক ইতস্ততের পর ট্রয়লার্স বললেন—'আমি যখনই আপনাকে বলি আমি ক্রেসিডার প্রেমে পাগল, তখনই আপনি বার বার বলতে থাকেন—সে সুন্দরী'।

প্যাণ্ডরাস ম্লান হাসলেন।

ট্রয়লার্স বলে চললেন—'আপনার ওরকম কথা শোনামাত্র তার চোখ, চুল, সঙ্গীত ধ্বনি আর কণ্ঠস্বর সব আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে গাঁথা হয়ে যায়।'

ম্লান হেসে প্যাণ্ডারাস এবার বললেন—'আমি আর এ ব্যাপারে কিছুই বলবো না, সে যেমন আছে, তেমনই যদি থাকে আপত্তি কোথায়? যদি সে নিগ্রোদের মত কালোই হয় তাতেই বা আপত্তির কি থাকতে পারে! আমি এ ব্যাপারে মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে দিলাম।'

অদূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘন ঘন তুর্যধ্বনি শোনা যেতে লাগল।ট্রয়লার্স-এর

মধ্যে অস্থিরতা দেখা গেল। তিনি বার বার অস্থিরভাবে পায়চারি করলেন। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন ক্রেসিডাকে কি করে লাভ করা যায়। প্যাণ্ডারাসরূপ বড়সিকে কাজে লাগিয়ে ক্রেসিডারূপ সুন্দরী মাছকে গাঁথতে হবে। তারপর শুরু হবে খেলা। তারপর এক সময় হেঁচকা টানে একেবারে তুলে আনতে হবে ডাঙায়, একেবারে বুকে।

ক্রেসিডার কথা মনে মনে ভাবতে ভাবতে ভাববিমুগ্ধ রাজকুমারট্রয়লার্স রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ক্যালকাস-এর কন্যা ক্রেসিডাকে দেখা গেল গৃহভৃত্য আলেকজাণ্ডার-এর সঙ্গে রাজপ্রাসাদেরই অদূরবর্তী পথ দিয়ে হেঁটে যেতে।

কথা প্রসঙ্গে ভৃত্য আলেকজাণ্ডার জানালো, যুবরাজ হেক্টর যুদ্ধে চলে গেছেন, সে আরো জানাল যে রাজা প্রায়াম-এর মহিষী হেকুবা পূর্বপ্রান্তের দুর্গপ্রাকার থেকে যুদ্ধ দেখবেন মনস্থ করেছেন। রাজমহিষীর সঙ্গে অবশ্য ম্যমলাস-এর মহিষী হেলেনাও থাকবেন বলে জানা গেছে। তাছাড়া হেক্টর আজ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায়। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বীর যোদ্ধাট্রয়লার্স। যুদ্ধবিদ্যায় তিনি হেক্টর-এর চেয়ে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ।

ক্রেসিডা চোখের তারায় কৃত্রিম অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে বলে উঠলেন—'আমি কিন্তু তোর কথা মানতে মোটেই উৎসাহ পাচ্ছি না আলেকজাণ্ডার'।

—'আমি মুখে না বললে কি হবে, মনে মনে ঠিকই জানেন,ট্রয়লার্স-এর সমান বীরযোদ্ধা ট্রয়ে অন্ততঃ নেই। সবাই তাঁর বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এমন কি যুবরাজ প্যারিস-এর স্ত্রী হেলেন পর্যন্ত ট্রয়লার্স-এর কীর্তির কথা উঠলে একেবারে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। বীরত্বই নয়, হেলেন-এর চোখে প্যারিস-এর চেয়ে ট্রয়লার্স-এর সৌন্দর্যই বেশী প্রশংসা লাভ করে।'

ক্রেসিডা এবার বললেন—'ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না আলেকজাণ্ডার। হেলেন যদি তার স্বামী প্যারিস-এর চেয়েট্রয়লার্স-এর প্রশংসা মাত্রাতিরিক্ত করে থাকে তবে তার মধ্যে আন্তরিকতার গন্ধ আছে বলেই সবাই বিশ্বাস করবে।

আলেকজণ্ডার ক্রেসিডাকে জানালো—'যদি অভয় দেন একটা কথা বলি, দিদিমণি। অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়ে ক্রেসিডা শুনতে চাইলেন। আলেকজাণ্ডার বলে গেল—ট্রয়লার্স এবং হেলেনের গোপন প্রেমের খবর। সে আরো বললো যে হেলেন যেট্রয়লার্সকে ভালোবাসেন, প্রমাণ চাইলে সে প্রমাণও সে দিতে পারে।'

ক্রেসিডা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'এর প্রমাণ দিতে পারলেট্রয়লার্স বরং খুশি হবেন। আমি শপথ নিয়ে একথা বলতে পারি।'

এদিকে রাজপথে জনতার কোলাহল শুরু হয়ে গেছে। হৈ হট্টগোল করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ট্রয়ের বীররা ফিরছেন।

ক্রেসিডা আর আলেকজাণ্ডার দু'পা এগিয়ে একটু আবডালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ফেরৎ বীরদের দেখতে লাগলো। এমন সময় ক্রেসিডার কাকা প্যাণ্ডারাস সেখানে এলেন।

যুদ্ধ ফেরৎ বীর যোদ্ধাদের চিনিয়ে দিতে লাগলেন।

একটু পরে সৈন্যদের সঙ্গে এগিয়ে এলেন বীরযোদ্ধাট্রয়লার্স। সৈন্যরা তাঁর নাম ধরে বার বার জয়ধ্বনি দিতে লাগলো।

ক্রেসিডা অপলক দৃষ্টিতেট্রয়লার্সকে দেখতে লাগল।ট্রয়লার্সকে দেখে একজন সত্যিকারের বীর বলেই মনে হয়। সব কিছুর মধ্যেই একটা বীরত্বের ছাপ রয়েছে।

হঠাৎট্রয়লার্স-এর ভৃত্য এসে নতজানু হয়ে অভিবাদ সেরে বলল—'আমার প্রভু প্যাণ্ডারাসকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন।'

প্যাণ্ডারাস ক্রেসিডার দিকে তাকিয়ে বলল—'তুমি বাড়ি যাও। আমি একটিবার ঘুরে আসি দেখি কি বলতে চাইছেন।'

প্যাণ্ডারাস বিদায় নিয়ে চলে গেলে ক্রেসিডাট্রয়লার্স-এর কথা ভাবতে লাগলেন এবং একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, জয় যাকে করেছি, সে তো নিঃশেষ। কিন্তু জয় করা হয়নি, যাকে তাকে পাওয়ার চেষ্টার মধ্যেই তো সত্যিকারের আনন্দ লুকিয়ে আছে। সত্যিকারের প্রেমিকা সে তার তো এ তথ্য অবশ্যই জানা থাকতে হবে। যদি কেউ না জানে তবে সে প্রেমের কিছুই বোঝে না, জানেও না।

এদিকে গ্রীক শিবিরের দিকে সেনাপতিরা এক এক করে জমায়েত হতে শুরু করেছে। তাঁদের সম্মেলন হওয়ার কথা। এ উপলক্ষে অন্য-অন্যান্যদের সঙ্গে খ্যাতনামা সেনাপতি ইউলিসিস, নেস্টার, আগামেমনন, ম্যানিলাস এবং জয়োমিডিস প্রভৃতিরাও যথা সময়েই উপস্থিত হয়েছেন।

অতিকায় গোলটেবিল ঘিরে সেনাপতিরা সব বসেছেন। পূর্ব নির্ধারিত সময়েই সম্মেলনের কাজ শুরু হয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে আগামেমন বললেন—'এক এক করে ছয় বছর পার হয়ে সাত বছর হতে চলেছে। কিন্তু তবু আমরা ট্রয়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করতে পারছি না।'

ইউলিসিস বললেন—'আপনার বক্তব্য একশ ভাগ সত্য। কিন্তু কেন আমাদের বার বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?'

—'আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ফাঁক-ফোঁকর রয়ে যাচ্ছে যা আমরা ধরতে পারছি না।'

ইউলিসিস বললেন—'আমরা তো চেষ্টার ত্রুটি করিনি।'

—'আমি তা বুঝছি না? আবার বিশ্বাসও করি আপনারা সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছেন ট্রয়কে মাথা নত করাতে।'

ইউলিসিস এবার অন্যান্যদের দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন—'কি ব্যাপার বলুন তো, আপনারা যে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল—নিথরভাবে বসে রইলেন?'

উপস্থিত সেনাপতিরা আগের মত লজ্জায় মাথা নত করে বসে রইলেন।

ইউলিসিস বললেন—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ট্রয়কে আমরা অনেক আগেই হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারতাম যদি শৃঙ্খলার নিয়মগুলো পুরোপুরি পালন করা হত।'

সবার দিকে একবার চোখে বুলিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—'এখানকার গ্রীক শিবিরগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আপনারা অবশ্যই আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে পারতেন।'

—'নেস্টার তার বক্তব্যকে সমর্থন করে বললেন—'আপনার বক্তব্য শতকরা একশ ভাগই সত্য।'

ঈনিশ উপস্থিত সবার দিকে একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—'আপনাদের মধ্যে মহাবীর আগামেমননকে দয়া করে বলবেন কি?' আমার নাম ঈনিশ, ট্রয় পক্ষের সেনাপতি। আগামেমনন বললেন—আমিই আপনার বাঞ্ছিত আগামেমনন, —'আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। এবার বলুন তো, আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন? দয়া করে বলে আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন।' —আমাদের বীর শ্রেষ্ঠ হেক্টর আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন।'

—'তাই বুঝি? তবে তো ব্যবস্থা করতেই হয়।'

ঈনিশ আগামেমনন'কে অনুসরণ করলেন। মিনিট খানেকের মধ্যেই তারা পার্শ্ববর্তী একটা বড়মঞ্চ ও শিবিরে প্রবেশ করলেন।

আগন্তুক ঈনিশ-এর বক্তব্য শুনে ইউলিসিস বললেন—'বুঝলাম, হেক্টর-এর প্রকৃত লক্ষ্য আকিলা।' আগামেমনন বললেন—'হ্যাঁ আগন্তুক ট্রয় সেনাপতির কথায় তো এরকমই মনে হচ্ছে।'

ইউলিসিস বললেন—'হেক্টর-এর সঙ্গে আকিলার দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়াই ভালো। কেন না আকিলা জয়লাভ করলে তিনি উদ্ধত হয়ে উঠবেন। আর যদি পরাজিত হন তবে গ্রীকবীররা তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছেন তার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে।'

এর একমাত্র উপায় আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে।

নির্বোধ অ্যাজাক্সকে হেক্টর-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। দেখাই যাক না, ফল কি দাঁড়ায়। তবে অ্যাজাক্স যদি পরাজিত হয় তখন বলা যাবে যে অ্যাজার-এর চেয়েও বড় বীর আমাদের মধ্যে রয়েছেন। সবাই আনন্দের সঙ্গে ইউলিসিস-এর বক্তব্যকে সমর্থন করলেন।

এদিকে গ্রীক শিবিরে ঘন ঘন সম্মেলন চলছে। তারই ফাঁকে সেনাপতি অ্যাজাক্স থেরসাইটিস নামে একজন পঙ্গুর সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় গ্রীকবীর আকিলা উপস্থিত হলেন। আকিলা অ্যাজাক্সকে বললেন—'সংবাদটা শুনেছেন মশাই?' আকিলা বললেন—'আগামীকাল বিরাট একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটতে চলেছে। ট্রয় সেনাপতি হেক্টর আমাদের শিবির আর ট্রয়ের মধ্যে যে-কোন একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গনে এসে একজন গ্রীক বীরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। যেটুকু খবর শোনা গেছে লটারীর মাধ্যমে নাকি স্থির করা হবে ট্রয়বীর হেক্টর-এর সঙ্গে কোন গ্রীকবীর লড়বেন।'

এদিকে ট্রয়ের রাজা প্রায়াম-এর প্রাসাদেও ঘন ঘন বীর যোদ্ধাদের আলাপ আলোচনা চলছে। রাজা প্রায়াম,ট্রয়লার্স, হেক্টর এবং প্যারিস-এর মধ্যে গভীর আলোচনা চলছে। রাজা প্রায়াম দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বললেন—'গ্রীক শিবির থেকে আবার প্রস্তাব আসবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রায়াস আরো বললেন গ্রীক পক্ষ থেকে আবার প্রস্তাব আসবে বলেই হেলনকে ছেড়ে দেবার জন্য, তাকে ছেড়ে দিলেই এ পর্বত প্রমাণ অর্থ ব্যয় করে যে যুদ্ধে আমরা লিপ্ত হয়েছি তা থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। হেক্টর নির্দ্বিধায় মত প্রকাশ করলে 'পিতা গ্রীকদের প্রতি কিছুমাত্র ভয় আমার নেই।' — 'তবে? কি সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ করছ আমাকে?'

—'গ্রীকদের ভয়ে নয়, নিজে থেকেই বলছি, হেলেন'কে যেতে দেওয়া হোক।' সবিস্ময়ে রাজা প্রায়াম হেক্টর-এর দিকে তাকালেন।

হেক্টর বলে চললেন—হ্যাঁ, পিতা হেলেন'কে ছেড়ে দেয়াই হোক এমন এক মহিলার জন্য আমরা অনেক ব্যক্তিকে হারালাম যে, সে আমার কাছে নিতান্ত মূল্যহীনা। সে আমাদের স্বজাতীয় পর্যন্ত নয়। তবে তার জন্য কেনই বা আমরা এত ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করতে যাব? তার কথা শুনে ট্রোযলার্স-এর মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। তিনি বেশ একটু কর্কশ স্বরেই বলে উঠলেন—'ছিঃ দাদা? তোমার মনোভাবের জন্য আমি তোমাকে ধিক্কার জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের মহামান্য রাজা প্রায়াম-এর সম্মানের দিকটা একবারটি ভেবে দেখছ কি?'

হেক্টর নীরব চাহনি মেলেট্রয়লার্স-এর মুখের দিকে তাকালে। বোঝা গেল তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ না দিয়েইট্রয়লার্স বলে চললেন— 'আমাদের পিতা মহামান্য প্রায়াম-এর সম্মানকে সাধারণ মানুষের মানদণ্ডে বিচার করলে ভুলই করব আমরা।'

—'কিন্তু আবার অন্য দিকটাও তো বিবেচনা করতে হবে।'

হেলেনকে আটকে রাখার জন্য যে ভয়ঙ্কর মূল্য আমাদের দিতে হচ্ছে তাকেও তো মেনে নেওয়া যায় না।'

—'কাজ করতে গেলে তার প্রতিক্রিয়া তো কিছু না কিছু থাকবেই।'

—'আমাদের কোন স্বার্থই যখন হেলেন'কে ধরে রেখে সিদ্ধ হচ্ছে না তখন কেন আমরা এমন ব্যয়বহুল ও ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধের মধ্যে দেশকে লিপ্ত রাখব? তোমরা যাই বল না কেন, আমি কিন্তু এর এতটুকু সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি না।'

—'দাদা, তুমি যাই বল না কেন, আমি তবু বলব, হেলেন এমন একটা মুক্তা বিশেষ যার জন্য হাজার হাজার জাহাজ সমুদ্রে বুকে ভেসে চলেছে। আবার মুকুটধারী বীররাও বণিক সেজে জাঁকিয়ে বসেছে।'

প্যারিস ম্লান হাসলেন।ট্রয়লার্স বলে চললেন—'দাদা, এ অমূল্য সম্পদটাকে যখন তুমি নিয়ে এসেছিলে তখন তুমি কিন্তু নিজের কাজের জন্য কম গর্বিত ছিলেন না। আর আমার মহামান্য পিতৃদেব থেকে শুরু কর সবাই কিন্তু তোমাকে ধন্য করেছিলেন।

সবাই তখন আনন্দে বলেছিলেন—'অমূল্য-সম্পদ নিয়ে এসেছি।'

প্যারিস বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

—'দাদা!

—'হ্যাঁ, আমাকে একাও যদি এ ভয়ানক পরিস্থিতির মোকাবে া করতে হয় তবু আমি পিছপাও হব না। প্রয়োজনে আমি একাই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চালিে যাব।' হাসিমুখে প্রাণ দেব তবু মান দেব না।

প্যারিস বিনম্র বিনয়ে নিবেদন করলেন—'পিতা, আপনি অন্ততঃ আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি হেলেনের অলৌকিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি বলে এরকম কথা বলছি মনে করলে আমার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে বলেই আমি মনে করব। ভালোভাবে বিচার করলে অস্বীকার করার উপায় নেই, আমি যা করতে যাচ্ছি তার সঙ্গে দেশের এবং আপনার সম্মান জড়িয়ে রয়েছে।' আজ যদি আমরা হেলেনকে ছেড়ে দিই তবে সেটা কতখানি বিশ্বাসঘাতকতা হবে একবারটি ভেবে দেখেছেন কি? শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা বললে হয়ত ঠিক হবে। ব্যাপারটা যার পর নাই লজ্জারও বটে। নিজেদের প্রজার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। প্রতিবেশী রাজাদের কাছে মুখ দেখাতে পারব কি?

হেক্টর এবার মুখ খুললেন—ট্রয়লার্স এবং প্যারিস—'উভয়েই ঠিক কথাই বলেছ। তবে সমস্যার বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই আমাদের আর একটু ভাবা দরকার বলে আমি মনে করি।

হেক্টর বললেন—'সমস্যা থেকে উত্তরনের ব্যাপার সম্বন্ধে যা কিছু বললে তা খুবই লঘু। এদিক থেকে বিচার করলে স্ত্রীর ওপর তার স্বামীর অধিকারের চেয়ে ন্যায্য অধিকার আর কি-ই বা থাকতে পারে?'

—'তোমাদের মতকে মেনে নিতে একদিক থেকে উৎসাহী যে, যেহেতু আমাদের মান সম্মান-এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে, তোমাদের মতকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি।'

এদিকে আকিলার শিবিরের সামনে আগামেমনন, ইউলিসিস, পেট্রোক্লাশ, নেস্টার এবং অ্যাজাক্স কথা বলছেন।

আকিলাকে খবর পাঠানো হলো তার সঙ্গে কিছু জরুরী আলোচনা রয়েছে।

পেট্রোক্লাস বললেন—'আমি এক্ষুনি তাঁকে খবর দিচ্ছি। তিনি আকিলার তাঁবুর দিকে পা বাড়ালেন।'

রাজা প্রায়াম-এর প্রাসাদ। সদর দরজার দু'ধারে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী ঝিমোচ্ছে। এমন সময় ক্রেসিডার কাকা প্যাণ্ডারাস দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি প্রহরীদের জানলেন যে যুবরাজ প্যারিস-এর সঙ্গে একটি বার তিনি দেখা করতে চান। এমন সময় রাজপুত্র প্যারিস ও হেলেন সেখানে এলেন। প্যাণ্ডারসেকে দেখে প্যারিস থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্যাণ্ডারাস বললেন—'যুবরাজ, একটি জরুরী প্রয়োজনে অনুরোধ করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন যে, নৈশভোজের টেবিলে তাঁকে অনুপস্থিত

দেখলে মহারাজ যদি খোঁজ খবর নেন তবে যুবরাজ যেন যা হোক্ কিছু একটি যুক্তি দেখিয়ে ব্যাপারটিকে তখনকার মত সামাল দিয়ে দেন। প্যারিস বললেন ট্রোয়ালার্স তবে আজ রাত্রে অবশ্যই ক্রেসিডার কাছে যাবে।'

প্যাণ্ডারাস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'না, তার কাছে যাবে না।'

—'ক্রেসিডা আজ অসুস্থ।'

—ঠিক আছে,ট্রয়লার্সকে বলবেন, যে করেই হোক আমি ব্যাপারটা সামাল দেব। এর জন্য মহারাজকে যা কিছু বলতে হয় বানিয়ে বলে আমি ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করব।

ক্রেসিডার কাকা প্যাণ্ডারাস-এর বাগান বাড়ি। এখানেই ট্রোয়ালার্স-এর সঙ্গে ক্রেসিডার দেখা হবার কথা। সন্ধ্যার কিছু পরেইট্রয়লার্স বাগান বাড়িতে উপস্থিত হলেন। প্যাণ্ডারাস সেখানেই অপেক্ষা করছেন।

ট্রয়লার্স উপস্থিত হলে প্যাণ্ডারাস এগিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। তাকে বসতে দিয়ে বললেন—'আপনি বিশ্রাম করুন যুবরাজ, আমি ক্রেসিডাকে নিয়ে এক্ষুনি আসছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্যাণ্ডারাস ভাইঝি ক্রেসিডাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

এক সময় প্যাণ্ডারাস এগিয়ে গিয়েট্রয়লার্সকে বললেন,—'এক কাজ করুন যুবরাজ।' ক্রেসিডার কাছে এগিয়ে গিয়ে মন খুলে দুজনে কথা বলুন।

প্যাণ্ডারাস বিদায় নিলে ট্রয়লার্স আগে মধুর স্বরে বললেন—'প্রিয়তম আমার তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই ক্রেসিডা বললেন—'যুবরাজ, বাগানের ওদিকটায় একটু ঘুরে বেড়াতে আপত্তি আছে আপনার?'

—'আপত্তি? আপত্তি থাকবে কেন? আমি এ কথাই ভাবছিলাম।'

—যুবরাজ, 'আপনাকে দূর থেকে ভালোবেসে আমাকে ক্লান্তিকর দীর্ঘ কয়টা মাস কাটাতে হয়েছে। সে যে কী দুর্বিসহ যন্ত্রণা আপনাকে বোঝাতে পারবো না।'

—'আমার ও একই কথা।'

—'আপনাকে প্রথম যেদিন দেখলাম সেদিনই আমি আপনাকে মন প্রাণ সর্বস্ব সমর্পণ করে দেউলিয়া হয়ে গেছি।'

ট্রয়লার্স ক্রেসিডাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে চুম্বন করলেন। ক্রেসিডা চলে যেতে উদ্যত হলো।

ট্রয়লার্স বললেন—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রিয়তমে, আমি অবশ্যই তোমার প্রতি আমার দুর্লভ প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হব।' ক্রেসিডা অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হব যুবরাজ। কয়েক মুহূর্তের জন্য নেমে এলো নীরবতা।

এদিকে গ্রীক শিবিরে ইউলিসিস ও আগামেমনন প্রভৃতি সেনাপতিদের সঙ্গে ট্রয় পুরোহিত ক্যালকাস দেখা করতে এলেন। 'কাল আপনার ট্রয় সেনাপতি অ্যাণ্টিনরকে

বন্দী করেছেন শুনলাম, আপনারা হয়ত জানেন। ট্রয়পক্ষ তাঁকে অমূল্য রত্ন বিবেচনা করেন। তাঁর অভাবে ট্রয়ের সব পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।'

আগামেমনন বললেন—তাই যদি হয় তবে আপনি কি করতে বলছেন আমাদের?

—'ট্রয়ের হাতে তাঁকে ফিরিয়ে দিন, আমার একান্ত অনুরোধ। বিনিময়ে আমার কন্যা ক্রেসিডাকে আপনারা নিয়ে আসুন।'

আগামেমনন বললেন—'তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' এবার ডায়োমিডিস-এর দিকে ফিরে বললেন—এক কাজ করুন, অ্যান্টিনরকে নিয়ে যান, বিনিময়ে ক্রেসিডাকে নিয়ে আসবেন।

ডায়োমিডিস অ্যান্টিনরকে নিয়ে ট্রয়ের পথে যাত্রা করলেন।

ট্রয়ের রাজপ্রাসাদ।

প্রাসাদের একান্তে নির্জন-নিরালা ঘরে প্যারিস এবং ঈনিশ প্রবেশ করলেন। প্যারিস ঈনিশকে বললেন—'আমার কথা শোন, অ্যান্টনি-এর বিনিময়ে ক্রেসিডাকে এক গ্রীক বীরের হাতে অর্পণ করতে হবে।'

নীরবে কিছুক্ষণ ভেবে ঈনিশ বললেন—'ট্রয়লার্স গ্রীকদের হাতে রাজ্যকে তুলে দিতে পারে, কিন্তু ক্রেসিডাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবে না।'

প্যারিস বললেন—'এক কাজ করুন, আপনি ফিরে যান। আমি না হয় পরে যাচ্ছি। দেরী হবে না। আপনার পিছন পিছন যাচ্ছি।

প্যারিস-এর কথায় সম্মত হয়ে ঈনিশ বিদায় নিলেন। ঈনিশ বিদায় নিলে সে ঘরে প্রবেশ করল গ্রীক সেনাপতি ডায়োমিডিস।

প্যারিস ডায়োমিডিস-এর কাছে জানতে চাইলেন, ম্যানিল্যাস আর আমার মধ্যে রূপসী হেলেনাকে পাবার যোগ্যতা বেশী কার?

ডায়োমিডিস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'যুবরাজ সত্য বলতে কি উভয়েই সমান যোগ্য। আপনার সম্বন্ধে বলতে গেলে আপনি তাকে নিজের কাছে রেখে দেবার জন্য পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ হাসিমুখে বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করছেন না। আর ম্যানিল্যাস, তিনি ওই কলঙ্কিনী বারবণিতার বিস্বাদ মদের পাত্রের শেষ তলানিটুকু চেটেপুটে উপভোগ করছে, আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাইছেন। আর আপনি সে বারবণিতার গর্ভ থেকে নিজের বংশবৃদ্ধি করতে উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। এবার ম্লান হেসে বললেন—তাই বলছি কি আপনাদের উভয়ের যোগ্যতাই সমান বলে আমি দেখতে পাচ্ছি।'

বিষাদের হাসি হেসে বললেন, এবার বরং প্রসঙ্গটা পাল্টানোই ভালো। তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডায়োমিডিস বললেন, তাই ভালো চলুন বাইরে বেরনো যাক। বাগান বাড়ির দিকে গেলে হয়তে ক্রেসিডার দেখা পাওয়া যাবে।

এদিকে প্যাণ্ডারাস-এর বাগান বাড়ি থেকে বেরিয়ে সদর-দরজার কাছে এসেট্রয়লার্স হাসিমুখে ক্রেসিডার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সদর রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগলেন।

ঈনিশ সে পথেইট্রয়লার্স-এর খোঁজে যাচ্ছিলেন। পথেট্রয়লার্স-এর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন—'আমাদের বীর অ্যান্টিনরকে তারা ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো অ্যান্টিনিরকে ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে ক্রেসিডাকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আর মনে হয় এটা রাজা প্রায়াম-এর আদেশ। তিনি হাসিমুখে এ শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

ট্র্যয়লার্স বিষণ্ণমুখে বললেন—চলুন এগিয়ে যাওয়া যাক্।

ক্রেসিডা দূরে দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন লক্ষ্য করছিলেন ট্রয়লার্স এবং ঈনিশ এগিয়ে গেলে ক্রেসিডা তাঁর কাকা প্যাণ্ডারাস-এর কাছে এলেন। কাকার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটে গেছে, তাঁকে তার বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু এ কিছুতেই সম্ভব নয়। বাবাকে তিনি যে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলেছেন ট্রয়লার্স ছাড়া আজ আর আপন বলতে এই পৃথিবীতে তাঁর কেউ নেই।

এদিকে প্যারিস-এর সঙ্গে পথে ট্রোযলার্স-এর দেখা হয়ে গেল। প্যারিস বললেন, 'তোমার এখন প্রথম কাজ ক্রেসিডাকে নিয়ে আসা। প্রেমের বিরহ জ্বালা বড় মর্মান্তিক ট্রয়লার্স ব্যস্ত পায়ে ক্রেসিডার কাছে ফিরে এলেন। চোখের জল মুছতে মুছতে ক্রেসিডা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ক্রেসিডা কান্নাপ্লুত কণ্ঠে বললেন—'কি সব শুনছিট্রয়লার্স, আমাকে নাকি তোমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা চলছে?'

—'সতি! খুবই সত্য ক্রেসিডা। সব কিছু ছেড়ে তোমাকে তোমার বাবার কাছে চলে যেতে হবে। সব সিদ্ধান্ত পাকা। প্রিয়তমা, আমার প্রতি বিশ্বাস রাখতে পার। যেভাবেই হোক আবার তোমার সাথে মিলিত হবই। গ্রীক প্রহরীদের যে কোনো মূল্যে বশ করেই তোমার সাথে মিলিত হব।'

ক্রেসিডা বললেন—'চিরকাল আমি তোমারই থাকবো যুবরাজ।'

এমন সময় প্যারিস ও ঈনিশ সেখানে এলেন। প্যারিস বললেন, ছেড়ে দিতেই যখন হবে তখন আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? ঈনিশকে অনুরোধ করলেন গ্রীক বীরকে নিয়ে আসার জন্যে। ঈনিশ তখন প্যারিস-এর অনুরোধে গ্রীক সেনাপতি ডায়োমিডিসকে সেখানে নিয়ে এলেন।

ডায়োমিডিস এলে ট্রয়লার্স বিষণ্ণমুখে তাকে বললেন—'গ্রীক সেনাপতি, এই আপনাদের বাঞ্ছিতা ক্রেসিডা যার বিনিময়ে আপনারা আমাদের বীরযোদ্ধা অ্যান্টিনরকে ফেরত দিয়েছেন। আমার একটাই অনুরোধ, এর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবেন। যদি বিপরীত কিছু শুনতে পাই তবে কিন্তু আমি আপনাদের কচুকাটা করে ছাড়বো। কারো সাধ্য নেই আমার আক্রোশ থেকে আপনাদের রক্ষা করে।

ডায়োমিডিস মুচকি হেসে নীরবে ঘাড় কাৎ করলেন।

এদিকে ক্রেসিডার বাবা মেয়ের পথ চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর কাটাচ্ছেন। ডায়োমিডিস তখন ক্রেসিডাকে নিয়ে তাঁর বাবার কাছে উপস্থিত হলেন। গ্রীক সেনাপতি

প্রৌঢ় ইউলিসিস সেখানেই অবস্থান করছেন।

এদিকে হেক্টর আর অ্যাজাক্স ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আচমকা অভাবিত ভাবে হেক্টর লড়াই বন্ধ করে দিলেন।

হেক্টর এবার আকিলার কাছে উপস্থিত হলেন। আকিলা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে হেক্টরকে দেখে নিলেন।

ইতিমধ্যে সেখানে আগামেমনন উপস্থিত হয়েছেন। তিনি মুচকি হেসে আকিলাকে বললেন—'আমি আপনাদের তরবারির জোর বুঝে নিয়েছি বরং হেক্টরকে নিয়ে আপনারা আমার তাঁবুতে যান। সেখানে সাধ্যমত তাঁকে আপ্যায়ন করবেন।'

আগামেমনন-এর নির্দেশে সবাই হেক্টরকে নিয়ে তাঁর তাঁবুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

প্রকৃতির কোলে রাত্রির অন্ধকারে নেমে এসেছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সারিবদ্ধভাবে তাঁবু খাটানো।

ট্রয়লার্স ও ইউলিসিস ক্যালকাস-এর খোঁজে ম্যানিলাল-এর তাঁবুর দিকে যাত্রা করলেন।ট্রয়লার্স একের পর এক তাঁবু অতিক্রম করে ইউলিসিস-এর পিছন পিছন হাঁটতে লাগলেন।

তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছেইট্রয়লার্স থমকে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রেয়সী ক্রেসিডার গলা শুনতে পেলেন। কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলেন পুরুষটি ডায়োমিডিস।

. ক্রেসিডা ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন—'প্রিয়তম, তুমি আমাকে দুর্বল করে দিয়ো না। বোকামি করার জন্য লোভ দেখিয়ো না আমাকে।'

—'তবে আমি চলে যাচ্ছি।'

—'না, এখনই যেও না। কানে কানে একটা কথা তোমাকে বলবো। আশা করি আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে।

—'অবশ্যই তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তবু আমাকে কিছু একটা স্মারক উপহার দাও প্রিয়তমা।'

ক্রেসিডা জামার আস্তিনটা ডায়োমিডিস-এর হাতে তুলে দিলেন। আস্তিনটা হাতে নিয়ে ডায়োমিডিস এবার ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন—'কাল থেকে আমি এটাকে শিরস্ত্রাণে জড়িয়ে রাখব। যুদ্ধক্ষেত্রে এটাই হবে আমার রক্ষা কবচ।' বিদায়!

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়েট্রয়লার্স চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—সব শেষ। ওদের কথোপকথন সবই আমার আত্মার গভীরে তোলা রইল। এ আমার সেই ক্রেসিডা নয়, যাকে এক্ষুনি দেখলাম সে ডায়োমিডিস-এর ক্রেসিডা। কালই যুদ্ধক্ষেত্রে এর প্রতিশোধ আমি নেবো। ঐ স্মারক জড়ানো শিরস্ত্রাণসহ তার মুণ্ডটা কালই ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে।

এদিকে ট্রয়রাজ প্রায়াম-এর প্রাসাদে হেক্টর যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঠিক তখনই যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত হয়েট্রয়লার্স তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

হেক্টর তাঁকে কাছে ডেকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করলেন।

ট্রয়লার্স ম্লান হেসে বললেন—'তোমার মত বীরের মুখে তো একথা মানায় না। আমার তরবারিতে আজ কেবল প্রতিশোধ স্পৃহা। আজ আমাকে যুদ্ধে যেতেই হবে। কথা না বাড়িয়ে হেক্টর বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন।'

এদিকে ট্রয় ও গ্রীক পক্ষ তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মেতেছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের এখানে ওখানে সর্বত্র তুমুল যুদ্ধ চলেছে। সারাদিন ধরেই চললো তরবারির ঝলকানি।

দিনের শেষে হেক্টর তরবারি খুলে রেখে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এমন সময় আকিল তাঁর তাঁবুতে চুপি চুপি এসে নিরস্ত্র হেক্টরকে নির্মমভাবে হত্যা করলেন।

হেক্টরের মৃত্যুতে উল্লাসিত আগামেমনন বললেন—আজ আমাদের চোখের সামনে আশার আলো। আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

যুদ্ধের দেবতা আমাদের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে নেবেন।

সিম্বেলিন

দিগ্বিজয়ী রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার। তাঁর অস্ত্রের ঝংকারে পদদলিত হয়েছিল আসমুদ্র হিমাচল। বৃটেনকেও মাথানত করতে হয়েছিৈ তাঁর সমরবাহিনীর কাছে। রোমের এক করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল সে।

অকস্মাৎ এক ষড়যন্ত্রে নিহত হলেন জুলিয়াস সীজার। ষড়যন্ত্রকারী দলের নেতাদের সঙ্গে জুলিয়াস অনুগামীদের শুরু হয়ে গেল দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এই গৃহযুদ্ধের গোলমালে শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়লো রোমের। আর এই সুযোগ নিয়ে রোমের বশীভূত ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইলো।

বৃটেনের তদানীন্তন রাজা সিম্বেলিন রোমকে কর দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি এখন বৃটেনের সার্বভৌম অধিপতি।

মৃতদার সিম্বেলিনের একটি কন্যা আইমোজেন, আর দুটি শিশুপুত্র গিডেরিয়াস ও আবভিগেরাস। পুত্র দুটির দেখা শোনা করে ইউরিফাইল নামে একটি আয়া।

পত্নীর মত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাজা সিম্বেলিন পেলেন আর একটি চরম আঘাত। তার শিশুপুত্র দুটিকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেল। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সর্বরকম অনুসন্ধান করেও তাদের কোন খোঁজ পেলেন না রাজা।

ভগ্ন হৃদয় সিম্বেলিনের নয়নের মণি হয়ে রইলো তাঁর একমাত্র কন্যা আইমোজেন। সুন্দরী সুশীলা এই মেয়েটিই যে ভবিষ্যতে বৃটেনের রাণী হবে, এই জেনে প্রজাদেরও

আনন্দের সীমা রইল না।

কিন্তু আইমোজেনের ভাগ্যে বোধ করি সুখ লেখেন নি ভগবান। শেষ বয়সে রাজা এক মধ্যবয়সিনী সুন্দরীর পাণি গ্রহণ করলেন। নতুন রাণী তাঁর একটি পুত্র সমেত প্রাসাদে পা রাখলেন, আর সেই থেকেই শুরু হলো আইমোজেনের দুঃসময়ের।

রাণী ও তার পুত্র ক্লোটেন, কারোই শরীরে দয়া-মায়া ভদ্রতা শীলতার লেশমাত্র ছিল না। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্লোটেন সব রকম দুষ্কর্মে হাত পাকিয়ে ফেললো।

রাণী দু'চোক্ষে দেখতে পারতেন না আইমোজেনকে। কিন্তু একথা জানতেন সে-ই রাজার সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী। তাই মনে মনে একটা মতলব আঁটলেন তিনি। ছেলে ক্লোটের সঙ্গে আইমোজেনের বিয়ে দিয়ে রাজমাতা হওয়ার সংকল্প করলেন তিনি। পুত্রকে এই উদ্দেশ্যে আইমোজেনের মন জয় করার চেষ্টায় লাগিয়ে দিলেন।

ক্লোটেন অবশ্য চেষ্টার কসুর করলো না। আইমোজেনের সৌন্দর্য তাকেও আকৃষ্ট করেছিল বৈকি। কিন্তু আইমোজেনের পক্ষে দুর্বিনীত ক্লোটেনকে সহ্য করাই মুস্কিল হয়ে পড়েছিল।

বেগতিক দেখে রাণী নিজেই নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব রাখলেন আইমোজেনের সঙ্গে এবং ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো আইমোজেন।

রাণীর সম্পূর্ণ বশীভূত রাজাও এতে কন্যার ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু মেয়ে বড় হয়েছে, তার অমতে তো আর জোর করে তাকে বিয়ে দেওয়া যায় না। কিছুদিন অপেক্ষা করেই দেখা যাক্ মেয়ের গতির পরিবর্তন হয় কিনা।

এই সব ঝামেলার হাত থেকে বাঁচতে আইমোজেন আর অপেক্ষা না করে নিজের প্রেমাস্পদ পসথুমাসকে গোপনে বিয়ে করে বসলো। রাজার কানে খবরটা পৌঁছতেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন তিনি। রাজকন্যা হয়ে সামান্য এক সেনাপতির অনাথ পুত্রকে বিয়ে করলো সে? এইভাবে তার রাজকীয় মান-সম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিল সে। রাজার রাগটা পুরোপুরি পড়লো পসথুমাসের ওপর। তার এই ধৃষ্টতার জন্য তাকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন রাজা।

পসথুমাস ছিলেন রাজার সেনাপতি বীর লিয়েনটাসের পুত্র। বহু যুদ্ধে সকল নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি, আর একদিন এই রাজত্ব শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়েই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তিনি।

শিশু বয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পসথুমাস রাজপ্রাসাদেই লালিত পালিত হন। ছোটবেলা থেকেই রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দুজনে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হেলো। তার পরেই এই বিবাহ। আর পসথুমাসের নির্বাসনদণ্ড। বৃটেনের মাটিতে পা দিলেই মৃত্যুদণ্ড হবে তার।

বিদায়ের সময় গোপনে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রেমের অভিজ্ঞানস্বরূপ নিজের মায়ের আংটিটি তাকে দিয়ে চোখের জলে বিদায় জানালো আইমোজেন। পসথুমাস

ভারাক্রান্ত মনে তাঁর মৃত মায়ের শেষচিহ্ন বালাজোড়া পত্নীর হাতে পরিয়ে দিলেন। ভাগ্য তাঁদের নিয়ে যে পরিহাস করে চলেছে, তার শেষ দেখার জন্য বিদেশে পাড়ি দিলেন তিনি।

রোমে পৌঁছে যুবক বন্ধু-বান্ধবদের হৈ-চৈ, আমোদ প্রমোদের মধ্যেও একা বিষণ্ণ পসথুমাস। বন্ধুরা তাদের প্রেমিকাদের কথা নিয়ে আলোচনা করে। নিজের নিজের মেয়েদের অন্য দেশের মেয়েদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করে পসথুমাসকে জোর করে কিছু বলার জন্য। মুখ খুলতে বাধ্য হন পসথুমাস। তিনি বলেন, তাঁর দেশ বৃটেনের মেয়েদের মতো, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীর মত স্বাধ্বী, সুশীলা সুন্দরী রমণী তাঁর কখনো চোখে পড়েনি।

রোমান যুবক আয়াকিমোর পছন্দ হলো না পসথুমাসের কথাটা। বৃটেনের মেয়ে রোমান মেয়েকে টেক্কা দেবে, এ কখনো হয়? সে বিদ্রূপ করলো পসথুমাসকে। বললো, নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও মহিলার সংস্পর্শে কখনো আসেনি বলেই এমন কথা বলছে পসথুমাসকে। স্ত্রী সম্বন্ধে তার ধারণা তো ভ্রান্তও হতে পারে।

এই কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে ঘোর তর্ক শুরু হয়ে গেল। শেষে ঠিক হোল দুজনে একসঙ্গে বৃটেনে যাবে। নির্বাসন দণ্ডের কারণ পসথুমাসকে অবশ্য লুকিয়ে থাকতে হবে। আয়াকিমো আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে নিজের দিকে আকর্ষিত করতে চেষ্টা করবে। তার চেষ্টা ফলপ্রসু হলে সে আইমোজেনের হাতের তার স্বামীর দেওয়া বালা জোড়া এনে দেখাবে পসথুমাসকে। যদি তা পারে, তবে পসথুমাস তাঁর স্ত্রীর দেওয়া হীরের আংটিটি বাজীর পণ স্বরূপ দিয়ে দেবেন আয়াকিমোকে। আর হেরে গেলে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা পসথুমাসকেই দেবে আয়াকিমো।

যা কথা সেই কাজ। বৃটেনে গিয়ে রাজা সিম্বেলিনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলো আয়াকিমো। রাজকন্যার সঙ্গেও আলাপ হোল তার। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নানারকম ছলচাতুরী করেও আইমোজেনের হৃদয়ে একটুও দাগ কাটতে পারলো না সে। স্বামীর বন্ধু জেনে তার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করলেন আইমোজেন। কিন্তু আয়াকিমো বুঝতে পারলেন এই মেয়েটি অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের এবং পতিগত প্রাণা। পসথুমাস তাঁর হৃদয় জুড়ে আছেন। চপলতা, অশীলতা আইমোজেনের স্বভাবে নেই।

কিন্তু বাজী হেরে ফিরলে মুখ দেখাবে কি করে আয়াকিমো? আর অতগুলো স্বর্ণমুদ্রা এককথায় তুলে দিতে হবে পসথুমাসের হাতে? মনে মনে একটা ফন্দী আঁটলো আয়াকিমো। আইমোজনকে জানালো তার একটা মূল্যবান পেটিকা সে একরাতের জন্য রাখতে চায় আইমোজেনের ঘরে। কেন না, সে যেখানে রাত্রিবাস করে সেখানে ওটা নিরাপদ নয়।

সরল বিশ্বাসে রাজী হয়ে গেলেন আইমোজেন। রাত্রে একটি বিশাল পেটিকা পৌঁছে দেওয়া হলো তাঁর ঘরে। রাত গভীর হলো। ঘুমিয়ে পড়লেন রাজকন্যা। তখন

ঐ পেটিকার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়লো স্বয়ং আয়াকিমো। সন্তর্পণে পদচারণা করে ঘরের প্রতিটি জিনিষ, এমনকি নিদ্রিতা রাজকন্যার গলার তিলটি পর্যন্ত খুঁটিয়ে লক্ষ করলো সে। তারপর সাবধানে তার হাতের বালা দুটি খুলে নিয়ে আবার পেটিকায় ঢুকে পড়লো। সকালে তার নির্দেশ মত ভৃত্যরা পেটিকাটি আবার আয়াকিমোর জন্য নির্দিষ্ট অতিথিশালায় রেখে এলো।

পসথুমাসকে গিয়ে সব কথা জানালো সে। রাজকন্যার ঘরের এবং তাঁর শরীরের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল। আর শেষ বালা জোড়াটি বার করে দেখালো যে, বিশ্বাস না করে পারলেন না পসথুমাস। অপমান ও ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর মুখ। তাঁর স্ত্রী, যাকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে, সে কিনা বিশ্বাসঘাতিনী। নির্বাসনদণ্ড না থাকলে এখনই মোকাবিলা করতেন তার সঙ্গে। চিরদিনের মত সম্পর্ক শেষ করে দিতেন।

বৃটেনের রাণী কিন্তু এদিকে আইমোজেনের সঙ্গে আগাগোড়া বাইরে খুবই স্নেহ পরায়ণতা দেখিয়ে চলেছেন। পসথুমাসের নির্বাসনে যেন মেয়ের দুঃখে তিনিও কত কাতর তা বুঝিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাকে একথাও বলেছেন, রাজার অমতে বিয়ে করায় আইমোজেনের বিবাহটা ঠিক আইনসঙ্গত হয়নি। এবার তিনি ক্লোটেনকে আবার লাগালেন আইমোজেনের মন জয় করার উদ্দেশ্যে, যাতে এই বিয়েটাকে বাতিল ঘোষণা করে ক্লোটেনের সঙ্গে আইমোজেনের পূর্ণবিবাহ দেওয়া যায়।

কিন্তু এবারেও ব্যর্থ হলো ক্লোটেন। তখন রাণী ঠিক করলেন তার পুত্রের সিংহাসনের পথের এই কাঁটাটিকে চিরতরে সরিয়ে দিতে হবে। রাজবৈদ্যের কাছ থেকে বিষের বড়ি নিয়ে এলেন তিনি, আইমোজনকে দিয়ে বললেন। কখনো খুব ক্লান্তবোধ করলে ঐ বড়ি খেয়ে নিলে সুস্থ বোধ করা যায়। এদিকে পসথুমাস বৃটেনে তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু পিসানিওকে চিঠিতে জানালেন সব কথা। লিখলেন, তাঁর স্ত্রী যে ভ্রষ্টা, দ্বিচারিণী এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। এমন রমণীর এই পৃথিবীতে কোনও স্থান নেই। তাই পিসানিও যেন কোন ছলে তাঁর স্ত্রীকে ভুলিয়ে মিলফোর্ডহ্যাভেন নামক সামুদ্রিক বন্দরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

চিঠি পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন পিসানিও। আইমোজেনকেও চিঠি লিখলেন পসথুমাস। লিখলেন, স্ত্রীর বিরহ সহ্য করতে পারছেন না তিনি। এদিকে প্রাণদণ্ডের ভয়ে দেশে ফিরে প্রিয়তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উপায় নেই। তার প্রাণের বন্ধু পিসানিওর সঙ্গে সে যেন একটা গোপন স্থানে চলে আসে। সেখানেই তারা মিলিত হবেন।

স্বামীর চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন আইমোজেন। কোন দ্বিধা না করেই রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন পিসানিওর সঙ্গে। দীর্ঘপথের ক্লান্তি দূর করার দরকার হতে পারে মনে করে রাণীর দেওয়া বিষের বড়িটি সঙ্গে নিয়ে নিলেন। আত্মগোপন করার জন্য আইমোজেনকে পুরুষের ছদ্মবেশ পরার নিদেশ দিয়েছিলেন

পিসানিও।

গভীর বনে প্রবেশ করলে তাঁরা। এবার পিসানিও সব কথা খুলে বললেন আইমোজেনকে। বললেন, তার স্বামী চিঠিতে তাঁকে কি নির্দেশ দিয়েছেন, এবং কি তার কারণ।

বিস্ময় ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়লো আইমোজেন। শেষকালে নিয়তি এমন নিষ্ঠুর পরিহাস করলেন তার সঙ্গে? স্বামীর বিশ্বাস হারিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি? তিনি পিসানিওকে বললেন, কোনও দ্বিধা না করে বন্ধুর আদেশ যেন পালন করে সে। এই প্রাণের আর কোনও দাম নেই তাঁর কাছে।

পিসানিও কিন্তু মহৎপ্রাণ বীর যুবক। তিনি বুঝতে পারলেন পসথুমাসের কোথাও কোনও ভুল হয়েছে। আইমোজেন নিরপরাধিনী। সেকথা লেখা আছে ঐ যুবতীর চোখের নিষ্পাপ সরল দৃষ্টিতে।

পিসানিও ঠিক করলেন একটা চিঠির ওপর ভিত্তি করে এরকম একটা চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া কখনই উচিন নয়। তিনি আইমোজনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আয়াকিমো নামে যে যুবকটি কিছুদিন আগে রোম থেকে এসেছিল, সেই হয়তো পসথুমাসের মন বিষিয়ে দিয়েছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, তোমাকে হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি নিরপরাধ।

আইমোজেন অশ্রুপ্লুত স্বরে জবাব দেয়, তাহলে কি করবো আমি এখন? প্রাসাদে আর ফিরে যাওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটু ভেবে নিল পিসানিও—ঠিক আছে। প্রাসাদে ফিরে যেতে হবে না তোমাকে। আমি তোমাকে জাহাজঘাটার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি রোমে চলে যাও।

—তারপর?

—তোমার স্বামীকে খুঁজে নিয়ে তার আশেপাশেই থাকবে। পুরুষের পোশাকে নিশ্চয়ই সে তোমাকে চিনতে পারবে না। তারপর তার ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করবে। মুখোমুখি একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার। কথা মত বনের মধ্যে দিয়ে জাহাজঘাটায় যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন পিসানিও।

আইমোজেন দুঃখের রজনী বুঝি আর পোহাবে না। অন্তঃপুরের বাইরে যিনি কখনো পা রাখেন নি, এই রাত্রির অন্ধকারে বনের পথে তিনি কি করে পথ চিনবেন? সাহায্য চাইবেন, এমন কোন জনপ্রাণীও তো ধারে কাছে নেই।

ঠিক এই সময় রাজধানীতে ঘটে গেল মহা বিপর্যয়। রাজা সিম্বেলিন তো রোমকে কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে পরম আরামে কাল কাটাচ্ছিলেন। রোমের রাজনীতিতে যে পট পরিবর্তন হয়ে গেছে সে খবর রাখেন নি। রোমের গৃহযুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সিংহাসনে বসেছেন জুলিয়াস সীজারের বোনের নাতি অগাস্টাস সীজার।

সিংহাসনে বসে তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দিকের শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের দিকে মন

দিলেন। তাঁর নজর পড়লো যে সব করদ রাজ্য বহুদিন যাবৎ তাঁর প্রাপ্য কর দিচ্ছে না, তাদের ওপর। বৃটেনও তার অন্যতম। তাই ফ্রান্সের শাসনকর্তা বীর কেইয়াস লুসিয়াসকে তিনি বৃটেনের রাজসভায় প্রেরণ করলেন।

কেইয়াস রাজা সিম্বেলিনকে জানালেন, বকেয়া কর সংগ্রহের জন্যই তিনি বৃটেনে এসেছেন।

শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধ রাজা তখনই কর মিটিয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু রাণী কুমন্ত্রণা দিলেন। ফলে রাণীর একান্ত অনুগত রাজা সিম্বেলিন কেইয়াসকে জানিয়ে দিলেন বৃটেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই রোমকে কোন কর দিতে সে বাধ্য নয়।

কেইয়াস লুসিয়াস বললেন—রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার বৃটেন জয় করে এই কর বসিয়েছিলেন। কাজেই কর দিতে বৃটেন আইনত বাধ্য।

কিন্তু সিম্বেলিনের এক কথা। তাঁর মতে জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে আইন কার্যতঃ বাতিল হয়ে গেছে।

কেইয়াস জানাতে বাধ্য হলেন, রাজার এই ঔদ্ধত্যের জবাবে রোম সম্রাট বৃটেন আক্রমণ করতে তৈরী আছেন।

সিম্বেলিন বললেন, বৃটেনও দুর্বল নয়। রোমের আক্রমণ প্রতিহত করতে সেও তৈরী থাকবে।

রাজ্যের রাজনীতিতে যে ঘনঘটা ঘনিয়ে এসেছে, সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না আইমোজেন। অন্ধকার বনানীতে পাগলের মত দিগ্বিদিকে ঘুরছেন তিনি। প্রায়শ দুটো দিন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বনের আরও অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়ালেন তিনি। অবশেষে বনের শেষে পাহাড়ের পাদদেশে এসে স্তব্ধ হলো তাঁর গতি। তিনি জানতেন না এই পর্বত কন্দরেই আছে তাঁর একান্ত আপনজনেরা।

পাহাড়ের একটি গুহার সন্ধান পেয়ে গেলেন আইমোজেন। অভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখলেন রীতিমত একটি সংসার সাজানো আছে সেখানে। খাদ্য পানীয় শয্যা সবই প্রস্তুত। গহন বনের মধ্যে কে বা কারা এইসব আয়োজন করে রেখেছে তা ভাববার অবকাশ পেলেন না রাজকন্যা। খাদ্য ও পিপাসায় মৃতপ্রায় অবস্থা তাঁর। সামনে আহার্য ও পানীয় দেখে আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। সাগ্রহে ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এমন সময় গুহার বাসিন্দা এক বৃদ্ধ ও দুই কিশোর এসে উপস্থিত। পুরুষের পোশাকে আইমোজেনকে তারা তরুণ যুবক বলেই ভুল করলো। বনের মধ্যে দেবদূতের মত কোথা থেকে আবির্ভূত হলো এই সুন্দর যুবক?

এই অবসরে এদের একটু পরিচয় দেওয়া যাক্। কিশোর দুটি আসলে শিশুকালে চুরি যাওয়া আইমোজেনের ভাই দুটি। তাদের চুরি করে এনেছিলেন এই বৃদ্ধ। তাঁর নাম বেলারিয়াস।

সিম্বেলিনের রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত সভাসদ ছিলেন বেলারিয়াস। রাজা খুবই

পছন্দ করতেন তাকে। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু সভাসদ ষড়যন্ত্র করলেন তাঁর বিরুদ্ধে। তারা রাজাকে জানালেন, বেলারিয়াস গোপনে গোপনে রোম সম্রাটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিম্বেলিনকে সিংহাসন থেকে হটিয়ে সেখানে নিজে বসতে চাইছেন। কতকগুলি বানানো প্রমাণও রাজসমীপে উপস্থিত করলে তাঁরা। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য সিম্বেলিন সত্যাসত্য বিচার করে দেখলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাসনদণ্ড দিলেন বেলারিয়াসকে। তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন।

অপমানিত হৃতসর্বস্ব বেলারিয়াস মনে ভাবলেন, সারা জীবন রাজসেবার খুব যোগ্য প্রতিদানই পেলেন তিনি। কিন্তু এই নির্বোধ অকৃতজ্ঞ রাজাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিতে হবে, তার উপায় খুঁজলেন তিনি : অবশেষে শিশু রাজপুত্রদের আয়াকে বশীভূত করে আয়া ইউরিফাল সমেত তাদের চুরি করে নিয়ে এলেন এই গুহায়। ইউরিফালকে বিয়ে করে শিশুপুত্র দুটি নিয়ে নতুন করে সংসার পাতলেন। কালক্রমে মৃত্যু হলো ইউরিফালের। এখন একাধারে ছেলে দুটির পিতামাতার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন বেলারিয়াস। তাদের রাজকুমারোচিত শিক্ষা-দীক্ষা, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ করে তুলেছেন তিনি।

জঙ্গলে ছেলে দুটিকে নিয়ে শিকার করে ফেরার পরেই পুরুষবেশী আইমোজেনকে নিজেব গুহায় দেখতে পেলেন তারা।

আইমোজেন তাঁর এই অনধিকার প্রকাশের জন্য লজ্জিত হয়ে মার্জনা চাইলেন। নিজের ঝুলি থেকে খাদ্য পানীয়ের দাম স্বরূপ একটি বহুমূল্য রত্নখণ্ড দিতে চাইলেন।

বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য সত্যি কথা জানালেন না আইমোজেন। বললেন, তাঁর নাম ফাইডেল। তাঁর এক আত্মীয় ইতালী যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় বন্দরের পথ চিনতে ন পেরে গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

বৃদ্ধ তাঁকে অভয় দিয়ে গুহায়ই রাত্রিবাস করতে পরামর্শ দিলেন। রাত্রিবেলা বনের পথে নিরাপদ নয়। কিশোর দুটি প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেললো আইমোজেনকে। এই তিনজন একই মা-বাবার সন্তান, একথা না জেনেও আকর্ষিত হলো পরস্পরের প্রতি। ছেলে দুটি আবদার জানালো এই তরুণটি যেন এখান থেকে তাদের বড় দাদা হয়ে তাদের সঙ্গে এই গুহায়ই থাকে। আইমোজেনও মনে ভাবলো, অনভ্যস্ত শ্রমে শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তার। দুদিন এখানে বিশ্রাম করে নিলে ক্ষতি কি?

রাত্রে কিশোর দুটির শিকার করে আনা সুস্বাদু হরিণের মাংসের কারি আর ফল-মূল দিয়ে আহার সেরে নিল তারা। তারপর নিশ্চিন্ত নিদ্রা।

পরদিন সকালে উঠে শিকারে যাবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো আইমোজেন। শরীর এখনো চলছে না তার।

বৃদ্ধ ও কিশোর দুটি শিকারে চলে গেলে আইমোজেন ভাবলো রাণীমার দেওয়া

ক্লান্তিহারা ওষুধটি খেয়ে দেখা যাক। হয়তো শরীর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। যে কথা সেই কাজ। ওষুধটি বার করে গিলে ফেললো আইমোজেন, আর তখনই সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়লো সে।

শিকার থেকে ফিরে বৃদ্ধ ও কিশোর দুটি তাকে ওই অবস্থায় দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্যাকুল হয়ে তার জ্ঞান ফেরানোর জন্য সব রকম যত্ন করতে লাগলো তারা। তারপর সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে বুঝতে পারলো আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে যুবকটির।

চোখের জলে তাদের সদ্যলব্ধ বন্ধুটিকে বিদায় জানালো কিশোর দুটি। বৃদ্ধের দেখাদেখি দু'হাত তুলে মৃতের আত্মার সদগতির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো ছেলেরা। তারপর গুহার বাইরে ঝরে পড়া পাতার নরম বিছানার ফুলের আস্তরণের তলায় শুইয়ে দিল তাকে।

রাজকন্যা আইমোজেন রাতের অন্ধকারে প্রাসাদ থেকে পালিয়েছেন শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো ক্লোটেন। মনে মনে ঠিক করলো রাজকন্যাকে যদি সে স্ত্রী হিসেবে না পায়, তবে কাউকেই পেতে দেবে না। নিজের হাতে হত্যা করবে তাকে। তবে কাজটা করতে হবে খুব গোপনে। আইমোজনকে ভবিষ্যৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বলে জানে বৃটেনের জনসাধারণ। তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। গোপনে খোঁজ নিয়ে ক্লোটেন জানলেন, পিসানিওর সক্রিয় সহযোগিতাতেই পালাতে পেরেছেন আইমোজেন। পিসানিওকে খুঁজে বার করে রাজকন্যার গতিবিধি জানার জন্য জেরা করতে লাগলেন তিনি। পিসানিওর এক কথা। রাজকন্যার গতিবিধি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তিনি। জানার কথাও নয়। তবে লোকমুখে শুনেছেন, আইমোজেন নাকি তার স্বামীর সন্ধানে বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে রোমে চলে গেছেন।

ক্লোটেন তখনি ঠিক করলেন আইমোজেনকে গোপনে অনুসরণ করবেন তিনি। আইমোজেনকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পসথুমাসের একটি পোশাক সংগ্রহ করে নিয়ে সেটি পরে ফেললো।

পসথুমাস সেজে ক্লোটেন জাহাজঘাটা ও অরণ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রাজকন্যার দেখা পেল না। কিন্তু তার দেখা হয়ে গেল ঐ বনবাসী বৃদ্ধ ও তার দুই কিশোর পুত্রের সঙ্গে। তার উদ্ধত ব্যবহারে সকলেই খুব আহত হলো। কথায় কথায় ক্লোটেন সগর্বে ঘোষণা করলো যে, সে হেঁজি পেঁজি কেউ নয়, স্বয়ং রাণীর ছেলে। একথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। তাঁর আশঙ্কা হলো, এতদিনে বোধ হয় রাজা সিম্বেলিন তাঁর খোঁজ পেয়েছেন, আর হয়তো সৈন্যসামন্ত পাঠিয়েছেন ছেলে চুরি করার অপরাধে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যাবার জন্য।

ছোট ছেলেটিকে নিয়ে তিনি পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলেন, যাতে দূর থেকে লক্ষ্য রাখতে পারেন, আর জানতে পারেন, সত্যিই বনের বাইরে সৈন্য সমাবেশ হয়েছে কিনা।

বড় ছেলেটিকে কিন্তু ক্লোটেনকে বিশ্বাস করে একা কুটিরে রেখে যেতে রাজী

হলো। সে সেখানেই রয়ে গেল। আর কথায় কথায় বদ্‌মেজাজী ক্লোটেনের সঙ্গে তার লেগে গেল তুমুল কলহ এবং সেটা পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পর্যবেসিত হলো। লড়াই-এ হার হলো ক্লোটেনের, আর এই অসমসাহসিক অস্ত্রনিপুণ কিশোর তরোয়ালের এক কোপে কেটে ফেললো ক্লোটেনের মাথা।

এদিকে রাজকন্যা ঘুমের ওষুধ ভেবে যে বড়িটি খেয়েছিলেন তার বিষক্রিয়া আস্তে আস্তে কাটতে শুরু হলো। ব্যাপারটা হচ্ছে, রাণী যখন রাজবৈদ্যের কাছ থেকে বিষ বড়ি চেয়েছিলেন তখনই বৈদ্য বুঝতে পেরেছিলেন রাণীর মাথায় নিশ্চয়ই কোনও শয়তানী চাল খেলছে। রাণীর স্বভাবচরিত্র তো রাজ্যের কারো জানতে বাকি ছিল না। তাই অনেক ভেবে চিন্তে তিনি এমন একটা ওষুধ তৈরী করলেন, যাতে বেশ কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞা লোপ পায়, কিন্তু শারীরিক কোনও ক্ষতি হয় না।

তা সেই ওষুধের প্রভাব সময় কেটে যেতেই সংজ্ঞা ফিরে পেলেন আইমোজেন। শরীরের ওপর থেকে লতাপাতার আস্তরণ সরিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। সেই বৃদ্ধ ও ছেলে দুটির কথা মনে পড়লো তাঁর।

অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু গুহামুখটি কিছুতেই খুঁজে পেলেন না তিনি। জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে একটি মুণ্ডহীন দেহ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। কাছে গিয়ে দেখলেন দেহটির অঙ্গে রয়েছে তারই প্রিয়তমের পোশাক। মনে ভাবলেন তাঁর স্বামী সত্যিই হয়তো বনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। অজানা কারণে কারো হাতে মৃত্যু হয়েছে তার। মৃতদেহটি জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এদিকে বৃটেনের রাজ্য সিম্বেলিনের ঔদ্ধত্যের জবাব দেওয়ার জন্য রোম সম্রাট কেইয়াস লুসিয়াসের নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছেন। মিলফোর্ড হাভেন বন্দরে এসে নামলো রোমান সৈন্যদল। বন্দরের কাছে অরণ্যে প্রবেশ করেই লুসিয়াস ও তাঁর দলবল শুনতে পেলেন আইমোজেনের কান্না। দৌড়ে এসে দেখেন এক তরুণ যুবক একটি মৃতদেহ আকড়ে ধরে কাঁদছে। লুসিয়াস ভাবলেন, ছেলেটির প্রভু হয়তো ডাকাতের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। তাই এমন আকুল হয়ে কাঁদছে সে। যুবকটির প্রভুভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন লুসিয়াস। তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে গেলেন তিনি। মৃতদেহটি সমাধিসহ করে কেইয়াস লুসিয়াস পুরুষের ছদ্মবেশী আইমোজেনকে নিয়ে নিজের শিবিরে ফিরে গেলেন।

রোমান সৈন্যবাহিনী বৃটেনে আসার খবর পেয়ে গেলেন সিম্বেলিন। মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো তাঁর। এই বিশাল সৈন্যদলের সামনে তাঁর সেনারা তো খড়কুটোর মত উড়ে যাবে। ক্লোটেনের তো বেশ কিছুদিনের মধ্যে কোনও পাত্তা নেই। আর বুদ্ধিমতী মেয়ে আইমোজোনের সঙ্গে যে কিছু শলাপরামর্শ করবেন তারও উপায় নেই। কোথায় যে নিরুদ্দেশ হলো তাঁর হতভাগিনী সোনার পুতুল কন্যাটি। এখন রাণীকে দেখলেই বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেন রাজা। এতদিনে বুঝতে পেরেছেন, সব নষ্টের, সব

দুর্ভাগ্যের কারণ ঐ রাণীই।

তবু বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণের লজ্জা মাথা পেতে নিতে পারবেন না বলেই যথাসাধ্য সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা দিলেন রাজা।

বন্দরের অদূরে অরণ্যের ধারে এক প্রান্তরে মুখোমুখি হলো দুই দল সৈন্য। শুরু হয়ে গেল প্রবল সংগ্রাম।

কিছুক্ষণ পরেই রাজা সিম্বেলিন অবাক হয়ে দেখলেন এক বৃদ্ধ দুই কিশোর যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে বৃটেনের হয়ে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে। তাদের যুদ্ধের নিপুণতা ও অনন্য সাধারণ কৌশল দেখে হতবাক হয়ে গেছে রোমান সৈন্যরা। সিম্বেলিন রোমান সৈন্যদের মধ্যে আয়াকিমোকে দেখে চিনতে পারলেন রাজা। কিন্তু আর একটি কৃষক যুবক কোথা থেকে এসে যে বৃটেনের সৈন্যদের হয়ে দুহাতে দুটি তরোয়াল নিয়ে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে, তার রণভঙ্গি যেন তাঁর খুব চেনা। একমাত্র তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি লিয়েনটাসই এমন যুদ্ধ করতে পারে।

হ্যাঁ, ঐ যুবক আর কেউ নয়, লিয়েনটাসের পুত্র পসথুমাস। রোমান বাহিনীর সঙ্গে বৃটেনের মাটিতে এসেই নিজের দেশের হয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েছে সে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। রোমান সৈন্যরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো। রোমের সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াসকে বন্দী করে রাজা সিম্বেলিনের কাছে আনা হলো। প্রকৃতির কি নির্মম পরিহাস। ক'দিন আগেই যে লুইয়াস সিম্বেলিনকে উচিত শিক্ষা দেবেন বলে সদম্ভে ঘোষণা করে গিয়েছিলেন তিনিই আজ রাজা সিম্বোলিনের হাতে শৃঙ্খলিত।

বীর লুইয়াস·কিন্তু নিজের প্রাণভিক্ষা বা মুক্তিলাভের জন্য লালায়িত নন। তিনি তাঁর সঙ্গী যুবক বেশী আইমোজেনের জন্য রাজার করুণাভিক্ষা করলেন। জানালেন, এই ছেলেটিকে তিনি বৃটেনেই পেয়েছিলেন এবং তাঁর সৈন্যদের মধ্যে থেকেও ছেলেটি কিন্তু নিজের দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি।

ছেলেটিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কয়েকবার দেখেই আত্মজাকে চিনে নিতে ভুল হলো না সিম্বেলিনের। হতভাগিনী কন্যাকে বুকে টেনে নিলেন তিনি।

আইমোজেন বললেন, মহারাজ, সেনাপতি কেইয়াস লুইয়াস আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তাঁর প্রাণভিক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। তবে তার আগে ঐ রোমান সৈন্যদলের সঙ্গে আয়াকিমো বলে যে যুবকটি এসেছে তার কাছে আমি জানতে চাই, তার হাতের হীরের আংটিটি সে কোথা থেকে পেয়েছে।

রাজদরবারে দাঁড়িয়ে সত্য গোপন করার সাহস হলো না আয়াকিমোর। পসথুমাসের সঙ্গে বাজী ধরে আইমোজেনকে অসতী প্রমাণ করার জন্য সে যেসব কুট কৌশলের সাহায্য নিয়েছিল, সে সবই খুলে আংটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল পসথুমাস, সেটিই হস্তগত করেছে আয়াকিমো।

রাজদরবারে ভিড়ের মধ্যে অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন কৃষকবেশী পসথুমাস।

আয়াকিমোর কথা শুনে ক্রোধে অনুতাপে জ্বলে উঠলেন তিনি। এই আয়াকিমোর জন্যই তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে অবিশ্বাস করেছেন, অবিচার করেছেন তার ওপর। বন্ধু পিসানিওর দূরদৃষ্টি না থাকলে এতদিনে তো জীবন থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতেন তাঁর স্ত্রী।

অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেলেন পসথুমাস। আইমোজেনও স্বামীকে চিনতে পেরে বিস্ময় ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠলেন। নির্বাক রাজসভা এই প্রণয়র যুগলের মিলিনের দৃশ্যটি দেখে আনন্দের অশ্রুপাত করলো।

রাজা সিম্বেলিন তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তাঁর দেশের সম্মান রক্ষার্থে মরণপণ লড়াই করেছে তাঁর জামাতা, তাঁকে সাদরে বুকে টেনে না নিয়ে কি পারা যায়?

বৃদ্ধ ও তরুণ দুটি আজ রাজসভায় উপস্থিত। পুরুষবেশী আইমোজেনকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। একে তো তারা মৃত ভেবে কবর দিয়েছিল। তাহলে আইমোজেনও ভেবে পাচ্ছে না তার স্বামীর পোশাক পরা মৃতদেহটি তাহলে কার?

এই সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ। খুলে বললেন সব কথা। রাজা তো শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তরুণদুটি যদিও দেশের জন্য লড়াই করে তাঁকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে, কিন্তু রাণীর ছেলেকে হত্যা করার মত অপরাধ কি করে ক্ষমা করেন তিনি? শাস্তি পেতেই হবে ছেলেটিকে।

অবশেষে বেলারিয়াস আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য হলেন। আর বললেন, কাকে শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, সে কথাটাও রাজার জেনে নেওয়া ভাল। এ দুটি শৈশবে চুরি যাওয়া রাজার শিশুপুত্র। তিনিই তাদেব চুরি করে নিয়ে গিয়ে এতদিন পিতৃস্নেহে লালন-পালন করেছেন। রাজকুমারের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষাও দিয়েছেন।

রাজা আনন্দে অভিভূত হয়ে দুই সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বেলারিয়াসের প্রতি তার পূর্বকৃত অবিচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ছেলে দুটিও তাদের পিতৃপরিচয় ও সহোদর ভগ্নীকে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বল হয়ে উঠলো।

সসম্মানে রোম সেনাপতিকে মুক্তি দিলেন রাজা। বেলারিয়াসকে প্রিয় সভাসদ করে তার সম্মান, সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন। আর আলিঙ্গনাবদ্ধ পসথুমাস ও আইমোজেনকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন।

দ্য টেমিং অব্ দ্য শ্রু

এ কাহিনীর ঘটনাস্থল ইতালীর এক সমৃদ্ধ শহর পদুয়া।

পদুয়া শহরে ধনী ব্যক্তির অভাব নেই। তার মধ্যেও ব্যাপ্তিস্তার নাম সকলের আগে। তাঁকে ধনকুবের বললেই অত্যুক্তি হয় না।

ব্যাপ্তিতার দুটি মেয়ে। ক্যাথারিন আর বিয়াংকা। ছোট মেয়ে বিয়াংকা রূপে-গুণে অনন্যা। তার রূপের রাশির দিকে চাইলে চোখ ফেরানো যায় না। শহরের অধিকাংশ যুবকই বিয়াংকার প্রেমে পাগল। তাকে বিয়ে করার আশায় তার পিতার কাছে আবেদন নিয়ে এসেছে কত শত পাণিপ্রার্থী।

কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে, বিয়ে তো তাকে একদিন দিতে হবেই। কিন্তু ব্যাপ্তিস্তা কি করেন! বড় মেয়ে ক্যাথারিনের বিয়ে না দিয়ে ছোট মেয়ের বিয়ে কি করে দেন। কোন পিতা কি স্বেচ্ছায় রাজী হয়?

তা ক্যাথারিনের বিয়েটা হচ্ছে না কেন? সে কি কুৎসিত নাকি বিকলাঙ্গ? না, এর কোনওটাই নয়। রূপের বৈভব তারও কিছু কম নেই। কিন্তু বাধ সেধেছে গুণের বেলায়। তার মত বদ্‌মেজাজী ঝগড়াটে মেয়ে শুধু পদুয়াতে কেন, বোধকরি গোটা ইতালীতেই নেই।

তার দিকে তাই এগোয় না কোন পাণিপ্রার্থীই। এমন দজ্জাল মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আশান্তির বন্যা বইয়ে দিতে রাজীই বা হবে কে?

এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে বিয়াংকাকেও। দিদির জন্য বিয়ে আটকে আছে তার। সে কথা তো আর মুখ ফুটে বলা যায় না। তাছাড়া বাবা ও দিদিকে দুঃখ দিয়ে বিয়ে করতে চায় না সে। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

বিয়াংকার নাছোড়বান্দা দুই প্রেমিক আছে। একজন হার্তেনসিয়ো ও প্রেমিয়ো। কবে ক্যাথারিনের বিয়ে হবে। তার আশায় বিয়াংকার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করা তারা ছাড়ে নি। বিয়াংকাও তাদের জানিয়েছে, এখন বিয়ে করার কোন পরিকল্পনা তার নেই। সে দিদির বিয়ে জন্য অপেক্ষা করবে। ততদিন সে ভাল করে লেখাপড়া শিখতে চায়।

পিসা নগরী থেকে পিতা ভিনসেনসিয়োর ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে পদুয়াতে এসেছে যুবক লুসেনসিয়ো। একদিন পথের মাঝে বিয়াংকাকে দেখে তার প্রেমে পাগল হয়ে উঠলো সে। খোঁজ খবর নিয়ে জানাল, মেয়েটির নাম বিয়াংকা। তার পিতা ব্যাপ্তিস্তা মেয়ের জন্য একজন গৃহশিক্ষকের খোঁজ করছেন। সে ভাবলো, গৃহশিক্ষক সেজে বিয়াংকার কাছাকাছি যেতে পারলে মন্দ হয় না। এই সুযোগে বিয়াংকার সঙ্গে মন

জানাজানির পালাটা সেরে নিয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া যাবে। তার সঙ্গে তার গৃহভৃত্য ত্রানিয়ো এসেছে। প্রয়োজনে তাকে পাঠিয়েই না হয় পিতার প্রস্তাবটা উপস্থিত করা যাবে।

যা কথা সেই কাজ। ত্রানিয়োর সঙ্গে পরামর্শ করে মধ্যবয়েসী শিক্ষকের ছদ্মবেশ নিল লুসেনসিয়ো।

লুসিনসিয়োর আমায়িক ব্যবহার আর সাহিত্যপ্রীতির খবর জেনে সন্তুষ্ট হলেন ব্যাপ্তিস্তা। তাকে বিয়াংকার গৃহশিক্ষক পদে নিয়োগ করলেন তিনি।

হার্তেনসিয়ো আর গ্রেসিও এদিকে ক্যাথারিনের জন্য উঠে পড়ে পাত্র খুঁজতে লেগেছে। ব্যাপ্তিস্তা কথা দিয়েছেন, ক্যাথারিনের জন্য পাত্র খুঁজে দিলে বিয়াংকার কথা ভাববেন তিনি।

একদিন বাড়ী ফিরে হার্তেনসিয়ো দেখে তার পুরোনো বন্ধু পেক্রশিয়ো এসে উপস্থিত। সে ভেরনা শহরে থাকে। কোনও কাজে ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে পদুয়াতে এসেছে। আর এসেই ভৃত্যের কোনও ত্রুটিতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে প্রচণ্ড প্রহার করছে।

অবাক হলো না হার্তেনসিয়ো। তার বাল্যবন্ধুর বদমেজাজী স্বভাবটি সে ভালভাবেই জানে। তাকে শান্ত করে ঘরে বসিয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্য শোনা গেল।

পিতার মৃত্যুর পর অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছে পেক্রশিয়ো। তাই শখের সওদাগরি করতে বেরিয়েছে সে। যোগ্য কোনও কন্যা পাওয়া গেলে বিবাহ করে নিয়ে যাবার বাসনাও আছে তার।

হার্তেনসিয়োর মনে হলো এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। বুঝিয়ে শুনিয়ে ক্যাথারিনের রূপ ও তার বাবার অগাধ বিত্তের কথা বলে প্রভাবিত করে ফেললো বন্ধুকে। অবশ্য মেয়েটি সে একটু মুখরা ও দজ্জাল সে কথাও জানাতে ভুললো না।

তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না পেক্রশিয়োর। দজ্জাল সে-ও কিছু কম নয়। চেষ্টা করেই দেখা যাক না। মেয়ের বাবা যে বিয়েতে প্রচুর টাকাকড়ি দেবেন, সেটাও তো ফেলার কথা নয়।

হার্তেনসিয়ো বন্ধুকে অনুরোধ করলেন ক্যাথারিনের সঙ্গে পেক্রশিয়োর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলে সে যেন বিয়াংকার জন্য ব্যাপ্তিস্তার কাছে তার হয়ে দরবার করে। এখন সে শিল্প শিক্ষকের ছদ্মবেশে বিয়াংকার কাছাকাছি থেকে তার মন জয় করার চেষ্টা করবে ঠিক করেছে।

এরপর কয়েকদিন কেটে গেছে। লুসিয়োনিও বিয়াংকার সাহিত্যের শিক্ষক আর হার্তেনসিয়ো ছদ্মবেশে তার সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে। লুসিয়োনিওর ভৃত্য ত্রানিয়ো নিজেকে লুসিয়োনিও বলে পরিচয় দিয়ে ব্যাপ্তিস্তার কাছে বিয়াংকাকে বিয়ে করার জন্য প্রথমত প্রস্তাব রেখে গেছে।

পেক্রশিয়োকে ভাবী জামাতা হিসেবে পেয়ে ব্যাপ্তিস্তা তো মহাখুশী। এতদিনে তাঁর মাথা থেকে একটা ভার নামলো। ছেলেটির বাবাকে তিনি চিনতেন। বেশ বনেদী সম্পন্ন ঘর তাদের।

তবু ছেলেটিকে নিজেরও মেয়ের মেজাজের কথা বলে সতর্ক করে দেওয়া উচিত বলে মনে করলেন ব্যাপ্তিস্তা। এমন সময় সংগীত শিক্ষকরূপী হার্তেনসিয়ো সেখানে উপস্থিত। একেবারে বিপর্যস্ত চেহারা তার। বিয়াংকার বীণার ওপর রাখা হাতটি ধরে তার ভুল সংশোধন করতে গিয়েছিল সে। তাই দেখে ক্যাথারিন বীণা দিয়ে মেরে তার মাথা ফুলিয়ে দিয়েছে। তার ওপর যথেষ্ট কিল চড়ও মেরেছে।

সব শুনে ব্যাপ্তিস্তা খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। সংগীত শিক্ষককে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এর পর থেকে গান শেখার ঘরে ক্যাথারিন যাতে যেতে না পারে সে ব্যবস্থা তিনি করবেন।

এবার লুক্রেশিয়োর সঙ্গে ক্যাথারিনের মুখোমুখি সাক্ষাতের পালা। লুক্রেশিয়ো তার বাচনপদ্ধতি ঠিক করেই রেখেছিল। ক্যাথারিন ঘরে ঢুকতেই তাকে অভিনন্দন জানালো পেত্রুশিয়ো।

—সুপ্রভাত ভদ্রমহোদয়া!

জ্বলে উঠলো ক্যাথারিন।

—ওসব আবার কি ঢং, আমাকে সবাই ক্যাথারিন বলে ডাকে। ওসব ভদ্র-টদ্র আবার কি?

—কথাটা ঠিক বললে না। বাড়ীর সবাই তোমাকে ক্যাথারিন বলে ডাকে এটা ঠিক। কিন্তু বাইরে সবাই তো রণচণ্ডী-টণ্ডী কত কি বলে। কিন্তু তারা মিথ্যে বলে। তোমার মত সুন্দরী আর মার্জিত রুচি মধুভাষিণীর কথা শুনেই সেই সুদুর ভেরোনা থেকে আমাকে ছুটে আসতে হলো।

—আচ্ছা? তো বেশ। কৃতার্থ করছো আমাকে। এবার বিদেয় হও।

বুঝতে পেরেছি, আমাদের বিয়ের কথাটি তুমি তাড়াতাড়ি পাকা করতে চাও, তাই না?

—কি বললে? নচ্ছার কোথাকার। এসো বিয়ের শখ মিটিয়ে দিচ্ছি তোমার!

পেত্রুশিয়ো এবার ক্যাথারিনের পথ আগলে দাঁড়ালো। বিনীত অনুরোধ জানালো।

—বিয়েতে রাজী হয়ে যাও ক্যাথারিন। লোকে তোমাকে যাই বলুক, কিন্তু আমি বুঝেছি তোমার মত মধুর স্বভাবা, ধৈর্যশালিনী খুব বেশী পাওয়া যায় না। আমি তোমাকেই স্ত্রী হিসেবে চাই।

অবাক হয়ে গেল ক্যাথারিন, এরকম কথা তো তাকে আগে কেউ বলেনি। যতই সে কুবাক্য বলছে, একটুও রাগ করছে না পেত্রুশিয়ো। যাই হোক্ বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই ক্যাথারিন দেখলো পেত্রুশিয়োর সঙ্গে আগামী রবিবার তার বিয়ে স্থির করে ফেলেছেন তার বাবা।

ওদিকে ছদ্মবেশী শিক্ষক লুসেনসিয়ো আর হার্তেনসিয়োর মধ্যে ছাত্রীর মন জয় করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। দুজনেই আদা জল খেয়ে লেগেছে ছলেবলে বিয়াংকাকে নিজের মনের কথা জানাতে।

সেই বহু প্রতীক্ষিত বিয়ের রবিবারটি অবশেষে এলো। ব্যাপ্তিস্তার আজ আনন্দের

সীমা নেই। এই ক্যাথারিনের বিয়ে নিয়ে কম অপমান, কম মর্মবেদনা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

বাড়ী ভর্তি আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবে গমগম করছে। সবাই অপেক্ষা করছে। সময় বয়ে যাচ্ছে কিন্তু বরের দেখা নেই। উৎকণ্ঠিত ব্যাপ্তিস্তা ঘন ঘন পায়চারী করছেন। কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধবের রসিকতা উত্যক্ত করে তুলেছে তাকে।

অবশেষে একজন মাত্র ভৃত্য আর দুটো বুড়ো ঘোড়া নিয়ে হাজির পেত্রুশিয়ো। কিন্তু এ কেমন বর? পোশাক আশাকে কোনও ছিরিছাঁদ নেই। পাগলের মত দেখাচ্ছে তাকে।

ব্যাপ্তিস্তা তাকে একপ্রস্থ বহুমূল্য পোশাক এনে পরে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। সে কথায় কর্ণপাত করলো না পেত্রুশিয়ো। পোশাক তো আর বিয়ে করবে না, বিয়ে করবে সে নিজে।

যাই হোক্। গির্জায় গিয়ে পুরোপুরি ক্ষ্যাপার মত আচরণ করতে লাগলো পেত্রুশিয়ো। গির্জার পুরুত ক্যাথারিনকে প্রথমত জিজ্ঞেস করলেন, সে পেত্রুশিয়োকে বিয়ে করতে রাজী আছে কিনা।

একথা শুনেই চটে উঠলো পেত্রুশিয়ো। এ আবার কি বোকার মত কথা? রাজী না থাকলে গির্জায় এসেছে কি সার্কাস দেখতে?

তার চীৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে হোঁচট খেলেন পুরুত। তার ওপর পেত্রুশিয়ো এমন ধাক্কা লাগালো যে পড়েই গেলেন বেচারী।

পুরোহিতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাজখাই স্বরে আগাগোড়া মন্ত্র উচ্চারণ করে চললো পেত্রুশিয়ো। কিন্তু লাফালাফি কমালো না। দর্শকরা তো হতবাক। না হয় বিয়েই হচ্ছিল না ক্যাথারিনের, তাই বলে একটা পাগলের হাতে মেয়েকে তুলে দিচ্ছেন ব্যাপ্তস্তা।

বরের কাণ্ডকারখানা দেখে ক্যাথারিনের মত মেয়েরও হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল।

যাই হোক্ বিয়ে পাট চুকলে বাড়ী ফিরে ভোজসভায় বসেছেন এমন সময় বর বলে কিনা তাকে এখনই নিজের বাড়ীতে ফিরতে হবে। আর স্ত্রীকেও সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। অতিথিরা খাবার থেকে হাত তুলে নিলেন। এ আবার কেমন শিষ্টাচার। বর-কনে উপস্থিত না থাকলে তাঁরাই বা খাদ্যগ্রহণ করবেন কেন? তাঁদের কি বাড়ীতে খাবার জোটে না?

প্রচুর অনুনয় বিনয় করা হলো। ক্যাথারিনও তর্জন গর্জন করতে ছাড়লো না, কিন্তু পেত্রুশিয়োর মত বদলালো না।

তিনটি ঘোড়া আনা হলে পেত্রুশিয়োর আদেশে। সেগুলো যেমন বুড়ো, তেমনি হাড় জিরজিরে। মনে হয়, যে কোন মুহূর্তে সওয়ারী ছাড়াই মুখ থুবড়ে পড়বে।

তিনটি ঘোড়ায় স্ত্রী ও ভৃত্যকে নিয়ে রওনা দিল পেত্রুশিয়ো। একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

বাড়ী পৌঁছে নতুন বউকে খাদ্য পানীয় দেওয়ার জন্য চাকর-বাকরদের হুকুম করে

ব্যতিব্যস্ত করে তুললো পেত্রুশিয়ো। বেচারীর আজ বিয়ের ভোজ খাওয়া হয়নি।

চাকররা নানা রকম সুখাদ্য এনে হাজির করলো ক্ষুধার্ত ক্যাথারিন মুখে তুলতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই একটুকরো খাবার মুখে তুলেই সব খাবার ছুড়ে ফেলে দিল পেত্রুশিয়ো। অখাদ্য তৈরী হয়েছে নাকি সব। রাগে দুঃখে চোখে জল এসে গেল ক্যাথারিনের। পেত্রুশিয়ো কিন্তু স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তাকে ভালবাসে বলেই সে স্ত্রীকে ওরকম খাবার দিতে পারলো না।

ক্ষুধায় ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে ক্যাথারিনের। কিন্তু শুতে গিয়েও এক বিপত্তি। বিছানা বালিশ সব মাটিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো পেত্রুশিয়ো। সবই নাকি পাথরের মত শক্ত। তার প্রিয়তমার কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগবে না? অথচ ক্যাথারিন দেখছে দিব্যি সুন্দর পরিচ্ছন্ন নরম বিছানা।

এরকম করেই ক'দিন না খেয়ে আর ঘুমিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়লো ক্যাথারিন। স্বামী যা বলে, চুপ করে শুনে যেতে লাগলো। পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও স্বামীর তেমনি পাগলামী। ক্যাথারিন যেটাতেই আগ্রহ দেখায় সেটাই অচল বলে দর্জিকে ফেরৎ দিয়ে দেয় পেত্রুশিয়ো। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল ক্যাথারিন।

স্বামীর মর্জিমত আচরণ করে কয়েকদিন ধরে খুব অনুগত হয়ে থাকলো ক্যাথারিন। অবশেষে পেত্রুশিয়ো তাকে নিয়ে রওনা হলো তার বাপের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

ক্যাথারিনের বিয়ের পর বিয়াংকার বিয়েতে আর কোনও বাধাই রইল না, কিন্তু তার পাণিপ্রার্থী যে তিনজন। তাদের মধ্যে কাকে বাছাই করবেন ব্যাপ্তিস্তা। শেষে তিনি এক কৌশল করলেন। বললেন, মেয়ের বিয়েতে যথাসাধ্য তো তিনি দেবনেই, তার মৃত্যুর পর অর্ধেক সম্পত্তিও পাবে বিয়াংকা। কিন্তু পাত্রদের মধ্যে থেকেও যার নিজস্ব সম্পত্তির পরিমাণ বেশি, তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন তিনি।

হিসেব করে দেখা গেল এদিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে লুসেনসিয়ো। আর বিয়াংকার ঝোঁকও তার ওপরেই। তাই মহাসমারোহে তাদের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল।

এই বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে এসেছে ক্যাথারিন ও পেত্রুশিয়ো। বিয়াংকাকে পাবার আশা হারিয়ে হার্তেনসিয়ো এক বিধবা যুবতীকে বিয়ে করে ফেলেছে। সেও এসেছে স্বস্ত্রীক।

এখানে আসার পথে সুসেনসিয়োর বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পেত্রুশিয়ো ও ক্যাথারিনের। তিনিও পদুরায় আসছেন। এদিকে বাবাকে পদুরায় দেখে তো ছেলের চক্ষুস্থির। ব্যবসা করতে এসে ছেলে বিয়ে করে ফেলছে, এ দেখে যদি বাবা রুষ্ট হয়ে বিয়েতে মত না দেন?

তড়িঘড়ি অন্য এক বৃদ্ধকে বাবা সাজিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল লুসিয়ানিয়ো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে তার আসল বাবা বিয়ে বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তখন বাধ্য হয়ে সব কথা খুলে বলতেই হলো লুসিয়ানিয়োকে। তার বাবা আবার দেখা গেল ব্যাপ্তিস্তার পুরোনো পরিচিত। অবশেষে সব দেখে-শুনে

তিনি আর বিয়েতে অমত করলেন না।

বিয়ের দিন ভোজসভায় ক্যাথারিনকে হাসিমুখে ঘুরে ঘুরে অতিথি আপ্যায়ন করতে দেখে সবাই তো অবাক। কে ভেবেছিল এই মেয়ের এত পরিবর্তন হবে? সবাই আশংকা করেছিল স্বামীর ঘরের পাট চুকিয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এলো বলে ঐ বদমেজাজী মেয়ে। এদিকে পেত্রুশিয়োকে নিয়ে বন্ধুবান্ধবেরা হাসি-ঠাট্টায় মেতে আছে। অনেকে বলতে লাগলো ক্যাথারিনকে বিয়ে করে নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছে সে। কত ধানে কত চাল, হাড়ে হাড়ে এবার বুঝিয়ে দেবে ক্যাথারিন।

তার শ্বশুরও আশংকা প্রকাশ করলেন। তার দজ্জাল মেয়ে না জামাইকে তুলো ধোনা করে ছাড়ে।

এতক্ষণ নিঃশব্দে সবকিছু হজম করছিল পেত্রুশিয়ো। ব্যাপ্তিস্তার কথা শুনে আর মুখ না খুলে পারলো না। বলল—আপনাদের ভাবনা যে কত বিত্তিহীন তা নিজেরাই জানেন না! আমার স্ত্রী খুবই অনুগত। স্বামীর সুখ ছাড়া আর কিছুই তারা কাম্য নয়। সে যেমন রূপসী তেমনই গুণবতী। তার কোনও তুলনা নেই। আপনারা চাইলে হাতে-নাতে প্রমাণ দিতে পারি।

একথা শুনে সকলে তাকে আরো বেশি করে পরিহাস করতে লাগলেন।

পেত্রুশিয়ো মনে মনে হেসে বলল, ঠিক আছে, আমার কথার ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না দেখছি! তা এক কাজ করা যাক্। আপনারা সবাই যে যার স্ত্রীকে ডেকে পাঠান। যার স্ত্রী আগে আসবে সে বিশ হাজার ক্রাউন বাজি জিতবে।

বাজির নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ডাক পাওয়া মাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে এলো ক্যাথারিন।

সবার আগে নিজের স্ত্রীকে আসতে দেখে মুচকি হাসলো পেত্রুশিয়ো। জানতাম, বাজিটা আমিই জিতবো!

তারপর স্ত্রীকে বললো, বিয়াংকা কোথায়?

—ওপরের ঘরে বসে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে।

—তাকে একটিবার ডেকে আনো তো, খুব দরকার।

—এক্ষুনি ডাকছি।

সবাই অবাক হয়ে ক্যাথারিনের দ্রুত চলে যাওয়া দেখছে দেখে আবার হাসলো পেত্রুশিয়ো।

—তোমরা অবাক হচ্ছো তো, ভাবছো কি করে অসম্ভবকে সম্ভব করলাম? এর একটিই উত্তর, ভালবাসা। আমরা পারস্পরিক ভালবাসা সম্বল করে সুখী গৃহকোণ গড়ে তুলবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। আর আনুগত্যই হলো সে পথের প্রথম পরক্ষেপ। সেটাই পারিবারিক শান্তির চাবিকাঠি।

ব্যাপ্তিস্তা তাঁর বড় মেয়ের এই অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে জামাই-এর হাত জড়িয়ে ধরলেন। এমন সুখের দিন যে তাঁর জীবনে কখনো আসবে স্বপ্নেও ভাবেননি বৃদ্ধ। তিনি ঘোষণা করলেন, মেয়ের নবজন্ম লাভ হয়েছে, এই উপলক্ষে এ অসম্ভব যে

সম্ভব করেছে, সেই জামাতাকে আরও বিশ হাজার ক্রাউন উপহার দেবেন তিনি।

ইতিমধ্যে ক্যাথারিন বিয়াংকাকে নিয়ে এসেছে। পেত্রুশিয়ো মৃদু হেসে স্ত্রীকে বললো, তার মাথার টুপিটা মোটেই মানাচ্ছে না।

ক্যাথারিন বিনা প্রতিবাদে টুপিটা মাথা থেকে তুলে মাটিতে ফেলে দিল।

ব্যাপার দেখে বিয়াংকা নাক সিঁটকে বলল—সে কিন্তু এরকম বোকার মত ব্যবহার করতে রাজী নয়।

লুসেনসিয়ো তার স্ত্রীকে বলল, বোকামিই হোক আর যাই হোক্। আজ যদি তুমি স্বামীর কথা শুনতে, তবে আমাকে বাজীতে দুশো ক্রাউন হারতে হতো না।

বিয়াংকা ভ্রূভঙ্গী করে বললো—

—এরকম বাজী ধরতেই বা গেলে কেন? বোকার মত বাজী ধরেছিল বলেই হেরে গেলে।

পেত্রুশিয়ো বিজয়ীর হাসি হেসে ক্যাথারিনকে বললো, প্রিয়তমা, উপস্থিত ভদ্রজনকে বুঝিয়ে বলতো সুগৃহিনীর কি কর্তব্য হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো।

ক্যাথারিন বললো, পতিব্রতা নারীর প্রথম কর্তব্যই হলো স্বামীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। তার কোনও কাজেই যেন স্বামী অসন্তুষ্ট না হন। স্বামীকে সেবা করাই তার ধর্ম। স্বামীর চেয়ে বেশী আপন তার আর কেউ নেই, একথা কখনো ভুললে চলবে না। স্বামীও সবসময় স্ত্রীর মান-সম্মান রক্ষা করে চলবেন অবশ্য। স্ত্রীর সুখ-সুবিধার আয়োজন করার জন্যই স্বামী দূরদেশে যাত্রা করে। কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ সম্পদ উপার্জন করেন। স্বামী যখন তাঁর স্ত্রীর জন্য এভাবে ত্যাগ স্বীকার করেন, তখন স্ত্রীকেও তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে।

আর সে মূল্য হচ্ছে ভালবাসা ও আনুগত্য। এই অনুগত্যের অভাবই সংসার জীবনে বিবাদ বিপর্যয় ডেকে আনে।

দজ্জাল মারকুটে বলে খ্যাত ক্যাথারিনের কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেলেন। লুসেনসিয়ো ম্লান হেসে বলালো, ক্যাথারিনকে বিয়ে করায় পেত্রুশিয়োর ভাগ্যকে করুণা করেছিলাম। এখন দেখছি সেই জিতে গেছে।

পেত্রুশিয়ো স্বীকার করলেন বহু ভাগ্যেই ক্যাথারিনের মত রমণী রত্ন লাভ করেছে সে। ঈশ্বরের কাছে তার প্রার্থনা ঘরে ঘরেই যেন এমন স্বামী সুখসঞ্চারিনী স্ত্রী থাকে। তাহলে প্রতিটি পরিবারই চিরস্থায়ী সুখের নীড় হয়ে উঠবে।

মেজার ফর মেজার

ভিনসেন সিয়ো! ডিউক ভিনসেন সিয়ো সভাসদদের নিয়ে মন্ত্রণা কক্ষে আলোচনায় ব্যস্ত। ডিউকের প্রধান সভাসদ এসকেলাস ডিউকের মুখোমুখি বসে।

কথাপ্রসঙ্গে ডিউক বললেন, আজ এক বিশেষ প্রয়োজনে আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি।

প্রধান সভাসদ এসকেলাস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডিউকের দিকে তাকালেন। বললেন—'বলুন আমার প্রতি আপনার কি নির্দেশ?'

আমি বার্ধক্যে পা দিয়েছি অনেক আগেই জানেন তো!

এসকেলাস হাসিমুখে বললেন—'তবু আপনি এ বয়সেও যেরকম ছোটাছুটি করে শাসনকার্য পরিচারলনা করেছেন, বিশ পঁচিশ বছরের যুবকও তা পারবে না।'

'আপনারা যা-ই বলুন না মনে আজ আমি রাজ্যশাসনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। আমার দ্বারা আর হাল ধরে রাখা যাচ্ছে না।'

—'তবু আপনি মাথার ওপরে রয়েছেন বলেই না আমরা—'

—আমি তা বুঝেছি, আমার সব শক্তি নিঃশেষিত প্রায়। এসকেলাস বললেন—'আপনি যদি দেহের সঙ্গে মনের দিক থেকেও দুর্বল হয়ে পড়েন—'

কথা শেষ হবার আগেই ডিউক বলতে লাগলেন—'সত্যি আমি দেহের চেয়েও মনের দিক থেকেই বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছি। এ অবস্থায় রাজ্যশাসনের মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিজের মাথায় রেখে প্রজাদের অহিতকর কিছু করতে চাই না।'

—'তবে? উপায় কিছু মনস্থ করেছেন কি?'

—'হ্যাঁ। আর আমি পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। অচিরেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে বোঝা হাল্কা করব।'

—'কার কথা চিন্তা করেছেন জানতে পারি?'

'অবশ্যই। সে ব্যাপার আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যই তো কষ্ট দিয়ে আপনাকে, অ্যাঞ্জেলোকেও ডেকে পাঠিয়েছি।'

—'রাজ্যশাসনের ভার কার ওপর আপনি ন্যস্ত করবেন বলে মনস্থ করেছেন?'

—'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সহকারী ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অ্যাঞ্জেলোকে রাজ্যশাসনের ভার দিতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার কি মত?'

'আমার তাই বিশ্বাস সারা ভিয়েনা নগরে অ্যাঞ্জেলো ভিন্ন অন্য কেউ তো চোখে

পড়ছে না। যার ওপর রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।'

এমন সময় ডিউকের সহকারী অ্যাঞ্জেলো সেখানে এসে ডিউককে অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করলেন।

ডিউক বললেন—'অ্যাঞ্জেলো তোমার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।'

—'আমি তো আস্থা হারাবার মত কোন কাজই করিনি যে—'

তার মুখের কথা কেড়ে ডিউক বলল—'কেবল আস্থা নয় বিশ্বাসও রাখি যথেষ্ট।'

অ্যাঞ্জেলো যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে বললেন—'আপনি কি আমার ওপর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেবেন?'

'সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজে তোমাকে নিযুক্ত করার জন্য আমি ব্যস্ত।'

'বলুন, আমার প্রতি আপনার কি নির্দেশ? যদি তা নিতান্তই অসম্ভব কিছু না হয় আমি অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার প্রদত্ত কর্মভার গ্রহণ করব।'

—'অ্যাঞ্জেলো আমার অনুপস্থিতে তুমিই হবে আমার প্রতিনিধি।'

অ্যাঞ্জেলো সচকিত হয়ে বললেন—'সে কী? কী অদ্ভুত কথা বলছেন!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমিই আমার প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন করবে। তুমিই হবে এক ও অদ্বিতীয় শাসক।'

অ্যাঞ্জেলো আমতা আমতা করে বললেন—কিন্তু আমি কি—'ডিউক বললেন হ্যাঁ তুমিই। তোমাকে আমি কাছ থেকে দেখে তোমার বিচক্ষণতা এবং কর্মতৎপরতা যাচাই করে তবেই তো এরকম একটা গুরুদায়িত্ব অর্পণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার এটাই নির্দেশ বা অনুরোধ যা-ই ধর-না-কেন মন দিয়ে প্রজাপালন করবে।'

—'আপনি যদি আমার ওপর প্রজাদের সার্বিক দায়িত্বভার অর্পণ করেনই আমি সাধ্যাতীত চেষ্টায় প্রজাদের মঙ্গলার্থে নিজেকে অবশ্যই নিযুক্ত করব।'

ডিউক বললেন—'তোমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন এসকেলাস। ইনি বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড়। আশা করি অবশ্যই স্বীকার করবে, বয়সের মত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দিক থেকেও তিনি তোমার চেয়ে অনেক বড়।'

অ্যাঞ্জেলো সসম্মানে ডিউকের কাছে নিবেদন করলেন—'আমার একটা অনুরোধ রয়েছে।'

—'কি সে অনুরোধ?'

—'আমার প্রতি আপনার যত আস্থা থাকুক না কেন আমি বলব আমার শক্তির পরীক্ষা নেওয়া হোক। তারপরও যদি আপনার মন বলে, আমাকে দায়িত্বভার দেওয়া যাবে তাহলে নির্বিবাদে আপনার নির্দেশ মেনে নেব।'

—'পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা? এত বছর ধরে তোমার পরীক্ষা নিচ্ছি তবু পরীক্ষা নেবার পাঠ শেষ হয়নি? না আর কোন পরীক্ষা-টরীক্ষা নয়। আমি বিদায় নিচ্ছি তাড়াতাড়ি। প্রজাপালনের ক্ষেত্রে তুমিই একমাত্র ভরসা।'

—'আপনি দূরদেশে—'

—'কেন এমন করে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্থা হারিয়ে ফেলছ। দায়িত্বভাবে গ্রহণ তোমাকে করতেই হবে। মাঝে মাঝে তোমাকে পত্র দিয়ে রাজ্যের খোঁজ নেব। নিজের বিচার-বিবেচনা মত কাজ করবে। যাও এখন বিশ্রাম করগে।'

যুবতী লুসিয়ো দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলেছেন।

লুসিয়ো বললেন—'আমাদের রাজামশাই অন্য এক ডিউকের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছেন। এবার যদি উভয়ের মিলিত প্রয়াসে দাম্ভিক হাঙ্গেরীর বিরূদ্ধে যে মতবিরোধ রয়েছে তা মিটিয়ে না নেন তবে অন্য ডিউকেরা চরম বিরোধিতায় লিপ্ত হবেন।'

—'সবই ঈশ্বরের অভিলাষ বা ইচ্ছে! মানুষ যতই বলুক না কেন ঈশ্বরের কৃপা, ভিন্ন আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই।'

ভদ্রলোক নির্বাক।

লুসিয়ো বলে চললেন—'তাই বলছি কি, ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখেই আমাদের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা উচিত। মনে রাখবেন প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে নজর রাখা শাসকের প্রথম ও প্রধান কাজ।'

লুসিয়ো এবং ভদ্রলোকটি যখন কথোপকথনে মগ্ন তখন বিপরীত দিক থেকে মিসেস ওভারডোন সেখানে এল।

মিসেস ওভারডোন একজন বারবণিতা।

সমাজের বহু খ্যাতিমান পুরুষ তার অনুরাগী। ফলে দেশের সব প্রান্তের লোকই তার পরিচিত। ফলে সমাজের সব খবরই তার নখদর্পণে।

লুসিয়ো তাকে দূর থেকে দেখেই বলে—কি গো, এমন ব্যস্ত পায়ে চললে কোথায়?

ওভারডোন বলল—সে কথা না হয় পরেই শুনবে। তার চেয়ে অনেক বড় খবর রয়েছে।

—'বড় খবর? কি তোমার বড় খবর শুনতে পারি কি?'

—'সে কি মশাই এ খবরটা শোনেননি। রাজ্য তোলপাড় হচ্ছে। শহরের গণ্যমান্য লোকেদের রাতের ঘুম উঠে যাচ্ছে। আর এত বড় একটা খবর আপনারা—'

লুসিয়ো অধৈর্য্যভরে বলে উঠলেন—আজ একজন মস্ত বড় মানুষকে হাতকড়া পরিয়ে জেলে নিয়ে গেছে।

—'সমাজের একজন মস্ত বড় মানুষকে? —কই কিছুই শুনিনি তো—'

লুসিয়ো ও ভদ্রলোক দুজনেই বিস্মিত হয়ে তাকালেন ওভারডোনের দিকে—কে সে? কাকে হাজতে পোরা হল?

ওভারডোন বলল—আরে মশাই ক্লদিয়ো।

—'ক্লদিয়ো! মানে সিনর ক্লদিয়োর কথা বলছেন কি?'

—হ্যাঁ। সিনর-ই বটে। লুসিয়ো ভ্রু কুঁচকে বললেন, এত বড় খবর একটা অথচ জানতে পারলাম না। কি গো ঠিক শুনেই?'

—'কি যে বলেন মশাই, আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।'

—'তুমি নিজের চোখে দেখে এসেছ?'

—আমি কি কানা? সিনর ক্লদিয়োকে চিনতে পারব না। ভদ্রলোটটি আমতা আমতা করে বললেন,দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে।

—'ঠিক আছে তোমার কথাই স্বীকার করছি। সিনর ক্লদিয়োকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর—'

ভদ্রলোকটির কথা শেষ না হতে ওভারডোন মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে উঠল— 'কে বলেছে বিশ্বাস করতে? আমি চললাম। কাজ আছে, আপনাদের সঙ্গে বকবক করার যথেষ্ট সময় আমার—' বলে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চলে গেল।

লুসিয়ো লম্বা লম্বা পায়ে তার পথ আগলে দাঁড়ালেন। 'ওভারডোন তোমার মেজাজটা দেখছি পঞ্চমে চড়ে আছে।'

—'তাতে কি এসে যায়। পথ ছাড়। আমার অনেক কাজ।'

লুসিয়ো বললেন—'সে তো থাকতেই পারে। সবারই কম বেশী কাজ থাকে। আমার একটা কথার জবাব দিয়ে তারপর যেখানে খুশী যাও।'

ওভারডোন বললেন—'বল কি কথা? তাড়াতাড়ি বল?'

—'আর কিছু শুনেছ? ক্লদিয়োর শাস্তির ব্যাপারে?'

—'আমি কি করে জানব তাকে কি শাস্তি দেওয়া হবে?'

লুসিয়ো আমতা আমতা করে বললেন—'না মানে তোমার সঙ্গে তো বহু গণ্যমান্য লোকের যোগাযোগ রয়েছে। তাই বলছিলাম কি? কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হতে পারে?'

—'হ্যাঁ তাও শুনেছি।'

লুসিয়ো ও ভদ্রলোকটি আগ্রহী হয়ে বললেন—'কি শুনেছ? কি শাস্তি দেওয়া যায়?'

—'শুনেছি তিনদিন বাদে তার মুণ্ডু কাটা হবে। আর যেভাবেই হোক না কেন মৃত্যুদণ্ড যে হবেই একথা ঠিক।'

লুসিযো ও ভদ্রলোকটি বললেন—'তোমার সঙ্গেই যাওয়া যাক্‌। এগিয়ে গিয়ে শোনা যাবে শহরের মানুষ কে কি বলছে।'

তাঁরা কিছুটা যেতেই পম্পি নামে এক ভাঁড়ের সঙ্গে দেখা।

পম্পি হাত নেড়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করতে করতে বলল—এটা যে লুসিয়ো, খবর কিছু শুনেছেন? না মানে উনি বলতে চাইছেন, দেখার ভুলও হতে পারে।

মুখ ঝামটা দিয়ে ওভারডোন বলল—'অসম্ভব! আমি একেবারে কাছ থেকে দেখেছি—'

—'হাতকড়া লাগান ছিল কি? লুসিয়ো জিজ্ঞাসা করলেন।'

—'ছিল। চারজন প্রহরী সিনর ক্লদিয়োকে হাতকড়া পরিয়ে আমার চোখের সামনে দিয়ে ডিউকের প্রাসাদের দিকে নিয়ে যেতে দেখলাম। আমি কি একাই দেখেছি নাকি যে দেখার ভুল হবে। হাজার হাজার মানুষ পথের ধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখছে।'

—'তবে তো ঠিকই দেখেছ। তা কেন গ্রেপ্তার করা হল তাকে?' ভদ্রলোকটি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

ওভারডোন বলল—'হ্যাঁ, তা অবশ্য শুনেছি।'

—'কেন? কেন বল তো?' লুসিয়ো বললেন।

—'সবাই বলাবলি করছিল জুলিয়েট-এর নাকি বাচ্চা হয়েছে।'

লুসিয়ো ধমক দিলেন—'কি সব বাজে কথা বলছ।' ওভারডোন ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপ ফুটিয়ে তুলে বলল, যেন খুবই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তাই না? মোটেই বাজে কথা নয় এটা।

ভদ্রলোকটি বললেন—কোথা থেকে কী শুনেছ আর তা সাত সকালে রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছ!

ওভারডোন বলল—'বিশ্বাস না হয় নিজের চোখে দেখে আসুন না।'

লুসিয়ো বললেন—'আর কিছু শুনেছ?'

—'শুনেছি তো অনেক কথা। আমার কি দরকার মিছে বকবক করে বিরক্তিকর কারণ হওয়া। যান, সবই শুনতে পাবেন। ভদ্রলোকেদের ঘরের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর কথা কি আর চাপা থাকে! বাতাসে উড়ে বেড়ায়।'

লুসিয়ো বললেন—'শুনলাম। এই মাত্রই ওভারডোনের মুখে।'

'তবে শুনেছেন? কী সর্বনেশে কাণ্ড বলুন তো? লুসিয়ো নির্বাক।'

ভাঁড় পম্পি আগের মতই হাত পা নেড়ে বলল—এ•• সর্বনেশে কথা শুনেছো কোনদিন! ভিয়েনার সব বাড়ী-ঘর ভেঙে ফেলা হবে।

লুসিয়ো কপালে চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তুলে এবার বললেন—ভিয়েনার বাড়ী-ঘর ভেঙে ফেলা হবে? কই এমন কথা তো শুনিনি।

—'এ কেমন ধারা মশাই। এই মাত্রই তো বললেন, শুনেছেন। আবার বলছেন শোনেননি—এক মুখে দুই কথা।'

—'না মানে আমি অন্য কথা ভেবেছিলাম। খুলে বল তো পম্পি ব্যাপারটা কি?'

—'চারদিকে চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। সবার মুখে একই আতঙ্ক শহরতলীর বাড়ী-ঘর নাকি ভেঙে দেওয়া হবে।'

—'কী সব আজগুবি খবর রটিয়ে বেড়ায় পম্পি?'

—'হতে পারে খবরটা আজগুবি। কিন্তু লোকেরা বলাবলি তো করছে।'

—'না হয় মানলাম, বাড়ী-ঘর ভাঙা হবে। কিন্তু কেন? মানুষগুলো কোথায় যাবে? জঙ্গলে গিয়ে থাকবে নাকি?'

—'না কেউ জঙ্গলে যাবে না। কিছুই হবে না।'

—'তবে? বাড়ী-ঘর ভাঙবে অথচ জঙ্গলেও যাবে না। হাজার হাজার মানুষের কিছু তো একটা গতি হবে?'

—হ্যাঁ, তা অবশ্যই হবে।'

—'কি? সে গতি কি? বলতে পার পম্পি?'

—'মৃত্যু! মৃত্যু ছাড়া কোন গতি নেই।'

চোখে মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে লুসিয়ো বললেন—'মৃত্যু, একি মগের মুল্লুক নাকি?'

ওভারডোনের বিরক্তি প্রকাশ করল—'আপনারও খেয়ে কাজ নেই মশাই! পম্পি ভাঁড়ামো করছে আর আপনারাও তার সঙ্গে বকবক করছেন। যাবেন তো চলুন। অনেক কাজ আমার, নইলে আমি চললাম, আমার সময় নেই।'

সামনের দিকে হাঁটা শুরু করল সে।

লুসিয়ো এবং তাঁর সহযাত্রীও এগোল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ক্লদিয়ো কারাগারের সামনে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে। হাতে হাতকড়া লাগানো। কারাধ্যক্ষ দরজা খুলছেন কারাগারের।

ক্লদিয়ো কারাধ্যক্ষকে বললেন—এসব কী হচ্ছে কিছুই তো বুঝছি না!

কারাধ্যক্ষ নির্বাক।

ক্লদিয়ো কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকাশ করে বললেন—'আমাকে এভাবে হেনস্থা করার উদ্দেশ্য জানতে পারি কি?'

কারাধ্যক্ষ মুখের দিকে তাকালেন ক্লদিয়োর। তিনি বলে চললেন—'আমাদের হাতকড়া পরিয়ে ওভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে... ....'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই কারাধ্যক্ষ বললেন 'আপনি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছেন।

—'বৃথা রাগ করছি? বিনা কারণে আমাকে এভাবে হাতকড়া পরিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কুকুরের মত টানতে টানতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে এলেন। আর আপনি বলছেন কেন বৃথা রাগ করছি?'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। কেন আপনাকে কারাগারে রাখা হচ্ছে তা কি আমার জানার কথা?'

—'আপনার মত একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোকের তো অজানা থাকার কথা নয়।'

ইতিমধ্যে ওভারডোন চোখের জল মুছতে মুছতে বলল—তোমার এদশা হয়েছে কেন? হয়েছেটা কি? কি এমন অপরাধ করেছিলে যে একেবারে কারাগারে আসতে হল?

ক্লদিয়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'সে কথা থাক ওভারডোন। তাতে দুঃখ বাড়াবে বই কমবে না।'

—'কি? কি ব্যাপার? মেয়েঘটিত কোন ব্যাপার?'

—'তুমি তো জুলিয়েটকে জানই? সে আমার স্ত্রী। যথার্থই আমার বিয়ে করা স্ত্রী।'

—'তা তো জানি। তা কি নিয়ে এমন হল যে একেবারে হাতকড়া পরলে!'

—'আর তুমি এ-ও জান আমাদের বিয়েটা গোপনে সেরে ছিলাম। সামাজিক ভাবে না করে গীর্জায় গিয়ে মন্ত্র পড়ে—'

—'সবই জানি।'

—'কিন্তু কেন আমি এভাবে বিয়েটা করেছিলাম? কেবলমাত্র যৌতুকের অভাবে। আমি জুলিয়েটদের কাছে যৌতুক দাবী করেছিলাম কিন্তু তারা তা দিতে চাননি। কিন্তু তাই—'

—'তাই বলে তো প্রেয়সীকে প্রত্যাখান করা যায় না।'—লুসিয়ো বলে উঠলেন।

ক্লদিয়ো বললেন—'ঠিক তাই, তারপর যে কথা বলছিলাম, বিয়ে আমাদের হয়ে গেল ভেবেছিলাম, যৌতুকের ব্যাপারটা মিটে গেলে সবাইকে জানাব।'

ওভারডোন কিছু না জানার ভান করে বলল—'এতে এমন কি অপরাধ হল?'

—'আমরা স্বামী-স্ত্রীর মত মেলামেশা করতে লাগলাম দুর্ভাগ্যবশতঃ জুলিয়েট সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ল। খবরটা গোপন রইল না। ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ল।'

—'তাই বুঝি? কৃত্রিম বিস্ময়ে ওভারডোন বলল। ক্লদিয়ো বলে চললেন—'দেশে এখন ডিউকের নতুন প্রতিনিধির দাপট চলছে। কথাটা কানে যেতেই রেগে লাল। ব্যস। হুকুম জারি করলেন আগে আমাকে খাঁচায় ঢোকাতে।'

—'আপনি তো এক কাজ করতে পারেন, জুলিয়েট যখন আপনার পক্ষে, তখন সব কথা জানিয়ে ডিউকের প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলোর কাছে বিচারের জন্য অনায়াসে প্রার্থনা জানাতে পারেন।'

—'ডিউক দেশান্তরে গেছেন। প্রতিনিধির খোঁজ করেছি দেখা পাইনি। তোমাকে একটা অনুরোধ করব ওভারডোন, আশা করি বিমুখ করবে না।'

—'এতে দ্বিধার কি আছে বল।'

—'আমার হয়ে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

—'কি কাজ বল।'

—'তোমাকে একবারটি গীর্জায় যেতে হবে। সেখানে আমার বোন সন্ন্যাসিনী, তাকে গিয়ে বলবে, সে যেন ডিউক বা তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে।'

—'অবশ্যই যাব, তোমার কথা বুঝিয়ে বলব। আর কিছু?

—'না, এটুকু ব্যস! তবে তাকে বুঝিয়ে বোল আমার মুক্তির জন্য ভালভাবে অনুরোধ করে যেন। এককথায় আমাকে কারাগারের বাইরে আসার জন্য কিছুমাত্র ত্রুটিও যেন না রাখে।'

ওভারডোন আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিল, ক্লদিয়োকেও ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল।

ভিয়েনার সীমান্তে এক মাঠের কেন্দ্রস্থলে প্রার্থনাকক্ষে ডিউক ও সন্ন্যাসী ফ্রায়ার টমসে রজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় মগ্ন।

ফ্রায়ার টমাস বললেন—'মহামান্য ডিউক, আপনি তবে রাজমুকুট, সিংহাসন ও রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে এখানেই কিছুদিনের জন্য স্থায়ীভাবে বাস করতে স্থির করেছেন। তাই তো?'

—'হ্যাঁ, সেরকম চিন্তা করেই তো এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি।'

—'কিন্তু আমি ভাবছি নিরীহ প্রজাদের কথা। আপনি যে অ্যাঞ্জেলোর ওপর রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে এসেছেন তা তিনি পারবেন তো? রাজ্যশাসন, প্রজাপালন এক কঠিন কাজ। অবশ্য আপনি যখন তাঁর ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন তখন নিশ্চয়ই সে যোগ্য হবে।'

হেসে ডিউক বললেন—'অ্যাঞ্জেলোকে আপনি কতটুকু চেনেন জানি না। তার মত পরিশ্রমী, সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ খুব কম দেখেছি। আমি দীর্ঘদিন তাকে পরীক্ষা করেছি।'

—'তাই বুঝি?' সন্ন্যাসী হেসে বললেন।'

ডিউক পূর্ব প্রসঙ্গ টেনে বললেন—'আমি তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তবেই এ কাজের ভার দিয়েছি।'

—'অ্যাঞ্জেলো কি জানেন যে, আপনি এ মঠে আশ্রয় নিয়েছেন?'

'না, অবশ্যই না। অ্যাঞ্জেলো, প্রজারা এবং আর সবাই জানে আমি রাজ্য ছেড়ে পোলাণ্ডে এসেছি।'

—'আপনার অদ্ভুত আচরণের কারণ কি জানতে পারি?'

—'আপনি হয়ত ভাল জানেন না। 'আপনারা সন্ন্যাসী, সব জানার কথাও নয়। যাই হোক্ আমার রাজ্যে কিছু কঠোর আইনের প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।'

—'অ্যাঞ্জেলোর ওপরই শেষ পর্যন্ত আইনগুলোকে প্রয়োগের দায়িত্বভার দিয়ে এলেন।'

—'আমার বিশ্বাস আমি যা পারিনি অ্যাঞ্জেলো তা পারবে।'

—'আপনি যা পারেন নি, মানে কি বোঝাতে চাইছেন?'

আপনার দ্বারা আইনগুলোর প্রয়োগ সম্ভব হয়নি গাফিলতিতে সেগুলোর বাস্তবে রূপ পায়নি?

—'সত্যি বলতে কি, আমি পারিনি।'

—'কিন্তু অ্যাঞ্জেলো যে পারবে অর্থাৎ দায়িত্ব দেওয়ার পর পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হবে কিনা! রাজ্যে বিশৃঙ্খলাও তো হতে পারে।'

—'অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রয়োগ পদ্ধতির ত্রুটি থাকে ভয়াবহ রূপ তো নিতেই

পারে।'

—'তাই যদি বোঝেন তবে এরকম ঝুঁকি নিতে গেলেন কেন?'

'আমি গা ঢাকা দিয়েছি তো তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যই। আমি ঠিক করেছি এখানে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে থাকব।'

—'উত্তম! তারপর?'

'তারপর সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশেই প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করব। রাজদরবারেও ঘোরাফেরা করব।'

'সন্ন্যাসী টমাস হেসে বললে—'আপনার জন্য আমাদের মঠের দ্বার সব সময় খোলা। এখন চলুন, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, বিশ্রাম প্রয়োজন। আপনার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি। মঠবাসীদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর। আপনি যখন স্বেচ্ছায় এ পথ বেছে নিয়েছেন তখন আর—'

—'আপনাকে এজন্য ভাবতে হবে না। আমি ঠিক মানিয়ে নিতে পারব।'—বলে টমাসকে অনুসরণ করলেন।

ডিউক মঠে জীবন যাপন করছেন। এক সকালে সন্ন্যাসিনী ফ্রান্সিসকো এবং ক্লদিয়োর বোন ইসাবেলা বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে কথা বলছেন।

এমন সময় এক বালক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওভারডোন উপস্থিত হলেন।

ওভারডোন নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—'আপনার ভাই কারা-জীবন যাপন করছেন।'

—'কারা-জীবন? মানে ক্লদিয়ো কারা-রুদ্ধ? কেন? কি জন্য?'

—'অপরাধ তো কিছু ছিল অবশ্যই।'

—'কি সে অপরাধ? এমন কি করল সে?'

—'আপনার ভাই জুলিয়েট নামে একটি মেয়েকে সন্তানসম্ভবা করেছে।'

—'তাই যদি সত্যি হয় তবে ভাইয়ের উচিত তাকে বিয়ে করা।'

—'সমস্যাটা তো সেখানেই।'

—'সমস্যা? মেয়েটার এতবড় সর্বনাশ করে গা বাঁচাবার চেষ্টা কেবল অনুচিত নয়, জঘন্যতম অপরাধও বটে।'

—'না আমি সেকথা তো বলছি না। মহামান্য ডিউক অন্যত্র গেছেন। তারপ্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলো রাজকার্য পরিচালনা করছেন। তিনিই আপনার ভাইকে কারাগারে পাঠিয়েছেন।

'—তারপর। অ্যাঞ্জেলো তার সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছেন? কিছু জানেন?'

—'যতদূর শুনেছি আপনার ভাইয়ের প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

—'এখন আমাকে কি করতে হবে?'

—'ডিউকের বদলে অ্যাঞ্জেলোই এখন প্রধান। আপনার ভাই বলেছেন যদি তাঁকে বলে কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন।'

—'ঠিক আছে। চেষ্টা করে দেখি কিছু যদি করতে পারি।' ওভারডোন আশ্বাস

পেয়ে বিদায় নিল।

এদিকে অ্যাঞ্জেলো প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে এসকেলাসকে নিয়ে জরুরী আলোচনা করছেন। এমন সময় কারাধ্যক্ষ দরজায় এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল—'আমাকে ডেকেছেন?'

—'হ্যাঁ, জরুরী প্রয়োজনে ডেকে পাঠিয়েছি।'

—'বলুন কি নির্দেশ?'

—'ক্লদিয়োর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে জানেন নিশ্চয়?'

—'জানি, আদেশনামায় স্পষ্ট বলা আছে।'

—'সময়?'

—'সকাল ন'টা।'

—'তবে ক্লদিয়োকে যথাসময়ে তৈরী থাকতে বলবেন।'

—'অবশ্যই মনে রাখব।'

—'ঠিক আছে। সেই সঙ্গে আপনিও তৈরী থাকবেন। প্রাণদণ্ডাদেশ যাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় তার ব্যবস্থা করবেন।'

—'এ তো আমার কর্তব্য। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি আগেভাগেই সব ব্যবস্থা করে রাখব। কোন ত্রুটি হবে না।'

অ্যাঞ্জেলো বললেন—'ঠিক আছে। আপনি এখন আসতে পারেন।'

কারাধ্যক্ষ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড় পম্পি এবং কনস্টেবলের সাথে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক ভদ্রলোক অ্যাঞ্জেলোর সামনে উপস্থিত হলো।

পুলিশ কনস্টেবলটি অ্যাঞ্জেলোকে অভিবাদন জানিয়ে বলল—'প্রভু এরা খুবই অসভ্য প্রকৃতির। চলাফেরা সন্দেহজনক। তাই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।'

অ্যাঞ্জেলা ফ্রথ নামক ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। এর বয়স আশির বেশী তো কম নয়। এ বয়সে এমন জঘন্য অপরাধ কি করতে পারে?

কনস্টেবল বলল—'প্রভু লোকটি সত্যিই নচ্ছার। সমাজের শান্তি বিঘ্নি করছে।'

এসকেলাস বললেন—'শান্তি বিঘ্নিত করছে কিভাবে?'

কনস্টেবল বলল—'নচ্ছারটা স্ত্রীর সঙ্গে অসভ্য ব্যবহার করেছে।'

এসকেলাস তাকে নানাভাবে জেরা করছে দেখে অ্যাঞ্জেলো বিচারের দায়িত্ব তার ওপর দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এরকম একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে নষ্ট করার মত সময় তাঁর নেই।

অ্যাঞ্জোলো চলে যাওয়ার পরও এসকেলাস অনেকক্ষণ ফ্রথ ও পম্পিকে যাচাই করলেন তারাই প্রকৃত অপরাধী কি না।

কিন্তু শাস্তি দেওয়ার মত তাদের কোন অপরাধ চোখে পড়ল না। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদের ছেড়ে দিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় ক্লদিয়োর বোন ইসাবেলা অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা করতে এল।

ইসাবেলা সসম্মানে অ্যাঞ্জেলোর কাছে বক্তব্য রাখলেন—'আমার ভাই আপনার আদেশবলে বন্দী হয়েছেন।'

অ্যাঞ্জেলো কপাল কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল—'ভাই! আপনার ভাই? কি নাম তার?'

ইসাবেলা বললেন—'ক্লদিয়ো। শুনলাম তাঁকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। সত্যি?'

—'হ্যাঁ সত্যি।'

—'আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি পাপকে যে শাস্তি দিতে হয় দিন। কিন্তু পাপীকে ক্ষমা করুন।'

—'কিন্তু আমার নীতি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সন্ন্যাসিনী। পাপী ও পাপকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে শাস্তি বিধান করাই আমার প্রধান কাজ।'

—'তবে? তবে কি আমার ভাই ক্লদিয়োর প্রাণ রক্ষার কোন আশাই নেই?'

'এবার দু'পা এগিয়ে ইসাবেলার কাছে দাঁড়লেন।' ফিসফিস করে বললেন—'হাল ছাড়বেন না। আবার অনুরোধ জানান। কাতর মিনতি করে শেষ পর্যন্ত মন গলাতে পারেন কিনা দেখুন।'

ইসাবেলা এবার বললেন—'আমি কিন্তু বড় আশা নিয়ে ছুটে এসেছি। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আপনার ক্ষমা থেকে সে বঞ্চিত হবে না।'

—'না। কিছুতেই তাকে ক্ষমা করা যায় না। ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছে সে। মৃত্যুদণ্ড তাকে পেতেই হবে।'

—'কিন্তু একটা কথা বলছি শুনুন—আমার ভাই ক্লদিয়োকে ক্ষমা করলে মৃতুদণ্ডাদেশ ফিরিয়ে নিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।'

—'হে সন্ন্যাসিনী, অপরাধীর শাস্তি দান ধর্মের বিধান। তাছাড়া পরিস্থিতি যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে ক্ষমা করার সময় নেই। সব...র বড় কথা হলো আপনার ভাই আইনের চোখে অপরাধী।

—'তবু আমি অনুরোধ করছি তাকে মুক্তি দিন। নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করুন। আশা করি আপনি এর পরেও মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করে নিজেকে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন প্রমাণ করবেন না।

অ্যাঞ্জেলো মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে এক সময় ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'আপনার ভাইকে মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আপনাকে পালন করতে হবে। এবার ভেবে দেখুন, ভাইয়ের মৃত্যু না আপনার দেহের বিনিময়ে ভাইয়ের জীবন। কোনটা চান?'

ইসাবেলা নির্দ্বিধায় মত প্রকাশ করলেন—'আমার দেহ আপনাকে দিতে কিছুমাত্রও দ্বিধা নেই, কিন্তু আত্মাকে দিতে সম্মত নই।' আমার ভাইকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চাই। বিনিময়ে দেহদানে যে পাপ আমি অর্জন করব তা বহন করার মত শক্তি ঈশ্বরই আমাকে যোগাবেন।

অ্যাঞ্জেলো আবেগের সঙ্গে বললেন—'সুন্দরী আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে

মন উজাড় করে—'

'আমার ভাই ক্লদিয়োও তো জুলিয়েটকে কম ভালবাসে না। তাই তো তাকে আজ প্রাণ বিসর্জন দিতে হচ্ছে।'

—'আমার কথা শোন।'

—'আপনার কথা শোনার জন্যই তো আমি এতটা পথ ছুটে এসেছি। বলুন আমার ভাইকে.......।'

তাঁকে শেষ না করতে দিয়ে অ্যাঞ্জেলো বলে উঠলেন—'সুন্দরী, বিশ্বাস কর—আমি তোমাকে মনে প্রাণে ভালবাসি। তুমিও আমাকে বাস। ব্যাস! তবেই তোমার ভাই মুক্তি পাবে।'

ইসাবেলা স্বাভাবিক কণ্ঠেই উচ্চারণ করলেন—'আপনি মুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করুন। পরিষ্কার লিখুন, তাকে মুক্তি দেবেন। আর তা যদি না করেন তবে চীৎকার করে প্রচার করব আপনার কু-মতলবের কথা। দেশবাসী জানবে আপনার স্বরূপ।'

মুহূর্তে অ্যাঞ্জেলোর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখের তারায় ফুটে উঠল হতাশার ছাপ। তারপর নিজেকে সামিল নিয়ে বলল—তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। শুধু তোমার গায়েই কলঙ্ক লাগবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করলেন। একসময় ইসাবেলার সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—'আমার শেষ কথা শুনে রাখ। তোমার প্রতি আমার মন যখন দুর্বল হয়েছে তখন আমার কামনা তোমাকে পূর্ণ করতেই হবে। এখন তুমি আসতে পার। কাল দেখা হলে কথা হবে।'

এদিকে কারাধ্যক্ষের সঙ্গে ছদ্মবেশী ডিউক দেখা করতে এলেন নিজের পরিচয় গোপন করে। পরিচিত হিসাবে বললেন—'আমি সীমান্তবর্তী এক মঠবাসী সন্ন্যাসী। ভিয়েনার ভারপ্রাপ্ত শাসক অ্যাঞ্জেলোর ধর্মগুরু।'

কারাধ্যক্ষ তাঁকে সম্ভাষণ সেরে বললেন—'বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

—'আমি একবারটি দণ্ডিত কয়েদী ক্লদিয়োর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে?'

—'অবশ্যই। স্বয়ং দেশনায়ক যাঁর পদানত, আমার মত সামান্য একজন কারাধ্যক্ষের পক্ষে আদেশ অমান্য করার সাধ্য নেই। আপনি অনুগ্রহ করে বসুন, আমি কয়েদীকে আনার ব্যবস্থা করছি।'

কারাধ্যক্ষের নির্দেশে দুজন ক্লদিয়োকে নিয়ে ছদ্মবেশী ডিউকের সামনে এল।

ডিউক সংক্ষেপে তার পরিচয় ও কৃত অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে বললেন—'মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর অবিবেচক যুবক। জীবন আর মৃত্যু, ইহলোক আর পরলোক উভয়ই তোমার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সুন্দর হয়ে উঠুক।'

ক্লদিয়ো নির্বাক। পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝেতে ঘষতে ঘষতে বললেন—'শুনেছি মৃত্যুকে এড়াতে তুমি সাধ্যাতীত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু মৃত্যুর প্রতি এমন বিরূপ কেন? শেষ পর্যন্ত তার শরণাপন্নই তো হতে হবে। জেনে রাখ জীবনের মধ্যেই

অসংখ্য মৃত্যু লুকিয়ে রয়েছে।'

—'তাই-ই যদি সত্য হয় তবে মৃত্যুকেই আমি হাসিমুখে আলিঙ্গন করব।'

এমন সময় ইসাবেলা সে ঘরের দরজায় এলেন। তিনি কারাধ্যক্ষের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন এবং অনুরোধ জানালেন, তার ভাই ক্লদিয়োর সঙ্গে একান্তে দুটো কথা বলার সুযোগ দিতে।

কারাধ্যক্ষ সম্মতি দিলে ছদ্মবেশী ডিউক ও সন্ন্যাসিনী ইসাবেলা ক্লদিয়োর কাছে গেলেন।

ইসাবেলা চোখের জল মুছে বললেন—ভাই, অ্যাঞ্জেলো তোমাকে মৃত্যুলোকে পাঠাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তুমি নিজের মনকে তৈরী করে নাও সময় হয়ে গেছে।'

—'আমাকে বাঁচাবার কোন উপায়ই করতে পারলে না?'

—উপায় হতে পারে যদি আমার দেহটাকে একজনের কামনা পূরণের জন্য উৎসর্গ করতে পারি। আজ রাত্রেই তার কামনার আগুনে শান্তি বারি সিঞ্চন করতে হবে আমাকে। নয়ত কাল সকালে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

ক্লদিয়ো দিদির কথায় চমকে উঠল। মন বিষিয়ে উঠতে আচমকা দু'হাত দিয়ে কান চেপে বিকট আর্তনাদ করে উঠে বলল—চুপ কর! চুপ কর। এমন পাপ কথা আর মুখে এনো না। আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার জীবনরক্ষার আর আগ্রহ নেই। 'মৃত্যুকেই সহাস্যে বরণ করব আমি।'

ইসাবেলা—তবে তুমি মৃত্যুর জন্য নিজেকে তৈরী কর।

ক্লদিয়োর মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। বললেন, অ্যাঞ্জেলো কি সত্যি—ব্যাপারটা সত্যি জঘন্য? এমনও তো হতে পারে ব্যাপারটা তেমন জঘন্য নয়। অ্যাঞ্জেলো অবিবেচক ও নির্বোধও নন। তবে কেন তিনি এমন একটা কাজের জন্য উৎসাহী হলেন?

ইসাবেলা—ভাই তুমি কি বলছ? তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ইসাবেলা কথা শেষের আগেই আর্তনাদ করে উঠলেন—'মৃত্যু ভয়ঙ্কর। আমি কিছুতেই মৃত্যুর শিকার হতে চাই না। আমাকে প্রাণে বাঁচাও, রক্ষা কর। একটা মাত্র জীবনের জন্য তোমার পাপরাশি, পূণ্যের ডালি পূর্ণ করে তুলবে।'

ইসাবেলা গর্জে উঠলেন—'তুমি এমন স্বার্থপর, খালি নিজেকে নিয়ে ভাব। নিজের জীবন রক্ষা করতে তুমি আমাকে নির্দ্বিধায় পাপের মুখে ঠেলে দিচ্ছ। আমি বলছি তোমার মৃত্যু হওয়াই দরকার।'

এমন সময় ছদ্মবেশী ডিউক আকস্মাৎ সে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ছদ্মবেশী ডিউক চোখে মুখে বিতৃষ্ণা এঁকে বললেন—'আমি অ্যাঞ্জেলোর ধর্মগুরু। পাশের ঘর থেকে তোমাদের কথোপকথন শুনেছি। ইসাবেলার দিকে ফিরে বললেন—'মা, তোমার চরিত্রকে কলঙ্কিত করার কিছুমাত্র ইচ্ছাও তার নেই।'

—'তবে? তবে তিনি যে নিজ মুখে—'

—'আমার কিছুই বুঝতে বাকি নেই। তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যই অ্যাঞ্জেলো এরকম একটা পাপ প্রস্তাব দিয়েছে। এবার ক্লদিয়োকে লক্ষ্য করে বললেন—হঠকারী যুবক, তোমার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগের জন্য তৈরী হও।'

ইতিমধ্যে ইসাবেলা গুটি গুটি পায়ে বাইরে চলে এসেছেন। ছদ্মবেশী ডিউক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ইসাবেলার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন—তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য হলেও অ্যাঞ্জেলো তোমার প্রতি যে অসঙ্গত উক্তি প্রয়োগ করেছেন তার হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তোমার ভাইকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে তুমি আগ্রহী কি?'

—'আমি নিজে গিয়ে আমার মতামত তাঁকে জানাব। তবে আমাদের ডিউক যদি কোনদিন ফিরে আসেন, তাকেই আমার যা কিছু অভিযোগ জানাব।'

—'ধৈর্য্য হারিয়ো না মা! আমি কি বলছি ঠাণ্ডা মাথায় শোন। আমার পরামর্শ মত কাজ করলে তুমি ভাইকে বাঁচাতে পারবে। তুমি যদি আগ্রহী থাক তবে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করতে পারি।'

ইসাবেলাকে বললেন—'সেনাপতি আর তার বোন মারিয়ানার কথা তুমি অবশ্যই শুনে থাকবে। মারিয়ানার সঙ্গে অ্যাঞ্জেলোর বিয়ে কথা পাকা ছিল। বোনের বিয়ের যৌতুক নিয়ে জাহাজে করে ফিরতে গিয়ে জাহাজডুবীতে ফেডারিক প্রাণ হারায়। ফলে বিয়ে আর হয়নি, আর মারিয়ানা আজও নিঃসঙ্গ। তুমি একবার তার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে তোমার জায়গায় পাঠাও। এ ব্যবস্থায় তোমার ভাইয়ের জীবনও বাঁচবে আর মারিয়ানারও একটা পাকাপাকি জায়গা হবে। সেটাই আগে করা দরকার।'

'—আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত।'

দু-তিন দিন পর ছদ্মবেশী ডিউক সেণ্টলুক গীর্জায় প্রার্থনা সেরে বেরিয়ে আসছেন, দরজায় মারিয়ানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে ঈশারায় পাশের ঘরে যেতে বললেন।

'মারিয়ানা ডিউকের নির্দেশ মানলেন। এবার ইসাবেলা ডিউককে সরাসরি বললেন—আমি অ্যাঞ্জেলো মশাইয়ের কাছে যেতে চাই।'

—কবে? কবে যেতে চাইছ?

—আজ রাত্রেই।

—আজই?

—হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার যাবতীয় কথা সেরে নেওয়া হয়েছে। আমি তার বাগান বাড়ীতে অপেক্ষা করব।

—'তবে তো ভালই হল। তোমার ব্যবস্থা তুমি নিজে করে নিয়েছ।' কথাটা সেরেই পাশের ঘর থেকে মারিয়ানাকে ডাকিয়ে আনলেন।

ইসাবেলাকে সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—এর কাছ থেকে অনেক মজার কাহিনী শুনতে পাবে। যাও এর সঙ্গে যাও।

পাশের ঘরে গিয়ে সব শুনে মারিয়ানা অ্যাঞ্জেলোকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন।

অবশ্য ইতিমধ্যে মত পরিবর্তন যদি না করে থাকেন।

কারাগারের ছোট একটা কক্ষে কারাধ্যক্ষ পম্পিকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করছেন।

কারাধ্যক্ষ রসিকতা করলেন—'সত্যি করে কি তুমি মানুষের শিরচ্ছেদ করতে পার?'

'—পারি। তবে যার মাথা কাটব তাকে অবিবাহিতা হতে হবে।'

—বিস্মিত হয়ে কারাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন—এ কেমন কথা? তা বিবাহিতা হলে, না পারার কারণ কি?

'—অবিবাহিত মানুষের মাথাটা তার নিজের। কিন্তু বিবাহিতদের মাথার মালিকানা অন্য আর একজনের, মানে তার স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত থাকবে। অতএব মাথাটা স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকের শিরচ্ছেদ করে অপবাদ কুড়োবার ইচ্ছা আমার নেই।'

এমন সময় জল্লাদ অ্যাভরসন কারাধ্যক্ষের কাছে এল নির্দেশের জন্য।

কারাধ্যক্ষ তাকে বললেন—শোন এর নাম পম্পি। ফাঁসি দেবার কাজে সাহায্য করবে। খুবই দক্ষ। সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

কয়েক মিনিট পরেই সন্ন্যাসী ডিউক কারাধ্যক্ষের ঘরে ঢুকলেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ডিউককে বললেন—ভাল কথা, ক্লদিয়োর ব্যাপারে নতুন কিছু ভেবেছ কি?

মুচকি হেসে ডিউক বললেন—'এখন মনে হচ্ছে ক্লদিয়ো আকাশে নতুন করে সূর্য দেখা দিয়েছে। তবে আগামী কাল সকালে তার আদেশ আসার সম্ভাবনা নেই। আপনাকে—'

কথা বলার মাঝখানে অ্যাঞ্জেলোর দূত সেখানে এল একটা চিঠি দিল কারাধ্যক্ষের হাতে। চিঠিতে লেখা আছে—'আমার পূর্ব আদেশই বলবৎ থাকবে, আর তা যেন যথাসময়ে পালিত হয়। ভোর চারটেয় হবে ক্লদিয়োর ফাঁসি এবং পাঁচটায় বার্নাদিওর। ফাঁসি হয়ে গেলে ক্লদিয়োর মুণ্ড আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

চিঠির বক্তব্য শুনে ডিউক চিন্তিত মুখে বললেন—ক্লদিয়োকে চিনি কিন্তু বার্নাদিওে কে?

কারাধ্যক্ষের উত্তর তাচ্ছিল্য ভরে—'একটা আধপাগল লোক মশাই একেবারে ছন্নছাড়া। ছোটবেলা থেকেই কোন না কোন কারণে জেলে আসছে। তার কাছে মৃত্যু মানে দীর্ঘসময়ের ঘুম। বাঁচা-মরা দুটোই সমার্থক। অতীত-ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।'

ডিউক বললেন—এক কাজ করবেন। ভোর চারটের সময় বার্নাদিওকে ফাঁসি দিয়ে তার মুণ্ডটা অ্যাঞ্জেলোকে পাঠাবেন।

—'অসম্ভব। তা সম্ভব নয়।'

—'কেন? অসম্ভব কেন?'

'অবশ্যই অসম্ভব কেন না দুজনকেই অ্যাঞ্জেলো ভালভাবে চেনেন। সুতরাং আমার অবস্থা তখন কি হবে—'

ডিউক বললেন—'মৃত্যুই সর্বশ্রেষ্ঠ ছদ্মবেশ। ক্লদিয়োর চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেলবেন। তাহলে দুজনের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকবে না। বলতে বলতে ডিউক পকেট

থেকে পাঞ্জা আর মোহর বার করে কারাধ্যক্ষের সামনে ধরলেন।

কারাধ্যক্ষ সেগুলোর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ডিউক এবার বললেন—আশা করি এগুলো যে ডিউকের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে রাজা ফিরে আসবেন আর আপনিও এ কাজের জন্য পুরস্কৃত হবেন।

কারাধ্যক্ষ তার আদেশ পালন করবে শুনে ডিউক বিদায় নিলেন।

কারাগারের দরজার কাছে পম্পি, বার্নাদিও ও জল্লাদ কথা বলছে। পাঁচটার বদলে চারটেয় ফাঁসি হবে বলে তাকে তৈরী করার আয়োজন চলছে।

'এমন সময় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ডিউক সেখানে এলেন। ডিউক বার্নাদিওকে বললেন—কিছুক্ষণ পরেই তুমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। তাই তোমাকে অন্তিম সময়ে উপদেশ দিতে এলাম।'

'বিদ্রূপের সঙ্গে বলল বার্নাদিও—আপনার ধারণা ভ্রান্ত। কে বলল আমি চলে যাচ্ছি। আপনারা আমাকে যতই অনুরোধ করুন না কেন এত তাড়াতাড়ি আমি মরছি না।'

—'সে কী! তোমাকে যে মরতেই হবে।'

—'ধুৎ মশাই। আমার মন বলছে কিছুতেই মরব না। আর আপনি কিনা সেই থেকে এক কথা বলে যাচ্ছেন—বলে বার্নাদিও চলে গেল।

সন্ন্যাসী ডিউক হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন।

এমন সময় কারাধ্যক্ষ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন—'ফাদার বার্নাদিওর পরমায়ু আর বেড়ে গেল। তাকে ফাঁসি না দিলেও চলবে।'

ডিউক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকালে কারাধ্যক্ষ বললেন—'হ্যাঁ, ফাদার একটু আগেই এক কয়েদী মারা গেছে। লোকটা ঠিক ক্লদিয়োর মত দেখতে। তার মুণ্ডটা কেটে অ্যাঞ্জেলোর কাছে পাঠালেই হবে।'

—'তবে তাই করুন।'

—'কিন্তু ফাদার, ক্লদিয়ো আর বার্নাদিওর কি হবে?'

—'তাদের কাউকে ফাঁসি দেবার দরকার নেই। এক কাজ করুন, পনের দিনের জন্য লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন।'

—'এমন সময় উদ্ভ্রান্তের মত ইসাবেলা উপস্থিত।'

—'ফাদার আমার ভাই ক্লদিয়োর ব্যাপারে অ্যাঞ্জেলো কি করছেন?'

—'যা করা উচিত তাই—'

— 'ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার মুক্তির আদেশ। মুখের কথা শেষ না হতেই ডিউক বললেন—'মুক্তি?

হ্যাঁ, মুক্তির আদেশ অবশ্যই হয়েছে। চির মুক্তির আদেশ।

ইসাবেলা আর্তনাদ করে উঠল—'চির মুক্তি? না হতে পারে না। কখনই না।'

ছদ্মবেশী ডিউক তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। আর বললেন—'তাই হয়েছে, তুমি কেঁদো

না। বৃথা কান্নাকাটি কর না মা।'

ইসাবেলা কান্নায় ভেঙে পড়লে ডিউক সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন—'আর তো একটা দিন। তুমি মিছে কেঁদো না, আগামী কাল ডিউক ফিরবেন।'

ইসাবেলা মুখ তুলে ছদ্মবেশী ডিউকের দিকে তাকালে ডিউক বললেন—'চোখ মোছ, ধৈর্য্য ধর। আগামী কাল ডিউক ফিরে এলে তাঁকে অভিযোগ জানিও।'

ডিউক ফিরে এসেছেন শুনে রাজ্য জুড়ে উৎসব শুরু হলো। ডিউক পারিষদদের নিয়ে সভাকক্ষে অবস্থান করছেন। পাশে অ্যাঞ্জেলো।

সভাকক্ষের দরজায় ফাদার পিটার এফ, ও ইসাবেলা এসে দাঁড়ালেন। ডিউক সন্ন্যাসী পিটারকে অভিনন্দন জানালে তারা ভিতরে এলেন।

ইসাবেলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'মহামান্য ডিউক, আমি সুবিচার পাব বলে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

—'সুবিচার! কিসের সুবিচার? তুমি অবশ্যই পাবে, কিন্তু কে তোমার ওপর অবিচার করল?'

কোন কথা না বলে ইসাবেলা কাঁদতে লাগলেন। ডিউক এবার পাশে অ্যাঞ্জেলোকে দেখিয়ে বললেন—

'অ্যাঞ্জেলো তোমার অভিযোগ শুনে বিচার করবে। ইসাবেলা বিতৃষ্ণার সঙ্গে বললেন—আমি আপনার কাছে এসেছি সুবিচারের জন্য।'

—কিন্তু আমি তো অবিচার করছি না। যাতে তাই পাও তার ব্যবস্থা করছি। অ্যাঞ্জেলো তোমার ইচ্ছা পূরণ করবে।

—'মহামান্য ডিউক, আপনি এক পাষণ্ডের কাছে আমাকে পাঠাচ্ছেন।'

—'পাষণ্ড, অ্যাঞ্জেলো পাষণ্ড?'

—'পাষণ্ড বললে হয়ত ঠিক হবে না। শয়তান [illegible]ই উচিত ছিল।'

অ্যাঞ্জেলো রীতিমত রেগে গর্জে উঠলেন—এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এর ভাই ক্লদিয়োর জন্য আমার কাছে—

'প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে এরকমই করছিল।'

ডিউক ইসাবেলার দিকে তাকালেন, তিনি কিছু বলার আগেই ইসাবেলা বলেন—'মহামান্য ডিউক, আমি ক্লদিয়ো নামে এক যুবকের বোন। তাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।'

—'প্রাণদণ্ডের আদেশ কেন?'

—'অবৈধ প্রেমের জন্য।'

—'তারপর? তারপর কি হয়েছিল?'

—'আমি অ্যাঞ্জেলোর কাছে ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা চেয়ে আবেদন জানাই।'

—'তা তো তুমি জানাতেই পার।'

—'কিন্তু এর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে গেলে আমার শরীরের বিনিময়ে ভাইয়ের

প্রাণরক্ষা হবে একথা বললেন।'

—'কুমারী দেহের বিনিময়ে প্রাণরক্ষা।' তা তুমি কি বললে—ডিউক জিজ্ঞাসা করলেন।

—'ভাইয়ের জন্য আমি এতই কাতর ছিলাম যে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হই। মহামান্য ডিউখ, পাষণ্ডটা তার আকাঙ্খা চরিতার্থ করল বটে কিন্তু কথার খেলাপ করে ভাইকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছেন।'

ডিউক মুহূর্তকাল নীরবে থেকে বললেন—'অ্যাঞ্জেলো যা সঙ্গত তাই করেছে।'

—'আপনার মুখেও একই কথা।'

—'বললামই তো অ্যাঞ্জেলো কোন অন্যায় করেনি। আমি ভালই জানি তার চরিত্র নিষ্কলুষ। তুমিই তাঁকে মিথ্যা হেনস্থা করছ।'

—'আপনি তাকে সমর্থন করছেন! এমন জঘন্য কাজ করল দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—'

তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে ডিউক বললেন—'সত্যি করে বল তো, অভিযোগ জানাতে কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

—'ফাদার লোডোইক। তারই পরামর্শে এখানে ছুটে এসেছি। আমাকে স্নেহ করেন বলেই—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডিউক বললেন—'ফাদার লোডোইক? ভাল করে চিনি তাকে, একেবারে যাচ্ছেতাই লোক।'

ফাদার পিটার এবার বললেন—মহামান্য ডিউক, আপনি যাই বলুন না কেন ফাদারকে ঐ পর্যায়ে ফেলা যায় না। আপনি আগে ইসাবেলার বক্তব্য শুনুন তারপব আপনার রায় দেবেন। এমন জঘন্য—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মারিয়ানা এক মুখ ঘোমটা টেনে সেখানে এলেন।

'ডিউক তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পর বললেন—মুখ ঢেকে অভিযোগ পেশ করা যায় না। ঘোমটা সরান, তারপর যা কিছু বক্তব্য আছে বলতে পারেন।'

—'তা তো আমি পারি না মহামান্য ডিউক।'

—'সে কী কথা! আপনি কে, আমার জানা চাই। মুখই তো মানুষের মনের আয়না।'

মারিয়ানা ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'ঘোমটা সরাতে পারি যদি আমর স্বামীর অনুমতি পাই।'

—'স্বামী? কোথায় আপনার স্বামী? 'কাকে আপনি স্বামী বলে সম্বোধন করছেন।'

ডিউকের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে মারিয়ানা বললেন—'মহামান্য ডিউক, একটু আগে যে মেয়েটি অ্যাঞ্জেলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, সে আমার স্বামীর বিরূদ্ধেও অভিযোগ এনেছে।'

ডিউক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন—'আমার সবকিছু কেমন গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। আপনি পরিষ্কার করে বলুন।'

—'মহামান্য ডিউক, আমি প্রমাণ করে দেব যে ঐ মেয়েটি যা বলেছে সব মিথ্যা।'

—'তুমি যে বললে তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ।'

—'ওই ব্যক্তিই আমার স্বামী!' বলে অ্যাঞ্জেলোর দিকে তাকাল মারিয়ানা।

—'কে? কার কথা বলছ? অ্যাঞ্জেলো তোমার স্বামী।'

—'হ্যাঁ, মহামান্য ডিউক।'

কথাটা শুনেই অ্যাঞ্জেলো সচকিত হয়ে উঠলেন—'একী অদ্ভুত কাণ্ড! হে রহস্যময়ী তোমার ঘোমটা খোল। মুখ না দেখে কোন মন্তব্য করব না।'

মারিয়ানা সোল্লাসে বললেন—খুলছি, খুলব, অবশ্যই খুলব। আমার স্বামীর আদেশ যখন শুনেছি।

কথা বলতে বলতে এক টানে মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিতেই অ্যাঞ্জেলো সবিস্ময়ে মারিয়ানার দিকে তাকিয়ে রইল।

মারিয়ানা বললেন—'এবার বলছি শোন, আমিই সেই, যাকে তুমি ইসাবেলা মনে করে ভোগ করেছিলে।'

ডিউক জিজ্ঞাসা করলেন—'অ্যাঞ্জেলো, আগন্তুক মহিলাটি কি তোমার পরিচিতা?'

—'হ্যাঁ, চিনি, মহামান্য ডিউক। ওর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়েছিল। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় সে বিয়ে ভেঙে যায়। তারপর আর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

—'কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কথা ও যা বলছে সত্যি?'

অ্যাঞ্জেলো সক্রোধে বললেন—'বাজে কথা, আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে।'

—'তুমি বলতে চাইছ! সবই চক্রান্ত।'

—'অবশ্যই, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এসব কাজ করা হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। সবই চক্রান্ত। তবে তুমিই এ চক্রান্তের নায়ক।'

—'আপনিও মহারাজ আমার প্রতি—'

ডিউক বলে উঠলেন—'বাজে কথা রেখে যা বলছি কর। সেই ফাদারকে খুঁজে বের কর।'

—'কিন্তু—'

—'না, কোন কথা শুনতে চাই না। যেখান থেকে পার ধরে নিয়ে এস। আমি কিছু সময়ের জন্য বের হচ্ছি। জরুরী কাজ সেরে ফিরে আসব।'

ডিউক বেরিয়ে গেলেন। পাশের ঘরে গিয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরে লুসিয়োকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। কারাধ্যক্ষ এলেন দু'মিনিট পর।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ো বললেন—'এই যে সেই হতচ্ছাড়া সন্ন্যাসী এসেছেন।'

এসকেলাস বললেন—'ফাদার, আপনিই কি অ্যাঞ্জেলোর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন?

—'আমি? কিসের চক্রান্ত?

—'কেন কিছুই বুঝতে পারছেন না, নাকি না বোঝার ভান করছেন?'

'বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ছদ্মবেশী বললেন—আমি কিভাবে চক্রান্ত করলাম?'

চক্রান্ত বলছি এই জন্যই যে ঐ মহিলা দুজনকে আপনিই অ্যাঞ্জেলোর বিরূদ্ধে নিয়োগ করেছেন। সত্যি কিনা?

বাজে কথা। ঠিক আছে ডিউককেই যা বলার বলব। কোথায়? কোথায় গেলেন ডিউক? আমার যা কিছু বক্তব্য আমি তাকেই বলব।

এসকেলাস বললেন—'ডিউক নেই। আমরা তার প্রতিনিধি।'

—'প্রতিনিধি নয়, ডিউককে চাই।'

—'বললাম তো, আমরা ডিউকের প্রতিনিধি। আপনার যা বলার আমাদের কাছেই বলতে পারেন! এতটুকু মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। যা সত্য তাই—'

ইসাবেলার দিকে তাকিয়ে ডিউক সমবেদনার সুরে বললেন—হায় রে, ন্যায় বিচার কার কাছ থেকে আশা কর! যাদের ওপর ভার দিয়ে ডিউক নিশ্চিন্ত তারাই এক একটা বজ্জাত। হাড়ে হাড়ে শয়তান।

এসকেলাস ক্রোধে ছদ্মবেশী ডিউকের দিকে তাকালেন। ছদ্মবেশী ডিউক সক্রোধে বললেন—'এ যে শিয়ালের কাছে মুরগি জমা রাখা হয়েছে। ডিউক শয়তানদের কাছে রাজ্য আর প্রজাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি তো নিজে ন্যায়পরায়ণ নন। তাই হয়ত—

এসকেলাস গর্জে উঠলেন—'আপনার স্পর্ধা তো কম নয়। মহামান্য ডিউক ন্যায়পরায়ণ নন, এতবড় কথা। ম্লান হেসে ছদ্মবেশী বললেন—এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

—'উত্তেজিত হব না! মহামান্য ডিউক সম্বন্ধে যা নয় তাই বলে যাবেন আর আমরা সহ্য করব।'

ডিউক হেসে বললেন—বললামই তো আমার কিছুই করতে পারবেন না। যা সত্য তার জন্য ভয় কিসের?'

—'ঠিক আছে, দেখা যাবে ডিউক কিছু **করতে পারেন** কিনা' এসকেলাম আগের মতই গর্জে উঠল।

ডিউক বললেন—আমি দেখতে **পাচ্ছি ভিয়েনায়** এখন আইন বলে কিছু নেই। অরাজকতা চলছে। সবচেয়ে বড় ক**থা ডিউকের প্র**তিনিধিরাই সবচেয়ে বেশী আইন লঙ্ঘন করছে। রক্ষকরাই এখানে **ভক্ষক হয়ে দাঁ**ড়িয়েছেন। আইনের দোহাই দিয়ে রাজ্য জুড়ে 'অনাচার আর ব্য**ভিচারের তাণ্ডব** চালাচ্ছেন।'

এসকেলাস রেগে একেবা**রে অগ্নিশর্মা হয়ে** উঠল—'এত স্পর্ধা আপনার! রাষ্ট্রের নামেই কলঙ্কের কালি **ছড়াচ্ছেন! কে** আছে—রাষ্ট্রদ্রোহী সন্ন্যাসীকে বন্দী কর কারাগারে—'

অ্যাঞ্জেলো এবার **মুখ খুললেন**—'এ সন্ন্যাসীর বিরূদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ আছে? যদি কিছু **বলার থাকে সবা**র সামনে বলতে পার।'

—'আছে। অব**শ্যই আছে। এ** সন্ন্যাসী সেদিন বলেছিলেন, ডিউক অপদার্থ, যাকে বলে একটা ভাঁড়।'

তাঁর কথা শেষ না হতে ছদ্মবেশী ডিউক বললেন—'কী সব বাজে বকবক করছেন?

ডিউক সম্পর্কে আপনিই কুৎসিত মন্তব্য করেছিলেন।'

এসকেলাস—'কারাধ্যক্ষ, দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? ভণ্ড সন্ন্যাসীকে কারাগারে নিয়ে যান।'

কারাধ্যক্ষ এগিয়ে এসে ডিউককে ধরতে গেলে তিনি বলে উঠলেন—'দাঁড়ান একটু দাঁড়ান।'

লুসিয়ো বলে উঠলেন—'ভণ্ড সন্ন্যাসী, যাবার আগে তোমার পোশাক খুলে আসল রূপটা দেখিয়ে দাও। সবাই দেখুক, চিনুক।' কথা বলতে বলতে ডিউকের টুপী, দাড়ি ধরে টান দিতেই সেগুলো হাতে চলে এল।' ডিউকের প্রকৃত রূপ দেখে আঁতকে উঠে ভীত সন্ত্রস্ত মুখে বললেন—'এ কি কেলেঙ্কারী! এ যে স্বয়ং ডিউক। ফাঁসির চেয়েও বড় কাজ করে ফেলেছি।

ডিউক গম্ভীর মুখে বললেন—'অ্যাঞ্জেলো, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে তুমি যদি কিছু বলতে চাও, বলতে পার।'

অ্যাঞ্জেলো কাঁপা গলায় বললেন—'মহামান্য ডিউক, আমি বুঝতে পারছি আমার ওপর সর্বদা দৃষ্টি রেখেছিলেন। আমাদের অপরাধের শেষ নেই। ক্ষমা চাওয়ারও সাহস নেই। আমার প্রাপ্য একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। তাই আমাকে দিন।'

—'মৃত্যুদণ্ড নয়, তোমার প্রাপ্য বিবাহ নামক দণ্ড।'

মারিয়ানাকে দেখিয়ে বললেন—'এ মহিলাকে বিবাহ করতে হবে। পাদরী মশাই এখানে আছেন। কথা না বাড়িয়ে গীর্জায় গিয়ে বিয়ে করে ফেল।'

ইসাবেলা বললেন—'আমার কথা কি বিবেচনা করলেন?'

—'তোমার কথাও আমার স্মরণে আছে। আর আমার মতামত তো আগেই জানিয়েছি। আমি এখনও তোমার সেবা করতে আগ্রহী। এর বেশী কিছু তুমি আশা কর কি?'

কিছুক্ষণ পরে অ্যাঞ্জেলো ও মারিয়ানা বর-বধূর সাজে ডিউকের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ডিউক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—'অ্যাঞ্জেলো, তোমার বিচার এখনও শেষ হয়নি। এক কুমারী নারীর সতীত্ব নষ্ট এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত তুমি। এই অপরাধকে ক্ষমা করা যায় না। মৃত্যুদণ্ডই তোমার প্রাপ্য।'

মারিয়ানা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন—'মহামান্য ডিউক আমাকে স্বামী উপহার দিয়ে আবার কেড়ে নেবেন।'

ডিউক বললেন—'এক অপদার্থ লম্পটের জন্য তুমি কেঁদে আকুল হচ্ছ। এর চেয়ে অনেক ভাল স্বামী তোমাকে আমি দেব।'

মারিয়ানা বললেন—'না, ভাল স্বামী আমার দরকার নেই। একে বাঁচান, একেই আমি চাই।'

ডিউক গাম্ভীর্য রেখে বললেন—'আমি অসহায়। তোমার এ অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।' এবার কারাধ্যক্ষকে বললেন—'যাও, অ্যাঞ্জেলোকে ফাঁসির ব্যবস্থ কর।'

মারিয়ানা উপায় না দেখে এবার ইসাবেলার হাত দুটো ধরে বললেন—'আমার স্বামীর জীবন রক্ষা কর ভাই। আমি সারা জীবন তোমার দাসী হয়ে থাকব।'

ইসাবেলা তাকে বাধা দিয়ে ডিউককে বললেন—'এ অভাগাকে বাঁচান মহামান্য ডিউক। আমার বিশ্বাস আমাকে দেখার আগে এর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। দয়া করে ফাঁসির আদেশ ফিরিয়ে নিন।

ডিউক কোন উত্তর না দিয়ে কারাধ্যক্ষকে বললেন—'আমাকে আগে বল ক্লদিয়োকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল কেন? তার জন্য কোন বিশেষ লিখিত নির্দেশ তুমি পেয়েছিলে কি?'

'—না প্রভু। দূত মারফর মুখে নির্দেশ পাঠান হয়েছিল।'

—মুখের নির্দেশেই একটা লোককে ফাঁসি দিলে। এ অপরাধের জন্য তোমাকে আমি পদচ্যুত করলাম। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে তোমার মত অযোগ্য লোককে রাখা উচিত নয়।'

—প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন। বার্নাদিও নামে আর একজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়েও তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। কারাধ্যক্ষের আদেশে র্বানাদিওকে ডিউকের সামনে হাজির করল। পরমুহূর্তেই মুখঢাকা ক্লদিয়োকে নিয়ে অন্য এক কারারক্ষী সেখানে এল।

ডিউকের নির্দেশে ক্লদিয়োর মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। ডিউক এবার ইসাবেলাকে বললেন—এ তোমার ভাইয়ের মত দেখতে কি? যদি তাই হয় তবে তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মুক্তি দিলাম। এবার তোমার হাত আমার হাতে রাখ।'

ডিউকের নির্দেশে ইসাবেলা নিজের হাত দুটো তাঁর হাতে রাখলেন। এবার বল—'আমি তোমার—আমি তোমারই।'

ইসাবেলা ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন—'আমি তোমার।'

ডিউক ও বলল—'আমি তোমার।'

ডিউক এবার বললেন—'অ্যাঞ্জেলো, মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করলাম। স্ত্রীকে নিজের জীবন দিয়ে ভালবাসবে।'

এবার ক্লদিয়োকে বললেন—'তুমি জুলিয়েট-এর প্রতি ঘোরতর অবিচার করেছ। তাকে বিয়ে করে যোগ্য স্ত্রীর মর্যাদা দাও।'

কর্তব্য সম্পাদন করে ডিউক ইসাবেলার হাত ধরে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিং হেনরি দ্য সিক্সথ (১ম খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

ওয়েস্ট মিনিষ্টার মঠ।

আজ ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরি পরলোক গমন করেছেন। তার মরদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ওয়েস্ট মিনিস্টার মঠ সংলগ্ন সমাধিপ্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করার আয়োজন করার জন্য সকলে ব্যস্ত। শোকাহত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সমাধিপ্রাঙ্গণে উপস্থিত থেকে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য তদারকি করেছেন।

সমাধি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছেন মৃত রাজার বৃদ্ধ খুল্লতাত আর রাজপ্রতিনিধি গ্লস্টারের ডিউক। রাজার আর এক খুল্লতাত ফ্রান্সের রাজপ্রতিনিধি ডিউক অব বেডফোর্ড।

অতি বৃদ্ধ একজিটারের ডিউক টমাস বোফোর্ট-এর গাড়ী এক সময় এসে সমাধিপ্রাঙ্গণের সদর দরজায় দাঁড়ায়। সম্পর্কে তিনি মৃত রাজার পিতার খুল্লতাত। কয়েকজন ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে হাত ধরে খুব আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নামিয়ে রাজার শবাধারের কাছে নিয়ে এলেন। সাহায্যকারীদের মধ্যে ওয়ারউইকের আর্লও রয়েছেন।

উপস্থিত সবার মুখে আতঙ্কমিশ্রিত শোকের ছায়া

রাজা পঞ্চম হেনরির আকস্মিক অকালমৃত্যু হয়েছে। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, ওয়েস্ট মিনিস্টার উপস্থিত হয়েছেন শবযাত্রীরা। ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় আবৃত হয়ে উঠুক নীল নির্মল আকাশ, উজ্জ্বল দিবালোক পরিণত হয়ে উঠুক রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে। ইংল্যাণ্ডের যে সব কুচক্রীর দল আপন স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে এমন সদাশয় মহানুভাব রাজাকে অকালে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে বজ্রাঘাতে হোক তাদের মাথায়। হায় ভগবান! কোথা থেকে কী হয়ে গেল। এমন মহানুভাব রাজাকে হত্যা করল!

গ্লসেস্টর বললেন, ইংল্যাণ্ড এমন রাজা কখনো পায়নি তার আগে। তিনি ছিলেন বহু গুণাবলীতে ভূষিত। তাঁর সঞ্চালিত তরবারির উজ্জ্বলতা চোখ ধাঁধিয়ে দিত অসংখ্য মানুষের। তার বলিষ্ঠ পদযুগল ছিল ড্রাগনের পাখার চেয়ে দীর্ঘ। গ্লসেস্টর কাঁদতে কাঁদতে আরও বললেন, সত্যিই তিনি ইংল্যাণ্ডের মহানুভাব রাজা ছিলেন। এমন

প্রজাহিতৈষী সর্বগুণান্বিত রাজা এর আগে সিংহাসনে বসেন নি। তার স্নেহ-ভালবাসা-মমতার জন্য প্রজারা নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করতে পারতেন। অন্যদিকে প্রতিবেশী রাজারা তাঁর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন। এমন মানবদরদী রাজাকে কে হত্যা করল? কিং হেনরিকে কে না ভয় করত? ফরাসীরা তো ভয়ে কাঁপত। এবার ফরাসীদের পোয়া বারো। এবার ইংল্যাণ্ডকে কে রক্ষা করবে।?

ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় একজিটারের ডিউক বললেন, কালো পোশাক পরে শোক প্রকাশ করা বৃথা। আমাদের এখন উচিত রক্তের মাধ্যমেই বদলা নেওয়া। আমরা কি এই নির্মম-পাশবিক উল্লাসে স্তব্ধ হয়ে থাকব? এত বড় একটা অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দেব না, নির্বিবাদে ব্যাপরটিকে মেনে নেব না? রাজার ভয়ে ভীত হয়ে ফরাসীরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এর বদলা আমরা শীঘ্রই চাই।

রাজার পিতার খুল্লতাত অতি বৃদ্ধ ডিউকও বললেন, এ বয়সেও আমার বয়স অনেক কমে গেছে। ইচ্ছা হচ্ছে আমিও তরবারি নিয়ে ছুটে যাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি সেই কুচক্রী শয়তানগুলোর ওপর। শয়তানগুলোর জঘন্য কাজের এখনই যেন বদলা নিই। ফরাসীদের জাতীয় এক ভয়াল সন্ত্রাসের সৃষ্টি করি। হেনরির ভয়ে ফরাসীরা তটস্থ হয়ে থাকত। আজ রাজার মৃত্যুতে তারা ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছে। এবার তারা আর শামুকের মত খোলসের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকবে না শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে, সেজন্য প্রস্তুত হও তোমরা।

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, চলুন, আমরা সবাই গীর্জায় গিয়ে অস্ত্রের অঞ্জলী দিয়ে পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি। আজ থেকে আমাদের জীবনে নেমে আসবে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দুর্দশা আর আতঙ্ক। চোখের জল দিয়ে আমাদের আজ সকলকে আত্মশুদ্ধি করতে হবে। রাজ্য পঞ্চম হেনরির মৃত আত্মার কাছে আমরা প্রার্থনা করি আমাদের আভ্যন্তরীণ কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ যেন তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকলের মন থেকে মুছে যায়। যাতে দেশের সার্বিক উন্নতি হয় এবং প্রজাদের যাতে দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়, সেই প্রার্থনাই করিগে চলুন সকলে।

রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যখন মৃত রাজা পঞ্চম হেনরির জন্য নানাভাবে শোক জ্ঞাপন করছেন তখন এক দূত এসে বলল, হে শ্রদ্ধেয় লর্ডগণ! আপনাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য কামনা করি। আমি ফ্রান্স থেকে সরাসরি দুঃসংবাদ বহন করে এসেছি। আমরা ফ্রান্সের অন্তর্গত শ্যাম্পে, রেইন, গীসার্স, প্যারিস, পয়েকটিয়ার্স, রেইস, অর্লিয়ান্স এবং গুয়েন প্রভৃতি রাজ্যগুলো আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

বেডফোর্ড বললেন, হেনরির মৃতদেহের সামনে এ কি দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে এলে আস্তে আস্তে বল। তা নাহলে এই রাজ্যহানির কথা শুনে মৃত হেনরি হয়ত এখনি জেগে উঠবেন।

গ্লসেস্টারের ডিউক বললেন, সে কী কথা! প্যারিস আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবে কি শত্রুপক্ষের কাছে রুয়েন আত্মসমর্পণ করেছেন?

একজিটারের ডিউক সবিস্ময়ে বললেন, এ যে বিশ্বাস করতেও উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না। কি করে এতগুলো রাজ্যের পতন ঘটল ভেবে পাচ্ছি না। তবে কি এও কারো বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম? সেজন্য এতগুলি রাজ্য একসঙ্গে হাতছাড়া হয়ে গেল।

না, বিশ্বাসঘাতকতা কেউ করেনি। লোকবল, ধনবল, অস্ত্রশস্ত্র আর দক্ষ সেনাপতির অভাবেই আমাদের এরকম শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। সৈন্যদের বিশ্বাস, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পরিস্থিতি আর যুদ্ধের গতিবিধির কথা ভুলে গিয়ে আপনারা পরস্পরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। সৈন্যেরা বলাবলি করছে আপনারা যথা সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সরবরাহ না করে এখানে ঝগড়া-বিবাদ করছেন নিজেদের মধ্যে! এসব বন্ধ করে আপনারা এগিয়ে আসুন। দূত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে আরও বলেন, হে ইংল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! আপনাদের জাতীয় সম্মানকে হেলায় এবাবে নষ্ট হতে দেবেন না। আপনাদের দ্বারাই আজ ইংল্যাণ্ডের খ্যাতি নষ্ট হতে বসেছে। আপনারা মন-প্রাণ এক করুন।

একজিটারের ডিউক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের প্রিয় রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে আজ আমরা জর্জরিত। চোখে আমাদের জলের ধারা বইছে। নইলে এরকম একটি দুঃসংবাদ আমাদের চোখের কোলে অবশ্যই জলের ধারা বইত।

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, এ দুঃসংবাদ আমাকেই যেন ধিক্কার করছে, আমি ফ্রান্সে কর্মরত রাজপ্রতিনিধি। এরকম দুঃসংবাদ আমার অযোগ্যতেই প্রমাণ। আজ আর আমাদের রাজার শোকে মূহ্যমান হয়ে চোখের জল ফেলার সময় নেই। এই দুর্দিনে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে যে, শীঘ্রই আমরা ফ্রান্সকে সমুচিত শিক্ষা দেব এবং যত শীঘ্র পারি রাজ্য উদ্ধার করব।

এমন সময় দ্বিতীয় দূত এসে বলল, এই চিঠিতে কি লেখা আছে পড়ুন। সমগ্র ফ্রান্স বিদ্রোহে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য ফরাসীরা গলিত লাভার মত টগবগ করে ফুটছে। মাত্র কয়েকটি রাজ্য ছাড়া আর সবই আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। যুবরাজ চার্লস রেইমসে রাজার আসনে অভিষিক্ত হয়েছেন। আর আর্লিয়ার অবৈধ সন্তান রেইমসের দলে যোগ দিয়ে তাঁর হাত শক্ত করেছেন। অ্যালেঙ্কন ও আঞ্জরের ডিউকগণও তাঁকে সমর্থন করছেন। ফ্রান্সে এখন রীতিমত সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে।

একজিটারের ডিউক বলে উঠলেন, সে কী, ডফিন রাজা হয়েছেন! আমাদের পক্ষে এ যে কী মর্মান্তিক ঘটনা, এসব দুঃসহ লজ্জার ব্যপার তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। চল এসব ঘটনা শোনার আগে পালিয়ে যাই কোথাও।

গ্লসেস্টারের ডিউক গুলি খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠে বললেন, অসম্ভব! কোথাও আমরা পালিয়ে যাব না। এত বড় একটা লজ্জাকে কিছুতেই মাথা পেতে নেব না। বেডফোর্ড তুমি এর বিহিত না করলে আমি নিজেই অস্ত্রহাতে সৈন্যদের পাশে গিয়ে

দাঁড়াব। শত্রুদের বিতাড়িত করব। কী অপমান! কী লজ্জার কথা! যত শীঘ্র সম্ভব—

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই আর তৃতীয় দূত এসে জানাল, আর এক দুঃখের কথা, আপনারা এখানে রাজা হেনরির মৃতদেহে অশ্রু বির্জন করছেন তখন লর্ড ট্যালবট বীর-বিক্রমে ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। আগস্টের দশ তারিখে অমিত শক্তিধর লর্ড অ্যার্লিয়ান্স সামান্য ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে তেইশ হাজার ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করেন। বর্শা ও তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে ট্যালবট যে অমিত বীরত্বের পরিচয় দেন তা বাস্তবিকই সকলের অবাক হবার মত। শত শত সৈন্যকে ধরাশায়ী করেছেন কিন্তু স্যার জন লাস্টার কাপুরুষের মত পিছিয়ে যাওয়ায় তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। যুবরাজের কোন এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি ট্যালবট-এর পিঠে পিছন থেকে বর্শার আঘাত করায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বেডফোর্ড ট্যালবট কি মৃত? দূত বলল, না আহত ট্যালবটকে ফরাসীরা তাদের শিবিরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখেছে। সঙ্গে লর্ড স্কেল ও হাঙ্গার ফোর্ড বন্দী।

রাজার খুল্লতাত ও বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, তার মুক্তির জন্য মুক্তিপণ হিসাবে যত টাকাই লাগে লাগুক তা আমি দেব। প্রয়োজনে বশ্যতা স্বকার করে। ফরাসী যুবরাজকে রাজা বলে স্বীকার করে নিয়ে ট্যালবটকে মুক্ত করব। সিংহাসন আর রাজমুকুটই হবে তার মুক্তিপণ। এত বড় বীরের সম্মান ধূলোয় লুটাতে দেব না।

তৃতীয় দূত আলিঙ্গ অবরুদ্ধ। স্যালিসবেরির আর্ল সৈন্য ও রসদের অভাবে কাবু হয়ে পড়েছে। যা কিছু সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে তারাও পেটের জ্বালায় ও নিরাপত্তার অভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ওরা রসদ না পেলে কেউ বাঁচবে না।

একজিটারের ডিউক এবার উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বললেন, মাননীয় ভদ্র মহোদয়গণ, হেনরির নিকট আপনারা যে শপথ করেছিলেন, তার কথা স্মরণ করে তাকে বাস্তবায়িত করার দিন এখনই এসেছে। এখন বলুন, আপনারা হয় বিদ্রোহী ডফিনকে দমন করতে উদ্যোগী হবেন, না হয় তাকে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করাবেন।

বেডফোর্ডের ডিউক প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে কর্তব্য পালন করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বিদায় নিলেন।

রাজার খুল্লতাত ও রাজপ্রতিনিধি গলেসেস্টারের ডিউক এবার ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন, আমিও চললাম। বালক হেনরির সবার আগে রাজা বলে ঘোষণা করব।

রাজার পিতার খুল্লতাত ও একজিটারের ডিউক টমাস বফোর্টও তাঁকে সমর্থন করলেন। এলথামে গিয়ে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কথা জানালেন। একজিটার বললেন, যেহেতু আমি তরুণ রাজার বিশেস রক্ষক নিযুক্ত হয়েছি সেইহেতু আমার কর্তব্য নাবালক রাজার নিরাপত্তা রক্ষা করা। একে একে প্রায় সবাই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে ব্যস্ত পায়ে যাত্রা করলেন। শবযাত্রীদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট রইলেন তারা কোনরকমে রাজা পঞ্চম হেনরির মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফ্রান্সের যুবরাজ চার্লস বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধকৌশলে ও বীরত্বের পরিচয় একটু বেশীই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যুদ্ধকৌশল দেখে সবাই বিস্মিত ও মুগ্ধ। ইংরেজদের পিছু হঠার মধ্যে দিয়েই তাদের অগ্রগতি সুস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। তবে ইংরেজরা এখনও ফ্রান্সের অনেক শহর আগলে রেখেছে। কিন্তু তাহলেও ইংরেজ সৈন্যদের রসদের ভীষণ টান পড়েছে। এরই ফলে সৈন্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজদের বীরশ্রেষ্ঠ ট্যালবট ফরাসী শিবিরে এখনও বন্দী। ইংরেজেদের যুদ্ধ অব্যাহত রাখা হলেও এখন অর্থ রসদও সৈন্য সব কিছুরই অভাব দেখা দিয়েছে। এর জন্য ফরাসীরা বেশ আশান্বিত।

এদিকে বেডফোর্ডের ডিউক ও অনান্যরা যুদ্ধে এসে পড়ায় ইংরেজ সৈন্যদের মনোবল এবার অনেকাংশে বেড়ে গেল। ইংরাজরা এখন নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু করে দিল তুমুল লড়াই। ফরাসীরা ইংরেজদের আকস্মিক তৎপরতায় ঘাবড়ে গিয়ে বাধ্য হয়ে তারা ক্রমেই পিছু হঠতে লাগল।

ইংরেজদের আকস্মিক অগ্রগতিতে ফরাসী যুবরাজ চালর্স নিজেকে বড় অহায় বোধ করতে লাগলেন। ইংরেজরা যদি এভাবে তাদের যুদ্ধের গতি অব্যাহত রাখতে পারে তবে অচিরেই ফরাসীরা পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে তাদের পদানত হতে বাধ্য।

এমন সময় অবৈধ সন্তান আর্লিয়ান্স জোয়ান লা পিউকেলকে নিয়ে হাজির হলেন। জোয়ান লা পিউকেল, জোয়ান অব আর্ক নামে সবাই যে চাষীর মেয়েকে জানে তিনি আজ যুবরাজ চার্লস-এর সঙ্গে দেখা করলেন। ঈশ্বর ও মাতা মেরির করুণায় তিনি এক অবিশ্বাস্য ও বিরল প্রতিভার অধিকারিণী। চাষীর সন্তান, মেষ প্রতিপালন পরবর্তীকালে তার পেশা হয়ে দাঁড়ায়। লেখাপড়া শেখেনি। মাতা মেরী তাঁর এই হীন অবস্থা সত্ত্বেও তাঁকে এক বিরল প্রতিভা দান করেছেন। একদিন মেষ চরানোর সময় ঈশ্বর মাতা তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে আদেশ দান করেন, তিনি যেন দেশোদ্ধারের কাজে ব্রতী হন। তাই তিনি যুবরাজের সঙ্গে দেখা করে ঈশ্বর মাতার আদেশ ও নিজের সামরিক কাজে যোগদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। আর তাঁকে বলে, সেণ্ট ক্যথরিন চার্চ থেকে পাঁচটি ফুলের কুঁড়ির দিয়ে সজ্জিত তরবারি দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবেন। নিজের অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে জোয়ান অব লা পিউকেল দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমি নারী হলেও অসীম সাহস বুকে ধরি। যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন বীর যোদ্ধার ভয়েই আমি পশ্চাদপসারণ করব না। যদি আপনারা আমার সামরিক সাহায্য গ্রহণ করেন তাহলে আপনারা সৌভাগ্য লাভ করবেন।

যুবরাজ চার্লস নিজে কুমারী জোয়ান লা পিউকেল-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পেলেন। এবং মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য গ্রহণে সম্মত

হলেন। কারণ জোয়ানের অসি চালনা তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

কুমারী জোয়ান লা পিউকেল যুবরাজের সম্মতি পেয়ে বললেন, আমি ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত। দেহ ও মন উভয়ই আমার পবিত্র। কোন প্রেম-ভালবাসার মধ্যে নিজেকে জড়াতে রাজী নই। আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য দেশের শত্রুকে বিতাড়িত করা। তারপর ভাববো নিজের ক্ষতিপূরণের দিকটা। কারণ যীশুখ্রীষ্টের মাতা মেরী আমার সহায়।

যুবরাজ কুমারী জোয়ান লা পিউকেল-এর কথা ও কাজের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। যেন চাইছেন মুহূর্তে তার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিতে।

জোয়ান লা পিউকেল-এর ওপর দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তাল। সবার আগে আর্লিয়ান্স থেকে ইংরেজেদের যেভাবে হোক তাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি মনস্থ কবলেন।

এদিকে ট্যালবট ফরাসী শিবির থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ শিবিরে ফিরে এলেন। লর্ড পঁত দ্য সাঁত্রাল নামে এক বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে তাকে মুক্তি দিয়েছে ফরাসীরা।

অবশেষে ঘৃণা আর তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের হাত তেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি আবার নতুন করে বাঁচার আনন্দ ফিরে পেয়েছেন। তাঁর প্রতি ফরাসীরা যে অকথ্য নির্যাতন করেছে তা তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ভুলতে পারবেন না। তিনি সেই নির্যাতন ও অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে-কোন উপায়েই হোক প্রতিশোধ তিনি নেবেন।

এদিকে স্যালিসবেরির আর্ল এবং স্যার টমাস গার্গ্রেড যুদ্ধক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে উত্তরের ফটক দিয়ে নগর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন যে, উত্তর ফটকেই প্রথমে আক্রমণ করলে সবচেয়ে ভাল হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে ফরাসী সৈন্যদের গুলির আঘাতে স্যালিসবেরির আর্ল এবং গার্গ্রেড উভয়েই ধরাশায়ী হলেন। আর্লের একটি চোখ উড়ে গেল। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি ইংল্যাণ্ডের সবার মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো। তেরটি যুদ্ধে অনায়াসে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারে নি। কিন্তু আজ তিনি পরাজিত। এমনকি রাজা পঞ্চম হেনরিকেও প্রথমে তিনি নিজ হাতে যুদ্ধের কৌশল শিখিয়েছিলেন। ট্যালবট যুদ্ধ করতে করতে তাদের কাছে হাজির হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের পড়ে থাকতে দেখে ফরাসীদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকল। নিশ্চল-নিথর রক্তাক্ত দুই বীরকে জড়িয়ে ধরে গর্জে কেঁদে উঠলেন। ফরাসী দেশ জ্বলতে থাকলে আমি নিষ্ঠুর নীরো-র মত নির্বিকার চিত্তে বীণা বাজাতে থাকব। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব সমগ্র ফরাসী দেশ। হে ভগবান! এদের তুমি শান্তি দাও। এই বীরদের তুমি ক্ষমা করো।

এমন সময় দূত এসে খবর দিল ফরাসীরা নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

জোয়ান নামে এক যাদুকরী কুমারী যুবরাজ ডফিন-এর পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে যুদ্ধ করেছে।

লর্ড ট্যালবট গর্জে উঠে বললেন, আমাদের বীর যোদ্ধা স্যালিসবেরির আর্ল যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। আমিই স্যালিসবেরির হয়ে এমন ঘোরতর যুদ্ধ করব। রক্ত নদী বইয়ে দেব ফরাসী রাজ্যের বুকে। আমার ঘোড়ার মুখে ফরাসীদের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করে ছাড়ব। দেখি ফরাসীরা কি করে আমাকে সামলাতে পারে।

যুদ্ধক্ষেত্র তোলপাড় করে চলেছেন জোয়ান লা পিউকেল। দশজন বীরযোদ্ধার পক্ষে যা সম্ভব নয় তিনি একাই অস্ত্র চালনার মধ্য দিয়ে তা সম্ভব করে তুলতে লাগলেন। ইংরেজ সৈন্যরা ক্রমেই পিছু হঠতে লাগল। কেউ জোয়ানের অস্ত্রের ধারে কাছে আসতে পারছে না।

অবশেষে বেগতিক দেখে ট্যালবট হতাশ হয়ে পড়লেন। এমন সময় অতর্কিতে জোয়ান লা পিউকেল-এর ছোড়া একটি বল্লম এসে ট্যালবটের গায়ে গেঁথে যেতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধ ট্যালবট।

জোয়ান লা পিউকেল এবার অস্ত্রহাতে উন্মাদিনীর প্রায় আর্লিয়ান্সে প্রবেশ করার জন্য ছুটে যেতে লাগলেন সবার আগে। আহত ট্যালবট-এর দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন ট্যালবট, তোমাকে এখনই প্রাণে মারার ইচ্ছে নেই। যখন সময় আসবে, ভেবে দেখব কি করা যায়। এখন তুমি আহত, পীড়িত ও শোক সন্তপ্ত বন্ধুদের নিকট যাও। তোমার হিতাকাঙ্খীদের দেখাও আজ যুদ্ধের কী ভয়াবহ পরিণাম। জয় আমাদের নিশ্চয়ই হবে। আমি এবার আর্লিয়াসে প্রবেশ করছি বিজয় গৌরব সহকারে। সাধ্য থাকে তো আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কর। বলতে বলতে ঘোড়া ছুটিয়ে আর্লিয়ান্সের দিকে এগিয়ে গেলেন জোয়ান অব মার্ক।

রক্তোপ্লুত ট্যালবট কোন রকমে বললেন, আমার মাথায় চিন্ত-ভাবনাগুলো কুমোরের চাকার মত মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটি ডাইনী মেয়ে কেবলমাত্র চোখে রাঙিয়ে আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হাসতে হাসতে আজকের যুদ্ধ জয় করে নিল। বীর সিংহের বাচ্চা হয়েও আমরা কুকুরের মত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছি। হায় ঈশ্বর! ঠোঁকা দিয়ে মৌমাছি তাড়াবার মত আমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দিল। কাউকে আহত করল আর কাউকে বা প্রাণে মারল ভয়ঙ্কর এই ডাইনী মেয়েটি। এরকম অমিত শক্তি সে কোথা থেকে পেল? এবার আহত সৈনিকদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এই পরিখায় গিয়ে আশ্রয় নাও। স্যালিসবেরির আর্লের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমাদের যে করে হোক নিতেই হবে। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। জোয়ান লা পিউকেল আর্লিয়ান্স নগরের দখল নিতে গেছে। কোন বাধাই সে মানে নি। যন্ত্রণায় বার কয়েক কুঁকড়ে উঠে কোন রকমে আবার বললেন, স্যালিসবেরির আর্লের মত আমার যদি মৃত্যু হত তবে এমন করে দুর্বিসহ অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরতে হত না আমাকে বা লজ্জায় মুখ লুকোতে হত না।

তৃতীয় অধ্যায়

এদিকে জোয়ান লা পিউকেল যুবরাজ চালর্সকে নিয়ে আর্লিয়ান্স নগরীর দুর্গপ্রাকারের ওপর ফরাসী দেশের পতাকা উড়িয়ে দিতে বললেন। সৈন্যরা যুবরাজ চার্লস এবং জোয়ান লা পিউকেল-এর নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। অনেকদিন পরে ইংরাজ সৈন্যদের কবল থেকে আর্লিয়ান্স নগর মুক্ত করে জোয়ান লা পিউকেল তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন।

যুবরাজ চার্লস নির্দ্বিধায় স্বীকার করে বললেন, তোমার জন্যই হ্যত আর্লিয়ান্স নগরী উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম আমরা। হে বীরাঙ্গনা! আমাদের ধর্মযাজক ও পুরোহিতগণ শোভাযাত্রা সহকারে তোমার জয়গান গেয়ে বেড়াবেন। দেশবাসী তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তোমার জয়ধ্বনি করবে। সেণ্ট ভেনিল-এর পরিবর্তে আজ থেকে তুমিই হবে ফ্রান্সের সেণ্ট। আজকের এই সম্মানে বল নারী, কি দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করব? আজ এই যুদ্ধজয় শুধু তোমারই জন্য সম্ভব হল।

অভাবনীয় যুদ্ধজয়ের জন্য ফরাসী দেশে মহাধূম-ধাম সহকারে বিজয়োৎসব শুরু হয়ে গেল। সারা শহরে সজোরে ঘণ্টাধ্বনি করে নগরবাসীগণ এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলে। নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা হল।

চতুর্থ অধ্যায়

এদিকে ইংরেজ শিবিরে উচ্চপদস্থ সৈনিকদের এক সভা বসল। তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করলেন যে, ফরাসীরা যখন রাত্রে বিজয়োৎসব মত্ত থাকবে ঠিক সেই সময় অতর্কিতে আর্লিয়ান্স নগরীর ওপর আমরা বিভিন্ন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, ফরাসী যুবরাজ এক ডাইনী শয়তানী মেয়ের সাহায্য নিয়ে আমাদের ভেলকি খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর আমাদের মান-সম্মান ও আকাশছোঁয়া খ্যাতিকে একেবারে ধূলিসাৎ করে ছেড়েছে। কে এই মায়াময়া নারী?

ট্যালবট বললেন, একটি কুমারী ছোট মেয়ে সে এমন ঝড়ের বেগে যুদ্ধ করতে পারে ভাবতেই পারছি না। ডাইনী জোয়ান লা পিউকেল ভূত-প্রেত নিয়েই লড়াই করুক, আমরা ঈশ্বরের নাম নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আজ রাত্রেই যে করেই হোক আর্লিয়ান্স নগরী ও দূর্গ দখল করে নিতে হবে। তবেই পঞ্চম হেনরির আত্মার শান্তি হবে।

আর্লিয়ান্স নগরীতে যখন আনন্দের জোয়ার বইছে তখন ইংরেজ যোদ্ধারা নগরী প্রকারের ওপর আরোহণ করে অতর্কিতে প্রাচীর থেকে নেমে গেল নগরীর বিভিন্ন দিকে এবং আক্রমণ করল আনন্দ মুখরিত উল্লাসিত নগরীকে।

ইংরেট সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জোয়ান লা পিউকেল অস্ত্র নিয়ে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু সৈন্যদের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ছত্রভঙ্গ ভরাসী সৈন্যদের একত্রিত করে তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। সে যুদ্ধ না

দেখলে উপলব্ধি করা যাবে না ক্রমে ক্রমে দিনের আলো ফুটে উঠল। ইংরাজ সৈন্যরা পশ্চাপসারণ করতে লাগল। না করে উপায়ও ছিল না।

ট্যালবট তার সৈন্যদের বললেন, স্যালিসবেরির মৃতদেহটিকে অভিশপ্ত শরে আর্লিয়ান্সের বুকে বাজারের কাছে স্থাপন কর। আমি যে কথা দিয়েছিলাম সে কথা রক্ষা করেছি। নিজ হাতে পাঁচজন সৈন্যের বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়েছি। এতেও আজ আমি ক্ষান্ত হব না। রক্ত, হ্যাঁ আরও রক্ত চাই। ধ্বংস করব আর্লিয়াঙ্গ নগরী। এখানে এক বিশাল স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে স্যালিসবেরির বীরত্ব ও কৃতিত্বের কথা খোদাই করে দেব সেই সৌধে। শয়তানী ডাইনী মেয়েটা যুবরাজ চার্লসকে বশ করেছে। চার্লস এখন মুহূর্তের জন্যও হতচ্ছাড়িটার পিছন ছাড়াছে না। আমি তাদেরকে খুঁজে বার করব এবং শাস্তি.....

তাঁকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে এক দূত এসে তাঁকে বলল, আভানের কাউন্ট পত্নী দেখা করতে আগ্রহী।

ট্যালবট-এর আদেশ দূত কাউন্ট পত্নীকে নিয়ে এল।

বার্গাণ্ডির ডিউক এতে আপত্তি করলেও গায়ে না মেখে ট্যালবট সৌজন্যবশতঃ কাউন্ট পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে মনস্থ করলেন। সঙ্গে কেউ যেতে চাইল না। ঠিক আছে তাহলে আমি একাই যাচ্ছি। এসো ক্যাপ্টেন (চুপি চুপি বলে) আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ?

হ্যাঁ প্রভু।

পঞ্চম অধ্যায়

দূতের সঙ্গে ট্যালবট কাউন্ট পত্নীর সাথে দেখা করতে এলেন। যার আঘাতে সমগ্র ফরাসীদের জর্জরিত তিনি স্বয়ং কাউন্টপত্নীর সঙ্গে একা দেখা করতে এসেছেন? কাউন্টপত্নী কয়েক মুহূর্তে তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এমন একটি ছোটখাটো লিকলিকে চেহারার লোক কি করে ফরাসীদেশের আতঙ্কের কারণ হতে পারে? আমি মনে করেছিলাম হারকিউলিসের মত চেহারা হবে কিন্তু এ তো একজন বালক। এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, কী অশোভন আচরণ বলুন তো দেখি?

ট্যালবট ম্লান হেসে বললেন, তার জন্য আপনি মিছে ব্যস্ত হবেন না। আমি এতে কিছু মনে করিনি সুন্দরী। আসন গ্রহণ করতে করতে বললেন, এ অধমকে হঠাৎ কেন ডেকে পাঠিয়েছেন দয়া করে বলবেন কি? সময় খুবই অল্প। সমচেয়ে বড় কথা, আমার অনেক কাজ আছে। কি জন্য ডেকেছেন?

আপনাকে বন্দী করার জন্য। আপনি আমার হাতে বন্দী।

একথায় তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ট্যালবট বললেন, আপনার ছল-চাতুরী সবই ব্যর্থ। আপনি বন্দী করেছেন কাকে? আমার ছায়াটিকে, আসল ট্যালবটকে এখনও

মানসচক্ষে দেখেন নি। বলতে বলতে যেই শিঙা বাজালেন, ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে রণভেরি ভীষণ জোরে বেজে উঠল। গর্জে উঠল কামান। পরমুহূর্তেই একদল সশস্ত্র সৈন্য দরজায় উপস্থিত হল।

ট্যালবট এবার বললেন, এসব অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যদলই আমার বাহুবল। এদের দ্বারাই আমি আপনাদের বিদ্রোহীদের ওপর বল্গাহীন অত্যাচার চালাচ্ছি। আর ধ্বংস করছি আপনাদের সুসজ্জিত নগরী। এদের শক্তির দ্বারাই আমার শক্তি। আমার একার শক্তিতে কিছু কি করা যায়?

কাউণ্টপত্নী অপ্রতিভ হয়ে বললেন, আমি ভুল করেই আপনার ওপর অশিষ্ট আচরণ করেছি। কৃতকর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত। হে বিজয়ী বীর! আমার কুবাক্যের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

আপনি কেন মিছে এমন বিব্রত বোধ করছেন? আমরা ইংরেজ, আমার মন কিন্তু এত ঠুনকো নয় যে, সামান্য কথাতে মুষড়ে পড়বো বা ক্ষুব্ধ হব। এ মুহূর্তে আপনার কাছে আমার একটি মাত্র জিনিস চাইবার আছে। কি সে জিনিস তাই না? খাবার। আমার সৈন্যদের জন্য কিছু রসদ না হলেই চলছে না। খাদ্যাভাবে তারা কাতর হয়ে পড়েছে। এর জন্য আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্যই খাদ্য দেব। কাউণ্ট পত্নী ট্যালবট-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করলে ট্যালবট প্রফুল্লচিত্তে বিদায় নিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লণ্ডন টাওয়ারের একটি কক্ষে আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে জেল রক্ষীর জিম্মায় মার্টিমার বিশ্রামরত। দীর্ঘদিন রোগে ভুগছেন। জেলে বন্দী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রিচার্ড প্যাণ্টাজেনেট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আজ আসবার কথা। তিনি এখনই এসে পৌঁছেছেন। এলেই কথা প্রসঙ্গে প্যাণ্টাজেনেট বললেন, জ্যাঠামশাই, আজই মার্চরে আর্ল একমণ্ডের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ভীষণ তর্কাতর্কিও হল। সে আমার পিতার মৃত্যুর ব্যাপারে যাচ্ছেতাই ভাষায় কথা বলল। যা সহ্য করা যায় না আমার পিতার শিরচ্ছেদের প্রকৃত কারণ বলে আমাকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করুন। আপনার শরীরে অবস্থা যা হয়ত আর কোনদিন শুনতে পাবো না!

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ মার্টিমার বললেন, সেই একই কারণে আমার যৌবন ও পৌঢ়কাল এই কারাগারের অন্ধকারে পড়ে বহুদিন ধরে ধুঁকছে। বার্ধক্যও কাটাতে হচ্ছে একই ভাবে। আমার মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে পরপারের জন্য, কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছ। তবু সংক্ষেপে বলছি মন দিয়ে শোনো, বর্তমান রাজার পিতামহ চতুর্থ হেনরি তার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা এডোয়ার্ড-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী রিচার্ডকে নিয়ে বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে নির্বাসিত করেন। কারণ, সিংহাসনে আমার দাবীই

ছিল সবার আগে। আমি রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড-এর তৃথীয় পুত্র ডিউক অব ক্লরেন্স-এর পুত্র। আমি মনে মনে সিংহাসনের ব্যপারে আগ্রহী ছিলাম। ফলস্বরূপ আমার এক বিশ্বস্থ বন্ধুকে প্রাণ দিতে হয়। তারপর সম্রাট পঞ্চম হেনরির রাজত্বকালে তোমার জিতা আমার প্রাপ্য অধিকার অর্থাৎ সিংহাসন লাভের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই শিরচ্ছেদ করে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আমার মৃত্যুর পর রয়ে যাবে তুমি। খুব সাবধানে চোখ কান খোলা রেখে থাকবে। নইলে তোমাকেও হয়ত প্রাণ দিতে হবে। একথা যেন মনে থাকে।

আপনার কথায় বুঝতে পারছি আমার পিতার মৃত্যুদণ্ডের পিছনে কোনই সঙ্গত কারণ ছিল না। জঘন্য অত্যাচার ছাড়া এতে অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না।

তোমার কথা একশ ভাগই সত্য। ভগবান তোমার ভবিষ্যৎ জীবন নিষ্কণ্টকও মুখময় করুন। আর্শীবাদ করছি, সুখে থাক, শান্তিতে থাক। কথা বলতে বলতে চিরদিনের মত মার্টিমার-এর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। 'মৃত্যু'—

সপ্তম অধ্যায়

লণ্ডন নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পার্লামেণ্ট ভবন।

রাজা ষষ্ঠ হেনরি একজিটার ও রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউক, ওয়ার উইকের আর্ল, সমারসেটের আর্ল, জন বোফোর্ট, মাফোকের আর্ল, রিচার্ড প্যাণ্টাজেনেট এবং উইঞ্চেস্টারের বিশপ প্রভৃতি এক জরুরী অধিবেশনে মিলিত হয়েছেন।

অধিবেশন চলাকালীন গ্লসেস্টারের ডিউক উইঞ্চেস্টারের বিশপকে লক্ষ্য করে উত্তেজিত স্বরে বললেন, ওরে অহঙ্কারী পুরোহিত! তুমি বিশ্বাসঘাতক। তুমি লণ্ডন সেতু আর টাওয়ারের মাঝখানে আমার জন্য মরণ ফাদ তৈরী করে রেখেছিলে। তোমার প্রতি হিংসা, ব্যভিচার, নিষ্ঠূরতা আমাদের রাজাকেও হয়ত একদিন নির্মমভাবে হত্যা করবে বিশপ। তুমি এমন জঘন্য আগে তো জানা ছিল না।

উইঞ্চেস্টারের বিশপ তাঁর কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, মাননীয় লর্ডগণ, আমি যদি প্রকৃতই বিশ্বাসঘাতক আর উচ্চাভিলাসী লোভের বশীভূত হতাম তবে এমন দীনহীনভাবে অবশ্যই জীবন-যাপন কখনও করতাম না। অবশ্যই অর্থকড়ির দিকে মনকে টেনে নিয়ে যেতাম। এবার উপস্থিতি লর্ডদের লক্ষ্য করে বললেন, উনি যে প্রসঙ্গের অবতারণা করে উত্তেজনা প্রকাশ করছেন, আমাকে গালাগলি করছেন, আসল কারণ মোটেই তা নয়। আপনারা যদি জানতে চান আমি বলব, রাজা না হতে পারারই হতাশা উনি নিজে। রাজা হয়ে সিংহাসন জাঁকিয়ে বসতে চান। তাঁর এই অতৃপ্ত বাসনাই তাকে এভাবে উত্তেজিত করে তুলতে বাধ্য করেছে আর কাউকে না পেয়ে এ সহজ-সরল সন্ন্যাসীটির ঘাড়ে চেপে বসেছেন। ব্যস, আর কিছুই নয়। কারণ আমি অসহায়। ক্ষমতা আমার কম।

শোন ওরে ভণ্ড সন্ন্যাসী, তোমার ধর্ম জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা যেতে পারলেও কিন্তু ব্যক্তি জীবন তার চেয়ে অনেক বেশী ঘৃণ্য, জঘন্য। তুমি এক সাক্ষাৎ শয়তানের বাচ্চা। মন্ত্রণাকক্ষে উভয়ে জোর বাগবিতণ্ডা শুরু করে দিলেন।

অবশেষে রাজা মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। তিনি উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা উভয়েই সম্মানীয় ব্যক্তি। আপনারা ইংলণ্ডের সুখ সমৃদ্ধির রক্ষক। কিন্তু এই রাজসভায় যেভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন তাতে আপনাদের সম্মান হানী হচ্ছে বলে আমি মনে করি। আর আপনারা যদি এভাবে নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ করেন তবে তা আমাদের রাজ্যের পক্ষে কলঙ্কের কথা। এতে শত্রুর কাছে নিজেদের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। আমি আপনাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু যা উচিত বুঝেছি তা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

রাজার মুখের কথা শেষ হবার আগেই পার্লামেণ্ট ভবনের সামনের রাস্তায় হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। গ্লসেস্টারের ডিউক ও উইঞ্চেস্টারের বিশপের অনুগামীরা রাস্তায় পাথর ছোঁড়াছুড়ি শুরু করে দিয়েছে। রাজ্যে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ হওয়ায় পাথর ব্যবহার করছে। রীতিমত ধুন্ধুমার কাণ্ড। চিৎকার চেঁচামেচি পাথর পাথর বলে।

উপায়ন্তর না দেখে রাজা ডিউকও বিশপকে অনুরোধ করে বললেন, আপনারা শীঘ্র গিয়ে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করুন। তা নাহলে বহু লোক মারা যাবে।

রাজার অনুরোধ উভয়ে ব্যস্ত পায়ে হাজির হয়ে নিজ নিজ অনুগামীদের শান্ত করলে। গোলমাল সব বন্ধ হয়ে গেল।

গ্লসেস্টারের ডিউকও উইঞ্চেস্টারের বিশপ ফিরে এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলে রাজার উৎসাহ উদ্যোগে এবং সক্রিয় প্রচেষ্টায় রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টার এবং উইঞ্চেস্টারের বিশপ বাধ্য হয়ে পরস্পরের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে হাত মেলালেন। কিন্তু মনে মনে কেউই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না মনে হচ্ছে। ওয়ার উইকের আর্ল রিচার্ড প্যাণ্টাজেনেট-এর চুক্তিপত্রটি রাজার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

রাজা চুক্তিপত্রটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, প্রিয় লর্ডগণ, আমার ঐকান্তিক আগ্রহ রিচার্ডকে তাঁর প্রাপ্য বুঝিয়ে তার বংশমর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক। আর ইয়র্ক বংশের যাবতীয় সম্পত্তি তাঁকে ফিরিয়ে দিতেও চাই। আর ইয়র্কবংশীয়কে ইয়র্ক বংশের বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে তো কারোরও আপত্তি থাকারও কথা নয়। আপনাদের কি মত বলুন? আমার মনে হয় ওর পিতার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করা হোক।

রাজার আদেশে ক্যাম্বিজের আর্ল রিচার্ডকে নিয়ে আসা হল মন্ত্রণা গৃহে।

রিচার্ড রাজার সম্মুখে নতজানু হয়ে বলল মহারাজ, আপনার অনুগত ভৃত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহানুভবতার বিনিময়ে আমি সারা জীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

রাজা হেসে বললেন, ওঠ রিচার্ড। তোমার প্রাপ্য তুমি বুঝে পাচ্ছ এর জন্য তো আমার কাছে এমন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছু নেই। তোমার সুখ সমৃদ্ধি কামনা

করি। আর সে সঙ্গে কামনা করছি তোমার ভবিষ্যৎ জীবন যেন সুখের হোক। এই আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা।

গ্লসেস্টার এবার বললেন, মহারাজ, আমার মতে আপনার এখন ফ্রান্সে গিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করা উচিত। আপনার উপস্থিতি প্রজাদের মনে আশাও মনোবল ফিরিয়ে আনবে। আর শত্রুরাও শামুকের মত নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে মনকে হতাশায় বিফল করে তুলবে।

উপস্থিত সকলে গ্লসেস্টার-এর বক্তব্যকে সমর্থন করলেন যে, রাজার ফ্রান্সে যাওয়া উচিত।

পরদিন সকালে রাজার জাহাজ ফ্রান্সের উদ্দেশ্য যাত্রা করল।

সম্রাট পঞ্চম হেনরির আমলের এক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, মন মনমাউথে জাত হেনরি প্রভৃত সম্পত্তি ও অর্থকড়ি লাভ করবেন এবং উইণ্ডস জাত হেনরি সবকিছু হারিয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হবেন। আজ সেই ভবিষ্যৎভাণীর যেন তারই প্রস্তুতি চলছে।

অষ্টম অধ্যায়

এদিকে ফ্রান্সে তখন চলেছে অন্য এক নতুন ঘটনা।

রুয়েন নগরীর সম্মুখভাগে কুমারী জোয়ানা লা পিউকেল ছদ্মবেশ ধারণ করে কিছু সংখ্যক যুবক চাষীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সঙ্গে যুবক চাষীরা কিন্তু কেউ প্রকৃত চাষী নয়, ফরাসী সৈন্য। সৈন্যরা চাষীর ছদ্মবেশে পিঠে বস্তা নিয়ে রুয়েন নগরীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে। যে যার কথামত চুপচাপ বসে পড়ল।

রাত্রী গভীর হল। নগরবাসীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জোয়ান-এর হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছে। নির্দেশ পেলেই তারা অতর্কিতে নগরীতে ...শ করে নগরীর মালিক ও শাসক হবার জন্য চেষ্টা করবে।

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে সৈনিকদের একজন দরজায় করাঘাত করে প্রহরীকে বলল, আমরা চাষী, সব্জী নিয়ে এসেছি, বাজারে বিক্রি করতে যাব, দ্বার খোল।

ইতিমধ্যে বাজারের ঘণ্টা বেজে গেছে। প্রহরী নগরীর প্রধান ফটক খুলে দিলে ছদ্মবেশী জোয়ান ও সৈন্যরা নগরীর ভেতরে অনায়াসে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চালর্স, এ্যালেঙ্কন, আঞ্জুর ডিউক ও নেপলসের নামমাত্র রাজা রেজিয়ার এবং অবৈধ আর্লিয়ান্স ও ছদ্মবেশে সৈন্যদের নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। জোয়ান লা পিউাকল-এর ইঙ্গিত পেলেই তারা এক সঙ্গে আক্রমণ করবে এই তাদের সিদ্ধান্ত। তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা ট্যাসবটপন্থীদের পুড়িয়ে মারা যে কোন প্রকারে।

কিছুক্ষণের মধ্যে এক প্রাসাদের ছাদে মশাল জ্বলে উঠল। এটা আক্রমণ করার ইঙ্গি ত। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সৈন্যরা একযোগে নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

লঙ্কাকাণ্ড শুরু করে দিল। কেউ কোথাও বেরুতে পারছে না। সব পথ বন্ধ। রণভেরী বেজে উঠল। স্যার জন ফলস্টাফ ও একজন ক্যাপ্টেন শত্রুপক্ষের এই আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। শুরু হয়ে গেল উভয় পক্ষের তুমুল লড়াই। আহত বেডফোর্ডের ডিউক যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের হাতে প্রাণ দিলেন।

ট্যালবটের উপস্থিত বুদ্ধি সাহসিকতা ও নিপুণ যুদ্ধের বলে আবার হারানো দুর্গ ফিরে পেতে অসুবিধা হলো না।

জোয়ান লা পিউকেল-এর সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। যুদ্ধে বেগতিক দেখে চালর্স এ এ্যালেঙ্কনকে নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন জোয়ান।

যুদ্ধের পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে ট্যালবট প্যারিস যেতে মনস্থ করলেন সেখানে রাজা হেনরি পৌঁছে গেছেন প্যারিস যাবার আগে রুয়েন নগরীর শাসনভার মনের মত কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তির হাতে দিয়ে গেলেন।

নবম অধ্যায়

এদিকে জোয়ান লা পিউকেল কিন্তু হাল ছাড়লেন না।

জোয়ান লা পিউকেল চার্লসকে নানারকম প্রবোধ দিয়ে বললেন, ইংরেজরা রুয়েন নগরী অধিকার করে নিলেও তা উদ্ধার করা এমন কোন কঠিন কাজ হবে না, আমার কথামত যদি চলেন তবে ট্যালবটকে একদিন না একদিন উচিত শিক্ষা দিতে পারব।

জোয়ান লা পিউকেল চার্লস, অবৈধ আর্লিয়ান্স ট্যালবট-এর পক্ষ থেকে বার করে এনে কি করে নিজেদের দলে টানতে পারেন। এই নিয়ে সকলে শলা-পরামর্শ করতে লাগলেন।

সবাই জোয়ান লা পিউকেল-এর পরামর্শ মেনে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেরীর শব্দ শোনা গেলে জোয়ান লা পিউকেল মুচকি হেসে বললেন, কিছু কি বুঝেছো তোমরা? দেখ, আমি কিভাবে পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেব। ভেরীর শব্দ শুনে বুঝবে তাঁরা প্যারিসের পথে যাত্রা করছেন। ট্যালবট তাঁর ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ে বিদায় নিচ্ছে এখান থেকে।

জোয়ান লা পিউকেল বার্গাণ্ডির ডিউকের সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে নিজেদের দলে নিয়ে এলেন। যোগ দিলেন স্বদেশের পক্ষে। বার্গাণ্ডির ডিউক হচ্ছেন ফরাসী দেশের লোক।

চার্লস বার্গাণ্ডির ডিউককে হাসিমুখে বললেন, ডিউক, তোমার বন্ধু এবং স্বদেশপ্রীতি আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছে। আপনার গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে।

এবার চার্লস যেন হাতে স্বর্গ পেল। বার্গাণ্ডির ডিউককে পেয়ে মনোবল সহস্রগুণ বেড়ে গেল।

চার্লস সোল্লাসে বললেন, বন্ধুগণ চলুন, এবার আমরা সমবেত শক্তি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করি, এস সব বন্ধুরা।

দশম অধ্যায়

প্যারিসের রাজপ্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে রাজা উইঞ্চেস্টারের ডিউক, গ্লসেস্টারের ডিউক, ইয়র্ক, সমারসেটের আর্ল, সাফোকের ডিউক প্রভৃতিকে নিয়ে যখন আলোচনায় মগ্ন তখন ট্যালবট সেখানে প্রবেশ করলেন।

ট্যালবট রাজাকে যথোচিত অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ! আমার কর্তব্য পালন করতে কিছু সময়ের জন্য প্যারিসে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি আমি ফ্রান্সের পঞ্চাশটি দুর্গ, বারোটি নগরী এবং সাতটি প্রাচীর বেষ্টিত নগরী আমাদের অধিকারে নিয়ে এসেছি। আমার যা কিছু বিজয় গৌরব পরমেশ্বরও মহারাজের চরণে নিবেদন করলাম।

রাজা সভাসদদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন এই বীরের জন্য আপনি আজ এসবের মালিক। রাজা বললেন, হে বীর, ছোট কালে বাবার মুখে আপনার বীরত্বের কথা শুনতাম। আজ নিজ চোখে দেখলাম।

রাজা হেসে বললেন, হে বিজয়ী বীর, আপনাকে রাজপরিবারের পক্ষ থেকে সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি যে দীর্ঘদিন আমাদের পরিবারের অকুণ্ঠ সেবা করে আসছেন তার জন্য আমি কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনাকে শ্রুসবেরির আর্ল পদে অভিষিক্ত করেছিলাম। এর আগে আমরা আপনাকে কোন পুরস্কার দিতে পারিনি বলে দুঃখিত।

পরদিন সকলে লর্ডগণের উপস্থিতিতে লর্ড বিশপ ষষ্ঠ হেনরির মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে বিশপ বললেন, ঈশ্বর, রাজা হেনরি, বর্তমান রাজা ষষ্ঠ হেনরিকে রক্ষা করুন।

আনন্দ উৎসবের শেষে ট্যালবট রাজার কাছে ফলস্টাফ-এর নামে অভিযোগ করে বললেন, আমি যখন হাজার সৈন্য নিয়ে আট হাজার সৈন্যের সঙ্গে লিপ্ত এই ভদ্রলোক তখন বেগতি দেখে সকলেকে ছেড়ে পলায়ন করেছেন। শুধু একবার নয় বারবার বেগতিক দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বার বার পালিয়ে গিয়ে সৈন্যদের নিদারুণ সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি এভাবেই বহুবার 'নাইট' উপাধির মর্যাদাহানি করেছেন। আর সে সঙ্গে রাজ্যেরও সর্বনাশ করেছেন।

ট্যালবট-এর মুখে ফলস্টাফ-এর এই কীর্তির কথা শুনে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর নাইট উপাধি কেড়ে নিয়ে তাঁকে নির্বাসিত করলেন। আর এ ও বললেন, এ আদেশ অমান্য করলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে বাধ্য হবো।

ঠিক তখনই এক দূত এসে রাজার হাতে একটি পত্র দিয়ে বললেন যে বার্গাণ্ডির ডিউক চিঠির মাধ্যমে রাজাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ইংরেজদের পক্ষ ত্যাগ করে ফরাসীরাজ চার্লস-এর পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

চিঠির বক্তব্য শুনে রাজার পিতৃব্য ও গ্লসেস্টারের ডিউক চিৎকার করে বললেন, বিশ্বাসঘাতক ছুঁচো তোমার যাবতীয় শপথ কি তবে বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত হলো।

রাজা বেশ ঠাণ্ডা মাথায় উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে ট্যালবটকে বললেন, লর্ড, একমাত্র আপনার পক্ষেই আজ সম্ভব হবে এ সঙ্কট থেকে দেশকে রক্ষা করতে। বার্গাণ্ডি আমাদের ডানহাত ছিল। আশা করি আপনিও স্বীকার করবেন। এ কথা তার অবর্তমানে, বিশেষ করে তিনি শত্রুপক্ষে যোগ দিলে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

রাজার কথা শেষ হবার আগেই ট্যালবট বললেন, মহারাজের আদেশ শিরোধার্য। আমি এখনই যাচ্ছি বার্গাণ্ডির ডিউকের সঙ্গে কথা বলে তাকে শত্রু শিবির থেকে আমাদের পক্ষে ফিরিয়ে আনতে। অবশ্যই চেষ্টায় ত্রুটী করব না।

এদিকে গ্যাসকনির রণক্ষেত্রে ইর্য়ক সৈন্যসহ অবস্থান করছেন। এমন সময় দূত এসে বলল, ডফিন সৈন্যদল নিয়ে ফিরে এসে ট্যালবট-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন।

ইয়র্ক সব শুনে গর্জে উঠে বলেন জাহান্নামে যাক্। নচ্ছারটির কথা ছিল আমাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু সময় মত সাহায্য না পেলে ট্যালবটকে খুব দরকারের সময় সাহায্য করতে পারব না। এতে ট্যলবট মহাসমস্যার সম্মুখীন হবেন। ঈশ্বর যেন না করেন, আজ তাঁর কোন বিপদ হলে ইংল্যাণ্ডের যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা কল্পনা করতে পারছি না। ট্যালবটের ক্ষতি মানে ফরাসী থেকে ইংলণ্ডে বিদায়।

এমন সময় স্যার উইলিয়াম লুসি সেখানে এসে উৎকণ্ঠিত ভীত সন্ত্রস্থ মুখে বলেন, ইয়র্ক মশাই! আপনি যত শীঘ্র সম্ভব ট্যালবট-এর সাহায্যে যাত্রা করুন। বুর্দো গিয়ে তাঁকে সাহায্য করা দরকার শত্রু সৈন্য চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে। তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রাণস্বরূপ। সবার আগে তাঁকে রক্ষা করা আমাদের দরকার। তবে শেষ রক্ষা একমাত্র ভগবানের হাতে।

আমি যাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি পারি যাচ্ছি ইয়র্ক বললেন।

এদিকে ট্যালবট-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার তরুণ বালকপুত্র জন। দীর্ঘ সাত বছর পর পিতা পুত্রের দেখা হল। ট্যালবট আরো বললেন, পুত্র তুমি কেন এত কম বয়সে যুদ্ধে এলে আমি যখন অক্ষম হবো তখন তোমাকে যুদ্ধ করার জন্য সব শিখিয়েছি এখনো অনেক বাকী আছে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে।

জন বললেন, পিতা এখনই আপনাকে সাহায্য করা উপযুক্ত সময়। শত্রুপক্ষ আমাদের সাড়াশির মত চেপে ধরেছে। তুমি পালিয়ে গিয়ে নিরাপদে আশ্রয়ে চলে যাও। আমার চেয়ে তোমার জীবনের দাম অনেক বেশী। ইংল্যাণ্ড তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়োছ এবং আরো পাবার প্রত্যাশাও করে অনেক কিছু। আমার কোনই কৃতিত্বের স্বাক্ষর নেই। তাই বাধ্য হলাম আসতে।

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ট্যালবট বললেন, তোমার কথা যুক্তিহীন শুধু নয় অবান্তর পুত্র। তুমি বেঁচে থাকলে তোমার মধ্য দিয়ে আমিও বহুদিন বেঁচে থাকব। তাই আমার চেয়ে তোমার বেচেঁ থাকা অনেক, অনেক বেশী দরকার। আমার এমনি অনেক বয়স হয়ে গেছে তুমি সবে মাত্র তরুণ।

তবু আমার একান্ত অনুরোধ পিতা তুমি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও। আমি যুদ্ধ করে তোমাকে পালাবার কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত বরব।

জন, জীবনে এত যুদ্ধ করেছি, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য ও অনুচরদের ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়ে কোনদিনই কলঙ্কের কালিমা গায়ে মাখিনি। আজ তুমি আমাকে এ বয়সে এই কলঙ্ক মাথায় নিতে অনুরোধ করো না পুত্র। আর তুমি যদি না যাও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজ সন্ধ্যার আগেই তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। ঠিক আছে, আমরা তবে কাছাকাছি থাকব। যতক্ষণ পারব দুজনেই বাঁচব। আর মরতে হলে দুজনই মরব। এটাই আমার একমাত্র যীশুর কাছে প্রার্থনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ ঘোরতর রূপ ধারণ করল।

অচিরেই জন ট্যালবট শত্রু সৈন্যদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়লেন। তাঁর পিতার বুদ্ধি ও রণকৌশল দ্বারা তাকে শত্রু সৈন্যের কবল থেকে উদ্ধার করতে অসুবিধা হলো না।

পুত্রের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ট্যালবট বললেন, বাছা, আমার পাশে পাশে থেকে কীটবীর আইকারিয়ামের মত লড়াই করবে চল। মরতেই যদি হয় তবে আমার পাশাপাশি বীরের মত মৃত্যুবরণ করবো দুজনে। আর যদি বাঁচি দুজনেই বাঁচব।

জন ট্যালবট দুপুরের কিছু পরে গুরুতর আহত হলেন। বাঁচার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

ট্যালবট উন্মাদের মত পুত্রকে খোঁজাখুজি শুরু করে দিলেন। এমন সময় দুজন সৈন্য জনকে বয়ে নিয়ে এল। ট্যালবট সদ্যমৃত পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, তোমরা বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওকে আমার বাহু দুটোর ওপর শুইয়ে দাও। এ শোক-জ্বালা আমার একেবারে সহ্যের অতীত। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমায় আদরের দুলাল আমার বীরপুত্র জন আজ আর আমার কাছে নেই। এখন আমার বাহু দুটোই জন ট্যালবট-এর কবরে পরিণত হোক। মৃত পুত্রকে জড়িয়ে ধরে ট্যালবট হা-হুতাশ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এইভাবে ইংলণ্ডের বীরযোদ্ধার পতন হলো।

স্যার উইলিয়াম লুসি মৃত ট্যালবট ও তাঁর পুত্র জন ট্যালবট-এর মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে মৃতদেহ দুটোকে সমাধিস্থ করলেন। সকলে কাঁদতে কাঁদতে বীরযোদ্ধাকে শেষ প্রণতি জানালেন।

মৃতদের সমাধিস্থ করে স্যার উইলিয়াম লুসি চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, আমি এমন সৌধ নির্মাণ করব এদের ভষ্ম থেকে যা দেখে ফরাসীবাসী চিরদিন ভীত সন্ত্রস্ত হবে।

এদিকে বহু আকাঙ্খিত কার্যসিদ্ধি হওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে চার্লস বললেন, জোয়ান, তোমার দ্বারাই এ কাজ সুষ্ঠভাবে হয়েছে। আমি এখন সোজা প্যারিসে ফিরে যাব। সেখানে ঘটা করে বিজয়োৎসব পালনের ব্যবস্থা করব। আমাদের সবচেয়ে বড়

শত্রু আজ পরপারে, কম কথা। বিরাট একটি পাথর যেন ফরাসীবাসীর বুক থেকে বহুদিন পরে নেমে গেল। আজ ফরাসীরা আনন্দে আত্মহারা।

লণ্ডনের সুরম্য রাজপ্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদের এক বিশালায়তন ঘরে পরিষদ-গৃহে রাজা, এক.জটারের ডিউক এবং রাজার অন্য এক খুল্লতাত ও গ্লসেস্টারের ডিউক গভীর মন্ত্রণায় লিপ্ত।

কথা প্রসঙ্গে রাজা গ্লসেস্টারের ডিউককে বললেন, কাকা, আপনি কি পোপ, সম্রাট আর আর্যাশাক-এর পাঠানো পত্রগুলি পড়ে দেখেছেন কি?

হ্যাঁ, প্রভু পড়েছি।

চিঠির বক্তব্য কি? রাজা তার খুল্লতাত ও গ্লসেস্টারের ডিউককে বললেন, তিনজনেই মোটামুটি একই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

হ্যাঁ, আমি তো সেরকমই বুঝলাম।

কি সে বক্তব্য কাকা?

তাঁদের সবার বক্তব্য মোটামুটি এরকম, ঈশ্বরের নামে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি যেন নেমে আসে।

এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

আমার মতামত? অর্থাৎ তাদের দেওয়া প্রস্তাব সম্পর্কে আমি কি ভাবনা চিন্তা করেছি একথাই তো মহারাজ জানতে চাইছেন?

হ্যাঁ, পত্র তিনটি পড়ে আপনি কি বুঝলেন?

গ্লসেস্টারের ডিউক নির্দ্বিধায় বললেন, উদ্দেশ্য মহৎ, তা পত্র পড়ে বোঝা যায়।

যেমন?

দুই খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করে উভয়ের মধ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপন করতে হলে এছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই। এটাই একমাত্র উপায়।

ঠিকই, আমারও তা-ই বিশ্বাস, আমি বহুবারই ভেবেছি।

রাজার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গ্লসেস্টারের ডিউক বললেন, কেবলমাত্র আপনি কেন, যে-কোন শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই একথা বলবেন। এছাড়া উপায়ও নেই।

রাজা বললেন, ভাবা যায়! একই ধর্মাবলম্বী দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজেদের শক্তি দুর্বল করে তোলা। দেশকে শ্মশানে পরিণত করা।

মহারাজ একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি?

কি একটি ব্যাপার বলুন তো? আপনি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন কাকা?

লক্ষ্য করেছেন কি, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি পুনঃস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চার্লস-এর আত্মীয় আর্ল অব এ্যাথমানাক তার মেয়েকে আপনার হাতে তুলে দিতে আগ্রহী বলে শুনলাম।

রাজা নির্বাক থেকে কথাটি না শোনার ভান করলে গ্লসেস্টারের ডিউক বলে চলেন, শুধুমাত্র মেয়েটিকেই নয় মহারাজ, মেয়েটির সঙ্গে বহুমূল্য দান সামগ্রী, মানে যৌতুকও মেয়েটির বাপ দেবেন সেটাও মনে রাখার মত।

কাকা, আপনি এ কি আজে বাজে কথা বলছেন?

কেন? অসঙ্গত কিছু বলেছি তো মনে হয় না?

আমার এই তো অল্প বয়স, এখনই বিয়ে করব কি? বিয়ে করার মত বয়সও মানসিকতা কিছুই এখনও আমার তৈরী হয়নি। এখন তো আমার বিদ্যাভাস ও অস্ত্রশিক্ষার উপযুক্ত সময়। আমার মাথার ওপরে যে গুরুদায়িত্ব চেপে রয়েছে রাজ্য রক্ষা আর প্রজা-পালনের ব্যাপারে যা কিছু শিক্ষালাভ করা দরকার তা-ই বর্তমান আমার একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। তারপরও যদি আপনি আমাকে একই উপদেশ দেন তবে রাষ্ট্রদূতকে খবর দিয়ে নিয়ে আসুন। তাকে উপযুক্ত জবাব দিন। দেশের স্বার্থ এবং ঈশ্বরের মহিমা অক্ষুণ্ন রাখতে যা কিছু করা দরকার সবই আমি করতে সম্মত আছি।

তাদের আলোচনা চলাকালীন কার্ডিনাল বোফোর্ট বেশী উইঞ্চেস্টার পোপের প্রতিনিধি এবং দুজন রাষ্ট্রদূতকে মন্ত্রণাকক্ষের দরজায় উপস্থিত হতে দেখে গ্লসেস্টারের ডিউক আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসে বসতে দিলেন মন্ত্রণাসভার আসনে।

একজিটারের ডিউক বললেন, কী? লর্ড উইঞ্চেস্টারের পদোন্নতি হয়েছে বুঝি?

কার্ডিনালের পদ লাভ করেছেন, তাই না? কারো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে আবার বললেন, রাজা পঞ্চম হেনরির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আশা করি আমাদের সবারই মনে আছে। সে কথা নিশ্চয়ই আপনারা সকলে ভুলে যাননি?

গ্লসেস্টারের ডিউক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালে একজিটারের ডিউক বলেন, তিনি বলেছিলেন একদিন না একদিন বিশপ উইঞ্চেস্টার তাঁর মাথার টুপিকে রাজমুকুটের সমান মর্যাদা সম্পন্ন করে তুলবেন।

রাজা এবার বললেন, হে রাষ্ট্রদূতগণ, আপনাদের আবেদনের কথা আমরা এই মাত্রই আলোচনা করছিলাম।

আপনার অভিমত কি? একজন রাষ্ট্রদূত সবিনয়ে জানতে চাইলেন।

হ্যাঁ, আমরা বহুভাবে সকলে পর্যালোচনা করে দেখেছি। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ এতে সন্দেহ নেই। যুক্তিসঙ্গত কারণ বটে। আমরা শুনতে চাই আপনাদের অভিমত দয়া করে বলবেন কি মহারাজ?

আমরা শান্তি স্থাপনে বিশেষ উৎসাহী।

আর?

আর সন্ধির শর্তাবলী নির্ণয় ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার জন্য যতশীঘ্র সম্ভব উইঞ্চেস্টারকে ফ্রান্সে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

গ্লসেস্টারের ডিউক বললেন, আর একটি কথা, আপনারা যে কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন সে কথা বিস্তারিত ভাবে রাজার সঙ্গে আলোচনা করেছি এই মাত্র

অতি উত্তম প্রস্তাব।

কন্যার রূপ ও গুণের কথা শুনে এবং যৌতুকের বিবরণ জানতে পেরে তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণীর আসনে তাঁকে বসাতে সম্মত হয়েছেন।

হ্যাঁ, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ খুল্লতাত এবং গ্লসেস্টারের ডিউক ঠিক কথাই বলেছেন

তাহলে আমরা কি আমাদের পক্ষ থেকে অগ্রসর হতে পারি?

হ্যাঁ, পারেন, অবশ্যই পারেন। আর বিয়ের সম্মতির যৌতুক স্বরূপ আমার মুক্তোর হারটিও সঙ্গে করে ফ্রান্সে নিয়ে যান মেয়ের জন্য।

হে রাজপ্রতিনিধগণ। ওনাদের নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা করে দিন। ওদের সমুদ্রযাত্রা যেন শুভ হয়।

রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফরাসী রাষ্ট্রদূত দুজন চলে গেলে উইঞ্চেস্টার এবার পোপের প্রতিনিধি দুজনকে লক্ষ্য করে বললেন আপনারা মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ধর্ম প্রতিনিধিগণ? কথা দিচ্ছি, আমার পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আপনাদের যা কিছু প্রাপ্য অবশ্যই পাবেন। সেজন্য চিন্তার কোন কারণ নেই।

উইঞ্চেস্টার এবার গ্লসেস্টারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলেন আত্মম্ভরী লর্ড গ্লসেস্টার-এর কাছে আর কোনদিন ভুলেও মাথা নত করব না। বিশপ তোমার থেকে পদমর্যদায় কম নয় বুঝতে পারবে।

আমার পায়ের তলায় তোমাকে ফেলবই। আর তা যদি না পারি তবে দেশের বুকে জ্বালিয়ে দেব লেলিহান অগ্নিশিখা। বিদ্রোহের আগুনে দেশ জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। আজ থেকে শুরু হলো আমার নির্মম খেলা। সাবধান গ্লসেস্টার।

ফরাসীরাজ চার্লস কিছুটা আশান্বিত হলো এই কথা জানতে পেরে যে প্যারিসের নাগরিকর ইংরেজদের বিরূদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তারা নাকি সর্বতোভাবে ফরাসীদের সমর্থন করতে শুরু করেছে। এটা সত্যিই একটা আশার কথা।

জোয়ান লা পিউকেল-এর মত, প্যারিসবাসী যদি ফরাসীদের পক্ষ অবলম্বন করে তবে তাদের মঙ্গলই হবে। আর যদি বিরুদ্ধাচারণ করে তবে তাদের বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি সব ধ্বংস করে দেবো। প্যারিস নগরীতে বইবে শোকের বন্যা। এটাই হবে তাদের পরিণাম।

এমন সময় এক দূত এসে খবর দিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। চার্লস আকস্মিক এই খবরটির জন্যে তৈরী ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বীরশ্রেষ্ঠ ট্যালবট-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ইংরেজরা যে আবার হৃত মনোবল ফিরে পাবে এটা তাঁর কাছে যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি বিস্ময়কর ঘটনাও বটে। মনে মনে ভাবলেন এরা আবার কি জাত

রে বাবা!

জোয়ান লা পিউকেল তাঁকে সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে বিজয় গৌরব অর্জন করে নেবার জন্য নানাভাবে প্রেরণা দিয়ে তাঁর হৃত মনোবলকে চাঙা করে তুলতে চেষ্টা করলেন। জোয়ান বললেন, ওরা আসুক এতে আমাদের কোন ভয় নেই।

চার্লস ইংরেজদের আচরণে বাস্তবিকই মূহ্যমান, স্তম্ভিত। মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ জাতি যে এমন অভাবনীয় শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। শুধু কি এই-ই ইংরেজ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে রীতিমত অপ্রত্যাশিত কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে চলেছেন। তাদের মুহূর্মুহূ আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে ফরাসী সৈন্যরা শেয়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালাতে আরম্ভ করেছে। এ কি রে বাবা!

আশাহত ও অস্থিরচিত্ত জোয়ান আকাশের দিকে দু বাহু উত্থিত করে কাতর স্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে স্বর্গবাসী দেবগণ! কেন আমাকে এমন হতাশায় জর্জরিত করছ। আমার এই চরমতম দুঃসময়ে আপনারা আমার পাশে এসে দাঁড়ান। সাহায্য করুন আমাকে। মুহূর্ত পরে আবার বলতে লাগলেন, হে ভৌতিক প্রেতাত্মাগণ! তোমরা আমার পাশে এসে দাঁড়াও। আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য কর। জয়মাল্য পরিয়ে দাও আমার ফরাসীদের শিরে। আমাকে উপকার করার প্রতিদানস্বরূপ যদি আমার রক্ত চাও তবে আমার বাহু ছেদন করে তোমাদের রক্ততৃষ্ণা মেটাতেও আমি কুণ্ঠিত হব না। এ অসময়ে আমাদেরকে বাঁচাও। আমার স্বদেশবাসীকেও বাচাঁও। এমন সময় এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। ছায়ামূর্তির মত একজন শয়তান জোয়ানের সামনে এসে হাজির হলো। তারা মাথাগুলো নীচের দিক দিয়ে শূন্যে ঝুলে রইল।

জোয়ান আবির্ভূত শয়তানগুলোর কাছে কাতর মিনতি করে বললেন, তোমরা যখন কৃপা করে দেখাই দিলে তখন আমার প্রতি আজ সদয় হও। আমাকে তোমরা সাহায্য কর। আমি যে ইংরেজ নিধন যজ্ঞ শুরু করেছি তাতে সাফল্য লাভ করলে তোমরা যা চাও। সবই পাবে। যদি আমাকে দেহ পর্যন্ত দান করতে হয় তবুও কুণ্ঠিত হব না। আমার বুকের রক্তে তোমাদের রক্ততৃষ্ণা নিবৃত্ত করব। তোমরা আমাকে সাহায্য কর।

শয়তানগুলো মাথ নাড়লে জোয়ান অধিকতর সকরুণ স্বরে বললেন, আমার জীবন থাকতে ইংল্যাণ্ডের হাতে ফ্রান্সের পরাজয় চোখের সামনে দেখতে পারব না। আজ অভিশাপ আমাকে চারদিক থেকে গ্রাস করতে বসেছে। নরক ছাড়া আজ আর আমার জন্য অন্য কোন দরজাই খোলা নেই। আর আমার অদৃষ্টে এ কী হতে চলেছে? আমার চোখের সামনে ফরাসীদেশের গৌরব এমন করে ধূলিতে লুটাবে? অসহ্য, আমি সহ্য করতে পারব না।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ইংরাজ সৈন্যরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাকে বাধা দেবার ফরাসীদের শক্তি নেই।

চার্লসের কানে একের পর এক দুঃসংবাদ আসতে লাগল।

এক দূত এসে জানালো, জোয়ান লা পিউকেল ইংরাজ সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছে। জোয়ানের কোন মন্ত্র আজ আর কাজ করলো না।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য প্রান্তেও ঘটে চলেছে আর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

সাফোকের আর্ল কেনিয়ারের ফরাসী কুমারী কন্যা মার্গারেটকেও বন্দী করেছেন।

সাফোকের ডিউক মার্গারেট-এর রূপ ও সৌন্দর্যে একেবারে মাতোয়ারা। তাঁর বাঁধন খুলে দেবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। মন কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। এমন এক রূপ-সৌন্দর্যের আকারকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিতে কোন পুরুষেরই মনের দিক থেকে উৎসাহ পাবার কথা নয়। তিনিও তাই বাঁধন খুলে দিতে পারছেন না।

মার্গারেট করুণ স্বরে বললেন, সাফোকের আর্ল, দয়া করে আপনি বলুন, কি উপঢৌকন আপনার সন্তোষ উৎপাদন করতে পারে। আপনি যা চাইবেন আমার মুক্তির বিনিময়ে আমার বাবা তা-ই দিতে রাজী হবেন। মুখফুটে একবারটি শুধু দয়া করে বলুন, কোন উপঢৌকনের প্রত্যাশী আপনি।

সাফোকের আর্ল আপন মনে বললেন, হে সুন্দরী! যে উপঢৌকন আমি মনে মনে প্রত্যাশা করছি তাকেই তো শৃঙ্খলাবদ্ধ করে চোখের সামনেই ধরে রেখে দিয়েছি। এখন তোমার প্রতি সদয় হওয়ার অর্থ নিজের প্রতি চরম নির্দয়তা প্রকাশ করা।

মার্গারেট অস্থিরভাবে আবার বললেন কি, সাফোকের আর্ল, মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বলুন, কি চান আপনি? আমার মুক্তির বিনিময়ে কি প্রত্যাশা করছেন আপনি?

সাফোকের আর্ল এবারও আপন মনে চিন্তা করে বললেন, আর্ল, এ তুমি কি করছ। তুমি কি ভুলে যাচ্ছ ঘরে তোমার স্ত্রী রয়েছে। আবার তবে মার্গারেট-এর প্রতি আসক্ত হচ্ছ কেন? তোমার একথা ভাবা উচিত নয়।

মুহূর্তে নিজের মনকে শক্ত করে আবার স্বগতোক্তি করলেন, তা হোকগে। থাক না স্ত্রী। বয়েই গেছে আমার। তাই বলে মার্গারেট-এর মত এমন এক রূপসীকে হাতছাড়া করে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব নাকি! তারচেয়ে বরং ছলে-বলে-কৌশলে এর মন জয় করার চেষ্টা করি। না হয় তো তরুণ রাজাকেই এ অমূল্য রত্ন উপহার দেব। সারা বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি যার অঙ্গে এমন করে পুঞ্জীভূত হয়েছে তাকে পেলে তরুণ রাজা আমার ওপর প্রসন্ন হবেন। আর যদি একবার সুন্দরীটিকে রাজার গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারি তবে আমার বহুদিনের স্বপ্ন সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতেও পারে। দুই রাজ্যের বিবাদ মিটে যাবে। স্থাপিত হবে উভয় দেশের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক। হেনরি বয়সে তরুণ। এমন রূপসীকে স্ত্রীরূপে পেলে ধন্য হয়ে যাবেন। দেশবাসীরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে।

সাফোকের আর্ল এবার মুখ খুললেন, শোন সুন্দরী কুমারী রাজকন্যা, তুমি যদি

রাজরাণী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ কর তবে কি তুমি তা প্রত্যাখান করবে?

মার্গারেট বিতৃষ্ণার সঙ্গে জবাব দিলে, রাজরাণী, আমি মনে করি ক্রীতদাসীর চেয়ে বন্দিনী কুমারীর রাজরাণী হওয়া অনেক বেশী অগৌরবের। তবে হ্যাঁ, আপনার কথায় সম্মত হব কি না পরে ভেবে দেখব। কিন্তু সবার আগে আমাকে মুক্তি দিতে হবে। এটাই আমার প্রার্থনা।

মুক্তি? হ্যাঁ, মুক্তি তুমি অবশ্যই পাবে। কিন্তু তার আগে ইংল্যাণ্ডের রাজর মুক্তির ব্যবস্থা তোমাকে ধরতে হবে। বুঝতেই পারছ, আমি তোমাকে ইংল্যাণ্ডের রাজা হেনরির রাণী করতে চাই। বল, আমার প্রস্তাবে তুমি সম্মত কিনা?

রাণী, মানে হেনরির স্ত্রী? তাঁর স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা আমার একেবারেই নেই। তবে আমার পিতা যদি আগ্রহী হন তবে আমি আপত্তি করব না। সে কথা আগেভাগে বলে রাখছি।

ঠিক আছে, তোমার দেশের ক্যাপ্টেনকে দিয়ে তোমার বাবাকে খবর পাঠাচ্ছি। দুর্গ প্রাকারে তার সঙ্গে আলোচনা হবে। শুনে দেখি, তার অভিপ্রায় কি। দেখি যদি ভালো হয় তবে ভাল।

সাফোকের আর্ল-এর হাতে কন্যা মার্গারেট বন্দী হয়েছেন খবর পাওয়া মাত্র রিনিয়ার ছুটে এলেন কন্যার কাছে।

আর্ল তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে রিনিয়ার হাসিমুখে আর্লের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বললেন, আমি মেইন ও আঞ্জু অঞ্চলের জমিদারী যেন নিরাপদে ভোগ দখল করতে পারি একটু লক্ষ্য রাখবেন। ব্যাস, এটুকুই আমার মেয়ের বিনিময়ে আপনার কাছে প্রত্যাশা করছি। তবে হ্যাঁ, হেনরি যদি স্বেচ্ছায় তাঁকে বিয়ে করে রাণীর সম্মান দিতে আগ্রহী থাকেন—

আমি কথা দিচ্ছি রাজা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবেন। আর আপনাকে আমি রাজকীয় ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফ্রান্সের রেনিয়ার মশাই। রাজার উপযুক্ত কাজই আপনি করেছেন। এতে দেশের ও দশের শ্রবৃদ্ধি হবে।

বিদায় মুহূর্ত সাফোকার আর্ল মার্গারেটকে বললেন, দয়া করে আংটিটি যত্ন করে রাখবেন। আর আপনার পক্ষ থেকে রাজার কাছে কী নিবেদন করব তা বলুন।

হ্যাঁ, একজন কুমারী মেয়ের আর দাসীর পক্ষে যা জানানো উচিত তা-ই বলবেন। আমার হৃদয় এর আগে কলুষিত হয়নি সেই আমার নিষ্কলুস পবিত্র হৃদয় রাজাকে দিলাম, বিদায়। মহান আর্ল বিদায়।

আঞ্জুও, ইয়র্কের ডিউকের শিবির। ইয়র্কের ডিউক এবং ওয়ার উইকের আর্ল যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন।

এমন সময় প্রহরী বেষ্টিত হয়ে জোয়ান লা পিউকেল এবং এক মেষপালক এলে ডিউক জোয়ান লা পিউকেলকে আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

মৃত্যুদণ্ডাদেশের কথা শুনে জোয়ান লা পিউকেল বললেন, আপনারা জানেন না

কাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছেন। আমি কোনদিন মেষপালকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিনি। যুদ্ধ বিদ্যা ও যাদু বিদ্যার সাহায্যে অত্যাশ্চর্য সব কাণ্ড সম্পাদনের জন্য ঈশ্বর আমাকে মর্ত ভূমিতে পাঠিয়েছেন আপনাদের মত শয়তানদেরকে শায়েস্তা করতে মানবদেশে দান করে। শয়তান দ্বারা সর্বদা পরিচালিত হচ্ছেন আপনারা। অবিশ্বাস্য কোন ব্যাপার স্যাপার দেখলেই আপনাদের বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় শয়তান তখন যেন আপনাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। আমি আজ সন্তানসম্ভবা। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না। মৃত্যুদণ্ড দান করলে আমার গর্ভের সন্তানকে কী হত্যা করতে পারবেন? অবশ্যই তা পারেন না?

ইয়র্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কুমারী জোয়ান লা পিউসকল সন্তানসম্ভবা। একি সম্ভব! একি কথা শুনছি! তবে কি চার্লস ডফিন-এর কীর্তির ফসল এ অবৈধ সন্তান। কারণ ওরা যে দুজন দুজনকে এক মুহূর্ত ছাড়তে পারত না।

ওয়ার উইক বললেন, বিয়ে তো করেনি, তবে সে যার দ্বারাই হোক না কেন, অবৈধ কোন সন্তানকে আমরা জীবিত থাকতে কিছুতেই দেব না। চার্লসের সন্তানকে তো অবশ্যই না। ওর মৃত্যুদণ্ডই বহাল থাকবে।

জোয়ান লা পিউকেল তাদের কথায় আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, না। আপনারা এমন কাজও করবেন না। আমার গর্ভের সন্তানের সঙ্গে চার্লস-এর কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। তিনি নির্দোষ নেপলসের রাজা বেনিয়ারই আমার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা। আর যদি আপনারা আমাকে মুক্তি দানের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড দান করেন তবে আমি আপনাদের অভিশাপ দিচ্ছি আপনারা যখন যে দেশে অবস্থান করবেন সেখানে যেন কোনদিন গৌরবের পতাকা না ওড়ে। সে দেশ যেন ঘন অন্ধকার আর মৃত্যুর হাহাকার দিয়ে গ্রাস করে। আর নিরবিচ্ছিন্ন হতাশা আর হতাশার মধ্য দিয়ে যেন আপনাদের জীবনাবসান ঘটে। এই অভিশাপই আমি দিয়ে যাচ্ছি।

ইয়র্ক গর্জে উঠলেন ঘৃণ্য নরকের কীট! আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে তোমাকে। তোমার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

তার মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিনাল বেডফোর্ড সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাদের দেশ ও ফরাসী দেশের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংগঠিত হচ্ছে তাতে খ্রীষ্টান জগত আতঙ্কিত। তা নিরসনের জন্য চার্লাস ডফিন অ্যালেঙ্কন, অবৈধ আর্লিয়ান্স, বেনিয়ার ও অন্যান্য সহ এখানে উপস্থিত হচ্ছেন।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, সে কী কথা! তবে এত রক্তক্ষয়, হাজার হাজার যুবক সৈনিকের রক্তদানের পরিণতি শেষ পর্যন্ত এই হলো। ওয়ার উইকের আর্ল, আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি এত রক্তের বিনিময়ে আমরা ফ্রান্সের যেসব অঞ্চল অধিকার করেছি সবই এক কথায় ছেড়ে দিতে হবে। এ অসহ্য—যন্ত্রণা সহ্য কর যাবে না।

ওয়ার উইকের আর্ল বললেন, নিঃশর্তে কি আমরা বিজীত অঞ্চলগুলোর অধিকার

ছেড়ে দেব অবশ্যই তা ছেড়ে দিচ্ছি না। তাই—

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই চার্লস ডফিন এসে সেখানে উপস্থিত হয়ে ওয়ার উইকের আর্লের কথার জের টেনে বললেন, আপনাদের বাঞ্চিত শর্তগুলোর কথা জানার জন্যই আমাদের এখানে আসা। বলুন, সে কী শর্ত? আমরা শুনতে চাই।

কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন, আমিই বলছি শুনুন চার্লস এবং তার পারিষদগণ আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, উভয় পক্ষে যে শান্তিপূর্ণ সন্ধি স্থাপিত হয়েছে তা হলো চার্লস রাজা হেনরির অধীনে এ-ফরাসী দেশকে করদ রাজ্যরূপে ভোগ করার অধিকার লাভ করেছেন। তাঁকে নিয়মিত কর দান করে গেলে কোন সমস্যাই থাকবে না। আর কোনদিন আপনাদের সৈন্যসামন্তরা যুদ্ধ বিগ্রহ করতে পারবে না।

চার্লস বললেন, আমি ফরাসীদেশের অর্ধেকের ওপর রাজ্য জয় করেছি। সে সব রাজ্যের মানুষ আমাকেই বৈধ রাজা হিসাবে মনে করে। বাকি রাজ্যের অধিকার নিতে গিয়ে আমি রাজা হেনরির বশ্যতা স্বীকার করতে যাব কেন? এটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, চার্লস সন্ধির জন্যে উৎসাহী হয়েও আপনি এখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে চাইছেন কেন? আপনি সন্ধির শর্ত মানতে যদি নেহাৎই অপরাগ, যদি সম্মত না হন তবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মাধ্যমে আপনার এই দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেব, মনে রাখবেন এ কথার নড়চড় হবে না।

রেনিয়ার কাতর স্বরে চার্লসকে বললেন, এমন সুযেগ হাতছাড়া করে নিজের পায়ে কুড়ুল মারবেন না। সুযোগ কিন্তু বার বার আসে না। এ সুযোগ হাতছাড়া করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল চালাবেন না।

চার্লস ভেবে চিন্তে বললেন, আচ্ছা আমি সম্মত হতে পারি যদি আমাদের সেনানিবাসগুলোর ওপর কোন কর ধার্য না হয়।

চমৎকার, ইয়র্কের ডিউক বললেন, তবে আমাদের রাজা হেনরির বশ্যতা স্বীকার করুন। ভবিষ্যতে ভুলেও কোনদিন আপনি বা আপনার অমাত্যগণ ইংল্যাণ্ডের রাজার বিরূদ্ধে কোনরকম প্রয়োচনামূলক কাজ এবং যুদ্ধ বা বিদ্রোহ করবেন না। যদি সম্মত থাকেন মনে করব, আমরা যথার্থই দুটো দেশের মঙ্গল সাধন করতে পারলাম।

চার্লস ডফিন নির্দ্বিধায় শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে সকলে প্রস্থান করলেন।

লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে রাজা, একজিটারের ডিউক, রাজার খুল্লতাত ও রাজপ্রতিনিধি গ্লসেস্টারের ডিউক সাফোক, রূপসী যুবতী মার্গারেটকে নিয়ে আলোচনায় রত। যুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডেও নেমে এসেছে শান্তি। রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউক সাফোকের মুখে মার্গারেট-এর রূপ-সৌন্দর্যের কথা শুনে একেবারে মুগ্ধ। আর রাজা নিজে যখন তাঁকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে রাণীর

মর্যাদা দিতে আগ্রহী তবে আর তাঁর খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউক কেনই বা এরকম একটি আনন্দের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতায় হেয় হতে যাবেন। নামমাত্র হলেও বেনিয়ার রাজাও তো বটে। তার মেয়ে মার্গারেট বংশ মর্যাদার দিক থেকে বুদ্ধি-ধৈর্য্য কোনটাতে তিনি তেমন পিছিয়ে নেই। অতএব রাজা সকলের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পেয়ে গেছেন, রাজা এতে মনে মনে খুব খুশীও।

সাফোকের ডিউক বললেন মার্গারেট-এর সৌন্দর্য প্রশংসনীয় তো বটেই। এঁদের উভয়ে যে সন্তান হবে সে-ও বিজেতা বীর হিসাবেই একদিন ইংল্যাণ্ডের বুকে নিজের স্বাক্ষর রাখবে অতএব মহারাজ, মার্গারেটকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। শুভ কাজে বিলম্ব করা মোটেই সমীচীন কাজ নয়। রাজা বললেন, সাফোকের আর্ল, আপনি আজই জাহাজ নিয়ে যাত্রা করুন। ফরাসী দেশে গিয়ে রেনিয়োর ও তাঁর কন্যা মার্গারেটকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন। আর আমরা এদিকে শুভ কাজের দিন ধার্য ও আয়োজন শুরু করি।

সাফোকের আর্ল স্বগতোক্তি করলেন আমার কথাই তবে বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে দেখছি। যুবক প্যারিস যেমন গ্রামে গিয়ে তাঁর প্রেমিকার দেখা পেয়েছিলেন তেমনি রাজা হেনরি ফরাসীদেশে গিয়ে রূপসী মার্গারেট-এর সন্ধান পেলেন। মার্গারেট এবার থেকে রাজাকে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। আর আমি? রাজা, রাণী ও রাজ্য সব কিছুর ওপর আমার কর্তৃত্ব চালিয়ে যাব। পরম করুণাময় ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যই করেন দেখছি। ওনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আজ থেকে রাজা রাণী ও রাজ্য—এই তিনের উপরই প্রভুত্ব করব।

কিং হেনরি দ্য সিক্সথ (২য় খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

লণ্ডন নগরীর কেন্দ্রস্থলে রাজা ষষ্ঠ হেনরির প্রাসাদ।

রাজা হেনরি তাঁর মন্ত্রণাকক্ষে অবস্থান করছেন।

সাফোকের আর্ল মার্গারেটকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, আপনার অনুমতি অনুসারে আমি ফরাসীর তুরে নগরীতে উপস্থিত হয়ে ফরাসীরাজ, বারোজন সামন্তরাজ এবং সাতজন আর্ল এবং কুড়িজন বিশপের উপস্থিতিতে বিধিসম্মতভাবে কর্ম সম্পাদন করেছি সেই আর যে শুভকর্মের মাধ্যমে সুন্দরী মার্গারেটকে আপনার জন্য সাদরে গ্রহণ করে তাকে নিয়ে জাহাজে এসেছি। তিনি আমার সঙ্গেই রয়েছেন। আমি নতজানু হয়ে পারিষদবর্গের উপস্থিতিতে তাঁকে মহারাজের হাতে তুলে দিতে আগ্রহান্বিত। এবার পাশে অবস্থানরতা মার্গারেট-এর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন আপনাদের কাছে যে অপরূপার কথা বলেছিলাম ইনিই সেই মহামান্য রেনিয়োর-এর কন্যা সৌভাগ্যবতী মার্গারেট। সৌন্দর্যের বিচারে তিনি বাস্তবিকই অনন্যা। ইংলণ্ডে আজ পর্যন্ত যত রাণী হয়েছেন এর মধ্যে ইনিই সকলের চেয়ে সবচেয়ে সুন্দরী রাণী।

রাজা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, মাননীয় আর্ল, আজ আপনি যথার্থই আমার হিতাকাঙ্ক্ষীর যোগ্য কাজই সম্পাদন করেছেন। আপনি আমার মৃত প্রায় দেহে আজ আপনি প্রাণ সঞ্চার করলেন। এই প্রেমের ডোরে আমরা উভয়ে যেন উভয়কে বেঁধে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখময় করে গড়ে তুলতে পারি। ওর ওই আনন্দ সুন্দর

মুখমণ্ডলের মধ্যে পার্থিব জগতের এক অমিত আশীর্বাদ আমি খুঁজে পেয়েছি।

মার্গারেট বিনম্র বিনয়ের সঙ্গে বললেন, হে মহারাজ, ইংল্যাণ্ডাধিপতি আমার স্বামী, আমি কল্পনায় শয়নে-স্বপ্নে, নিদ্রায় আর জাগরণে কেবলমাত্র আপনাকেই মনে মনে বার বার স্মরণ করেছি। আমৃত্যু আপনিই যেন আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ রূপে অবস্থান করছেন। আজ আমার কল্পনার বহু বাঞ্ছিত স্বামীকে কাছে পেয়ে নারী জন্মের সার্থকতা পরিপূর্ণ করে তুলতে পেরেছি বলে আমি ধন্য।

রাজা আবেগ মধুর স্বরে বললেন, মাননীয় পারিষদগণ আমার এই মধুনিষাদী বাক্যের রাণীকে আপনারা আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করে নিন।

রাজার কথা শেষ হতে না হতেই সবাই সমবেত কণ্ঠে রাজা ও রাণীর জয়ধ্বনি দিয়ে বললেন, রাজা ও রাণী দীর্ঘজীবি হোন।

সাফোকের আর্ল একটি চুক্তিপত্রের সবার সামনে মেলে ধরে বললেন, মাননীয় সভাসদগণ, এটি একটি চুক্তিপত্র। এতে কিছু চুক্তি লেখা আছে পড়ুন আপনারা।

রাজার খুল্লতাত ও গ্লসেস্টারের ডিউক হামফ্রে সাফোকের আর্লের হাত থেকে চুক্তিপত্রটি নিয়ে পাঠ করতে লাগলেন ইংল্যাণ্ডরাজ হেনরির রাষ্ট্র। রাজপ্রতিনিধি মার্কুইস সব সাফোক এবং ফরাসী রাজ চার্লস, ডফিন-এর মধ্যে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলো তার শর্তগুলোর কথা এই চুক্তিপত্রে আছে নেপলস্, সিসিলিয়াও ও নেপলেসের রাজা রেনিয়ার রূপবতী ও গুণবতী কন্য কুমারী মার্গারেটকে বিয়ে করে রাণীর মর্যদা দান করবেন। আর লেখা রয়েছে আগামী তেরই মে প্রত্যুষে রাজা ষষ্ঠ হেনরি মার্গারেটকে বিয়ে করে তাঁকে ইংলণ্ডের রাণীর পদে বরণ করে নেবেন।

(১) শর্তটি এরকম—ফরাসীদেশের অন্তর্গত মেইন এবং আঞ্জুর জমিদারি দুটোকে এক সঙ্গে মিলিত করে মার্গারেট-এর পিতা রেনিয়ারকে দান করতে হবে। কথা কটি উচ্চারণ করা মাত্র বৃদ্ধের হাত থেকে চুক্তিপত্রটি মেঝেতে পড়ে গেল। তিনি চুক্তিপত্রটির দিকে হতাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

রাজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খুল্লতাতের দিকে তাকালে অপ্রতিভ গ্লসেস্টার মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন, ক্ষমা করবেন রাজা, ও কিছু না। হঠাৎ বুকের ভেতরে কেমন যেন চিনচিনিয়ে উঠল। আর মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। যাক্, এখন ঠিক হয়ে গেছে।

রাজা বললেন, পিতামহ উইঞ্চেস্টার, চুক্তিপত্রটি আপনিই না হয় পড়ুন।

কার্ডিনাল উইঞ্চেস্টার চুক্তিপত্রটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন। চুক্তি অনুযায়ী এ-ও স্থির হল যে, মেইন ও আঞ্জুও নামক অঞ্চল ইংরেজ অধিকার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হল। আর তা অর্পণ করা হলো রেনিয়ারকে। তাঁর কন্যা মার্গারেটকে ইংল্যাণ্ডের রাজার খরচে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হবে। আর এ-ও স্থির হলো যে, এ বিয়েতে রাজাও কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ কিছু দেওয়া হবে না।

চুক্তিপত্র পড়া শেষ হলে রাজা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বললেন, বাঃ চমৎকার।

চুক্তিপত্রে বর্ণিত তথ্যাদি সবই আমাদের মনোমত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লর্ড মার্কুইস, আপনার কাজ দেখছি খুবই সন্তোষজনক। আমি সন্তুষ্ট হয়ে আজ থেকে আপনাকে সাফোকের প্রথম ডিউকের পদে বহাল করলাম। এবার ইয়র্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাজও আমার বেশ সন্তোষ উৎপাদন করেছে। আঠার মাস পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ফ্রান্সে তুমি ইংল্যাণ্ডের রাজপ্রতিনিধির ভূমিকা পালন করবে। এবার আপনারা রাণীর অভিষেকের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন। আপনাদের সকলকেই আমার রাণীর রজকীয় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গ্লসেস্টারের ডিউক হামফ্রে এবার বললেন, উপস্থিত ইংলণ্ডের বীর সুধীবৃন্দ, আমি রাজার খুল্লতাত। রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ আপনাদের কাছে আমার মনের দুঃখের কাহিনী কিছু তুলে ধরছি এবং সকল দেশবাসীরাও মনে করতে পারেন, এটা আপনাদেরও সবারই দুঃখের কাহিনী। আমার ভাই হেনরি কি যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়নি? ফ্রান্সে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে কী অবর্ণনীয় কষ্টই না বারবার সে করে গেছে। আমারই ভাই বেডফোর্ড তার কূটবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দিয়ে হেনরির বিজিত ফ্রান্সের রাজ্যগুলিতে ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য যাতে অব্যাহত রাখতে পারে তার জন্য কম নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য ব্যয় করে নি। বারবার অস্ত্রের আঘাত কম সহ্য করেন নি। আর আমি এ বুড়ো বয়সেও আমার খুল্লতাত বেডফোর্ডকে নিয়ে রাজ্যের সুষ্ঠ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কম চিন্তা-ভাবনা করি নি। আর বর্তমান রাজাকে কি তার বাল্যাবস্থতেই রাজপদে অভিষিক্ত করা হয় নি? আমাদের এতগুলি লোকের শ্রম, সম্মান, প্রভাব কি মুহূর্তেই ম্লান হয়ে যাবে? আপনারা একবারটি বেশ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন তো, এ সন্ধি কি আমাদের সকলের কাছে কম লজ্জার ব্যাপার না? আর এ বিয়ে হলেই ইংল্যাণ্ডের প্রভুত্ব ক্ষতি সাধন হবে বলেই আমি অন্ততঃ মনে করছি। এর মাধ্যমে আপনাদের বীরত্ব ও কীর্তি মুহূর্তের মধ্যে সব ম্লান হয়ে যাবে বলে মনে করি। ইংল্যাণ্ডে ফরাসীদেশের যা কিছু জয় করেছে সবই এর মাধ্যমে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। এ এখনই আপনারা খতিয়ে দেখুন। এ বিয়েতে আপনাদের সকলের চরিত্র ম্লান হয়ে যাবে। এর একটা বিহিত করুন।

রাজার পিতার খুল্লতাত এবং কার্ডিনালের ডিউক সবিস্ময়ে বললেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি এসব কি বলছ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। ফরাসীদেশের অধিকার তো আমাদেরই আছে থাকবেও ভবিষ্যতে।

থাকবে! কিন্তু যদি রাখা সম্ভব হয় কিন্তু নতুন ডিউক কর্তৃত্ব শুরু করলে তা কতখানি সম্ভব হবে জানি না। সামন্তরাজ রেনিয়ারকে মেইন ও আঞ্জুওর অধিকার দান করা হল। তার জন্য যা হয় সে তুলনায় আয় কিন্তু খুবই সামান্য।

ওয়ার উইকের ডিউক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মেইন আর আঞ্জু ও শহর দুটো অনেক আঘাত অনেক রক্তের বিনিময়ে, অনেক ঘাম ঝরিয়ে আমিই অধিকার করেছিলাম। কিন্তু সে দুটোকে হাসিমুখে বিলিয়ে দেওয়া হল। এ আঘাত কি করে সহ্য

করব আমি।

ইয়র্কের ডিউকও উক্ত সন্ধিকে হাসিমুখে সমর্থন করতে পারলেন না। আর ইংল্যাণ্ডের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের রাজারা বিয়ের সময় প্রচুর অর্থ যৌতুক স্বরূপ কন্যার পিতার কাছ থেকে লাভ করে থাকেন। কিন্তু বর্তমান রাজা তা ত্যাগ করে সবদিক থেকে লোকসানের দায় ঘাড়ে তুলে নিলেন। এটা ইংল্যাণ্ডের যে কত ক্ষতি হল তা কি ভাবা যায়?

রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউক সবিস্ময়ে বললেন, এসব কি হতে চলেছে বুঝছি না! ফরাসীদেশ থেকে রাণীকে কেবল জাহাজে করে ইংল্যাণ্ডে আনার জন্য ব্যয় করেছেন পনের শ' স্বর্ণ মুদ্রা। এর চেয়ে রাণীর কি ফরাসী'দেশে শুকিয়ে বা পচে মরাই অনেক ভাল ছিল না?

কার্ডিনালের ডিউক বললেন, রাজার ইচ্ছা, এতে আমাদের আপত্তি করার কি-ই থাকতে পারে?

গ্লসেস্টারের ডিউক একটু উত্তেজিত স্বরেই বললেন, আপনার ব্যাপার স্যাপারে আমাদের ঘৃণা ধরে গেছে, আপনার মতলব সব আমি জানি। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেবেন। দেখবেন আচিরেই ফরাসীদেশে আমাদের অধিকার আর থাকবে না। বলে উত্তেজিত হয়ে তিনি সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কার্ডিনাল ডিউক গ্লসেস্টারের ডিউকের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বললেন। কী তেজ দেখেছেন ওর? ও শুধুমাত্র আমারই নয় রাজারও শত্রু। উত্তরাধিকারীসুত্রে বর্তমান রাজার পরে ওর স্থান। বিয়েতে যৌতুক হিসাবে একটি বিশাল রাজ্য যদি রাজা লাভ করতেন তবুও খুশী হত না। এ বিয়েতে গ্লসেস্টারের ডিউকের আপত্তি থাকতই। অতএব আপনারা ওর মায়া-কান্নায় ভুলবেন না। তবে একটি কথা মনে রাখবেন, এ রাজ্যের জনগণের ওপর ওর খুবই প্রভাব। অতএব এ ঘটনার পর ওকে অর ওর পদে রাখা সম্ভব কিনা ভেবে দেখুন। ওকে জনগণরা সকলে যীশুর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

বাকিংহাম বললেন, আমাদের রাজা এখন স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। রাজ্যশাসনের ব্যাপাবে .সবদিক থেকে তিনি নিজেকে তৈরী করে নিয়েছেন। অতএব রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউককে আর তাঁর অভিভাবক করে রাখার কোন যুক্তি নেই বা কিছুমাত্র দরকার আছে বলে মনে করি না। নইলে তিনি তলে তলে রাজ্য ও রাজা উভয়েরই অহিত সাধনে ব্রতী হবেন। তাই সমারসেট ও অন্যান্য লর্ডগণ ওকে ওর পদ থেকে সরাবার জন্য আমাদের সহযোগিতা করুন।

রাজার খুল্লতাত ও গ্লসেস্টারের ডিউকই বর্তমানে সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। তিনি যে রাজ্য বা রাজা কারোরই মঙ্গল চিন্তা করেন না তা বাকিংহামের ডিউক থেকে শুরু করে রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ড পর্যন্ত সে বিষয়ে কারোরই এখন দ্বিমত নেই। আবার সাফোকের আর্লের ব্যাপারেও সবাই একমত।

শেষ পর্যন্ত বহু আলোচনার-বিলোচনার মাধ্যমে সবাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, তাদের ক্ষমতা সমস্ত খর্ব করা হবে। আর সে সঙ্গে এ-ও সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দেশের জনহিতকর কাজের মাধ্যমে তাদের অভাব পূর্ণ করে রাজার হাত দৃঢ়তার সঙ্গে শক্ত করবেন।

ওয়ার উইকের ডিউক কিন্তু মেইন আর আঞ্জুও শহর দুটো বে-হাত হয়ে যাওয়ার শোক কোন মতে ভুলতে পারলেন না। তিনি বললেন, প্রয়োজনে আমি আবার যুদ্ধ করে শহর দুটোর দখল নেব আমার নিজের জন্য। তা নাহলে প্রাণ দেব।

ইর্য়কের ডিউকও হাসিমুখে সন্ধির শর্ত মেনে নিতে পারলেন না। ডিউকের কন্যাকে লাভ করার জন্য অপরের দ্বারা অধিকৃত শহর দুটো রেনিয়োর-এর হাতে তুলে দেবার জন্য তিনিও রীতিমত বেশ ক্ষুব্ধ। আর ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং আয়ারল্যাণ্ডকে তিনি নিজের হৃদপিণ্ডের মতোই মনে করেন। রাজা শুধু রাণীর সুন্দর মুখ দেখেই রাজ্য দুটি ছেড়ে দিলেন, রাজা তো। যুদ্ধ জয় করে অনেক রক্ত ঝরিয়ে রাজ্য জয় করেছে তারা কি এসব কথা মেনে নেবে? এতে এমন একদিন আসতে পারে যেদিন ইয়র্ক ও ইংল্যাণ্ডের ওপর দাবী করে বসতে পারেন। তাই তিনি এখন থেকে নেভিল-এর ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। আজ থেকে চেষ্টায় থাকব সুযোগ পেলেই রাজমুকুটের দিকে হাত বাড়াবেন। এমনকি ল্যাঙ্কাস্টারকেও তিনি গ্রাহ্য করবেন না। এখন থেকে তিনি কেবল সুযোগের অপেক্ষায় থাকবেন। রাজা যখন সদ্য বিবাহিতা তখন স্ত্রীকে নিয়ে প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, মত্ত থাকবেন স্ত্রীকে নিয়ে। তখন তিনি গোপনে গোপনে অভিযান চালিয়ে যাবেন ল্যাঙ্কাস্টার বংশের বিরুদ্ধে। বলপূর্বক রাজদণ্ড ও রাজমুকুট ষষ্ঠ হেনরির মাথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সিংহাসন আরোহণ করবেন ইয়র্ক। এটাই তার একমাত্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজার খুল্লতাত, গ্লসেস্টারের ডিউক হামফ্রের সুরম্য বাসভবন।

গ্লসেস্টারের ডিউক তাঁর বাসভবনে স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন।

ডিউককে বিষণ্ণমুখে বসে থাকতে দেখে তাঁর স্ত্রী এলিনর বললেন, তোমাকে ক'দিন ধরেই কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে যে বড়? বিশ্বজনবন্দিত মহান ডিউক হামফ্রে কেন সমস্ত মান-সম্মান উপেক্ষা করে ভ্রুকুঞ্চিত করছেন এমন করে, কি ভাবছ এমন করে? সিংহাসন আর রাজমুকুটের লোভই কি তোমার মন-প্রাণের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছে? বেশ তো, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পা বাড়াও। গোমড়া মুখে শুধু ঘরে বসে থাকলেই কি আর হীরকখচিত রাজমুকুট উড়ে এসে জুড়ে বসবে নাকি তোমার মাথায়? চাই সুযোগের সদ্ব্যবহার। আর এই জন্য চাই ধৈর্য্য, নিষ্ঠা আর উপস্থিত বুদ্ধি—শুদ্ধি। তুমি যদি সত্য সত্যই এর জন্যে উৎসাহী হও তবে আমি তোমাকে

সর্বতোভাবে সাহায্য করতে পারি। তোমার হাতের সঙ্গে জুড়ে দিলে লম্বা হয়ে যাবে তখন নাগাল পেতে অসুবিধা হয় না।

গ্লসেস্টারের ডিউক সবিস্ময়ে বললেন, সে কী কথা গিন্নি! কাল রাত্রে এমনই এক দুঃস্বপ্ন দেখে আমি একেবারে মিইয়ে রয়েছি। তোমার মন থেকে আজ কুটিল আর লিপ্সার কাঁটাগুলোকে দূর করে টেনে দাও। আমি কিছুতেই আমার ভাইপো হেনরির অনিষ্টের কথা ভাবতেও পারি না। ওরা যে আমার প্রাণের চেয়ে বড়, তুমি আমাকে এইসব কথা বলে ছোট করে দিও না।

কিন্তু আমিও তো কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি স্বামী। দেখছি আমি ওয়েস্টমিনিস্টার চার্চে রাণীর আসনে বসে। সেখানেই তো রাজা আর রাণীর অভিষেক হয়। আর দেখলাম হেনরি আর মার্গারেট নিজ হাতে নতজানু হয়ে আমার মাথায় রাণীর মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে। যাতে আমি রাণী হতে পারি তার ব্যবস্থা নিতে হবে না?

আমি কিন্তু এর জন্যে উদ্ধত, কুৎসিত মনোভাবাপন্না তোমাকে ভর্ৎসনার পরিবর্তে সোহাগ করতে পারব না। তুমি সম্মানের দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় মহিলা। ব্যস, এতেই সন্তুষ্ট থাক। কেন তোমার স্বামীকে সম্মানের সুউচ্চ আসন থেকে নীচে নামাতে চাইছ। উচ্চাভিলাষ আর হীন চক্রান্তের মাধ্যমে স্বামীকে নীচে উচ্চাসনে বসাবার চিন্ত মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেল। এতে বরং শান্তি সুখ সবই পাবে মনে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।

এলিনর তখনকার মত ব্যাপারটিকে মেনে নিলেও তার মধ্যে উচ্চাভিলাষ এবং কূটবুদ্ধি দুই-ই রয়ে গেল।

পুরোহিত জন লিউম এলিনর-এর কূটবুদ্ধির সহায়ক হলেন। তিনি সুযোগ পেলেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হন এবং গোপনে মন্ত্রণা দেন কি করে হেনরিকে সিংহাসন চ্যুত করে হামফ্রের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়া যেতে পারে? কিন্তু এই হিউম হচ্ছে কার্ডিনাল ও সাফোকের দালাল।

পুরোহিত ডিউকএলিনরকে গোপনে বললেন, আমি মহাতান্ত্রিক রোজার বোলিংব্রেক এবং যাদুকর মর্গারি জোর্ডেন-এর সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছি। তারা বলেছে পাতাল থেকে ভৌতিক আত্মা আনয়ন করে রাজার খুল্লতাত হামফ্রের মাথায় হীরকখচিত রাজমুকুট পরিয়ে দেবেন। এতে কি আপনি আনন্দিত হবেন?

পুরোহিত হিউম এলিনর-এর কাছ থেকে প্রায়ই নানা রঙিন স্বপ্নের জাল বুনে মোটা অঙ্কের টাকা বারবার প্রণামী স্বরূপ নিয়ে যেতে লাগলেন। আসলে সাফোকের ডিউক এবং রাজার পিতার খুল্লতাত ও উইঞ্চেস্টারের বিশপই ষড়যন্ত্র করে এলিনর-এর মাথায় দুর্বুদ্ধিটি ঢুকিয়ে দিতে চলেছেন। যেন তেন প্রকারেণ রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউকের পতনকে অবশ্যম্ভাবী ও ত্বরান্বিত করে তোলাই তাঁর একমাত্র কাজ। কারণ সৎ হামফ্রেকে তাড়াতে না পারলে কোন কাজই হবে না।

এদিকে লণ্ডনের রাজপ্রাসাদেও ঘটে চলেছে অন্য আর এক দৃশ্য। রাণী রজ্যশাসনের

ব্যাপারে রাজার খুল্লতাত ও গ্লসেস্টারের ডিউক হামফ্রের প্রভাবকে কিছুতেই সুস্থ মনে বরদাস্ত করতে পারছেন না। রাজা যতদিন নাবালক ছিলেন ততদিন তিনি তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কতৃত্ব করতেন। এখন আর সব ব্যাপারে তাঁর কতৃত্বকে মেনে নেওয়া যায় না। রাজা আজও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও প্রজাদের কাছে ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষ ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হচ্ছেন। প্রজাদের যার যা কিছু আবদার অভিযোগ সবই গ্লসেস্টারের ডিউকের কাছে, রাজা যেন রাজ্যে কাঠের পুতুল যেন যেদিকে নড়াও সেদিকেই নড়েন। একদিন রাণী কথা প্রসঙ্গে রাজাকে বললেন, কোনদিন দেখবে, তোমার কাকা রাজমুকুট তোমার মাথা থেকে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় চাপিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে রাজা হয়ে বসে পড়েছেন। তোমাকে তখন গীর্জায় গিয়ে ধর্মকর্ম নিয়ে গুজরাণ করতে হবে। এসব কিন্তু ঠিক না, তুমি এর একটা কিছু কর যাতে প্রজারা তোমাকে ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ না বলে।

রাজা অবশ্য কামনা দিয়ে কথাটিকে আমল না দিয়ে মুচকি হেসে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, এসব কথা বলা ঠিক নয়।

একদিন সাফোকের ডিউকের কাছে রাণী দুঃখ করে রাজার সিংহাসন রক্ষা করার ব্যাপারে ঔদাসিন্যের কথা জানালে সাফোকের ডিউক তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি যখন আপনাকে ফরাসীদেশ থেকে এনে রাণীর সিংহাসনে বসাতে পেরেছি তখন আপনার অভিলাষ আমি পূরণ করতে পারবই। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন।

রাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চারদিকে শত্রুরা ওৎ পেতে বসে আছে। ক'জনকে শান্ত করবেন আপনি? গ্লসেস্টারের ডিউক, রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ড, লর্ড প্রোটেক্টর ইয়র্ক, বার্কিংহামের ডিউক আর সমারসেটের ডিউক প্রত্যেকেই এক একজন যেন মূর্তিমান, শয়তান কাকে সামলাবেন। রাজমুকুট আর সিংহাসনের দিকে রসনা মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে এরা তো আছেনই। কখন কি হবে সে তারাই জানে আমার কাছে আরোও সবচেয়ে বেশী অসহ্য গ্লসেস্টারের স্ত্রী এলিনরকে নিয়ে। সব সময় এমন এক হাব-ভাব দেখান যে, তিনিই যেন এ রাজ্যের রাজরাণী। আর আমি যেন তার স্বামীর অধঃস্তন কোন কর্মচারীর স্ত্রী। আমার মনের অবস্থা এখন এমন হয়েছে যে, শীঘ্র এর প্রতিশোধ নিতে না পারলে বেঁচে থাকাই দুষ্কর। ওর রাণীর আর আমার সহ্য হয় না। এর একটা বিহিত করা উচিত বলে মনে করি।

ক্রুর হাসি হেসে সাফোকে বললেন, এত সহজে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? আমি উপযুক্ত ফাঁদ ফাঁদছি। এক এক করে সবাইকে সেই জালে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। শুনুন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজার খুল্লতাত ও গ্লসেস্টারের ডিউককে ফাঁদে ফেলতে হলে রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনালকে কাজে লাগাতে হবে। ইয়র্কের ডিউক কিন্তু কার্ডিনালকে সাহায্য করতে কোনদিন রাজী হবেন না। একে একে সব শত্রু নিপাত করে দিয়ে শেস পর্যন্ত দেখবেন আপনিই এ রাজ্যের রাণী সেজে যাবতীয় কর্তৃত্ব করতে পারছেন।

এদিকে রাণীর কর্তৃত্ব নিয়ে গ্লসেস্টারের ডিউকের সঙ্গে রাণীর একটু মন কষাকষি হয়ে গেল।

হামফ্রে বেশ রাগান্বিত ও বিরক্তিভরেই রাণীকে বললেন, রাজকার্য চালানোর মত এখন যথেষ্ট বয়স রাজার হয়েছে। আর তার বুদ্ধি শুদ্ধিও নেহাৎ কম নয়। অতএব রাণীকে রাজকার্যের ব্যাপার-স্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে। এটা ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। এসব থেকে রাণীর দূরে দূরে থাকাই সবচেয়ে ভাল। রাণীও এর উত্তরে বললেন সে, রাজার যদি এখন প্রকৃতই উপযুক্ত বয়স ও জ্ঞানবুদ্ধি হয়েই থাকে তবে আর রাজ্যরক্ষক হিসাবে আর আপনার থাকারও তো কোন প্রয়োজন কিছু দেখছি না বলে মনে করি। এবার রাজাকেই তার বিবেক-বিবেচনা দিয়ে কাজ কর্ম করতে দিলে ভাল হয় না কি?

বেশ তো, রাজা যদি আমার পরামর্শ না চান তবে আমি আজই এই মুহূর্তে পদত্যাগ করব। সে কথার নড়চড় হবে না।

ঠিক তখনই সাফোকে সেখানে হাজির হয়ে সবকিছু শুনে গ্লসেস্টারের ডিউক হামফ্রেকে বললেন, আপনার তবে পদত্যাগই করা উচিত। আর সেই সঙ্গে আপনার দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্যতা আর আস্ফালন ত্যাগ করে শান্ত হয়ে এরাজ্যে বসবাস করুন। ইংল্যাণ্ডের রাজা আপনাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। সমুদ্রের ওপারে রাজা ডফিন আপনারাই আদেশে ওঠা বসা করেন। প্রজাদের কাছ থেকেও অসৎ উপায়ে পয়সা সংগ্রহ করে আমোদ আহ্লাদ করছেন।

রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউক রাগে-দুঃখে আর অপমানে জর্জরিত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। কারণ রাজা থেকেও কিছু উত্তর দিচ্ছেন না।

গ্লসেস্টারের স্ত্রী এলিনর এসব দেখে গুলি খাওয়া বাঘিনীর মত গর্জে উঠে বললেন, রাজা, এখন তুমি মুখবুজে আছ বটে। নতুন বিয়ে করা স্ত্রীকে মাথার মণি করে রেখেছ বটে। কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসবে যেদিন ও তোমাকে নাকে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরাবে। আর কে কি বলছে আমার এখন দেখার দরকার মনে করি না। আমি একদিন এর প্রতিশোধ নেবই।

এলিনর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই বার্কিংহামের ডিউক বললেন, উনি দেখছি নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছেন। কী ভয়ঙ্কর এই ভদ্রমহিলা। রাজার বিয়ের আগে পর্যন্ত কিন্তু খোলসের আড়ালে ঘাপটি মেরে চুপচাপ ছিলেন।

এরপর রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউক আবার ফিরে এসে বললেন, মাননীয় লর্ডগণ, আমি ইংল্যাণ্ডকে হৃদয় দিয়ে কতখানি ভালবাসি তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। যাকগে, আমি এই রাজকার্য থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাচ্ছি। তবে আমার মতামত জানতে চাইলে আমি বলব ইয়র্কের ডিউক এ কাজের জন্য একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

সবচেয়ে অযোগ্য ব্যক্তি ইয়র্কের ডিউক। সাফোকের আর্ল বলে উঠলেন সরোষে।

ইয়র্কের ডিউক এবার বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আমি সত্যিই অযোগ্য। কারণ, আমি

অন্যদের মত আপনার শ্রীপাদপদ্মে সর্বদা তৈল মর্দন করি না। আর আমিই প্যারিস অবরোধ করে সমগ্র ফরাসীদেশকে বেকায়দায় ফেলেছিলাম। আমি তো অযোগ্য হবই।

সাফোকের আর্ল মহারাজকে উদ্দেশ্য করে বললেন ইয়র্কের ডিউক একটি চরম বিশ্বাসঘাতক। তিনি একবার তাঁর নিজের প্রভুর বিরুদ্ধেই চরম রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে দাবী করেছিলেন, তিনিই ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী।

এই কথায় ইয়র্কের ডিউকের ভৃত্য বলল, সত্য কথা মহারাজ। খুবই সত্য কথা। একদিন আমি ছাদে বসে বর্ম তৈরী করছিলাম। তখন তিনি আমার কাছে একথা বলেছিলেন। আমি ঈশ্বরের নামে দিব্যি কেটে বলতে পারি সে সব সত্যি কথা। এ কথা লুকাবার কিছু নেই। একথা রাজা সব শুনে খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউক হামফ্রেকে বললেন, এ রাজদ্রোহীর কি শাস্তি প্রাপ্য বলুন!

এখন আর এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না সমারসেটের ডিউককে ইংল্যাণ্ডের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করুন। প্রয়োজন পড়লে উনিই আপনাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে মুশকিল আসান করে দেবেন। উনিই পরামর্শ দেওয়ার মত উপযুক্ত ব্যক্তি।

একথায় রাজা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তৃতীয় অধ্যায়

এদিকে পুরোহিত হিউম আর এলিনর গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলতে লাগলেন। হিউম ডাইনি মার্গারি জোর্ডন নামে এক প্রেত সাধিকাকে ধরে নিয়ে এলেন। সে নাকি পাতাল থেকে প্রেতাত্মাকে ডেকে নিয়ে এসে রাজা ও রাণীর সর্বনাশ করতে পারবে। গভীর রাতে ট্রয় নগরীতে যখন আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, শেয়াল, পেঁচা আর কুকুর যখন ডাকাডাকি করে, প্রেতাত্মারা কবর ছেড়ে উঠে এসে পৃথিবীতে তাণ্ডব শুরু করবে তখনই ডাইনি তার কাজ শুরু করবে। এটাই তার সিদ্ধান্ত।

যখন গীর্জা থেকে মধ্য রাত্রির ঘণ্টা বেজে উঠল মার্গারি তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করে এক প্রেতাত্মাকে সামনে আহ্বান করাল।

মার্গারির সঙ্গে বোলিংব্রোক নামে এক সহকারী ও এসেছে।

বোলিংব্রোক প্রেতাত্মার কাছে জানতে চাইল, বলতো, ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারে কি কি বিপদ ঘটতে চলেছে বা ঘটবে।

উত্তরে নাকি স্বরে প্রেতাত্মা উত্তর দিল যে রাজা তাঁর কাকাকে পদচ্যুত করবেন। তাঁর কাকা ডিউকের থেকে রাজা অনেক বেশীদিন বেঁচে থাকবেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিকভাবে তাঁর মৃত্যু সংগঠিত হবে। সাফোকের আর্ল-এর সলিলসমাধি হবে, সমারসেটের ডিউক রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে মরুপ্রান্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাবে।

শয়তান কোথাকার! ডাইনি মার্গারি গর্জে উঠল। যত সব মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিস। দূর হ আমার সামনে থেকে, তোকে আমি ....

এই সময় ইয়র্কের ডিউক এসে পড়ায় সবাই অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তার নির্দেশে প্রহরীরা রাজার কাকি ছাড়া অন্যান্যদের বেঁধে নিয়ে চলে গেল। ইয়র্কের ডিউক স্বয়ং রাজার কাকিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

ইয়র্কের ডিউক রাজার কাকি গ্লসেস্টারের ডিউকের স্ত্রীর গোপন ও ঘৃণ্য জাল চক্রান্তের কথা রাজাকে জানিয়ে দিবেন বলল।

এদিকে সেণ্ট আলবান্‌স রাজা, রাণী, খুল্লতাত, গ্লসেস্টারের ডিউক, রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ড, সাফোকের আর্ল পাখি ওড়ানো দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানেও রাজার খুল্লতাতের সঙ্গে সা ফোকের আর্লের সঙ্গে ভীষণ বচসা হয়। রাণী সাফোকের পক্ষ নিয়ে গ্লসেস্টারের অনেক কথা শুনিয়ে দেন।

পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ায় যে, রাজার পক্ষে তাদের শান্ত করা ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বাক্‌বিতণ্ডার বিষয় সাফোকের আর্ল গ্লসেস্টারের ডিউককে বিশ্বাসঘাতক বলেছেন। আর রাণী তাঁকে সমর্থন করেছেন! রাণী সব সময় সাফোকের আর্লকে তোয়াজ করে চলেন।

এমন সময় সিম্পকক্স নামে এক জন্মান্ধ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রাজার কাছে আসে। সিম্পকক্স নাকি ইন্দ্রজালের দৌলতে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে।

সব কিছু শুনে রাজা সিম্পকক্সকে বললেন, ঈশ্বরের পরম করুণার জন্যই জন্মান্ধ হয়েও আজ তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছ। কিন্তু কি করে এমন অবিশ্বাস্য একটি কাণ্ড ঘটল খুলে বলত শুনি?

সিম্পকক্স রাজাকে জানায়, প্রভু, এক রাত্রে সেণ্ট আলবান্‌স আমাকে ডেকে বললেন, আমার বেদীমূলে এসে কায়মনোবাক্যে আমার প্রার্থনা কর তাহলে তোমার যা ইচ্ছা পূরণ করতাম। আর তাতেই আজ আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি। আমি খোঁড়া, প্রার্থনা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি সেণ্ট আল্‌বানস-এর কৃপায় পা দুটোও হয়ত একদিন সেরে যাবে।

রাজার কাকা গ্লসেস্টারের ডিউকের মনে ব্যাপারটা পুরোপুরি সন্দেহজনক বলে মনে হওয়ায় একজন বেত্রাঘাতকীকে ডেকে বললেন, একে জোরে জোরে বেত মার। দেখি এ কতখানি সত্য কথা বলছে জানা যাবে।

ঘা কতক বেত মারতেই লোকটি গ্রামের দিকে চোঁ চোঁ করে দৌড় মারল। রাজার সঙ্গে প্রতারণার দায়ে সিম্পকক্সকে বেত মারতে মারতে গ্রামের মধ্যে ঘোরান হল।

এমন সময় বার্কিংহামের ডিউক এসে রাজাকে বলল, আপনার কাকি এলিনর-এর সামনে এবং তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে তান্ত্রিক ডাইনির সাহায্যে রাজার যাতে অমঙ্গ ল হয় তার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাজা হেনরির জীবন নাশ করে এবং তাঁর পারিষদগণের জীবন হানির চেষ্টাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমি জানতে

পরে সবগুলিকে বন্দী করে রেখে এসেছি প্রাসাদে।

সব কিছু শুনে রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল গ্লসেস্টারকে বললেন, এরপরও তুমি তোমার বর্তমান পদে বহাল থাকবে মনে ভেবেছ? আজ থেকে তুমি কিন্তু আর নিজপদে আসীন থাকতে পারবে না।

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে রাণী গ্লসেস্টারের ডিউককে বললেন, কাকা, আপনি সৎ ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কাকিমার অধৈর্য্যের জন্য আপনাকে হেনস্থা আজ এখানে হতে হল। আপনার নামকে কলুষিত করল।

গ্লসেস্টারের ডিউক বললেন, আমি তোমাদের ভালবাসি বলে এখানে তোমাদের সঙ্গে পড়ে রয়েছি। সত্য কি মিথ্যা কি করে বলব? আমার স্ত্রী যে উচ্চভিলাষিণী পরশ্রীকাতরা ও স্বার্থগৃধনা আমার অজানা নয়। সে উচ্চ বংশের মেয়ে হয়েও কেন এমন সব আজে বাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে ঈশ্বর জানেন। তবে আজ থেকে আমি তাকে পরিত্যাগ করব।

রাজা চিন্তিত মুখে বললেন, এখানে এসব আলোচনা করে কিছু লাভ নেই। এর মীমাংসা কিছুই হবে না শুধু তিক্ততাই বাড়বে। তার চেয়ে প্রসঙ্গটা এখন চাপা থাক। প্রাসাদে ফিরে দোষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাবে। চলুন এবার সকলে প্রাসাদে ফিরে যাই।

এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে ইয়র্কের ডিউকের বাগানে নৈশভোজ শেষান্তে ইয়র্কের ডিউক বললেন, আমার প্রিয় লর্ডগণ, আমার একটা বক্তব্য আছে, ধৈর্য্য ধরে শুনুন। সবকিছু শুনে এ রাজ্যের ওপর আমার দাবী ন্যায়সঙ্গত কিনা আপনারা বিচার করে দেখুন।

ইয়র্কের ডিউক বলতে আরম্ভ করলেন, রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড সাত পুত্রের জনক ছিলেন। প্রথম পুত্র এডোয়ার্ড। ব্ল্যাকপ্রিন্স যৌবরাজ্য অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র ছিল উইলিয়াম অব হ্যাটফিল্ড।

তৃতীয় পুত্র লাওনল। ক্লারেন্সের ডিউক।

চতুর্থ পুত্র জন গণ্ট। ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক।

পঞ্চম পুত্র এডমণ্ড লাঙ্লে। ইয়র্কের ডিউক।

ষষ্ঠ পুত্র গ্লসেস্টারের ডিউক।

সপ্তম পুত্র উইণ্ডসরের উইলিয়াম ছিলেন।

ব্ল্যাকপ্রিন্স একমাত্র পুত্র রিচার্ডকে রেখে মারা যান।

তৃতীয় এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর ইংল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনে বসেন ব্ল্যাকপ্রিন্স।

ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের প্রথম পুত্র হেনরির বোলিংব্রোক চতুর্থ হেনরি নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি বৈধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সিংহাসনে বসেছিলেন, কৌশলে রাজা রাণীকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। রিচার্ড পমফ্রেটে বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। আশাকরি আপনাদের এসব কথা অজানা নয়।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে ইয়র্কের ডিউক আবার বলতে শুরু করলেন, এবার কি বলছি শুনুন। রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র ক্লারেন্সের ডিউকের পক্ষ থেকে আমি ইংল্যাণ্ডের ন্যায্য দাবীদার। যথার্থ বিচারে আমার মা এ্যানীই ছিলেন ইংল্যাণ্ডের উত্তরাধিকারিণী। কেম্ব্রিজের আর্লের সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। আমার মায়ের দিক থেকে আমি এ রাজ্যের ওপর আমার ন্যায্য দাবী জানাচ্ছি।

ওয়ার উইকের ডিউক ও স্যালিসবেরির ডিউক ইয়র্ক-এর ডিউক রিচার্ড-এর দাবীকে ন্যায্য বলে স্বীকার করে বললেন, আসুন আমরা নতজানু হয়ে আমাদের বৈধ রাজাকে অভিবাদন জানাই। ইয়র্কের ডিউক বললেন এখন রাজা নই তবে আপনাদের পূর্ণ সমর্থন পেলে অচিরেই আমার শিরা উপশিরায় ল্যাঙ্কাস্টার বংশের রক্ত চাগাড় দিয়ে উঠবে। তবে খুব ধীরে সুস্থে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আপনাদের সহযোগিতায় খুবই গোপনে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

আপনাদের কাছে এখন আমার শুধু একটাই অনুরোধ বেডফোর্ড, সাফোক, সমারসেট আর বার্কিংহামের ডিউকের ওপর কড়া নজর রাখবেন।

একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই বুঝতে পারবেন বেডফোর্ড-এর সহযোগীরা রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউককে ধ্বংস করার জন্য ফাঁদ তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন তাতে সবাই সাফ হয়ে যাবে আমার মনে হয়। তারপর আমিও নিষ্কণ্টক হয়ে যাব। তখন রাজা হতে আমার অসুবিধা হবে না।

এবার ওয়ার উইখ ও স্যালিসবেরির ডিউক সমস্বরে বললেন, আমরা কথা দিলাম আপনি আমাদের সার্বিক সাহায্য অবশ্যই পাবেন। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইয়র্কের ডিউক উল্লসিত হয়ে উঠে বললেন, আমি সিংহাসনে বসতে পারলে আপনাদের স্থান হবে রাজার ঠিক পরেই। আমিও কথা দিলাম। ইংল্যাণ্ডের বিচারালয় রাজর খুল্লতাত ও গ্লসেস্টারের ডিউক-এর পত্নী এলিনর-এর বিচারসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, এলিনর গোপন ষড়যন্ত্র দ্বারা রাজার প্রাণনাশের চেষ্টায় লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত দণ্ড কিছুটা হ্রাস করে নির্বাসন দণ্ডই বহাল করা হল। কিন্তু তিনদিন জেল খাটার পর।

আর বাকি সবার আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হল। গ্লসেস্টারের ডিউক বললেন, আমার স্ত্রী অন্যায় কাজ করেছে। এর জন্য আমি চোখের জল ফেললেও তার অপরাধ আমি সমর্থন করি না। তবে মহারাজের কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে এবার যেতে দিন। এই নিন আপনার শাসন দণ্ড। যে দণ্ড একদিন তোমার পিতা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন আমি আজ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছি।

রাজা হেনরি আজ থেকে দেশের রক্ষক হলেন। রাজা বললেন, আজ থেকে ঈশ্বর আর আমি পরস্পরের সহযোগিতার রাজ্য শাসন করবো। এবার থেকে মার্গারেট রাণী হলেন।

রাজ্যের কর্তৃত্ব ঝেড়ে ফেলে ডিউক বিচারকক্ষ ত্যাগ করলে রাণী মার্গারেট নিজ মনে বললেন, আজ থেকে আমি সত্যিকারের রাণী হলাম। হেনরি হল রাজা আর আমি রাণী। এবার আমার সাধ পূর্ণ হল।

লণ্ডন নগরীর কেন্দ্রস্থলের এক রাজপথ।

অপরাহ্ন বেলায় রাজপথ লোকে লোকারণ্য। কৌতূহলী প্রজাদের ভিড়।

রাজার খুল্লতাত, গ্লসেস্টারের ডিউক দাঁড়িয়ে আছেন। এই পথ দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে নির্বাসিত এলিনরকে খালি পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সে দৃশ্য দেখার জন্য উৎসাহী প্রজারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অথচ এমন একদিন ছিল যখন এলিনর রথে তাঁর স্বামীর সঙ্গে এপথ দিয়ে যেতেন তখন প্রজারা পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করে পথ ছেড়ে দাঁড়াত। আর আজ তাদের চোখে-মুখে বিতৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ছবি দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রহরীবেষ্টিত হয়ে এলিনর এলেন। শেরিফ স্যার জন স্ট্যানলিও-এর সঙ্গে।

এলিনর সামনে আসতেই গ্লসেস্টারের ডিউক ভিড় ঠেলে কাছে এগিয়ে এলে এলিনর ছল ছল চোখে বললেন, একি সব হয়ে গেল স্বামী। দুষ্ট বুদ্ধির জন্য কী লজ্জা! কী অপমানের বোঝা আমার ঘাড়ের উপর চাপল। ওই দেখ সবাই ঠোঁট টিপে টিপে হেসে আমাকে উপহাস করছে। এর থেকে প্রাণদণ্ড অনেক অনেক ভাল ছিল।

একটু থেমে এলিনর আবার বললেন, মনে রেখো তোমার মাথার ওপরও আমার মত খড়গ ঝুলছে। আজ রাণীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছেন সাফোকের আর্ল। তিনি রাজার কথায় ওঠেন বসেন। এও মনে রেখো ইয়র্কের ডিউক, সাফোকের ডিউক আর রাজার পিতার কাকা কার্ডিনাল বেডফোর্ড তোমার অনিষ্ট সাধনেও লিপ্ত। যে কোন সময়ে তারা তোমাকে যে কোন উপায়ে ফাঁদে ফেলে দিয়ে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করবে। সর্বদা চোখ কান খুলে কাজ করো।

আমার জন্যে ভেবে দুঃখ করো না এলিনর। ধৈর্য্য ধরে বর্তমান দুঃখকে মাথা পেতে নাও। একদিন না একদিন আমাদের মাথার ওপর থেকে বিপদের মেঘ কেটে যাবেই। তখন দেখবে কি আনন্দ।

এবার রাজার খুল্লতাত শেরিফের উদ্দেশ্যে বললেন, দেখবেন, ওকে যেন প্রাপ্য শাস্তির বেশী কিছু ভোগ করতে বাধ্য না করা হয়?

শেরিফ বললেন, আমার কর্তব্য এখানেই শেষ হয়ে গেছে। এরপর জন স্টানলির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে আমি বিদায় নেব। আপনার হয়ে আমি অবশ্যই তাঁকে বলে দেব যেন ওনার কোন অমর্যাদা না করা হয়। তবে মনে হয় রাজার আদেশ ওনাকে ডিউক পত্নী হিসাবেই উপযুক্ত মহিলা সহকারে নির্বাসন জীবন যাপন করবেন।

শেরিফের নির্দেশে প্রহরীরা এলিনরকে নিয়ে এগিয়ে গেলে গ্লসেস্টারের ডিউক সেই ফেলে যাওয়া পথের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকেন। এমন সময় একজন দূত

এসে বলল, রাজার কর্তৃক আহুত পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

পার্লামেণ্টের অধিবেশন বেরি সেণ্ট এগুমগুমরের এক বিশালায়তন কক্ষে পার্লামেণ্টের অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে।

রাজা ও রাণীর রথ এসে মঠের সদর দরজায় থামলে মঠাধ্যক্ষ গিয়ে রাজা রাণীকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এলেন।

এরপর এক এক করে কার্ডিনাল, ইয়র্ক, বার্কিংহাম, স্যালবোধ, ওয়ার্ক উইক প্রভৃতি যাদের আসার কথা ছিল তারা সবাই অধিবেশন কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু গ্লসেস্টারের ডিউক না আসায় সবাইকে ভাবিত দেখা গেল।

এ অধিবেশনে গ্লসেস্টারের ডিউকের অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করে রাণী রাজাকে বললেন, তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে বোঝনি যে তাঁর মধ্যে কেমন যেমন বিষণ্ণতামিশ্রিত দাম্ভিকতা চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ঔদ্ধত্যের ছাপ। একটা কথা মনে রেখো অমি বলছি ইংল্যাণ্ডে তিনি একজন প্রভাবান্বিত ব্যক্তি। তাকে যদি তুচ্ছ জ্ঞান না কর তাহলে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। যে কোন উপায়ে তোমাকে সিংহাসন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে রাজ মুকুট মাথায় পরে সিংহাসনে বসে পড়বেন। কেবল উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় শিকারী নেকড়ের মত ওঁৎ পেতে বসে রয়েছেন। সুযোগ পেলেই হয়।

রাজা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে তাকাল। রাণী আবার রেগে বললেন, তোমার কাকাকে আর কোনদিন পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যোগ না করতে দেওয়াই উচিত। প্রজাদের মনের মধ্যে যেন নিজের তিলমাত্র প্রভাবও যাতে ফেলতে না পারেন উনি, তার দিকে আমাদের সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত মনে করি।

সাফোকের ডিউক রাণীর এই বক্তব্যকে সমর্থন করে সকলকে উদ্দেশ্য করে একটু রোষের সঙ্গেই বললেন, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন ওনার স্ত্রী যা করছেন তার পিছনে তাঁর কোন সম্মতি ছিল না। তা যদি ভেবে থাকো ভুল বুঝবেন। তাই যদি হয় তবে তাঁর মুখ দিয়ে কি করে বেরোয় যে ইংল্যাণ্ডে রাজার পরেই তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে?

কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন, যদি গ্লসেস্টারের ডিউক মনে করেন যে ওর স্ত্রীর অপরাধের তুলনায় শাস্তির পরিমাণ মাত্রারিক্ত হয়েছে সেটা ওর ভুল ধারণা হবে। এর চেয়ে সামান্য লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড সে বহু প্রজাকে ইতিমধ্যে দিয়েছেন। সে কথা তাঁর মনে রাখা দরকার।

কথাটি ইয়র্কের ডিউক সমর্থন করে বললেন, অবশ্যই একথা সত্য। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা বহুবার বিদ্রোহ করেছে। একথা সকলের জানা আছে।

রাজা বললেন, মাননীয় লর্ডগণ আমার নিরাপত্তার জন্য আপনারা যে বিশেষ ভাবিত এটা আমার পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউক সত্যই নির্দোষ ব্যক্তি। মহাধার্মিক উনি আমার অহিত সাধনে কিছুতেই লিপ্ত হতে পারেন না। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি, আপনারা ওর জন্য ভেবে ভেবে মন খারাপ না করলেও চলে।

রাজার কথায় রাণী বিতৃষ্ণা মুখে বলে উঠলেন তাঁর প্রতি তোমার এরকম অন্ধ বিশ্বাসই মনে রেখো, একদিন তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাঁর আসল রূপের তুলনা একমাত্র নেকড়ের সঙ্গে চলতে পারে। কেবল সুযোগের অধীর প্রতীক্ষা আসলে সে এক ভয়ঙ্কর নেকড়ে যার সবটাই প্রতারণায় ভরা।

এমন সময় সমারসেটের ডিউক এসে রাজাকে দুঃসংবাদ জানালেন। ফরাসী দেশে সব রাজ্যই শত্রুর কবলে চলে গেছে। সবই আমাদের একে একে খোয়াতে হয়েছে। ফরাসী দেশে আমাদের আর কিছু নেই।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলায় ইয়র্কের ডিউক বিষণ্ণ মুখে স্বর্গতোক্তি করলেন হায় সব চলে গেল। আমি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সেও রাজত্ব করতে চেয়েছিলাম। এখন দেখছি অচিরেই এর উপযুক্ত বিহিত আমাকেই করতে হবে।

এমন সময় রাজার খুল্লতাত গ্লসেস্টারের ডিউক রাজকক্ষে এলে সাফোকের আর্ল এগিয়ে গিয়ে বললেন, কক্ষের অভ্যন্তরে যাবার কোনরূপ চেষ্টা করবেন না। রাজদ্রোহীতার অপরাধে আপনাকে আমি বন্দী করছি।

গ্লসেস্টারের ডিউক স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, এর জন্য আমি মোটেই লজ্জিত বা দুঃখিত নই। কারণ, আমি জ্ঞানত রাজা বা রাজ্যের বিরুদ্ধে এমন কোন কাজই করিনি। যার জন্য আমাকে হাতকড়া পরতে হবে?

আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি ফরাসীদেশের কাছ থেকে ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশ সাধনের জন্য প্রচুর ঘুষ নিয়েছেন। দীর্ঘদিন সৈন্যদের বেতন দেন নি। তাদের শৈথিল্যের জন্য সেখানে আমাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। সৈন্যরা বেতন না পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে এমনভাবে আমাদের বিপক্ষে চলে গেছে।

মিথ্যা! সবই মিথ্যা প্ররোচনা! ফরাসীদেশ থেকে ঘুষ নেওয়া বা সৈন্যদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া কোনটিই আমি করি নি। কেউ মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে, আমি প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে আত্মসাৎ করেছি। এমনকি প্রয়োজনের নিজের গাঁটের টাকা দিয়েও সৈন্যদের বেতন মিটিয়েছি। সে টাকা আমি রাজ্য থেকে আদায়ও করিনি।

ইয়র্কের ডিউক এবার উঠে এসে বললেন, আপনি প্রজাদের ওপর অত্যাচারে অবিচারের স্টীম রোলার চালিয়েছেন। যার ফলে অন্য পাশাপাশি রাজ্যগুলোতে ইংল্যাণ্ডের যশ, খ্যাতি, সম্মান নষ্ট হয়েছে। রাজার নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে আপনি যা খুশি তাই করেছেন। এটা একটা বিরাট অপরাধ।

এবার সাফোকের ডিউক বেশ রাগতস্বরেই বললেন, আপনার বিরুদ্ধে বহু অসংখ্য গুরুতর অভিযোগ আছে। আপনাকে বন্দী করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। সময় মত আপনার বিচারসভা ডাকা হবে। বিচারে যা রায় দেওয়া হবে সেই মতই কাজ হবে। যদি অন্যায় না করে থাকেন রেহাই পাবেন।

কাকা আমার বিশ্বাস আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিচারকালে আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করে অবশ্যই মুক্তি পেয়ে যাবেন। আপনাকে বিচারে কেউ দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। এই বলে রাজা চলে গেলেন। সাফোকের ডিউক সকলকে লক্ষ্য করে বলেন, তিনি মহারাণী নামে এমন সব অভিযোগের সাহায্য নিয়ে ওঁর রাজার রক্ষকের পদ কেড়ে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। এও কি অপরাধ নয়? এও কি মিথ্যা কথা?

প্রহরী, বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাও। কড়া প্রহরায় রাখবে। যেন পালিয়ে যেতে না পারে। কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন।

গ্লসেস্টারের ডিউক চলে গেলে কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন বিচার অবশ্যই হবে। শেষে কি হবে বলা যায় না।

শুধু বিচার না, রাণী বলেন, যেন ওনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তার কুটবুদ্ধি রাজাকে প্রতারণা করেছে। আমি সহ্য করতে পারছিনা।

তাই বলে আইনের বিধান লঙ্ঘিত করে অবশ্যই নয়! আইনের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েই তার শাস্তি বিধান করতে হবে। না হলে হিতে বিপরীত হবে। প্রজারা ওনাকে দেবতার জ্ঞানে ভালবাসে। প্রজারা শুনলে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। ওর জন্য যা করা হবে ঠাণ্ডা মাথায় করতে হবে। রাজাও ওনাকে বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

ইয়র্কের ডিউক নিজ মনে বলে, আর কেউ না চাক, আমি মনে-প্রাণে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কামনা করি। উনি থাকলে আমি কিছু করতে পারবো না।

সাফোকের আর্ল বলেন, আমাদের রাজার যে শত্রু সে আমাদেরও সকলের শত্রু। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই কালসাপকে দুধ-কলা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা। সুতরাং ডিউককে মরতে হবেই, এটাই শেষ সিদ্ধান্ত।

এই কথা শুনে রাণীকে খুবই পুলকিত দেখায়। কার্ডিনাল বেডফোর্ড এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে চলেন, সবার আগে আমাদের সকলকে দেখতে হবে রাজার স্বার্থ। রাজার নিরাপত্তার তাগিতে আমি বিচারের আগেই গ্লসেস্টারের ডিউককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাই। আপনাদের মত কি?

সাফোকের আর্ল বললেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত আছি। আমার ওপর ঘাতকের দায়িত্ব দিন না, দেখবেন কেউ টেরও পাবে না। চুপচাপ অথচ কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

রাণী বললেন, এতে আমারও পূর্ণ সমর্থন আছে। আমিও চাই রাজা ও রাজ্যের শত্রু যত তাড়াতাড়ি নিপাত যায় ততই রাজ্যের মঙ্গল। আপনি তাই ব্যবস্থা করুন।

এমন সময় দূত এসে জানাল যে আয়ারল্যাণ্ডের প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারা ইংরাজদের নাস্তানাবুদ করেছে। যদি আপনারা বিহিত করতে পারেন একবার শেষ চেষ্টা করতে পারেন।

ইয়র্কের ডিউক ব্যস্ত হয়ে বললেন, তবে তো সর্বনাশ! সমারসেটের ডিউককে এখনই আয়ারল্যাণ্ডে রাজপ্রতিনিধি করে পাঠালে আশা করি বিদ্রোহীদের দমন করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

সমারসেটের ডিউক বললেন, আমি চাই আপনি নিজে আয়ারল্যাণ্ডে গিয়ে বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব নিন ইয়র্কের ডিউক। কার্ডিনাল বেডফোর্ড আরও একটা কথা জুড়ে দিয়ে বললেন, আর এরই মধ্য দিয়ে আপনার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে তুলুন।

ইয়র্ক বললেন, এতে যদি মহারাজের অভিপ্রায় হয় তবে আমি অবশ্যই যেতে রাজী আছি। আমাকে যদি যেতেই হয় সাফোকের আর্ল মশাই, আপনি সৈন্য সংগ্রহ করে রাজার অনুমতি এনে দিন। আমি যত শীঘ্র পারি যাত্রা করব আয়ারল্যাণ্ডে।

ইয়র্কের ডিউক এবার মনে মনে বললেন, আমার হাতের মুঠোয় এবার অপূর্ব সুযোগ এসে গেছে। এতেও যদি নিজের ভাগ্যকে না ফেরাতে পারি তবে আর আমার জীবদ্দশায় কিছুই হবে না। শীঘ্রই গ্লসেস্টারের ডিউক-এর মাথাটি পাকা আপেলের মত তার ধড় থেকে নিঘাত খসে পড়বে কেউ জানতেও পারবে না যে তার মৃত্যুর কলকাঠি আমিই নেড়ে চলেছি। আর কয়েকটি দিন অপেক্ষা করে আর মাত্র কয়েকজনকে পরপারে পাঠাতে পারলেই রাজমুকুট আমার মাথায় উঠে আসতে বাধ্য। দেখি ঈশ্বরের কি করুণা।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্লসেস্টারের ডিউককে হত্যা করার জন্য যে তিনজন ঘাতককে নিযুক্ত করা হয়েছিল তারা নির্বিঘ্নে সমাধা করেছে।

এর জন্য সাফোকের আর্ল তাদেরকে প্রচুর টাকা পুরস্কার দিয়ে বিদায় করেছেন।

এদিকে রাজা জানতে পেরে গিয়েছেন সাফোকের আর্লের ষড়যন্ত্র ও তৎপরতায় গ্লসেস্টারের ডিউককে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। কার্ডিনাল বেডফোর্ড হত্যার আদেশ নিজে দিয়েছিলেন তাও জানতে পারা গেছে।

কার্ডিনাল বেডফোর্ডের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কথাও যে সত্যি রাজা বুঝতে পারলেন।

এমন সময় একদল উত্তেজিত নাগরিককে নিয়ে স্যালিসবেরির ও ওয়ার উইকের আর্ল রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

ওয়ার উইকের আর্ল বললেন, মহারাজ, প্রজারা ক্ষুব্ধ। তারা জানতে পেরে গেছে গ্লসেস্টারের ডিউককে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এও জানতে পেরেছে, এ হত্যার ষড়যন্ত্র সাফোকের আর্ল আর কার্ডিনাল বেডফোর্ড যুক্ত ছিলেন। প্রজারা

তাদের মাননীয় নেতার মৃত্যুর পূর্ণ বিবরণ জানতে এসেছে।

সব শুনে রাজা বিষণ্ণমুখে জানালেন, গ্লসেস্টারের ডিউক মৃত। কথাটি সত্য। কিন্তু কিভাবে এবং কার নির্দেশে এটা ঘটেছে তা আমি এখনও পরিস্কার ভাবে জানতে পারি নি। তদন্ত হবে, বিচারে অপরাধীকে খুঁজে বের করে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। ওয়ার উইকের আর্ল, আমার কথা তো সব শুনলেন। এবার প্রজাদের বুঝিয়ে বলে শান্ত করুন। প্রজাদের কাছে যেমনি মাননীয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা, আমার কাছেও প্রজাদের মতই শ্রদ্ধেয়। ওদের বুঝিয়ে বলুন আমার যেন আজ ডান হাত চলে গেল। সুবিচার অবশ্যই হবে। এর জন্য চিন্তার কারণ নেই।

রাজার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে প্রজারা বিষণ্ণ চিত্তে চলে গেলেন। ওয়ার উইক ও স্যালিসবেরির আর্ল নিঃসন্দেহ যে, সাফোকের আর্ল হত্যার ষড়যন্ত্রের নায়ক।

বিচারসভা বসল। বিচারে সাফোর্কের আর্ল দোষী সাব্যস্ত হলেন, তাঁকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হল।

এও বলা হল এই মুহূর্তে ইংলণ্ড ছেড়ে না গেলে মৃত্যু অনিবার্য, এই বলে রাজা চলে গেলেন। সাফোর্স রাণীকে তাই দুঃখের কথা বলে রাণীর ঠোঁটে চুম্বন দিয়ে, রাণীকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে রাণী ও সাফোকের আর্ল গভীর দুঃখে মুষড়ে পড়লেন এবং কোন উপায় নেই ভেবে রাণীকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন ফরাসী দেশের দিকে।

এদিকে রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ডেরও উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত। গ্লসেস্টারের ডিউকের মৃত্যুর অপরাধে প্রেতাত্মাদের জ্বালায় তিনি দগ্ধে মরছেন। কয়েকদিন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কেণ্টর সমুদ্র উপকূলে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে তুমুল নৌ-যুদ্ধ চলছে।

ইংরাজ সৈন্যরা আজ ফরাসীদের সামনে দাঁড়াতেই পারছে না।

মাত্র কয়েকঘণ্টা যুদ্ধ করেই সাফোকের ডিউক বেশ কিছু সংখ্যক অনুচর সহ সৈন্যদের হাতে বন্দী হলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ ওয়ালটার হুইটমোর নামক এক অনুচরকে বললেন, সাফোকের ডিউককে নিয়ে যাও। এর শিরচ্ছেদ করা হবে। তারপর সাফোকের ডিউককে বললেন, তুমি নীচ, শয়তান। তোমার চরিত্র আমার আর আজ জানতে বাকি নেই। ইংল্যাণ্ডের এক মহান নেতাকে হত্যা করেই ইংল্যাণ্ডের জল-বাতাস সব দূষিত করে দিয়েছ তুমি। ইংল্যাণ্ডের যত অর্থ তুমি গ্রাস করেছ তা আজ কড়ায় গণ্ডায় শোধ তুলব তোমার শিরচ্ছেদ করে। যে ওষ্ঠ দিয়ে তুমি ইংল্যাণ্ডের রাণী মার্গারেটের ওষ্ঠ দূষিত ও কলঙ্কিত করেছ তা এখন পথের ধূলায় মিশিয়ে যাবে।

নির্বাক সাফোকের ডিউককে লক্ষ্য করে সৈন্যাধ্যক্ষ বলে চলে তুমি বহুভাবে ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে প্রতাররা করেছ। তোমার ষড়যন্ত্রে ইংল্যাণ্ডের রাজার খুল্লতাত

গ্লসেস্টারের ডিউককে হত্যা করেছ। রাজা দণ্ড না দিলেও আমি সেই দণ্ড দিচ্ছি।

সাফোকের ডিউক অপরাধীর দৃষ্টিতে সৈন্যাধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকলে তিনি আবার বলেন তোমার অপরাধের বিবরণ দিতে গেলে রাতকাবার হয়ে যাবে শয়তান। কৌশলে বিনা যৌতুকে রাজার গলায় একটি একটি আজে বাজে মেয়েকে ঝুলিয়ে দিয়ে রাজা ও রাজ্যের তুমি যে পরিমাণ ক্ষতি সর্বনাশ করেছ, অস্বীকার করতে পার? জবাব দাও এর।

সাফোকের ডিউক চমকে উঠে কিছু বলতে গেলেন, পারলেন না। সৈন্যাধ্যক্ষ বলেন এই-ই নয়, আরও অনেক অনেক আছে। তোমার অপকীর্তির কথা শেষ হবার নয়। মেইন আর আঞ্জুও রাজ্য দুটো করাসীদের হাতে তুমিই তুলে দিয়েছিলে। আর তোমার জন্যই নরম্যানরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

শোন—আরও বলছি শয়তান! ইয়র্কবংশীয় ইয়র্কের ডিউক আজ বিদ্রোহ করেছে কার উস্কানি পেয়ে, বল? হ্যাঁ, তুই তোর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিস। সে রাজ্যলাভের জন্য রাজার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আজ রাজকোষ শূন্য হয়েছে কেন? এর মূল কারণ কি তুমি নও? তোমার সঙ্গে মিছে বকে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। তবু মৃত্যুর আগে তোমাকে যেটুকু অন্ততঃ শুনিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তা শুনিয়ে কর্তব্য পালন করলাম। নইলে নিজেকে অপরাধী মনে হত। তোর অপকীর্তির কথা দেশবাসী সব জানুক এটাই আমার কর্তব্য।

তুমিও শুনে রাখ সৈন্যাধ্যক্ষ। সাফোকের জিহ্বা এতদিন কেবল আদেশদানই করতে শিখেছে। কারো কাছে ক্ষমা ভিক্ষা বা অনুশোচনা প্রকাশ করতে শেখেনি। আজও আমি প্রাণ ভিক্ষা না করে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করতেই উৎসাহী। তোর কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা চাইব না।

সৈন্যাধক্ষের আদেশ সৈন্যরা বন্দী সাফোকের আর্লকে হত্যা করতে নিয়ে গেল।

লণ্ডন নগরীর রাজপ্রাসাদের এক সুসজ্জিত কক্ষে রাণী সাফোকের আর্লের ছিন্ন মুণ্ড কোলে নিয়ে বসে আছেন। তার দু'চোখের কোণে জল।

এমন সময় রাজা, লর্ডস এবং বার্কিংহামের ডিউক কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন। রাজার হাতে একটি আবেদন পত্র।

রাণী চোখ মুছতে মুছতে নিজ মনে বললেন, এমন মর্মান্তিক দৃশ্য চোখের সামনে দেখে কার না দু'চোখ জলে ভিজে উঠবে না? তার কেবল মাত্র ছিন্ন মুণ্ডটাই আমি উপহার পেলাম। দেহটা কোথায় পড়ে আছে জানতে পারলে শেষবারের মত বুকে জড়িয়ে ধরে একটু শান্তি পেতাম মনে।

রাজা রাণীর কথায় কর্ণপাত না করে বার্কিংহামের ডিউককে লক্ষ্য করে বললেন, বিদ্রোহীদের শান্ত করার জন্য কোন এক বিশ্বস্ত বিশপকে আমি পাঠিয়ে দেব ভাবছি। আপনার কি মত বিদ্রোহীদের নেতা জ্যাক ফেড যদি চায় তো আমি নিজে তার সঙ্গে

কথা বলতেও রাজী আছি। লর্ডসে, তুমি শুনেছ কি। জ্যাক ফেড তোমার মাথা নেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে।

রাজা এবার রাণীর দিকে ফিরে বললেন, তোমার ভাব সাব দেখে মনে হচ্ছে, আমি মরলেও তুমি এমন করে শোকে ভেঙে পড়তে না বা এত দুঃখ করতে না। তুমি এত অসভ্য জানতাম না আগে। তোমার জন্যই আজ এইসব ঘটনা ঘটছে।

রাণী কিছু বলার আগেই এক দূত ব্যস্ত ভাবে এসে বলল, মহারাজ, এক ভীষণ বিপদের সংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছি। বিদ্রোহীরা সাউথওয়ার্কের কাছে এসে গেছে। প্রাণে বাঁচতে চাইলে রাণীমাকে নিয়ে এই মুহূর্তে পালিয়ে যান এখান থেকে।

সাউথওয়ার্ক।

হ্যাঁ, মহারাজ। জ্যাক ফেড নিজেকে লর্ড মার্টিমার বলে ঘোষণা করে বলছেন, তিনি ক্লারেন্সের ডিউকের একমাত্র বংশধর। এখনও সময় আছে পালিয়ে যাওয়ার।

দূতের মুখের কথা শেষ হবার আগেই রাজা আর্তনাদ করে উঠে বললেন, হায় অজ্ঞ আমার প্রজারা! তোরা কি করছিস, ভেবে দেখেছিস কি? নিজেরাই জানিস না।

বার্কিংহামের ডিউক উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, মহারাজ, তবে তো শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের চূড়ান্ত হতে চলেছে দেখছি। আপনি যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে কিলিংওয়ার্থে পালিয়ে যান। যতদিন না সৈন্য সংগ্রহ করে আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে না পারি ততদিন সেখানেই থাকবেন। দেরী করবেন না মহারাজ, শীঘ্র পালান—সময় অতি অল্প।

রাজা লর্ডসকে বললেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে পালিয়ে চল।

বিদ্রোহীরা তোমার ওপরও কম ক্ষেপে নেই। হাতের কাছে তোমাকে পেলে মুণ্ডচ্ছেদ করে তবে ছাড়বে!

রাণী আপনভাবে বিভোর ভাবে স্বর্গতোক্তি করলেন আজ যদি সাফোকের আর্ল বেঁচে থাকত তবে বিদ্রোহ দমন করা তার কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না। এখনও রাণীর মনে হিংসা। বুঝেও বুঝতে পারছেন না যেন।

লর্ডসে বললেন, মহারাজ! আপনার সঙ্গে আমার যাওয়া মোটেই উচিত কাজ হবে না।

কেন? ঠিক হবে না কেন বলছ? বিদ্রোহীরা তোমার ওপর—

আমার ওপর খুবই ক্ষেপে রয়েছে আমার অজানা নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাকে দেখলে আপনাদের বিপদ আরো ত্বরান্বিত হবে। আমি বরং এ শহরেই কোথাও গোপন স্থানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারব।

পর মুহূর্তেই অপর এক দূত এসে খবর দিল যে জ্যাকফেড এই মাত্র লণ্ডন সেতুর দখল নিয়ে নিয়েছে। তাদের মুখে একই ধ্বনি শহর ধ্বংস কর। রাজসভা ধ্বংস কর আর রাজা রাণীর মুণ্ড আমাদের চাই। এই ধ্বনি বারবার দিচ্ছে।

বার্কিংহামের ডিউক ব্যস্ত হয়ে বললেন, আর দেরী করলে সর্বনাশ ঘটে যাবে।

গাড়ী নিয়ে পালিয়ে যান। সময় থাকতে কাজ শেষ করুন।

রাজা রাণীকে নিয়ে গাড়ী শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে এক দূত এসে বলল, বিদ্রোহীরা টাওয়ার আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছে। রাজকর্মচারীরা বা গ্রামবাসী যাকেই সামনে পাচ্ছে নির্বিচারে হত্যা করছে। কাকেও তোয়াক্কা করছে না। মরিয়া হয়ে রাজার সৈন্যরা রাজাও রাজ্যের সম্মান ও স্বার্থ রক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে।

লর্ড মার্টিমার এখন লণ্ডনের ভাগ্য বিধাতা।

জ্যাক ফেড বিদ্রোহীদের বললেন, তোমরা যত শীঘ্র সম্ভব টাওয়ার ও লণ্ডন সেতুতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংসে পরিণত করে দাও। লণ্ডন সেতু ধ্বংস হলে তারা কোথাও পালিয়ে বাঁচার সুযোগ-সুবিধা পাবে না। যাও যাও, শীঘ্র যাও।

বিদ্রোহীদের একজন এসে জানাল লণ্ডন সেতু অনেক আগেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে মহাশয়। আর একদল টাওয়ারের দিকে ছুটে চলে গেছে।

টাওয়ার ধ্বংসের আদেশ দিয়ে আমি লোক পাঠিয়েছি। আশা করি তারা ইতিমধ্যেই টাওয়ারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে।

জ্যাক ফেড এবার একদল বিদ্রোহীকে বললেন, তোমরা স্যাভয় শহরে গিয়ে আদালতগুলো সব আগুনে পুড়িয়ে দাও। আর শহরটিকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে শেষ করে দাও যেন কেউ এ শহরকে চিনতে না পারে।

ফিলিংওয়ার্থের প্রাসাদ শীর্ষে রাজা ও রাণী বসে রয়েছেন।

এমন সময় বার্কিংহামের ডিউক ও বৃদ্ধ লর্ড ক্লিফোর্ড এলেন।

বার্কিংহামের ডিউক বললেন, মহারাজ, শুভ সংবাদ আছে।

শুভ সংবাদ? কি সে সংবাদ? রাষ্ট্রদ্রোহী, জ্যাক ফেডকে বন্দী করা হয়েছে নাকি হত্যা—

জ্যাক ফেড পলাতক। তার বিদ্রোহীরা, সমর্থকরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তাদের মরণ-বাঁচা আপনার আদেশের পর নির্ভর করছে মহারাজ আপনি এখন ওদের বিচার করুন।

আজ তোমরা স্বদেশ ও রাজার প্রতি নতুন করে আনুগত্য জ্ঞাপন করেছ। রাজা হেনরি অদৃষ্ট বিড়ম্বিত হলেও কথা দিচ্ছে তোমাদের প্রতি কখনও নির্দয় নিষ্ঠুর হবে না। তোমরা খুশি মনে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পার। এবং যাতে দেশে শান্তি ফিরে আসে তার ব্যবস্থা করতে পার।

রাজার কথা শেষ না হতেই এক দূত এসে বলল, ইয়র্কের ডিউক আয়ারল্যাণ্ড থেকে বহু সৈন্য সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডের সীমানা অতিক্রম করেছেন। বিশ্বাসঘাতক সমারসেটের ডিউককে রাজ্য থেকে তাড়ানোই তার নাকি একমাত্র উদ্দেশ্য।

রাজা উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন, আমাদের রাজ্য তবে একদিকে জ্যাক ফেড আর একদিকে ইয়র্কের ডিউক দ্বারা আক্রান্ত।

তিনি আবার বলেন, প্রয়োজনে আমি সমারসেটের ডিউক এবং এডমণ্ডের ডিউককে

টাওয়ারের দুর্গকারায় কাটিয়ে যেতে পারব। আমার কাছে নিজের সুখের চেয়ে দেশের ও রাজার স্বার্থ বড়। আমার জন্য কোন চিন্তার কারণ নেই।

রাজা এবার বার্কিংহামের ডিউককে বললেন, তোমরা ইয়র্কের ডিউকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে একেবারে রূঢ় আচরণ করবে না। এমনিতেই তিনি উত্তেজিত। তার ওপর যদি তাকে তাতিয়ে দেওয়র যায় তবে কেলেঙ্কারী ঘটে যেতে পারে।

রাজা এবার রাণীকে বললেন, চল রাণী ঘরে যাওয়া যাক্। জানিনা অদৃষ্টে আরও কত কি লেখা আছে। ঈশ্বর করুণাময়। উনার ইচ্ছাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এদিকে কেণ্টের ইডেন উদ্যানে পলাতক জ্যাক ফেড অনাহারে আর অনিদ্রায় ইডেন উদ্যানের মালিক ইডেনের হাতে মৃত্যুবরণ করল।

ইয়র্কের ডিউক আয়র্ল্যাণ্ড থেকে সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হলে রাজার দূত হয়ে বার্কিংহামের ডিউক তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন, রাজা জানতে চেয়েছেন, দেশে সবেমাত্র শান্তি নেমে এসেছে আর হঠাৎ আপনি আবার কেন অশান্তির আগুন জ্বালাতে এসেছেন? সৈন্য নিয়ে রাজপ্রাসাদের এত নিকটে আসা আপনার উচিত হয়নি।

আমার যুদ্ধ অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক সমারসেটকে রাজ্য থেকে দূর করা। তার বিশ্বাসঘাতকতার সমূচিত শিক্ষা দেওয়া—

সমাসেটকে তো রাজা অনেক আগেই টাওয়ারের দুর্গকারায় বন্দী করেছেন। তাঁকে শায়েস্তা করতে আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।

অপ্রতিভ মুখে ইয়র্কের ডিউক বললেন, একথাও আমার জানা ছিল না। যদি আপনার কথা সত্যি হয় তবে আমি নিজের কাজের জন্য লজ্জিত। আমি এখনই সৈন্য তুলে নিয়ে যাচ্ছি। সমারসেটের ডিউকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ওর মৃত্যুতেই আমি বেশ সুখী হব।

এরপর ইয়র্কের ডিউক রাজার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি রাজাকে বললেন, মহারাজ, বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্রদ্রোহী সমারসেটকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আমি সসৈন্যে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। এতে যদি আমার কোন অন্যায় হয়ে থাকে তবে আশা করি নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। আর আমি আত্মম্ভরী জ্যাক ফের্ডকে দমন করতেও চেয়েছিলাম। এখানে এসে শুনলাম সে প্রাণ ত্যাগ করেছে। আমার উদ্দেশ্য অনেকখানিই সার্থক হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

এমন সময় রাজা বহুদূরে সমারসেট ও রাণীকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ইয়র্কের ডিউকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে বার্কিংহামের ডিউককে ডেকে বললেন, ওই দেখুন। সমারসেট রাণীর সঙ্গে এদিকেই আসছেন। ইয়র্কের ডিউক দেখতে

পেলেও আমরা তার কাছে মিথ্যাবাদী ও হেয়ে প্রমাণিত হব আর সঙ্গে সঙ্গে এক্ষুণি এখানে তুমুল লড়াই বেঁধে যাবে। আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে সাবধান করে দিন।

বার্কিংহামের ডিউক যাত্রা করার পূর্বেই তাঁরা দু'জনে অন্য দরজা দিয়ে রাজার ঘরে প্রবেশ করলেন।

সমারসেটের ডিউককে দেখে ইয়র্কের ডিউক বললেন, এ কি অসম্ভব কথা মহারাজ! আমি যে শুনলাম একে টাওয়ারের দুর্গকারায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে সশরীরে এখানে হাজির। আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বললেন। প্রতারণা করলেন কেন আমার সঙ্গে? দেশ শাসন বা রাজমুকুট ধারণ করার কোন ক্ষমতাই আপনার নেই। রাজদণ্ড আপনার হাতে শোভা পায় না। আর এ-ও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মত যারা অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে পৃথিবীতে তাদের শাসন করা আপনার কম্ম নয়।

ইয়র্কের ডিউকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমারসেটের ডিউক বললেন, ইয়র্কের ডিউক, রাজদ্রোহী। কৃতকর্মের জন্য তোমাকে বন্দী করা হল।

আমাকে বন্দী করে রাখবে তোমরা। আমাকে কারাগারে পাঠাবে? অসম্ভব! আমাকে কারাগারে পাঠাবার আগেই আমার অনুচরেরা ও পুত্ররা আমাকে মুক্ত করে নেবে। এটুকু বিশ্বাস আমার আছে। সময় হলে দেখতে পারবে।

রাজা বললেন, উচ্চাভিলাষী মনই এর মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে।

ইয়র্ক বললেন, রাজা! কে রাজা? আমিই রাজা। আমিই দেশের ও তোমার রাজা। আর তুমি রাজদ্রোহী।

ইয়র্কের ডিউক বন্দী হয়েছেন, খবর পেয়ে তার পুত্রদ্বয় লর্ড ক্লিফোর্ড ও রিচার্ড ছুটে এলেন বাবাকে মুক্ত করতে!

লর্ড ক্লিফোর্ড উত্তেজিত স্বরে বললেন, আমার মনে হয় ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারীকে সিংহাসন দান করা উচিত।

রাজা এই কথার কোন জবাব না দিয়ে বার্কিংহামের ডিউককে বললেন, সৈন্যদের তৈরী হতে বলনু। বুঝেছি, যুদ্ধ ছাড়া এর মীমাংসা করা যাবে না। যুদ্ধই এর একমাত্র সমাপ্তি।

সেণ্ট আলবানসের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে রাজার সৈন্যদল ইয়র্কের ডিউকের মুখোমুখি হতে বাধ্য হল।

উভয় পক্ষের তুমুল লড়াই। যুদ্ধ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না।

যুদ্ধ শুরুর তৃতীয় দিনেই ইয়র্কের ডিউকের অনুচররা তুমুল লড়াই করে রাজা ষষ্ঠ হেনরির সৈন্যদের পরাজিত করেছিল।

নিরুপায় রাজা রাণীর হাত ধরে বাধ্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ইংল্যণ্ডে পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে প্রাণরক্ষা করলেন।

ইয়র্কের ডিউকের অনুগামী সৈন্যরা এবং স্যালিসবেরির আর্ল বিজয়োৎসবে মেতে

উঠলেন।

ইয়র্কের ডিউক স্যালিসবেরির আর্লকে বললেন, আমাদের এই বিজয় উৎসবের আনন্দে মেতে থাকলে চলবে না। রাজা রাণীকে নিয়ে লণ্ডনে পালিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি পার্লামেণ্ডের অধিবেশন ডাকবেন। তাঁর আবেদন সবার কাছে ব্যক্ত করার আগে আমাদের লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছতে হবে। আমাদের আরও অনেক কাজ বাকী আরও অনেক যুদ্ধও করতে হবে। অনেক রক্ত দিতে হবে। কারণ ইংলণ্ডের প্রজারা রাজাকে ভালবাসে। যদি আগে না পৌঁছতে পারি তবে হিতে বিপরীত হবে।

কিং হেনরি দ্য সিক্সথ (৩য় খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

লণ্ডন পার্লামেণ্ট ভবন।

লণ্ডনের পার্লামেণ্ট ভবনে ইয়র্কের ডিউক উপস্থিত হয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক এক করে সেখানে উপস্থিত হলে সাফোকের ডিউক, রিচার্ড, মার্কুইয়ের মন্তেগু, ওয়া উইকের আর্ল এবং রুতল্যাণ্ড।

এরপরই পার্লামেণ্ট ভবনে একদল সৈন্য প্রবেশ করে। তাদের প্রত্যেকের মাথার টুপিতে শ্বেত গোলাপ গোঁজা।

ইয়র্কের অনুগামীরা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে রাজার পক্ষ অবলম্বনকারী বীরযোদ্ধাদের পরাজিত করে যখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে সেই সময় রাজা দল ছেড়ে রাণীকে নিয়ে পালিয়ে যান। ইয়র্কের ডিউকের অনুগামীরা বহু খুঁজেও তার সন্ধান পেলেন না।

বার্কিংহামের ডিউক যুদ্ধে ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

উইণ্ডসায়ারের আর্লের অবস্থাও শোচনীয়। তিনি এখনও জীবিত আছেন বলে সন্দেহ আছে।

যুদ্ধে রিচমণ্ডের আর্ল ইয়র্কের ডিউকের সবেচেয়ে বড় শত্রু সমারসেটের ডিউকের শিরচ্ছেদ করে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কৃতিত্বের স্বাক্ষরস্বরূপ কাটা মাথাটিকে নিয়ে পার্লামেণ্ট ভবনে প্রবেশ করে প্রমাণ স্বরূপ সবার চোখের সামনে মেজেতে সেটি রাখলেন।

জন অব গণ্টের বংশের সবাইকে প্রাণ দিতে হবে বলে ইয়র্কের ডিউক ঘোষণা করলেন।

যুদ্ধজয়ী রাজকুমার ইয়র্ক, ল্যাঙ্কাস্টার বংশের রাজা হেনরি সিংহাসন দখল করে রেখেছেন। বলপূর্বক দখল করে রাখা সিংহাসনে তোমাকে অধিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত আমি এতটুকুও স্বস্তি পাব না। এবার সিংহাসনের দিকে দেখিয়ে ওয়ার উইকের আর্ল বললেন, ওই যে সিংহাসন। ওটি তোমার প্রাপ্য। তুমি অধিকার কর। হেনরি ওর উত্তরাধিকারী নয়। তোমার প্রাপ্য সিংহাসন তুমি অধিকার এবং তোমার আশা পূর্ণ

কর।

হে বীর যোদ্ধাগণ! তোমরা সকলে যদি আমাকে এভাবে সাহায্য করে যাও তবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে কতক্ষণ। কারণ, আজ আমরা তো পার্লামেণ্ট ভবনে বলপূর্বক প্রবেশ করেছি। এটাতো অন্যায় কাজ না হলেও অন্যায় ধরতে হবে।

ওয়ার উইকের ডিউক সকল লর্ডদের বললেন, তোমাদের আগে থেকেই ভালভাবে সতর্ক করে দিচ্ছি না করলে ভুলেও যেন তাঁর গায়ে কেউ আঘাত না করে। এটাই আমার আদেশ বল অনুরোধ বল মনে থাকে যেন।

ইয়র্কের ডিউক মুচকি হেসে বললেন, হেনরি ডেকেছেন পার্লামেণ্টের অধিবেশন। আর আমরা আগেভাগেই এখানে উপস্থিত হয়েছি। ভাবা কি যায়, তাও আবার সদস্যরূপে। সত্যি ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যের কথা ভাবতে হবে।

রিচমণ্ড বললেন, আমরা এমনই সশস্ত্র অবস্থাতেই থাকতে পারবো তো?

ওয়ার উইক দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমার সাফ কথা সবাই শুনুন। হেনরি যদি আজ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ না করেন আর পার্লামেণ্টের ইয়র্কের ডিউক যদি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত না হন তবে আজ এখানে রক্তের নদী বয়ে যাবে। ইতিহাসে আজকের অধিবেশনে রক্তাক্ত পার্লামেণ্টের অধিবেশন নামে চিহ্নিত হয়ে যাবে।

ওয়ার উইক-এর কথা শুনে ইয়র্কের ডিউক বললেন, তবে আমি মনে করতে পারি যত বিপদই আসুক না কেন আপনারা আমাকে ত্যাগ করে কেউ চলে যাবেন না। হে মহাযোদ্ধারা, আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও সহযোগিতাই আমার প্রাপ্য সিংহাসন বুঝে পাবার একমাত্র পথ। বিপদ যে পথে, যে-কোন রূপ ধরেই অগ্রসর হোক না কেন আজ রাজাকে বিজাড়িত করে আপনাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবোই আমরা কথা দিচ্ছি। ওয়ার উইকের আর্ল আরো বললেন, আপনি নিজের মনকে শক্ত করুন। ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুট আজ জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথায়.....

তার কথা শেষ হবার আগেই রাজা ষষ্ঠ হেনরি পার্লাটেণ্ট ভবনে প্রবেশ করলেন।

রাজার পিছনে পিছনে ক্লিফোর্ড, নর্দামবারল্যাণ্ড, একজিটারের ডিউক, ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের ডিউক এবং লাল গোলাপ পরিহিত কয়েকজন রাজার অনুচর প্রবেশ করলেন।

রাজা হেনরি পার্লামেণ্ট কক্ষের দরজায় পা দিয়ে যেন ভূত দেখার মত চমকিয়ে উঠে অনুগামীদের লক্ষ্য করে বললেন, মাননীয় বীরযোদ্ধা লর্ডগণ, আপনারা সচক্ষে দেখুন, বিদ্রোহীরা রাজাসনে বসে আছে। ওরা প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী। ওয়ার উইকের সাহায্য ও সহযোগিতায় গায়ের জোরে সিংহাসন অধিকার করে রাজত্ব করার স্বপ্নে বিভোর। আপনারা শপথ করেছেন, ইয়র্কের ডিউককে দিয়ে তাঁর পুত্রদের বিচারের ব্যবস্থা করুন। একথা আমি ঠিক বলছি কিনা ভেবে দেখুন একবার।

ক্লিফোর্ড গর্জে উঠে বললেন, প্রয়োজন হলে আমি অস্ত্রের মাধ্যমেই এর বিচার করতে বাধ্য হব।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড রাজার অনুগত লাল গোলাপধারীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ কি? জোর করে ইয়র্কের ডিউককে সিংহাসন থেকে নীচে নামিয়ে দাও।

ক্লিফোর্ডের ডিউক গর্জে ওঠে আবার বললেন, চলুন মহাযোদ্ধারা, দাম্ভিক ইয়র্কের ডিউক এবং তাঁর অনুগামীদের ওপর আমরা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। অস্ত্রই এর একমাত্র পথ।

তাঁকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই রাজা হেনরি বলে উঠলেন, এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন মহাশয়রা? মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করুন। নাগরিকবৃন্দ অনেকেই ওকে চায়। আর সৈন্যসামন্ত রয়েছে ওর অনেক। দেখছেন না ওরা সবাই সশস্ত্র।

একজিটারের ডিউক বললেন, আপনি মিছেই ভয় পাচ্ছেন মহারাজ। ইয়র্কের ডিউকের ধড় থেকে মাথাটি খসে পড়লেই দেখবেন, তাদের যতই সৈন্যসামন্ত থাক না কেন লেজ তুলে ভয়ে কোথায় পালাবে বুঝতে পারবেন না।

এই মহান পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে রক্তাক্ত কোন ঘটনার চিন্তা না করাই সবচেয়ে ভাল। এবার ইয়র্কের ডিউকের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, রাজাসন ছেড়ে দাও। কৃতকর্মের জন্য আমার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তোমার রাজা। ভুলে গেলে চলবে না তোমার।

রাজার কথার জবাবে ইয়র্কের ডিউক বললেন, ঠিক তার বিপরীত। আমিই আজ থেকে তোমার রাজা। আর যদি ডিউকের পদের কথা বল এটিও আমি উত্তরাধিকার সূত্রে একদিন সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

একজিটারের ডিউক বললেন, তোমার পিতা রাজদ্রোহী ছিলেন, সেটা ভেবে দেখেছ কি? ওয়ার উইক বললেন, হেনরির পক্ষ অবলম্বন করে তুমিও নিজে রাজদ্রোহী। রিচার্ড, ইয়র্কের ডিউকই তোমার প্রকৃত রাজা। তুমি ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের পদ লাভ করে সন্তুষ্ট হয়েই থাক আর ওকে রাজা হতে দাও। তাহলেই হবে। যুদ্ধে আমরা তোমাদের তাড়িয়ে তোমাদের পিতাদের যে হত্যা করেছি একথা ভুলে গেছ কি?

এভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে তর্জন গর্জন সমানে চলতে থাকলে রাজা বললেন, ইয়র্কের ডিউক, তুমি রাজদ্রোহী। তুমি যে সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী তার কি প্রমাণ আছে? আমি রাজা পঞ্চম হেনরির পুত্র। সেজন্য সিংহাসনের অধিকার। আর তুমি ইয়র্কের ডিউকের পুত্র। আর তোমার পিতামহ ছিলেন রোজার মার্টিনার, মার্চের আর্ল। এই তো তোমার প্রমাণ। আমার বাবা পঞ্চম হেনরি ফ্রান্সের ডফিনকে পরাজিত করে জয় করেছিলেন সে দেশের বহু রাজ্য। তিনি ছিলেন সেখানকার রাজা।

ফ্রান্সের কথা আর বলো না। ওয়ার উইকের ডিউক বললেন, সেখানে ইংল্যাণ্ডের অধিকার আর একেবারেই নেই।

সে অধিকার হারাবার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপানোর মতলব কেন? রাজা বললেন,

সে সময়ে আমি মাত্র নয় বছরের বালক। আমি তখন নামে রাজা হলেও আমার রাজপ্রতিনিধিই প্রকৃতপক্ষে রাজা ছিলেন, সেকথা ভুলে গেলে চলবে না।

রিচার্ড বললেন, রাজপ্রতিনিধি ফ্রান্সের অধিকার হারিয়ে ছিলেন আর তুমি এখন হারাচ্ছ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন।

ইয়র্কের ডিউকের পুত্র এডওয়ার্ড বললেন, পিতা ওঁর মাথা থেকে জোর করে মুকুটটি খুলে নিয়ে যাও এবং নিজের মাথায় পরে সিংহাসনে বস।

এবার ওয়ার উইকের ডিউক গর্জে ওঠে বললেন, লর্ডগণ শান্ত হয়ে কথা বলুন। নইলে কারো রেহাই থাকবে না বলে দিচ্ছি।

রাজা এবার বললেন, এ সিংহাসনে আমার পিতা ও মাতামহ বসেছিলেন এই সূত্রে ইংলণ্ডের ইয়র্কের ডিউকের চেয়ে অনেক অনেক বেশী অধিকার আমার আছে। রাজা চতুর্থ হেনরি যুদ্ধে এ রাজ্য জয় করে সিংহাসনে বসেছিলেন নিজ বাহুবলে।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, চতুর্থ হেনরি রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করে তবেই নিজে সিংহাসনে বসেছিলেন।

রাজা চুপ হয়ে গেলে ইয়র্কের ডিউক বললেন, চতুর্থ হেনরি বলপূর্বক রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন।

একজিটারের ডিউক বললেন, রাজমুকুট কেউ কাউকে দান করলেনও উত্তরাধিকার সূত্রের শর্তরূপে তা বংশানুক্রমে চলে আসতে পারে না। যিনি দান করেছিলেন তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী তার দাবীদার হবে কেন? যা সত্যি কথা তাই বললেন একজিটারের ডিউক।

রাজা আপন মনে বলে উঠলেন, এ কি রকম হল? একে একে আমার পক্ষের লোক হয়েও যে আমার বিপক্ষে কথা বলছে। এখন আমি কোন দিকে যাব।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, ওহে ল্যাঙ্কাস্টার বংশীভূত হেনরি। আমি এখনও সোজা কথায় বলছি, মানে মানে তোমার এই রাজমুকুট আমার হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দাও।

তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ওয়ার উইকের ডিউক বললেন, তুমি যুবরাজের প্রতি সুবিচার কর নইলে আমি কিন্তু সৈন্য দিয়ে পার্লমেণ্ট ভবন জয় করে নেব। আমি তোমার মত অবৈধ রাজার রক্ত দিয়ে সেই রক্তে ইয়র্কের ডিউকের দাবী লিখে দেবো একথা মনে রাখা উচিত।

রাজা বললেন, আমি অন্ততঃ যতদিন জীবিত থাকব ততদিন আমাকে ইংলণ্ডের রাজত্ব করতে দিন। আমার মৃত্যুর পর ইয়র্কের ডিউক রিচার্ড সিংহাসনে যাতে বসে এ শর্তে আপনারা রাজী হোন।

এ কী সর্বনাশ করতে চলেছেন আপনি। ক্লিফোর্ডর ডিউক বললেন, আপনার পুত্রের সিংহাসনে বসার আশা চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ ভুল করতে যাচ্ছেন কেন?

রাজার এরকম আকস্মিক শর্তের কথা শুনে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের ডিউক এবং

নর্দামবারল্যাণ্ডের ডিউকও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে পার্লামেণ্ট ভবন ত্যাগ করে চলে গেলে রাজা ইয়র্কের ডিউককে বললেন, আমি চিরদিনের মত তোমার পুত্রদের রাজমুকুট দান করছি। আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন তুমি সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াতে যেতে পারবে না। এটাই আমার শর্ত।

ইয়র্কের ডিউক সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে হেসে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। আজ সত্যই ইয়র্ক এবং ল্যাঙ্কাস্টার বংশের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটল। বিদায় রাজা, আমি দলবল নিয়ে আমার প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি তুমি সুখে রাজত্ব কর। পার্লামেণ্ট গৃহ থেকে ইয়র্কের ডিউক অনুচরসহ চলে গেলে রাজা বিষণ্ন মনে বললেন, আমাকেও এবার রাজসভায় ফিরে যেতে হবে।

কথা শেষ না হতেই রাণী মার্গারেট ও যুবরাজ পার্লামেণ্ট ভবনে প্রবেশ করে। রাণী রাজার পথ রোধ করে বলেন, কোথায় যাচ্ছ? তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না। যেখানেই যাবে আমি তোমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে তোমাকে জ্বালাব। তোমার মত আহম্মককে বিয়ে করে তোমার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে যে অর্ন্তজ্বালায় আমি দগ্ধে মরছি ওর চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভাল ছিল। তোমরাই সামান্য খামখেয়ালি ও অপদার্থতার জন্য তোমার পুত্র বংশগত অধিকার থেকে আজ এভাবে বঞ্চিত হবে? কেন আমি একে গর্ভে ধারণের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছি তার অর্ধেকও যদি তুমি ভোগ করতে তবে তুমি নিজের পুত্রকে বঞ্চিত করে ইয়র্কের ডিউককে সন্তুষ্ট করতে এতখানি উৎসাহী হতে পারতে না। তুমি মানুষ না পশু।

যুবরাজ বলে আমাকে তোমার উত্তরাধিকার থেকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে পার না। তোমার পরে আমি কেন সিংহাসনের দাবী থেকে বঞ্চিত হব? এ শর্ত তুমি কেন করতে গেলে।

রাজা ক্ষীণকণ্ঠে কোন রকমে বললেন, আমাকে তোমরা ক্ষমা কর। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী মার্গারেট। বিশ্বাস কর ডিউক ও ওয়ার উইকের আর্ল আমাকে এরকম শর্ত করাতে বাধ্য করেছেন। এর আর উপায় নেই।

এই না তুমি রাজা। আর তোমাকেই বাধ্য করেছেন এরকম ভয়ঙ্কর একটি শপথ করতে।

এরপর পুত্রকে লক্ষ্য করে রাণী বললেন, এখানে মিছে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা ছাড়া কিছুই লাভ নেই। এসো, আমরা সৈন্য নিয়ে শত্রু সৈন্যের পশ্চাৎধাবন করি। দেখি যদি কোন উপায় হয়।

রাজা যুবরাজ এডোয়ার্ডকে নিজের কাছে রাখতে চাইলে রাণী রাজী না হয়ে যুবরাজকে নিয়ে সেখান থেকে ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন। যুবরাজ যাওয়ার সময় বলে গেল যদি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরতে পারি তবে দেখা হবে না হলে এই শেষ দেখা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইয়র্কের প্রাসাদ—ইয়র্কের ডিউকের পুত্ররা ডিউকের শপথের কথার কোন মূল্য দিতে রাজী নয়। ওরা ছলে বলে কৌশলে রাজমুকুট চায়।

ইয়র্কের ডিউকের পুত্র এডওয়ার্ড মনে করে রাজ্যের স্বার্থে প্রজাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে, যে কোন শর্তই ভঙ্গ করা যায়। এতে শপথ ভঙ্গের কোন পাপ গায়ে লাগে না। আর শপথ যদি কোন বৈধ প্রশাসকের সামনে না করা হয় তবে তো অবশ্যই মূল্যহীন বিবেচিত হয়। হেনরি তো অবৈধ তিনি। বলপূর্বক সিংহাসনে বসেছেন। অতএব তাঁর শপথ এমনিতেই মূল্যহীন। তাছাড়া রাজমুকুট পরা কি এক ভাগ্যের জিনিস।

ডিউকের অন্য এক পুত্র রিচার্ড বললেন, পিতা কেন মিছে অপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থকে দূরে ঠেলে রাখবার মতলব করছ। আমাদের অনুমতি দাও এখনি আমরা হেনরির হৃদপিণ্ডটাকে ক্ষত বিক্ষত করে দিই।

পুত্রের উস্কানিতে ইয়র্কের ডিউকের পক্ষে নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব হল না। ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে হেনরির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ঠিক মনে করলেন। তিনি তাঁর নতুনতর পরিকল্পনার কথা ওয়ার উইকের ডিউককে লণ্ডনে দূত মারফত পাঠিয়ে দিলেন। এক পুত্র রিচার্ডকে নরফোকের ডিউক এবং আর এক পুত্র এডোয়ার্ডকে কেণ্টে লর্ড কচহ্যাম-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধই এখন একমাত্র লক্ষ্য।

এমন সময় দূত এসে খবর দিল, রাণী ও যুবরাজ কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে ইয়র্কের ডিউকের প্রাসাদ অবরুদ্ধ করবার জন্য দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছেন।

এই খবর পেয়ে ইয়র্কের ডিউক তাঁর প্রাসাদটি সাধ্যমত সুরক্ষা করার ব্যবস্থা করে তার পক্ষীয় বীরযোদ্ধাদের আদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা হেনরির শপথের কিছুমাত্র মূল্য না দিয়ে শত্রু সৈন্যকে প্রতিহত করবার জন্য উদ্যোগী হও।

এদিকে ইয়র্কের ডিউকের প্রেরিত দূত মারফত খবর পেয়ে তাঁর অনুগত সমস্ত ডিউক ও লর্ডেরা সুসজ্জিত সৈন্যদল নিয়ে তাঁর সাহায্যার্থে রওনা হলেন।

এদিকে আবার রাণী সৈন্যদল প্রবল বিক্রমে ইয়র্কের ডিউকের প্রাসাদ ও ওয়েকফিল্ডের মধ্যবর্তী প্রান্তরে এসে জড়ো হয়েছেন।

সকাল হলে রাণীর সৈন্যদল প্রবল বিক্রমে ইয়র্কের ডিউকের সৈন্যদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিলেন।

দিনের শেষে ইয়র্কের ডিউক-এর দুই খুল্লতাত স্যার জন মার্টিমার ও স্যার লুগো মার্টিমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন।

ইয়র্কের ডিউক প্রথম দিনের যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে নিরাশ হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন পুত্র রিচার্ডই এই সবের জন্য দায়ী। রিচার্ড বার বার আমাকে উস্কানি দিয়ে বলেছে সাহস অবলম্বন কর। বীরভোগ্য বসুন্ধরা প্রভৃতি বলে কত কি

ভাল ভাল কথা বলেছে। সে আরও বলেছিল হয় রাজমুকুট না হয় কবর। যে কোন একটাকে বেছে নিতে হবে। এখন দেখছি কবরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সব শেষ প্রায়।

এদিকে এই সময় রাণীর সৈন্য হুড়মুড় করে প্রাসাদে ঢুকে পড়লে ইয়র্কের ডিউক বজ্র নির্ঘোষ স্বরে বললেন, মৃত্যু ভয়ে আমি কোনদিন ভীত নই। যে কোন বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মত মানসিক দৃঢ়তা আমার আছে। আর মনে রেখো, আমার অস্থি থেকে ফেনিক্সের মত এমন এক পাখি জন্মলাভ করবে যা নিমেষে ভস্মীভূত করে প্রতিশোধ নেবে। সেই কথা ভেবে স্বর্গের পানে তাকিয়ে তোমাদের যে কোন পীড়ন তুচ্ছ জ্ঞান করে উড়িয়ে দিতে পারব।

ক্রোধোন্মত্ত ক্লিফোর্ড ইয়র্কের ডিউককে হত্যা করার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করলে রাণী আচমকা লর্ড-এর সমানে এসে তাঁকে বাঁধা দিয়ে বলেন, একে এত সহজে নিস্তার দেওয়া যেতে পারে না।

নর্দামবারল্যাণ্ডের ডিউক বললেন, তবে? এঁকে এখন কি করতে চাইছেন আপনি—

একে নিয়ে গিয়ে বাইরে যে উইঢিপি দেখা যাচ্ছে ওই উইয়ের ঢিপির ওপর দাঁড় করিয়ে দাও। ওটাই হোক ওর রাজসিংহাসন। রাজমুকুট পরার খুব সখ হয়েছিল এর। এবার রাণী ক্লিফোর্ডের লর্ড-এর দিকে ফিরে বললেন, এক কাজ করুন। মাথায় কর্তাজেয় টুপী পরিয়ে এবার এর যে মাথায় রাজমুকুট পরার সখ হয়েছিল তাকে বরং কেটে ধড় থেকে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

লর্ড ক্লিফোর্ডের মুখে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে রাণী বললেন, এব শিরচ্ছেদের অধিকার মনে হয় অন্য সবার চেয়ে আপনারই বেশী প্রয়োজন তাই না?

হ্যাঁ, আমার অধিকার সবার আগে, কারণ এই নরপশু শয়তানটা আমার পিতাকে যখন নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তখনই আমি পিতার আত্মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। প্রতিশোধ আমি যে কোন উপায়ে নেবই।

হ্যাঁ, তা-ই করুন।

কথা শেষ হতেই লর্ড ক্লিফোর্ড চোখের পলকে হাতের তরবারিটা ইয়র্কের ডিউকের বুকে গেঁথে দিয়ে বললেন, নরপশু শয়তান। তোর বুকের রক্ত নিয়ে আজ আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করলাম।

রাণী ও ইয়র্কের ডিউকের বুকে ছুরি আমূল গেঁথে দিয়ে বললেন, এক সহজ সরল রাজার অধিকার হরণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমার বুকের রক্ত দিয়ে করতে হল নরাধম পশু। তারপর ইয়র্কের মাথা কেটে ইয়র্ক প্রাসাদে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন।

এদিকে আর্লের মার্চ এডোয়ার্ড, জর্জ এবং রিচার্ড প্রভৃতি ইয়র্কের ডিউকের পুত্ররা যথা সময়েই পিতার মৃত্যুর সংবাদ দূত মারফৎ জানতে পারলেন।

ডিউকের পুত্ররা এবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন তাঁদের গোয়ার্তুমির ও ভুলের

জন্যই বীর পিতাকে অকালে প্রাণ দিতে হল।

শেষ পর্যন্ত ডিউকের পুত্ররা এ-ও জানতে পারলেন যে, লর্ড ক্লিফোর্ড তাদের পিতাকে হত্যা করলেন।

ওয়ার উইকের আর্ল ডিউকের পুত্রদের বললেন, দর্পিতা নীচ কুলোদ্ভূতা রাণী, যুবরাজ নর্দামবারল্যাণ্ড ও ক্লিফোর্ডের আর্ল প্রভৃতির সহায়তায় মোমের মত রাজাকে গলিয়ে দিয়ে কতর্বচ্যুত বিভিন্নভাবে প্রয়াস চালাচ্ছেন। শপথকে বাতিল করে পুত্রের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে রাণী বদ্ধপরিকর।

ওয়ার উইকের আর্ল এডোয়ার্ড বললেন, তুমি ভবিষ্যতে কেবলমাত্র মার্চের আর্ল হয়েই থাকবে নাকি? আমরা তোমার পিছনে রয়েছি। পিতৃহন্তার ওপর প্রতিশোধ নিতেই হবে। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনকে পাকাপাকিভাবে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাণীর সৈন্যসংখ্যা জানতে পেরেছি ত্রিশ হাজার। আমাদের সার্কুলে মাত্র ২৫ হাজার সৈন্যসংখ্যা দেখে পিছিয়ে পড়া চলবে না। যুদ্ধ আমরা করবই।

আর্ল আরো বললেন, এডোয়ার্ড, তুমি পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। পিতার অবর্তমানে তুমিই উত্তরাধিকার সূত্রে ইয়র্কের ডিউক। তুমি এখন সম্মানীয় ইয়র্কের ডিউক পদের অধিকারী।

কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য কি বুঝে উঠতে পারছি না।

আমরা এখান থেকে সোজা সসৈন্যে লণ্ডনে যাব। কিন্তু যে পথ দিয়ে যাব সে পথের নাগরিকরা যদি টুপি খুলে আমাদের সে অভিবাদন না করে তবে সেই মুহূর্তেই তার শিরচ্ছেদ করব। আর পুরোহিত সেণ্ট জর্জ আমাদের সাথে সাথী হবেন।

এমন সময় এক দূত এসে বলল, রাণী আর যুবরাজ সসৈন্যে এদিকেই আসছেন।

ইয়র্ক নগরীতে রাজা হেনরির সঙ্গে রাণী মার্গারেট, যুবরাজ, নর্দামবারল্যাণ্ডের ডিউক এবং লর্ড ক্লিফোর্ড উপস্থিত হয়েছেন।

নগরীর দ্বারে নিহত ইয়র্কের ডিউক-এর মাথা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

ছেলেকে সিংহাসন পাইয়ে দেওয়ার জন্য রাণী সেজন্য উল্লসিত হলেও রাজার মনে কিন্তু কোন আনন্দ নেই। তিনি ভেতরে ভেতরে অনুশোচনায় দগ্ধে মরছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্যই তাঁর মনে মনে এই হাহাকার।

রাজাকে রাণী সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করেন সিংহাসনের ওপর যুবরাজের অধিকার লোপ পাচ্ছিল শপথের মাধ্যমে। অস্ত্রের মাধ্যমে সে অধিকারকে আমরা ফিরিয়ে এনেছি। রাণী বলেন, পুত্রের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটা মানুষ কেন, দশটা মানুষকে হত্যা করা পাপ নয়। তুমি ঐ বিষয়ে এত ভাবছ কেন?

লর্ড ক্লিফোর্ডও রাজাকে বললেন, যুবরাজের স্বার্থের কথা ভেবেই এসব করা হচ্ছে। এরজন্য এত চিন্তা ভাবনা করার কি আছে?

রাণী বললেন, রাজা শত্রু সৈন্য দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছে। এখন এসব কথা

ভেবে নিজেদের বিপদকে ত্বরান্বিত করা উচিত হচ্ছে কি? মনকে শক্ত করে আর একটা কথা তুমি বলেছিলে আমাদের পুত্রকে নাইট উপাধি দান করে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। এয়ওয়ার্ড নতজানু হও।

প্রথা অনুযায়র রাজা যুবরাজকে বললেন, ওহে তুমি নাইট উপধি গ্রহণ করো। এই শিক্ষা মনে রেখো যেন সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে তোমার তরবারি ঝলসে ওঠে—

যুবরাজ বললেন, আপনার একথা মনে থাকবে।

এমন সময় এক দূত হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, ইয়র্কে নতুন ডিউকের সহায়তায় ওয়ারউইকের আর্ল প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। আর প্রতিটি নগরগুলিতে ইয়র্কের ডিউক এডোয়ার্ডকে ইংল্যাণ্ডের রাজা বলে ঘোষণা করছেন। কিংসফোর্ড বললেন, রাজার এখান থেকে চলে যাওয়ারই উচিত।

কিন্তু এই খবর শুনে রাজা হেনরি হাতে অস্ত্র তুলে নিলে রাণী বিস্মিত হলেন। সকলের ধারণা ছিল রাজা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে ইয়র্কের ডিউক এডোয়ার্ড সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজা হেনরির সামনে এসে বললেন, আপনি শপথ ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত। আপনি স্বেচ্ছায় আমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন, না হয় যুদ্ধের মৃত্যুবরণ কর।

রাণী গর্জে উঠে বললেন, তোমার ঔদ্ধত্য আমাদের বিস্মিত করেছে। বৈধ রাজার সামনে এমন কথা বলা সাজে না।

কি সাজে আর কি সাজে না এসব কথা ভাবার সময় নয় এটা। রাজা শপথ ভঙ্গ করে পার্লামেণ্টে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আমাকে বঞ্চিত করে নিজের পুত্রকে অন্যায়ভাবে রাজা করার চেষ্টা করছেন। এত বড় একটা অন্যায়কে আমরা কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না।

লর্ড ক্লিফোর্ড স্বাভাবিক স্বরে বললেন, ব্যাপারটা ৩ো খুবই স্বাভাবিক। রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসার অধিকার যুবরাজ ছাড়া আর কার আছে, বল হে যুবক?

রিচার্ড বললেন, আপনি চুপ করুন গোলাম মশাই। গোলামের মত হয়ে থাকাই গোলামের উচিত। আপনিই তরুণ শিশু রুতল্যাণ্ডকে হত্যা করেছিলেন। সে কথা ভুলে যাইনি। এর শোধ নিতে চাই।

কেন? কেবল রুতল্যাণ্ডের কথা বলছ কেন? তোমার পিতা আমার পিতাকে হত্যা করেছিল। আমি সেই আত্মম্ভরী তোমার পিতা ইয়র্কের ডিউককেও আমি হত্যা করেছি। এখন বুঝছি আরও অনেকের বুকের রক্তই আমাকে নিতে হবে।

রিচার্ড গর্জে উঠে বললেন, আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক রাজার দালাল শিশুহন্তা শয়তান ক্লিফোর্ডের আর্লের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে আমার তরবারিটিকে রাঙিয়ে তুলি। এও মনে রেখো, আজ সূর্য্যাস্তের আগেই সেটা করতে চাই।

কেবল শিশুহন্তা—শিশুহন্তা বলে চেঁচাচ্ছ কেন? তোমার পিতাকেও তো হত্য করেছি। তবে কি তিনিও শিশু ছিলেন?

রাজা কিছু বলতে গেলে রাণী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ, এদের যে দাবী সে দাবী যদি সরাসরি অস্বীকার করতে না পার তবে মুখ খোল না। মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকাই তোমার উচিত।

রাণী আরো বললেন, প্রতারকদের সঙ্গে কি করে মোকাবিলা করা দরকার তা আমাদের ভালই জানা আছে।

এডোয়ার্ড গর্জে উঠে রাণীকে বললেন, প্রতারক! হে নেপলসের লৌহ হৃদয় কলাহপ্রিয় নারী! আপনি গ্রীসদেশের হেলেনের চেয়েও সুন্দরী বটে। কিন্তু হেলেন যেভাবে তাঁর স্বামী মেনেনাসকে প্রতারিত করেছিল তার চেয়েও অনেক বেশী প্রতারণা আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে করেছেন। প্রতারণার বিচারে আপনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উভয় দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। একথা যে শুনবে সেই বলবে আজ ইংল্যাণ্ডের বুকে যে অশান্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, সে কেবলমাত্র আপনার জন্যে। নইলে আমাদের দাবী হয়ত আরও এক যুগ পরে উত্থাপন করতাম। রাজা এক ভিখারিনীকে বিয়ে করে দেশের মধ্যে আজ অশান্তি ডেকে এনেছেন। আপনি আজ ইংলণ্ডের বুকে এক শয়তানী হিসাবে গণ্য।

রাজাকে নির্বাক দেখে এডোয়ার্ড বললেন, ভাল কথা। রাজা যখন মুখ খুললেনই না অর্থাৎ তিনি চাইলেও আপনারা তাকে কিছু বলতে দিলেন না তখন মনে হচ্ছে রক্তপাতই আপনাদের কাম্য। তা যুদ্ধ অনিবার্য। আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আপনারাও উপযুক্ত, প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসুন, তবে যুদ্ধক্ষেত্রেই আবার দেখা হবে বলে এডোয়ার্ড তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বীরদর্পে ঘর ছেড়ে দ্রুতপদে চলে গেলেন।

ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত সেক্সটন এবং টাউনের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হল।

কিছুক্ষণ বাদে ইয়র্কের ডিউকের ভাই জর্জ উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, জয়ের কিছুমাত্র আশা নেই। সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া উপায় নেই।

এমন সময় রিচার্ড ছুটে এসে ওয়ার উইকের আর্লকে বললেন ছিঃ! আপনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এলেন। ভুলে গেছেন, আপনার ভাই মৃত্যুকালে কাতর স্বরে বলেছিল, আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ছেড়ো না।

পালাব না। মৃত্যুই আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দেবে। অবশ্যই পালাব না। শোধ নেবই নেব—

এডোয়ার্ড বললেন, বন্ধুগণ, আমার অন্তরের সঙ্গে তো তোমাদের অন্তরকে বেঁধেই নিচ্ছি। পালাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। হয় আমরা জয়ী হব নতুবা মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করব। তোমরা যে যার জায়গায় গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর। মন-প্রাণ সঁপে দাও কর্তব্য পালনে। জয়ের আশা শেষ হয়নি এখনো। যাও, যুদ্ধ কর।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রেই অন্য দিকে রিচার্ড ক্লিফোর্ডকে একা পেয়ে বললেন, আজ সবকিছুর বদলা নিয়েই ছাড়ব।

উভয়ে তুমুল অসিযুদ্ধ করতে লাগলেন।

সারাদিন তুমুল লড়াই হলেও কোন মীমাংসা হল না।

পরদিন সকালে আবার যুদ্ধ শুরু হল।

যুদ্ধ চলাকালীন কিছু সময় বাদে যুবরাজ রাজা হেনরিকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, পিতা এখনও সময় আছে, পালিয়ে যাও। তোমার হিতাকাঙ্খী বন্ধুরা সবাই পালিয়ে গেছেন। মৃত্যু আমাদের পিছু নিয়েছে। পালিয়ে জীবন রক্ষা করুন।

রাণীও হেনরিকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজা নিরুপায় হয়ে একজিটারের ডিউকের সঙ্গে রাণী ও যুবরাজকে নিয়ে পালিয়ে যান।

ক্লিফোর্ড হেনরিকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজা নিরূপায় হয়ে একজিটারের ডিউকের সঙ্গে রাণী ও যুবরাজকে নিয়ে পালিয়ে যান।

ক্লিফোর্ড যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হতে চলেছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন, আমার সব আশা বিফল হল। পালাবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি। হে ইয়র্ক, রিচার্ড, তোমাদের পিতাকে আমি নিজ হাতে হত্যা করেছিলাম। কিন্তু কি লাভ হল তাতে? তোমরা এখন কোথায়? এসো, আমার বুকে আঘাত করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও। কৃতকর্মের জ্বালা বুকে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করলেন বীরযোদ্ধা ক্লিফোর্ড।

ওয়ার উইকের ডিউক বললেন, এডওয়ার্ড, তোমার পিতৃহন্তা এবার পরপারে পাড়ি দিয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতকের মাথাটা কেটে তোমার পিতার মাথার জায়গায় ঝুলিয়ে দাওনা। তারপর বিজয় গৌরবের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে লেডী বোনাকে বিয়ে কর। এর. ফলে ফ্রান্স তোমার মিত্র রাজ্যে পরিণত হবে।

তারপর বললেন, আমি এখন ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি তোমার রাজা অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখব। তুমি উপস্থিত হতে চেষ্টা করবে যথা সময়ে তারপর আড়ম্বরের সঙ্গে অভিষেক পর্ব সম্পন্ন করা হবে।

এডোয়ার্ড বললেন, বন্ধু ওয়ার উইক তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন দিন কোন কাজ করব না এটাই আমার শেষ কথা।

লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ। রাজা এডোয়ার্ড, ক্লারেন্স, গ্লসেস্টার ডিউক এবং লেডী গ্রে রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন।

সেণ্ট আলবান্সের যুদ্ধে লেডী গ্রে-র স্বামী নিহত হয়েছেন। বিজেতারা তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে। তাঁর সম্পত্তি ফিরে পাবার আশায় আবেদন জানাতে তিনি এডোয়ার্ডের শরণাপন্ন হয়েছেন।

এরপর রাজা এডোয়ার্ড লেডী গ্রেকে বললেন, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। কয়জন সন্তানের মা হয়ে তুমি বৈধব্য বরণ করেছ?

লর্ডগণ চলে গেলে রাজা বললেন, এবার তুমি সত্যি করে বল তো, তুমি কি তোমার সন্তান তিনটির মঙ্গল কামনা কর না? বা তাদেরকে কি প্রচণ্ড ভালবাস? তাদের ভালবাসি ও তাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই তো মহারাজের শরণাপন্ন হয়েছি।

তোমার ভূসম্পত্তি ফিরে পাবার জন্য আমি তোমাকে যা যা করতে বলব তা তুমি পারবে বলে আমার মন সায় দিচ্ছে না।

লেডী গ্রে নীরব চোখে তাকালে এডোয়ার্ড আবার বলেন, যদি বলি এক রাজাকে ভালবাসতে হবে তোমাকে। পারবে কি?

রাজাকে? খুবই সহজ কাজ, কারণ আমি তো তাঁর প্রজা। কেন পারব না?

আমি তোমার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী। কি ধরনের প্রেম বলতো?

যে প্রেম আমার প্রার্থনার সঙ্গে আমৃত্যু জড়িয়ে থাকবে।

না, সেরকম প্রেমে আমি উৎসাহী নই। সে প্রেম হচ্ছে শয্যাসঙ্গিনী।

মহারাজ, আপনার কথার অর্থ যেটুকু আমি উপলব্ধি করছি তা যদি সত্যি হয় তবে সে প্রেম দান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার চেয়ে কারাশয্যায় শয়ন করা আমার পক্ষে অনেক ভাল।

রাজা রাগত স্বরে বললেন, যদি তা-ই হয় তবে তো তোমার স্বামীর সম্পত্তি ফিরে পাবার আশা নেই সুন্দরী। তোমার সততা রক্ষা করার নামে তুমি কি তোমার সন্তানদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করছ না?

মহারাজ, আমার প্রার্থনা ও আপনার আকাঙ্খার মধ্যে সে অনেক বেশী ফেরাক! তা পূরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমার হ্যাঁ বা না বলা কিন্তু তোমার সম্মতি বা অসম্মতির ওপরই নির্ভর করছে। ভাল করে ভেবে দেখ। কোন পথ তুমি বেছে নেবে সুন্দরী?

মুহূর্তকাল ভেবে রাজা এডোয়ার্ড এবার বললেন, সুন্দরী তোমার সততা এবং বুদ্ধিমত্তা আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। তুমি কি মনে করতে পার না রাজা এডোয়ার্ড তোমাকে রাণীর মর্যাদা দিয়ে তার পাশে তোমার আসন স্থাপন করতে আগ্রহী। সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না।

কিন্তু আমার ছেলেরা যদি আপনাকে পিতা বলে ডাকে তাতে আপনার অপমান বা দুঃখ হবে না মহারাজ?

আমার ও যদি একটি মেয়ে থাকত আর সে যদি তোমাকে মা বলে ডাকত, তাতে কি তোমার দুঃখ বা অপমান হত? অতএব তুমি আমার রাণী হবে। এরপর আর কোন কথা শুনতে চাই না। একটু ভেবে আমাকে জানাবে। এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।

এমন সময় এক দূত এসে খবর দিল, হেনরি বন্দী হয়েছেন।

রাজা এডোয়ার্ড হেনরিকে টাওয়ারের দুর্গকারায় বন্দী করে রাখতে আদেশ দিলেন।

লেডী গ্রে তখনকার মত বিদায় নিলে রাজা এডোয়ার্ড হেনরিকে যে সৈনিকটি

বন্দী করেছে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

রাজা বিদায় নিলে গ্লসেস্টার ডিউক চুপি চুপি সভাকক্ষে প্রবেশ করে আপন মনে বলতে লাগলেন বাধা! বিস্তর অসংখ্য বাধা আমার কামনা বাসনা পূরণের পথে। রাজা এডোয়ার্ড তারপর ক্লারেন্স, হেনরি, হেনরি-র পুত্র। যত কঠিন কাজই হোক সব পথের কাঁটা এক এক করে দূর করতে হবে।

আমার বিচক্ষণতা ও কর্মশক্তি দ্বারা পথের কাঁটা সরাতেই হবে। গ্লসেস্টারের ডিউক যদি সিংহাসনে না বসতেও পারে তবে আমৃত্যু সে তার তৎপরতা চালিয়ে যাবেই। আর প্রেমের দেবতার কাছে আমার একমাত্র কামনা আমি যেন ভুলেও কোনদিন প্রেম-ভালোবাসার প্রতি কখনও আসক্ত না হই।

সিংহাসন লাভ করতে যদি প্রয়োজন হয় নরহত্যা, রক্তের বন্যা বইয়ে দিতেও আমি মনে কোন দ্বিধা করব না। রাজমুকুট যতদূরে থাক পাতালের ভেতরে লুকিয়ে রাখলেও আমি তা ছিনিয়ে আনবই। সে অমূল্য সম্পদ আমার চাই-ই চাই। হে রাজমুকুট! তুমি যেন আমার মাথায় স্থান পাও।

ফ্রান্স রাজপ্রসাদ।

এদিকে ফরাসীরাজ লুই-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন যুবরাজ, রাণী মার্গারেট ও আর্ল-এর অক্সফোর্ডে। ফরাসীরাজ লুই, ভগিনী বোনা, নৌ-অধ্যক্ষ বুর্বনও উপস্থিত।

লুইকে যথোচিত সম্ভাষণ করে বললেন, রাজা আপনি তো জানেন এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে আমি সর্বস্ব খুইয়ে আপনার দারস্থ হয়েছি। সে সব দুঃখের কথা বলতে আমার কণ্ঠবোধ হয়ে আসছে।

রাণী মার্গরেটকে সান্ত্বনা জানিয়ে লুই বললেন, দুঃখ জীবনে আসতেই পারে। তাই বলে আত্মমর্যাদাবোধ হারাবেন কেন? আপনি নির্দ্বিধায় আপনার প্রয়োজনের কথা খুলে বলুন। কথা দিচ্ছি, আমি সাধ্যমত আপনার সঙ্কট মোচনের চেষ্টা করতে। চেষ্টা করব উপায় থাকলে।

আজ আমার একমাত্র প্রেমাস্পদ রাজা হেনরি নির্বাসিত। ইংল্যাণ্ডের বৈধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে ইয়র্কের ডিউক রাজা সিংহানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারীকে নিয়ে কোন উপায় না দেখে আপনার সাহায্যের প্রত্যাশায় ছুটে এসেছি এবং শরাণাপন্ন হয়েছি। আমাকে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার করুন।

মুহূর্তকাল নীরব থেকে রাজা লুই বললেন, রাণী ধৈয্য ধরুন, আমরা ভেবে দেখি কিভাবে আপনাকে সঙ্কটমুক্ত করতে পারি।

এমন সময় রাজা এডোয়ার্ড-এর ডানহাত, সবচেয়ে বড় সহায়ক ওয়ার উইকের আর্ল রাজসভায় প্রবেশ করে রাজাকে অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ, আমি ইংলণ্ডের বৈধ রাজা এডোয়ার্ড-এর পক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ড ও ফরাসী দেশের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলার আশায় সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আর আমরা মনে করি তার পকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে বৈবাহিকা সম্পর্ক স্থাপন। গ্রহণ করলে

খুব খুশী হব। রাজা লুই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওয়ার উইকের আর্লের দিকে চাইলে তিনি বলে চলেন মহারাজ, যদি কিছু মনে না করেন একটি প্রস্তাব দিতে চাই। আপনার পরমা সুন্দরী বোন লেডী বোনা'কে আমাদের রাজা এডোয়ার্ড-এর হাতে তুলে দিলে আপনাদের এই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে এবং দুই দেশের মহামিলন হয়।

রাণী মার্গরেট সচকিত হয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, তবে কি হেনরির আশাআকাঙ্খা চিরদিনের মত ব্যর্থ হবে।

এবার রাণী মার্গরেট বললেন, রাজা লুই এবং লেডী বোনা, ওয়ারউইকের আর্লের প্রস্তাবের উপর জবাব দেবার আগে আমার কথা মন দিয়ে শুনবার চেষ্টা করন। কারণ এ প্রস্তাবের সঙ্গে এডোয়ার্ড-এর ভালবাসা বা সততার কোনই সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে যা জড়িয়ে রয়েছে তা হচ্ছে একমাত্র স্বার্থসিদ্ধির সংকেত। আর এ-ও জেনে রাখা ভাল যে, অবৈধভাবে সিংহাসনকে কোনদিন আঁকড়ে থাকতে সমর্থ হবে না এডোয়ার্ড।

রাজা লুই সচকিত হয়ে মার্গরেট-এর মুখের দিকে তাকালে তিনি আবার বলেন, আমি একথা ঠিকই বলেছি। এডোয়ার্ড-এর হাতে কোন মেয়েকে তুলে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে জেনে শুনে আপনার নিষ্পাপ বোনকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না।

আর্ল অব অক্সফোর্ড এবার মুখ খুললেন। তিনি ওয়ারউইকের আর্লকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা তাহলে জন অব গণ্ট একসময় স্পেনের অধিকাংশ জয় করে নিয়ে অধিকারভুক্ত করেছিলেন। তারপর সিংহাসনে বসলেন রাজা চতুর্থ হেনরি। তারপর বসেন পঞ্চম হেনরি। তিনি ফরাসী দেশের প্রায় সবই জয় করেছিলেন। তারপর পঞ্চম হেনরির পুত্র ইংল্যাণ্ডের রাজাসনে বসেন রাজা ষষ্ঠ হেনরি। এখন পঞ্চম-রই বংশধর রাজা হবেন। মান্যবর অক্সফোর্ড, রাজা ষষ্ঠ হেনরি কেন তাঁর পিতার অধিকৃত ফরাসী দেশের সমস্ত অঞ্চল হারান, একথা তো বললেন না? এখন ফরাসী দেশ তাঁর হাত ছাড়া।

অক্সফোর্ড গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, আপনি আজ যে রাজদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়েছেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে মাফ্ চাওয়া উচিত। ওয়ারউইকের আর্ল রীতিমত ধমকের সুরে জবাব দেন আমি মনে করি আমার আনুগত্য কেবলমাত্র রাজা এডোয়ার্ড-এর প্রতিই হওয়া উচিত আর কারো প্রতি নয়।

রাজা লুই এবার বললেন, ওয়ারউইকের আর্ল, আপনার বিবেককে এবার যাচাই করুন তো, আপনার মতে এডোয়ার্ড-ই কি সত্যিকার ইংল্যাণ্ডের বৈধ রাজা?

হ্যাঁ, অন্য সকল রাজার মত তিনিও বৈধ ও সম্মানীয়।

এবার মন খুলে বলুন, আমার বোনের প্রতি আপনাদের ও মানে রাজারও ভালবাসা কি সত্যি নিখাদ?

হ্যাঁ রাজা। আমি শপথ করে বলতে পারি, আমাদের রজা এডোয়ার্ড-এর ভালবাসা

ফুলের মত পবিত্র। তাতে তিলমাত্র নেই।

রাজা লুই এবার ভগিনী বোনার উদ্দেশ্যে বললেন, বোনা, তোমার মনের কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত কর। তোমার মতামতই হবে আমার সম্মতি বা অসম্মতি। তুমি বড় হয়েছ। তোমার মত চাই সর্বাগ্রে।

রাজা এডোয়ার্ড-এর বীরত্বের কথা আমি আগেই শুনেছি। তাই বিয়ের প্রস্তাবটি শোনামাত্রই আমি তাঁকে মন-প্রাণ সঁপে বসে আছি মহারাজ। বীরত্বই মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ।

রাজা বললেন, ওয়ারউইকের আর্ল, রাজা এডোয়ার্ড-এর হাতে আমার বোন বোনা'কে সমর্পণ করতে আমি প্রস্তুত। সে-ই হবে ইংল্যাণ্ডের রাণী।

রাণী মার্গরেট ক্রোধে গর্জে উঠে বললেন, ভণ্ড প্রতারক ওয়ারউইকের আর্ল। এটিও সব তোমার অন্য প্রতরণার মতই নতুন এক সংযোজন মাত্র। তুমি এখনও চক্রান্তের জাল ছড়িয়ে যাচ্ছ। এর শেষ কোথায় ভাবতে পারো।

এমন সময় এক দূত এসে রাজার হাতে একটি পত্র দিল। রাজা এডোয়ার্ড রাজা লুইকে লিখেছেন। ওয়ারউইকের একখানা পত্র দিল।

দূত রাণী মার্গারেটকেও একটি পত্র দিল। পত্রটি পড়ে রাণীর চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠছে যেন। ভ্রাতা মন্তেগু আপনাকে এই পত্র দিয়েছে।

পত্র পড়ে রজা লুই ওয়ারউইকের আর্লকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের রাজা লেডীগ্রে'কে বিবাহ করছেন। আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ জানতে পারি কি মাননীয় মহাশয়? এক নিঃশ্বাসে পত্র পড়ে ওয়ারউইকের আর্লের মুখ বিষাদে কালো হয়ে গেল। তিনি বললেন বিশ্বাস করুন রাজা, আগে এসবের তিলমাত্রও আমার জানা ছিল না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ইয়র্ক বংশের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য আমার পিতাকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। আমার তৎপরতার জন্যই হেনরিকে সিংহাসনচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হতে হয় রাজ্য থেকে। ঈশ্বর এ আমি কি পাপ করেছি। তুমি আমাকে এত শাস্তি দিলে।

ওয়ারউইকের আর্ল এবার রাণী মার্গারেট-এর দিকে ফিরে বললেন, হে মহিয়সী রাণী! আজ এ-মুহূর্ত থেকে আমি আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত সেবা করে যাব। শপথ করছি, হেনরিকে পুনরায় ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই এবার একমাত্র কাজ। হেনরির মাথায় তুলে দেব আবার রাজমুকুট। এটাই আমার প্রতিজ্ঞা।

ওয়ারউইকের আর্লের কথায় রাণী মার্গারেট মুগ্ধ এবং আশান্বিত হলেন। ওয়ারউইককে আবার বন্ধুভাবে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন।

এদিকে রাজা লুইও দূতকে বললেন, তুমি তোমার ভণ্ড রাজাকে গিয়ে বলো, অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি অচিরেই সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি। সে যেন প্রস্তুত থাকে, রাণীকে বললেন আপনি যান আপনাকে সৈন্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তবে আপনারা আপনাদের অনুগত্যের এক শপথ করে যান আমার সামনে।

ওয়ারউইক বললেন, আমার আনুগত্য এই যে, যদি রাণী ও যুবরাজ সম্মত হন তবে আমি কনিষ্ঠ কন্যাকে যুবরাজের হস্তে সমর্পণ পরতে পারি। রাণী ও এডোয়ার্ড এ কথায় বললেন হ্যাঁ আমি সম্মত কারণ আপনার মেয়ে শুনেছি খুব রূপবতী ও গুণবতীও বটে।

দূতের মুখে ফরাসীরাজের যুদ্ধের হুঙ্করী শুনে এবং ওয়ারউইকের আর্ল, ফরাসীরাজ ও রাণী মার্গারেট জোট বেঁধেছেন শুনে রাজা এডোয়ার্ড ভীত হলেন।

এদিকে ফরাসীরাজের ও ওয়ারউইকের আর্লের ফরাসীর পক্ষে যোগদানের কথা শুনে গ্লসেস্টারের ডিউকের মন খুশীতে ভরপুর। তিনি মনে মনে হেসে ভাবলেন একটা বড় ধরনের যুদ্ধ হলে রাজা এডোয়ার্ড-এর মৃত্যু বা নির্বাসন কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। তাহলেই ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন আর মুকুট আমার হস্তগত হতে বাধা থাকবে না। ব্যস, তবেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা-বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়ারউইক শায়ারের অন্তর্গত যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী সৈন্যসহ ওয়ারউইকের আর্ল এবং অক্সফোর্ড যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন।

ক্লারেন্স এবং সমারসেটের ডিউক ও তাদের পক্ষে যোগদান করেছেন।

এদিকে ওয়ারউইকশায়ারের লর্ড হেস্টিংস সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছেন। রাজার ভাই রিচার্ড যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য এক প্রান্তরের দায়িত্বে রয়েছেন। তার অধীনেও বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য রয়েছে। রাজা এডোয়ার্ড শিবিরে কিছু সৈন্যসহ অবস্থান করেছিলেন। হঠাৎ, ওয়ারউইক ও অন্যান্যরা এসে এডোয়ার্ডকে বন্দী করলেন। ভয়ে গ্লসেস্টার ও হেস্টিংস পালিয়ে বাঁচল।

ওয়ারউইকের আর্ল প্রচণ্ড বিদ্বেষের সঙ্গে রাজা এডোয়ার্ডকে বললেন, আপনি বিশ্বাসঘাতক। সেজন্য আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। বিনা কারণে আপনার জন্য ফরাসীরাজ লুই-এর কাছে আমি অপমানিত অপদস্থ হয়েছি। এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না বলেই আপনি নিজেই নিজের বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। আপনি আপনার ভাইদের ভালবাসতে জানেন না। দেশবাসীকেও ভালবাসতে জানেন না। আপনি এখন সকলের শত্রু। আপনি এখন রাজা নন। আপনি এখন ডিউক অব ইয়র্ক।

ওয়ারউইকের আর্ল এবং ক্লারেন্স আপনারা জেনে রাখুন, আপনাদের শত বিরোধিতর সত্ত্বেও আমিই ইংল্যাণ্ডের রাজা রয়ে যাব। আমি ডিউক হতে কখনও যাব না। ভাগ্য বন্দী করেছে। আপনারা আমার ভবিষ্যতের পথে কাঁটা হয়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে পারবেন কি?

ওয়ারউইকের আর্ল এডেরয়ার্ড-এর মাথা থেকে রাজমুকুট খুলতে খুলতে বললেন,

খুবই ভাল কথা, আপনি কারাগারে বন্দী জীবনযাপন করে মনে মনে নিজেকে রাজা বলে মনে করতে থাকুন। আপনি রাজা হওয়ার সময় বলেছিলেন আমার পরামর্শ ছাড়া চলবেন না। এই কি তার নমুনা।

রাজমুকুটটি এডোয়ার্ড-এর সামনে তুলে ধরে আবার বললেন, এ রাজমুকুট আবার রাজা হেনরির মাথায়ই উঠবে।

ওয়ারউইকের আর্লের নির্দেশে সৈন্যরা এডোয়ার্ডকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে চলে গেল।

ওয়ারউইকের আর্ল এবং অক্সফোর্ড সবাইকে নিয়ে লণ্ডনের পথে যাত্রা করলেন কারাগার থেকে রাজা হেনরিকে মুক্ত করার জন্য।

পঞ্চম অধ্যায়

এদিকে স্যার উইলিয়াম-এর সাহায্যে এডোয়ার্ড সবার চোখে ধুলে দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

রাজা এডোয়ার্ড সিংহাসনচ্যুত ও পলাতক।

হেনরি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আবার ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি ওয়ারউইককে রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়ে নিজে ধর্মকর্ম নিয়ে কাটাবেন বলে ওয়ারউইককে বললেন।

ফরাসী দেশ থেকে রাণী মার্গারেট ও যুবরাজকে নিয়ে আসার জন্য ক্লারেন্স বিশ্বস্ত অনুচর পাঠালেন।

এমন সময় দূত এসে বলল, স্যার স্ট্যানলির সহায়তায় এডোয়ার্ড কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন। দূত ওয়ারউইকের আর্লকে আরও বলল, শোনা গেছে এডোয়ার্ড বার্গাণ্ডির পথে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে গ্লসেস্টারের ডিউক ও লর্ড হেস্টিংস রয়েছেন।

সমারসেটের ডিউক একথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ে ভাবলেন বার্গাণ্ডির রাজা হেনরির ভীষণ শত্রু। এডোয়ার্ড তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।

তিনি এও ভাবলেন, এডোয়ার্ড যদি রাজ্য ফিরে পান তবে রিচমণ্ড-এর রাজ্যলাভের আশা চিরদিনের মত নির্মূল হয়ে যাবে। রিচমণ্ডকে এখনি ব্রিটানিতে রেখে আসা যাক্।

এদিকে রাজা এডোয়ার্ড বন্ধু হেস্টিংস ও গ্লসেস্টারের ডিউককে সঙ্গে নিয়ে ইয়র্কে অবস্থান করতে লাগলেন।

রাজা এডোয়ার্ড সমুদ্রের ওপর থেকে বার্গাণ্ডির সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

রাজা এডোয়ার্ড ইয়র্কে স্যার জন মণ্ট গোমারির সঙ্গে পরিচিত হলেন।

এদিকে গ্লসেস্টারের ডিউক নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে এডোয়ার্ড-এর হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। এতে এডোয়ার্ড অনেকটা মনোবল ফিরে পেলেন।

রাজা এডোয়ার্ড আবার বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভ করা অসম্ভব নয়। তিনি ভাবলেন তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ওপর আমার অধিকার রয়েছে। হেনরি বলপূর্বক আমাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজে রাজা সেজে বসে আছেন।

এদিকে রাজা হেনরি রাজপ্রাসাদে ওয়ারউইক, মন্তেগু, অক্সফোর্ড আপনারা সৈন্য সংগ্রহ করুন। এই বলে সকলে চলে গেলেন সৈন্য সংগ্রহ করতে।

রাজা এডোয়ার্ড বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেললেন। রাজার সৈন্যরা এডোয়ার্ড-এর সৈন্যদের বাধা দিতে পারল না। সকলে যে যার কাজে যাওয়ার জন্য সৈন্যরা বাধা দিতে সক্ষম হল না।

কয়েকজন সৈন্য নিয়ে এডোয়ার্ড রাজপ্রাসাদে হেনরির কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে বন্দী করলেন।

অদৃষ্ট বিড়ম্বিত হেনরিকে নিয়ে সৈন্যরা চলে গেলে এডোয়ার্ড জানতে পারলেন, ওয়ারউইক-এর ডিউক কসডন্ট্রিতে রয়েছেন। এডোয়ার্ড সৈন্য নিয়ে কভেন্ট্রির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

এডোয়ার্ড তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ওয়ারউইকের ডিউককে শায়েস্তা করার জন্য কভেন্ট্রি পৌঁছে গেলেন।

তিনি জানতে পারলেন, ওয়ারউইক প্রাচীর শীর্ষে আছেন। এদিকে যুদ্ধ চলাকালীন বেগতিক দেখে ওয়ারউইকের ডিউক পালাতে গিয়ে এডোয়ার্ড-এর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তাকে বন্দী করা হল।

ওয়ারউইকের ডিউক গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। ক্ষতস্থান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। তাঁকে কারাগারে নিয়ে যেতে না যেতেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

যুদ্ধ শেষে রাজা এডোয়ার্ড, গ্লসেস্টারের ডিউক ও ক্লারেন্স-এর সঙ্গে শিবিরে ফিরে এলেন।

সৈন্যরা রাজা এডোয়ার্ড-এর জয়ধ্বনি দিচ্ছে শুনতে পেয়ে গ্লসেস্টারের ডিউক বললেন, আমাদের এখনও আনন্দ করার সময় আসে নি। দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ওয়ারউইকের ডিউক যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু এখনও একজন শত্রু রয়েছে।

রাজা এডোয়ার্ড সমারসেটের ডিউক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে গ্লসেস্টারের ডিউক বলেন, রাণী, রাণীর কথা বলতে চাইছি, জানতে পেরেছি তিনি ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন। আমি খবর পেয়েছি, তারা টেক্সবেরির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

রাজা এডোয়ার্ড বললেন, আমার বিশ্বাস আমার বার্নেট রণক্ষেত্রে তাঁর মোকাবিলা করতে পারব। সেদিকে এগোনো যাক, সকলে চলুন।

টেক্সবেরির অদূরবর্তী রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

রাণী মার্গারেট লর্ডগণকে লক্ষ্য করে বললেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনও ক্ষয়ক্ষতির কথা ভেবে শোক করেন না। কতর্ব্য কর্মই বড় তাদের কাছে। ওয়ারউইকের ডিউক এবং মন্তেগু ইহলোক ত্যাগ করেছেন বলে দুঃখ করার কিছু নেই। যারা আজও রয়েছেন তাদের নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। তবে হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে যোগ দেন তবে কিন্তু তাঁর নিস্তার নেই। তাঁর মৃত্যু অবধারিত।

যুবরাজ রাণীর কথা ধরে বলেন, কোন নারীর এরকম উক্তিতে মৃতের মনেও প্রাণের সঞ্চার হবে। যদি আমাদের মধ্যে কোন কাপুরুষ থাকেন তবে এখনই অনুগ্রহ করে দলত্যাগ করে চলে যান। এটাই আমার আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ।

অক্সফোর্ড বললেন, কোন নারী বা শিশুর মধ্যে সচরাচর এমন তেজস্বিতা দর্শন করে কোন যোদ্ধা কোনদিন যুদ্ধকে ভয় করে না।

এমন সময় দূত এসে বলল, এডোয়ার্ড সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে কাছাকাছি চলে এসেছেন, আপনারা সকলে প্রস্তুত হন।

এই কথা শুনে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে রাণী মার্গারেট বললেন, হে বীরগণ, ধৈর্য্য নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে দেশ-মাতার স্বার্থে ন্যায় ও সততা রক্ষার্থে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের পাশে পাশে থাকেন। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা দেন।

যুদ্ধ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে এডোয়ার্ড-এর সৈন্যরা শত্রুসৈন্যের ওপর ঘনঘন আঘাত হেনে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলল।

এডোয়ার্ড-এর সৈন্যরা যুবরাজকে বন্দী করল। এদিকে অক্সফোর্ড এবং রাণী মার্গারেট এখনও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে তারাও বন্দী হলেন।

বন্দী অবস্থায় সৈন্যরা যুবরাজকে রাজা এডোয়ার্ড-এর কাছে ধরে নিয়ে এলো। গম্ভীর স্বরে এডোয়ার্ড বললেন, তুমি নাকি প্রচার করে বেড়িয়েছ, আমাকে জীবিত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কৃত করা হবে। আমার প্রজাদের উত্তেজিত করার কি অধিকার তোমার আছে। আমি রাজা তোমরা কে? যুবরাজও গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন অত্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক ও দর্পী এডোয়ার্ড প্রজার মত মাথ নীচু করে কথা বলতে ভুল করো না। কারণ ভুলে যেও না আমি বর্তমান ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজা।

চুপ কর স্পর্ধিত বালক। আর নিজে থেকে যদি চুপ না কর তবে কিভাবে চুপ করাতে হয় তা আমার বেশ ভাল জানা আছে।

চুপ করব? কেন? আমি কার ভয়ে চুপ করব? যে আমার পিতার সিংহাসন আর রাজমুকুট বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে, তার ভয়ে চুপ করব নাকি? বিশ্বাসঘাতক নরপশু এডোয়ার্ড। তুমি যদি ভেবে থাক রাজা—

যুবরাজকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এডোয়ার্ড তার বুকে ছুরি গেঁথে

দিলেন। আর্তনাদ করে যুবরাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বন্দী অবস্থায় রাণীও উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজের অবস্থা দেখে রাণী মার্গারেট পুত্রশোকে একেবারে ভেঙে পড়ে। রাণী চিৎকার করে বললেন, পাষণ্ড এডোয়ার্ড আমাকেও হত্যা কর। তোমার অত্যাচারের যাত্রা বলে মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

রাণী মার্গারেটকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গ্লসেস্টারের ডিউক তরবারি উদ্যত করে তাঁর দিকে এগোলো এডোয়ার্ড বাধা দিয়ে বলেন ওই দেখুন ওর সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে। আগেও ওকে মাটি থেকে তুলে সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করুন।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে রাণী বিলাপ করতে করতে বললেন, তোমাদের যেন এভাবে প্রাণ দিতে হয়। এ-যে সীজার-এর মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। ঈশ্বর যেন তোমাদের কোনদিন ক্ষমা না করেন।

রাজা এডোয়ার্ড দুজন সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন বন্দিনী রাণী মার্গরেটকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে।

রাজা এডোয়ার্ড অনুচরগণকে নিয়ে লণ্ডনে ফিরে গেলেন রাজা হেনরির বিচারের জন্য।

এদিকে রাজা হেনরি টাওয়ারের দুর্গকারায় ধুঁকছেন। গ্লসেস্টারের ডিউক সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তার ওপর হেনরিকে হত্যা করার দায়িত্ব পড়েছে।

বিচক্ষণ গ্লসেস্টারের ডিউক রাজাকে দেখে মন দুর্বল হতে পারে ভেবে অহেতুক সময় নষ্ট না করে কোমর থেকে হেঁচকা টানে ছুরি বার করে রাজার বুকে আমূল বসিয়ে দিলেন। যাতে এডোয়ার্ডের রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়।

রাজা এডোয়ার্ড সকল শত্রুকে শেষ করে রাজসিংহাসনটিকে সুদৃঢ় করে নিয়ে নিশ্চিন্তে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে চেপে বসলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন রাজা এডোয়ার্ড একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। সকলে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে স্বাগত জানালেন।

রাজা এডোয়ার্ড রাণী মার্গারেটকে হত্য না করে ফরাসীদেশে নিজ পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলেন যাতে তিলে তিলে মরতে পারে।

দুঃখ ও বিষাদগ্রস্ত ইংল্যাণ্ডবাসীদের জীবনে নেমে এল এক অনাবিল আনন্দ। এখন জয় ঢাক বাজাও উপযুক্ত আনন্দোৎসবের আয়োজনের জন্য।

চতুর্থ খণ্ড

হেনরি দ্য ফিফথ্

লণ্ডন।

রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন এক কক্ষে ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ এবং এলাইয়ের বিশপ গভীর আলোচনায় মগ্ন। তাদের উভয়ের মুখেই বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট।

বিগত রাজার আমলে সুদীর্ঘ এগারো বছর ধরে যে আইন বলবত ছিল তা আবার রাজা পঞ্চম হেনরি নতুন করে প্রবর্তন করতে চলেছেন। রাজ্য জুড়ে নিদারুণ অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় তিনি অনন্যোপায় হয়েই ও পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। তা যদি আর্চবিশপ বা অন্যান্য ধর্মাশ্রয়ীদের উপর প্রবর্তিত হয় তবে তাঁদের অধিকারের একটা বিরাট অংশই কেড়ে নেওয়া হবে। এই কারণের জন্যই ক্যাণ্টাবেরির আর্চবিশপের মত সংসার বিবাগী অতি বৃদ্ধের মুখেও বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠেছে। তবে আশার কথা এই যে, পনেরোজন আর্ল, প্রায় পনেরো'শ নাইট এবং দুহাজার দু'শজনেরও বেশী লর্ড আর্চবিশপের পক্ষে রয়েছেন। আরও আছে বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে থাকার জন্য এবং ভিখারীদের জন্য যে লঙ্গরখানা রয়েছে তাদের সদস্যরা। এরকম একশ'টির বেশী লঙ্গরখানা সারা দেশে চলেছে। অথএব বৃদ্ধ ও ভিখারীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। রাজার দান হিসাবে বছরে এক হাজার পাউণ্ড গীর্জার প্রাপ্য। পুরনো আইন প্রবর্তিত হলে তারা এ মোটা অর্থও হারাবেন।

এলাইয়ের বিশপ চোখে মুখে হতাশার ছাপ এঁকে বললেন, কী কঠিন সমস্যায় পড়া গেল, বলুন তো?

আর্চবিশপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমিও তো একই দুর্ভাবনার শিকার হয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। তবে ভরসা এটুকুই যে, নতুন রাজার ধর্মাশ্রয়ীদের প্রতি উদারতার অভাব নেই। তিনি গীর্জার একজন প্রকৃত ভক্ত এবং মনে-প্রাণে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তিনি আরও বললেন, ছেলেবেলায় তিনি সবদিক থেকে যেমন অশিষ্ট ছিলেন এখন ঠিক তার বিপরীত। তাঁর মধ্যে এখন স্বর্গীয় উদ্যম নেমে এসেছে। তাঁর যাবতীয় অহমিকা যেন বন্যার জলে ধুয়ে মুছে ম্লান হয়ে গেছে।

রাজার মধ্যে এরকম আকস্মিক পরিবর্তনে আমরা খুশি।

কেবল শিষ্টাচারই নয়, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর অগাধ জ্ঞান। আবার রাজ্য শাসনসংক্রান্ত তাঁর জ্ঞানের বিচার করলে মনে হবে বুঝি দীর্ঘদিনের অধিত বিদ্যার ফলেই তাঁর যাবতীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতা নির্ভর করেছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি এমন কিছু বন্ধু-বান্ধব তাঁর চারদিকে ঘুর ঘুর করছে যারা শুভ বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাঁকে আমোদ-স্ফূর্তির দিকেই তাঁর মনকে বেশী আকৃষ্ট করছে।

দেখুন, বিছুটি গাছের তলাতেও তো অনেক সময় রসাল জামগাছ জন্মাতে দেখা যায়। তেমনি হাজারো হৈ হট্টগোলের মধ্যেও রাজামশাই ঠিক নিজের কর্তব্য পালন করে চলবেন বলেই আমি মনে করি।

ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ বললেন, সবই বুঝলাম। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা আজকাল আর ঘটতে দেখা যায় না। তাই বলছি কি, কিভাবে স্বাভাবিকতা বজায় থাকে তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আর বের করতে হবে তার সঠিক উপায়।

কিন্তু মহামান্য ধর্মযাজক যে আইনটা প্রবর্তনের জন্য বিশেষ উৎসাহী প্রজারা কিন্তু তার দিকেই বেশী করে ঝুঁকছে। মহারাজ কি উক্ত আইন প্রবর্তনের পক্ষপাতি নন?

আমার কিন্তু মনে হল মহারাজ এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ। পুরোপুরি আমাদের পক্ষে না হলেও আমাদের বিরোধীদের অবশ্যই উস্কানি দিচ্ছেন না। তবে এর কারণও যথেষ্ট রয়েছে। আমরা মহারাজকে বলেছি ফরাসীরাজ সম্পর্কে তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে যা ইতিপূর্বে তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ-ই পাননি। প্রস্তাবটাকে তো তিনি অন্তর থেকেই গ্রহণ করেছেন মনে হল। তবে হঠাৎ ফরাসী দূত এসে পড়ায় ব্যাপারটা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এদিকে রাজপ্রাসাদের বর্তমান কক্ষে সম্রাট পঞ্চম হেনরি, গ্লষ্টারের ডিউক, বেডফোর্ডের ডিউক, ওয়ারউইক এবং এক্সেটার পরামর্শ করছেন যখন তখন ক্যাণ্টরবেরির আর্চ বিশপ এবং এলাইয়ের বিশপ সেখানে উপস্থিত হলেন। ক্যাণ্টারবেরির আর্চ বিশপ রাজার দিকে তাকিয়ে মধুর স্বরে বললেন, ঈশ্বর মহারাজকে রক্ষা করুন।

সম্রাট হেনরির মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, হে মহামান্য ধর্মযাজকগণ! আপনাদের শুভেচ্ছার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন রয়েছে। বিচার বিবেচনা করে বলুন তো ফরাসীদের 'স্যালিক আইন' কোনদিক থেকে আমাদের দাবীর বিরোধিতা করতে পারে কি? আপনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। উক্ত আইন আমাদের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতই তাদের এ ব্যাপারে কিছুমাত্রও অধিকার নেই। আপনি এ ব্যাপারে যে নির্দেশ দান করবেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স ইতিপূর্বে আর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি।

ক্যাণ্টরবেরির আর্চ বিশপ বললেন মহারাজ, ফরাসীরাজের প্রতি আপনার অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের দাবীর কিছুমাত্রও বাধা নেই। তবে এ-ও মনে রাখবেন, আইন

প্রণেতা সম্রাট ফ্যারামণ্ট-এর বক্তব্য-স্যালিক অঞ্চলের কোন মেয়ের উত্তরাধিকারের দাবী সঙ্গত বলে গ্রাহ্য হবে না। আর এ স্যালিক অঞ্চলকেই ফরাসীরা নিজেদের বলে জোর দাবী তুলেছে। কিন্তু তাদের দেশের প্রখ্যাত সব লেখকদের বক্তব্য স্যালিক অঞ্চল জার্মানীর সীমানার অন্তর্গত। বীর চার্লস স্যাক্সসনদের যুদ্ধে পরাজিত করে কিছু ফরাসীদের রেখে গিয়েছিলেন। তবে কি আমরা বলতে পারি না যে, স্যালিক আইন ফরাসীরাজ্যের জন্য প্রণীত হয়নি? আর এ-ও ত্যে যে চারশ'একুশ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফ্যারামণ্টের মৃত্যুর বছর পর্যন্ত এ-অঞ্চল ফরাসীদের ছিল না। তার মৃত্যুর পর অর্থাৎ আটশ'পাঁচ খ্রীষ্টাব্দে স্যাকসনদের পরাজিত করে ফরাসীরাজ্যকে স্যালা নদীর ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনিই সম্রাট পেপিন চিণ্ডেরিককে পরিচিত করে ফরাসীর সিংহাসন দখল করেন। তিনিই সম্রাট ক্লথেয়ার-এর কন্যা ব্লিথিল্ড-এর ন্যায্য উত্তরাধিকারী। হিউ ক্যাপেচার্লস-এর বংশের পুরুষদের মধ্যে প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, লরেন-এর ডিউক চার্লস এর রাজ্য দখল করে বসেন। আর প্রচার করেন প্রকৃত উত্তরাধিকারী তিনি নিজেই। তা কিন্তু পুরোপুরি মিথ্যা। হিউ ক্যাপে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি চার্লাম্যানের একমাত্র কন্যা লিঙ্গ ার-এর উত্তরাধিকারী। তিনি সম্রাট লুই-এর পুত্র, যিনি দশম লুই নামে পরিচিত। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক্যাপের উত্তরাধিকারী। যখন তিনি জানতে পারলেন তাঁর রাণী ইসাবেল অ্যারমেঞ্জার-এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আর অ্যারমেঞ্জার-এর বিয়ের ফলেই ফরাসীদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মহারাজ যখনই আপনার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হবেন তখনই তারা স্যালিক আইনের কথা তুলে আপনাকে বঞ্চিত করবেন।

সব কিছু ধৈর্য ধরে শোনার পর সম্রাট বললেন, তাহলে আপনি বলছেন আমি ন্যায়-সঙ্গত ভাবেই আমার অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট হতে পারি, এই তো?

অবশ্যই। মহারাজ 'নাম্বার' পুস্তিকাতে স্পষ্টই উল্লেখ রয়েছে পুরুষের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সন্তান না থাকলে তবে সবকিছুর অধিকার কন্যার। অতএব মহারাজ আপনার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য আপনি সঠিক প্রস্তুতি নিন। আপনার পূর্বসূরী এডওয়ার্ড-এর সমাধিস্থলে গিয়ে যুদ্ধের তৎপরতা ও সাফল্য প্রার্থনা করুন। ফরাসী দেশের মাটিতেই তিনি ফরাসীদের পরাজিত করেছিলেন। কৃষ্ণরাজ এডওয়ার্ড নামে আপনার যে কাকা আছেন তাঁর বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করুন। তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে ফরাসী দেশে রক্তনদী প্রবাহিত করুন।

এলাইয়ের বিশপ বললেন, হ্যাঁ মহারাজ, আপনার এখন মানসিক দৃঢ়তা আনয়ন করা একান্ত অপরিহার্য। আপনার পূর্বপুরুষরা যে সাহসিকতা প্রদর্শন করে খ্যাতির শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন, সে সাহসিকতা প্রদর্শনের যথার্থ সময়।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের আর্ল বললেন মহারাজের যৌবন ও সাহসিকতার প্রতি সবার যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। এর আগে ইংল্যাণ্ডে এমন অনুগত প্রজা আর অকুতোভয় লর্ড

দেখা যায়নি যার দেহ ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে আর মন পড়ে রয়েছে ইংল্যাণ্ডে।

আর্চ বিশপ বললেন, মহারাজ আমরা অর্থাৎ ধর্মযাজকরা সর্বতোভাবে আপনার সহায়ক, মনে রাখবেন। আমরা যুদ্ধের জন্য যত টাকা তুলে দেব তত টাকা আপনার পূর্বপুরুষরা কেউই ধর্মযাজকদের কাছ থেকে পাননি।

ধন্যবাদ, আমরা সৈন্য সংগ্রহ করে সবাইকে ফ্রান্সে নিয়ে চলে গেলে যে কোন সময় স্কটরা রাজ্য আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই দেশ রক্ষার জন্যও উপযুক্ত সৈন্য রেখে যেতে হবে।

হ্যাঁ, অবশ্যই ঠিক। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের প্রতিবেশী হলেও তারাই আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু।

এলাইয়ের বিশপ বললেন, পুরনো একটা প্রবাদ আছে মহারাজ। ফ্রান্স জয় করতে হলে তবে স্কট থেকেই বিজয় অভিযান শুরু করা চাই। কারণ ইংল্যাণ্ড যখন ফ্রান্স নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন সুযোগসন্ধানী স্কটরা চুপিসারে আমাদের দেশে ঢুকে পড়বে।

এক্সেটারের ডিউক বললেন, প্রয়োজনমত শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা অবশ্যই রয়েছে। সৈন্যরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের এবং দেশের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্রতী থাকবে তখন বুদ্ধিজীবিরা দেশরক্ষার মহান ব্রতে ব্রতী থাকবেন।

ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ বললেন এ সব দিক বিবেচনা করেই ঈশ্বর বৃত্তি অনুযায়ী মানুষকে ভাগ করেছেন। যে যাই কাজ করুক সকলেরই আনুগত্য অবশ্যই থাকা দরকার। আমার পরামর্শ যদি চান তবে বলব মহারাজ ইংল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করে এক ভাগ আপনি নিজে ফ্রান্সে নিয়ে যান। আর বাকি তিনভাগ রয়ে যাক দেশরক্ষার জন্য।

আপনার পরামর্শ আমি অবশ্যই স্মরণ রাখব। এবার তিনি ডফিন-এর দূতকে ডেকে পাঠালেন। আবার বলতে শুরু করলেন, ফ্রান্স আমাদের বলেই আমরা মনে করি। তাই বীর যোদ্ধাদের সহায়তায় ফ্রান্সে আমাদের শাসন কায়েম করব। আর তা যদি না পারি তবে সেখানেই সমাধিতে আশ্রয় নেব। ডফিন প্রেরিত দূত এলে তিনি বললেন, আমরা এবার আগন্তুক দূতের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

দূত বলল, মহারাজ আমি কোনরকম ঢাক গুড় না করে সরাসরি বক্তব্য পেশ করছি। মহারাজ, সম্প্রতি আপনার পূর্ব-পুরুষ তৃতীয় এডওয়ার্ড-এর নামে কিছু কিছু এলাকা দাবী করেছেন। এর প্রত্যুত্তরে আমাদের প্রভু রাজকুমার বলেছেন যে, যৌবনের উন্মাদনা আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনার প্রতি তাঁর উপদেশ আপনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করুন। ফ্রান্সের কোন অঞ্চলই আপনার পক্ষে বিজয় পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মহারাজের বালক সুলভ চপলতার কথা স্মরণ করে উপহার স্বরূপ একটা টেনিস বল পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সম্রাট ম্লান হেসে বললেন, চমৎকার। আমরা তবে টেনিস বলে উপযুক্ত র‍্যাকেট ফ্রান্সে খেলার জন্য নিয়ে যাব। তার পিতার সিংহাসন টলিয়ে দেব। তাদের করে দেব

বিপর্যস্ত। একদিন আমি তার সঙ্গে সুব্যবহার করেছিলাম। আর আজ যে সবকিছু ভুলে আমাদের রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিতে চাইছে। আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছে। আমরা ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনকে গুরুত্ব না দিয়ে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়েছিলাম। কারণ মানুষ যখন নিজের ঘর থেকে আসে তখন তার মনে থাকে খুশীর আমেজ। ঠিক আছে দূত, তুমি ডফিনকে বলবে, আমি কোন এক সময় ফ্রান্সে গিয়ে আমার অসির ক্ষমতা প্রদর্শন করব। আবার আমার রাজ্যের নিরাপত্তাও রক্ষা করব। ডফিনকে আরও বলবে। আমার অসির ঔজ্জ্বল্যে তাঁর চোখ ঝলসে যাবে। আর ফরাসীবাসীরা চোখে সর্ষেফুল দেখবে। আর বলবে, সে যে টেনিস বলগুলি পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতায় লিপ্ত হয়েছে সেগুলিই কামানের গোলায় পরিণত হয়ে তার বুকে গিয়ে আঘাত হানবে। তার রসিকতার বদলা নিতে গিয়ে আমরা যে কঠিন-কঠোর আঘাত হানব তাতে বহু মা তার সন্তান হারাবে, বহু নারী অকালে স্বামী হারিয়ে বৈধব্যতা গ্রহণ করবে। তবে হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ঈশ্বরের করুণা আমাকে প্রার্থনা করতেই হবে। সে পরামারাধ্যা পরমপিতার নামেই বলছি, ডফিন'কে সমুচিত শিক্ষা আমি দেবই। এরপর সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা তো স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছেন দেশের বুকে নেমে এসেছে চরমতম দুর্দিন। আপনারা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হোন। এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা ফ্রান্সকে শ্মশানে পরিণত করা। এমনভাবে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে যাতে আমরা তাঁর পিতার সামনেই তাকে এমন অপদস্থ করব যাতে সে মুখ থুবড়ে পড়ার পর আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

লণ্ডন।

ইস্টচীপের বোয়ারস হেড সরাইখানার সম্মুখস্থ-[illegible]ণে লেফটান্যাণ্ট বরডলফ এবং কর্পোরাল নাইম উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় মগ্ন।

বরডলফ হাসিমুখে কর্পোরাল নাইম'কে বলল, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি পতাকাবাহী পিস্তলের সঙ্গে কি তোমার সদ্ভাব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাইম বলল, ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় আমার নেই দরকারও মনে করি না। মোদ্দা কথা শোন, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি না। অতএব তরবারি তীক্ষ্ণ কি ভোঁতা তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই।

তোমার কথাগুলো এতই সুন্দর যে, এজন্যই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। শোন, আমরা তিনজন ফ্রান্সে যাব।

আমি তো বহুবারই বলেছি, আমি যতদিন খুশি ততদিন বাঁচবো। আর যখন বাঁচার আর তিলমাত্র আশা থাকবে না তখন প্রাণ যা চায় তা-ই করব, তা-ই হবে আমার নিশ্চিত বিশ্রাম। আর তার মাধ্যমেই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তারপর চিরবিশ্রাম।

আমি নিঃসন্দেহ, পিস্তল শীঘ্র নেইল কুইকলি'কে বিয়ে করছে। নেইল কুইকলি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এতদিন তোমার সঙ্গে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা বরমাল্য দিল পিস্তলের গলায়।

নাইম বিষণ্ণমুখে বললেন, এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় আমার নেই, ধৈর্য্যের একটা সীমা-পরিসীমা আছে। সে যা করেছে তার ফল একদিন পাবেই।

তাদের কথোপকথন চলাকালীন সরাইখানার কর্ত্রী এবং পিস্তল সেখানে এলেন। পিস্তল সেনাবাহিনীর এক সৈনিক। তাঁর স্ত্রী সরাইখানা পরিচালনা করেন।

পিস্তলকে দেখেই নাইম বললেন, এই যে সরাইখানার মালিক মশাই।

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই পিস্তল রীতিমত খেঁকিয়ে উঠে বলল, নচ্ছার ইতর কোথাকার। তুই আমাকে সরাইখানার মালিক বলে পরিহাস করছিস। এখানে তোদের থাকার জায়গা হবে না।

কুইকলি বললেন, কী নীচ এদের মন দেখেছ। বারো-চোদ্দটা মেয়েকে এখানে রেখে সেলাই ফোঁড়াই শেখাচ্ছি। আর লোকের ধারণা আমরা এখানে পতিতালয় খুলেছি।

পিস্তল ঝট করে কোষ থেকে তরবারি বার করে হাতে নিলেন। তার চোখ মুখ রাগে দুঃখে অপমানে লাল হয়ে উঠল।

পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে বরডলফ এক লাফে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে আপনারা করছেন কী? কর্পোরাল নাইম আর লেফটান্যাণ্ট পিস্তল আপনারা সংযত হন।

কুইকলি আতঙ্কিত হয়ে বললেন, কর্পোরাল নাইম, আচরণটা অন্ততঃ একটু ভদ্রলোকের মত করুন। দয়া করে তরবারি কোষবদ্ধ করুন।

নাইম রাগে গর্জে উঠলেন ছোটলোক কুত্তা কোথাকার? ওদিকে যাবি না কোনদিন, একা পেলে দেখে নেব।

পিস্তল রেগেমেগে বলল একা? কেন, এখনও তো একাই আছিরে, হতচ্ছাড়া। তোর যা ক্ষমতা আছে করে নিতে পারিস।

নাইম আগের মতই গর্জে উত্তর দিলেন, এখনও সংযত হতে চেষ্টা কর শয়তান। নইলে এ তরবারির খোঁচায় তোর চামড়া-মাংস কুচিয়ে একেবারে কিমা করে ছাড়ব, বলে রাখছি।

পিস্তল হাতের তরবারিটাকে মাথার ওপর তুলে বারকয়েক ঘুরিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলে, আরে রেখে দে তোর শয়তানি! আমার সঙ্গে বেশী পাঁয়তারা করতে আসিস না। এখনও সাবধান করে দিচ্ছি। তোর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, তোর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

বরডলফ এবার ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, আমি আব্বারও তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমাদের মধ্যে যে আগে আঘাত হানবে আমি তার ওপরই ঝাঁপিয়ে

পড়ব। কারণ আমি একজন সৈনিক।

পিস্তল রাগে গস গস করতে করতে তরবারিটাকে কোষবদ্ধ করে বললেন, দিলে তো আমার এমন রাগটাকে একেবারে মাটি করে? সবে রাগটা জমতে শুরু করেছিল। এত বড় শপথ করলে রাগ কী আর স্থায়ী হতে পারে, নাকি স্থায়ী করা নিরাপদ।

পিস্তল-এর কথা শেষ হতে না হতেই বালক ভৃত্য এসে বললেন, এই যে সরাইখানার মালিক আর মালকিন, আমার প্রভু হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই যে বরডলফ, আপনিও রয়েছেন দেখছি। আপনারা গিয়ে চেষ্টা করে দেখুন, পরিচর্যার মাধ্যমে যদি তাকে একটু সুস্থ করে তুলতে পারেন। আপনাদের মধ্যে যে গরম দেখছি তার কিছু অংশ পেলেই তিনি অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

কুইকলি বললেন, চল তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখা যাক যদি কিছু করতে পারি।

বরডলফ বললেন আরে মশাই সবাই চলে যাচ্ছেন যে বড়! এত বড় একটা ঝগড়া হয়ে গেল মিটমাট করিয়ে হাত মিলিয়ে দিতে হবে না আপনাদের। আরে মশাই আমরা সবাই তো ফ্রান্সে যাচ্ছি যুদ্ধ করতে। এর মধ্যে আবার ঝগড়াঝাটি কেন?

পিস্তল বলে উঠলেন, নচ্ছারটার সঙ্গে আবার হাত মেলাতে যাব আমি। অসম্ভব! সুযোগ পেলে শয়তানটার কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব না! বলেই আবার তরবারিটা বার করে ফেললেন।

পিস্তলকে তরবারি খুলতে দেখে নাইমও এক টানে তরবারি বার করে মাথার ওপর তুলে ঘোরাতে লাগলেন।

বরডলফ এবার আগের চেয়েও গর্জন করে বলে উঠলেন, খবরদার। সাফ কথা শোন, তোমাদের মধ্যে যে আগে আঘাত হানবে আমি তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ব। তারপরও যদি কারও—

পিস্তল তরবারিটা আবার কোষবদ্ধ করতে করতে বললেন, এতো মহা জ্বালাতনে পড়া গেল রে বাবা! এবার নাইম-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নাও হাত বাড়াও। এবার থেকে আমাদের মধ্যে আর কোন ক্ষোভ রইল না। আমরা পরস্পরের বন্ধু, চল, পানাহারে মাধ্যমে আমাদের বন্ধুত্বতাটে একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

পিস্তলের কথা শেষ হতে না হতেই কুইকলি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আপনারা শীঘ্র একবারটি স্যার জন ফলস্টাফ-এর বাড়ি চলুন। তিনি খুবই অসুস্থ, সম্রাট তার সঙ্গে বিচ্ছিরি সব পরিহাস করছেন। সেইজন্য এরকমটা হয়েছে, চলুন সবাই।

পিস্তল ব্যস্ত হয়ে বললেন, চলুন সবাই, গিয়ে তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি।

রাজার কাকা এক্সেটারের ডিউক, সম্রাটের ভাই বেডফোর্ডের ডিউক এবং ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের আর্ল সাউদাম্পটনের মন্ত্রণাকক্ষে আলাপ-আলোচনায় মগ্ন।

কথা প্রসঙ্গে বেডফোর্ড বললেন ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে সম্রাট এতদিন

সাহসিকতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। তারা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কোনদিন ভাবেনি যে, তাদের দুরভিসন্ধির কথা তিনি বুঝতে পেরে গেছেন।

এক্সেটার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কী আশ্চর্য ব্যাপার। ভাবতেও উৎসাহ পাওয়া যায় না। রাজা যাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়ে ছত্র-ছায়ায় রেখেছিলেন তিনিই কিনা বিদেশী অর্থের লোভে রাজার জীবন বিক্রি করার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন, ছিঃ ছিঃ।

এক্সেটার-এর কথা শেষ হতে না হতেই লর্ড স্ক্রুপ এবং কেমব্রিজের গ্রে-র সঙ্গে কথা বলতে বলতে সম্রাট মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করে বললেন আমরা এখন যাত্রা করব, বাতাস যখন অনুকূল তখন আর অহেতুক বিলম্ব করা উচিত নয়। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের মিলিত শক্তি অবশ্যই ফরাসী সৈন্যদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে। এ বিষয়ে আপনাদের মত কি?

আমাদের সৈন্যরা যদি মরিয়া হয়ে লড়াই করে তবে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। লর্ড স্ক্রুপ বললেন।

কেমব্রিজের গ্রে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, হ্যাঁ, কথাটা সত্য বটে। এক সময় যারা আপনার পিতার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেছিলেন আজ তারাই আপনার সবচেয়ে বড় হিতৈষী।

সম্রাট এবার মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে বললেন, এক্সেটারের লর্ড, কাকা বলে পরিচিত যে লোকটা গতকাল আমাদের গায়ে ধাক্কা মেরেছিল সে অপদার্থটাকে কারাগার থেকে ছেড়ে দিতে বলুন। মদের নেশায়—

কেমব্রিজের গ্রে বললেন, ছাড়তে চান আমি বাধা দেব না। তবে একটু কঠোর শাস্তি দিয়ে, কিছু চোখের জল ঝরিয়ে তবে ছাড়লেই ভাল হত। অন্ততঃ কেঁদেকেটে জীবনভিক্ষা চাক।

আমার জন্য আপনারা বড়ই ভাবিত আমি তা জানি। কিন্তু একটা কথা জানবেন, ক্ষুদ্র অপরাধকে যদি এত বড় করে দেখি তবে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। যখন সত্যই কোন বড় রকম অমার্জনীয় অপরাধ কেউ করে বসবে তখন আর উচিত গুরুত্ব পাবে না। যাক, ফরাসীদের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাওয়া যাক। আপনাদের মধ্যে কে, কোন দায়িত্বে আছেন মনে আছে নিশ্চয়ই? আশা করি, স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না যে, আমি আপনাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই কাজে নিযুক্ত করেছি। প্রিয় বন্ধুগণ, আজ রাত্রেই আমরা তবে যাত্রা করছি। আপনারা ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে নিন, উপস্থিত সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সম্রাট বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো সবাই?

তাদের দায়িত্বের প্রসঙ্গ উঠতেই কেমব্রিজের গ্রে এবং স্ক্রুপ সমস্বরে বলে উঠলেন আমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আমাদের যে পদে নিয়োগ করেছেন—

তাদের কথা শেষ হবার আগেই সম্রাট ম্লান হেসে বললেন, ক্ষমা আমি ঠিকই করতাম, আপনারাই তো একটু আগে বললেন, অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শন উচিত নয়। নিজেদের পায়ে নিজেরাই তো কুড়ুল মেরেছেন।

কথা বলতে বলতে মন্ত্রণাকক্ষের সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সম্রাট বললেন আপনারা ইংরেজদের দুষ্ট গ্রহদের চিনে নিন। কেমব্রিজের লর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এঁকে যথাযোগ্য সম্মান ও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে ইনি ফরাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাকে হত্যা করা চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর টমাস গ্রে-ও ফরাসীদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়ে আমাকেহত্যার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। এবার স্কূপের লর্ডের কথা শুনুন, ইনি আমাদের চোখে পরম বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আমাদের এমন কোন গোপন কথা নেই যা তাঁর অজানা, আমার ব্যক্তিগত বহু কথাও তিনি জানেন, আজ পরম বিশ্বাসী তিনিই অর্থের লোভে গোপনে রাজদ্রোহিতায় লিপ্ত। ফরাসীদের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে ইংল্যাণ্ডের চরম সর্বনাশ সাধনে তিনি ব্যস্ত। আপনি কি ভুলেও বুঝতে চেষ্টা করলেন না, রাজদ্রোহিতা জঘন্যতম অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। আপনি কি করে যে ঈর্ষার বশে আপনার মিত্র আমাকে শত্রুতে পরিণত করেছেন, ভেবেই পাচ্ছি না, আমি আপনার উপর যেমন ক্ষুব্ধ হচ্ছি, দুঃখও কম হচ্ছে না। এবার এক্সেটার-এর দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, এদের বন্দী করুন। আর নিক্ষেপ করুন অন্ধকার কারাগৃহে।

এক্সেটার বললেন, জঘন্যতম রাজদ্রোহিতার অপরাধে আপনাদের বন্দী করা হলো।

কেমব্রিজের লর্ড, স্কুপ এবং গ্রে সমস্বরে সবিনয় আবেদন করলেন ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, আমরা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জঘন্যতম কাজটা সম্পন্ন করার আগেই ধরা পড়ে গেছি। আপনি আমাদের নিজগুণে ক্ষমা করে নিজেদের শোধরাবার সুযোগ দিন।

সম্রাট বললেন, আপনারা কি জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন বলছি শুনুন। শত্রুর কাছ থেকে কাড়ি কাড়ি অর্থ উৎকোচস্বরূপ নিয়ে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতেছিলেন। অতএব আপনারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, গর্হিত কাজের জন্য আপনারা যেন অনুতপ্ত হন এবং মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি যেন দান করেন।

এক্সেটার বন্দীদের নিয়ে কারাগারে চলে গেলে সম্রাট উপস্থিত লর্ডগণ এবং অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা শুনুন, ঈশ্বর আমাদের উপর প্রসন্ন। নইলে এরকম সব সাংঘাতিক গোপন ষড়যন্ত্রের কথা কিছুতেই আমরা জানতে পারতাম না। এখন আমাদের মাথার ওপর থেকে বিপদের কালো-মেঘ কেটে গেছে, জলপথে পতাকা দেখা দিয়েছে। সেটা হয় ফরাসীদের, না হয় ইংরেজদের। পরম পিতার নাম স্মরণ করে আমাদের এখনই যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। চলুন, আমরা সসৈন্যে অগ্রসর হই।

ফ্রান্স।

ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদে, ফরাসী সম্রাট, সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডফিন লুই। ব্রিটানির ডিউক এবং ফরাসীর সর্বোচ্চ পদাধিকারী কনস্টেবল মন্ত্রণা কক্ষে যুদ্ধের প্রসঙ্গে আলোচনায় মগ্ন।

সম্রাট বললেন, ইংরাজ সেনাপতি পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছেন। আমাদেরও সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা দরকার। আপনারা তৈরী হোন।

সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডফিন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, পিতা, আমাদের উচিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সবল করে তোলা, তা করতে হলে আমাদের উচিত রাজ্যের দুর্বল সীমান্তগুলো পরিদর্শন করা। তবে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, আমাদের তেমন বড় রকম কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

সম্রাট সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুত্র ডফিন-এর দিকে তাকালে ডফিন বলে চলে, ইংরাজ রাজত্ব বর্তমানে এখন অস্থিরমতি, অল্পবুদ্ধি যুবকের হাতে রয়েছে যাকে অপদার্থ ছাড়া অন্য কোন কিছু ভাবা যায় না।

কনস্টেবল বললেন, রাজকুমার, ইংরাজরাজ সম্বন্ধে আপনি হয়ত অন্তরে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছেন। শত্রুকে ছোট করে দেখলে বিপদ ত্বরান্বিতই হয়। তিনি অল্প বয়স্ক হলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। তাঁর কাছে যে দূতকে মহামান্য সম্রাট পাঠিয়েছিলেন তার মুখ থেকেই শুনুন, তাঁর উত্তরের মধ্যে কেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয়টা পেয়েছে। আর কর্তব্য সম্বন্ধেও তিনি নাকি খুবই সচেতন এবং অবিচল। রোমান জুলিয়াস ব্রুটাস-এর মত তিনি বোকার মত ভাব দেখিয়ে বিচক্ষণতাকে ঢেকে রাখতে খুবই উৎসাহী।

না কনস্টেবল, আমি ঠিক একথা বলতে চাইছি না। তবে কথা যা-ই বলা যাক না কেন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুবই জোরদার করতে হবে।

সম্রাট এতক্ষণ নীরবে সবকিছু শোনার পর বললেন, ভাল কথা, মেনে নিলাম, রাজা হ্যারি খুবই শক্তিশালী। তা-ই যদি হয় তবে আপনারাও তার যোগ্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা করুন। তাঁর স্বজাতি আমাদের রক্তের স্বাদ পেয়ে পুলকিত। তার ধমনীতেও স্বজাতির রক্ত প্রবাহিত। 'ক্রেমির' যুদ্ধে আমরা কিভাবে হেনস্থা হয়েছিলাম একবারটি ভেবে দেখুন। ওয়েলসের কৃষ্ণরাজা এডওয়ার্ড-এর হাতে আমাদের বীর যোদ্ধারা বন্দী হয়েছিল। আশা করি আপনারা ভুলে যান নি। তাই বলছি কি, বর্তমান, রাজা তো বিজয়ী রাজাদের বংশধর। অতএব তাঁর স্বাভাবিক শক্তি সামর্থ্যকে আমাদের একটু ভীতির চোখে তো দেখতেই হবে।

এমন সময় ভৃত্য এসে সম্রাটকে বললেন ইংল্যাণ্ডের রাজা হ্যারি-র দূত মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী। সম্রাট তাকে দরবারে নিয়ে আসতে বললেন।

ইংল্যাণ্ডের রাজার কথা শুনে ডফিন বললেন দূতকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আমরা তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নই। মহারাজ স্পষ্ট ভাষায় তাকে বুঝিয়ে দেবেন যে আপনিও এক বিশাল রাজ্যের নৃপতি। নিজেকে অবহেলা করা, ছোট করে দেখা জঘন্যতম অপরাধ।

এক্সেটার এসে সম্রাটকে অভিবাদন করে বললেন ইংল্যাণ্ডের রাজা আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্যায়ভাবে তাঁর যে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন তা প্রত্যার্পণ করতে বলেছেন। তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্মানগুলো থেকে ফরাসীরাজ তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। আর তাঁর প্রত্যাশিত দাবী যে অবৈধ নয় তা আশা করি মহারাজ এক বাক্যে স্বীকার করে নেবেন। এরপর একটা কাগজ সম্রাটের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আপনি যদি মনে করেন যে, তিনিই এডওয়ার্ড-এর বংশধর তবে তার প্রকৃত দাবীদারের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যান। আশা করি তাঁর প্রাপ্য থেকে —

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সম্রাট গম্ভীর স্বরে বললেন যে, যদি তা না করি, তবে?

যদি নিতান্তই তা না করেন তবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। আপনি যদি তাঁর প্রাপ্য রাজমুকুট আপনার হৃদয়ের মধ্যেও লুকিয়ে রাখেন তবে সেখানেও হামলা চালাতে তিনি দ্বিধা করবেন না। তাই তো তিনি সসৈন্যে উল্কার বেগে ধেয়ে এসেছেন। আর তারা যে কী ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দেবে তা আশা করি মহারাজ সহজেই অনুমান করতে পারছেন।

ঠিক আছে, ইংল্যাণ্ডের রাজার ইচ্ছার কথা আমাদের জানা থাকল। এ ব্যাপারে আমাদের একটু ভাবনা চিন্তা করা দরকার। আগামীকাল আপনি আমাদের বক্তব্য শুনে তা আপনার রাজার কাছে পৌঁছে দেবেন।

রাজকুমার ডফিন এবার বললেন, আমার সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের রাজার অভিলাষের কথা জানতে পারি কি?

আপনাকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। আপনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, আপনার পিতা যদি তাঁর প্রতি আপনার পরিহাসের উপযুক্ত বিচার না করেন তবে তিনিই সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আমার পিতা যদি মধুর বচনে তাঁর কথার জবাব পাঠান তবে তা নিতান্তই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে কিছুমাত্রও উৎসাহী নই। তাঁর ছেলেমানুষী আচরণের জন্যই পরিহাস করে তাঁকে টেনিস বল উপহার পাঠিয়েছি।

আপনার আচরণই প্যারিসের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

সম্রাট বললেন, আমার কথাতো শুনলেনই। আগামীকাল দয়া করে এসে আপনার রাজার প্রশ্নের উত্তর জেনে যাবেন।

মহারাজ, বৃথা সময় নিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। আমার ফিরতে দেরী হলে তিনি নিজেই হয়তো এসে উপস্থিত হবেন। আপনি তো জানেন তিনি এদেশে পৌঁছে গেছেন।

তিনি স্বয়ং আপনার খোঁজে এখানে উপস্থিত হলেও আমাদের কিছুই করার নেই। তিনি নিজেও কি বুঝতে পারছেন না। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্নের জবাব দিতে একটা রাত্রি কি খুবই বেশী সময়? আপনি বিশ্রাম করুন, কাল সকালেই আমার বক্তব্য আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেব।

ফ্রান্স।

হ্যারিফিউয়ের। সম্রাট তার অনুগত লর্ড এবং অন্যান্য সভাসদদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি চাই আপনারা আর একবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন। আর তা যদি নেহাৎই করতে না চান তবে মৃতের ভূমিকা পালন করে ধিকৃত হোন। শান্তি মানুষের কাম্য খুবই সত্য বটে, কিন্তু দীর্ঘ শান্তির ফলও আপনাদের অজানা নয়। আর শান্তি মানুষকে বিনয়ী করে সত্য কিন্তু মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ করে তোলে, এটাও মিথ্যা নয়। যুদ্ধের ভেরী যখন বাজতে থাকে তখন শৃগালের আচরণ ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে সিংহের বিক্রম জাগিয়ে তোলাই সৈনিকের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দৈহিক সামর্থ্যকে সঙঘবদ্ধ করুন, কোমলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিন। উদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হে বীর যোদ্ধা ইংরেজগণ আপনাদের ধমনীতে পূর্বপুরুষদের তাজা রক্ত প্রবাহিত। তারা তো আলেকজাণ্ডারের মত অকুতোভয় বীর ছিলেন। কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ দিন যে, আপনার যোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র। হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিন, কিভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হতে হয়। ঈশ্বরের নামে শপথ নিন যে, আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষই বংশধর। অবশ্য আমি আপনাদের চোখের তারায় গ্রেহাউণ্ডের ছবি প্রত্যক্ষ করছি। সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, সময়মত বীরদর্পে শত্রু সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আপনারা বদ্ধপরিকর। অচিরেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, প্রস্তুত হোন।

হ্যারিফিউয়ের প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ প্রান্তর।

প্রবেশদ্বারের দেয়ালের ওপর রাজ্যপাল এবং কিছু সংখ্যক নাগরিক অবস্থান করছে।

সম্রাট হেনরি সৈন্যবাহিনী সমেত প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে চিন্তিত মুখে বললেন, ব্যাপার তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না! মনে হচ্ছে শহরের অধিকর্তা এখনও কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারেন নি। সন্ধির সর্বশেষ সুযোগ এটাই হয় সন্ধির পথ বেছে নিন, নতুবা আমাদের বাধা দিন। আমি যথার্থই একজন সৈনিক। একবার তরবারি কোষমুক্ত করলে অর্ধেক রাজ্য জয় না করে হ্যারিফিউরকে ছাড়ব না। এ শহরের সমাধি করুণা প্রদর্শনের রাস্তা খোলা থাকবে না। শিশু-নারীর মৃতদেহের

স্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে নির্মম-নিষ্ঠুর মনের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হব না। এ অশুভ যুদ্ধ যদি কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা করে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না। তখন হ্যারিফিউয়েরের নাগরিকগণ, নিজেদের শহর ও অধিবাসীদের রক্ষার কথা ভাবুন। সৈন্যগণ যতক্ষণ আমার আয়ত্বের মধ্যে আছে ততক্ষণ ধ্বংস, হানাহানি আর রক্তক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে। হে নাগরিকগণ, আপনাদের কি ইচ্ছা বলুন! আত্মসমর্পণ করে রক্তপাতের হাত থেকে অব্যাহতি চান, আপনাদের প্রিয় নগরকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে আগ্রহী, নাকি আমাদের হিংসার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন।

রাজ্যপাল বললেন, আমাদের সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে। যে আমাদের সাহায্য করবে বলে আশা করেছিলাম, সেই ডফিন আমাদের হতাশ করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, এত বড় অবরোধ তুলে নেওয়া এখন আর সম্ভব নয়। তাই এখন আপনার করুণাই এ মুহূর্তে আমাদের একমাত্র সম্বল। আমরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করছি।

সম্রাট বললেন, উত্তম! আপনারা তবে প্রাসাদের প্রবেশদ্বার খুলে দিন। চলুন কাকা এক্সেটার, আমরা এখন হারফিউয়েরে প্রবেশ করি। আমি আগামীকালই যুদ্ধের জন্যে তৈরী হব। সৈন্যরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনি ফরাসীদের বিপক্ষে প্রাসাদকে রক্ষা করবেন।

তুর্যধ্বনীসহ সম্রাট সসৈন্যে হারফিউয়েরে প্রবেশ করলেন।

রোয়েন।

ফরাসী সম্রাটের প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে চার্লস এবং ইসাবেলার কন্যা ক্যাথারিন এবং তাঁর পরিচারিকা অ্যালিক নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন।

ক্যাথারিন ইংরেজী ভাষা একেবারেই না জানালেও তাঁর পরিচারিকা অ্যালিস দীর্ঘ দিন ইংল্যাণ্ডে কাটানোর ফলে মোটামুটি ইংরেজী ভাষাটা রপ্ত করে নিয়েছে। তাই ক্যাথারিন তার কাছ থেকে ভাষাটা শেখার চেষ্টা করেছেন।

অ্যালিস একসময়ে বলল, আপনার যেরকম উৎসাহ দেখছি আশা করি শীঘ্রই মোটামুটি কাজ চালাবার মত ইংরেজী রপ্ত করে নিতে পারবেন। তার উপর আপনার উচ্চারণ ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণকারী মেয়েদের মতই। অল্পেতেই ভাষাটা শিখে নেবেন।

এদিকে ফরাসী সম্রাটের প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে সম্রাট, জ্যেষ্ঠপুত্র ডফিন, ব্রিটানির ডিউক এবং ফরাসীর সর্বোচ্চ পদাধিকারী কনস্টেবল যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার সময় সম্রাট বললেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি শোন নদী অতিক্রম করে আমাদের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

কনস্টেবল বললেন, মহারাজ, এখনও যদি আমরা তাঁকে বাধা না দিই তবে চলুন, বর্বরদের হাতে আমাদের আঙুর ক্ষেতগুলো তুলে দিয়ে ফ্রান্স ছেড়ে পালাই।

রাজপুত্র ডফিন বললেন, তারা যদি বিনা বাধায় এগিয়ে আসে তবে আমি আমার জানি জায়গা বিক্রি করে তুচ্ছ অ্যালবিয়ান দ্বীপে গিয়ে মাথা গুঁজব।

হতচ্ছাড়াগুলো কোত্থেকে যে এমন তেজ পেল ভেবে পাচ্ছিনে। আবার আমাদের রাজ্যেরই একদল যুবক তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। হতচ্ছাড়া বিশ্বাসঘাতকের দল কোথাকার!

শুনুন হাবভাব দেখে আমাদের দেশের মহিলারা আমাদের হীনবীর্য বলে অবজ্ঞা করছে তাঁরা নাকি তেজস্বী ইংরেজ যুবকদের কাছে তাদের দেহ বিলিয়ে দিয়ে এদেশকে জারজ সন্তানের রাজ্যে পরিণত করবে।

ব্রিটানির লর্ড বললেন, দেশের মহিলারা বলছে ইংরেজদের নাচের স্কুলে গিয়ে আমাদের নাচ শিখতে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বিপদে পড়ে দৌড়ে পালানোর চেয়ে ভাল।

অস্থিরচিত্ত সম্রাট বললেন, মন্তজয় কোথায়? তাকে দূত পাঠান। আমাদের সাহসিকতাপূর্ণ বাধাদানের খবর ইংরেজদের জানিয়ে দিক। তারপর লর্ডদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা সর্বশক্তি নিয়ে ইংরেজদের প্রতিরোধ করার জন্য রুখে দাঁড়ন। নিজেদের পদ ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে মহাশত্রু হ্যারিকে বাধা দিন। গলিত তুষার যেমন উপত্যকাগুলোকে গ্রাস করে, আল্পস পর্বতকে যেমন করে তুষারকণা ঢেকে দেয় ঠিক তেমনি করে ইংরেজদের আপনারা গ্রাস করুন। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের মধ্যে যে তেজ-বীর্য ও মানসিকতা আছে, আমাদের শিবিরে বন্দী রাজাকে রোণেতে এনে হাজির করুন।

কনস্টেবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন এই তো প্রকৃত বীরের মত কথা। তাঁর সৈন্য কত কম আর পথশ্রমে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ইংরেজরা যখনই আমাদের দেখতে পাবে তখনই তাদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যাবে। আমাদের জয়ের জন্য মুক্তিপণ সবচেয়ে বেশী করে দরকার। ভীতসন্ত্রস্ত ইংরেজরা বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেবে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। মন্তজয়কে পাঠিয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে বলুক, মুক্তিপণ স্বরুপ কত পাউণ্ড তাঁরা দিতে চান। ডফিন, তুমি আমাদের সঙ্গে রোণে থাকবে। আর বাকি সবাই অগ্রসর হোন, যত শীঘ্র সম্ভব জয়ের খবর নিয়ে আসবেন।

ইংরেজদের স্থাপন করা শিবিরে লর্ডগণ যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। শিবিরের অদূরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু রক্ষার দায়িত্ব সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে রক্ষা করে চলেছেন এক্সেটারের ডিউক। পতাকাবাহী লেফটেন্যাণ্ট পিস্তলও সাহসীকতার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন।

এদিকে সামান্য একটা থালা চুরির জন্য এক্সেটার বরডলফকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন। মর্মাহত পিস্তল ফিউএলেনকে বললেন, ডিউকের সঙ্গে কথা বলে সুপারিশ করে যে কোনভাবে বরডলফ-এর ফাঁসির আদেশ যেন তুলে নেওয়া হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে অপর প্রান্তে সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এমন সময় ফিউ এলেন। এসে বললেন, এক্সেটারের ডিউক বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে সেতুটাকে রক্ষা

করে চলেছেন, ফরাসীরা পিছু হঠতে শুরু করেছে। তিনি এও জানালেন শত্রুপক্ষের প্রচুর সৈন্য মারা গেছে। সম্রাটের পক্ষে একজন ছাড়া কেউই হতাহত হয়নি। আর বরডলফ নামে একজন গীর্জা থেকে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। এক্সেটার তাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন।

সম্রাট বললেন, এরকম জঘন্য অপরাধে অপরাধির শাস্তি এরকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার হুকুম সবাইকে জানিয়ে দাও, এ রাজ্য জয় করে ফিরে যাওয়ার সময় আমরা জোর করে সঙ্গে কিছু নিয়ে যাব না, আর কাউকে কটূক্তি বা গালমন্দও যে আমাদের কেউ না করে।

এমন সময় মন্তজয় দূত এসে সম্রাটকে বললেন আমাদের রাজা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বলতে বলেছেন যে, ইংল্যাণ্ডের রাজা হ্যারিকে গিয়ে জানিয়ে এসো আমাদের মৃত মনে হলেও আসলে আমরা নিদ্রিত, হঠকারিতার চেয়ে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকাটাকেই আমরা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। তিনি মুক্তিপণের ব্যাপারটাকে একটু বিবেচনা করতে বলেছেন। রাজকোষ প্রায় শূন্য। আর যে পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়েছে তাতে করে রাজকোষের পূর্বাবস্থা অদূর ভবিষ্যতেও ফিরিয়ে আনতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম।

সম্রাট সবকিছু শুনে ম্লান হেসে বললেন তোমার দৌত্য কার্যে আমি প্রীত। তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো, আমি এখন তাঁকে চাই না। শত্রুপক্ষের কাছে নিজের পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করা ঠিক নয়, তবু বলছি আমার প্রচুর সৈন্যক্ষয় হয়েছে, যুদ্ধ করে করে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তারা এখন ক্লান্ত ও অসুস্থ। তাই আমার বাহিনী ক্যাপের ওপর দিয়ে যাবার সময় কোনোরকম বাধা প্রদান যেন না করা হয়। যদি তোমার রাজা বা অন্য কোন অঞ্চলের কেউ বাধা প্রদান করে তবে কিন্তু আমরা রক্ত নদী বইয়ে দিতেও দ্বিধা করব না।

বিশ্ববিখ্যাত আজিনকোটের নিকটস্থ প্রাঙ্গণে ফরাসী শিবির স্থাপিত হয়েছে।

ফরাসী লর্ড এবং হ্যারিফিউয়েরের রাজ্যপাল র‍্যামবুরেস কনস্টেবলকে বললেন, আপনার তাঁবুতে কিছু অস্ত্রপাতি দেখেছিলাম। তাদের প্রত্যেকের ওপর কিসের যেন ছাপ দেখলাম। কিসের ছাপ সেগুলো, সূর্যের নাকি তারার।

তারার।

আগামীকাল কয়েকটা আমার লাগবে।

অবশ্যই আপত্তি নেই। যে কয়টা নির্দ্বিধায় নিতে পারেন।

এমন সময় রাজপুত্র ডফিন এসে আবেগের সঙ্গে বললেন, আগামীকাল এক মাইল পথ ঘোড়ায় চড়ে যাব মনস্থ করেছি। পথের দুধারে ইংরেজদের মাথার খুলি স্তূপাকৃতি হয়ে পড়ে থাকবে।

কনস্টেবল বললেন, যুবরাজ, ইংরেজদের যদি সামান্যতম বোধশক্তি থাকে তবে

তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই উচিত। নইলে এখন কেবল ল্যাজে গোবরেএএ হচ্ছে, অচিরেই সবংশে নিধন হবে।

লর্ড অরলেন্স হেসে বললেন, বোধশক্তিরই একান্ত অভাব তাদের। নইলে মাথায় এত ভারি শিরস্ত্রাণ কি কখনও ব্যবহার করত? যুদ্ধ করবে কি, ভালভাবে মাথাই তুলতে পারে না হতচ্ছাড়ারা।

কনস্টেবল বললেন, আর সময় নষ্ট করা সঙ্গত নয়, এখনই নতুন উদ্যমে আমাদের আবার ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। তবে কাল সকালের আগেই আমরা তাদের কোণঠাসা করে ফেলতে পারব। আমাদের লক্ষ্য থাকবে, আমরা প্রত্যেকেই একশ'জন করে ইংরেজ সৈন্য নিধন করব।

ফ্রান্সের অন্তর্গত আজিনকোর্টের অদূরবর্তী নির্জন প্রান্তরে ইংরেজ শিবিরের অভ্যন্তরে সম্রাট, গ্লস্টারের ডিউক, বেডফোর্ডের ডিউক নিভৃতে যুদ্ধের আলোচনায় ব্যস্ত।

সম্রাট বিষণ্নমুখে বললেন গ্লস্টার, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমরা খুবই বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। তাই আমাদের সাহসও অভাবনীয় রকম বেড়ে গেছে। একটা কথা মনে রাখবেন, রাত্রির পর সকাল আসে। অন্ধকারের পর ফুটে ওঠে আলোকরশ্মি। ঠিক তেমনি খারাপ জিনিসের মধ্যে থাকে ভালর সংকেত। তাই আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে, আমাদেরও সুদিন আগত প্রায়। স্যার টমাস এবং গ্লস্টার, তোমরা গিয়ে উপস্থিত রাজাদের বল, তারা যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন।

এমন সময় এরপিঙহাম সেখানে উপস্থিত হলে সম্রাট বললেন, মহাশয় নাইট, আপনি আপনার ভাইকে অনুসরণ করুন, ইংল্যাণ্ডের সেনাপতিদের সঙ্গে দেখা করুন।

এরপিঙহাম বললেন, মহান হ্যারি, স্বর্গের দেবরাজ আপনাকে রক্ষা করুন। এবার রাজা ছাড়া সবাই শিবির ছেড়ে চলে গেলে রাজা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে বসলেন। হে যুদ্ধের দেবতা, তুমি আমার পাশাপাশি অবস্থান কর। আমার সৈন্যদের বুকে অটুট মনোবল যোগাও। প্রতিপক্ষের সৈন্যের সংখ্যাধিক্য দেখে আমার সৈন্যরা যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে।

এমন সময় গ্লস্টার সেখানে উপস্থিত হয়ে বিষণ্নমুখে শুধু বললেন, প্রভু;

কি? কি খবর? যুদ্ধের গতি? সম্রাট আতঙ্কিত হয়ে বললেন, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির খবর কি?

গ্লস্টার বললেন, যুদ্ধের গতি খুব সুবিধের নয়। সম্রাটের মুখে বিষাদের ছায়া আরও গভীর হল।

এদিকে ফরাসী শিবিরে সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র ডফিন, অরলেন্সের ডিউক এবং র‍্যামবুরেসের ডিউক যুদ্ধের আলোচনা করছেন।

এমন সময় কনস্টেবল সেখানে এসে সবাইকে অভিবাদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে

ই একজন সংবাদবাহক এসে জানাল, ফরাসী বীরযোদ্ধারা ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিমদিকের যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

সংবাদ বাহকের মুখে ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধের তৎপরতার খবর শুনে কনস্টেবল সবাইকে বললেন আপনারা এখনও যুদ্ধের পোশাক পরে তৈরী হননি যে! নিন, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠুন।

কনস্টেবলের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ডফিন সহ অন্যান্য লর্ডগণ হুড়মুড় করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে শুরু করেন। কনস্টেবল বলে চলেন আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইংরেজ সৈন্যদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ন। ব্যস, তবেই দেখবেন তারা আতঙ্গে চুপসে গিয়েছে। সেখানে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার পর আমাদের আর তেমন কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না।

অরলেন্স বললেন, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেই শত্রু সৈন্য আত্মসমর্পণ করে বসবে।

তা অবশ্যই না। তবে অনেকটা সেরকমই কিছু মনে করা যেতে পারে। কারণ প্রতিপক্ষের সৈন্যদের ধমনীতে এত রক্ত নেই যা দিয়ে আমাদের প্রত্যেকে সৈন্য নিজের নিজের অস্ত্র রাঙিয়ে নিতে পারবে।

তবে আমাদের আর কষ্ট করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে—

র‍্যামবুরেসের ডিউকের কথা শেষ হবার আগেই কনস্টেবল বলতে শুরু করলেন—হ্যাঁ, আমরা ফরাসী বীরগণ আজ যুদ্ধে যাচ্ছি বটে, কিন্তু শত্রু অভাবে হয়ত আমাদের কোষ থেকে অস্ত্র বের করারই সুযোগ হবে না। আমরা দূর থেকে কেবল ফুঁ দেব ব্যস। তবেই দেখবেন, তারা পেঁজা তুলোর মত উড়ে যাবে।

তবে তো আমাদের বীর যোদ্ধাদের একত্রিত করার আর দরকার ছিল না। এত সব সমরাস্ত্র সংগ্রহও বৃথা যাবে দেখছি।

খুবই সত্য বটে। কনস্টেবল বললেন সত্য বলতে কি, সম্রাট আমাদের মত যোদ্ধাদের সংগ্রহ না করে ভৃত্যদের নিয়ে এলেও কাজ চালিয়ে নিতে পারতেন। যা-ই হোক মনে রাখবেন বিনা যুদ্ধে কাজ হাসিল করা গেলেও তা মোটেই সম্মানের হবে না। আমাদের লড়াইয়ের মাধ্যমে জয়মাল্য গলায় পরতে হবে।

ডফিন মুখে হতাশার ছাপ এঁকে বলেন, কী আশ্চর্য! আমরা যদি প্রাণভরে লড়াই করারই সুযোগ না পেলাম তবে তা অবশ্যই আমাদের কাছে পরিতাপের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তবে আমরা কি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে গিয়ে সৈন্যদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য উপাদেয় সব খাদ্যবস্তু আর ঘোড়াগুলোর জন্য ছোলা বিতরণ করে আসব না কি, বুঝছি না তো।

অরলেন্স মুচকি হেসে বললেন, ব্যাপারটা তো সেরকমই মনে হচ্ছে। সৈন্যদের এবং ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে খাইয়ে তাজা করে তবে যুদ্ধ করার শখ আমাদের মেটাতে হবে।

দেখুন, আমি কিন্তু নিজের নিরাপত্তার কথাই আগে চিন্তা করব। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাব, আর সেগুলোকে যত শীঘ্র সম্ভব কাজে লাগাতে চেষ্টা করব। আর দেরী করা ঠিক হবে না। চলুন সবাই তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠুন।

এদিকে ইংরেজ শিবিরে যুদ্ধের আলোচনা চলাকালীন বেডফোর্ড বললেন—রাজা নিজে গোপনে শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশ সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে গেলেন। শোনা যাচ্ছে তাদের নাকি ষাট হাজার যোদ্ধা রয়েছে।

এক্সেটার বললেন, হিসাব মত দেখা যাচ্ছে তাদের প্রতি পাঁচ জনের সঙ্গে আমাদের এক একজনকে যুদ্ধ করতে হবে, ঠিক কিনা।

ইতিমধ্যে স্যালিসবেরির সেখানে এসে কথাটা শুনে বিবর্ণ মুখে বললেন, ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে ঈশ্বরকেই আমাদের হয়ে লড়াই করতে হবে। খুবই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের লড়াই করতে হবে দেখছি। অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে হাত গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে আমি অন্ততঃ রাজী নই। আপনারা আমাকে বিদায় দিন। আমি যুদ্ধ শুরু করতে চললাম।

স্যালিসবেরি যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সম্রাট এসে প্রবেশ করলে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন, ইংল্যাণ্ডে যদি দশ হাজার লোকের বাস থাকে তবে মাত্র এক হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে জমায়েত হয়েছে। আর বাকি ন'হাজার দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

সম্রাট বললেন, না, তা কি উচিত হবে? আমরা যদি মৃত্যুর শিকার হই তবে আমরা তো দেশকে হারাব। আর যদি যুদ্ধ জয় করে দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হই তবে মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা যে এমন একটি মহৎ কাজ সম্ভব হলো, তা-ই বড় হয়ে সবার চোখের সামনে ফুটে উঠবে, ঠিক কি-না? বীরত্বপূর্ণ কার্যের সম্মান সবচেয়ে বড়। আমি বিত্ত সম্পদের জন্য লালায়িত নই। কিন্তু সম্মানের জন্য আগ্রহী হওয়া যদি পাপ হয় তবে তার জন্য আমি নরকে যেতেও রাজী। অতিরিক্ত একজন লোকও সম্মানের অংশীদার হোক এটা আমার অভিলাষ নয়। আমি নিঃসন্দেহ যে, জয় আমাদের হবেই। আর একজনকেও তো চাই-ই না, বরং যদি আমাদের মধ্যে থেকেও কেউ ফিরে যেতে আগ্রহী হয়, তবে তার যাবার ব্যবস্থা অবশ্যই করে দেওয়া হবে। আমার মতে আজকের এ বিশেষ দিনটা 'ক্রিমপিয়ানের' দিন। আজকের দিনে যে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবে সে এ দিনটার নামকরণের সময় নিজেকে ক্রিমপিয়ানের সমকক্ষ বলে চিহ্নিত হবে। দীর্ঘদিন মানুষ মনে রাখবে যে, সে এ বিশেষ দিনে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। আপনাদের প্রত্যেকের নাম দেশবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থলে খোদিত হয়ে থাকবে।

মহারাজ ফরাসীরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে! তাড়াতাড়ি যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করুন।

এমন সময় ফরাসী ঘোষক হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন মহারাজ, আমি জানতে

আগ্রহী যে নিশ্চিত পরাজয়ের পূর্বে আপনি কি আপনার মুক্তিপণের ব্যাপারটি আর একটু ভেবে দেখবেন? কনস্টেবল কৃপা করে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আপনার দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটা আবার ভেবে দেখার জন্য। অন্যথায় তাদের মৃতদেহগুলো পথে-প্রান্তরে পড়ে থাকবে, পচে দুর্গন্ধ বেরোবে।

সব শুনে সম্রট মন্তজয়কে বললেন, তুমি তোমার প্রভু কনস্টেবলকে গিয়ে বলো, তিনি যেন আগে আমাকে জয় করার ব্যবস্থা করেন। তার আগে আমার অস্থি বিক্রয়ের চিন্তা করলে কেবল ভুলই করবেন না হাস্যাস্পদও হবে। এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হায় ঈশ্বর! এরা কেন যে আমার সঙ্গে পরিহাসে লিপ্ত হয়েছে বুঝছি না তো। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তে মৃত্যুর শিকার হবে। তবু তারা দেশবাসীর মনে বেঁচে থাকবে। আমি এখন গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলছি, আমি যথার্থই একজন সৈনিক। যদিও আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার পথ কণ্টকময়, আমাদের শিরস্ত্রাণের পালক খসে পড়তে শুরু করেছে, তবু কথা দিচ্ছি আমরা শেয়ালের মত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে অবশ্যই পালাব না। তবু আমাদের সৈনিকরা ফরাসী সৈনিকদের শিরস্ত্রাণ তুলে নিয়ে তাদের যুদ্ধের বাসনাকে চিরদিনের মত সমাধিস্থ করে দেবে। অতএব হে আগন্তুক, তোমাকে বিশেষভাবে বলছি, মুক্তিপণের প্রসঙ্গ নিয়ে আমাকে আর মিছে বিরক্ত করতে এস না।

মন্তজয় বললেন —মহারাজ, আপনার কথা রাখতে চেষ্টা করব। আশা করি মুক্তিপণের ব্যাপারে অন্ততঃ আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না।

ম্লান হেসে সম্রাট বললেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস তুমি আর একবার অন্ততঃ মুক্তিপণের ব্যাপারে আমার শিবিরে আসবে।

মন্তজয় ম্লান হেসে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য এক অংশে অরলেন্স অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন, হায় ঈশ্বর! এ কী করলে তুমি! আজ পরাজয়ের গ্লানি আমাদের মুখে মাখিয়ে দিলে।

ডফিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আজ আমি জীবিত থেকেও মৃত। জ্বলন্ত ঘৃণা, অপরিসীম অপমান আর লজ্জা আজ আমার সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কনস্টেবল বললেন, আমাদের পদাতিক, অশ্বারোহী সব, সব সৈন্যই পরাজয় বরণ করে নিয়েছে।

ডফিন আর্তনাদ করে উঠলেন, হায় ঈশ্বর! কী জঘন্য লজ্জা আমার মুখে মাখিয়ে দিলে, এ পোড়া মুখ কাউকে দেখাতে পারব না। আমরা আমাদের নিজেদেরই ছুরির আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করব। ছিঃ ছিঃ! এদের ওপর ভরসা করেই কি আমরা পাশাখেলার দান চেলেছিলাম। এদেরই কি হেয়জ্ঞান করে আস্ফালন করেছিলাম? ভুল, কী জঘন্য ভুল করেছিলাম।

অরলেন্স কপালে করাঘাত করে বলতে লাগলেন, ভুলের স্বর্গে বাস করেছি এতদিন!

ভুল—ভুল! তবে কি এ রাজাকেই মুক্তিপণের প্রস্তাব পাঠিয়ে চরমতম ভুল করেছিলাম।

বুরবোঁ এতক্ষণ কপালে হাত দিয়ে নীরবে বসেছিলেন। এবার বললেন, লজ্জা! লজ্জা! আজ শুধুই লজ্জা আমাদের সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন সবাই সসম্মানে মৃত্যুবরণ করে জঘন্যতম লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পাই। আপনাদের মধ্যে যিনি আমাকে অনুসরণ করবে না তিনি নিলর্জ্জ। নিজের মাথার টুপি নামিয়ে রেখে নিজে হাতে দরজা খুলে দেবে আর কুকুরের মত ক্রীতদাসরা এসে তাদের রূপসী মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করবে। অপদার্থ—

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই কনস্টেবল বলতে শুরু করলেন, বিশৃঙ্খলাই আমাদের জঘন্যতম পরজয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হবে। অতএব বন্ধুগণ, আর দেরী করা নিরাপদ নয়। আসুন সময় থাকতে আমরা আত্মহত্যার মাধ্যমে লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করি।

অরলেন্স বললেন আমাদের নাভিশ্বাস উঠলেও এখনও দেহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। নৈরাশ্য মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আসুন, আমরা একটু সুশৃঙ্খল হয়ে শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখি। আমার বিশ্বাস আমাদের সেনাবাহিনী দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করলে ইংরেজদের শ্বাসনালী টিপে ধরে যমের দুয়ারে তাদের পাঠিয়ে দিতে পারবেই।

শৃঙ্খলার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সময় অনেক আগেই চলে গেছে। জীবনকে আর দীর্ঘস্থায়ী করে লজ্জটাকে সুনিশ্চিত ও দীর্ঘস্থায়ী করার কিছুমাত্র উৎসাহও আমার নেই।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে তুমুল হট্টগোল হচ্ছে। সম্রাটকে ঘিরে সৈন্যরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

সম্রাটের পাশে তাঁর কাকা এক্সেটারও আছেন। তাঁর পিছনে রয়েছে একদল বন্দী।

সম্রাট বললেন, আমার অভিন্নহৃদয় দেশবাসী, বীর সৈনিকগণ। আমরা সত্যি আজ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছি। তবে মনে রাখবেন, আমরা কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সমস্যামুক্ত হইনি। আমাদের এ মুহূর্তে প্রধান কাজ ফরাসী সৈন্যদের ব্যস্ত রাখা।

এক্সেটার বললেন, মহারাজকে ইয়র্কের ডিউক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তাই বুঝি, তাঁর খবর ভাল তো? তাঁকে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত দেখেছিলাম, এখন কেমন?

এক্সেটার বললেন বীর সৈনিক তিনি। তাঁর রক্তাপ্লুত দেহের পাশে অভিন্নহৃদয় বন্ধু সাফোকের আর্লও পড়ে রয়েছেন। সাফোক-এর মৃত্যু প্রথমে হয়। আহত সাফোক প্রায় বুকে হেঁটে ইয়র্ক-এর রক্তাক্ত দেহের কাছে যায়। তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মুখের রক্তমাখা দাড়িগুলোতে হাত বুলায়। মুখের রক্তাপ্লুত ক্ষতস্থানে বার বার চুম্বন করে বলে—বন্ধু সাফোক একটু অপেক্ষা কর। আমার আত্মা স্বর্গের পথেও তোমাকে সঙ্গ দেবে। আর একটু মাত্র কয়েক মিনিট আমার জন্য অপেক্ষা কর। তারপর আমরা উভয়ে আলিঙ্গ

নাবদ্ধ অবস্থায় স্বর্গের পথে পা বাড়াব। যেমন আমরা পাশাপাশি অবস্থান করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করেছি। মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে দম নিয়ে আমার হাত দুটো ধরে কাতর স্বরে নিবেদন করল—প্রভু, মহারাজকে বলবেন আমার সংগ্রামের কথা। আর এও বলবেন, আমি চেষ্টায় কোন ক্রুটিই করিনি। কথা বলতে বলতে সে সাফোক-এর বুকের উপর উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মুহূর্তকাল পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলে বন্ধুর রক্তাপ্লুত ঠোঁট দুটোতে চুম্বন করল। ব্যস, পর মুহূর্তেই আবার আছড়ে খেয়ে পড়ল বন্ধুর বুকের ওপর। শেষ, সব শেষ হয়ে গেল।

এ পর্যন্ত বলে এক্সেটার একটু থেমে চোখের জল মুছে ভাঙা গলায় বললেন, এমন অভাবনীয় সুন্দর ভালবাসা চোখের সামনে দেখে কেমন যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম মহারাজ। আমার দুচোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, অন্য সময় অন্য কোন পরিস্থিতি হলে হয়ত চোখের জল ধরে রাখতে পারতাম। কিন্তু সে মুহূর্তে কিছুতেই যেন সম্ভব হল না।

সম্রাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি এতে আপনার তো কোনই দোষ দেখছি না কাকা। কারণ বন্ধুত্বের ভালবাসার এমন অকৃত্রিম বন্ধনের কথা শুনেই আমার চোখের পাতা ভিজে উঠছে। আর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলে আমিও হয়ত বিহ্বল হয়ে পড়তাম, দুচোখ বেয়ে নেমে আসত জলের ধারা। এমন সময় অদূরবর্তী স্থান থেকে কোলাহল ভেসে এলে সম্রাট সচকিত হয়ে কোলাহলের কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল নাকি। মনে হচ্ছে ফরাসীরা বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্রিত করে নতুন উদ্যম নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এক্সেটার বললেন, তবে আমাদের এখন কর্তব্য।

সবার আগে আদেশ প্রচার করে দিন, বন্দী সৈন্যদের নির্বিচারে হত্যা করা হোক।

আর?

আর আমাদের সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে বলুন যেন যে-কোন মুহূর্তে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের বিপরীত অংশে উচ্চপদস্থ সৈনিক ফিউএলেন গাওয়ারকে বললেন, আমি কিছুতেই এটাকে যুদ্ধের নিয়ম বলে মেনে নিতে পারছি না। এমনকি চাকর বাকর গুলোকেও নির্বিচারে হত্যা করেছে। শুধু কি এই! তাদের জিনিসপত্রগুলো লুট পাট করে নিয়ে গেছে। এটা পুরোপুরি যুদ্ধের নিয়ম বহির্ভূত। কী জঘন্য শয়তানি, চিন্তা করতে পারছেন।

গাওয়ার বললেন, আমি নিঃসন্দেহ যে, একটা চাকরও প্রাণে বেঁচে নেই।

কিন্তু এরকম একটা জঘন্য কাজ করল কে?

যেসব ভীরু শয়তানগুলো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে নির্ঘাৎ এটা তাদেরই কাজ। শুধুমাত্র চাকর বাকরদেরই মেরেছে নাকি হে?

তবে? আর কি কি করেছে?

রাজার শিবিরে ঢুকে সব লুঠ করেছে। সবশেষে আগুণ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। তাই তো রাজা বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। যা উচিত তা-ই করছেন। সত্যি রাজার সাহসিকতার প্রশংসা করতেই হয়। বীর, যথার্থ বীর যাকে বলে।

হ্যাঁ, বীর তো অবশ্যই। মনমাউথ বংশে তাঁর জন্ম। আলেকজাণ্ডার মহাবীরের জন্ম এ -বংশেই তো হয়েছিল।

আলেকজাণ্ডার? কোন্ আলেকজাণ্ডার? বিশ্ববিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার-এর কথা বলছেন কি?

হ্যাঁ, তারই কথা বলছি।

আমার বিশ্বাস, বিশ্ববিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুনেছি তার পিতা ম্যাসিডনের ফিলিপ বলে পরিচিত ছিলেন।

হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস। আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের মাটিতেই জন্মেছিলেন।

মনমাউথ আর ম্যাসিডন কি একই জায়গা না কি?

সেরকমই লোকে বলে। মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে মনমাউথ আর ম্যাসিডন তুলনামুলকভাবে একই স্থানে অবস্থান করছে। মনমাউথে একটা নদী বয়ে গেছে। আবার ম্যাসিডনেও একটা নদীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ম্যাসিডনের নদীটা ওয়াই নামে পরিচিত। তবে দুটো নদীর বিবরণ একই রকম। আলেকজাণ্ডার-এর জীবনী পড়লে মনমাউথ-এর হ্যারির সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য চোখে পড়বে না। আর এ-ও জানা যাবে আলেকজাণ্ডার ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণা আর দুঃখে জর্জরিত ও সুরায় বশীভূত হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু ক্লীটার্সকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার যেমন সুরা পানের মাধ্যমে নেশাগ্রস্ত হয়ে তাঁর বন্ধু ক্লীটার্সকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন ঠিক তেমনি মনমাউথের হ্যারি সে মোটাসোটা নাইটটিকে হত্যা করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। কি যেন নাম তাঁর? ধ্যুৎ ছাই মনে পড়ছে না।

লোকটির নাম ছিল স্যার জন ফলস্টাফ।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

এমন সময় সম্রাট সেখানে উপস্থিত। ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে বললেন এতদিন আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই কাজ করেছিলাম। কিন্তু এখন আর মাথা গরম না করে পারছি না। এক্সেটার, তুমি ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ের ধারে অশ্ববাহিনীর কাছে যাও। তারা যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহী হয় তবে বলবে, সবাই যেন এ দিকে চলে আসে, আর যদি নেহাৎই যুদ্ধে তাদের অনীহা থাকে তবে আমার কথা সাফ জানিয়ে দেবে—যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে যেন চলে যায়। অন্যথায় যাদের হাতের নাগালের মধ্যে পাব, তাদের সবাইকে হত্যা করতে বাধ্য হব।

সম্রাটের কথা শেষ হতে না হতেই ফ্রান্সের ঘোষক মন্তজয় এসে সবে কথা বলতে

যাবেন, অমনি সম্রাট বলে উঠলেন, কি ব্যাপার? আবার কি মুক্তিপণের প্রসঙ্গে কথা বলতে এসেছ?

না মহারাজ, আমাদের মৃতদেহগুলি যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে খুঁজে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করতে পারি তার অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছি। কারণ, আমাদের বড় বড় যোদ্ধাদের মৃতদেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের নিহত যোদ্ধাদের সনাক্তকরণ এবং সদ্‌গতির অনুমতি দিন।

শোন, আমি নিশ্চিত নই, আজকের দিনটা সত্যই আমাদের কিনা! কারণ তোমাদের অনেক অশ্বারোহী সৈনিক এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, মহারাজ আজকের দিনটা বাস্তবিকই আপনাদের।

তবে ক্রিমপিন ক্রিসিপিয়ানের দিনটিতে আজিনকোটের যুদ্ধ হল কি বল?

ফিউএলেন তাঁদের কথার মাঝে বলে উঠলেন আপনার স্মরণীয় পিতামহ আর আপনার মহান খুল্লতাত ওয়েলসের কৃষ্ণরাজা এডওয়ার্ড ফ্রান্সেই এক মহারণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর আশা করি মহারাজের স্মরণে আছে যে, ওয়েলসের অধিবাসীরা পেঁয়াজ চাষের ব্যাপারে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা টুপির মাথায় পেঁয়াজের পাতা গুঁজে রাখতেন। অতএব আমি আশা করি সেণ্টডেভির দিনে মহারাজও পেঁয়াজ পাতা ব্যবহার করতে ঘৃণা বোধ করবেন না।

আপনি তো জানেন আমার জন্ম কর্ম সবই ওয়েলসে।

ভগবান খ্রীস্টের নামে শপথ করে বলছি, আমি আপনার দেশবাসী। এ নিয়ে আমার কিছুমাত্রও লজ্জার কারণ নেই। আমৃত্যু আমি একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করব।

সম্রাটের অনুমতি নিয়ে মন্তজয় চলে গেলে উইলিয়াম নামে একজন মাঝবয়সী সৈনিক সম্রাটের কাছে এলেন। সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার শিরস্ত্রাণে একটা দস্তানার মত কি যেন দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার কি বল তো?

ম্লান হেসে উইলিয়াম বললেন হ্যাঁ মহারাজ, দস্তানাই বটে! আর এটা এক ইংরেজ সৈন্যের দস্তানা। গতরাত্রে হতচ্ছাড়া ইংরেজ সৈন্যটা আমার সঙ্গে তামাশা শুরু করেছিল। বড়াইও বলতে পারেন। সে বলেছিল, সে বেঁচে থাকতে দস্তানাটা নিয়ে কেউ যদি প্রশ্ন করে তবে আমি শপথ নিয়েছি তার কানে সজোরে এক ঘুঁষি বসিয়ে দেব। আর আমার দস্তানাটা সে যদি শিরস্ত্রাণে লাগায়। আর সে প্রতিজ্ঞা করে, যেহেতু সে একজন যথার্থ সৈনিক তাই সর্বদাই সেটা যে তার শিরস্ত্রাণে লাগিয়ে রাখবে।

সম্রাট বললেন, ভাল কথা যদি ভবিষ্যতে কোনদিন তার দেখা পাও তবে তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করো। এবার কাজের কথা বল তো, তুমি কার অধীনে লড়াই করছ?

ক্যাপ্টেন গাওয়ার-এর অধীনে।

তুমি গিয়ে তাকে যত শীঘ্র পার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

আমি এক্ষুণি আপনার আদেশ পালন করছি।

উইলিয়াম বিদায় নিলে সম্রাট ফিউএলেন-কে বললেন, সেনাপতি গাওয়ারকে চেনেন নাকি?

বিলক্ষণ চিনি। গাওয়ার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

তবে আপনিও যান, তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করুন। চলুন কাকা, যুদ্ধক্ষেত্রের ওদিকটায় গিয়ে দেখি আমাদের সৈন্যরা কেমন যাদু প্রদর্শন করছে।

সম্রাট হেনরির শিবিরের অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে গাওয়ার এবং উইলিয়াম কথা বলছেন। এমন সময় ফিউএলেন হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, ক্যাপ্টেন গাওয়ার, মহারাজের শিবিরে আপনার ডাক পড়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব পোশাক পরে আমার সঙ্গে চলুন।

উইলিয়াম এবং ফিউএলেন গাওয়ারকে নিয়ে সম্রাটের সামনে হাজির করার পর ফিউএলেন সম্রাটকে অভিযোগ করলেন, শিরস্ত্রাণের ওপর ঐ দস্তানাটা আমার। আমি এটা এক সময় তাকে ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। শপথ করেছিল সে ওটা শিরস্ত্রাণে পরবে। আর আমিও শপথ করেছিলাম, যদি তার শিরস্ত্রাণে আমি ওটাকে দেখতে পাই তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে আঘাত করব। আমিও তা-ই করেছি। এতে আমার কি অপরাধ আপনি বলুন।

সম্রাট এবার দস্তানাটা হাতে নিয়ে বললেন, এবার এই দেখ, আমি সেই লোক। তুমি শপথ করেছিলে আমাকে আঘাত করবে। আর আমার সঙ্গে তুমি যথেষ্ট অসৎ আচরণও করেছ।

মহারাজ, আপনার প্রতি কোনরকম অসৎ আচরণ আমি যদি করেই থাকি তবে জানবেন, অবশ্যই তা নিজের অজ্ঞাতসারেই করেছি। আর সেদিন তো আপনি মহারাজ রূপে আমার সামনে আসেন নি। একজন সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে এসেছিলেন।

সম্রাট এবার এক্সেটার-এর দিকে দস্তানাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা ঐ সৈনিককে দিয়ে দিন। আর বলে দিন, আমি যতদিন তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান না করব ততদিন সে যেন এটাকে তার শিরস্ত্রাণে সম্মানের স্মারক হিসাবে ব্যবহার করে।

এমন সময় মন্তজয় এলে সম্রাট বললেন কি হে ঘোষক, মৃতদেহর সংখ্যা জানতে পেরেছ কি?

সম্রাটের দিকে একটা তালিকা এগিয়ে দিয়ে ঘোষক বললেন, মহারাজ এটা হচ্ছে ফরাসীদের মৃতের তালিকা।

সম্রাট তালিকাটা নিয়ে কাকা এক্সেটার-এর হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন তো কোনো উচ্চপদস্থ ফরাসীকে বন্দী করা হয়েছে কি না?

হ্যাঁ, কয়েকজনরই নাম রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

পড়ুন তো, শুনি নামগুলো।

বুরবোঁর ডিউক জন, রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র অরলেন্সের ডিউক চার্লস, আর লর্ড বারমিউকোয়ান্ট, এগুলো ছাড়া কয়েকজন নাইট, ব্যারণ আর স্কোয়ার মিলিয়ে পনেরে'শ

বন্দীর কথা উল্লেখ রয়েছে।

তবে তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে প্রায় দশ হাজার বেতনভুক সৈন্য আর অন্যান্যরা রাজার কোন না কোন আত্মীয়। সম্রাট আরও বললেন, রাজা-মহারাজা দল বেঁধে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন।

এক্সেটার বললেন, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের।

হ্যাঁ আশর্চ্য তো বটেই। যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। আনাড়ীর মত ভীত সন্ত্রস্ত মন নিয়ে আমরা ছেলেবেলার মত যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিলাম। হে ঈশ্বর! তোমার কৃপাবলেই আমরা এত বড় যুদ্ধ করে কেবল টিকে থাকাই নয়, সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের ক্ষতির পরিণাম তাদের তুলনায় সামান্য। সম্রাট বললেন, কাকা চলুন আমরা শোভাযাত্রা করে গ্রামের পথে পথে যাই। তারা আমাদের কাজের জন্য গর্ববোধ করবে, নানাভাবে প্রশংসা করবে এটা আমাদের কম বাঞ্ছনীয় নয়।

ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদ।

সম্রাট হেনরি, বেডফোর্ড ও এক্সেটার উপস্থিত রয়েছেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফরাসী সম্রাট চালর্স, রাণী ইসাবেল, রাজকন্যা ক্যাথারিন এবং অ্যালিস এসে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট হেনরি বললেন, আজকের সমাবেশ শান্তির সমাবেশে পরিণত হোক। আর তারই জন্য আজ আমাদের এখানে মিলিত হওয়া। ফ্রান্সের ভাই ও বোনদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। সে সঙ্গে রাজকুমারী ক্যাথারিনের শুভমুহূর্ত কামনা করছি। সব শেষে ফ্রান্সের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও সার্বিক কুশল কামনা করি।

সম্রাট চার্লস বললেন, আমরা ইংল্যাণ্ডের অভিন্ন হৃদয় হিতৈষী ভাইদের এখানে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত।

রাণী ইসাবেল বললেন ঈশ্বরের কাছে কামনা করি আজকের উদ্যোগ, উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হবে তা যেন শুভ হয়। আজ উভয় পক্ষের ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণা যেন নিরবিচ্ছিন্ন ভালবাসায় পরিণত হয়।

সম্রাট হেনরি বললেন, মহারাণীর কথার উত্তরে আমরা শুধু এই কথাই বলতে পারি শান্তি! আজকের শুভ প্রচেষ্টার ফসল স্বরূপ উভয় পক্ষের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে আসুক।

ইসাবেল বললেন, এখানে উপস্থিত ইংল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তিগণ আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

রাণীর কথা শেষ না হতে হতেই বারগণ্ডির ডিউক মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করে বললেন, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের সম্রাটদ্বয়, আপনাদের উভয়ের প্রতি আমার কর্তব্য সমান বলেই মনে করি। আমি আমার শুভবুদ্ধি সম্বল করে আজ এই ঐতিহ্যময় সমাবেশের

আয়োজন করেছি। যে শান্তি থেকে আনন্দময় মুহূর্তের সূচনা করে সে শান্তি আজ নির্বাসিত। আর নিদারুণভাবে অবহেলিতও বটে। আজ আমি যদি এ রাজকীয় সমাবেশে একটা দাবী উপস্থিত করি তবে আশা করি অপানারা অসন্তুষ্ট হবেন না। তিনি আবার বললেন, হায় ঈশ্বর! অতীতের ফ্রান্স আর আজকের ফ্রান্সের মধ্যে কী আকাশ পাতাল পার্থক্য বিরাজ করছে। চাষের ক্ষেত অবহেলিত। আঙুরের বাগানগুলিও শুকিয়ে গেছে। ফ্রান্সের পতিত জমিতে বিষাক্ত আগাছা নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছে। শুধু কি এই! আমাদের ঘরের সন্তানরা আজ বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। যে বিজ্ঞানের কাঁধে ভর দিয়ে দেশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে সে বিজ্ঞান আজ অবহেলিত। হয় তারা বিজ্ঞান চর্চার সময় পায় না, নতুবা তাদের শেখার আগ্রহে মরচে পড়ে গেছে। বর্বর সৈন্যরা যেমন রক্তপাত ছাড়া আর কিছুই জানে না, সর্বদা রক্তপাতের কথাই চিন্তা করে। তাই আবার সে আগের পরিস্থিতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এখানে মিলিত হওয়া।

সম্রাট হেনরি বললেন, বারগাণ্ডির ডিউক, যে শান্তির অভাবে দেশ আজ রসাতলে যেতে বসেছে, সে শান্তি যদি আপনি মনে প্রাণে কামনা করেন তবে আমাদের দাবীর বিনিময়ে তা ক্রয় করে নিতে হবে।

আমাদের রাজা এখানে উপস্থিত। তিনি তো সবই শুনেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন উত্তর দেন নি।

সম্রাট হেনরি বললেন, ভাল কথা আপনি যে শান্তির প্রস্তাব দিলেন তা অর্জন করা সম্ভব কিনা তাঁর উত্তর থেকেই আমরা তা জানতে পারব।

সম্রাট চার্লস বললেন, আমি কাগজগুলো পড়েছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনারা রাজসভার কয়েকজনকে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে দেন তবে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

সম্রাট হেনরি বললেন, আমরা সম্মত, কাকা এক্সেটার, ভাই ক্ল্যারেন্স, ওয়ারউইক, গ্লস্টার আপনারা রাজার সঙ্গে যান, আপনাদের ক্ষমতা দেওয়া রইল। নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা মত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমাদের দাবী সংক্রান্ত কোন কিছু অনুমোদন করা বা কোন কিছু বাতিল করার সার্বিক দায়িত্ব আপনাদের ওপর অর্পিত হল। আমরাও আপনাদের সিদ্ধান্তকে সর্বান্তকরণে মেনে নেব। মহামান্য রাণী, আপনি তাঁদের সঙ্গে যেতে উৎসাহী, নাকি এখানেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন?

ইসাবেল উৎসাহ ভরে বললেন, যাব, আমি তাদের সঙ্গে যেতে চাইছি। কোন ব্যাপার নিয়ে যদি কঠিন সমস্যা দেখা দেয়, জেদাজেদির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তবে অনেক সময় মহিলাদের প্রভাবে তা অনায়াসে সহজতর হয়ে উঠে। একথা বিবেচনা করেই আমি তাদের সঙ্গে যেতে উৎসাহী।

সম্রাট হেনরি বললেন, ভাল কথা। আপনি যেতে চান বাধা দেব না। কিন্তু ক্যাথারিন-কে তো সঙ্গে নিতে পারবেন না।

রাণী ইসাবেল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে হেনরি-র মুখের দিকে তাকালে সম্রাট হেনরি বললেন, ক্যাথারিনকে তো সবার আগেই আমাদের দাবীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ভাল কথা, তাই করব। ক্যাথারিনকে রেখেই যাব।

সম্রাট হেনরি ও ক্যাথারিন ছাড়া অন্যান্য সবাই বেরিয়ে গেলে হেনরি বললেন, সুন্দরী ক্যাথারিন, তোমার কাছে আমার একটা কথা জানার রয়েছে।

ক্যাথারিন বললেন, কি জানতে চান বলুন? তা যদি আমার বিদ্যাবুদ্ধির আওতায় পড়ে তবে অবশ্যই আপনার জিজ্ঞাসা পূরণ করব।

তুমি কি কোন অনভিজ্ঞ সৈনিককে এমন কিছু শিখিয়ে দিতে পার যা কোন মহিলার অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করলে তার কোমল হৃদয় প্রেম-ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে?

তা জানলেও সম্ভব নয়।

কেন? সম্ভব নয় কেন?

আপনি তো আমার প্রচেষ্টায় পরিহাস করবেন মহারাজ।

পরিহাস! কেন? পরিহাস করার মত এমন কোন কারণের কথা তোমার মনে জাগছে সুন্দরী?

আমি তো ইংরেজীই জানি না। অতএব আমার পক্ষে আপনাকে ভালবাসার পাঠ দেওয়া কি করে সম্ভব, বিবেচনা করুন মহারাজ।

হেনরি হেসে বললেন, সুন্দরী, তুমি যদি তোমার ফরাসী হৃদয় দিয়ে আমাকে গভীরভাবে ভালবাস তবে অশুদ্ধ এবং ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতেই তা শুনতে আমার ভাল লাগবে। একটা কথার জবাব দেবে কি?

কি? কি জানতে চান বলুন?

ক্যাথারিন, তুমি সত্যি করে বলতো আমাকে কি তুমি ভালবাস?

ক্যাথারিন বললেন, অপরাধ নেবেন না মহারাজ। আমাকে মাফ করুন।

হেনরি সচকিত হয়ে ক্যাথারিন-এর মুখের দিকে তাকালে ক্যাথারিন বলে চলেন—মহারাজ, আমার রূপ সম্বন্ধে আমি নিজেই অজ্ঞ। আমি যথার্থই সুন্দরী নাকি কুৎসিত, আমি নিজেই জানি না।

তোমার রূপ-সৌন্দর্যের কথা বলছ? সুন্দরী, স্বর্গের অপ্সরারা তোমার মত দেখতে, আর. তুমি অপ্সরাদের মত দেখতে।

এ কি বলছেন মহারাজ? সত্যি কি আমি স্বর্গের অপ্সরাদের মত দেখতে?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি সুন্দরী, প্রত্যেক মানুষই নিজের রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে।

না, না মহারাজ, আপনি আমার সঙ্গে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে হেনরি বললেন সুন্দরী, আমি যা বলছি তা স্বীকার করতে আমি দ্বিধা করব না এবং লজ্জাও কিছুমাত্রও নেই।

মহারাজ, মানুষ কখন কখন চাতুরীর আশ্রয় নেয়।

কিন্তু সব মানুষের কথায় কি চাতুরীর প্রলেপ দেওয়া থাকে? শোন রাজকুমারী, একজন ইংরেজ মহিলার চেয়ে তোমার রূপ-সৌন্দর্য অনেক, অনেক গুণ বেশী। সত্যি ক্যাথারিন, আমার প্রেম নিবেদন তোমার বুঝতে তেমন অসুবিধে হবে না বলেই আমি মনে করছি। ইংরাজীতে তোমার ভাল জ্ঞান না থাকার জন্য আমি খুশীই বটে।

খুশি? আমি ইংরাজী না জানায় আপনি খুশি? আপনার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না মহারাজ।

আমি বুঝতে চাইছি, ইংরাজীতে তোমার ভাল জ্ঞান থাকলে তো তুমি আমাকে একজন রাজা ভাবতে, যে মামার বাড়ি, বিক্রি করে রাজমুকুট কিনে নিয়েছি।

ক্যাথারিন ম্লান হাসলেন। হেনরি বললেন, আমার পরিষ্কার কথা জেনে রাখ সুন্দরী, ভালবাসার গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সহজ সরল ভাষায় আমার মনের কথা তোমায় ব্যক্ত করছি। আমি তোমাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি। এবার তোমার মতামত ব্যক্ত কর। বল, আমার মনের কথা তোমাকে বোঝাতে পেরেছি কি?

মহারাজ, আপনার কথা বুঝতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না।

সুন্দরী তুমি যদি আমাকে প্রেমের কবিতা রচনা করতে অনুরোধ কর আর যদি বল নাচের মাধ্যমে তোমাকে আনন্দ দান করতে তবে আমার প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হবে।

ক্যাথারিন মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন তাই বুঝি?

বিশ্বাস কর সুন্দরী। কবিতা রচনা করতে যে মাত্রাজ্ঞান ও শব্দের ভাণ্ডার থাকা দরকার তা আমার মধ্যে অনুপস্থিত। আর নাচ? নাচতে হলে পদক্ষেপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান থাকা দরকার তা-ও আমার মধ্যে নেই। তবে হ্যাঁ, শক্তিতে মাত্রাবোধ পুরোদস্তুরই আমার মধ্যে রয়েছে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে হ্যাঁ, আমি যদি কোন মহিলাকে ব্যাঙ লাফানি খেলায় জয় করতে পারি, নতুবা বর্ম খুলে রেখে এক লাফে ঘোড়ার জিনে উঠে তাকে জয় করে নিয়ে যেতে পারি তবে আমি শীঘ্র স্ত্রীর ব্যবস্থা করে নিতে সক্ষম হব। আর যদি আমার ভালবাসার জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করি তবে জানবে কসাইয়ের মত অপেক্ষা করতেও পারি। অধৈর্যের শিকার হয়ে অবশ্য চলে যাব না;

এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সুন্দরী ক্যাথারিন, আমি জানি, আমার যৌবন এখন প্রায় অস্তাচলে, তেমন বাগ্মিতাও আর আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আরও আছে, প্রতিবাদের ব্যাপারেও আমার কোন ধূর্ততা নেই। তবে হ্যাঁ, ঈশ্বরের নামে শপথ করতে পারি—

শপথ? ঈশ্বরের নামে শপথ?

হ্যাঁ, ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করতে পারি। তবে একটা কথা জানবে খুব

প্রয়োজন না হলে আমি শপথ করি না। আর কোন শপথ করলে তা ভঙ্গ করতে উৎসাহীও হই না। ভেবে দেখ সুন্দরী, এরকম স্বভাব বিশিষ্ট কোন লোককে যদি তুমি অন্তর থেকে ভালবাসতে পার তবেই আমি তোমার ভালবাসা পাবার জন্য উৎসাহী হব। আমি সহজ সরল একজন সৈনিকের মত তোমার কাছে অভিলাষ ব্যক্ত করেছি, যদি তুমি আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে পার তবেই ভালবেসে কাছে টেনে নাও। কারণ যে স্বেচ্ছায় শপথ করছে সে ভুলেও কোনদিন তোমার ভালবাসার অমর্যাদা করবে না। আর যদি আমি কোনদিন তোমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হই তবে জানবে এ জীবন রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তুমি তো জানই সুন্দরী, আজ না হোক কাল শক্ত পায়ে দুর্বলতা আশ্রয় নেবে। সোজা মেরুদণ্ড সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বেই। কালো দাঁড়ি হবে সাদা, মাথায় ভেসে উঠবে টাক, সুন্দর মুখে চামড়া শুকিয়ে কুঁচকে যাবে, চোখের তারা হবে নিস্তেজ, ক্রমে গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেবে। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেয়ো না, সুন্দরী একটা হৃদয়কে সূর্য চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আমার সব কথাই তো তোমার কাছে ব্যক্ত করলাম। এবার বল সুন্দরী, তুমি কি আমাকে অন্তর থেকে ভালবাসতে পারবে?

আমি বুঝছি না, ফ্রান্সের একজন শত্রুকে আমার পক্ষে কিভাবে ভালবাসা নিবেদন করা সম্ভব?

হেনরি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ সুন্দরী। ফ্রান্সের শত্রুকে ভালবাসা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এটাও খুবই সত্য যে, আমাকে ভালবাসলে ফ্রান্সের একজন যথার্থ বন্ধুকেই ভালবাসা হবে। কারণ, আমি এদেশের প্রতিটা গ্রাম তো দূরের কথা, এদেশের প্রতিটা ধূলিকণাকে আপন করে নেবো। আর এদেশ যখন আমার, আমি তোমার, তখন তুমিও তো আমারই হচ্ছ, ঠিক কিনা?

ক্যাথারিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে হেনরির দিকে তাকিয়ে বললেন আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না মহারাজ।

শোন সুন্দরী ক্যাথারিন, আমি যখন এদেশ দখল করব, তখন তোমাকে সহই তো দখল করব। অতএব, তুমি তো এমনিতেই আমার হয়ে যাচ্ছ। বল সুন্দরী, তুমি কি ভালবেসে আমাকে কাছে টেনে নিতে পার না?

লজ্জায় সুন্দর মুখখানিকে নামিয়ে ক্যাথারিন অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন আমি বলতে পারি না। মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।

কিন্তু সুন্দরী ক্যাথারিন, আমার অন্তরের বিশ্বাস যে বলছে, তুমি আমাকে ভালবাস, আমাকেই চাও, আমার অন্তর এ-ও বলছে, আমার আর তোমার মিলনের মধ্য দিয়ে সেণ্ট ডেনিস আর সেণ্ট জর্জ-এর মধ্যবর্তী গুণবান কোন সন্তান উৎপাদন করতে পারব। তার অর্ধেক হবে ইংরেজ আর বাকি অর্ধেক হবে ফরাসী। আর সে কনস্টাণ্টিনোপলে গিয়ে তুর্কীদের শায়েস্তা করবে। এমন কোন সন্তানের জন্ম কি

আমরা দিতে পারব না?

আমি কিছুই জানি না। কিছুই বলতে পারছি না।

প্রিয়তমা ক্যাথারিন, তুমি একটিবারের জন্য মুখ ফুটে বল, তুমি আমাকে ভালবাস।

আমার পিতা-মাতা যদি সম্মত হন, তবে—

তাঁকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই সম্রাট হেনরি বলে উঠলেন তাঁরা অবশ্যই সম্মত হবেন।

তবে আমি অবশ্যই খুশি হয়ে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব।

এমন সময় বারগণ্ডি এবং চার্লস সেখানে উপস্থিত হলে সম্রাট হেনরি নিজের অভিলাষ চার্লস-এর কাছে ব্যক্ত করলেন।

চার্লস উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে হেনরিকে বুকে জড়িয়ে ধরে মধুর স্বরে বললেন পুত্র, তোমার ভালবাসা ও মিত্রতার স্বার্থে তোমার হাতে ক্যাথারিন মা'কে তুলে দিলাম। এবার তিনি হেনরি-র হাতের উপর ক্যাথারিন-এর হাত স্থাপন করে বললেন ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন। তোমাদেরও ভবিষ্যৎ জীবন মধুময় হয়ে উঠুক।

ম্যাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং

মেসিনার রাজ্যপাল লিওনাতো ঘর থেকে বেরোতে যাবেন এমন সময় দরজার কাছে সংবাদ-বাহককে দেখতে পেলেন। সংবাদ-বাহক তাঁকে সম্ভাষণ করে একটি পত্র হাতে তুলে দিলেন, তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই। পত্রে লেখা রয়েছে—''আরাগঁর রাজকুমার জন পেড্রো সে রাতেই মেসিনায় পৌঁছচ্ছেন।' পত্রটি পাঠ করে লিওনাতো সংবাদ বাহককে বললেন—'দেখ আমার বিশ্বাস, ক্লদিও নামে ফ্লোরেন্সের এক যুবকের ওপরই ডন পেড্রোর বেশী আস্থা।

পত্রবাহক বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করল—হুজুরের অনুমান অভ্রান্ত। তবে একটা কথা মনে হয় ফ্রেরোরেন্সবাসী ওই যুবক সবদিক থেকেই যোগ্য। মেসিনায় তাঁর এক কাকা থাকেন। আমি এখানে আসার পথে তার সঙ্গে দেখা করে চিঠিগুলো পৌঁছে দিতে এসেছি। ভদ্রলোক পড়ে খুবই কান্নাকাটি করলেন।

'—এ কান্নার অর্থ কি জান? আনন্দের কান্না। যাকে বলে আনন্দাশ্রু—লিওনাতো বললেন। এই সময় লিওনাতো'র ভ্রাতুষ্পুত্রী বিয়াত্রিশ সেখানে এলেন। পত্রবাহককে সামনে দেখে চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি আমাকে একটা খবর দিতে পার? সিনর সন্তানের খবর। পাদুয়ার সিনর। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি ফিরেছেন কি?

সংবাদবাহক বললেন—অবশ্যই। শুধু ফিরেছেন তাই নয়, বহাল তবিয়তে আছেন।

লিওনাতো ঘাড় ঘুরিয়ে বিয়াত্রিশকে দেখলেন। মুচকি হেলে বললেন—'তোমার পছন্দ আছে বিয়াত্রিশ। যোগ্য পাত্রকেই তুমি মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছ। প্রকৃত স্বামী হবার যোগ্য সে।'

সংবাদবাহক বলে উঠলেন—'যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়াবার সাহস কারও নেই। যুদ্ধ কৌশলও ভালই জানেন। এককথায় বলতে গেলে তিনি সর্বগুণের অধিকারী।

লিওনাতো মুচকি হেসে বললেন—'তুমি যেন আমার ভাইঝি বিয়াত্রিশকে ভুল বুঝে বোস না। আসলে সিনর বেনেডিক-এর সঙ্গে এর কিছুদিন ধরে লড়াই চলছে। ঠাণ্ডা লড়াই। মুখোমুখি দেখা সাক্ষাৎ নেই, তবু বুদ্ধির লড়াইটা ঠিক টিকিয়ে রেখেছে।

বিয়াত্রিশ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—''এত করে কি-ই বা পেলেন! গত যুদ্ধে তার চার চারটি প্যাঁচই আমি ভেস্তে দিয়েছিলাম। (পত্রবাহকের দিকে ফিরে)—একটা

খবর আপনি দিতে পারেন? এখন তার সঙ্গী কে কে? আসলে ওর মতিগতি বোঝা ভার। ঘন ঘন মত বদলাবার তাঁর জুড়ি নেই। এখন যা ভাবছে পরমুহূর্তেই তা বদলে যায়।''

সংবাদবাহক বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বলল—আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি তাঁর আচরণে সন্তুষ্ট নন। আর যা জানতে চান বলছি —'মহান ক্লদিও তাঁর সঙ্গে সর্বদা থাকেন।' একটু দম নিয়ে আবার বলল—'মহাশয়া, আপনি যদি রাজী থাকেন তবে এটুকু কথা দিতে পারি যে, আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্ব করে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নয়।'

বিয়াত্রিশ এবার আগ্রহী হয়ে উঠল, দু পা এগিয়ে এসে বলল—'পারবে? পারবে তুমি আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু গড়ে দিতে? তবে তুমি তাই করে দাও।'

এমন সময় পাদুয়ার তরুণ লর্ড আরাগঁর রাজকুমার ডন পেড্রো, তার পরিচারক বালথাজার ও ফ্লোরেন্সের তরুণ লর্ড ক্লদিও সেখানে উপস্থিত হলেন।

সিনর লিওনাতোকে দেখামাত্র ডন পেড্রো বলে উঠলেন—মশাই আপনি দেখছি ঝামেলা মাথা পেতে নিতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

সিনর লিওনাতো মুচকি হেসে বললেন—'আপনার মত মহান ব্যক্তির পায়ের ধূলো বাড়ীতে পড়লে যদি ঝামেলা মনে করা হয় তবে এটা আমি সবসময় চাইব রাজকুমার আপনার অনুপস্থিতি নয় উপস্থিতিই বরং আমার একান্ত কাম্য রাজকুমার।'

ডন পেড্রো বিয়াত্রিশকে দেখিয়ে বললেন—'ইনি আপনার মেয়ে। কি ঠিক বলেছি?'

—'হ্যাঁ এর মা-ও এ কথাই বলেন। লিওনাতো হাসিমুখে বললেন।

পাদুয়ার তরুণ লর্ড দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন—আমি কিন্তু কথাটা মেনে নিতে উৎসাহ পাচ্ছি না। দু'জনের চেহারার মধ্যে সাদৃশ্যের থেকে বৈসাদৃশ্য বেশী।'

বিয়াত্রিশ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—'সিনর বেনেডিক, আপনার কথায় কেউই যে আমল দিচ্ছে না'

'—এ কথা সত্য, আপনি ছাড়া অন্য সব মেয়েরা আমাকে কিন্তু প্রিয় জ্ঞান করে। নিজে আমি কঠিন না হলেও কাউকে সত্যিই আমি এখন পর্যন্ত ভালবাসতে পারিনি।'

বিয়াত্রিশ বললেন—'যে কোন মেয়ের কাছে এটা সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু কেউ আমাকে ভালবাসার নাম করে অবান্তর শপথবাক্য উচ্চারণ করে থাকলে তাকে আমি সারমেয় তুল্য মনে করি।'

বেনেডিক স্বর্গতোক্তি করলেন—'ঈশ্বর এর মতিগতি অক্ষুণ্ণ রাখুন। কিছু লোক অন্ততঃ চুনকালি মাখার হাত থেকে রেহাই পাবে।'

বিয়াত্রিশের কণ্ঠে বিদ্রুপ—'হ্যাঁ মুখটা যদি আবার আপনার মত হয় তবে তাতে কালির ছাপ দিয়েও কিছু হবে না।'

ডন পেড্রো, সিনর বেনেডিক আর ক্লদিওর উদ্দেশ্যে বললেন—'আমার বন্ধু লিওনাতোর প্রাসাদে আরও কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা মাসখানেক

থাকব এ কথা বললেও তিনি সন্তুষ্ট নন। আরও বেশী দিন—'

মুখের কথা শেষ হবার আগেই লিওনাতো বললেন—'আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।'

এবার ক্লদিও দু'পা এগিয়ে বেনেডিক-এর কানে ফিসফিসিয়ে বললেন—'সিনর লিওনাতোর কন্যাটিকে কেমন লাগল? খুবই নরম প্রকৃতির মেয়ে তাই না?'

'যদি সত্যি কথাই শুনতে চান তবে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি কোন প্রশংসাই তার প্রাপ্য নয়। অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী কুরূপা—বেনেডিক বললেন।

ক্লদিও জানতে চাইলেন, বিয়াত্রিশকে বেনেডিকের কেমন লাগে? সত্যিই মনে ধরেছে কিনা। তাছাড়া আজ পর্যন্ত যত মেয়ে দেখেছেন তাদের মধ্যে এই বিয়াত্রিশই সবচেয়ে মিষ্টি স্বভাবের।

বেনেডিক তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন—'কি জানি বাবা, আমি তো এর মধ্যে এমন কিছু গুণ দেখলাম না যাতে তাকে প্রশংসা করতে পারি।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লদিও বলল—'হেরো'-র মত অমন রূপসীকে পত্নী হিসেবে পেলে তো নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

বেনেডিকও হেসে বলল—'যদি সবাই বিবাহ করে সংসার জোয়াল কাঁধে নেয় তবে ষাট বছরের অকৃতদার পুরুষ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সখ যখন হয়েছে তখন দেরী না করে রবিবার সকালেই গীর্জায় না হয়—'

এমন সময় ডন পেড্রোকে এখানে আসতে দেখে বেনেডিক চুপ করে গেল।

ডন পেড্রো বেশ ভারী গলায় তাদের বললেন—'আপনাদের ব্যাপার কি? লিওনাতো আপনাদের ভিতরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে বেনেডিক বিনীত ভাবে [illegible]—'আমি তো আপনাদের অনুসরণ করছিলাম কিন্তু আর এক সমস্যা, এখানে পা দিতে না দিতে ক্লদিও মহাশয় প্রেমে পড়ে গেছেন। কিন্তু কার সঙ্গে কাকে মন প্রাণ দিয়েছেন ওনাকেই জিজ্ঞাসা করুন যুবরাজ।' ডন পেড্রো প্রায় ধমকের স্বরে বললেন—হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে বলুন প্রেম, কার সঙ্গে প্রেম—

বেনেডিক দুম করে বলে ফেললেন—'হেরো, লিওনাতে মহাশয়ের ছোট মেয়ে হেরোর প্রেমে পড়েছেন কাউন্ট ক্লদিও।'

ডন পেড্রো হাসিমুখে বললেন--'চমৎকার খুবই শুভ খবর, মেয়েটি সত্যিই সুযোগ্যা।'

চোখে মুখে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে বললেন--' যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু নেই যে প্রেম নিবেদন করা যায়।'

ডন পেড্রো ছোট্ট ধমক দিয়ে বললেন—'আপনি থামুন তো, মেয়েদের রূপ গুণ সম্বন্ধে আপনার কিছু ধারণা আছে যে—'

'—দরকার নেই আমার। রূপ আর গুণ নিয়ে আলোচনা করার মত সময় বা ইচ্ছে কোনটাই আমার নেই।'

ডন পেড্রো বললেন—'আমি দেখতে চাই শেষ বয়সে মারা যাবার আগে আপনি প্রেম সাগরে ডুবে মরেছেন কিনা।'

'—আমিও বলছি, যদি আমার মধ্যে কোনদিন এই ধরনের খেয়াল চাপে তবে কবিতা লেখার কলমটা দিয়ে খুঁচিয়ে আমার দু চোখ অন্ধ করে দেবেন। আর পতিতালয়ের দরজায় স্মারক চিহ্ন হিসেবে আমার মৃতদেহটি ঝুলিয়ে দেবেন যুবরাজ।'

—'একটা কথা আছে, সময়মত বুনো ষাঁড়ও জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে দিব্যি জমি চষে।'

বিমর্ষ মুখ করে বেনেডিক বললেন—হতে পারে। তবে এই বেনেডিককে যদি এমন কোন কাজ করতে দেখেন তবে আমার কপালে ষাঁড়ের সিং এঁটে দেবেন। গায়ে লিখে দেবেন 'এ ষাঁড়টি ভাড়া পাওয়া যাবে। আর আমি নিজে হাতে লিখব বিবাহিত বেনেডিককে এখানেই দেখা যাবে।'

ডন পেড্রোর বক্তব্য—'প্রেমের দেবতা মদনদেব তাঁর সবটুকু যদি ভেনিসেই ক্ষয় না করে থাকেন তবে এখানে বসেই ক্লদিও তার দাপট দেখব। আর আমরা সেই শুভ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষায় থাকব।'

তিনি আরও বললেন 'কুমারী হেরো ছাড়া বৃদ্ধ লিওনাতে-র আর কোন সন্তানই নেই। সত্যি করে বলুন তো ক্লদিও আপনি কি তাকে ভালবাসেন?'

ক্লদিও হঠাৎ ম্রিয়মান হয়ে গিয়ে বললেন, 'যুবরাজ, এতদিন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম, নিজের কথা ভাববার সময় ছিল না, এখন যুদ্ধের ঝামেলা মিটে গেছে, নিজের কথা চিন্তা করে হাহুতাশ আর হাহাকার জমে উঠছে মনের কোণে।' আবার আবেগ মিশ্রিত স্বরে বলতে লাগলেন—'যথার্থ প্রেমিক না হলে প্রেমিকের মর্মবেদনা উপলব্ধি করা যায় না। আপনি যথার্থই একজন প্রেমিক রাজকুমার, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ—

তাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে ডন পেড্রো বলে উঠলেন—'আপনি কুমারী হেরো-কে ভালবেসেছেন এটুকুই যথেষ্ট, এর জন্য যা কিছু করণীয় আমিই করছি। আমি ছদ্মবেশ ধরে বলব আমিই ক্লদিও আর প্রেমের জালে তাকে জড়িয়ে ফেলব, তারপর তার বাবার কাছে বিবাহের ব্যাপারে কথা বলব। আর মশাই ঘাবড়াচ্ছেন কেন, শেষ পর্যন্ত সে আপনারই হবে।'

কথা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন লিওনাতোর ঘরের দিকে। ইতিমধ্যেই লিওনাতোর ছোট ভাই আন্তোনিও তাঁকে ক্লদিওর প্রেমের কথা জানিয়েছে, কারণ যুবরাজ ডন ও ক্লদিও যখন কথা বলছিলেন তখন এক পরিচারিকা আড়াল থেকে শুনে ফেলেছে। সেই আন্তোনিওকে খবরটা দিয়েছে। তাই তিনি মনের আনন্দে দাদাকে খবরটা দিতে এসেছেন, যে ক্লদিও হেরোকে ভালবাসে ও বিয়ে করতে

আগ্রহী।

খবরটা লিওনাতোর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও একেবারে অবিশ্বাসও করলেন না। তার মেয়েকে যদি সত্যি লর্ড ক্লদিওর মত লোক ভালবেসে বিয়ে করতে চান তা ভাগ্যের ব্যাপারই বটে। তাই অতিথি সজ্জনদের আপ্যায়নের সুব্যবস্থা করার জন্য দু'ভাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অনুচর বোরাচিও হাত কচলাতে কচলাতে বলল—আপনার সত্যিই বড় দুঃসময় যাচ্ছে, ভাইয়ের বিরূদ্ধাচারণ করলেন, কিন্তু কিছু সুবিধা করতে পারলেন না। তিনি ক্ষমা করে আপনাকে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু তাঁর কৃপা লাভ করেও আখেরে আপনার বরাত খোলার কোন লক্ষণই নেই। আপনার উচিত নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই কাজে লেগে যাওয়া।

ডন জন প্রায় উন্মাদের মত গর্জে উঠলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি করবও তাই।

কনরাড তাচ্ছিল্য স্বরে বলল—'স্যার আমৃত্যু ছায়ার মত আপনার সঙ্গে থাকব।'

—'চমৎকার চমৎকার', এই তো চাই। চল, এবার সেই মহাভোজে যোগদান করার জন্য পা বাড়াই।'

এদিকে লিওনাতোর বাড়ির এক বড় হলঘরে আন্তোনিও, বিয়াত্রিশ, মার্গারেট, হেরো এবং লিওনাতো প্রভৃতি উপস্থিত।

বিয়াত্রিশ বললেন—কি বিশ্রী না দেখতে লোকটাকে। মুখ দেখলে গা ঘিন ঘিন করে।

রাজকুমারী হেরো বললেন—'কার কথা বলছ? কাউন্ট জন? ভদ্রলোককে দেখলেই মনে হয় সর্বক্ষণ মন মরা হয়ে আছেন।'

'—মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় ভদ্রলোক যেন বেনেডিন-এর অর্ধেক আর নিজের অর্ধেক মিশিয়ে তৈরী।'

বিয়াত্রিশ বললেন—জ্যাঠামশাই, ওনার মত টাকার কুমীর হলে, আর সুন্দর চেহারা থাকলে পৃথিবীর যে কোন সুন্দরীর মন ভোলান খুব কঠিন নয়। তার রূপটাও তো—'

আন্তোনিও মনে মনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন, মুখে শুধু আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বললেন—'আঃ আমার মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না। অমন মুখরা মেয়ে—'

বিয়াত্রিশ বলে ওঠে—'সাধে কি আর আমি মুখ করছি বাবা।'

হলঘরের সবাই মুখে মুখোশ পরেছে বলে কাউকে সহজে চেনা যাচ্ছে না। ডন জন কিন্তু ক্লদিও-র হাঁটা চলা, কথা বলার সময় হাত নাড়া এবং মুখের ভঙ্গি দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছেন। ক্লদিওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে বললেন—সিনর, আমার ভাই ডন পেড্রোর প্রেমে পড়ার ব্যাপারে সবই আপনার জানা। আপনি নিশ্চয়ই এও জানেন যে যুবরাজের পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত সে নয়। আপনাকে

একজন সজ্জন বলেই জানি, আশা করি এ মুহূর্তে যা করণীয় আপনি নিশ্চয়ই তা করবেন। আর আজ রাত্রেই তাদের বিয়ে হবে একথাও আমি আড়াল থেকে শুনেছি।'

ক্লদিও এবার বললেন—ঠিক আছে ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এমন সময় ডন জন-এর অনুচর বোরাচিও তাঁকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

এমন সময় পাদুয়ার যুবক লর্ড বেনেডিক সেখানে এলেন। বললেন—'কাউন্ট ক্লদিও যদি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একবার আসেন তবে একটা দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পাবেন, যুবরাজ আপনার হয়ে কুমারী হেরো-র মন জয় করে নিয়েছেন।

ডন পেড্রো বিয়াত্রিশকে লক্ষ্য করে বললেন—মহাশয়া, আপনি ইতিমধ্যেই সিনর বেনেডিক-এর মন প্রাণ জয় করে ফেলেছেন।'

বিয়াত্রিশ হেসে বললেন—'আমারও হৃদয় চুরি গেছে যুবরাজ। আমিও বোধ হয় ওনাকে মন প্রাণ দিয়ে ফেলেছি।'

এমন সময় লিওনাতো এক পা দু'পা করে এগিয়ে এলেন ক্লদিওর কাছে। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন—'কাউন্ট আমার কন্যা আপনার মন জয় করেছে জেনে খুব খুশী হয়েছি।'

বিয়াত্রিশও উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন—কাউন্ট এবার কিন্তু আপনার ধরা দেবার পালা। এতক্ষণ যুবরাজ আপনার হয়ে অভিনয় করে তার মন জয় করেছেন। প্রেমের সম্মতিও পেয়েছেন, এবার দয়া করে ধরা দিন, দুজনে মুখোমুখি হোন।

কাউণ্ট ক্লদিও আবেগের সঙ্গে বললেন—হে প্রেয়সী, তুমি যেন আমার ঠিক তেমনি আমিও তোমার একান্তই তোমার।

বিয়াত্রিশ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'আজ আমি নিজেকে অনেক হাল্কা অনুভব করছি।'

ডন পেড্রো বললেন—'আপনার নিজের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আমি আপনার মনের মত একটা বর যোগাড় করব কথা দিচ্ছি।'

বিয়াত্রিশ বললেন—'অন্য কাউকেই আমি স্বামী হিসেবে ভাবতে পারব না। একমাত্র আপনার পিতৃবংশের কাউকে পেলে—'

'—তবে কি আপনি আমার কতা মনে মনে চিন্তা করছেন—পেড্রো বলল।

'—কাজ চালাবার মত একটা স্বামী হলেই হল। আমি বর্তে যাব। আমার হেঁয়ালি করে কথা বলা আমার স্বভাব, কিছু মনে করবেন না।'

বিয়াত্রিশ বিদায় নিলে ডন পেড্রো মুচকি হেসে লিওনাতোকে বললেন—'চমৎকার হাসিখুশী মহিলা, মনটাও খুব পরিষ্কার। ঘোর প্যাঁচ কাকে বলে জানে না।

লিওনাতোর কথায় তিনি ঠিকই বলেছেন। ঘুমের ঘোরে ছাড়া তার মুখ কখনও গম্ভীর হয়নি।

'—আমি লক্ষ্য করেছি বিয়ের. কথা বললে তিনি প্রচণ্ড রেগে যান। বিয়েতে দারুণ আপত্তি বুঝি?'

প্রতিবাদ করে উঠলেন লিওনাতো, না বিয়ের ব্যাপারে আপত্তি নয়। তবে হ্যাঁ বিয়ের পাত্রকে দেখলেই তার সঙ্গে ব্যঙ্গ শুরু হয়ে যায়। এটাই ওর রোগ বা দোষ যাই বলেন।

ডন পেড্রো বললেন—'আমার বিশ্বাস বেনেডিক-এর পক্ষে তিনি খুবই যোগ্য স্ত্রী হবেন।' কাউন্ট ক্লদিওকে লক্ষ্য করে বললেন—'কাউন্ট, কখন গীর্জায় যাবেন ঠিক করলেন।'

'—কালই, সময় যেন আর এগোতে চাইছে না।'

এদিকে অনুচর বোরচিও ডন জনকে ক্লদিও হেরোর বিয়ের খবর পৌঁছে দিল।

অবাঞ্ছিত খবরটা কানে যাওয়া মাত্রই গর্জে উঠল—'তোমরা থাকতে এত বড় ঘটনাটা নির্বিবাদে সম্পন্ন হল কি করে। মাসে মাসে তোমাদের এত অর্থ দেওয়া হচ্ছে কীসের জন্য।'

বোরাচিও বলল—'আপনি ভাববেন না হুজুর। দেখবেন ছলে, বলে কৌশলে এ বিয়ে ভেস্তে দেব।'

'—কিন্তু কীভাবে? কীভাবে তুমি বিয়ে ভাঙতে চাইছ? ডন জনের বিস্মিত প্রশ্ন।'

বোরাচিও বলল উপায়টা খুব ভদ্রসভ্য নয়। এখন যা যা করছি তাই দেখুন। আপনার ভাইকে গিয়ে বলুন, ক্লদিওর বিয়েটা এভাবে স্থির করা উচিত হয় নি। পরিষ্কার বলে দেবেন এরকম একটা জঘন্য চরিত্রের মেয়ে আসলে মান-ইজ্জত ধূলোয় মিশে যাবে। আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে লিওনাতো ও হেরো-র ছলচাতুরীর কথা আপনার ভালই জানা আছে তাই তিনি ছুটে এসেছেন ক্লডিওকে রক্ষা করতে। প্রয়োজন হলে প্রতিশ্রুতি দেবেন যে প্রবঞ্চনার প্রমাণ হাতে নাতে অবশ্যই দেব।

চোখ কপালে তুলে বললেন—প্রমাণ? কি প্রমাণ আমি দেব। হেরো যে এক নষ্ট চরিত্রের মেয়ে কী করে প্রমাণ হবে?

বোরাচিও চোখে-মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল—'কুমারী হেরো-র ঘরের জানালায় যদি সবাই দেখতে পায় আমাকে, তার চেয়ে বড় প্রমাণ তো আর নেই। আমি মার্গারেটকে হেরো বলে ডাকাডাকি করবো। সেও আমাকে বোরাচিও বলে ডাকবে। আর কি প্রমাণ চাই বলুন। সবাই ছদ্মবেশের ওপর নির্ভর করবে। যে তারিখে তাদের বিয়ে হবে সেই তারিখের আগে তাদের এনে এদৃশ্য দেখাবেন। তৈরীই থাকব, 'কথাটা বলে বোরাচিও চলে গেল।'

এদিকে কুমারী হেরো মার্গারেটকে তার ঘরে ডাকলেন। তোমাকে এক কাজ করতে হবে মার্গারেট। চট করে একবারটি আমাদের বৈঠকখানা থেকে ঘুরে এস গে। সেখানে দেখবে আমার বোন বিয়াত্রিশ ক্লদিওর সঙ্গে কথা বলছে। বিয়াত্রিশকে

একবার আসতে বলবে।'

মার্গারেট বিদায় নিলে হেরো অন্য এক সহচরীকে বললেন—'শোন বিয়াত্রিশ যখন আসবে আমর৷ গলিপথটাতে পায়চারি করব। আর বেনেডিক সম্বন্ধে কথা বলব। আমাদের কাজ হবে পঞ্চমুখে বিয়াত্রিশকে শুনিয়ে শুনিয়ে বেনেডিকের প্রশংসা করা।'

'—কিন্তু আপনি কি নিঃসন্দেহ যে বেনেডিক বিয়াত্রিশকে মনে প্রাণে ভালোবাসেন।'

'—কি জানি, তবে যুবরাজ জন পেড্রো এবং নব বাগদত্ত ভদ্রলোকটি তো সেই রকম বলেন। আমি ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানতে পেরে আগেই বলে রেখেছি। যদি ভদ্রলোক সত্যই তাকে ভালবাসেন তবে তাঁকেই আমার খুড়তুতো বোনের মন জয় করার জন্য লড়তে দিন।'

বেচারা বেনেডিক দগ্ধ হয়ে মরুন। তাকে প্রেম যাতনার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার কোন পথই নেই। নিজের সঙ্গে নিজেই যুদ্ধ করুন।

'—তবে এখন উপায়?'

'—উপায় একটা মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। বেনেডিক মশায় আমার খুড়তুতো বোনের কিছু দুর্নাম গেয়ে আসবে। মানুষের মন পরিবর্তন করার মত অস্ত্র আর নেই।' হেরো বললেন।

উরমুলা বললেন—'সে কী, নিজের খুড়তুতো বোনের নামে দুর্নাম করবে?'

'—আগামীকাল বিয়ের আসরে কোন পোশাক পরলে মানাবে তোমার কাছ থেকে জেনে রাখি।' হেরো এই কথা বলে উরমুলাকে নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

এদিকে ক্লদিও, ডন পেড্রো, বেনেডিক এবং লিওনাতো হেরো-র বিয়ের ব্যাপারে আলোচনায় ব্যস্ত।

বেনেডিকের মধ্যে বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করে বললেন—ক্লদিও, আমার মনে হচ্ছে পাদুয়ার লর্ড বেনেডিক মশাই প্রেমের দরিয়ায় ডুব দিয়েছেন।'

সে মিইয়ে গিয়ে বলে উঠল কেন? আমার মধ্যে আবার বিমর্ষের কী দেখলে, আগে যা ছিলাম তাই আছি।

যুবরাজ বললেন—হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি। প্রেমের ব্যাপার হলে এমন আকস্মিক পরিবর্তন তো হবার কথা নয়। তাছাড়া মন-প্রাণ এমন উদ্বেল হয় কখন?

বেনেডিক কী জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে বললেন—'আমি মরছি দাঁতের যন্ত্রণায় আর আপনারা কত কি ভেবে ফেললেন—'

তার কথা শুনে ক্লদিও ও পেড্রো দুজনেই সরবে হেসে উঠলেন। ক্লদিও বললেন '—প্রেমে না পড়লে কেউ কি রোজ সকালে সব কাজ ফেলে টুপি পরিষ্কার করতে বসে? প্রেমরোগ ধরলেই মানুষের পোশাকের দিকে হঠাৎ বেশী নজর পড়ে, সর্বদা এমন ধোপদূরস্ত হয়ে—'

উপস্থিত সবাই আবার হেসে উঠলেন। জন পেড্রো বলে ওঠে—'ওকে নিয়ে এত হাসাহাসি করার কি আছে? আমি ভালই জানি ইনি বোকা নন। আপনাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, তবে একটা ব্যাপারে একমত যে ইনি প্রেমে পড়েছেন।'

ক্লদিও টিপ্পনি কাটল—'প্রেমে তো পড়েছেনই। দেখছেন না, ইনি ইদানিং কেমন ঝিমিয়ে পড়েছেন। মহিলাটিরও নাকি সেই একই অবস্থা।'

ব্যাপার বেগতিক দেখে লিওনাতোকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল বেনেডিক। এমন সময় ডন জন সেখানে এলেন। বেনেডিক-এর প্রেম ঘটিত ব্যাপারটি কতদূর এগিয়েছে তা দেখার জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি না করে ডন ক্লদিওকে বললেন— 'এই যে ফ্লোরেন্সের লর্ড আগামীকাল যে আপনার বিয়ে তাকি জানা আছে? কিন্তু সবই যে রসাতলে যাবে সে হয়ত আপনাদের কারোরই জানা নেই।'

সবাই চমকে ডন-এর দিকে তাকালেন।

ডন জন বলে চললেন—'হ্যাঁ আপনার প্রেয়সী হেরোর সম্বন্ধে যেসব কথা এখনই শুনলাম তাতে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা। এরকম একটা মেয়ের পিছনে সময় নষ্ট করে সুস্থ শরীর ও মনকে অকারণে বিষিয়ে তুলছেন কেন ভেবে পাচ্ছি না।?

'—তবে আমার মুখের কথা বিশ্বাস করতে বলছি না। আগামীকাল তো বিয়ে আজ দেখে আসবে সতীসাধ্বী হেরো কার সঙ্গে অভিসার করছেন। বিয়ের আগের দিন যে অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, তিনি আগে কি করেছেন তা সহজেই অনুমেয়।

ক্লদিওর গলা কেঁপে উঠল—'কী বলছেন আপনি, এও কি সম্ভব। আমার প্রেয়সীর হেরো—

ক্লদিওর কথা বলার মাঝখানে ডন পেড্রো জোরে টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন— 'অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি না। হেরো অবিশ্বাসী—এটা আমি মানতেই পারি না।'

ডন জনের কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল—'ভাল কথা। আমি তো বলছি, নিজেরা দেখে চক্ষু কর্ণ সার্থক করবেন।'

ক্লদিও হাত মুঠো করে বললেন—'যদি আপনার কথা সত্য হয় যে হেরো বিশ্বাসঘাতিনী তবে আমি কিছুতেই তাকে বিয়ে করছি না।'

ডন পেড্রো বললেন—'আমিও তাকে অপমান করতে ছাড়ব না। কারণ আমি আপনার হয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলাম।'

ডন জন স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন—'আসলে ঘটনাটা যতক্ষণ না আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন ততক্ষণ আমি কোন কথা বলব না। চোখের সামনে দেখে নিজেরাই যা হয় ব্যবস্থা করবেন।'

এদিকে ডন জন এর অনুচর বোরাচিও, মার্গারেট-এর সঙে প্রেমের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবে হেরোকেই প্রেম নিবেদন করছে সে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মার্গারেটকে

হেরো হেরো বলে সম্বোধন করবে। সবাই ভাববে এটা সত্যি। এই রকমই একটা পরামর্শ হয়েছিল যাতে ডন জনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এদিকে কুমারী হেরো সহচরী মার্গারেট ও উরমুলাকে নিয়ে বিয়ে পোশাক গোছাতে ব্যস্ত। রাত পেরোলেই বিয়ের সাজ পরে গীর্জায় যেতে হবে।

এদিকে কুমারী হেরো সহচরী মার্গারেট ও উরমুলাকে নিয়ে বিয়ের পোশাক গোছোতে ব্যস্ত। রাত পেরোলেই বিয়ের সাজ পরে গীর্জায় যেতে হবে।

এমন সময় বিয়াত্রিশ সেখানে উপস্থিত। হেরো-র হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কি কোন পোশাক পছন্দ হচ্ছে না বুঝি। টেবিলে কিছু পোশাক দেখে বললেন এগুলো কি ক্লদিও মহাশয় পাঠিয়েছেন?

বিয়াত্রিশ বললেন—চমৎকার ভারি সুন্দর রঙ। তোমাকে মানাবে বেশ।'

'—তোমার খবর কি দিদি! বেনেডিক-এরও কি খবর। তোমার প্রেম আশা করি দ্রুত সাফল্যের দিকে এগোচ্ছে। লেগে থাক যতক্ষণ না কাঁটায় মাছ আটকাচ্ছে। আজ না হোক কাল তো তুলতে পারবেই।'

এদিকে ডন জন-এর পরিকল্পনা সার্থক হতে চলেছে। সবাই হেরো-র ঘরের জানালার কাছে। একটা উইলো গাছের নীচে দাঁড়িয়ে, খোলা জানলা দিয়ে একের পর এক দৃশ্য দেখা গেল। বোরাচিও একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। হেসে হেসে কথা বলছে। মেয়েটিও গদগদ, আর মেয়েটিকে হেরো বলেই ডাকছে।

ডন জন উৎসাহিত হয়ে বললেন—কি কাউণ্ট ক্লদিও, কেমন বুঝছেন? আপনার বাগদত্তার কাণ্ডকারখানা আশা করি স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

ক্লদিওর মুখে বিষাদের ছায়া। ডন পেড্রোও চুপচাপ, ডন জন বললেন—আমার কথা বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত নিতে আগেও বলিনি এখনও বলছি না। নিজের চোখ কানকে যদি বিশ্বাস করেন তবে যা ভাল মনে করবেন তাই করবেন।

ডন পেড্রো কিন্তু নিষ্পলক চক্ষে এতক্ষণ ব্যাপারটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন।

ডন জন তখনও বলে চলেছেন—'আমি যা বললাম হাতে হাতে প্রমাণ দিতে পারায় নিশ্চিন্ত হলাম। নইলে সবার কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকতাম। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম না। এখন আমার দায়িত্ব শেষ। আমি এখন যাচ্ছি।'

কথা বলতে বলতে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছেন ডন জন। ক্লদিওর চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—ভাগ্য ভাল যে, বিশ্বাসঘাতিনীর স্বরূপ আগেই প্রকাশ পেয়েছে। সারা জীবন হাহুতাশ করতে হত, ডন পেড্রো এবং বেনেডিক ও তাদের পিছু পিছু চললেন।

ক্লদিও সারারাত হতাশা আর হাহাকারের মধ্য দিয়ে নির্ঘুম অবস্থাতে কাটালেন।

পরদিন সকালে আটটার মধ্যে লিওনাতো হেরোকে সঙ্গে করে গীর্জায় পৌঁছে গেছেন। হেরো-র অঙ্গে বিবাহের পোশাক। তাদের আত্মীয় বন্ধুও এই শুভ কাজে উপস্থিত হয়েছেন। সময় এগিয়ে চলেছে তবু বরপক্ষ এসে পৌঁছাচ্ছে না দেখে সবার

মুখে উৎকণ্ঠা।

এরপর গাড়ী থেকে একে একে নেমে এলেন পাত্র ক্লদিও, ডন পেড্রো ও বেনেডিক।

গীর্জায় উপস্থিত হতে পুরোহিত ফ্রায়ার ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে সবাইকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে বিয়ের আসরে নিয়ে গেলেন।

ফ্রায়ার ফ্রান্সিস সংক্ষেপে কুশল বার্তাদি নিয়ে বর ক্লদিওকে বললেন—মহাশয় লর্ড, মহিলাটিকে বিয়ে করার জন্যই তো এখানে আসা? আপনার সম্মতি পেলে—

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই লিওনাতো বললেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার হেরো মাকে বিবাহ করার জন্যই লর্ড ক্লদিও সবান্ধবে উপস্থিত হয়েছেন।'

পুরোহিত হেরোর কাছে গিয়ে যথোচিত সম্ভাষণের পর বললেন—'মা, কাউণ্ট ক্লদিওকে বিয়ে করে জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করতে স্বেচ্ছায় সম্মত তো?'

হেবো নম্রভাবে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ মহাশয়, আমি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে তাঁকে জীবনসঙ্গী করতে সম্মতি দিয়েছি।

ক্লদিও এবার ধীরে ধীরে আসনছেড়ে উঠে,গম্ভীরভাবে বললেন--'মহাশয় আপনি আমার মত ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আমি লর্ড লিওনাতোকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। ফাদার যদি দয়া করে আমাকে-
--

ফাদার হাসিমুখে বললেন--'অবশ্যই। অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি তো আগেই বলেছিআপনারা সম্পূর্ণবাবে দ্বিধামুক্ত হয়ে সম্মতি দিলে তবেই এ বিবাহ শুরু হবে।'

ক্লদিও লিওনাতোর দিকে তাকালেন তারপর বললেন—' মহামান্য লর্ড আপনি তো আনন্দের সঙ্গে আপনার মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিতে আগ্রহীতাই না?'

মুচকি হেসে লিওনাতো বললেন--'একথাতো আমি ইতিপূর্বেই স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছি। আবারও বলছি আমার একমাত্র মেয়ে হেরোকে স্ব-ইচ্ছায় লর্ড ক্লদিওর হাতে তুলে দিতেই এখানে এসেছি। তাই--'

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ক্লদিয়ো বলে উঠলেন-- গহামান্য পাদার আপনার অনুমতি নিয়েই বলছি। মান্যবর লর্ড ঈশ্বর যেরকম স্বচ্ছন্দেআপনাকে কন্যা উপহার দিয়েছেন সেইভাবেই আমাকে দান করছেন। কিন্তু আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে। আমিও স্ব-ইচ্ছায় বলছি, আপনার কন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

লিওনাতো কাঁপা গলায় বলে উঠলেন-- সেকী কথা কাউন্ট, এ কি ধরনের রসিকতা-
-

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ক্লদিও আবার বললেন--'আমার কথাকে নিছক রসিকতা বলে মনে করলে কিছু করার নেই।আমার আর একটি কথা এই নষ্ট মেয়েকে অন্য কারো হাতে তুলে দেবেন না। যেমন বাইরে থেকে সভ্যভব্য দেখায়—তিনি

আসলে মোটেই তা নন।'

লিওনাতো আর্তনাদ করে উঠলেন--''আপনি কি বলছেন আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'' যা-বলার হয় হিঁয়ালী ছেড়ে খুলে বলুন।

ক্লদিও স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন--আমার কথাটা আপনার কাছে হেঁয়ালী মনে হলেও সম্পূর্ণ সত্যি। বাইরে থেকে আপনার কন্যা যতটা রূপসী ভিতরে ততটাই কুৎসিৎ। মুখের দিকে একবার তাকান, ধূর্ত পাপ কি সুন্দর ভাবেই না নিজেকে ছলনার প্রলেপে ঢেকে রেখে অন্যতর সত্যকে প্রকাশ করে, সারল্যের বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে তার মানসিক জঘন্য প্রবৃত্তির প্রমাণটুকুও পাওয়া যায় না।'

বৃদ্ধ লিওনাতো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শুধু। ক্লদিও বলেই চললেন--মহামান্য লর্ড আপনার কন্যাটিকে বাইরে থেকে দেখে বলতে পারেন যে,সে আজও তার কুমারীত্ব অক্ষুন্ন রেখেছে?'

বিয়ের সাজে সজ্জিতা হেরো মাথা নিচু করে রক্তিম মুখে মেঝেরদিকে তাকিয়ে বসে রইল, পাথরের মত। তাঁর মাথাটি যেন ক্রমশই মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে। ক্লদিও আবার বললেন—'আমি বলব, আপনার মেয়ে অনেক আগেই স্বেচ্ছায় কুমারীত্ব নষ্ট করেছেন। আমি নির্দ্বিধায় বলছি তার এই লজ্জারক্তিমতার কারণ অবশ্যই লজ্জা নয় অপরাধবোধ।'

লিওনাতো কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন—'কি সব যাতা বলছেন কাউণ্ট। বিয়ের আসরে এরকম রসিকতা করার অর্থ কিছুটা তো মাথায় আসছে না—'

'—এ বিয়ে হবে না, হতে পারে না কিছুতেই।'

বৃদ্ধ লর্ড আকাশ থেকে পড়লেন। মুহূর্তে তার শরীর থরথর করে উঠল। উপস্থিত সবাই সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রায় অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন—বলছেন কী লর্ড। এ বিয়ে হবে না, আমার মেয়ে হেরোকে আপনি পত্নীরূপে—

তাঁকে থামিয়ে ক্লদিও বললেন—'না কোন মতেই সম্ভব নয়।'

'—অসম্ভব!'

'—হ্যাঁ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এক স্বেচ্ছাচারিণীকে জেনে শুনে নিজের জীবনসঙ্গিনী করতে পারব না।'

লিওনাতো বলে চললেন—কাউণ্ট, সে কুমারীত্ব যদি দিয়েই থাকে তবে আপনার পীড়াপীড়িতেই দিয়েছে।

ক্লদিও এবার রাগত স্বরে বললেন—আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না, যদি সত্যিই আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে—নিজের শখ মেটাতাম তবে আপনি তাকে অবশ্যই বলতেন স্বামীরূপে গ্রহণ করে পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

হেরো চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—প্রিয়তম, তোমার চোখে কি অন্যরকম

কিছু—

ক্লদিও চোখে মুখে বিতৃষ্ণা এনে বললেন—চুপ কর। তোমার কোন কথা শোনার প্রবৃত্তি আমার নেই।

'—প্রিয়তম!'

'—আমাকে এ রকম কোন সম্বোধন করার অধিকার তোমার আছে বলে আমি মনে করি না। তোমার মুখ দর্শন করাও পাপ। তবে হ্যাঁ তুমি অভিনয়েও অনন্যা তোমার মত পাকা অভিনেত্রী আর কেউ নেই।'

'—তুমি আমাকে আর কতভাবে তিরস্কার করবে?'

'—আমি তোমাদের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে লিখব। অবশ্যই লিখব। চন্দ্রগোলকের মধ্যে যেমন ডায়না অনন্যা, একসময় তুমিও আমার কাছে সেরকমই উজ্জ্বল হয়েছিলে, যেন এক অস্ফুটিত পুষ্প কোরক।'

হেরো এবার নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠল—কাউন্ট মহাশয়ের মস্তিষ্ক সুস্থ নয় বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। নইলে এসব শব্দ প্রয়োগ করে আমায় তিরস্কার করতেন না।

ব্যাপার দেখে লর্ড লিওনাতো কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। যুবরাজের দিকে চেয়ে বললেন—'চুপ করে থাকবেন না যুবরাজ, কিছু একটা বলুন।'

ডন জন বললেন—'মহাশয় এটা সত্য। আমার বন্ধু কাউন্ট ক্লদিও যা বলেছেন সব সত্যি।

'—সতি! আপনিও বলছেন যুবরাজ।'

'দেখুন কথাগুলো যতই সত্য হোক না কেন বিয়ের আসরে বলার উপযুক্ত অবশ্যই নয়, একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।'

হেরো কান্না ভেজা গলায় উচ্চারণ করলেন সং: হায় ঈশ্বর! কথাগুলো সত্য। আপনি বলছেন—

ক্লদিও কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন—হে মহামান্য লর্ড আপনার মেয়েকে কতগুলি প্রশ্ন করতে চাই—'আপনি যদি তাকে ভালবাসেন তবে বলুন আমার একথাটির উত্তর দিতে সত্য গোপন না করে।'

লিওনাতো মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি যদি আমার মেয়ে হও তবে উনি যা জিজ্ঞাসা করবে তার সত্যি উত্তর দেবে।

ক্লদিও বললেন—সুন্দরী তোমার কাছ থেকে যে উত্তর আশা করছি তা যেন তোমার নামের উপযোগী হয়।'

ক্লদিও এবার বললেন—আমার একটা মাত্র কথার সত্য জবাব চাই। বলুন তো গত রাত্রে যে পুরুষটি জানলায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছিল সে কে? গতকাল রাত বারোটার সময় এটা দেখা গেছে। যদি আপনি প্রকৃতই কুমারী হয়ে থাকেন তাহলে উত্তর দিতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না!

—'কাউন্ট রাত্রি বারটায় আমি সত্যি কারও সঙ্গে কথা বলিনি।'

—'তবে দেখা যাচ্ছে আপনিই সত্যি কুমারীত্ব হারিয়েছেন।'

—'আপনার চোখের ভুল।'

—'এতগুলো লোক ভুল দেখল এটা বিশ্বাস করা যায়। সব মানুষও যদি একজোট হয়ে এ কথা বলেন তাও আমি এটাকে স্বীকার করতে পারি না।'

—'আমি তবু বলব একটা দুষ্ট লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে খুবই দুঃখ পেয়েছি।'

ক্লদিও চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ওগো সুন্দরী তোমার বাহ্য সৌন্দর্যের অর্ধেকের মতও যদি মনটা পবিত্র হত তবে সামান্য দেহসুখ লাভ করার জন্য অতটা নীচে নামতে পারতে না। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে তুমি এক আবমিশ্র পাপ, তোমার জন্য আমার হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করে দিলাম। আজ থেকে তুমি আমার কাছে মৃত।

এবার সত্যি সত্যিই সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। অকস্মাৎ চেয়ার থেকে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারালেন হেরো।

বিয়াত্রিশ এবার দৌড়ে এসে হেরোর কাছে বসলেন—একী! একী বোন!

কান্না ভেজা গলায় বললেন—জ্যাঠামশাই, একী হল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, হেরো বোধহয় মারা গেছে। একী সর্বনাশ হল, 'কান্নায় ভেঙে পড়লেন একেবারে। ডন পেড্রো, ক্লদিও ও ডন জন গীর্জা ছেড়ে আগেই চলে গেছেন শুধু পাদুয়ায় লর্ড বেনেডিক ছাড়া।

বিয়াত্রিশকে কাঁদতে দেখে এগিয়ে এলেন, বললেন—'ভাল করে পরীক্ষা করে আগে দেখুন।' •

—আমি কিছুই বুঝছি না, মনে হচ্ছে হতভাগিনী মারাই গেছে। বেনেডিক আর স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না চেয়ার ছেড়ে বৃদ্ধ লিওনাতোর কাছে এলেন। সহানুভূতির স্বরে বললেন—আপনার মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমি অনুরোধ করছি আপনি দয়া করে স্থির হয়ে বসুন, ধৈর্য্য হারাবেন না।

বিয়াত্রিশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমার বোন হেরোর মত মেয়ে এই জঘন্য কাজ করতে পারে। নির্ঘাৎ পিছনে কোন কুচক্রী আড়ালে এসব কলকাঠি নাড়ছে।'

বেনেডিকের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল—জিজ্ঞাসা করলেন—'গতরাত্রে কি আপনি এর সঙ্গে শুয়েছিলেন?'

'—দীর্ঘদিন আমি ওর সঙ্গে রাত্রে শুই, কিন্তু কালই আমি ছিলাম না।'

'—এবার ব্যাপ্যরটা আমার কাছেও পরিষ্কার হয়েছে। আমিও তো বলি দু দু'জন যুবরাজ মিথ্যা কথা বলবেন, আর ক্লদিও কেনই বা আমার মেয়ের নামে কুৎসা রটাবেন। মনে প্রাণে তাকে ভালবেসে ছিলেন বলেই পাপের কথা বলতে গিয়ে চোখে

ছলছল করে উঠেছিল। আমাদের উচিত ওকে ফেলে রেখে বাড়ী যাওয়া। যদি মৃত্যু হয় পরমপিতার চরণেই—'

পুরোহিত ফ্রায়ার নরম স্বরে বললেন—'এবার নিবৃত্ত হোন। আমি এতক্ষণ মুখ বুজে সব শুনছিলাম। লক্ষ্য করছিলাম হতভাগিনীর ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে যায়। আমি অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখলুম তার মুখে গভীর লজ্জার রেখা ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধ পুরোহিত এবার হেরোর দিকে ফিরে বললেন—মহাশয় সবাই যার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তিনি কে জানেন কি?'

ইতিমধ্যে হেরো জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। বললেন—'আমি কি করে জানব বলুন। যাঁরা অভিযোগ করেছেন একমাত্র তাদেব পক্ষেই তা বলা সম্ভব। আমার কুমারীত্ব যদি পবিত্র থাকে, আমি যদি সে ব্যক্তিকে চিনেও না চেনার ভান করি তবে পরম পিতা যেন আমাকে ক্ষমা না করেন। 'লিওনাতোর দিকে ফিরে বললেন—বাবা প্রমাণ করা হোক গতরাত্রে অসময়ে কে আমার ঘরে ঢুকে কথা বলছিল?

বেনেডিক আমতা আমতা করে বলল—কিন্তু মহাশয় ওরা উভয়েই খুব সম্মানিত ব্যক্তি। তবে সত্যিই যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এটা যুবরাজের বৈমাত্রেয় ভাই ডন জনের কাজ। শয়তানী মতলব আঁটিতে তার জুড়ি নেই।

লিওনাতো চেযার ছেড়ে যেতে যেতে বললেন, তবে বক্তব্য যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে এই রাক্ষসীকে মেরে টুকরো করে ফেলব। আর যদি অভিযোগ মিথ্যা হয় তবে ওদের মধ্যে সবচেয়ে অহংকারী নরকীটকে আমি এর ফল ভুগিয়ে ছাড়ব।

পুরোহিত এগিয়ে লিওনাতোর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন ধৈর্য্য ধরুন আমার কথা শুনুন। যুবরাজদ্বয় আপনার কন্যাকে মৃতা মনে করে চলে গেছেন তাই না?

—'হ্যাঁ তাঁরা যখন বিদায় নিয়েছেন তখন হেরোর সেরকমই অবস্থা।'

—'এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি আমি, একটা পরামর্শ দিচ্ছি।'

লিওনাতো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধ পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পুরোহিত বলে চললেন—'হ্যাঁ আপনার মেয়ে হেরো মৃতা চারিদিকে রাষ্ট্র করে দিন আর কোন গোপন জায়গায় ওকে লুকিয়ে রাখুন। লাভ অবশ্য কিছুই হবে না তবে মেরীর নামে বলতে পারি—যে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছে তা শোকে পরিণত হবে।'

—'ব্যস এর জন্য এত কিছু?'

—'আরে না মশাই, সে যে মারা গেছে তা পরিচিত সবাইকে জানাতে হবে, শোক পালন করতে হবে। কারণ কোন বস্তু আমাদের হাতে থাকতে আমরা এর মূল্য বুঝতে পারি না, কিন্তু হারিয়ে গেলে তার মূল্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কাউন্ট ক্লদিও-র মধ্যেও ঠিক এরকম ভাব জাগ্রত হবে। তখন তিনি ভাবেন, হেরোর সম্বন্ধে যা বলেছি তা কি সত্য। আর যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সবার সামনে না বললেই ভাল

ছিল। সেই রকমই কিছু একটা ঘটতে দিন লিওনাতো মশাই।'

বেনেডিক ও একমত হয়ে বললেন—সিনর লিওনাতো, মহামান্য পুরোহিতের পরামর্শ মেনে নিলে ভাল হয়। আমার বিশ্বাস পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে আখেরে লাভ হবে। আপনি জানেন, যুবরাজ ও ক্লদিও আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। তবু তাদের কাছে এসব কথা গোপন থাকবে।

—'ভাল কথা, আপনাদের পরামর্শই এ মুহূর্তে আমার একমাত্র অবলম্বন হোক। চরম দুঃখের দিনে আশার আলো যদি দেখতে পাই।'

চোখের জল মুছতে মুছতে হেরো উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ লিওনাতো ছলছল চোখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ পুরোহিতও দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হেরো তাঁদেরকে অনুসরণ করল। বেনেডিক ও বিয়াত্রিশ শুধু রইল।

বিয়াত্রিশকে সহানুভূতির সঙ্গে বললেন বেনেডিক—'সুন্দরী তুমি কাঁদছ।'

'—হ্যাঁ দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দিন, কেঁদে কেঁদে মনটাকে একটু হাল্কা করে নিতে চাই।'

'—তোমার জন্য একটা কিছু কাজ করার সুযোগ দাও।'

'—তাই যদি চাও তো ঐ পাষণ্ড ক্লদিওকে হত্যা কর।'

সে কি কথা এটা। এটা কি একটা কাজের মত কাজ, কাউকে বুক ফুলিয়ে বলা যাবে, আমার প্রেয়সীর জন্য আমি—'

বিয়াত্রিশ বিদ্রুপ করে উঠলেন—'তা যদি না পার তবে আমাকে হত্যা কর।'

—'কি সব যা তা বলছ সুন্দরী।'

'আমি জানি আপনার মত পুরুষ—আমাকে যেতে দিন।'

'—তুমিই যতই রাগ কর না কেন, বন্ধুকেই আমায় আগে দেখতে হবে। তার স্বার্থই আমার কাছে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিয়াত্রিশ বললেন—আমাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়ার যত না আগ্রহ তার চেয়ে বেশী আগ্রহ দেখছি আমার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হতে।

'—কে? কে তোমার শত্রু? ক্লদিও'

'—তুমি তো নিজের চোখেই দেখলে, আমার জ্যেঠতুতো বোন-এর দিকে কি অবস্থা। এত বড় একটা অপরাধ করতে একটুও বাধল না। এর পরেও জিজ্ঞাসা করছ কে আমার শত্রু। আমি যদি পুরুষ হতাম তবে শয়তানটার হৃৎপিণ্ডটা নিজের হাতে উপড়ে নিতাম।

—'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বিয়াত্রিশ।'

—'ভুল আমি কাউকেই বুঝছি না। কিন্তু চোখের সামনে যেটুকু তাকে অস্বীকার করি কিভাবে। বলতে পার!' আজ সবাই যুবরাজের কথা বেদবাক্য বলে মেনে নেবে। আর লম্পট কাউন্টের কথা?

—'তার কথাও অবিশ্বাস করতে কেউ চাইবে না।'

—কেবল বিশ্বাসই নয় তার কথাকে মিষ্টির মত চাখবে, সবাই।'

—'সে তো অবশ্যই, এটাই তো নিষ্ঠুর সমাজের নিয়ম।'

হায় ঈশ্বর! যদি পুরুষ হতাম! অথবা আমার পক্ষে দাঁড়াবার মত একটা পুরুষ মানুষও যদি পেতাম—বিয়াত্রিশ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাগুলি বললেন।

—'তুমি কি সব পুরুষ মানুষকেই—'

—'পুরুষ? পৌরুষত্ব? পুরুষ জাতির প্রতি ঘেন্নায় আমার মনপ্রাণ বিষিয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা আমাকে যেন কোনদিন পুরুষ হয়ে জন্মাতে না হয়।'

বেনেডিক নীরবে বিয়াত্রিশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমাকে যদি তুমি সত্যই ভালবেসে থাক তবে আমায় সাধ্যমত সাহায্য কর। শয়তানটার বিষ দাঁত ভাঙতে আমায়—সাহায্য কর। —বিয়াত্রিশ বললেন।

—'বিয়াত্রিশ তুমি কি মনে প্রাণে বিশ্বাস কর যে কাউন্ট ক্লদিও তোমার বোন হেরোর প্রতি অন্যায় করছেন?'

—'হ্যাঁ অবশ্যই।'

—'সত্যিই বিশ্বাস কর তুমি?'

—'বললাম তো. বিশ্বাস করি। কেমন বিশ্বাস করি জানতে চাও?'

—'কেমন সে বিশ্বাস বিয়াত্রিশ?

দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন বিয়াত্রিশ—'আমার যেমন চিন্তাশক্তি আর আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে ঠিক তেমনি ভাবেই বিশ্বাস করি।'

—'বিয়াত্রিশ, প্রিয়তমা, তুমি এ মুহূর্ত থেকে আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পার। শয়তান ক্লদিও-র বিরুদ্ধে আমি জেহাদ ঘোষণা ক...।'

আবেগে বিয়াত্রিশের চোখ ছল ছল করে উঠল, নীরবে প্রিয়তমের দিকে হাত বাড়ালেন।

বেনেডিক হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটি টেনে নিয়ে আবেগের সঙ্গে বার বার চুম্বন করতে লাগলেন। তার নরম হাতে।

এবার বেনেডিক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বজ্রের ধ্বনিতে গর্জে উঠলেন—'ক্লদিও! এ হাতে তোমাকেই মহামূল্য গুণে দিতে হবে।'

বেনেডিক এবার প্রিয়তমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—'তোমার কর্তব্য আমার হাতে দিয়ে নিজেকে হাল্কা কর। আমার ওপর বিশ্বাস না হারিয়ে বোনের কাছে ফিরে যাও, তাকে সান্ত্বনা দাও। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি চারদিকে বলে দিচ্ছি হেরো মারা গেছে।

এদিকে ঘটে গেছে আশ্চর্য কাণ্ড, কুচক্রী জন যে অনুচরকে পাঠিয়েছিল সে মাঝরাতে কাজ সেরে পালাতে গিয়ে রক্ষীদের হাতে ধরা পড়েছে। মাঝ রাত্রে সেমিনার

বৃদ্ধ রাজ্যপাল এর বাড়ীর প্রাচীর টপকে সদর রাস্তায় পা দিতে প্রহরারত রক্ষীর হাতে ধরা পড়ে যায়।

এদিকে বোরাচিও ধরা পড়ে গিয়ে ভরাডুবি করতে বসেছে সে তো আর জানা নেই কারোর।

কারারক্ষীদের তেলমাখানো লাঠির ঘা পিঠে পড়তেই সব ফাঁস করে দিয়েছে, তাঁর প্রভু ডন জন এর কীর্তি।

বোরাচিও কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল—দোহাই আপনাদের, আর মারবেন না, যা জানতে চান সব বলছি।

একটু দম নিয়ে আবার বলল—আমার কোন দোষই নেই। আমি প্রভুর আদেশ মত কাজ করে গেছি।

কারারক্ষী হুঙ্কার দিল—প্রভু? কে তোর প্রভু?

—'ডন জন।'

—ডন জন? কে? আমাদের যুবরাজের বৈমাত্রেয় ভাই।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।'

ইতিমধ্যে রক্ষীদের একজন খবর দিল—হেরো মারা গেছেন। অপমানিত, প্রত্যাখ্যাত হয়ে অভাগিনীর হেরো মৃত্যু বেছে নিয়েছেন। আর এদিকে দুপুরের পর থেকে ডন জনও নিরুদ্দেশ। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

এদিকে বৃদ্ধ রাজ্যপাল লিওনাতো অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে শয্যা নিয়েছেন। সকাল থেকে মুখে কিছুই তোলেননি, সবসময় মন মরা হয়ে তাকিয়ে থাকেন ফ্যাল ফ্যাল করে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

লিওনাতোর ভাই আন্তোনিও কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন—'দাদা কেন যে নিজেকে এমন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছো। নিজের মনকে শক্ত করে বাঁধতে চেষ্টা কর। মন থেকে দুঃখ কষ্ট মুছে ফেল, বাঁচতে হবে তোমাকে।

লিওনাতো ধমক দিলেন—কেন শুধু শুধু একথা বলছ আমাকে—

—'এভাবে চললে তুমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে দাদা!

শেষে মুখে বিরক্তি নিয়ে বৃদ্ধ লিওনাতো বললেন—'দেখ ভাই তোমার কথাগুলো চালুনিতে জল ধরে রাখার মত নিরর্থক। আমি এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে এক কান দিয়ে বার করে দিচ্ছি।'

'—দাদা!'

'—আমি তোমাকে মানা করছি, মিছে উপদেশ দিয়ে আমাকে বিরক্ত করো না। আর কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।'

'—উপদেশ দেওয়ার মত সাহস আমার নেই। তবু তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে—'

—'ভাই, আমার দুঃখের পরিমাণে কণ্ঠের থেকে বোঝা না গেলেও ভেতরটা

জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেবল ক্লদিও নয় যুবরাজ জানবেন, নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন, যারা আমার হেরোকে মানসিক নির্যাতন করেছে তারা সবাই জানবে ও ফুলের মত পবিত্র।

এমন সময় যুবরাজ ডন পেড্রো ও ক্লদিও সেখানে এলেন, আন্তোনিও তাদের স্বাগত জানালেন।

ক্লদিও কিছু বলতে যাবার আগেই লিওনাতো ফোঁস করে উঠলেন—'তুমি প্রতারক, আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছ। আমার নিরপরাধ ফুলের মত মেয়েটাকে এমনই অপমান, লাঞ্ছনা, সইতে হল যে সে মৃত্যু বরণ করল। তোমর প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা আমার চলে গেছে।'

ক্লদিও অপরাধীর মত মুখ করে বলল—'মাতা মেরীর নামে শপথ করে বলছি—

লিওনাতো কথা না শুনে বলে চলেন—আমি বলছি একমাত্র তোমার অমানবিকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই সে মৃত্যু বরণ করেছে।

—'আমি তবু বলব, আপনি ভুল করছেন।'

—'ভুল? না ভুল করছি না কাউণ্ট। আমার মেয়েকে হত্যা করে, একটি শিশুকে হত্যা করেছ। কোন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা নেই তোমার। কাপুরুষ কোথাকার। তরবারি খুলে আমাকেও যদি হত্যা করতে পার তবে বুঝব তুমি সত্যিকারের বীর।

আন্তোনিও বললেন—হ্যাঁ তোমার মত একজন চোরের কুৎসা রটনার মাসুল আমার ফুলের মত নিষ্পাপ ভাইঝিকে দিতে হয়েছে। তোমাকে সমুচিত শাস্তি দেবই। আমি এ বয়সেও নিজের জিভে সাপের ছোবল দিতে পারি! তোমার মত একজন শয়তানকে জব্দ করার ক্ষমতা এ বুড়ো হাড়ে আছে।'

ডন পেড্রো এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত নীরবে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে দেখে মুখ খুললেন—ভদ্র মহোদয়গণ আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না, আপনাদের কন্যাটির মৃত্যুর জন্য আমিও কম দায়ী নই। তার অকাল মৃত্যুর জন্য আমি দুঃখিত ও মর্মাহত। কিন্তু একটা কথা বলতে দ্বিধা নেই যে তার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্যি।

লিওনাতো রাগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আন্তোনিও তাদের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাদাকে অনুসরণ করলেন।

তাঁরা বিদায় নেবার কিছুক্ষণ পরেই সিনর বেনেডিক আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেন।

ডন পেড্রো ও ক্লদিও মনে মনে যেন তাকেই খুঁজছিলেন। তাই তাকে দেখেই ক্লদিও বলে উঠলেন—'সিনর আপানাকেই আমরা খুঁজছিলাম।

বেনেডিক বিতৃষ্ণার সঙ্গে ক্লদিওকে বললেন—'মশাই আপনি এক সাক্ষাৎ দুরাত্মা, এটা রসিকতা না করেই বলছি। আমার কথার কথা শোনার মত সৎ সাহস না থাকে

তবে আপনাকে আমি কাপুরুষ মনে করতে বাধ্য। একটা নিষ্কলঙ্ক মেয়েকে হত্যা করার ফল আপনাকে পেতেই হবে।'

ক্লদিও বিষাদের হাসি হেসে বললেন—'ভাল কথা, আমার কাছ থেকে কি শুনতে চান বলুন?'

ডন পেড্রো মুচকি হেসে বললেন—কি ব্যাপার বিয়াত্রিশ এর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বুঝি বন্ধুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে এলেন?

বেনেডিক ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—'বাজে কথা বন্ধ করুন যুবরাজ। বাজে আলোচনা করার সময় এটা নয়।'

সেই একই ভাবে বলে চললেন পেড্রো—আরে চটছেন কেন? আপনার প্রেয়সী একদিন কি বলছিল জানেন, বুদ্ধির তারিফ করছিল। আমি হেসে বলেছিলাম আপনার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। তিনি হেসে বলেছিলেন সত্যি তবে একটুখানি।

আমি বললাম—একটুখানি বলছেন কেন? অনেক বুদ্ধি আপনার মাথায় আসে।

তিনি বললেন—হ্যাঁ সে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। সব অবশ্য ভোঁতা।

আমি বলি—'সে কী ভোঁতা কেন হতে যাবে? পাকা বুদ্ধি ধরেন আপনি। আমার বন্ধু বেনেডিক এর বুদ্ধিও খুব পাকা। তবে কারো সর্বনাশের কাজে ব্যবহার করেন না তিনি যদি কারও ভাল কিছু করতে পারেন কিন্তু ভুলেও কারও—

আমি তার মুখের কথা শেষ হবার আগে বললাম—'ভদ্রলোক কিছু বিচক্ষণ।'

'—অবশ্যই বিচক্ষণ, তাঁর বিচক্ষণতা সম্বন্ধে আমারও কিছু মাত্র সন্দেহ নেই।' তারপর আমি বললাম—'কথাবার্তার মধ্যেও খুব ধার। যাকে বলে ভাষার দাপট।'

ভদ্রমহিলা হেসে আপনার সম্বন্ধে বললেন—হ্যাঁ কথার দাপট তো আছে। যেমন সোমবার রাত্রে আমার কাছে কোন ব্যাপারে কথা দিয়ে মঙ্গলবার সকালে তা ভুলে গেলেন। এখন আপনিই বলুন ভাষার দাপট না থাকলে এমন হয়?'

আমি বললাম—'তার জিভ খুবই—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিয়াত্রিশ বলে উঠল তোমার সম্বন্ধে—জিভ একটা মনে করলে খুবই ভুল হবে। একজোড়া জিভের অধিকারী তিনি। এভাবে এক ঘণ্টারও বেশী তোমার গুণকীর্তন করে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। অবশ্য দুপা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। মুচকি হেসে বলেছিলেন আপনিই নাকি ইতালীর আদর্শ পুরুষ। কথাটা বলেই ডন পেড্রো হেসে উঠলেন।

ক্লদিও বললেন—'তাই বুঝি তিনি মুখে বলছেন কিছুই গ্রাহ্য করেন না অথচ কেঁদে কেটে বুক ভাসাচ্ছেন।

ডন পেড্রো বললেন—তিনি এরকমই বটে। বুদ্ধির জাহাজ বেনেডিক-এর মাথায় শিং দুটো কখন যে বসাবো তাই ভাবছি।

ক্লদিও বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে হেসে বলল—আর তার পিঠে লিখে দেব 'বিবাহিত বেনেডিক' কে চিনে নি[illegible]

বেনেডিক রেগে গিয়ে জবাব দিলেন—'আপনাদের বালকের মত চপলতা সহ্য করার সময় ও ধৈর্য্য কোনটাই আমার নেই। আমি চলে যাচ্ছি—ফাঁকা মাঠে আস্ফালন করুন আপনারা। যুবরাজ আপনার ভাইটি মেসিনা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন। আর কাউণ্ট ক্লদিও এক নিরপরাধ মেয়েকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছেন।

বেনেডিক বিদায় নিলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ক্লদিও বললেন খুবই ব্যস্ত, এর কারণ কি জানেন?

'—কি? কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন।'

'—আরে মশাই, বুঝলেন না? বিয়াত্রিশ-এর প্রেম তাঁকে এখন ব্যস্ত করে তুলেছে।'

'—দাঁড়ান, একটু ভাবতে দিন আমাকে। তিনি তো বলে গেলেন আমার ভাই ডন জন পলাতক, তাই তো?'

এমন সময় কারারক্ষী ডগবেরী বোরাচিওকে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। অন্য আর এক অনুচর কনরাডও সঙ্গে রয়েছে।

ডগবেরী ভেতরে আসলেন আর বলতে লাগলেন—'তুমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাক, যদি ঠগবাজই হয়ে থাক তবে শাস্তি পেতেই হবে।'

যুবরাজ ডন পেড্রো সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—ব্যাপার কি বল তো। আমার ভাইয়ের অনুচরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে কারারক্ষী, কোন অপরাধ করেছে কি?'

ডগবেরী যুবরাজকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে বললেন— 'প্রভু শয়তানটা মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে। আর মিথ্যে কথাও বলেছে।'

পেড্রো বললেন—'তাই বুঝি?'

'—তবে আর বলছি কি প্রভু। সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে এক মহিলার ব্যাপারে বাজে কথা বলেছে।'

'—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এদের কবে কোত্থেকে, কখন এবং কেন ধরা হয়েছে?'

'—গত রাত্রে ধরা হয়েছে। গত মাঝরাত্রে মহামান্য লিওনাতো মশাইয়ের বাড়ির কাছাকাছি সদর রাস্তা থেকে।'

বোরাচিওকে দেখিয়ে বললেন—'বিশ্বাস না হয় একেই জিজ্ঞাসা করুন।'

বোরাচিও হাত জোড় করে বলল—'মহামান্য যুবরাজ, আপনারা আমার কথায় যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও আপত্তি করব না। রাত্রে আমি একজনকে বলে ছিলাম, আপনার ভাই ডন জন কেমন করে আমাকে দিয়ে লেডী হেরো-র কুৎসা রটিয়ে দেবার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। কি করে আপনাদের ফন্দি করে জানলার কাছে আনা হয়েছিল আর কি করেই বা কৌশলে হেরো-র পোশাক পরিহিতা মার্গারেট এর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে আপনাদের ভুলিয়েছিলাম, কেমন করে আপনারা হেরোকে ভুল বুঝে অপমানিত করেছিলেন—তা এরা সব শুনে ফেলেন। এরকম কাজ করে আমার বিন্দুমাত্র বেঁচে থাকার ইচ্ছা নেই। আমাদের পাপের ফলে একটা কচি তাজা প্রাণ শেষ হয়ে গেল এটা কম অনুশোচনার বিষয়।

শত্রুর যা প্রাপ্য আজ আমি তাই পেতে চাই। আজ আমার আর—'

ক্লদিও আচমকা আর্তনাদ করে উঠলেন—'বন্ধ কর বন্ধ কর এ পাপের কথা। কী জঘন্য কাজ এর দায় ভাগ আমাদেরও—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ডন পেড্রো বললেন— 'আমার ভাই ডন জন তোমাকে একাজ করতে বলেছিল?অনেক টাকা দিয়েছিল বুঝি?'

'—হ্যাঁ। আমারে টাকা তো দিয়েই ছিলেন।'

আবার ক্লদিওর আর্তনাদ শোনা গেল—'হায় সুন্দরী হেরো! তোমার দুর্লভ রূপ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।'

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে লিওনাতো ও আন্তোনিও হন্তদন্ত হয়ে এলেন।

বোরাচিওকে দেখে মুখ বিকৃত করে বললেন—'তুমি? তুমিই সেই ক্রীতদাস?'

হ্যাঁ প্রভু আমিই সেই নরাধম। আজ আমিও চাই মৃত্যুকে বরণ করে নিতে— হাত জোড়া করে বলল বোরাচিও।

'—তুমি? না তুমি নিজের সঙ্গে প্রতারণা করেছ। তোমার সামনে যে দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের কথা নাইবা বললাম। আর যিনি নাটের গুরু তিনি আজ বেপাত্তা। 'যুবরাজ ও কাউণ্ট আপনাদেরও এই বীরত্বের জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়।'

ক্লদিও কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন—'আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার মত কোন পথ খোলা নেই। আপনি যা খুশী প্রতিশোধ নিতে পারেন।'

বৃদ্ধ লিওনাতো বিদ্রূপাত্মক স্বরে উচ্চারণ করলেন—'শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত? কি শাস্তি আপনাকে দেব ঠিক করতে পারছি না। তবে আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দেবার কথা তো বলতে পারি না। তাঁর মৃত্যুর জন্য, তাঁর পরলোকগত আত্মার জন্য শোক পালন করুন। 'আগামীকাল একবারটি আসা চাই। আমার জামাই যখন হতে পারলেন না তখন ভাইঝি জামাই হন।' লিওনাতো বললেন।

এবার ফিরে যেতে গিয়ে বোরাচিওর দিকে তাকিয়ে বললেন—এ শয়তানটাকেও কাল দরকার। মার্গারেট-এর মুখোমুখি দাঁড় করাব। সেও নিশ্চয়ই মোটা টাকা খেয়েছে।

বোরাচিও বলল—বিশ্বাস করুন, সে একটা কানাকড়িও পায়নি। সে নিষ্পাপ, এমন কি, ষড়যন্ত্রের কথাও কিছুই জানে না, আর কি করতে যাচ্ছে তাও তার অজানা ছিল।

ডগবেরী বললেন—'মহাশয় এ শয়তানটিকে আপনার জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। এর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করুন।

লিওনাতো এবার উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বললেন—'আমাকে এখন বিদায় দিন কাল সকালে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব। আশা করি সবাই আসবেন।'

বদ্ধ রাজ্যপাল লিওনাতো বিদায় নেবার পর শোকে মহ্যমান কাউণ্ট ক্লদিও এবং

যুবরাজ ডন পেড্রো গীর্জার কাছে লিওনাতো বংশের সমাধিস্থলে এলেন। কিছুক্ষণ আগেই রাত্রি নেমেছে পৃথিবীর বুকে। একজন কর্মী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মোমবাতি নিয়ে।

ক্লদিওর হাতে একটা শোকগাথা। প্রিয়তমা! হেরোর মৃত্যুতে তার শোকসন্তপ্ত মনের বিষাদময় বানী লেখা।স্মৃতিসৌধে এটাকে টাঙ্গাবেন বলে নবনির্মিত সৌধটার কাছে গিয়ে দাড়াঁলেন।

ক্লদিও বেদনাতুর কণ্ঠে বললেন--হে প্রিয়তমা! তোমাকে শুভরাত্রি জানাতে আমি সমাধিক্ষেত্রে ছুটে এসেছি। বৎসারান্তে একবার করে আসব।

ডন পেড্রো মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতে বললেন।

ক্লদিও ছলছল চোখে ধীর পায়ে সামান্য এগিয়ে সমাধি শৌধের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। শোকগাঁথাটা সৌধের গায়ে আটকে দিলেন। প্রিয়তমা হেরোর বিয়োগব্যাথার বহিঃপ্রকাশ হল করুন আর্তনাদে।

ডন পেড্রো বললেন—ভোরের আলো ফুটেছে কাউন্ট। চলুন এবার যাওয়া যাক। আবার লিওনাতোর বাড়ি যেতে হবে।

শোকসন্তপ্ত ক্লদিও ভাঙা গলায় বললেন—যার উদ্দেশ্যে আমরা শোক জানাতে এসেছি শেষবারের মত তার সমাধিক্ষেত্রটাকে ভালভাবে দেখে যাই।

ক্ষীণকণ্ঠে বিদায় বলতে লাগলেন ক্লদিও। আর এও বললেন অশান্ত মনকে শান্ত করতে তিনি ছুটে আসবেন তার কাছে।

লিওনাতোর বৈঠকখানায় সকাল হতেই এক এক করে আন্তোনিও, বেনেডিক, বিয়াত্রিশ, মার্গারেট। গীর্জার পুরোহিত ফ্রায়ার ফ্রান্সিস ও উরমুলা জড়ো হয়েছেন, শেষে হেরোও এলেন এবং লিওনাতো নিজে। এখন কেবল যুবরাজ ও কাউণ্টের জন্য অপেক্ষা।

লিওনাতো সামনে বসা পুরোহিত ফ্রায়ারকে লক্ষ্য করে বললেন—'অপানার কথাই ঠিক। ওরা দুজন বাস্তবিকই নির্দোষ। ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, তবে মার্গারেটকে একেবারে দোষ দেওয়া চলে না তা নয়। তবে যেটুকু শুনেছি, সে নিজের অজ্ঞাতেই কাজটা করেছে।

বেনেডিক বললেন—পরিস্থিতি অনুসারে কাউণ্ট ক্লদিওকে একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা বলা যায় না।

লিওনাতোর নির্দেশে মার্গরেট, উরমুলা, হেরো হলঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ঠিক সেই সময় পরিচারক এসে জানাল যুবরাজ ও কাউণ্ট আসছেন।

আন্তোনিওকে লক্ষ্য করে বললেন লিওনাতো—ভাই তোমার কি করণীয় তা তো আগেই বলে রেখেছি। তুমি আমার ভাইঝি হেরোর বাবা। কাউণ্ট এর হাতে সম্প্রদান করবে হেরোকে। অর্থাৎ আমার ভূমিকায় অভিনয় করবে।

আন্তোনিও বললেন—আমার ওপর আস্থা রাখতে পার দাদা। চোখ মুখে কোনরকম

ভাবান্তর প্রকাশ না করে কাজ সারব।

পুরোহিত ফ্রায়াস বললেন—'আমার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন না এটুকু বলতে পারি।'

এমন সময় তাঁরা এলেন যুবরাজ ও কাউণ্ট ক্লদিও। লিওনাতো সুপ্রভাত জানিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন—আমার ভাইঝিকে বিয়ে করতে আপনার আপত্তি নেই তো কাউণ্ট? গীর্জায় পুরোহিত উপস্থিত আছেন এখন আপনার সম্মতি পেলেই—

কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্লদিও বললেন—দেখুন আমার কৃতকর্মের মাসুল দিতে হাবসি কন্যাকেও বিয়ে করতে রাজি আমি।

এমন সময় ভেতর থেকে মুখোশ পরা হেরোকে নিয়ে মহিলারা হলঘরে এলেন।

ক্লদিও হেরোর দিকে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন—সুন্দরী পরম পূজনীয় ফ্রায়ার-এর নামে শপথ করছি আমাকে যদি গ্রহণ কর তবে আমিই তোমার স্বামী।

হেরো বললেন—প্রিয় যতদিন জীবিত ছিলাম ততদিন তোমার অন্য পক্ষের স্ত্রী ছিলাম। এবার টান মেরে মুখোশটা খুলে ফেলে বললেন—আর তুমি যখন আমাকে ভালবাসতে তখন তুমিও আমার অন্য পক্ষের স্বামী ছিলে।

ক্লদিও মুখের দিকে চাইতেই বলে উঠলেন—একী? কে তুমি? হেরো? আমার প্রিয়তমা হেরো।

হেরো এগিয়ে এসে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ প্রিয়তম, আমিই তোমার সেই হেরো।

যুবরাজ ডন পেড্রো চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—একী দৃশ্যের সামনে আমি। হেরো যে মৃতা, কিন্তু একি দেখছি—

পুরোহিত ফ্রায়ার·বললেন—সব জানতে পারবেন। যুবরাজ সবই বলব, আগে বিয়ের অনুষ্ঠান মিটে যাক। ক্লদিও বললেন—কিন্তু পাদুয়ায় যুবক লর্ড? তিনি যে বিয়াত্রিশকে ভালবাসেন। আজকের শুভ মুহূর্তে তাঁদের কথাও কিছু ভাবুন ফাদার।

পুরোহিত মুচকি হেসে বললেন—সে চিন্তাও আমি আগেই করে রেখেছি। আপনারা গীর্জায় চলুন।

সবাই গীর্জায় উপস্থিত হলেন।

অলস ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল

ফ্রান্সের ছোট্ট রাজ্য রুসিলন। পাহাড়ে ঘেরা সবুজ এই দেশের নতুন কাউণ্ট হয়েছেন যুবক বার্ট্রাম। তাঁর পিতা ফ্রান্সের মহারাজের একান্ত অনুগত সেনাপতি ও ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজার কাছ থেকে এবার আহ্বান এসেছে পুত্রের কাছে। আসন্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁকে রাজার কাছে যাবার বার্তা নিয়ে এসেছেন বৃদ্ধ লর্ড লাফিউ।

বার্ট্রামের মা কাউণ্টেস আর তাঁর পালিতা কন্যা হেলেন বিষণ্ণ মুখে প্রবেশ করলেন কাউণ্টের ঘরে।

লর্ড লাফিউ কাউণ্টেসের সঙ্গে অভিবাদন ও কুশল বিনিময় করলেন।

কাউণ্ট লাফিউ মৃত কাউণ্টের বীরত্ব ও শৌর্যের প্রশংসা করে, তাঁর মৃত্যুতে নিজের গভীর শোক প্রকাশ করলেন। কাউণ্টেসকে বীর প্রসবিনী বলে অভিনন্দিতও করলেন তিনি।

মাকে বিষণ্ণ আর মনমরা দেখে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এলো পুত্র।

—ভালো আছো তো মা তুমি? তোমার শরীর বা মন সুস্থ আছে তো?

—শরীর ঠিকই আছে বাবা। তবে কদিন ধরে মনটা খব উতলা হয়ে আছে। তোমার পিতার মৃত্যুর কথা মনে পড়ছে বার বার। এখন আবার তুমি যুদ্ধে যেতে চাইছো, তাই আমার মন একটা অজানা আশংকায় ছেয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু রাজার আদেশ তো অমান্য করা যায় না মা। তুমি তো জানো, আমি তাঁর অনুগত ভৃত্য মাত্র।

লর্ড লাফিউ কাউণ্টেসকে আশ্বাস দিয়ে বললেন,—আপনি বৃথাই কাতর হচ্ছেন কাউণ্টেস, ঈশ্বর মঙ্গলই করবেন। যদি কখনও অসহায় অবস্থায় পড়েন, তবে মহারাজের কাছে নিশ্চয়ই আন্তরিক আশ্রয় পাবেন, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কাউণ্টেস মহারাজার বর্তমান শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন লর্ড লাফিউকে।

লর্ডকে এ বিষয়ে চিন্তিত মনে হোল—মহারাজ নিজের আরোগ্য সম্পর্কে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছেন। রাজা সমস্ত কবিরাজকেও বিদায় দিয়ে দিয়েছেন সেদিন।

কাউণ্টেস দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—হায়, আজ যদি তিনি রাজসেবায় নিযুক্ত থাকতেন—

—কার কথা বলছেন কাউন্টেস?

—একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের কথা। তাঁর সততা আর চিকিৎসা করার ক্ষমতার কোনও তুলনা ছিল না। এমন কি 'জিয়ায় দ্য নরব' উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করলেও হয়তো তাঁকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হতো না।

—এখন তাঁর জীবিত থাকার খুবই দরকার ছিল।

—কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু তো কারও প্রয়োজন মেনে চলে না। মানুষ যতই জ্ঞান, শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন করুন না কেন, মৃত্যুর কাছে নতজানু তো হতেই হয়।

প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইলেন কাউণ্ট বার্ট্রাম,—মৃত্যুর কথা ভেবে মন খারাপ, কর না মা। আমার জন্যও চিন্তা কর না। তোমার আশীর্বাদে বিপদকে তুচ্ছ করতে পারব আমি।

—আশীর্বাদ করি তুমি তোমার পিতার মতই যুদ্ধক্ষেত্রে বীর্যের পরিচয় দিয়ে জয়যুক্ত হবে। ফ্রান্সের রাজাকে জয়যুক্ত করতে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে।

লর্ড লাফিউ হেলেনাকে লক্ষ্য করলেন,—কাউন্টেস, ইনিই কি সেই মৃত চিকিৎসকের কন্যা।

—হ্যাঁ, তাঁর একমাত্র সন্তান এটি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি একে নিজের কন্যার মতই গ্রহণ করেছি। মেয়েটি খুবই সুশীলা ও গুণবতী। পিতার ছত্রছায়ায় তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার অনেক গূঢ়তথ্যও অনুশীলন করেছে। ওকে পেয়ে আমি খুবই সুখী।

মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় বার্ট্রাম হেলেনার কাছ থেকেও বিদায় নিয়ে গেলেন, বললেন। —আমার মায়ের দেখাশোনার ভার তোমার ওপরেই দিয়ে গেলাম। আশা করি তুমি কর্তব্যে অবহেলা করবে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি তোমার পিতার যোগ্য কন্যা হয়ে ওঠ।

লর্ড লাফাউকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন বার্ট্রাম। কাউন্টে তাঁদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলেন।

একা ঘরে নিজের মুখোমুখি হলো হেলেনা। নিজেকে আজ একান্ত নিঃস্ব, অসহায় বলে মনে হচ্ছে। তার প্রিয়তম আজ তার সামনে দিয়ে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গেল। অথচ সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। বলতে পারল না তার মনে ঐ মানুষটির জন্য প্রাণ ঢালা ভালবাসা জমা হয়ে আছে। কি করেই বা জানাবে সে কথা। কাউণ্ট বার্ট্রামের বংশ মর্যাদার কাছে তার জন্ম পরিচয় তো নিতান্ত নগণ্য। তিনি কি এই সাধারণ রমণীকে কখন নিজের স্ত্রী বলে ভাবতেই পারবেন না। কিন্তু আমার মনকে বোঝাব কি করে? তাঁর মধুর স্বভাব, বীরত্ব ঔদার্য যে আমাকে প্রথম দিন থেকেই আকৃষ্ট করেছে। তারপর একটু একটু করে নিজের অজান্তেই তাঁকে গভীর ভালবেসে ফেলেছি। তাঁর অদর্শন আমি সইব কেমন করে?

পুত্রকে বিদায় দিয়ে ঘরে এসে হেলেনার ধ্যান ভাঙালেন কাউন্টেস। সাদরে তার হাত জড়িয়ে ধরে বললেন,—এখন আমার কাছে নিজের বলতে একমাত্র তুই-ই রইলি

মা। তুই নিজেকে আমার মেয়ে বলেই মনে করবি তো?

—তা কি করে হবে মা! আপনার মেয়ে হলে আমাকে যে কাউন্টের বোন হতে হয়। কিন্তু অমন অভিজাত খানদানী ঘরানার ছেলের বোন কি এমন সাধারণ ঘরের মেয়ে হতে পারে? তাছাড়া তাঁকে তো আমি ভাই হিসেবে দেখতে পারব না মা। আমার সে উপায় নেই।

ভ্রূ কুঞ্চিত হলো কাউন্টেসের,—তুই কি তাকে ভালবাসিস হেলেনা? সে কি তা জানে?

—না মা। তাঁকে একথা জানানোর সুযোগ বা সাহস কোনটাই আমার হয়নি। আপনি আমার মত অনাথাকে মায়ের ভালবাসা দিয়েছেন। আপনার কাছে কিছু গোপন করতে চাই না বলেই বললাম। যদি কোনও অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা করে নেবেন মা।

—কিসের অপরাধ বাছা? ভালবাসা তো অপরাধ নয়। তোমাকে কন্যা বা কন্যাসমা পুত্রবধু, যে কোন রূপেই আপন করে পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করব। কিন্তু আমার ছেলের মনে কি আছে, তা জানার জন্য তো আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে মা। প্যারিসে অসুস্থ রাজার সঙ্গে দেখা করে সে হয়তো ইটালীর রণাঙ্গণে যাবে। যুদ্ধ শেষে বাড়ী ফিরলে জেনে নেবে তার মনের কথা।

—আমি প্যারিসে যাওয়ার অনুমতি চাই মা।

—তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে?

—লর্ড লাফিউ রাজার অসুখের কথা বলেছিলেন, আমার পিতার কাছে এ ধরনের রোগের আরোগ্য বিষয়ে কিছু তথ্য শুনেছিলাম। রাজা যদি অনুমতি দেন, তবে আমি তাঁর রোগযন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা করতে চাই মা।

—বেশ তো, যদি রাজা অনুমতি দেন, আর তুমি সফলকাম হও, তবে দেশের খুব বড় উপকার হবে। আমি তোমার যাত্রার সব ব্যবস্থা করতে বলছি। আর রাজদরবারে আমার কিছু শুভানুধ্যায়ী আছেন, তাঁদেরও জানাব, তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন তাঁরা।

প্যারিসের রাজপ্রাসাদে অসুস্থ রাজা আরাম কেদারায় কোনওরকমে শরীর এলিয়ে দিয়ে সভাসদদের সঙ্গে জরুরী বাক্যালাপ করছেন। কয়েকজন তরুণ লর্ড যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধ যাত্রায় রওনা হওয়ার আগে বিদায় নিতে এলেন।

রাজা সকলকেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং বললেন,—আমার প্রিয় লর্ডগণ, আপনাদের নিজেদের শৌর্য বীর্যের কথা মনে রেখে, পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ ও সহযোগিতা করে যুদ্ধ নির্বাহ করবেন, এই আমার উপদেশ। যুদ্ধজয়ের সম্মানে আপনাদের সকলের অংশ আছে, একথা যেন প্রমাণিত হয়। আমার শারীরিক অবস্থা

তো আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো কিনা জানি না। কিন্তু জীবিত থাকি বা আমার মৃত্যু হয়, আপনারা আপনাদের বাহুবল ও দক্ষতা দিয়ে রাজভক্তির প্রমাণ দেবেন।

শেষ রাজবংশের পতনের ফলে ইটালীর যোদ্ধারা আত্মগরিমা অনুভব করছে। তারা জানুক যে আপনারা তাদের দর্প ও অহঙ্কার চূর্ণ করতে পারেন। আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করে বিদায় জানাচ্ছি।

শ্রান্ত রাজা এতক্ষণ কথা বলে একটু দম নিয়ে নিলেন, তারপর বললেন—আর ইটালীর রমণীদের কাছ থেকে সাবধান থাকবেন। তারা শুনেছি বীর যোদ্ধাদেরও নিপুণ ছলাকলায় বন্দী করতে পারে।

বীর যোদ্ধারা সমস্বরে রাজার উপদেশ ও নির্দেশ অক্ষরে পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

একটু পরে লর্ড লাফিউ এসে রাজাকে অভিবাদন করলেন। নানা কথাবার্তার পর রাজাকে জানালেন তাঁর রাজদরবারে'আসার উদ্দেশ্য।

—একজন মহিলা চিকিৎসককে আমি জানি মহারাজ। তিনি এখন এই রাজধানী প্যারিসেই আছেন। যদি অনুমতি দেন, তবে আপনার চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে আসতে পারি।

—কি বলছেন লর্ড লাফিউ, কত শত চিকিৎক আমার রোগ নিরাময় করতে এসে বিফল হয়ে ফিরে গেছেন, এখন আর আমার চিকিৎসায় কোনও আস্থা নেই।

—তবু যদি তাঁকে একবার দর্শন দেন, কৃতার্থ হব মহারাজ।

—আপনি আমার অনেকদিনের সুহৃদয়। আপনার কথার অমর্যাদা করতে পারি না। ঠিক আছে, আনুন তাঁকে।

পরদিন লর্ড লাফিউর সঙ্গে রাজসকাশে এসে রাজাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাল হেলেনা। জানাল, সে বিশিষ্ট চিকিৎসক জিয়ার্ড দ্য নরব এর মেয়ে।

রাজা বললেন, ঐ মহান চিকিৎসকের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর। হেলেনা রাজাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলল।

—আমার বাবা কিছু অব্যর্থ ফলপ্রদ ওষুধের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে তাঁর একটি খুব প্রিয় ওষুধ ছিল, সেটি এবং তাঁর যাবতীয় ভেষজ ওষুধ মৃত্যুকালে আমাকে দান করে গেছেন। তা আমার কাছেও খুবই নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। মহারাজের এই দুরারোগ্য ব্যাধির কথা শুনে মনে হলো আমার পিতার দেওয়া সেই অব্যর্থ ওষুধ প্রয়োগ করে আপনার শারীরিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। সেই উদ্দেশ্যেই আমার এখানে আসা।

—তোমার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকরা আশাহত হয়ে ফিরে গেছেন। আমিও এ রোগ নিরাময় হবার আশা ছেড়েই দিয়েছি। কাজেই তোমার চিকিৎসা বিদ্যার সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—আমার চিকিৎসায় আর যাই হোক আপনার রোগ যে আরও বৃদ্ধি পেত না, একথা অমি শপথ করেই বলতে পারি। কিন্তু আপনি যখন একেবারেই অনিচ্ছুক তখন আমিও আশাহত হলাম। কিন্তু মহারাজ যিনি কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে চান। তাঁকে তো কোন কোন সময় সহকারীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেই হয়। অনেক সময় শিশুদের মুখেও তো ধর্মকথা শোনা যায় একটা ছোট্ট ঘটনাও মহাবিপর্যয় ডেকে আনে। অবিশ্বাসীরা মন্ত্রশক্তির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললে সাগর শুকিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু আশা যখন খুব ক্ষীণ হয়ে আসে, তখনই অভাবনীয়ের আবির্ভাব ঘটে।

—তোমার অসীম দয়া কন্যা। কিন্তু আমার পক্ষে তোমার আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। আমার খারাপ লাগছে, তুমি নিজেই দীর্ঘপথ পরিক্রম করার কষ্ট স্বীকার করলে।

—এভাবে আমার বাসনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে দেবেন না মহারাজ। মনে করুন ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই আমি আপনার রোগ নিরাময়েই আগ্রহী হয়েছি। ঈশ্বর নিজেই প্রয়াসী হচ্ছেন মনে করে আপনি একটিবার আমাকে আপনাকে রোগমুক্ত করার চেষ্টা করতে দিন।

আমি প্রবঞ্চক নই। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে এখানে ছুটে আসিনি। নিজের বিদ্যার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে বলেই বলছি আপনার রোগ নিরাময়যোগ্য।

—তোমার মানসিক দৃঢ়তা আমাকে নতুন করে ভাবতে প্রেরণা দিচ্ছে। আচ্ছা, কতদিনের মধ্যে আমার রোগ নিরাময় করতে পারবে বলে মনে কর?

হেলেনা বুঝতে পারল এবার রাজার মন একটু নরম হয়েছে।, উৎসাহিত হয়ে বলল—

—দুবার সূর্যোদয় ও দুবার সূর্যাস্ত দেখার আগে, নাবিকের ঘড়িতে চব্বিশবার মন্থর সময় ঘোষণারও আগে আপনার শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো রোগমুক্ত হবে। আপনার হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। আর তা যদি না হয়, যে শাস্তি আমাকে দেবেন, আমি মাথা পেতে নেব। আমার ব্যর্থতার নিন্দা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, আমার কুমারী নামে কলঙ্ক লাগুক, তবু আমাকে চেষ্টা করতে দিন।

হেলেনার কথা শুনে রাজার মনে হলো, তার ভেতর থেকে যেন পবিত্র আত্মার কথা বলছে। যৌবনশক্তি, সাহসিক্তা ও আনন্দের মূর্তিমতী রূপ এই কন্যাটির ভেষজকারিণী শক্তিও চিকিৎসা শক্তির পরীক্ষা করেই দেখা যাক্ না। হেলেনা এবার মুচকি হেসে বলল—মহারাজ আপনার রোগ নিরাময় করতে ব্যর্থ হলে আমি মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নেব। কিন্তু যদি সফল হই তবে আমাকে কি পুরস্কার দেবেন?

রাজাও হাসতে হাসতে বললেন—আমার এই রাজদণ্ড ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তুমি যা চাইবে তা পাবে।

—তবে কি আপনার অধীনস্থ যে পুরুষকে আমি স্বামীরূপে প্রার্থনা করব, তাঁকেই পাব? অবশ্য ফ্রান্সের রাজবংশের কোন বীরকে যদি আমি প্রার্থনা করি, তবে আপনি

অনায়াসে তা নাকচ করে দিতে পারেন। কারণ নীচু বংশের সাথে রাজবংশের বিবাহ আমিও সমর্থন করি না। কিন্তু যদি আপনার অধীনে সামন্তদের মধ্যে থেকে কাউকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে চাই, তা কি আপনি মেনে নেবেন?

রাজা হেলেনার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন, রোগমুক্তির পর সে যা প্রার্থনা করবে তাই পূরণ করতে তিনি বাধ্য থাকবেন।

হেলেনা তার অতীত বিদ্যা প্রয়োগ করে একাগ্রচিত্তে অক্লান্ত ভাবে দিনরাত পরিশ্রম করে. রাজার চিকিৎসায় ব্রতী হলো। আস্তে আস্তে রাজার প্রতিটি অঙ্গপ্রতঙ্গ সুস্থ সবল হয়ে উঠল। নতুন জীবন পেলেন তিনি।

সুস্থ হয়ে উঠে নিজের অধীন সামন্তদের ডেকে পাঠালেন তিনি। হেলেনাকে ডেকে বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি মতো, এঁদের মধ্যে থেকে যে কোনও বীরযোদ্ধাকে স্বামী হিসেবে বেছে নিতে পার।

হেলেনা মিষ্টি মধুর স্বরে বললেন—আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ঈশ্বরের অসীম করুণায় মহারাজ রোগমুক্ত হয়েছেন। নিজের কথা বলতে পারি, আমি একজন খুবই সাধারণ কুমারী মেয়ে। ঐ কুমারীত্বটুকুই কেবল আমার সম্বল।

রাজা বললেন—এঁদের মধ্যে যাকেই তুমি স্বামী হিসেবে বেছে নেবে, তিনি চিরদিন আমার সুনজরে থাকবেন। আর যিনি তোমার প্রেমকে অগ্রাহ্য করবেন, তিনি যে ভবিষ্যতে আমার করুণা হারাবে তাতে সন্দেহ নেই।

রাজার কথা শুনে সমবেত লর্ডরা নড়ে চড়ে আকর্ষণীয়ভাবে বসার চেষ্টা করলেন।

হেলেনা সবার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হেসে বললেন,—কাউণ্ট বাট্রাম, আপনিই যে আমার মনের মানুষ, তা প্রকাশ করতে এখন সাহস পাচ্ছি না আমি। মহারাজ, আমি একেই স্বামীরূপে বরণ করতে চাই। চিরদিন যেন ওঁরই সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি।

মহারাজ সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বাট্রামের দিকে তাকালেন। বাট্রাম বিনীতভাবে বললেন। —মহারাজ, আপনার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। স্ত্রী নির্বাচন করার ব্যাপারে অন্তত আমাকে স্বাধীনতা দিন। যদিও আপনার আদেশ অমান্য করার মত মানসিকতা আমার নয়। তবু—

—লর্ড বাট্রাম, আমার রোগমুক্তির জন্য এই মেয়েটির আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা তো তুমি জান?

—কিন্তু এ তো আপনাকে বাঁচিয়ে আমাকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এই মেয়েটিকে আমি ভালই চিনি। আমাদের দয়ায় প্রতিপালিত এক দরিদ্র চিকিৎসকের মেয়ে। একে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিতে চাইছেন? আমার ভাগ্যে যা আছে হবে, আমি একে বিবাহ করতে অক্ষম।

—দারিদ্র্যের অজুহাতে, দীন-দরিদ্র চিকিৎসকের মেয়ে বলেই যদি তুমি একে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা কর, তবে বুঝবো তুমি কোন গুণের কদরই করতে জান না।

নাম-গোত্রহীনা হলেও যৌবনবতী হেলেনা জ্ঞান ও গুণের জন্যে অধিকতর সুন্দরী হয়ে উঠেছে। পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া মর্যাদার থেকে নিজের কাজের মাধ্যমে অর্জিত মর্যাদা অনেক বেশি ক্ষমতা রাখে।

আমার আর বেশি কিছু বলার নেই। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যদি তুমি এই রূপসী গুণবতী তরুণীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কর, তবে এর সব দায়িত্ব আমি বহন করব।

—মহারাজ, আমি একে ভালোবাসার কথা ভাবতেই পারি না।

—শোন কাউণ্ট বাট্রাম। আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে আমি বদ্ধ পরিকর। এজন্য যদি আমাকে শক্তি প্রয়োগও করতে হয়, তাহলেও আমি পিছিয়ে আসব না। আমি আবারও বলছি, আত্মম্ভরী স্পর্ধিত যুবক, তুমি হেলেনাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে আমার প্রতিশ্রুতি পালনে সহায়ক হও। যদিও তোমাকে আমি এই মহামূল্য সম্পদ গ্রহণের অযোগ্য বলেই মনে করি, তবু হেলেনার প্রতি কর্তব্যবোধ আমাকে তোমার কাছে বারবার একই কথা বলতে বাধ্য করছে।

আমি কিন্তু কোনদিন একথা ভাবতেও পারিনি যে এক রূপসী যুবতীকে কেন্দ্র করে কোনদিন তোমার বিচার করতে বসতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমার প্রতিশ্রুতি পালনের মধ্যে দিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠুক। আর যদি তুমি অরাজী হও, তবে শুধু যে তুমি আমার সবরকম করুণা থেকে বঞ্চিত হবে, তাই নয়, অশেষ দুর্দশায় পড়বে।

রাজার ক্রোধকম্পিত মূর্তি দেখে ভয়ে শিউরে উঠলেন। কাউণ্ট-বাট্রাম করজোড়ে বললেন—মহারাজ আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি। আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মহারাজ।

রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন। —তোমার হাতেই মিলিয়ে দিচ্ছি আমার কন্যাসমা হেলেনের হাত। ঈশ্বর সাক্ষী করে বলছি। তোমাদের জীবন মধুময় হয়ে উঠবে। আর কথা দিচ্ছি, হেলেনাকে সর্বরকমে তোমার উপযুক্ত করে তুলব আমি।

তার পরদিন মহাসমারোহে হেলেনা ও কাউণ্ট বাট্রামের বিবাহের আয়োজন করলেন রাজা। সমস্ত কাউণ্টরা এসে যোগ দিলেন সেই উৎসবে। গীর্জার পাদ্রী মহাশয় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গের উপস্থিতিতে বিয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন। রাজকীয় সমারোহে ভোজের আয়োজন হল।

তার পরদিন বাট্রাম কথা প্রসঙ্গে তাঁর সহচর পেরোলেসকে নিজের মনের কথা জানালেন।

যদিও সর্বজনমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গীর্জার পাদ্রী খুব পবিত্র ভাবেই বিয়ের কাজটি করিয়েছেন, তবু হেলেনাকে আমি মন থেকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারছি না। আমি বরং তাস্কান যুদ্ধে যাব, তবু ওকে নিয়ে সংসার করতে পারবো না।

কুচক্রী পেরেলেস তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল। —ফ্রান্স ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। যার কাজ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন, সে যদি নারীর আঁচলের তলায় পড়ে থাকে, তবে তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে।

—আমি যুদ্ধেই যাবো। মাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব সে কথা। রাজাকে মুখের ওপর সব কথা জানানো সম্ভব নয়। ইটালীর রণক্ষেত্র থেকে চিঠি লিখবো তাঁকে।

পেরোলেস হেলেনার সঙ্গে দেখা করে বলল, জরুরী প্রয়োজনে লর্ড বাট্রামকে বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। মন্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারেন না, তবু নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তাঁকে বিয়ের আনন্দ-স্ফূর্তি থেকে দূরে চলে যেতে হচ্ছে। কাউন্ট বাট্রামের ইচ্ছে হেলেনা যেন যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ী ফিরে যান।

সন্ধ্যার কিছু আগে বাট্রামের দেখা পেলেন হেলেনা। স্বামীকে সে বলল, তাঁর ইচ্ছামতই কাজ করবে সে বাড়ী ফিরে যাবার জন্য রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে সে। রাজা বাট্রামকে দেখা করতে বলেছেন।

মুখে কৃত্রিম বিষণ্ণতার ছাপ ফুটিয়ে তুলে বাট্রাম বললেন—আমি অবশ্যই রাজার সঙ্গে দেখা করব। আমি বর্তমানে নিতান্ত অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। তাই এখন বিয়ে করার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি যোদ্ধা, এখন আমার আনন্দস্ফূতির সময় নয়, তাই তোমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে। এই চিঠিটা আমার মাযের হাতে দিও। যুদ্ধ শেযে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। বিদায় প্রিয়তমা।

কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিল হেলেনা। তার গাড়ীর আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গর্জন করে উঠলেন কাউন্ট—তুমি বাড়ী যাও। আমি আর কোনদিনই ফিরছি না। আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে শুধুই অসির ঝনৎকার, বুকফাটা আর্তনাদ আর যুদ্ধভেরীর গুরুগম্ভীর স্বর বাতাসকে বিষিয়ে রাখছে। সে জীবনই আমার কাছে শ্রেয়।

ইটালীর ফ্লোরেন্সের রাজপ্রাসাদে ডিউক আসন্ন যুদ্ধের বিষয় নিয়ে সভাসদদের নিয়ে আলোচনায় মগ্ন। তাঁর জ্ঞাতিভাই ফরাসী রাজের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি সাহায্য না পাঠালে এ যুদ্ধে জেতা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই উপস্থিত পরিষদ লর্ডরা অভিমত প্রকাশ করলেন।

ডিউকের কণ্ঠে হতাশা—ফরাসী রাজের ইচ্ছের ওপরই এখন নির্ভর করছে সবকিছু। আমরা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। আমাদের নিজেদের তরুণ যোদ্ধাদের আহ্বান জানাচ্ছি, তারা মাতৃভূমির জন্য জীবনপণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে বীরের সম্মান।

এখন আপনারা বিশ্রাম করুন। কাল সকালে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে। এই কথা বলে ডিউক উঠে দাঁড়ালেন। লর্ডরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

রুসিলনের কাউণ্টেস খবর পেলেন, রাজার নির্দেশে তাঁর পুত্র হেলেনাকে বিয়ে করেছেন। এখন তাঁর পুত্রবধু হেলেনা একাই রুসিলনে ফিরছেন। এই ব্যাপারটি কাউণ্টেসের মোটেই ভাল লাগল না। একা আসছে কেন হেলেনা? পুত্রেব. দর্শনের জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল তাঁর।

সেদিন সকালে তাঁর চিরপরিচিত প্রাসাদের সামনে গাড়ী থেকে একাই নামল হেলেনা। নববধূব আনন্দ রক্তিম আভার চিহ্নমাত্র নেই তার মুখে। বড়ই বিষণ্ণ ম্লান সেই মুখ।

কাউণ্টেসের হাতে নীরবেই সে তুলে দিল তাঁর পুত্রের লেখা চিঠিটি। কাউণ্টেস সাগ্রহে পড়লেন।

—তোমার পুত্রবধু তোমাব কাছে যাচ্ছে, রাজাকে রোগমুক্ত করে সে তার ভাগ্যকে ফিরিয়েছে। সেই সঙ্গে নির্বাসিত হয়েছে আমার চিরদিনের হাসি আনন্দ। বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে করতে হলেও তাকে শয্যাসঙ্গিনী করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার হয়নি, পারিও নি। আর এ না পারাকেই চিরস্থায়ী করার জন্য দূরদেশে পাড়ি দিচ্ছি। আমি তার কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকবো। তুমি আমার আন্তরিক ভক্তি গ্রহণ কর।

ইতি

তোমার একান্ত অনুগত পুত্র—

বাট্রাম।

চিঠি পড়ে বুকে শেল বিঁধলো কাউণ্টেসের। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। পুত্রের এ কাজ মন থেকে সমর্থন করতে পারলেন না কাউণ্টেস। এমন একজন দয়ালু ও হিতাকাঙ্খী রাজাকে প্রতারণা করে নিজের পায়েই সে কুড়ুল মেরেছে তাঁর পুত্র, এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না তাঁর।

হেলেনার চোখ দিয়ে অঝোরে নেমে এলো অশ্রুধারা,—মা আমি সত্যিই অভাগিনী, আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছেন। আমার বহু আকাঙ্খিত ধন হাতে পেয়েও হারালাম।

ফ্রান্স থেকে দুজন রাজকর্মচারী এসে উপস্থিত হলেন এই সময়। তাঁরা জানালেন, কাউণ্ট বাট্রাম ফ্লেরোন্সের রণক্ষেত্রে গেছেন। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে এদের। হেলেনার জন্য একটি চিঠি পাঠিয়েছেন তার স্বামী।

হেলেনা সাগ্রহে চিঠিটি পড়েই ব্যথা, বিস্ময় ও অপমানে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। স্বামী লিখেছেন—আমার আঙুলের আংটিটি তোমায় দিইনি। তার অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তোমাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারিনি আমি। সেই আংটি যদি তুমি কখনো পাও, ও আমার ঔরসজাত পুত্রকে গর্ভে ধারণ করতে পার, তবেই তোমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দেব। তবে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট করার জন্য আমি সর্বদাই সচেষ্ট থাকব।

কাউণ্টেসও চিরকুটটি পড়লেন, তারপর হেলেনার নিথর দেহটি জড়িয়ে ধরে

কেঁদে ফেললেন, বললেন—সব দুঃখ এমন করে নিজের বুক পেতে নিস্‌না মা। তোর তো কোনও অপরাধ নেই। এমন পুত্রকে গর্ভে ধারণ করে অপরাধ তো আমিও করেছি। আমার রক্ত থেকে তার নাম মুছে ফেলছি। আজ থেকে তুমিই আমার একমাত্র সন্তান।

রাজকর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বললেন কাউন্টেস—আপনারা কি এখন প্যারীতে ফিরে যাবেন? নাকি ফ্লেরোন্সের দিকে যাবেন। যদি ফ্লেরোন্সে যান, আমার পুত্রের সঙ্গে পেরোলেস নামে কেউ আছে কিনা খোঁজ করবেন তো।

—আমরা জানি ম্যাডাম, পেরোলেস আপনার পুত্রের সঙ্গেই সর্বদা থাকেন।

—অত্যন্ত চতুর ও দুরবুদ্ধি ঐ লোকটি। আমার পুত্রকে বিপথে চালনা করতে ঐ পেরোলেসই প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আপনাদের সঙ্গে যদি কোনদিন বার্ট্রামের দেখা হয়, তাকে বলবেন, আমার মতে, আজ যে সম্মান সে হেলায় হারাল, অস্ত্রবলে তাকে সে কোনদিনই উদ্ধার করতে পারবে না।

ইতিমধ্যে কাউণ্ট বার্ট্রাম ফ্লোরেন্সে উপস্থিত হয়ে ডিউকের কাছে যুদ্ধে যোগদানের বাসনা জানালেন। ডিউক তাঁর শৌর্য ও অস্ত্রচালনে নিপুণতার পরিচয় আগে পেয়েছেন। বার্ট্রামের ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল, তিনি সানন্দে তাঁকে সেনাপতির পদ দিলেন।

এদিকে উপেক্ষিতা হেলেনা কাউন্টেসের নামে একটি চিঠি রেখে জ্যাকুইসের তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়লেন। চিঠিতে সে জানাল, "সেণ্ট জ্যাকুইসের তীর্থে যাচ্ছি। প্রেমের তাগিদে আমি সন্ন্যাসিনীদের মত খালি পায়ে আত্মনিপীড়নের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দেব। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার পুত্রকে পত্র মারফৎ জানিয়ে দিন, তিনি যেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন। আমি তাঁর থেকে অনেক দূরে বসে তাঁর মঙ্গল কামনা করব। তিনি যেন আমাকে মার্জনা করেন। আমার জন্যই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তাঁকে রক্ষা করতে আমি হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করব। আমার হৃদয়ে তাঁর স্থান মৃত্যুর থেকে অনেক উর্ধ্বে।"

চিঠি পড়ে বেদনাতুর মুখে কাউন্টেস তাঁর পরিচারককে বললেন,—অনেক দেরী হয়ে গেছে রোনাল্‌ডো। সে ইচ্ছে করেই আমার হাতে চিঠিটা পৌঁছবার ব্যবস্থা করেছে, তখন আর তাঁকে খোঁজ করে পাবার উপায় নেই। এমন একটা ফুলের মত মেয়ে আমার পুত্রের নির্বুদ্ধিতায় বিনষ্ট হয়ে গেল। তাকে আমি বা রাজা কেউই মার্জনা করতে পারব না।

রোনাল্‌ডো, আমার হতভাগ্য পুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও তার লাঞ্ছিতা স্ত্রী হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করার জন্য গৃহত্যাগ করেছে। এবার আর ঘরে ফিরে আসতে তার কোন বাধা নেই।

ইতিমধ্যে ফ্লোরেন্সের যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে। অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন কাউণ্ট বার্ট্রাম। শত্রুপক্ষের সব চেষ্টাই একে একে ব্যর্থ করে দিচ্ছেন তিনি।

যুদ্ধক্ষেত্রে পাশের রাস্তা দিয়ে তীর্থযাত্রিনীর বেশে জ্যাকুইসের পথে চলেছে হেলেনা। পথে ফ্লোরেন্সের এক বৃদ্ধার কাছ থেকে রুসিলনের কাউন্টের বীরত্বের কথা শুনলেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে বিশ্রামের জন্য ঐ বৃদ্ধার কুটিরেই আশ্রয় নিল হেলেনা।

সেদিন রাতে বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে হেলেনা জানতে পারল বৃদ্ধার সুন্দরী তরুণী কন্যা ডায়ানাকে দেখে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়েছেন কাউণ্ট বাট্রাম। তিনি ডায়ানাকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পেতে চান। এ বিষয়ে ডায়ানার দিক থেকে কোন সাড়া নেই।

বিষয়টি নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলেন হেলেনা। তারপর মনে মনে একটি পরিকল্পনা করল। বৃদ্ধাকে উপহার স্বরূপ প্রচুর অর্থ দিয়ে ও ডায়ানার বিবাহের পণ জোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের বিশ্বস্ততা অর্জন করলেন। তারপর নিজের পরিচয় জানাল তাদের। মাতা ও কন্যা তার দুঃখের কাহিনী শুনে খুবই মর্মাহত হলো, এবং তাকে সর্বরকমে সাহায্য করতে অঙ্গীকার করল। ডায়ানা এক সন্ধ্যায় কাউন্টের আমন্ত্রণে সাড়া দিল। তার সঙ্গে নিভৃতে প্রেমালাপ করার অছিলায় নানা ছল চাতুরী করে তাঁর হাতের আংটিটি করায়ত্ব করল। ঠিক হল, সেদিন মধ্যরাত্রে ডায়ানার ঘরে হবে কাউণ্ট বাট্রামের অভিসার। তবে শর্ত রইল, সে সময় কাউণ্ট ডায়ানোর সঙ্গে কোন কথা বলবেন না। ডায়ানাও কোন কথা বলবে না। একদম নিঃশব্দে হবে তাদের তিমিরাভিসার। কাউণ্ট সম্মত হলেন। সেদিন রাত্রে ডায়ানা তাঁর হাতে নিজের একটি আংটি পরিয়ে দিল।

যুদ্ধ থেমে গেছে। উভয়পক্ষের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমেই শেষ হয়েছে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। মার চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন কাউণ্ট বাট্রাম। স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ রটনা করে দিয়েছেন তিনি।

ফ্লোরেন্সে ডিউক এই বীর সেনাপতিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে বিদায় দিলেন। এবার কাউন্টের ঘরে ফেরার পালা।

রুসিলনের প্রাসাদে কাউন্টের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন লর্ড লাফিউ। তাঁর ইচ্ছা তাঁর কন্যার পানি গ্রহণ করুক বিপত্নীক কাউণ্ট বাট্রাম। আগেই এ বিষয়ে রাজার কাজ থেকে মত নিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তারপর হঠাৎই হেলেনার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় বাট্রামের। লাফিউর ধারণা রাজা বাট্রামের ওপর যেকরম বিতৃষ্ণ হয়ে আছেন, তাতে এই বিয়ের ব্যবস্থা করলে হয়ত তাঁর ক্রোধ একটু প্রশমিত হবে।

এমন সময় প্যারীস থেকে খবর এলো যে, মহারাজ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিন স্বয়ং রুসিলনে আসছেন।

মহারাজকে অতিথি হিসেবে পাবা সৌভাগ্যে আনন্দিত হলেন কাউণ্টেস।

কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা করে মহারাজ হেলেনার প্রতি বাট্রামের অমানবিক আচরণের জন্য মর্মবেদনা প্রকাশ করলেন, তবে যেহেতু তার তরুণ বয়স, তাই তার অপরাধকে

ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। লর্ড লাফিউর কন্যার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবকেও সমর্থন জানালেন রাজা।

বার্ট্রাম রুসিলনে উপস্থিত হলে তাঁকেও সব কথা জানান হল। বার্ট্রাম সানন্দে লাফিউ কন্যা মডলিনকে বিবাহ করতে রাজী হলো।

এমন সময় রাজার কাছে খবর এল ডায়না নামে এক ফ্লোরোন্সবাসী তরুণী ও তার বৃদ্ধা মা রাজার দর্শনপ্রার্থী। তাদের প্রয়োজন নাকি খুবই জরুরী।

রাজা দেখা করতে সম্মত হলেন। ডায়ানা রাজাকে জানাল কাউণ্ট বার্ট্রাম তাকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তাকে বিয়ে করবেন। সে উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও করেছিলেন তার সঙ্গে। কিন্তু সে কথা না রেখে, তাকে না জানিয়েই ফ্লোরেন্স থেকে পালিয়ে এসেছেন কাউণ্ট।

রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে কাউণ্ট প্রথমে ভয়ে স্বীকারই করতে চাননি যে তিনি ডায়নাকে চেনেন। তখন ডায়না রাজাকে একটি আংটি দেখায়, বলে, যে মিলনের সন্ধ্যায় কাউণ্ট তাকে এই ভালবাসার নিদর্শনটি দিয়েছিলেন।

রাজা আংটিটি হাতে নিয়ে দেখেন তাতে রুসিলনের কাউণ্ট পরিবারের মোহর অঙ্কিত আছে। এ সেই আংটি যা রুসিলনের কাউণ্টরা পুরুষানুক্রমিক ভাবে আঙুলে পরে আসছেন।

কাউণ্ট বার্ট্রাম এবার স্বীকার না করে পারলেন না, যে আংটিটি তিনিই ডায়ানাকে দিয়েছেন।

এবার ডায়ানা কাউণ্টের আঙুলের আংটিটি দেখিয়ে বলল, মিলনের রাত্রে ঐ আংটিটি সে কাউণ্টকে দিয়েছিল।

রাজা আংটিটি দেখতে চাইলেন। সেটি দেখে তাঁর বিস্ময় আর বাঁধ মানল না। এ আংটিটি তো তাঁর চিরদিনের চেনা। তাঁর নিজেরই বহুমূল্য এই আংটিটি রোগমুক্তির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হেলেনাকে তিনি দিয়েছিলেন। এ আংটি ডায়ানা কোথায় পেল।

সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এবার রাজার সামনে এলেন হেলেনা। সেই নিয়ে এসেছে বৃদ্ধা ও ডায়নাকে। এতক্ষণ অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল সে।

রাজার পদতলে বসে আশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে হেলেনা নিবেদন করল তার কাহিনী।

পূর্ব পরিকল্পনা মত সেদিন রাত্রে ডায়ানার বদলে তার ঘরে উপস্থিত ছিল হেলেনা। তার সঙ্গেই শয্যায় মিলিত হন তার স্বামী, তখনই সে রাজার দেওয়া আংটিটি পরিয়ে দেয় স্বামীর, অনামিকায়। তার পরামর্শেই নানারকম মান অভিমান করে কাউণ্টের আংটিটি দখল করে ডায়ানা।

তার স্বামী তাকে লেখা প্রথম ও শেষ চিঠিতে জানিয়ে ছিলেন, যদি কোনদিন তার স্বামীর আংটিটি হেলেনা হস্তগত করতে পারে এবং তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে পারে, তবেই তাকে স্ত্রী বলে মেনে নেবেন। এই দুটি উদ্দেশ্যেই নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিল হেলেনা এবং আজ তার দুটি উদ্দেশ্যই সফল হয়েছে।

স্বামীর প্রতি ভালবাসা কত দুর্বার হলে একজন সামান্যা অসহায়া রমণী এমন দূর্জয় সাধন করতে পারে, একথা বুঝলেন কাউণ্ট বাট্রাম। হেলেনাকে এক নতুন আলোয় আবিষ্কার করলেন তিনি। বুঝলেন ভালবাসাই অসামান্য করে তুলেছে এই রমণীকে। কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় তাকে পত্নীরূপে বরণ করে নিতে এগিয়ে এলেন তিনি।

দ্য রেপ অব লুক্রিসি (কাব্য)

এই গল্প অথবা ঘটনার মুখ্য চরিত্র দুটি—বীর যোদ্ধা লুসিয়াস টার্কুইনিয়াস ও রূপবতী লুক্রিসিয়া বা লুক্রিসি।

টার্কুইনিয়াসের শ্বশুর ছিলেন ভিয়াস টুলিয়াস। এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন টুলিয়াস—ঘাতকের হাতে অতর্কিতে প্রাণ হারান তিনি। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সংকল্প হন টুলিয়াসের জামাতা টার্কুইনিয়াস। তাই রোমের সব বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে, রীতি-নীতিকে অবজ্ঞা করে তিনি বীরদর্পে যুদ্ধ-অভিযানের পরিকল্পনা করেন। এর জন্য তিনি জনসমর্থনের অপেক্ষা রাখেন নি। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি অস্থির—মনে তার অসাধু আকাঙ্খা।

এই সময় একদিন যুদ্ধশেষে তাঁর সেনাপতিরা পানাহার করার জন্য একত্রে মিলিত হলেন। সকলে নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে গল্প করতে করতে প্রসঙ্গ উঠল নিজেদের পত্নীদের। কার পত্নী কত গুণবতী, রূপবতী—সকলেই তার বর্ণনা দিতে লাগলেন আর রাজকুমার টার্কুইনিয়াস মধ্যমণি হয়ে বসে সেই বর্ণনা শুনতে লাগলেন মহানন্দে।

মহাবীর কোলাটিন সেই সময় তাঁর পত্নী রূপবতী লুক্রিসিয়ার বর্ণনা শুরু করলেন। কোলাটিন পত্নীগর্বে গর্বিত—রূপে-গুণে-পাতিব্রত্যে অতুলনীয়া নারী লুক্রিসিয়া। পঞ্চমুখে প্রশংসা করার মতো নারী লুক্রিসিয়া। লুক্রিসিয়া সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত তার স্বামী কোলাটিন।

কিন্তু কোলাটিন তখনও জানতেন না যে, পত্নী সম্পর্কে তাঁর এই উচ্ছ্বাস তাঁর অপরিসীম দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠবে। দুভার্গ্যের শুরু সেদিন থেকেই যেদিন টার্কুইনিয়াস স্বচক্ষে দেখলেন লুক্রিয়াসকে। পরিহাস করেই সকলে রোমে এসে উপস্থিত হলেন সকলের পত্নীকে দেখার জন্য। কেউ তাঁর পত্নী সম্পর্কে বাহুল্য বিবরণ দিয়েছে কিনা—তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। রাজকুমার টার্কুইনিয়াস নিজেও দেখতে চান সকলের পত্নীকে। সকলের পত্নীই প্রমোদে আসক্ত দেখা গেল,

তারা আসাধারণ কিছু নন।

এবার এল কোলাটিনের পালা। কোলাটিনের বাড়িতে এসে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন লুক্রিসিয়াকে দেখে। আমোদ-প্রমোদ কিছুমাত্র মন নেই লুক্রিসির, পরিচারিকা-বেষ্টিতা হয়ে গুণবতী লুক্রিসি বুননকর্মে রত। তাঁরা আরও দেখলেন যে, কোলাটিন লুক্রিসি সম্পর্কে যা বলেছেন, তার কোনোটিই মিথ্যা নয়। কোনো গুণের অভাব নেই লুক্রিসির। পবিত্র আচার ও সেবাধর্মে সে অসামান্য। নিজের স্বভাব-গুণে সে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা নারী। রাজা, প্রজা, সামন্ত—সে দেশের কারোর ঘরের নারীই লুক্রিসির মত নয়। কোলাটিন মহাভাগ্যবান। অনেকেরই অর্থ-সম্পদের অভাব নেই কিন্তু লুক্রিসির মতো নারীরত্ন কেউই লাভ করেন নি। এ সুখ কারোর ভাগ্যে জোটে নি।

লুক্রিসিকে দেখে সকলেই একবাক্যে 'ধন্য ধন্য' করে উঠলো। কিন্তু হিতাকাঙ্খী বন্ধুর মধ্যে ছদ্মবেশী শত্রুও লুকিয়ে থাকে। পত্নীগুণ বিশ্লেষণ করে কোলাটিন শত্রুতাকেই আহ্বান করলেন। অপরের গৌরবে সেই শত্রু ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে, অহিত সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে। টার্কুইনিয়াস শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। লুক্রিসিকে দেখে বিস্ময়ে তার চোখের পলক পড়ে না। লালসায় মন পূর্ণ হয়ে উঠল। কেউ তাঁর মনের কথা জানল না, তিনি শুধু সুকৌশলে তাঁর ইচ্ছাপূরণের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা সদিচ্ছা ছিল না।

সকলকে শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তিনি একাকী শয্যায় লুক্রিসিয়াকে কামনা করতে লাগলেন। এই ইচ্ছা তাঁকে পূরণ করতেই হবে। তিনি নানারকম চিন্তা করতে লাগলেন। কোলাটিন শিবিরে রয়েছেন, লুক্রিসি ঘরে একা। এই সময় যদি টার্কুইনিয়াস লুক্রিসির কাছে যান, তবে কামজ্বরে আক্রান্ত লুক্রিস নিশ্চয়ই তাঁকে স্বাগত জানাবে। কোলাটিন যতই তাকে সাধ্বী বলে জানেন, আসলে সব নারীই কামের অধীন। অতএব এই কান্তিময়ী নারীকেও জয় করা কষ্টকর হবে না। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে লুক্রিসির চিন্তায় রাজা অস্থির হয়ে পড়েন। ধীর পায়ে শিবির থেকে বেরিয়ে অশ্বাশালায় যান। অশ্বাশালা থেকে নিজের অশ্বটিকে নিয়ে দ্রুত রওনা দেন কোলাটিনের বাড়ির দিকে।

একে একে গ্রাম ও প্রান্তর ছেড়ে অশ্ব এসে থামল লুক্রিসির ঘরের দরজায়। অশ্বের পদ শব্দ শুনে লুক্রিসিয়া এসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অবাক—সামনে রাজকুমার। রাজকুমারের মন্দ অভিপ্রায় বুঝতে পারে না সে। সসম্মানে রাজকুমারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে রাজার উপযুক্ত আপ্যায়নে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। লুক্রিসির প্রতিটি পদক্ষেপে, ব্যবহারে, বাক্যে ফুটে-ওঠে আভিজাত্য—টার্কুইনিয়াস আরো মুগ্ধ হয়। পতির বীরত্বের কথা গর্বভরে লুক্রিসি রাজকুমারকে শোনায়। ইতালীর রণাঙ্গণে ঘোরতর যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছেন কোলাটিন—অসাধারণ সেই বীরত্বের ঘটনার উল্লেখ করে লুক্রিসি। পতির সম্মান যেন তারও সম্মান। রাজকমুারও নানা গল্প করে তার সঙ্গে। ঘণাক্ষরেও তাকে বুঝতে দেন না নিজের অভিপ্রায়।

লুক্রিসিয়া সরল মনে রাজকুমারের পানাহারের আয়োজন করেন। সজাগ দৃষ্টি রাখেন অতিথি সৎকারের আয়োজনের দিকে। তারপর শয্যা রচনা করে বাকি রাতটুকু বিশ্রাম নিতে বলে। রাজকুমার কিন্তু নানারকম আলাপ-আলোচনায় জাগিয়ে রাখে লুক্রিসিকে। ঘুমে লুক্রিসির চোখ জড়িয়ে আসে কিন্তু সৌজন্যের দায়ে সে রাজার সামনে '' :কে উঠে যেতে পারে না। এমন করে মধ্যরাত অতিক্রম করে। সকলে নিদ্রায় ᐧᐧ, নিস্তব্ধ রাত্রি—জাগ্রত শুধু দুজন—টার্কুইনিয়াস ও লুক্রিসিয়া। লুক্রিসিয়া এবার নিজে কক্ষে শুতে গেল। জেগে রইলেন টার্কুইনিয়াস তাঁর অতৃপ্ত কামনা নিয়ে। রাতি যখন আরো গভীর, রাজকুমার ধীরপায়ে গেলেন লুক্রিসির শয়নকক্ষের দরজায়। কামনায় জর্জরিত রাজার জ্ঞান-বুদ্ধি-আত্মসম্মান-বোধ সবই লোপ পায়। লুক্রিসি তাঁকে অতিথির সম্মান দিল, সরল বিশ্বাসে তাঁকে আপ্যায়ন করল—এসব তিনি ভেবেও দেখলেন না।

বাজকর্তব্য অবহেলা করে, যশ-খ্যাতি-মান সব বিসর্জন দিয়ে তিনি কাদায় ডুব দিলেন। কলঙ্কেও তার ভয় নেই। তবুও ক্ষণিকের জন্য তার মনে হল সংযমের কথা। মনে হল, মান-যশের মূল্য কতটা। তিনি একথাও ভাবলেন যে, অমাত্য-মন্ত্রী ও প্রজাদের কাছে তিনি মুখ দেখাতে পারবেন না এরূপ আচরণের পর। কিন্তু সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বে কুমতিই জয়ী হলো—শুভবুদ্ধি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। অপরাধও তাঁর কাছে অপরাধ নয়: লুক্রিসির ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি। কক্ষের দরজার দুর্বল আগল সহজেই ভেঙে ফেললেন। ঘরের মধ্যে শায়িতা লুক্রিসিয়া যেন একরাশ ফুল। চোখ দুটি বোজা—যে পুষ্পকলি—নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন নারী অনুপম সৌন্দর্যের আধার। রাজা লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন নিদ্রিতা নারীর দিকে—যেন আকণ্ঠ পান করেন তার সৌন্দর্য।

মৃদুপায়ে শয্যার দিকে অগ্রসর হতেই শব্দ হয় ঘরেং ধ্যে। লুক্রিসি জেগে উঠে রাজাকে দেখে ভয়ে-বিস্ময়ে সে নির্বাক হয়ে যায়—যেন অপদেবার আবির্ভাব ঘটেছে তার গৃহে। অঘটনের আশঙ্কায় বিস্ফারিত চোখে সে দেখে রাজাকে। রাজা তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসেন, হাত রাখেন লুক্রিসির দেহে। শুরু হয় রাজার সম্ভোগ। কাতর আবেদন করেন লুক্রিসি। আতিথ্যের বিনিময়ে এই আচরণের কথা তিনি যে কল্পনাও করেননি। রাজা পিতৃতুল্য, প্রজা-নারীর সঙ্গে তাঁর কন্যা সম্পর্ক। কন্যার মান তিনি রক্ষা করবেন। পরিবর্তে এই আচরণ তাঁকে নিন্দিত করবে। রাজাও ধর্মকথা শুনতে রাজী নন। তিনি লুক্রিসিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, সতীত্ব আর পরিব্রত্য কত মূল্যহীন। নির্বোধরাই জীবন উপভোগ করতে জানে না। লুক্রিসিয়া তাঁকে তো শত্রু না ভেবে বন্ধু ভাবতে পারে।

সে যদি রাজকুমারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তবে যথার্থ সুখের সন্ধান সে পাবে, উপযুক্ত সম্মানও সে পাবে। লুক্রিসিয়া সে কথায় কর্ণপাত ও করে না। সে কেঁদে আকুল হয়ে বলে যে, রাজার এই আচরণ প্রজাদের কর্ণগোচর হলে প্রজারা রাজাকে

আবর্জনার মত নিক্ষেপ করবে। তারাই তখন রাজার বিচার করবে, গদর্ভ দিয়ে রাজাকে বহন করাবে। রাজার মান-যশ-খ্যাতি ধূলায় মিশে যাবে। এত করেও কোনো ফল হল না। কুক্কুর যেমন তার শিকার ধরে, তেমনই রাজা লুক্রিসিকে ধরলেন। শশকীর মতো ভয়ে লুক্রিসি চীৎকার করে ওঠে। কেউ তার চীৎকার শোনে না। অঝোরে কেঁদে চলে লুক্রিসি—অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ হয়ে যায়। কামজ্বালা, নির্বাপিত হয়ে গেলে অশ্ব ছুটিয়ে নিয়ে শিবিরে ফিরে গেলেন টার্কুইনিয়াস। তখনও শিবিরের সকল সৈন্য নিদ্রাভিভূত। চুপি চুপি তাঁবুতে পৌঁছে শুয়ে পড়লেন রাজা—তাঁর কীর্তির কথা কেউ জানতেও পারলো না।

এদিকে চোখের জলে ভেসে বিনিদ্র রজনী কাটালো অবলা নারী লুক্রিসিয়া লজ্জা গোপন করার স্থান নেই তার, স্বান্ত্বনা খুঁজে নেওয়ার ভাষা নেই। অবশেষে রাত্রি প্রভাত হলো। লুক্রিসি মন শক্ত করে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করল। তস্কর ও দুর্বৃত্তকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে সর্বত্র তাদের প্রতিপত্তি বাড়বে। প্রতিশোধ নিতে সে নিজেই হাল ধরলো। লিখল দুইটি পত্র—একটি পিতাকে এবং একটি স্বামীকে।

বিস্তারিত বিবরণ দিল সমস্ত ঘটনার। কেমন করে অতিথির ভেক ধরে রাজকুমার তার যথাসর্বস্ব হরণ করে নিয়েছে। কেমন করে তার সেবাযত্নের বিনিময়ে তার সম্মান ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। দুইজন পরিচারকের হাতে সে চিঠি দুটি তুলে দিল ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে। একজন দূত গেল লুক্রিসির পিতার কাছে রোম দেশে। অপর দূত গেল যুদ্ধশিবিরে কোলাটিনের কাছে। এদিকে লুক্রিসির চোখে অশ্রুবন্যা। ফুঁসে উঠছে সে আহত বাঘিনীর মতো—চোখের ভাষায় যেন তার সব কথা প্রকাশিত। মন্দ অদৃষ্টের কথা ভেবে সে আকুল হয়ে উঠেছে।

জুলিয়াস ব্রুটার্স নামে দূতটির হাতে কন্যার পত্র পেয়ে জ্বলে ওঠে লুক্রিসির বৃদ্ধ পিতার অন্তর। দীর্ঘক্ষণ তিনি নিভৃতে চিন্তা করলেন—প্রতিজ্ঞা করলেন যে তাঁর কন্যার সতীত্ব হরণ করেছে, তাকে শাস্তি দিতেই হবে। মৃত্যু তার সুনিশ্চিত।

কোলাটিন বার্তা পেলেন পাবলিয়াস ভ্যালোরিয়াস নামে দূতের কাছে। পত্রপাঠ করে তিনি ক্রোধে আগুন হয়ে ওঠেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর আদরের পত্নীর একি অবমাননা। যাকে সে বিশ্বাস করে পত্নীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে, সে কেমন করে এই সর্বনাশ করতে পারে? রাজাই প্রজার এমন অনিষ্ট করে—এর তো তুলনা মেলা ভার! রক্ষকই যে ভক্ষক হয়ে গেল!

লুক্রিসি লজ্জায় কাতর হয়ে কত কি ভাবে। সতীত্ব যার হারাল, বেঁচে থাকার সার্থকতা তার আর কি রইল? হয়তো কোলাটিন লজ্জায়, দুঃখে তাকে হত্যা করবেন। কোলাটিনকে এই কলঙ্কিত মুখ সে কেমন করে দেখাবে? এই সব আকাশ-পাতাল ভাবনা লুক্রিসিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। সিদ্ধান্ত নিল এই অশুচি দেহ সে আর রাখবে না। কোলাটিনের মুখোমুখি হবার আগে সে প্রাণ বিসর্জন দেবে।

আত্মঘাতী হওয়ার মুহূর্তে সামনে দেখা দিলেন কোলাটিন। স্বামীকে দেখে লুক্রিসির

চোখের জল বাঁধ মানে না। কোলাটিন তাকে সান্ত্বনা দেন। লুক্রিসির পাতিব্রত্য কোলাটিনের গর্বের কারণ—একথা টার্কুইনিয়াসকে কোলাটিনের প্রতি ঈর্ষান্বিত করেছে— তাই সেই দুবৃর্ত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে লুক্রিসিকে নষ্ট করেছে। এতে তো লুক্রিসির কোন দোষ নেই। এখন একমাত্র কাজ উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করা। দুর্জন তার ইচ্ছাপূণের জন্য হেন কাজ নেই যা করতে পারে না। দুর্জনকে দমন করাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী কাজ।

কোলাটিন অশ্বপৃষ্ঠ চড়ে রওনা দিলেন টার্কুইনিয়াসের উদ্দেশ্যে। এমন শিক্ষা টার্কুইনিয়াসকে তিনি দেবেন যাতে কখনো কারোর সতীত্ব তিনি হরণ করতে না পারেন। গুলিবিদ্ধ বাঘ যেমন শত্রুর দিকে ধেয়ে যায়, কোলাটিন তেমনই টার্কুইনিয়াসের সন্ধানে অগ্রসর হন। অনেক আত্মীয়-বন্ধু তাকে সমর্থন করে তার সঙ্গে অগ্রসর হয়। তারা বোঝে যে, রাজা যদি প্রজার নিরাপত্তার কথা না ভাবেন তাহলে প্রজাদের নিজেদের হাতেই শাসনভার তুলে নিতে হবে। বিশ্বাসহন্তা রাজার মৃত্যুই শ্রেয়। এইভাবে প্রজারা টার্কুইনিয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। রাজ্যে আগুন জ্বলে উঠলো।

উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে সকলে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল। শাসনকর্যাদি ব্যাহত হতে লাগলো গৃহকোণে সাধ্বী নারীকে একা পেয়ে যে তার সতীত্ব হরণ করে সে পশুর চেয়েও অধম। তার স্থান হওয়া উচিত জঞ্জালের স্তূপে। সকল প্রজা রাজার বিনাশ সাধনে তৎপর হয়ে উঠল। এই পাষণ্ড বেঁচে থেকে কতজনের সর্বনাশ করবে কে জানে? কোলাটিন মনে করতে লাগলো লুক্রিসির নিষ্পাপ মুখখানি। লুক্রিসি বার বার তাঁকে বলেছে যে তিনি যেন টার্কুইনিয়াসকে ক্ষমা না করেন। যে দুর্বৃত্ত এমন সুন্দর ঘর ভেঙ্গে দিল সে ক্ষমার অযোগ্য। শুধু শত্রু নিগ্রহের খবরটি শোনার জন্য লুক্রিসি এখনও প্রাণ ধারণ করে আছে। প্রতিশোধ গ্রহণে[illegible] বরটি শুনতে পেলে তার আত্মা শান্তি পাবে না।

টার্কুইনিয়াসের প্রাণনাশের খবরেই লুক্রিসির গ্লানি দূর হবে। কোলাটিন লুক্রিসির কথা ভাবতে ভাবতে ধীরগতিতে পৌঁছালেন টার্কুইনিয়াসের শিবিরে। কিন্তু কোথায় টার্কুইনিয়াস? শিবিরে তিনি নেই, শয্যা শূন্য। রক্তে আগুন ধরে গেল কোলাটিনের। তিনি কোথায় পাবেন টার্কুইনিয়াসকে? বিফল মনোরথে ফিরে এলেন কোলাটিন। মনে ভয়, গৃহে ফিরে কেমন দেখবেন লুক্রিসিয়াকে। যা ভেবেছিলেন তা-ই হয়েছে। ঘরের ভিতর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর—ডুকরে কেঁদে উঠছে সে। রক্তাপ্লুত দেহে মাটিতে পড়ে আছে লুক্রিসিয়া। ক্ষীণ হয়ে আসছে তার কণ্ঠস্বর। চোখ মেলে সে আর তাকাতে পারছে না। সাক্ষাৎ মরণ তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় ঘটনাস্থলে লুক্রিসিয়ার পি[illegible]া এসে উপস্থিত হলেন। ছুরিবিদ্ধ কন্যাকে দেখে তিনি কেঁদে আকুল। পিতা ও পতি শোকে অধীর। একমাত্র কন্যা লুক্রিসি তাকে ছাড়া বৃদ্ধ পিতার জগৎ অন্ধকার। বক্ষে ছুরিকা গেঁথে [illegible]ত্মহত্যা করেছে লুক্রিসি—এ ব্যথা তিনি অসহনীয় বোধ করছেন।

পতি কোলাটিনই বা কি সুখে বাঁচবেন? কোলাটিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে শপথ করলেন, যে লুক্রিসিকে ছুরিকাবিদ্ধ হতে বাধ্য করেছে তার বুকে তিনি এই ছুরি গেঁথে দেবেন। তারপর তার রক্তে স্নান করে তিনি তৃপ্ত হবেন।

কোলাটিনের ক্রন্দন ও বিলাপের মধ্যেই লুক্রিসির দেহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর্তনাদ করে ওঠেন লুক্রিসির পিতা ও কোলাটিন। মৃতদেহ ঘিরে সোরগোল ওঠে, কেউ বা নিভৃতে চোখের জল ফেলে। লুক্রিসির বক্ষ থেকে ছুরিকা তুলে নিয়ে তখন প্রবীণ ব্রুটাস গল ছেড়ে প্রতিশোধ নেবার কথা কোলাটিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কর্তব্যকর্মে অবহেলা করার সময় এ নয়। অসৎ উদ্দ্যেশ্য নিয়ে রাজা ছদ্মবেশে রয়েছে, তার মুখোশ খুলে ফেলা দরকার। বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকলে চলবে না, আইন ও বিচারের জন্য মন শক্ত করতে হবে। ন্যায্য শাস্তি অপরাধীকে দিতেই হবে।

পিতা লুক্রিসিয়াসও কেঁদে বিলাপ করতে থাকেন। প্রাণাধিক কন্যার মৃত্যু তিনি মেনে নিতে পারছেন না। সন্তান তাঁর বুকের পাঁজর। বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি—মৃত্যু তাঁকে না নিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কন্যাকে। সন্তানের মৃত্যুশোক অসহ্য। কিছুতেই সে শোকের নিবৃত্তি হয় না। তবুও লুক্রিসিস স্থিতধী। কোলাটিনকে তিনি অনুচিত কাজ করতে নিষেধ করলেন, ধৈর্য্য হারাতে নিষেধ করলেন। জগতে ধৈর্য্য এক অমূল্য সম্পদ। বিপদে ধৈর্য্য হারালে সমস্যাই বৃদ্ধি পায়। যে চলে গেছে, তাকে ফেরানো যাবে না।

বৃদ্ধ লুক্রিসাসের শোক ও কোলাটিনের শোক জনতাকেও আকুল করে তোলে। ব্রুটাসের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী টার্কুইনিয়াসকে শিক্ষা দিতে সকলেই প্রস্তুত হয়। শুধু তারা কোলাটিনের আদেশের অপেক্ষায়। সেই বর্বর রাজার মুখোশ তারা জনসমক্ষে খুলে দেবে। রাজার কুকর্ম স্বচক্ষে সকলে প্রত্যক্ষ করবে। অবশেষে লুক্রিসিয়ার মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে জনগণ রোমের পহে পথে ঘুরতে লাগলো। ছড়িয়ে পড়ল রাজার কুকীর্তির কথা। রোমবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, রাজ্যে আলোড়ান ওঠে। জনতার রোষ ক্রমে ব্যাপ্ত হয়, অরাজকতায় দেশ ভরে ওঠে। সকলে টার্কুইনিয়াসের পতন চায়। বিচারসভা বসে, জ্ঞানী-গুণীজনের বিচরে স্থির হবে রাজার শাস্তি। লুক্রিসির আত্মা যাতে বুঝতে পারে যে, রোমবাসী তার প্রতি উদাসীন নয়, তার জন্য সচেষ্ট জনগণ।

অবশেষে টার্কুইনিয়াসের বিচার হয়। সকল বিচারক এক হয়ে টার্কুইনিয়াসকে চির-নির্বাসন দেন। রাজা দেশ ছেড়ে দ্বীপান্তরে যাবেন। অপরাধের শাস্তি ভোগ করবেন যাবজ্জীবন। রোমের জনগণ এই বিচারে সন্তুষ্ট হয়। সকলের চোখের সামনে দিয়ে টার্কুইনিয়াস রাজ্য ছেড়ে চির-নির্বাসনে যায়। এইভাবে শাস্তি পায় অপরাধী, দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায্য বিচার।

প্যাসিওনেট পিলগ্রিম (কাব্য)

।। এক ।।

নায়িকা শপথ করে আমার কাছে সততার পরিচয় দিল। যা বলল অন্তরে বুঝলাম সবটাই মিথ্যে নয় কিছু সত্য আছে। তথাপি তার কথা বিশ্বাস করে তার বক্ষ বক্ষে টেনে নিলাম। হয়ত সে ভাবত আমি একজন অজ্ঞ অনভিজ্ঞ যুবক। আমার হৃদয়ে কিছু শিক্ষা নেই। তাই তো তার মিথ্যাকে ধরতে পারি। জগৎ সংসার চাতুরিতেভরা ও প্রবঞ্চনাতেভরা। আমি বুদ্ধিহীন। মনে ভাবি আমি একজন কাঁচা মনে তরুণ কুমার। যদিও আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা বুঝি। নিশ্চিতভাবে মিথ্যা ও প্রবোধবাক্য ধরতে পারি। দুর্বিনীতি মিথ্যাচারে প্রেম দেয় অবশ্যই আপন অন্তরে বুঝতে পারি। মৌখিক প্রেমের কথা বলে কৌশলে আমার মন কাড়াতে চায়। প্রকৃত বয়স আমার গোপন করে রাখি যাতে সে বয়সে অগ্রসর না হয়ে যায়। মধুর বচনে প্রেম প্রকাশ হয় এবং আপন গতিতে বয়ে যায়। কখনও তাই প্রেমের উদয় হয় না। প্রেমিকারে আমি অসত্য বচন বলি, সেও আমার কাছে অনুরূপই. বলে। আমাদের প্রবঞ্চনাভরা ভালবাসা দুজনেরই অন্তরে অসত্য হয়ে থাকুক।

।। দুই ।।

স্রোতস্বিনী আপন গতিতে বয়ে যায়। তার তীরে প্রফুল্লচিত্তে থাকে সিখারিয়া। আদোনিসতার পাশে বসে থাকে। তার বয়স নবীন সবুজ প্রাণ। তার প্রাণে অফুরন্ত প্রেম যথার্থ প্রেমিক ছাড়া তাকে কে পারে দিতে। পূর্বরাগ নামে যা প্রচারিত। কতই না কিশোর মন হরণ করেছে। অপরূপা নারী ছাড়া এমন আচরণ কে না জানে; কে না করতে পারে? হেন দৃষ্টি অন্য কেউ হানতে পারে না। আর ভালবাসা কেবা দিতে পারবে। দেবী একটি কাহিনী বললেন। তা সুধাসম তার কানে ঠেকল। রূপের আভায় চোখ ঝলসে দেয় প্রাণ মন আকুল করে দেয়। প্রতি অঙ্গ দিয়ে হৃদয় হরণ করে নেয় এবং নানাভাবে শুচিতায় স্খলন ঘটায়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাই দম্ভভরে হৃদয়ে কোপ প্রকাশিত হচ্ছে। তাইতে বুঝি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যাকে কিশোর তার স্থান জ্ঞাপন করে। একথা সেকথা বলে দূরে থেকে কিছুতেই টোপ স্পর্শ করতে চায় না। সদাই মন স্মিতহাস্যে পরিহাসে ভরে রাখে। কেন না প্রস্তাবের ভিতি সর্বদাই তার থাকে। সুললিতা বাণী পড়ে ইচ্ছাকৃত সে যেন প্রগলভা। নির্বোধের মত তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে কিশোর তার পেছনে ছুটল। বেরসিক লোক যেমন আচরণ করে এক্ষণে কিসের সেই ভাব করতে লাগল।

।। তিন ।।

ঘাস লতায় পড়ে ভোরের শিশির বিন্দু মুক্তার মত সারে সারে পড়ে রয়েছে। ক্বচিৎ তারা দু'চারটি তপ্ত হয়ে দেখলে তাদের চোখ জুড়ায়। মন্দ ভাগ্য সিখারিয়া ব্যথিত প্রাণে একাকী কাল কাটায়। তখন উৎকণ্ঠাভরা মন নিায় আদোনিস প্রতীক্ষা করে। চঞ্চল হয়ে সে চারিদিকে তাকায় তার দুটি আঁখি স্থির থাকতে চায় না। ধৈর্য্য ধরে নদীর তীরে বেত গাছের ছায়ায় বসে থাকে। এই নদীর জলে আদোনিস স্নান করে প্রাণ ও দেহ ঠাণ্ডা করত। মাথার উপরে সূর্য্যের রৌদ্র যেন চারিদিকে আগুণ ছড়াচ্ছে। দেবীর চোখ সেই কারণেই অতৃপ্ত। দেহ মন প্রাণ শীতল করতে চাইছে। আর আঁখি মেলে দেবী পথ চেয়ে রয়েছে। এই বুঝি আদোনিস আসে এই আশায় অঙ্গ আভরণ খুলে রেখে সময় কাটায়। পরিপূর্ণ নগ্ন হয়ে দেহখানি মেলে শস্পৃ নদীর তটে বসে রয়। ভালবাসার জন্যে তার প্রাণ কাঁদে। ভাবে এইবার বুঝি প্রিয়তম আসবে। তার দীপ্তনায়ক চারিদিকে চায়, ভাবে এইবার আদোনিস সামনে এসে দাঁড়াবে। যার প্রতি এত আগ্রহ এই বুঝি সে আসে, আদোনিস হেথায় আমাতে ডুব দিত অতি সংগোপনে মনের গহনে স্নান করত আর বলত দেবী প্রিয়তম তুমিই আমার মন কেড়ে নিয়েছ।

।। চার ।।

আমার প্রেম ক্লেদহীন অত্যন্ত নির্মল যা সদাই অচঞ্চল। কপোতীর মত আমার প্রেম কলঙ্কবিহীন অতীব সুধীন। তবু সে মনে মনে অবিশ্বাসী, মন প্রাণ বিশ্বাস করতে চায় না। অত্যন্ত উজ্জ্বল কাঁচের যেমন আভা ছড়ায় আমার প্রেম ঠিক তেমন। কাঁচ যেমন ঠুনকো ভঙ্গুর তার প্রেম সেই রকম। কখনো তাকে মোমের মত্যো আমার অত্যত সুকোমল মনে হয়। আবার কখনো তাকে লোহার মতন কঠিন মনে হয়। আবার কখনো মনে হয় তার প্রেমের আচরণ মরচে ধরা লোহার মতন। তার ভালবাসাখানি যেন পদ্মের পাণ্ডুর রূপাদির মতন। তার রূপের ব্যাখা যখন লালিমা বাড়ায় তখনি তার লালিত্য বৃদ্ধি পায়। দৈহিক মহিমা অতিক্রম করে অসততায় তার অন্তর ভরে তোলে।

অসত্য বঞ্চনা আর প্রবঞ্চনা সমস্ত তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে। পৃথিবীতে অসততায় তার তুল্য আর কেউ আছে কি না জানি না। কতবার তার ওষ্ঠদ্বয় আমার ওষ্ঠের উপরে রেখেছি ,সততায় রাখা চুম্বন করে ভাবব ছলনায় ভরা। আমার ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে কত কথা বলে আমকে খুশী করার জন্যে কোন অন্যথা করে না। অনেক কাহিনী উত্থাপন করে আমাকে আনন্দিত করবার চেষ্টা করে। চুম্বনে চুম্বনে মত্ত করে সততার পরিচয় দেয়। তার অন্তরে সততই আশাঙ্কা থাকে তাই আমাকে সোহাগ করে পাছে আমাকে হারায় এই উৎকণ্ঠায় সর্বদাই সে রয়। নিষ্কলঙ্ক প্রতিবাদ তার যা ছিল তা সবই হৃদয় মাঝে হাহাকার করে। শপথ বিশ্বাস আর যত সত্য কথা তাকে অশ্রু

ভরে অবিরত মিলে। সবই কৌতুক আকারে প্রকাশিত হয় আচারে বিচারে তা সব সময়ই বিলক্ষণ রয়েছে। এত বৈশিষ্ট্য যত ছিল তারপ্রণয়ের তাপে তা তপ্ত হলো। যেভাবে শুকনো ঘাস প্রজ্বলিত হয় সবই তাপে তপ্ত হয়। প্রণয়ের জ্বালা অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শুধুমাত্র প্রেমিকই তার অধীন শুকনো তৃণ যেমন আগুনে জ্বলে তেমনি করেই প্রেমিক দগ্ধীভূত হয়। কিন্তু দগ্ধীভূত ভালবাসা পুড়ে খাঁটি হয় তাতে কোন খাদ থাকে না। নিজের রচিত প্রেমে নিজেই মুগ্ধ হয়ে আবার পর মুহুর্তে তা ভুলে যায়। শুকনো তৃণের মত নিজেকে আগুনে সঁপিয়ে নিজেই নিজের ধ্বংস সাধন করে। সেই মন নিজেই নিজের প্রেম বসে আনে। হৃদয়ে যত ভালবাসা ছিল নিজেই তা প্রফুল্লচিত্তে ভষ্ম করে দেয়। প্রেমকে আমন্ত্রণ করে সেই প্রেমরতনকে নিজেই শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এটাই ভালবাসার যোগ্য ব্যবহার, যার ব্যবহার সকলকেই আশ্চর্য করে দেয়। আবার মনে যা বিস্ময় উৎপন্ন করে সেটাই কি প্রেমিকার যোগ্য আচরণ! এই যে ব্যবহার যা একমাত্র যোগ্য গণিকার তাই তার মাঝে প্রকাশ পায়। লালসায় মুগ্ধ গণিকারা একজনকে ছেড়ে অনেক জনকে ধরে সর্বদাই কিছু উদ্ভট আচরণ গণিকারা তা সব কিছুই নির্বিবাদে পালন করে। উড়ু উড়ু চঞ্চল মন এক এক করে স্থিতি ও পার্থিব লাভ করে।

।। পাঁচ ।।

ভিনাস ও আদোনিস মার্টল গাছের নীচে বসে থাকে। তরুর সুশীতল স্নিগ্ধ বায়ুতে প্রেমিকের মন স্নিগ্ধ হয়। গাছের শাখার স্নিগ্ধ ছায়ায় ভিনাস ও আদোনিস শান্ত হয়ে বসে। কিশোরকে দেবী বললেন, একথা সমর দেবতা বলেন অবশ্য দেহের উপরে দেহ গলে পড়ে যাতে আমার মন বিগলিত হয়। নানাভাবে প্রেম নিবেদন করে আমাকে দেবতা সুজন জয় করতে চায়। আবেগ ভরা ভাবমুগ্ধ স্বরে কথা বলে মন পেতে চায়। এইভাবে দেবী বলেন সমর দেবতা আমা[illegible] আলিঙ্গন করে ভিনাস এইভাবে আবেগ ভরা কথা বলে প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করতে চায়। সে প্রফুল্ল মনে বাহুদ্বয় বাড়িয়ে দিলে তার বক্ষে প্রফুল্ল মনে টেনে নেয়।

পুনরায় সে বলে সমর দেবতা আমার বসনমুক্ত কবতে তৎপর হন। ভাবাপ্লুত হয়ে বলে প্রিয় আমার যুগ যুগ ধরে আমার বক্ষের মাঝে. থাক। এক্ষণে ভিনাস আদোনিসের এই আচরণ আকাঙ্খিত। মানুষ ভিন্ন আকারে প্রণয়ে মুগ্ধ হয়। পুনঃ সমর দেব আমার ওষ্ঠে রাখ পুলকিত অন্তরে। আপনার ওষ্ঠ সে আদোনিস ওষ্ঠ পরে রাখে ঠিক যেন দংশনের মত। শ্বাসরোধ হলে আদোনিস তফাতে সরে যায় নির্বোধের মতন পলায়ন করে। দেবীর ইচ্ছা বা নিজের আনন্দ কিছুই কিশোর বোঝে না। আমারও প্রিয়া আছে সততই তার কাছে মন থাকতে চায়। আকুল হয়ে সে চুম্বন করে আমার মন আপ্লুত করে দিত যতক্ষণ না আমি পলায়ন করি ততক্ষণ সে আমাকে চুম্বন করে। বিরাজিত এমন প্রিয়ার প্রতি আমার জ্ঞান ছিল না আমি তুচ্ছ জ্ঞান করেছি।

।। ছয় ।।

সবাই বিশ্রাম ও শুভরাত্রি চায় তাদের প্রতি নিজের দাবি রাখে না। আমার সুখের কথা ভাবি না যা অন্য সবাই লাভ করতে চায়। সে যখনই আমাকে শুভরাত্রি জানাল তখনি আমার বিশ্রাম দূরে গেল। আমাকে যেন উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে ঠেলে দিল। এর বিশ্লেষণ আমাকে কোণঠাসা করে দেয় আমার হিয়া ক্রন্দনিত হয়। তার হাসিমাখা বিদায়ে আমার অন্তর আকুলিত হয়। স্মিত হাস্যে সে বলে আগামী কাল আবার যেন দেখা পাই। নৈশভোজে সে আমায় পাশে রাখেনি কেন না সে জানে তার উপরে আমার বাঞ্ছা ছিল। তাই আমার মন-প্রাণ ব্যথায় ভরে যায় বুঝতে পারি না কি করব। বিদায়ের সময় তার ঠোঁটে হাসির রেখা দেখতে পেলাম আমি। তার আচরণকে বিদ্রূপ করব না বা ব্যাখাও করতে চাই না। ভাবলাম হয়ত আমার নির্বাসনে তার কৌতুক না হলে এমন আচরণ করবে কেন? হয়ত অজ্ঞাত যাত্রায় যেতে হবে স্বভাব সুবিদিত করার জন্য। প্রভুর দিকে চেয়ে বারে বারে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়তে থাকে। ভোরবেলায় সে যখন ডেকে বলে আমাকে অলস বিশ্রামে ভুলে যাও নিশ্চয়ই তখন আমার মনে আস্থা থাকে না সাহস পায় না আমার আশ্রিত নয়ন।

গাছের উপর বুলবুল মনের আনন্দে যেমন গান করে আমি তখন নয়ন ভরে দেখি। মনে হয় ভরত পক্ষীর গান ললিত সংগীতে প্রকাশিত হচ্ছে। মধুর সংগীত যেন আমাকে আহ্বান করে আমাকে অভিভূত করে দেয়। কালো স্বপ্নের রাত্রির অবসান ঘটিয়ে দিবসকে আহ্বান জানায়। প্রবঞ্চনায় ভরা রাত্রি ও ললিতের স্থল নিজেকে সর্বদাই মগ্ন করে রাখে। হৃদয়ের কোনে রাশি রাশি আশা ভরে থাকে আর নয়নে কামনার দৃশ্য এসে ভিড় করে। নয়নের দৃশ্য যত মনের কামনার সামনে এসে দাঁড়ায়। ব্যথায় যেন শান্তি নেমে এল, দুঃখ বিনা সুখ কখনো পাওয়া যায় না।

— দুঃখ যেন শান্তির সাথে মিশ্রিত থাকে তারা একসঙ্গেই যেন অবস্থান করে বন্ধুর মতন। সে যে কেন আমায় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে চায় বুঝতে পারি না। তার সঙ্গে খুশী মনে রাত্রিযাপন করতে করতে দ্রুত রাত্রি শেষ হয়ে যেত। চোখের পলকে রাত্রি শেষ হয়ে যেত আর রোমাঞ্চ পুলকে মন ভরে যেত। কিন্তু এমন যেন শান্তি পাওয়ার জন্যই অন্তর জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। মনে হয় চাঁদের আলো আমায় পরিহাস করছে। যখনই সূর্য আকাশে উদিত হয় না কেন তুমি আমার পাশে থাক প্রিয়। সূর্য উঠবে ফুল ফুটবে তুমি আমার পাশে আমার হয়ে থাকবে। দিনমান যখন পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হবে তখন না হয় তুমি যেয়ো। নিশিথের স্থানে তুমি গ্রহণ কর যতক্ষণ না ঋণ শোধ হয়। রাত্রি গেলে অন্ধকার থাকবে না, তাইতো প্রিয় তোমায় চাই আমার কাছে আমার হয়ে থাকে যাতে আমার আকুল পরাণ শান্তি লাভ করে।

।। সাত ।।

আপন ইচ্ছায় উৎফুল্ল চিত্তে তুমি প্রেয়সীকে খুঁজো নিও। প্রেয়সীকে হরিণী সাজিয়ে নিজেই তাকে আঘাত কর। আমার সঙ্গেতোমার এ কি আচরণ? তোমার কাজে যতই যুক্তি থাক, এবার তোমার ভাগ্যে নিন্দাই জুটবে। চাতুর্য আর খেয়াল খুশিই তোমার কাল হল। এবার এই বিজ্ঞজন যা উপদেশ দেয়, তা শ্রবণ কর। এই উপদেশ তোমার কাল হল। এবার এই বিজ্ঞজন যা উপদেশ দেয়, তা শ্রবণ কর। এই উপদেশে তোমার শুদ্ধি হবে। তখন তুমি পুলকিত মনে নিজের কাহিনী যত্ন সহকারে বলবে। এই কাহিনী বর্ণনায় যেন কোন রসনা বা মিথ্যা না থাকে। তোমাকে এরূপ সাবধান করার অর্থ তোমার অভ্যাস জানা আছে বলে। ভাগ্যোদায় হবে না বা অভ্যাসের দাস হবে না।

তোমার ভালবাসার কথা তুমি সহজভাবেই বলবে এবং যা সত্য তাই বলবে। তার ইচ্ছানুযায়ী তোমার আচরণ হবে কিন্তু যা উচিত তাই হবে। সর্বত্র সমাদৃত যা তোমার উপহার, তার ইচ্ছায় তুমি যেন তা দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। তার অন্তর যাতে পুলকিত হয়, সর্বদা সেইরূপ তাকে সেবা করবে। সহজ সরল মনে তার প্রণয় চাইবে, যেন তোমাকে সে সদাশয় মনে করে। প্রেয়সী যদি না অন্যায় করে, তাকে কখনই অন্যকে বরণ করার কথা বলা ঠিক নয়। নিজের আচরণে শৈথিল্য প্রকাশ করবে না। প্রেয়সী যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাতে তোমার কি এসে যায়? ভ্রূযুগল যদি কুটিল হয়ে থাকে, জানবে এতেই তোমার হিত। যতক্ষণ না রাত্রি হচ্ছে ততক্ষণ ঐ মেঘাচ্ছন্ন দৃষ্টি থাকবে। তারপর তোমার সঙ্গে তার সুপ্ত আচরণই তোমাকে আনন্দ দান করবে। নিশিকালে তুমি দুবার প্রেয়সীকে তোমার প্রাণ মন দেবে। যা ঘৃণায় আচ্ছন্ন ছিল, তাই প্রসন্নতায় পর্যবেসিত হবে।

আত্মশক্তি নির্ভর করে প্রণয়িনী যদি ইচ্ছামত কিছু করে থাকে, যদি সে এই আচরণে নিষেধ করে তাতে কিছু এসে যায় না। যদি অনাস্থা প্রকাশ সে করে, তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নাই। এতে তাকে দুর্বল ভাবাই ভাল কারণ সে শেষে তোমাতেই মন দিবে। সে যা চায়, ছলনায় তা জেনে নিয়ে সেইভাবেই কথা বলবে। রমণী হৃদয়ে যা শক্তি ধরে, পুরুষ বিলক্ষণ তার অধিকারী হয়। এই বিশ্বাস সর্বদাই রাখবে।

নারীর ছলাকলা রহস্যাবৃত এবং তার প্রকাশ নাই। নারীর হেঁয়ালি পুরুষ বুঝতে পারে না। যে ভোগ করেনি, তার ভোগের লালসা অন্তরে থাকে। রমণীর 'না' কথার অর্থ 'হ্যাঁ'। রমণী পুরুষকে পেতে চায়। তাই 'না' এর মধ্যেই 'হ্যাঁ' থেকে যায়। পুরুষকেই সে সর্বক্ষণ খোঁজে পুরুষের সঙ্গলাভের জন্য। বয়সকালে তাকে লাভ করতে আসে। তখন তার অন্তরে দিবালোকের স্থান নেই। বিবাহেই নারী অপরূপা হয়। চুম্বনে তার আনন্দ হয়। এতক্ষণ আমি যা বর্ণনা করলাম, এর বেশি আর বলার প্রয়োজন নেই। রমণীর গুণ কীর্তনের শেষ নেই। তাই আর লজ্জা দিতে চাই না। গোপন রহস্য যা শুনেছি তারই কিছু প্রকাশ করলাম।

।। আট ।।

তোমাকে প্রিয়া মেনে আমার মনের সত্য বার্তা বলি। আমার সঙ্গে সহবাসে তোমার দুঃখ দূর হবে এবং মন প্রফুল্ল হবে। আমার বক্ষে তুমি আমার প্রিয়া হয়ে থাক, দুজনে মিলে আনন্দ অনুভব করি। আমরা থাকব বনে উপবনে, পাহাড়ে. পর্বতে, নদীতীরে, সমুদ্র সৈকতে বৃক্ষের শীতল ছায়ায় আর উদ্যানে। আমরা শিলার উপর বসে মেষপালকে দেখব। তটিনীর তটে, পুষ্করিণীর পাড়ে আমরা কুজনরত বিহঙ্গকে দেখব। মধুর সুরে যখন তারা গান গাইবে আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হবে। তোমার জন্য আমি গোলাপের শয্যা রচনা করব। তোমার মন পুলকিত হবে।

—ঐ শয্যায় সুগন্ধ পুষ্প বিছিয়ে দেব যেখানে তুমি শয়ন করে আনন্দ লাভ করবে। তোমার দেহের ফুলের কাঁচুলি আর মাথায় ফুলের মুকুট তোমার আভরণে শোভা বাড়াবে। মার্টল পল্লব দিয়ে শৃঙ্খল রচনা করে তোমাকে সাজাব। তোমার কটিদেশে শুষ্ক তৃণের বন্ধনী পরিয়ে দেব। তোমাকে আইভি ফুলের মালা পরাব নিজের হাতে। তোমাকে প্রবালখচিত হার পরিয়ে আমি আনন্দ লাভ করব। এইরূপে যদি তোমার আনন্দ হয়, তাহলে তুমি প্রফুল্লচিত্তে আমার আলয়ে থাক। পৃথিবীতে যা কিছু আনন্দ আমি তোমায় দিব। তুমি শুধু একবার বল যে আমাতেই তোমার মন নিমজ্জিত থাকবে।

প্রেয়সীর উত্তর

হে সজ্জন, আমার কথা শোন। আমার এই কথাতেই তুমি আমার উত্তর পাবে। তোমার ভালবাসা যদি নবীন হয়, তবেই তুমি প্রসন্ন লাভ করবে। রাখালেরা যদি সৎ হয়, তবেই তোমার রসনা তৃপ্ত হবে। অন্তরে যদি সুন্দর আনন্দ থাকে, তবেই আমাকে নিজ বক্ষে পাবে। তোমার কথায় আমার মনে আশার উদ্রেক হয়েছে। তাই আমি প্রেমের অভিলাষি। তোমার মনে আমি হৃষ্ট চিত্তে থাকব। আমাকে প্রিয়া ভেবে তোমার বক্ষে আমাকে ঠাঁই দাও।

।। নয় ।।

গোলাপের কুঁড়ি অথবা যে কোনও পুষ্প অসময়ে আহরণ করা উচিত নয়। অকালে চয়ন করা পুষ্প শোভা প্রকাশ করে না, এটাই সত্য। এইরূপ ত্বরিত কার্য করা উচিত নয়। এতে কোন লাভ হয় না। এতে অকালে শোভা নষ্ট হয় এবং শোভাহীন হলে কেই বা তাকে মনে রাখে? কচি কাঁচা অবস্থায় আহরণ করলে পরিশ্রমই বৃথা যাবে আর মন ক্ষুণ্ণ হবে। মুকুলগুলি জীর্ণ হবে এবং কোন ফল হবে না। বসন্তের বাতাস প্রবাহিত হবার পূর্বেই তার শোভা নষ্ট হয়ে যাবে। অকালে আহরিত মুক্তা শুধু জীর্ণই হয়ে যায়। আসল মুক্তার মত দ্যুতি লাভে তার সাধ্য থাকে না। ত্বরিতলব্ধ

দেহের সৌন্দর্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অতি সুক্ষ্ম হূল যদি দংশন করে. তার জ্বালা সুতীব্র হয়।

শাখায় শাখায় শোভিত অপরিপক্ক বদরী সকলের হৃদয়ে অম্লস্বাদ প্রায় থাকে। বৃক্ষের শাখায় তারা শোভা বর্দ্ধন করে কিন্তু আপসে বিচ্ছিন্ন হলেই শুকিয়ে যায়। কাল পূর্ণ না হলে নিশা থেকেই যায়, আলোর পরশ প্রকাশিত হয় না। তোমার নিমিত্ত আমার কান্না পায়। কিন্তু তার কারণ আমি কি ভাবে তোমাকে বুঝাব? মন থেকে অন্য চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমার কথায় মন দাও। আমাকে তুমি তোমার হৃদয়ের মাঝখানে রেখে বারংবার অতুলনীয় প্রেম দিয়েছ। আমার যা কিছু মনবাঞ্ছা তুমি সবই পূরণ করেছ। তোমার অমূল্য রত্ন তুমি আমাকে দিয়েছ। আর আমার কিছুই চাইবার নাই।

হে আমার বান্ধবপ্রিয়, আমি সত্য বলছি। তুমি বিশুদ্ধচিত্তে শ্রবণ কর। আমার আর কিছুই তোমাকে দেবার নাই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার মনের যা কিছু অসন্তোষ তুমি আমার জন্য রেখে দিলে। আমার জন্য অসন্তোষ রেখেই তুমি তোমার বাসনা পূরণ করলে।

ফিনিক্স এবং টারটল্

সুদূর আরব প্রান্তে সমুদ্রতীরে নির্জন এলাকায় বৃক্ষটিকে দেখ। বৃক্ষেরা উচ্চ শাখায় পাখীর বাসায় সুধীর কপোত বাস করে। কেহ যখন তাকে আহ্বান করে, চোখ মেলে সে আনচান করতে থাকে। কলরব করে সে নিজের বিষাদ বার্তা প্রকাশ করতে থাকে যা শুনে কে আছে যার অন্তর কেঁদে না উঠে। পক্ষীতনয়ের কর্কশ স্বর শুনে তুমি মনে কোন বাসনা পোষণ কর। চারিদিকের অনিষ্টকারকেরা যে দুষ্ট আহ্বান করে, একথা সর্বজনবিদিত। জ্বালামন উত্তাপ যা বিদ্যমান থাকে সেখানে সবের সমাপ্তি ঘটে। যেখানে এই জলদূত থাকে ভুলেও সেইস্থানে যেও না। সুন্দর পালকে আচ্ছাদিত ঈগল যেখানে থাকে, সেখানে সমস্ত অনুষ্ঠানই বন্ধ থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকেই সকলে শাস্ত্রমতে সিদ্ধ বলে জানে। পুরোহিত মহাশয় নিজের দেহে শ্বেত উত্তরীয় জড়িয়ে রাখেন। পূজারী নন্দন মৃতের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা সঙ্গীত গায়। মরাল অমৃত সকলই এই প্রার্থনায় প্রকাশিত হয়। উপযুক্ত প্রার্থনায় বিহঙ্গকে ভ্রান্তি মনে হয় এই কথা যার ত্রিকাল গত হয়েছে তার মনে রাখা ভাল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বিষাদ কালিমা সর্বদাই প্রবাহিত হয়। আমরা শোকার্ত। হে মহাজন, তুমি অনুগামী হবে একথা জানি। শোকের কাহিনী যা শুনে সকলের হৃদয় কেঁদে উঠবে তা এখানেই আবদ্ধ থাক।

সজ্জন যাকে ভালবাসা বলে জানেন সেই ভালবাসার জন্যই মরণ হয়। সততার মৃত্যু যেখানে সেখানে ভালবাসা কেঁদে কেঁদে ফিরে বেড়ায়। ফিনিক্স নামের এক কপোত নন্দন প্রাণের মায়ায় পালিয়ে বেড়ায়। একে অপরের সঙ্গে যেমন মিতালি করে তারও সেইরূপ কপোতীর সঙ্গে ভালবাসা ছিল। এই পতী-পত্নীর একের জন্য অন্যের পরাণ কেঁদে উঠত। তারা স্বতন্ত্র হয়েও একীভূত ছিল এবং ভালবাসা দিয়ে

একে অপরকে আবৃত রাখত। প্রণয়ের নির্যাস যা সাধারণতঃ প্রকাশ পায় তারা কিন্তু সেইভাবে তাদের আশা পূরণ করত না। পরস্পর দূরে দূরে বসবাস করত কিন্তু তবুও হৃদয়ে তাদের প্রেমের প্রকাশ থাকত। দূরে অবস্থিত ছিল দুটি হৃদয় কিন্তু তবুও দুটি হৃদয়ে প্রেমের প্রকাশ ছিল। একটি হৃদয় অন্যের জন্য ক্রন্দন করত। তাদের এহেন প্রণয় অন্যের হৃদয়ে ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারে। অকস্মাৎ কপোতের দৃষ্টিপথে ফিনিক্সের আবির্ভাব ঘটল।

তার হৃদয় ফিনিক্সের প্রতি চঞ্চল হয়ে উঠল। কপোত-কপোতী যে মহা আনন্দে ছিল, এক্ষণে সেখানে ঝড় উঠে সব ওলোট পালট করে দিল। ফিনিক্স তার প্রাণ চঞ্চল করে তুলল। তাকে অস্বীকার করার উপায় কি? তারা একে অন্যের সাথে একাত্ম হয়েছিল। এমনকি নিজের দেহকেও স্বতন্ত্রবোধ করত না। নামে দ্বিধাকৃত ছিল। কিন্তু মন এক ছিল। এই বৈশিষ্ট্য অবলোকন করে কপোতের দল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেত। তাদের এমনই ভাব ছিল, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। একপথ একমত হয়েও বিশ্লেষণ শুরু হয়। সরলের উপর যৌগিকের আরোহণ ঘটে। উভয়ে একাকার হয়ে যায়—তাকে স্বতন্ত্র ভাববার উপায় নাই। সততঃ ভালবাসার যুক্তি নিয়েই একীভূত হবার আশা। যখন যুক্তিহারা মিলন ঘটে, তখনই অঙ্গে অঙ্গে প্রেমের প্রকাশ পায়। যাকে সকলে শ্মশান-সঙ্গীত বলে জানে, ফিনিক্স কপোত-কথা সেই সঙ্গীতেই বর্ণিত। ফিনিক্স কপোত কথা প্রচারের নিমিত্ত এই সঙ্গীত রচিত হল। এই সঙ্গীত সর্বজনকে যথার্থ ভালবাসা বিষয়ে জ্ঞাত করবে। এই প্রণয়-আশ্রিত সঙ্গীত নর-নারীর আশা পূরণে সার্থক।

কাব্য (গদ্য)

হে বন্ধু তুমি কখনো বৃদ্ধ হবে না। তুমি চির সুন্দর সেই প্রথম দিনে যেমন তোমায় দেখেছি আজও তুমি অবিকল তেমন সুন্দর। শীতার্ত বনের বুকে প্রতিবার বসন্ত আসে যায় কিন্তু তোমার সৌন্দর্য অক্ষত থাকে বার্ধক্য তোমাকে স্পর্শ করে না। কত ঋতু পরিবর্তন হয়েছে বসন্ত চলে গেছে হেমন্ত এসেছে, বসন্তের ফোটা ফুল জ্বলে গিয়ে গ্রীষ্ম এসেছে তবু সেদিনের প্রাতে যেমন তোমায় দেখেছি তুমি অবিকল সেরূপ। ঘড়ির কাঁটার মত তোমার লাবণ্য সময়কে চুরি করে নিয়েছে শব্দহীন পদ সঞ্চারে। যদিও তুমি চির সবুজ মুক্ত সুন্দর তবু তোমার ক্ষয় আছে। এই কথা ভেবে যদি তোমার বার্ধক্য না জন্মাত তবে হয়ত তোমার রূপের বসন্ত তোমার জন্মের আগেই মরে যেত।

আমার প্রেম যে শুধুই প্রতিমার উপাসনা না হয়। যেন সাজানো পুতুল আমার প্রেমিকা না হয়। আমার সমস্ত গান প্রেমের মুর্চ্ছনা, আমি শুধু তার যশ গাই, তার সমতুল্য কেউ নেই। যদিও আমার প্রেম বাতাসের মত উজ্জ্বল তবু তা নিরন্তর সুন্দর থাকবে সুদূর ভবিষ্যতে। আমার কাব্যও সেই প্রেমের ম· ·রল ও বিশ্বস্ত থাকবে যা অভিন্ন সৌন্দর্যময়। যার কোন ভেদাভেদ নাই। চিরকাল বলব সৌন্দর্য সত্য, সৌন্দর্য উদার তাই সৌন্দর্য-সত্য-দয়া এই তিনের মধ্যে শব্দের পার্থক্য। এই উপলব্ধির মধ্যেই আমার কাব্যসম্ভার নিঃশেষিত হয়েছে। সৌন্দর্য সত্য দয়া এই তিনের মধ্যে অপূর্ব সুষমা বিরাজ করছে। এই তিনটি শব্দের গুণ অভিন্ন তবুও এরা পৃথক ভাবে বিরাজমান। দেহের মধ্যেও তাই তারা ভিন্ন।

অতীত কালের কাহিনীর মধ্যে পৃথিবীর কত সুন্দরের বর্ণনা আছে কিন্তু ছন্দ সুন্দর হয় গৌরবময় হয় যদি ছন্দের মধ্যে সৌন্দর্য থাকে। সুন্দরী নারী ও বীরপুরুষের যদি যশোগান থাকে হাত, পা, ওষ্ঠ ভূলতা ও আঁখি পল্লব যদি নিখুঁত হয়। হয়ত প্রাচীন কাব্যে তা সম্ভব হবে তোমার রূপ বর্ণন। পাশ দিয়ে যদি কাল নিরবধি চলে রায় সেই সব গুণগানের যেন ভবিষ্যদ্বাণীরা কাজ করে, তোমার রূপের ছবি সেই বর্ণনায় ভাসমান হয়। ভবিষ্যৎ পানে যেন তাদের দিব্য দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। ব্যর্থ প্রতি ভাষা তবু তোমার আনন্দ রূপ বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমানে বিস্ময় চোখে আমরা তোমার জীবন্ত রূপ দেখি; প্রশংসায় ভাষা থাকে না মুখে।

ত্রিকালজ্ঞ আত্মার বুকে যে পবিত্র শঙ্কা ভাসে সে যেন সুদূরে ধাবমান স্বপ্নের বল্গা ধরে টানে। আমার প্রেম যেন সুখে দুঃখে উদ্দাম থাকে নিঃশঙ্ক সে যেন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। যেমন রাহুগ্রস্ত চাঁদ সগৌরবে বেরিয়ে আসে, ব্যর্থ হয় জ্যোতিষবাক্য, ব্যর্থ হয় সাবধান বাণী। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যখন আশ্বাস খণ্ডিত হয়, তখন বলিষ্ঠ বার্তা যেন অনন্ত জীবনের জন্যে চিরস্থায়ী বলিষ্ঠ বার্তা আনে। সুশান্তির শুদ্ধ আশীর্বাদে আমার প্রেম সমৃদ্ধময়, সে মৃত্যুকে বিতাড়িত করে বেঁচে থাকবে সজীব হয়ে। চিরদিন বেঁচে থাকব অপমানিত ভাষাহীন চিন্তাদের বিব্রত করে ঘৃণাসিক্ত ছন্দিত বিবাদে। অত্যাচারীরা যতই প্রবল হোক তারা ধরা ধামে বিস্মৃত হবে, আমার প্রেমের স্মৃতি চিরদিন অক্ষত থাকবে।

হে আমার অন্তরাত্মা, তোমার মস্তিষ্কে কি আছে যা তোমার দেহগত নয়। যা আমি ছন্দবদ্ধ করতে পারি অভিনব রূপে, যা নতুন করে কিছু বলার নেই আমার প্রেম যাতে প্রতিভাত হবে নতুন করে। প্রতিদিনের প্রার্থনায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই পুরাতন কথাই বলি। নতুন কিছুই বলার নেই। আমরা দুজনে আপনার। কোন ভেদ নেই দুজনের মধ্যে। আজও তেমনি যেমন প্রথম দিনে ছিলে প্রিয়। প্রেম চিরন্তন শুধু নতুন আঁধারে রক্ষিত হয় সে তাই কালের গ্রাস থেকে মুক্ত থাকে চিরকাল। বার্ধক্যে বা জড়ে কুঞ্চিত হয় না বরং বার্ধক্যকে ভৃত্যতে পরিণত করে সে। কারণ বাইরে কাল যখন রূপকে হনন করে, তখনই আর এক প্রেম নবরূপে জন্ম নেয়।

যদিও তোমার কাছ থেকে বেশ কিছুকাল দূরে ছিলাম তবুও আমার প্রেমকে মিথ্যা বল না বা অবিশ্বাস কর না। দুজনের আত্মার মধ্যে কোন ভেদ নেই। আপন আত্মাকেও আমি বিরহ যন্ত্রণা দিতে পারি। তোমার আত্মার মধ্যেই আমার প্রেম বিরাজিত। যেমন দূরে গেলে তোমার জন্যে ভেবে মরি। মাঝে মাঝে বিরহে সমস্ত ক্ষত ধুয়ে যায় ভিতরে বা বাইরে কোন পরিবর্তন থাকে না। আমার রক্তে যদিও দুর্বলতা বিরাজিত তাদের শত্রু বা গুরু বলে বিশ্বাস করো না। তারা আমাদের প্রেমকে কলঙ্কিত করতে পারবে না। আমাদের প্রেমসৌন্দর্যকে ক্ষত বিক্ষত করতে পারবে না। এই বিরাট পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া কিছু জানি না আমি। তুমি আমার সর্বস্ব প্রাণের প্রিয় গোলাপ।

ভবঘুরে হয়ে বহুদেশ ঘুরেছি, নানা বিচিত্র বর্ণের পোশাক পরেছি, বহুবার কত বল্গাহীন চিন্তা নিয়ে বিব্রত হয়েছি, কতবার মহার্গ জিনিস নিয়ে বিক্রি করেছি, সস্তায় তা দিয়ে কিনেছি মনের খোরাক—এ সমস্ত কিছু অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করো। সত্যকে বারবার সংশয়গ্রস্ত করেছি তবুও আমি আর এক যৌবনের স্বাদ পেয়েছি। ভাবতে ভয় হত কত কষ্টে তোমায় পেয়েছি। বহু চেষ্টা করে অন্তর বিদীর্ণকারী অনন্ত প্রেমকে পেয়েছি। আর আমার কোন ক্ষুধা নেই। প্রমাণ নয় পরীক্ষা নয় কুণ্ঠাহীন নিবিড় আবেশে দেবতারূপে তোমাকে ভালবেসে যাব। তোমার প্রেমপূর্ণ অন্তর আমার দেবতা। দেবতার পরেই তোমার স্থান আমার অন্তরে।

আমার জন্যই তোমার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার বিরোধ। যে ভাগ্য আমাকে নির্মম ক্ষতির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে, যার জন্যে আমার কোন উন্নতি হয় নাই, সামান্য জীবন অতি সাধারণ জীবন সকলের মত। ভাগ্যের কুটিল বিধানে আমার নিয়তি চিহ্নিত। ভাগ্যদোষে আমার অন্তরের তেজস্বিতা ম্লান হয়ে গেছে। যন্ত্রের মত কাজ করে গেছি জীবনের কোন মানে পাইনি। তাইতো তোমার করুণা আর শুভেচ্ছাই কাম্য। সংক্রামক রোগের প্রতিরোধে তিক্ত ওষুধ অনুগত রোগীর মত পান করে যাব। চরিত্র মাঝে যত দোষ আছে তা সংশোধন করব। অহর্নিশ ত্যাগ করে যাব তপোবোধে। হে প্রিয় বন্ধু! তুমি আমায় দয়া করো করুণা করো যেন আমার সকল দোষ তোমার দয়ায় সংশোধিত হয়ে যায়।

তোমার প্রেমের কবণায় আমার সমস্ত নিন্দা অপসৃত [illegible]। তোমার প্রেমে যত মন্দ ভালোয় পরিণত হবে। আমার মিথ্যা অপবাদের তোমার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হবে, তোমার প্রেমে তা সুন্দর হবে। তবু আমি অটল থাকব নিন্দা স্তুতির বিতর্কে। আমি তোমাকেই সত্য জানি তুমিই আমার সব। তোমার সমালোচনায় স্থান পাবে আমার নিন্দা বা প্রশংসা। আর কাউকে আমি স্বীকৃতি দেব না কিছুতেই। আর কেউ আমার লোহার মত কঠিন মনকে টানতে পারবে না। কেউ যদি আমার বিরুদ্ধ সমালোচনা কর কিম্বা আমার স্তুতি পেয়ে খুশী করতে চাও আমি তা হেলা ভরে অস্বীকার করব, ফেলে দেব প্রজ্বলন্ত ঘৃণায়। তুমি আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে বরণীয় হয়ে রয়েছ। তুমি ছাড়া সমস্ত জগৎ আমার কাছে মৃত, অপ্রিয়।

বিদায়ক্ষণে আমার অন্তর্মুখী দু'চোখ সব দেখে অথচ মনে হয় কিছুই দেখে না। মনের ভিতরে মনের দুঃখে সে দুঃখী। অন্ধের মত তুমি ছাড়া কিছু দেখবে না। ফুল ফল পশু পাখী কাউকেই স্থান দেবে না আমার মন এমনকি নিজেকেও নয়, দেখবে না নিজের স্বরূপ। কাউকে স্বীকৃতি দেবে না। বিকৃত বা সুন্দর পর্বত বা সাগর বা কোন বস্তুকে সে দেখে কিম্বা দিনরাত্রি বা কাক বা কপোতক সে দেখে সবই তোমার মতন। কি যেন মায়া দর্পণে সে দেখেছে। সে তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই জানে না। যেন চোখকে এ মন সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারা করেছে।

তোমার প্রেমের মুকুট পরিধান করে আমার মন উদ্ধত দর্পিত সম্রাটের মত তোষামোদ পেতে চায় কিম্বা সে সত্যকে দেখেছে। হয়ত বা তোমার প্রেম জাদু করেছে তাকে তাই দৈত্য বা দানবকে সে অকাতরে মাধুর্য দান করে। যত অপূর্ণ বস্তুকে পূর্ণতায় মর্যাদা দেয়। অন্ধকার বস্তুর মাঝে প্রেমের গরিমা এনে দেয়। এ যেন প্রশংসাপাত্রে উচ্ছলিত মদ যা আমার মন পান করে রাজার মত। সব জেনে শুনেও চোখ মনের অনুগত। মনের মতন করে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি সে বিষাক্ত হয় তাতে পাপ কি? চোখে তাকে ভালবাসে। দুই মিলে এক।

কবিতার লাইনগুলি আমার ভালবাসার পরিমাপ প্রকাশ করতে পারেন নি জানি তবু কেন এ সত্যের অভ্যাসের হদিস পাইনি যাতে প্রেমের দীপ্তি উজ্জ্বল রবে। জয় করবে অপলাপ। কিন্তু হায় নিষ্ঠুর কালের বিধানে কত অঘটন ঘটে উল্টে দেয় রাজার সংকল্প বা শপথ। গতি পরিবর্তনে হঠাৎ সংকল্প হারায় ম্লান হয়ে যায় কুসুম কামনার তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হয়ে যায়। কিন্তু হায়, আমি কেন বলতে পারব না কালের করাল অত্যাচার তুচ্ছ করে আমার ভালবাসা অক্ষয় রাখব। অতীত আর ভবিষ্যৎ সংশয়ের কুয়াশা ঢেকে দিয়ে অনিশ্চয়তাকে অগ্রাহ্য করে আমার প্রেম হবে দুর্বার। চন্দ্রকলার মত যে প্রেম বেড়ে ওঠে তাকে আরও বৃদ্ধি করে দাও। প্রিয় থেকে প্রিয়তম হয়ে উঠুক।

নিবিড় মিলনে যদি দুটি মন বাঁধা পড়ে তবে তার মধ্যে কোন বাধা স্বীকার করব না। যে প্রেম ক্ষণে ক্ষণে মত বদলায়, সে প্রেম প্রেমই নয়। প্রকৃত প্রেম চিরস্থির, কখনো লক্ষচ্যুত হয় না, কখনো কম্পিত হয় না, ঝড়ের আঘাতে সে প্রেম অচঞ্চল সুদূর নক্ষত্রের মত। কখনো অস্বীকার করা যায় না। যদিও কেন যায় না তা অজ্ঞাত। প্রেম কালের খেলনা নয় কিন্তু কালগ্রাসে ক্ষয় হয় ওষ্ঠাধর। এই প্রেম অজয় অমর কালের গতীর ঘায়ে কখনো নষ্ট হয় না। একথা যদি মিথ্যে হয়, প্রেম যদি মিথ্যে হয়, তবে আমার কবিতা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে মিথ্যা প্রেম।

অভিযোগ কর আমার কিছুই নেই। যা দিয়ে তোমার গুণের ঋণ শোধ করে দিই। যে বন্ধনে বদ্ধ হয়ে আছি তা ছিঁড়ে দিও। প্রেমিক বলে আর ডেকো না আমায়। তোমার অভিযোগ আমি তোমায় বঞ্চিত করে দূর অজানায় পাড়ি দিয়েছি বহুবার। বার বার ছুটে গেছি পথের নেশায়। আমার বিরহে তুমি থেকেছ ব্যথিত, বিলীন হয়ে। ইচ্ছা বা বুদ্ধির দোষে যদি ভুল করে থাকি সে ভুলের ধারণা যেন প্রকৃত তথ্যের উপর গঠিত হয়। আমার ডাকে ভ্রূকুটির রোষে সাড়া দিও কিন্তু নিবিড় ঘৃণায় জর্জরিত করো না। আমার আবেদন রাখ। প্রেমের ব্যাপারে তুমি কত গুণি, কত বিশ্বস্ত।

ক্ষুধা যদি তীব্র হয় খাদ্যকে লাগে পরম উপাদেয়। তাই নানা উপাদানে খাদ্যকে মিশ্রিত করি। জীবনের সমস্ত ব্যাধিকে দূর করে দিতে চাই। রুগ্ন, দুর্বলতাকে বিসর্জন দিয়ে সুস্থ হতে চাই। তোমার অনন্ত মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে মাধুর্যের আতিশয্যে খাদ্যকে তৃপ্ত করি। ভালোর অত্যাচারে আমি রোগাগ্রস্থ হবার আগেই রুগ্ন হই কৃত্রিম রুগ্নতায়। স্বভাবের এই কুটিলতা, এ এক আশ্চর্য প্রেম। মিলনে শিহরিত হয় মন। বিরহে ব্যাথা ভাসে। বৃথাই অসুখের কথা ভেবে ওষুধ আনে, যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে মুক্ত হতে চায় মন। কিন্তু তবু সে প্রেমপাশে বদ্ধ। সমস্ত বোধ দিয়ে একথা বুঝেছি, যে তোমার প্রেমে জর্জরিত ওষধি তাকে বিষাক্ত করে।

আমি জেনেশুনে একি অশ্রু ঔষধি পান করেছি যা হয়ত বা নরকের গভীর থেকে উৎসারিত হয়। যা অফুরন্ত আশায় শঙ্কা আনে আবার শঙ্কার মাঝে আনে অফুরন্ত আশা। যেন অজস্র জয়ের মাঝে কিছু ক্ষতি অবিরত। দু'চোখ মত্ততায় মগ্ন হয়ে প্রেমের খাতিরে আত্মসর্বস্ব করে কি ভুল করেছে সে। প্রেমের মাদকতায় সে আতপ্ত মগ্ন নিজের স্বার্থে। সুদূর পরিণামে অনেক সময় মন্দ থেকে ভালো হয়, ভালো থেকে আরো ভালো হয়, এই সার জানি বিদ্ধস্ত প্রেমের সৌধ আরো মহৎ হয় যদি নতুন উদ্যমে তা গড়া সে সৌধ আরো দুর্বার আরো মহৎ হয়। বেদনা আর অসন্তোষ এই দুইয়ের অবসানে এই ভেবে শান্তি পাই। সব মন্দের মাঝে তোমাকে ভালবেসে আরোও তিনগুণ লাভ করি।

একদিন নির্দয় ছিলে তুমি তা জেনেও আজও তোমাকে ভালবাসি। সেদিন অনেক দুঃখ অনুভব করেছিলাম তোমার জন্যে। আজ স্বীকার করি মূঢ়তার বশে যা করেছি তা ভুল। মানুষের মন ইস্পাত বা পিতল নয় স্নায়ু আর শিরার সমন্বয়। একদিন আমিও নির্দয় ছিলাম তোমার প্রতি। কিন্তু তুমি ছিলে অবিচল। তোমার ভুলের মাঝে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় বিলীন হয়ে ছিলাম যার গুরুত্ব বহুবার আমার মন পরিমাপ করেছে। সেদিনের দুঃখের রাত্রি মনে পড়লে একে একে কত কথা এসে ভীড় করে। দুঃখ-ব্যাথা যা তুমি দিয়েছিলে সবই আমি একে একে গ্রহণ করেছি। আমিও তোমার অন্তরে সমান ব্যাথা দিয়েছি। আজ দুজনেই দুজনের মনে জোর করে প্রবেশ করেছি। আজ দুজনের মনেই কোন বিদ্বেষের লেশ নেই আমাদের।

আমাকে কেউ যদি অকারণে মন্দ বলে তার থেকে মন্দ হওয়া অনেক ভালো আমার। এভাবে অকারণ লোকনিন্দার আঘাতে আমরা কত আনন্দ হারাই জীবনে বারবার। ব্যভিচারী নিন্দুকের দল তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বারবার আমায় আঘাত করে বড় করে দেখে তারা আমার ত্রুটিকে আমি যাকে ভালো বলি কেন তার উপরে নিন্দা চালায় বার বার বিদ্ধ করে আমার আনন্দকে। কিন্তু আমি যা আমি তাই, তারা যা তারা তাই। তাদের কুচিন্তায় আমার সকল কাজ ঘৃণ্য তাদের কাছে। কিন্তু সরল সত্যের মাঝে আমরা সত্তা অপরূপ। পরের মন্দ দেখার স্বভাব যাদের নিরবধি থাকে তাদের চরিত্র থেকে মন্দ কখনো যায় না।

আমার মস্তিষ্কমাঝে তোমার যা দান আছে তা চিরকাল অক্ষয় পেয়ে যাবে আমার কাছে। আমার মাঝে সে দান কালগ্রাসকে দিয়ে যাবে জলাঞ্জলি। যতকাল বুকের মধ্যে হৃদয় থাকবে আর মস্তিষ্কে থাকবে স্মৃতি, যতদিন না বিশ্ব থেকে তারা খসে পড়বে তোমার সমস্ত স্মৃতি ততদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার মাঝে। আমরা স্মৃতিসত্ত.া তোমাকে কোনদিন ভুলবে না। কিন্তু কেন মনে হয় এই স্মৃতি সঞ্চয় বৃথা আর দুর্বল। কেমন করে তোমার প্রেম রেখে দেব হ্য় মাঝে। কেমন করে তোমার প্রেম অব্যয় করে রাখব সে দানের মাঝে। বিশ্বাস করি না সব কাজে সে দান প্রেরণা দেবে। তোমার স্মৃতির জন্য যদি কোন স্মৃতি চিহ্ন লাগে তবে যেন আমার মৃত্যুর আগে আমায় বিস্মৃতি গ্রাস করে।

হে কাল! আমার পরিবর্তনে তুমি কখনো গাফিলাতি করো না। নতুন নতুন শক্তির উপাদানে তুমি তোমার পিরামিড তৈরী করো তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কোন অভিনবও নেই, শুধু পুরাতনকে নতুন সাজে সজ্জিত কর বার বার। তাই আমাদের জীবনসীমা স্বল্প। জীর্ণ পুরাতনকে নতুন রূপে এনে দাও আমাদের সুবিহ্বল চেতনার মাঝে। তারা আমাদের চেতনার মাঝে নবজন্ম লাভ করে। তোমার হিসাবের যত কড়াকড়ি আমার ভাল লাগে না আর তাই হে কাল তোমাকে আমার ভাল লাগে না, তার কারণ তুমি যা কিছু করো তা বড়ো তাড়াতাড়ি। ভালো কোন বস্তুকে দু'দণ্ডও দেখ না দু'চোখ ভরে। আমি অটল থাকব চিরদিন যতই ভেঙ্গে দাও তুমি। আমি চিরদিন থাকব নবীন।

নিয়তির কোলে জন্ম নেওয়া কোন অজ্ঞাত পিতার জারজ সন্তান যদি হয় আমার এ প্রেম। যদি ভালবাসার আশ্বাস পায় বা যদি হয় কালের ঘৃণার অধীন তবে সে কালের কোলে ঝরা ম্লান ফুল হয়ে যায়। আমার প্রেম কোন দুর্ঘটনা থেকে জন্মায়নি, ঐশ্বর্যের অভিমানীও সে নয় বা কোন দুঃখের হীন আঘাতে কাতর নয়। কখনো কালের পুতুলের মত নাচে না সে। দুঃখেতে সে ভেঙ্গে পড়ে না বা সুখেতেও উচ্ছ্বসিত হয় না। আমার নির্ভিক প্রেম সে নীতিকে ভয় করে না যে নীতি মানুষের জীবনকে করে সীমায়িত। সে জলে নিমজ্জিত হয় না বা দগ্ধ হয় না তাপে কালের সমুদ্রতীরে একা দুর্জ্জয় দণ্ডায়মান সে। আমি কালের নির্বোধ ক্রীতদাসদের সাক্ষ্য দিতে ডাকি

যারা সততা রেখে যায় মৃত্যুতে।

হে তরুণ বালক! তোমার দৃঢ় বন্ধন কর। কালের করাল কাস্তে আর চকিতে দৃষ্টির দর্পণে, যখন দুর্বল হও এখন তোমার নিজে আত্মার দর্পণে প্রেমিককে দুর্বল দেখাও। যেমন তোমার প্রতিবিম্ব। প্রকৃতি কর্ত্রীর মত তোমাকে সেদিকে চালাবে যেদিকে সে চালাতে চায়। যদি তুমি এগিয়ে যাও তবে তোমায় টেনে ধরবে সে। কালকে ধ্বংস করে এক সূক্ষ্ম কৌশলে তোমাকে রেখে দেয় সে তার কবলে। হে বালক, সে প্রকৃতিকে ভয় করে তার মতে চল যেন তোমাকে সে দেরী হলেও তা স্পন্দন তোমাকে দান করে। দেরী হলেও তার দেনা-পাওনা সব শোধ করে দিতে হবে সে যা দেবার তোমায় তা দেবেই সব শেষে।

পুরাকালে কালোকে ঘৃণা করত লোকে। কিন্তু একালে কালোকে সুন্দরের উত্তরাধিকার রূপে বলা হয়। কালোকে নিন্দা করলে সুন্দর লজ্জা পায় পাছে। মানুষ দুটি হাতে যত শক্তি ধরে প্রকৃতির, পৃথিবীতে তো সুন্দর অসুন্দর দুটিই সত্তা। কবির কবিতায় অলঙ্কারে কালো মুখ প্রশংসাতে ধন্য হয়। আর বিনা অলঙ্কারে স্বভাব সুন্দর মুখ ধন্য ধরায়। আমার প্রিয়ার চোখ তাই কৃষ্ণবর্ণ যেন শোকে স্তব্ধ ভ্রূদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ তার। সে জন্ম সুন্দর নয় তবু তার সমস্ত সৌন্দর্যময়। তার কাছে বিকৃত আমাদের বিচার। আমার প্রিয়ার মুখ সারা বিশ্বময়কে যেন বলতে চায় সবাই তার প্রিয়াকে যেন অন্তর দৃষ্টি দিয়ে চিনে নেয়।

বীণার তারে তোমার হাতের ছোঁয়ায় যে সুর সৃষ্টি হয় যে তারে আঙ্গুলগুলি নেচে চলে তোলে সুরের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি হয় মধুর গীত। তাতে আমার কর্ণকুহর সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। বীণার তারের ওপরে তাই আমার ঈর্ষা হয় বীণার তারগুলি তোমার আঙ্গ ুলগুলি যেন চুম্বন করে। অথচ আমি লজ্জার আশায় থাকি তারের ঔধ্যতা দেখে ব্যথা পাই । আমার ওষ্ঠ তোমার চুম্বন লাভে সদা প্রস্তুত থাকে। যেন মনে হয় প্রাণহীন বীণার তার তোমার হাতের ছোঁয়ায় সজীব হয়ে উঠেছে তাই আমার ওষ্ঠ আজ বীণার তার হতে চায়। তোমার স্পর্শ দিও আর আমায় দিও চুম্বন।

লজ্জার ঘায়ে অন্তরের তেজ মরে যায় কিন্তু গোপনে লজ্জার মাঝে অলস কামনা থাকে লিপ্ত। কিন্তু কামানরা নরহত্যার নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর তারা বর্বরতায় তার অবিশ্বস্ত ক্ষমাহীন। যারা অযৌক্তিক ভাবে তার পিছনে ছোটে ভোগ করার আগে তারা ঘৃণ্য হয়ে ওঠে কামনায়। যা নিয়ে প্রথমে নাচানাচি করে লোভে গিলে ফেলে তা পরে বড়শির মত আটকে যায় বিব্রত বোধ করে। আমরা সন্ধান করে যা কিছু সুখ বলে পাই তা আমাদের কাছে পরে দুঃখ বলে মনে হয়। যে আনন্দ আমাদের নিশিদিন হাতছানি দিয়ে ডাকে, পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা স্বপ্নের মত বিলীন হয়ে যায় কেন? কিন্তু জগতের সবাই জানে সে স্বর্গ ছাড়া ভাল যে স্বর্গ আমাদের নরকের পথে নিয়ে যায়।

পৃথিবীর যত সুন্দরী গরবিনীর মত প্রিয়া তুমিও আজ নিষ্ঠুর হয়েছ। তুমি জান আমার অন্তর তোমায় সমর্পিত করেছি। তুমি আমার কাছে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা অধরা। কিন্তু সবাই বলে তোমার মুখে কোন সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল নেই যা সবাইকে উন্মাদ করে। একথা নিয়ে আমি বিবাদ করতে চাই না। সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করতে চাই না। সে বিচার শুধু কাল করুক, আমি জানি তুমি কালো হয়ে হয়েও সুন্দরী। তোমায় দেখে অনেকেই প্রেমে আর্ত হতে পারে। তোমার ভ্রূ বল্লরী অপূর্ব, যে যাই বলুক তুমি আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠা। তোমার কর্ম আর চিন্তা কালো রূপ নয়। তাছাড়া আর সবই ভাল।

সূর্যের মত উজ্জ্বল নয় আমার প্রিয়ার মুখ। রক্ত প্রবালের মত লাল নয় তার অধর। তার বক্ষ তুষারের মত শুভ্র নয় ঘন কালো তারের জালের মত তার চুল। জীবনে অনেক লাল শ্বেত গোলাপ দেখেছি কিন্তু আমার প্রিয়ার গ্রীবা তেমন নয়। গোলাপের গন্ধের সাথে তার তুলনাই হয় না। কিন্তু যে গন্ধ আমার প্রিয়ার গলা থেকে পাই তা ভালবাসি, কারণ তা নেশায় মাতানো। এও জানি সঙ্গীতের মত সতত নয় কিন্তু মন্দ মন্থর পায়ে সে যখন মাটির উপর দিয়ে যাওয়া আসা করে মর্তের মানবী স্বর্গের দেবী বলে মনে হয় না। তবু তার প্রতি আমার প্রেম অবিরল। তার রূপ-গুণের সম্বল নিয়ে মিথ্যা যত তুলনার অতীত সে।

তোমার আখিঁ দুটি আমি ভালবাসি। কিন্তু তারা আমায় করুণা করে। কিন্তু তারা জানে না যখন তুমি আমার প্রতি ঘৃণায় আত্মহারা তখন তোমার আঁখি দুটি নিষ্করুণ অকারণে কালো হয়ে যায়। পূর্ব দিগন্তে প্রভাতের নবীন সূর্য বা সন্ধ্যাতারা যা আকাশে কিরণ দেয়, তারা আকাশে তেমন মানায় না যেমন তোমার আখিঁ দুটি তোমার মুখে মানায়। শোক সন্তপ্ত তোমার আঁখি দুটির মত তোমার অন্তর কেন বিষাদ সুন্দর হয় না। কৃত্রিম শোকের ছায়া তোমার মুখে যে সৌন্দর্য এনেছে তোমার অন্তর কেন তা পায়নি। সে কেন পায় তোমার বিষাদ সৌন্দর্যের অভিসিঞ্চন।

তোমার অন্তর কেন আমাকে ব্যাথাহত করে তোলে, কেন আমার বন্ধু আমাকে আঘাত দেয়, কেন এত দুঃখ দেয়। আমাকে আঘাত দিয়ে শুধু ক্ষান্ত হওনি, আমার বন্ধুর মুণ্ডুপাত করেছ। তোমার ঐ চোখ আমার আত্মা হতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করেছে কিন্তু আমার দ্বিতীয় তোমাতেই আবদ্ধ আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। আমার আত্মা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যে ভাসছি। এই তিন বিচ্ছেদের ব্যবধান আমাকে পার করতেই হবে। আমার আত্মাকে তুমি বন্ধ করে রেখেছ যে কারাগারে তাকে অর্থাৎ আমার বন্ধুকে মুক্তি দাও। আমার জীবন ফিরিয়ে দাও। শ্রমের পীড়ণে অহেতুক আমার আত্মাকে নিপিড়িত করে আমার অন্তরকে পীড়িত করো না। তবু জানি আমার সত্তাকে সীমাবদ্ধ করবে তুমি। তুমি সুষমাকে আমার করায়ত্ত করবে। শোষণ করবে তাকে।

অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করি তোমার খুশি আর খেয়ালের বশে আমি বন্ধক আছি। আমার এক সত্তা যদি তোমাকে হারায় আর এক সত্তা তবে নিবিড় আশ্বাসে সান্ত্বনা দেবে। শান্তি দেবে অতি দুঃখে। কিন্তু সে সত্তা তুমি ফিবিয়ে দেবে না মুক্ত করবে

না কখনো। কারণ তুমি অতি লোভী, আর সে ভীষণ দয়ালু আর দুর্বল। নিজেকে জামিন রেখে সে মুক্তি চেয়েছিল বন্ধুর, কিন্তু তুমি তাকে বন্দী করেছো। আমিই তার একমাত্র সহায়। এক্ষেত্রে অমোঘ রূপের আইন খাটিয়ে কুসীদজীবীর মত জামীনদার বস্তু গ্রাস করতে চাও। বন্ধুর সাহায্যে যদি আর একজন এগিয়ে আসে তাকেও বন্দী করে রাখতে চাও প্রতিনিয়ত। তাকে আমি হারিয়েছি। কিন্তু তুমি দুজনকেই পেয়ে গেছ। সে সব শোধ করে দিয়েছে কিন্তু আমি মুক্ত হইনি।

তোমার খুশির শিকারে যে অসহায় হয়ে পড়ুক তাকে তোমার কামনার রথ অবাধে উড়িয়ে নিয়ে চলে শেষ নেই তার। কেবল আমার মনোরথ ব্যর্থ হয়ে গেছে। ঘৃণ্য হয়ে গেছি আমি। তোমার কামনা কত প্রশস্ত ও উদার আমার কামনা তোমার মাঝে কেন ভুক্ত হবে না। যখন তুমি সবার কামনাকে স্বীকৃতি দিয়েছ কত কামনাকে বরণ করেছ। সমুদ্র সর্বদাই ভরা তবুও সে বৃষ্টির জলকে বরণ করে নেয়, তেমনি তুমি কেন আমার কামনাকে বরণ করে নেবে না। সমুদ্র যেন প্রাচুর্যের মধ্যেও সঞ্চয় বাড়িয়ে চলে তেমনি তোমার কামনার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ সঞ্চয়ের ধনে তাতে কেন আমার একটিমাত্র কামনাকে স্থান দেবে না তুমি। আমার অনুনয়কে নির্মমভাবে বর্জন করো না, তাকে ধন্যবাদ নাই বা দিলে শুধু পুরণ করো।

অন্ধতার বশে যদি আমাকে তোমার কাছে না আসতে দেয় তাকে বলো আমি তোমার কামনার ধন। একবার তোমার কামনার মাঝে আমাকে প্রবেশের অধিকার দিও। একবার যদি অধিকার দাও তবে তোমার কামনা আমি পূরণ করবই নিঃশেষে। কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে তোমার প্রেমের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে দেবে কোন ফাঁকি তাতে থাকবে না জেনো। তোমার যদিও অনেক আছে তবু আমাকে গ্রহণ করো এই আমার অনুনয়। তোমার ভাণ্ডার মাঝে যদি আমার দান স্বীকৃত হয় তবে তা হবে মধুর যদিও আমার কাছে সে দানের মূল অনাদৃত তবুও তুমি না নিলে চিরকাল বেদনাহত রয়ে যাবে। তোমার কামনার মাঝে আমার আত্মা মিলে মিশে যাক, তোমার প্রেমের সাথে এক হয়ে যাক।

নির্বোধ প্রেম আমার চোখে কি মায়াজাল পেতেছে। চোখের পাতা উন্মিলিত তবু তারা কিছুই দেখে না, তারা জানে প্রকৃত সৌন্দর্য কি তবু তারা ভাল ফেলে মন্দকে মাথা পেতে নেয়। যদি সাধারণ লোকের মত এ চোখ ভুল করে। যদি দুর্নীতির বশবর্তী হয়ে পক্ষপাতিত্বও করে বুঝব তোমার প্রেম দৃষ্টির ঋজুতাকে বাঁকিয়ে দিয়েছে। আমার অন্তরে যে বিচার বুদ্ধি আছে আমার সে অন্তর আজ দুষ্ট, আজ কোন ভাবে এক চক্রান্তর জাল পাতা আছে, সাধারণত যা পৃথিবীতে পাতা থাকে অথবা আমার মুখ ভীষণ ভয়াল সৌন্দর্যের পূর্ণ সত্য কখনোই এ মুখে থাকে না। এ চোখ কেন তা ভাবে। যখন সত্য যাচাই করেছে তখন ভুল করেছে আমার অন্তর চোখ। সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যাকে সত্যের সমান ভেবেছে।

আমার প্রেমিকা যখন তার প্রেম সত্য বলে স্বীকার করে সে কথা বিশ্বাস করি। কিন্তু এও জানি তা সত্য নয়। হয়ত সে ভাবে চপলমতি আমি। অজ্ঞ আমি। কলাকৌশলময় পিচ্ছিল যৌবনের পথ আমি জানি না। সে আমাকে অনভিজ্ঞ শিশু ভাবে, জানে আমার সে বয়স নেই। তাকে মিথ্যাবাদী ভেবে আমি উড়িয়ে দিই। এইভাবেই সুতিকা গৃহে সত্য নিষ্পেষিত হয় জন্মাতে না জন্মাতেই। কিন্তু কেন সে মিথ্যাকে স্বীকার করে না আর আমিও বলি না আমার যৌবন অবগত হয়েছে। সুকৌশলে সকল বস্তুকেই প্রেম বস্তু করে তোলে। প্রেমের কাছে কোন বয়সের বিচার নেই। এইভাবে দুজনেই মিথ্যা বলে যাই। তবু তুষ্ঠ হই। মিথ্যার মধ্য দিয়ে কত সুখ অনুভব করি।

তুমি আমায় মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে বলো না। তোমার অন্তরে নির্দয়তা বলব না। মুখে যতই কটু কথা বলো ভ্রূকুটির ঘায়ে আঘাত দিও না। ছলনা করো না। আমার উপরে দৃষ্টি রেখে ভালবাসার ভান করো না। স্পষ্ট করে বলো অন্য কাউকে ভালবাস? ছলনার কোন প্রয়োজন ছিল না আমি যখন তোমার প্রতিপক্ষ। দুর্বল আমি কোন শক্তি আমাকে সার্থকভাবে ধরে না। শুধু এই ভেবে আমি তোমায় ক্ষমা করি কারণ জানি আমার শত্রু তোমার ঐ দু'চোখ। তাই ভেবেই শত্রুকে সরিয়ে দিয়েছে অন্যখানে। তার জন্যে আমাদের শোক নেই। কিন্তু আর তা করো না। কারণ আমি মৃত প্রায়। যন্ত্রণা লাঘব করে দৃষ্টির শর হেনে হত্যা করো।

যদিও তুমি নিষ্ঠুরা তবুও বিচক্ষণ হও সর্বদা। ঘৃণায় অত্যাচার করো না আমার নীরব ধৈর্য্যের উপরে। দুঃখের পীড়ন সহ্য করতে পারব না। আমার অন্তর তাহলে নিবিড় দুঃখে মুখরিত হয়ে উঠবে। তোমাকে প্রেমের শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা নেই আমার, আমি শুধু কিছু শিক্ষা দিতে চাই বুদ্ধির বিষয়ে। মুমূর্ষ রোগীরা ভীত হয়ে যেমন স্বাস্থ্যের জন্য শিক্ষা নেয়। এখন তোমার বিজ্ঞতা শিক্ষা করার প্রয়োজন প্রেমের নয়। আমি যদি নিরাশ হয়ে পড়ি তবে উন্মাদ হয়ে যাব। অনেক মন্দ কথা তোমায় বলে ফেলব। অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে নিন্দুককে সকলেই বিশ্বাস করে। এ জগৎ অত্যন্ত মন্দ আমার এখানে আশা নেই। অন্য সকলের মত আমরা যেন আচরণ না করি। মনের ভাষা যেন চোখে না প্রকাশ পায়।

আমার চোখ দিয়ে আমি তোমায় ভালবাসি না। যে চোখ তোমার মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সে ত্রুটি সত্ত্বেও তোমায় আমার মন ভালবাসে। চর্মচক্ষু নাই বা থাকল অন্তর চক্ষু আমার তীক্ষ্ণ স্থির। যে কান তোমার মধুর কথায় আনন্দিত আমি তাকে ও বিশ্বাস করি না। অনুভূতিকেও না, যা তোমার স্পর্শে কাঙাল। ঘ্রাণ বা স্বাদেন্দ্রিয় যা বাইরে সতত জাগ্রত যা হাল ধরে থাকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির। কিন্তু তোমার প্রতি ধাবমান আমার আত্মাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দল বিরত করতে পারে না। তবু তোমার অহমিত আত্মা আমার প্রেমকে স্বীকার করে না। তারা আমায় প্রত্যাখান করে। জানে আমি তোমার অনুগামী তাও। সমস্ত ক্ষতি লাভ করে অঙ্গীকার করি আমি যে পাপ

করায় আমায় সে দেয় বেদনার পুরস্কার।

আমার ভালবাসার পাপ। তোমার ঘৃণ্য পুণ্য। তবু আমার যে ঘৃণা পাপাত্মক প্রেমের মাঝে নিহিত তোমার পাপের সঙ্গে যদি আমার গুণের তুলনা কর তবে দেখবে আমার সব গুণ প্রতিবাদের অতীত। কেউ যদি তর্ক করে তবে যেন তা নিয়ে তর্ক করো না। নানা অলঙ্কারে সাজানো তোমার কত সাজানো শব্দের প্রেমের অলঙ্কার, কত শপথ করেছ কতবার, আমিও কতবার তোমার কাছে মিথ্যা অঙ্গীকার করেছি। কিন্তু প্রিয়া আমার প্রেম তোমার মত। মদির কটাক্ষে তুমি প্রিয়জনের প্রতি কর যেমন করো আমি তেমনিই করি। করুণার মধ্য দিয়ে মনকে স্বীকৃত করি। যা তুমি লুকিয়ে রাখ তা যদি শুধু খুঁজে ফের তবে মৃত্যু অবধি কোনদিন তা পাবে না।

সুদক্ষ গৃহিণীরা যেমন অবোধ শিশুর মত পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীকে তার দিকে ধাবিত করতে চায়। পিঞ্জর মুক্ত পাখীকে তেমন তারা ধরতে চায়। যে পাখী বারবার আকাশের স্বপ্ন দেখে। যে পাখী অবুঝ উল্লাসে চিৎকার করে আর অনাদৃত সন্তানদের ফেলে ছুটে চলে। যাকে সে ধরতে চায় পৃথিবীর সব কিছু তুচ্ছ করে, সব কিছু ভুলে কিন্তু তার পাওয়া অতৃপ্ত রয়ে যায় দুর্বার চাহিদা তার পূরণ হয না। তেমনি করে যে পালিয়ে যায় তার পিছনে তুমিও ছোট আমিও তোমার পিছনে ধাবিত হই সব কিছু ভুলে কিন্তু তুমি আমার উপর বিরূপ না হয়ে আমাকে শাস্তি দিতে পার মায়ের মত একটি চুম্বন দিয়ে। আমার ডাকে যদি তুমি সাড়া না দাও তবুও বলব, তোমার কাম্য বস্তু তুমি যেন পাও চিরকাল।

আমার আত্মাকে যেমন ভালবাসি তেমন আমার সান্ত্বনা আর হতাশাকে আমি ভালবাসি। তাবি তুমি আমারই সত্তা। একজন দেব--দূতের মত সুন্দর আর একজন পাপিষ্ঠা, সে আমাকে প্রলভিত করে সর্বদাই। আমার সে শুদ্ধ সত্তাকে প্ররোচিত করে বারবার সে নরকের পথে নিয়ে যেতে চায়। সান্ত্বনার সেই দেবদূত পাপত্মিকার ভয়ে সন্ত্রস্থিত হয়ে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়। তাই আমি দেবদূতকে ভাবি শয়তান। দুজনের মাঝে খুঁজি কৃত্রিম সততা। কিন্তু আমি বলি না অম্লান, নরকের মৃত্যুর মাঝে তাই স্বর্গের বারতা পাই।

কারো কোন পাপে সংশয় করি না, যতক্ষণ একজন না আর একজনকে বার করে নিয়ে যায়।

''তোমাকে ঘৃণা করি'' যে প্রেমময় ওষ্ঠাধর আমাকে বলেছিল, আমি তো একদিন অনেক ব্যাথা সয়েছি আমায় কি জলাঞ্জলি দিলে তুমি। কিন্তু আমার এ অবস্থা যখন সে দেখেছিল, দয়ায় মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তখন তার নিজের স্বভাবে লজ্জা বোধ করেছিল নিজেকে সে তীব্র তিরস্কার করেছিল তার ঘৃণার ভাব সে পরিত্যাগ করেছিল। যেমন দিনের শেষে রাত্রি আসে আবার রাত্রির শেষে আসে দিন তেমনভাবেই প্রেমের পতন করেছিল তার ঘৃণার মাঝে। হঠাৎ যেন নরকের মাঝে স্বর্গের সুষমা

এনেছিল। সে এইভাবে নরকের থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছিল। আমার জীবন রক্ষা করেছিল নিজের স্বভাবে।

হে আমার আত্মা! আমার পাপের কেন্দ্রে আছ তুম। আমার পাপের জগতে যত অশুভ শক্তি নিহিত আছে তার থেকে হে আত্মা তুমি আমাকে বার বার সংযত করো। আমার অন্তরে তুমি বেদনার্ত অথচ তুমি বাইরে থাক কত আনন্দিত। বেদনায় ভরা ভঙ্গুর প্রাসাদ তোমার অথচ তার ব্যথা সহ্য কর তুমি। অথচ তোমার প্রাসাদ আনন্দ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তোমার প্রাসাদের মতই কি তুমিও ভঙ্গুর? অতএব হে আত্মা! আমার তুমি অভিনব রূপে বাঁচার চেষ্টা করো। ভঙ্গুর মুহূর্তে তুমি তিলে তিলে অমরত্ব কিনে নাও। এই যদি পরিণতি হয় তবে তুমি দেখা দাও আপন স্বরূপে। বাইরে তুমি ঐশ্বর্যময়ী অথচ অন্তরে তুমি নিঃস্ব হয়ে থাক কেন?

—সেই মৃত্যু যা সকলকে গ্রাস করবে একবারও সে মৃত্যু যদি মরে, তুমি মরবে না।

কামনায় উত্তপ্ত জ্বরাগ্রস্ত রোগীর মত প্রেম উন্মাদের মত ক্ষতিকর খাদ্য উপভোগ করতে চায়। দিনরাত অশুভ ক্ষুধার তৃপ্তির আশায় সে থাকে। চিকিৎসকরূপে যুক্তিতে নিযুক্ত করি আমার প্রেমের জন্যে, সে তার কথা মানে না। চিকিৎসক অগ্নিগর্ভরূপে দেখা দেয় লঙ্ঘিত ব্যবস্থাপত্র নিয়ে তাই অতৃপ্ত কামনা মৃত্যুর বার্তা বয়ে আনে। আমার যুক্তি অসহায়। আরোগ্যের অতীত আমি আমার কামনা তৃপ্তিহীন, চঞ্চল। আমি সদাই তার ঘায়ে জর্জরিত। অন্তর্যামী আমার সকল চিন্তা জানে। তারা মিথ্যা, কোন সত্যই তাদের সম্বল নয়। কৃষ্ণপক্ষ নরকের মত কালো তুমি, তবুও সুন্দর উজ্জ্বল তুমি। একথা আমি শপথ করে বলি।

এক আশ্চর্য প্রেমদৃষ্টি দিয়েছে আমার অন্তরে। তা দিয়ে আমি বস্তুকে যথার্থরূপে দেখতে পাই না। যদিও বা দেখতে পাই তা দেখে বিচার-বুদ্ধিরা ক্ষুণ্ন হয়। যা সঠিক তার নিন্দা করে। আমার ভ্রান্ত দৃষ্টির দ্বারা যদি কোন বস্তুকে সুন্দর দেখি আমি আর সমস্ত জগৎ যদি তাকে মিথ্যা বলে তাতে কিই বা আসে যায়? তাহলে বুঝতে হবে প্রেম ভ্রান্তিময়। কেন প্রেম সুন্দর বলে, তাকে লোকে অসুন্দর বলে। মেঘের সজল ছায়ায় আচ্ছন্ন সূর্যের চোখ যেমন থাকে প্রেমের দৃষ্টি কেন স্বচ্ছ খাঁটি হয় তেমন? তেমনিই প্রেমের দৃষ্টি অশ্রুসিক্ত সজল থাকে। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যদি সে ভুল দেখে তবে কিই বা আসে যায় সকলের।

পাছে কি তীক্ষ্ণ চোখের তারায় তোমার দোষ ধরা পড়ে হে চতুর প্রেম তাই কি অশ্রু দিয়ে আমায় বন্ধ করে রাখ।

—হে নিষ্ঠুর তুমি কি বলতে পার? আমি কি তোমায় ভালবাসি না? অথচ তোমাকেই আমি ভালবেসে যাই আমার মতের বিরুদ্ধে বিস্মৃতির অন্ধকারে তোমার কথা মনে পড়ে তোমার জন্যে অকারণে শাস্তি পাই আমি। যে তোমাকে ঘৃণা করে আমি তাকে বন্ধু বলি না। তুমি যদি রাগ কর তবে আমি ভ্রূকুটি কুটিল হই। তাকে আমি

কখনই ভালবাসা দিই না। যদি তুমি বিরূপ হও তবে আমার সঙ্গে আমার কোন মিল থাকে না। যে গুণকে আমি স্বীকার করি। যতই ঘৃণা কর হে প্রেম, তোমায় আমি জানি। আমি অন্ধ কিন্তু তোমায় যে দেখেছে সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান।

হে প্রেম, তুমি কোন শক্তিবলে আমায় অভিভূত করে রাখ। সর্বদা আমার অন্তর চালনা কর তুমি। জানি না কোন ছলে তুমি আমার দৃষ্টিকে কর অভিভূত। সুন্দর দিনের আলো ম্লান হয়ে যায়। করে দাও সমস্ত বস্তুকে অসুন্দর, মন্দ। অথচ তোমার প্রত্যাখানে এমনই দৃঢ়তা থাকে সে ভাল-মন্দ আমি বুঝেও বুঝতে পারি না। যা কিছু মন্দ তা আমার চোখে অপূর্ব সততা পায়। কে এমন ভালবাসতে আমার শেখাল জানি না। লোকে যাকে ঘৃণা করে আমি তাকে ভালবাসি। তোমাকে ঘৃণা করার কারণ চোখে দেখি, কানে শুনি তবুও তোমার আমার আমার মাঝে অন্তরাল থাকে না কোন।

অযোগ্য হয়েও তুমি যদি আমার ভালবাসা পাও তবে আমি যেন যোগ্য হয়ে তোমার ভালবাসা চিরকাল পাই।

চিরতরুণ হে প্রেম বিবেক কি তা তুমি জান না কিন্তু যার বিবেকহীন চিত্ত সেখানে কিভাবে প্রেম সঞ্চিত হয়। প্রতারণা করে যেন আমাকে অপরাধী কর না তাহলে তোমার মধ্যে আমার দোষ প্রতিভাত হবে। বিদ্রোহী দেহের কাছে আমাকে প্রতারণা কর। তবে আমিও তাই করব। জানতো দেহের রক্ত কখনও যুক্তির নিষেধ মানে না যদিও দেহের ক্ষেত্রে আত্মা পরাজয় মানবে না কখনও। তোমাকেই পুরস্কার রূপে সে পেতে চায়। তোমার গর্বে সে গর্বিত উৎফুল্ল তোমার নামে সে। সে মানে উন্নতি যা কিছু তোমারই কৃপায় তা তোমার পতনে সে শোচনীয় পতন মানে এ যেন আর এক পরাভব।বিবেকের বশেই আমি তাকে প্রিয়জন বলি সহ্য করি তার উত্থান আর পতন। তার প্রেমের জন্যই।

তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে আমি শপথ ভঙ্গ করেছি একথা তুমি জানতে, তুমিও তার দ্বিগুণ শপথ ভঙ্গ করেছ। যদিও ভালবাসি তোমায় তবু আমায় ঘৃণা করেছ তুমি। কতবার অস্বীকার করেছ আমার প্রেম। আমি নিজেই যখন বিশটি শপথ ভঙ্গ করেছি তবে কেন আমি দ্বিগুণ শপথ ভঙ্গের অভিযোগ করি। স্বার্থভোগের জন্যই শপথ করেছি অথচ তোমাকে অপমান করেছি অবিশ্বস্ত ভেবে। একদিন তোমার দয়া মায়া ক্ষমতা সম্মানের কতই শপথ করেছি, করেচি সততার শপথ। প্রেমের খাতিরেই তোমার অন্ধকে চক্ষুস্মান বলেছি, অবস্তুকে বলেছি বস্তু, সত্যকে বলেছি মিথ্যা। তোমাকে সুন্দর বলে শপথ ভঙ্গের আমি অপরাধ করেছি সত্যের সঙ্গে বিবাদ করেছি মিথ্যা শপথ করে।

ডায়েনার দাসী এসে দেখে প্রেমের দেবতা জ্বলন্ত মশাল পাশে ঘুমিয়ে আছে। আশ্চর্য যে মশাল মানুষের প্রাণে প্রেম প্রজ্জ্বলতি করে সেই মশালই ঝর্ণার জলে নিমজ্জিত হয়ে শীতল হয়। সেই প্রেমের জ্বলন্ত মশাল থেকে জীবন্ত উত্তাপ অনন্তকাল ধরে বেঁচে আছে। সবাই বলে সেই আগুনের দুর্জয় উত্তাপ আজও রুগ্ন ব্যক্তিকে

আরোগ্যতা এনে দেয়। এই ভাঙ্গা বুকে যে মশাল আগুনের ছোঁয়া দেয় আমার প্রিয়ার চোখে সেই আগুনের মশাল দেখেছি। আমি রুগ্ন। যেখানেই হতাশা সেখানেই আশা চাই। যাকে চাই না তাকে কেন এখনও পাই?

প্রিয়ার দু'চোখে আমার যে অযোগ্যতা সেখানে প্রেমের দেবতা এক দুর্বার কামনার আগুন পায়।

প্রেমের তরুণ দেবতা তন্দ্রাহত হয়ে মর্ত্তভূমির পাশে সে মশাল নামিয়ে রাখে যা হৃদয়কে প্রজ্জ্বলিত করে। কুমারী জলপরীরা তাদের কৌমার্য বিলিয়ে আসে, তাদের লক্ষ্য করে প্রেমের দেবতা মায়াজাল ফেলে। কুমারী জলপরী সে মশাল তুলে নেয়। অসংখ্য হৃদয়ের তাপে যে আগুন জ্বলে ওঠে। কামনা সঞ্চারকারী প্রেমের দেবতাকে আমরা উত্তাল দেখি, দেখি কুমারী জলপরী তার পাশে অন্যরূপে শুয়ে আছে। যে মশাল জলে ফেলে দিয়ে শীতল করে তবে প্রেমের আগুন থেকে সে মশাল চিরস্থায়ী তাপ পায়। সেই জল শীতল করে। অসংখ্য হৃদয়ে ঝরে পড়ে। রুগ্ন ব্যক্তিকে প্রতিকারের জন্য চাপ দেয়।

প্রেমিকার দাস হয়ে আমি এই শিখেছি প্রেমের আগুন জলে শীতল হয় না। জল তাতে তৃপ্ত হয়ই।

— সমাপ্ত —